শাঙ্করভাষ্য, স্বামিকৃত টীকা ও অন্বয়াদি সহিত

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামি-
কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত।

বৈদ্যকুলজ
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সেন বিদ্যাভূষণ, এম্, এ,
কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

চতুর্থ সংস্করণ

প্রকাশক
শ্রীসেবানন্দ স্বামী,
কাশী—যোগাশ্রম,
বেনারস-সিটি

১৩১৯।

মূল্য ৪৲ চারি টাকা মাত্র ডাকব্যয় ।৹ আট আনা

কলিকাতা,
২৫নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে,
শ্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

(চতুর্থ সংস্করণ)

প্রকাশকের নিবেদন।

শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামী মহোদয়ের ব্যাখ্যাত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার **চতুর্থ সংস্করণ** প্রকাশিত হইল। শ্রীমৎ স্বামিজী জীবিত কালে "গীতার্থসন্দীপনীর" যে সকল অংশ আরও বিশদ ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া লিখিয়াছিলেন, তাহাও যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইল। অধিকন্তু **বাঙ্গালা প্রতিশব্দ** সহ প্রত্যেক শ্লোকের **অন্বয়** ও **গীতাপাঠক্রমের বঙ্গানুবাদ** প্রদত্ত হইয়াছে। বঙ্গদেশে অন্য কোন গীতায় এরূপ পদ্ধতি এ পর্য্যন্ত অবলম্বিত হয় নাই। পরিব্রাজক স্বামিজীর সংক্ষিপ্ত **জীবন-চরিত** সহ অধ্যায়, বিষয়ের বিভাগ ও অক্ষরক্রমানুসারে গীতোক্ত শ্লোকগুলির এবং শ্লোকস্থ শব্দসমূহের সুবিস্তৃত **সূচীপত্র** সংযোজিত হইয়াছে, এবং পাঠের সুবিধার্থ অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, ভাষ্য, টীকা ও গীতার্থসন্দীপনী শীর্ষক শব্দ গুলি বৃহৎ অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। শ্রীমৎ স্বামিজীর একখানি হাফটোন্ ফটো ও এই সংস্করণে প্রদত্ত হইল।

গত বারের ন্যায় এবারেও কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ **বৈদ্যরত্ন শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সেন বিদ্যাভূষণ, এম, এ,** মহোদয় অজস্র পরিশ্রম স্বীকার করিয়া বিবিধ বিশুদ্ধ উপনিষদাদি আলোচনপূর্ব্বক আমূল শাঙ্করভাষ্য ও শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা বিশেষরূপে সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। শাঙ্করভাষ্য ও শ্রীধরস্বামীর টীকা এরূপ বিশুদ্ধভাবে ইতঃপূর্ব্বে কেবল বঙ্গদেশ কেন, সমগ্র ভারতবর্ষেও প্রকাশিত হইয়াছে কি না সন্দেহ। ভাষ্য ও টীকাদিতে উল্লিখিত শ্রুতিপ্রমাণগুলি সুস্পষ্ট করিবার জন্য উপনিষদের নাম ও অধ্যায়াদির সংখ্যা পৃথগ্‌ভাবে পত্রের নিম্নদেশে মুদ্রিত হইয়াছে। এই জন্য আশা করা যায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই সংস্করণ বঙ্গীয় অধ্যাপকমণ্ডলী ও সংস্কৃতবিদ্যার্থিগণেরও বিশেষ আদরণীয় হইবে। শ্রদ্ধেয় বৈদ্যরত্ন মহাশয় একমাত্র ধর্ম্মানুরাগবশতঃ নিষ্কামকর্ম্মসাধনেচ্ছায় শ্রীমৎ পরিব্রাজক স্বামিজীর গীতার্থসন্দীপনীনাম্নী ভাষাতাৎপর্য্যব্যাখ্যার উপরে বিদ্বৎসমাজের শুভদৃষ্টি আকর্ষণজন্য ভাষ্যাদির সংশোধনে, নিজ ক্ষতি স্বীকারপূর্ব্বক দিবারাত্র যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা কেবল মাত্র ভাষায় লিখিয়া প্রকাশ করিতে আমরা সম্পূর্ণ অসমর্থ। তাঁহার ঐকান্তিক অনুরাগ ও অনুগ্রহেই আমরা এই সুবৃহৎ গ্রন্থখানি সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন ও সম্পূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছি। পরিব্রাজক স্বামিজী নিজ ব্যাখ্যাত এই গীতাখানি জগন্মাতা যোগেশ্বরীর সেবায় অর্পণ করিয়াছেন, আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় কবিরাজ মহাশয়ও অতি প্রীতির সহিত সন্ন্যাসীর দেবসেবায় সহায়তা করিয়া নিঃস্বার্থ ও মহোচ্চ ভাবের পরিচয় দিয়াছেন। মা যোগেশ্বরী তাঁহার পরম কল্যাণ বিধান করুন, এবং তাঁহার সাধুজীবন এইরূপ সৎকর্ম্মমালায় সুশোভিত হউক, ইহাই অন্তরের সহিত প্রার্থনা করিতেছি।

অবশেষে আমরা আহ্লাদের সহিত স্বীকার করিতেছি যে চট্টগ্রাম গৌরীশঙ্কর লাইব্রেরির সভ্যমহোদয়গণের সম্পূর্ণ সাহায্যে এই সংস্করণে শ্রীমৎ স্বামিজীর হাফ্‌টোন চিত্র খানি প্রস্তুত ও প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহাদিগের এই অনুরাগপূর্ণ উৎসাহে আমরা পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি।

মা অন্নপূর্ণে যোগেশ্বরি। তোমার সেবার্থ সমর্পিত এই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্রদ্ধালু পাঠকগণের পবিত্র হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তির বিকাশ করিয়া দাও।

কাশী-যোগাশ্রম।
বঙ্গাব্দ ১৩১৯।

একান্ত চরণাশ্রিত,
শ্রীসেবানন্দ

তৃতীয় সংস্করণে সম্পাদকের নিবেদন।

গীতোক্ত ধর্ম্ম—জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্ম্মযোগ—সম্বন্ধে কোন প্রবন্ধ লেখা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমি বর্ত্তমান সংস্করণ সম্বন্ধে কেবল কয়েকটী কথা বলিব।

শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী জীবিতাবস্থায় স্বরচিত ব্যাখ্যা সমেত প্রচার করিয়াছিলেন। বহুলোক আগ্রহের সহিত গ্রহণ করেন। ঐ ব্যাখ্যায় শ্রীমৎ স্বামিজী অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা বিদ্যাবত্তা ও বিচারশক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। ঐ পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেষ হওয়ায় তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজন হইয়াছে।

স্বামিজীর শিষ্য আমার পরমবন্ধু শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ কবিভূষণ মহাশয়ের অনুরোধে আমি এই সংস্করণ সম্পাদনের ভার গ্রহণ করি। শ্রীমৎ স্বামিজী গীতার্থসন্দীপনীর অনেক স্থানে নূতন ব্যাখ্যা লিখিয়াছিলেন। তাঁহার জীবদ্দশায় নূতন সংস্করণের প্রকাশ না হওয়ায় তাহা ইতঃপূর্ব্বে মুদ্রিত হয় নাই। এই সংস্করণে ঐ ব্যাখ্যাগুলি যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইল। ইহার মূল ও ভাবটীকাদি বিশুদ্ধ করিতে আমি যথেষ্ট যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছি। শঙ্করাচার্য্যধৃত পাঠ গীতার মূলে দেওয়া হইয়াছে। শ্রীধরস্বামীর সহিত যেখানে তাঁহার পাঠের ভেদ আছে তাহা ফুটনোটে দিয়াছি। শঙ্করাচার্য্য, শ্রীধরস্বামী, ও শ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামী ভাষ্য, টীকা, ও গীতার্থসন্দীপনীতে যে সকল শ্রুতিমন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার প্রত্যেকটী মূল উপনিষদাদির সহিত মিলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে গীতার এই সংস্করণ খানি বিদ্যার্থিগণের সর্ব্বতোভাবে উপযোগী করিতে পরিশ্রমের ক্রটী করি নাই। কতদূর সফলপ্রযত্ন হইয়াছি তাহা যোগেশ্বরই জানেন।

আমার পরমবন্ধু অগ্রজকল্প শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র সেন কবিচন্দ্র মহাশয় বিপুল পরিশ্রম সহকারে শ্লোকসূচী সঙ্কলন এবং প্রুফ্ সংশোধন করিয়াছেন।

আমার পিতৃব্যপুত্রদ্বয় কবিরাজ শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন কবিরত্ন, বি, এ, ও শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ সেন এম্, এ, এবং আমার পরমস্নেহাস্পদ শ্রীমান্ যোগেন্দ্র নাথ বিদ্যারত্ন, শ্রীমান্ কানাইলাল গোস্বামী বিদ্যানিধি, শ্রীমান্ ভিষক্চূড়ামণি শরচ্চন্দ্র গুপ্ত, শ্রীমান্ প্রফুল্লচন্দ্র সেন, শ্রীমান্ শ্রীশচন্দ্র গুপ্ত ভিষগ্রত্ন, শ্রীমান্ গৌরগোপাল সেন প্রভৃতির নিকট আমি নানারূপ উপকার পাইয়াছি। এই সকল বন্ধুর সাহায্য না পাইলে এই সংস্করণ সম্পাদন করিতে সমর্থ হইতাম না।

বৈশাখ,
১৩১৬ সাল

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সেন

চতুর্থ সংস্করণে সম্পাদকের নিবেদন।

শ্রীযোগেশ্বরীর কৃপায় ভগবদ্গীতার তৃতীয় সংস্করণ দশমাসের মধ্যে নিঃশেষ হওয়ায় চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজন হইয়াছে। পূর্ব্ব সংস্করণের ন্যায় বর্ত্তমান সংস্করণ সম্পাদনের ভার মদীয় বন্ধুবর কবিরাজ শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ সেন কবিভূষণ মহাশয়ের আগ্রহে ও অনুরোধে আমি গ্রহণ করিয়াছি। শ্লোকসূচী ও অক্ষরসূচী ব্যতীত বর্ত্তমান সংস্করণে আর একটী বিশেষত্ব আছে। ভাষ্য, টীকা ও গীতার্থসন্দীপনীতে উদ্ধৃত উপনিষদ্বাক্য ও সংহিতা-বাক্যগুলি কোন উপনিষদ্ বা কোন সংহিতা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা দেখাইয়া (reference) দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি, ইহাতে গীতার পাঠকদিগের অনেক সুবিধা হইবে আশা করি।

চতুর্থ সংস্করণের আরম্ভ হইতে মদীয় অগ্রজকল্প কবিরাজ ৺গোবিন্দচন্দ্র সেন কবিচন্দ্র মহাশয়ের নিকট হইতে সংস্করণ বিষয়ে অনেক সাহায্য পাইয়াছিলাম। তিনি অকালে সহসা ইহলোক পরিত্যাগ করায় সংস্করণের অনেক অসুবিধা ও বিলম্ব হইয়াছে।

আমার পিতৃব্যপুত্রদ্বয় কবিরাজ শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন কবিরত্ন, বি, এ, ও শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ সেন বিদ্যাবাগীশ, এম, এ, এবং আমার পরমস্নেহাস্পদ ছাত্র শ্রীমান্ নিবারণচন্দ্র ব্যাকরণতীর্থ প্রভৃতির নিকট বর্ত্তমান সংস্করণে নানারূপ উপকার পাইয়াছি। ইঁহাদের সাহায্য না পাইলে আমি এই সংস্করণ সম্পাদন করিতে সমর্থ হইতাম না।

ভাদ্র
১৩১৯ }

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সেন

বিষয়সূচী

প্রথম অধ্যায়—বিষাদযোগ

দ্বিতীয় অধ্যায়—সাংখ্যযোগ।

তৃতীয় অধ্যায়—কর্ম্মযোগ।

পঞ্চম অধ্যায়—সন্ন্যাসযোগ।

৬ষ্ঠ অধ্যায়—ধ্যানযোগ।

সপ্তম অধ্যায়—বিজ্ঞানযোগ।

অষ্টম অধ্যায়—অক্ষরব্রহ্মযোগ।

নবম অধ্যায়—রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগ।

দশম অধ্যায়—বিভূতিযোগ।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়—গুণত্রয়বিভাগযোগ।

পঞ্চদশ অধ্যায়—পুরুষোত্তমযোগ।

ষোড়শ অধ্যায়—দৈবাসুর-সম্পদ্বিভাগযোগ।

সপ্তদশ অধ্যায়—শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগ-যোগ।

অষ্টাদশ অধ্যায়—মোক্ষযোগ।

বিষয়সূচী সমাপ্ত

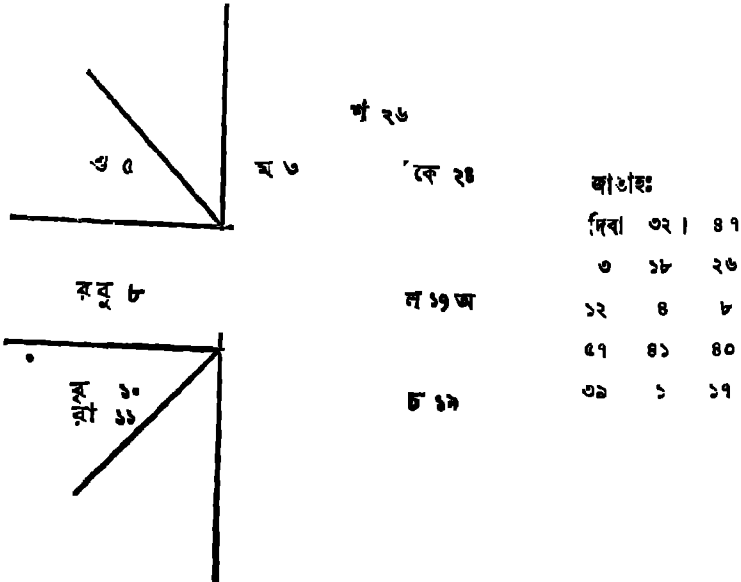


শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ

ওঁ

শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামীর সংক্ষিপ্ত জীবনী

আবির্ভাব—১২৫৬ সালের ১৭ই শ্রাবণ তারিখে মঙ্গলবার ঝুলন দ্বাদশী তিথিতে সূর্য্যাস্ত সময়ে (ইং ১৮৪৯, ৩১ জুলাই হুগলি জেলার অন্তর্গত গঙ্গাতটস্থ গুপ্তপাড়া গ্রামে পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামী জন্মগ্রহণ করেন। জ্যোতিষ শাস্ত্র মতে এই সময়ে বুধাদিত্য-যোগ, চন্দ্রপ্রভাযোগ, কনকচ্ছত্রযোগ এবং প্রব্রজ্যাযোগ সংঘটিত হইয়াছিল। নিম্নে তাঁহার কোষ্ঠীর নকল দেওয়া গেল।



জন্মশকাদীনি—১৭৭১।৩।১৬।৩২।৫০

পূর্ব্বাশ্রমের পরিচয়—কুমার পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামীর পূর্ব্বাশ্রমের নাম শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন। তাঁহার বৃদ্ধপ্রপিতামহ ৺অযোধ্যানাথ সেন, প্রপিতামহ ৺প্রভুরাম সেন, পিতামহ ৺গৌরীশঙ্কর সেন সকলেই পুরুষানুক্রমে সংস্কৃতশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক স্বধর্ম্মসেবায় কালাতিপাত করিয়া গিয়াছেন। গুপ্তপাড়ার ধন্বন্তরিগোত্রজ এই বৈদ্যবংশ সদনুষ্ঠান ও সুশিক্ষার প্রভাবে চিরদিনই প্রতিষ্ঠা

লাভ করিয়া আসিতেছেন। গৌরীশঙ্করের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ সহায়রাম ও কনিষ্ঠ ঈশ্বরচন্দ্র।

ঈশ্বরচন্দ্র গ্রামের টোলে ও কলিকাতাস্থ সংস্কৃত কলেজে পাঠ সমাপ্ত করিয়া কবিভূষণ উপাধি প্রাপ্ত হন, এবং কলিকাতায় থাকিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা আরম্ভ করেন। নিজ কর্ম্মজীবন সুদৃঢ় হইলে ঈশ্বরচন্দ্র কবিভূষণ কালনানিবাসী ইংরাজ সৈনিক বিভাগের ডাক্তার ৺ব্রজমোহন গুপ্ত মহাশয়ের ভক্তিমতী কন্যা ভবসুন্দরীকে বিবাহ করেন।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন এই দম্পতীর জীবিত পুত্রগণের মধ্যে মধ্যম ছিলেন। ১২৩০ সালের বন্যায় গৌরীশঙ্করের বাটী জলমগ্ন হওয়াতে তিনি শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের অন্তর্গৃহ কুঞ্জবাটীতে উঠিয়া আসেন। ঈশ্বরচন্দ্র শেষে এইস্থানে দ্বিতল গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই বাড়ীতেই শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের জন্ম হয়। ঈশ্বরচন্দ্র সুকবি ও সদালাপী ছিলেন, এবং স্বধর্ম্মে তাঁহার অটল বিশ্বাস ছিল। তাঁহার শেষজীবন ভগবৎসেবায় ও স্বদেশের বিবিধ হিতানুষ্ঠানে অতিবাহিত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পিতার প্রগাঢ় ধর্ম্মবিশ্বাস ও মাতার ভক্তিভাবের অধিকারী হইয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের শৈশবজীবনে এক বিস্ময়কর ব্যাপার সংঘটিত হয়। ঔষধার্থ আনীত কালসর্পের বিষ তিনি সহসা গলাধঃকরণ করিয়াছিলেন। সদ্যঃসংহারকারী কালকূটের প্রভাব হইতে রক্ষা পাওয়া সচরাচর সম্ভবপর নহে। কিন্তু বিধাতার ব্যবস্থা, পিতার যত্নে শিশু বিষক্রিয়া হইতে অচিরে অব্যাহতি লাভ করেন। তদবধি অনেকেরই ধারণা হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন স্বদেশের কোন বিশেষ কল্যাণসাধনার্থ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

বাল্যজীবন ও শিক্ষা—শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের জন্মসময়ে গ্রামে সংস্কৃতচর্চ্চার আধিক্য ছিল। তিনি প্রথমতঃ চিরকৌমারব্রতাবলম্বী গুরু গোবিন্দচন্দ্রের পাঠশালায় বাঙ্গালা ও পরে স্বগৃহে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। এই সময় হইতেই তাঁহার প্রাণে ভগবদ্ভক্তির বিকাশ ও সাধু সন্ন্যাসীর প্রতি অনুরাগ পরিলক্ষিত হইত। অনন্তর তিনি গুপ্তিপাড়া ও কালনার মিশন স্কুলে কিছুদিন ইংরাজী পড়িয়াছিলেন। শেষে তাঁহার পিতা তাঁহাকে পাঠার্থ স্বীয় ভাগিনেয় পণ্ডিত শ্রীচরণ রায় কবিরাজ মহাশয়ের নিকট বহরমপুরে পাঠাইয়া দেন, এবং তথায় ছাত্রবৃত্তি লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন কলেজিয়েট স্কুলে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। বহরমপুরে পাঠকালেই তাঁহার ভাবিজীবনের অস্ফুট আভাস দেখা দিতে থাকে, এবং আত্মজীবনের মনুষ্যোচিত উন্নতি ও স্বদেশের মঙ্গলবিধানের ইচ্ছা ধীরে ধীরে তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়তর হইয়া উঠে। সাহিত্য, মুকুর আদি সাময়িক পত্রে এই সময় হইতে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন কবিতাদি লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার কিশোরসঙ্গীতগুলিই সংগৃহীত হইয়া সঙ্গীতমঞ্জরী নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। উহার প্রতিগানেই তাঁহার প্রকৃতিসিদ্ধ সরলতা, ভগবদ্ভক্তি ও প্রীতির প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

যৌবনজীবন—১৮।১৯ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ঘটনাচক্রের পরিবর্ত্তনে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের কলেজে অধ্যয়নসম্বন্ধে বিঘ্ন উপস্থিত হয়। তাঁহার দুইটী কনিষ্ঠ সহোদরের অকালমৃত্যুতে

তাঁহার শোকসন্তপ্ত পিতৃদেব কলিকাতার বিষয়কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক গুপ্তপাড়াতেই বাস করিতে লাগিলেন। কলিকাতার অনুরাগী ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ ও স্বনামপ্রসিদ্ধ কবিরাজ গোপীমোহন রায় প্রমুখ আত্মীয়গণের আগ্রহেও আর বৈষয়িক কার্য্য করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। সুতরাং বৃহৎ পরিবার মধ্যে হঠাৎ অর্থাভাব উপস্থিত হইল।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পিতামাতাকে প্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপ জানিতেন এবং তাঁহাদের সেবাতেই বৈষয়িক বিদ্যা শিক্ষার সার্থকতা সম্পাদিত হয় বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল। এই জন্য পিতাকে বৈষয়িক ব্যাপারে বীতশ্রদ্ধ দেখিয়া তিনি ভাবিলেন যদি এই সময়ে পিতামাতার সেবায় সন্তানজীবন সফল করিতে না পারিলাম তবে আর বিদ্যার্জ্জনের ফল কি? এইরূপ বিবিধ চিন্তা তাঁহার মনকে উদ্বেলিত করিয়া তুলে এবং তিনি স্বীয় কর্ত্তব্য অবধারণ পূর্ব্বক পিতার অজ্ঞাতসারে অধ্যাপকগণের স্নেহ ও অনুরাগ উপেক্ষা করিয়া জামালপুরের রেলওয়ে আফিসে চাকরী আরম্ভ করেন। এই সময় হইতে তিনি আপনার লক্ষ্যসাধনার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন এবং বিবাহাদি বন্ধনে আবদ্ধ হইবেন না বলিয়া সঙ্কল্প করিলেন। আফিসে নিয়মিত কার্য্যের পর অবশিষ্ট সময় শাস্ত্রাদি চর্চ্চায় অতিবাহিত করিতেন এবং নিজ চেষ্টায় ইংরাজী ভাষাতেও বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে "প্রবোধকৌমুদী" রচিত হয়। উহার ভূমিকায় লিখিত আছে "পরমাত্মরূপ পরম পরাৎপর পুরাণ পুরুষের প্রধান বিহারস্থান এই মানবদেহ পাইয়া আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনাদিতে অভিভূত হইয়াই কালাতিপাত করিয়া ক্রমশঃ কালের করালকবলবর্ত্তী হইতেছি। এতদ্দর্শনে স্বকীয় জীবন ধারণের অবশ্যাবশ্যকীয় কর্ম্মানুষ্ঠানপরায়ণ হইবার মানসে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় নিজমনঃ-প্রবোধ জন্য অজ্ঞ প্রত্যজ্ঞ মন আদির প্রার্থনা ছলে পরমেশ্বরপরায়ণ পুণ্যবান্ প্রাজ্ঞপুঞ্জের আচরিত পথ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় উপদেশরাশিভাষিত এই প্রবোধকৌমুদী রচিত হইয়াছে।" শ্রীমৎস্বামিজী দ্বাবিংশ বর্ষ বয়সে ইহার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া সুপাত্রবর্গে বিতরণ করিয়াছিলেন।

তিনি বৎসরের দীর্ঘ অবকাশ কালে তীর্থাদি ভ্রমণ ও ভারতের প্রসিদ্ধ স্থান সমূহ দর্শন দ্বারা দেশের অবস্থা বিষয়ে অনেকটা অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার তাৎকালিক ভ্রমণবৃত্তান্ত "হাবড়াহিতকরী", "সোমপ্রকাশ" প্রভৃতি সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইত। ফলতঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন নিজ অধ্যবসায়গুণেই আপনাকে সুশিক্ষিত ও উন্নতচরিত্র করিয়াছিলেন, এবং ভগবানের কৃপাই তাঁহার একমাত্র সহায় ছিল।

ধর্ম্মজীবনগঠন—জামালপুরে কার্য্য করার সময় শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন মুঙ্গেরেই অবস্থিতি করিতেন। সেইখানে সর্ব্বদা সাধুসন্ন্যাসিবর্গের সৎসঙ্গ করিতে করিতে একদা তিনি পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য অবধূত দয়ালদাস স্বামী মহোদয়ের শুভ সন্দর্শন লাভ করেন। স্বামী দয়ালদাসজী শত শত পরমহংসমণ্ডলীতে বেষ্টিত হইয়া ভারতের সর্ব্বত্র ভ্রমণপূর্ব্বক

সহস্র সহস্র ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান ও ত্রিতাপতপ্ত জীবগণকে কল্যাণপথের উপদেশ দান করিতেন। পশ্চিমোত্তরে পঞ্জাব হইতে পূর্ব্বে গঙ্গাসাগরসঙ্গম সীমা অবধি এবং দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর আদি ভারতের সর্ব্বস্থানই তাঁহার সমাগমে পবিত্রীকৃত হইয়াছিল। নাভা, পাতিয়ালা প্রভৃতি পঞ্চনদ প্রদেশের নৃপতি ও সর্দ্দারগণ তাঁহার পূজার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতেন। পঞ্জাববাসী ভক্তগণ হরিদ্বার তীর্থে সাধুদিগের নিবাস জন্য একটী সুবিশাল মঠ নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার পবিত্র নামে উৎসর্গ করিয়াছেন।

সাধু দয়ালদাস শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া মুঙ্গেরে কষ্টহারিণী ঘাটে তাঁহাকে ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। তখন সদ্গুরুদত্ত সাধনপন্থা ও তাঁহার নিজ সাধু চেষ্টা একত্র হইয়া মণিকাঞ্চন যোগ হইল। ক্রমে সাধনাভ্যাসের বিশুদ্ধপ্রভাবে তাঁহার দিব্যবুদ্ধির বিকাশ হয়, এবং শিক্ষালব্ধ জ্ঞান অপেক্ষা তাঁহার সাধনলব্ধ জ্ঞান ও শক্তির অধিকতর প্রস্ফুরণ হইতে থাকে। এইরূপে বিনা উপদেশে শাস্ত্রীয় গূঢ় রহস্যের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে তাঁহার সামর্থ্য জন্মিল। বহুশাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াও অন্যের বুদ্ধি যে সকল কূটার্থ নির্ণয়ে সমর্থ হয় না, সদ্গুরুর কৃপাবলে তত্তাবৎ তাঁহার পক্ষে অতি সহজবোধ্য হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কবিত্বশক্তি ও ধর্ম্মার্থপূর্ণ বক্তৃতার হৃদয়াকর্ষণী শক্তিও স্বতঃ জাগিয়া উঠে। তিমিরাচ্ছন্ন ভারতের চৈতন্য সঞ্চার করিবার নিমিত্ত সরস্বতী স্বয়ং তাঁহার সাধু কণ্ঠে সমাসীনা হইলেন। তাঁহার পিতাও তাঁহার উন্নত ভাব ও মহদুদ্দেশ্যের বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে সংসারী করিবার জন্য আর অনর্থক আগ্রহ করিলেন না।

প্রচারকার্য্যের সূত্রপাত—শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন কর্ম্মোপলক্ষে মুঙ্গেরে অবস্থিতি কালে চারিদিকে সনাতন ধর্ম্মের অবনতি ও বিধর্ম্মের বিস্তৃতি দেখিয়া নিতান্ত চিন্তিত ও ব্যথিত হইতেন। ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান দর্শনে মর্ম্মাহত হইয়াই তিনি ধর্ম্মসংস্থাপন-কল্পে ভারতসন্তানগণের ধর্ম্মানুরাগ উদ্দীপিত করিবার নিমিত্ত কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি স্থানীয় ধর্ম্মানুরাগী জনগণের সহিত সর্ব্বসাধারণের ধর্ম্মালোচনার সুবিধার নিমিত্ত মুঙ্গেরে 'আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী' সভার প্রতিষ্ঠা করেন। বিদ্যালয়ের বালকবর্গকে বিশেষরূপে সদাচার ও সুনীতি শিক্ষাদানার্থ এই সভাভবনেই "সুনীতিসঞ্চারিণী" সভার সাপ্তাহিক অধিবেশন হইত। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ইংরাজী ভাষায় বিশেষ অধিকার লাভ করিয়াও ভারতীয় ধর্ম্মভাব স্বদেশবাসিগণের নিকট স্বদেশের ভাষায় প্রচার করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ সহকারে নিজ চেষ্টায় হিন্দীভাষা শিক্ষা করিলেন। তখন কোনরূপ অবকাশ পাইলেই স্থানে স্থানে গমন করিয়া তিনি নিজ স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিতেন। ফলে সকলেই তাঁহার মনোমুগ্ধকারী মধুর বক্তৃতা শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া স্বধর্ম্মের মহিমা বুঝিতে সমর্থ হইলেন। এই আন্দোলনের ফল দর্শনে বিধর্ম্মিগণ শঙ্কাকুল হইয়া উঠিলেন। কারণ অনেক উন্মার্গগামী ব্যক্তি তাঁহার উপদেশে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ হইতে বিরত হইলেন। আর্য্যসন্তানেরা আবার দেশীয় আচার ব্যবহার ও পূজাদি অনুষ্ঠানে অনুরক্ত হইলেন। মুঙ্গেরের খ্রীষ্টধর্ম্ম

প্রচারক হভান্‌স সাহেব তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "আপনার বক্তৃতা শক্তি পাইলে আমি একদিনে সমগ্র জগৎ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারি।" বাস্তবিক বাঙ্গালা ও হিন্দীভাষায় যে এমন তেজস্বিনী বক্তৃতা হইতে পারে ইহার পূর্ব্বে তাহা লোকের কল্পনারও অগোচর ছিল।

"ধর্ম্মপ্রচারক" প্রকাশ—ভারতের সর্ব্বস্থানীয় লোকদিগকে আর্য্যধর্ম্মের যথার্থ তাৎপর্য্য শিক্ষা দিবার জন্য ১২৮৪ সালে কুমার পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বাঙ্গালা ও হিন্দীভাষায় "ধর্ম্মপ্রচারক" নামক মাসিকপত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। তদবধি ২৫ বৎসর কাল এই পত্র তাঁহার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইয়াছিল। ইংরাজী উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এই দীর্ঘ সময় মধ্যে শিক্ষিত সমাজের ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সম্বলিত যাবতীয় শিক্ষা ও সমাধান ধর্ম্মপ্রচারকে প্রকাশিত হইয়াছে।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলী এবং ইংরাজী শিক্ষিত মহোদয়গণের সনাতন আর্য্যধর্ম্মের নিগূঢ়রহস্যবিষয়ক সূক্ষ্ম অনুসন্ধান প্রবন্ধাকারে ধর্ম্মপ্রচারকে নিয়ত প্রকাশিত হইত। পরিব্রাজকের ভারতব্যাপী বিরাট প্রচার কার্য্যের আমূল বিবরণও ইহাতেই যথাযথ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। রামগীতা, রামহৃদয়, মণিরত্নমালা, বিজ্ঞাপনী, পঞ্চামৃত, শ্রাদ্ধতত্ত্ব, স্বপ্নতত্ত্ব, যোগ ও যোগী প্রভৃতি পরিব্রাজকপ্রণীত পুস্তকপুঞ্জ প্রথমে ধর্ম্মপ্রচারকেই প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণপুষ্পাঞ্জলি গ্রন্থখানি ধর্ম্মপ্রচারকে প্রথম প্রকাশিত হয়। উহা পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের স্বলিখিত প্রবন্ধাবলীতে পরিপূর্ণ। এতদ্ব্যতীত বিষ্ণু, অত্রি, আঁপস্তম্ব, যম, হারীত, উশনাঃ, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার সমূল বঙ্গানুবাদও শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ধর্ম্মপ্রচারকে নিয়মিত প্রকাশ করিয়াছিলেন। আর্য্যশাস্ত্রানুমোদিত স্ত্রীশিক্ষা, গোধনরক্ষা, বালকগণের ব্রহ্মচর্য্যের আবশ্যকতা প্রভৃতি অবশ্যজ্ঞাতব্য সুবিচারপূর্ণ প্রবন্ধরাশি ধর্ম্মপ্রচারকে মাসে মাসে প্রকাশিত হইত। তাঁহার সমাধির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মপ্রচারকেরও তিরোধান হইয়াছে।

কার্য্যক্ষেত্রের প্রসার—সনাতন ধর্ম্ম ভারতবাসীর হৃদয়ে পুনঃ পূর্ব্ববৎ জাগ্রত হইয়া পূর্ণাধিকার লাভ করে এবং ভারতের দেশে দেশে ইহার নিগূঢ়তত্ত্ব পুনর্ব্বিঘোষিত হয়—শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের এই শুভ ইচ্ছা ক্রমশঃ বলবতী হইতে লাগিল, এবং ভারতবাসিগণকে স্বধর্ম্ম বর্জ্জনপূর্ব্বক পরধর্ম্মগ্রহণে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। অবশেষে ১৮০০ শকাব্দে (বাঙ্গালা ১২৮৫ সাল) ভারতের সর্ব্বত্র বেদ, দর্শন, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রসম্মত আর্য্যধর্ম্ম পুনঃ প্রচার জন্য শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ভারতের পবিত্র তীর্থ হরিদ্বারে মহাকুম্ভমেলার সময়ে ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভার শুভকার্য্যের সূত্রপাত করিলেন। কিন্তু পরের দাসত্ব করিয়া ধর্ম্মের সেবায় নানা বাধা ঘটিতেছে দেখিয়া তিনি এই সময়েই চাকরীত্যাগে উদ্যত হইলেও পিতামাতার সেবায় ত্রুটি হইবার আশঙ্কায় আরও কিছুদিন তাঁহাকে চাকরী করিতে হইয়াছিল। মনের সাধে দেশের হিতসাধনার্থ জীবন উৎসর্গ করিতে পারিতেছেন না ভাবিয়া তিনি সময়ে সময়ে নিতান্ত নির্ব্বেদযুক্ত হইয়া যে নির্জ্জনে অবিশ্রান্ত অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন, তাহা যাঁহারা

দেখিয়াছিলেন তাঁহারাই তাঁহার আন্তরিক ব্যাকুলতার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন। এইরূপে অতিশয় মনঃকষ্ট সহ্য করিয়া ১২ বৎসরেরও অধিককাল চাকরী করার পর তাঁহার পিতার গঙ্গালাভ হইল। ধর্ম্মার্থ ভারতের সেবায় অনেক কার্য্য করিতে হইবে বলিয়া ভগবৎকৃপায় তিনি পূর্ব্ব হইতেই কৌমার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে পিতৃবিয়োগে সংসারের বাধ্যবাধকতা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইল দেখিয়া আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের নিতান্ত অনভিমত সত্ত্বেও তিনি স্বেচ্ছাক্রমে বিষয়কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন এবং দেশে দেশে সনাতন ধর্ম্মের বিজয়দুন্দুভি বাজাইয়া হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতার বেগে লোকসকলকে স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত ও কুমার্গগামী ব্যক্তিবর্গকে ধীরে ধীরে স্বধর্ম্মে পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার জ্ঞান, বিজ্ঞান ও ভক্তিপূর্ণ সুমধুর, সুললিত ও তেজস্বিনী বক্তৃতামালায় ভক্তগণের হৃদয়ে অমৃতধারা প্রবাহিত হইত। ক্রমে তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি দেশ বিদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই সময় হইতে তাঁহার উদ্যোগে, উৎসাহে, প্রেরণায় ও সূচনায় দেশে দেশে ধর্ম্মসভা, হরিসভা, সুনীতিসঞ্চারিণী সভা, সংস্কৃত বিদ্যালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। হরিনামের সুমধুর ধ্বনিতে পুনর্ব্বার পুরপল্লীনাদি নাচিয়া উঠিল। মণিপুর হইতে পঞ্জাবপ্রান্ত পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্ত্তবাসিগণের বহুদিনসঞ্চিত অহিন্দুভাবের বেগরাশি স্বামিজীর সুমধুর ব্যাখ্যানের সুবাতাসে উপশমিত হইতে লাগিল। ক্রমে মুঙ্গের হইতে ধর্ম্মপ্রচারের কার্য্যালয় প্রভৃতি শ্রীকাশীধামে উঠিয়া আসে। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন তখন মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন পূর্ব্বক বঙ্গদেশে সনাতন ধর্ম্মের মহিমা প্রচারার্থ "The Motherland" নামক একখানি সুলভ (একপয়সা মূল্যে) ইংরাজী সাপ্তাহিক সংবাদপত্র এবং আর্য্যভাবে ছাত্রজীবন গঠন করিবার অভিপ্রায়ে "সুনীতি" নামে বাঙ্গালাভাষায় পরিচালিত একখানি পাক্ষিক পত্র প্রচারের ব্যবস্থা করিলেন। এই সময়ে পণ্ডিত শ্রীযুত শশধর তর্কচূড়ামণি, শ্রীযুত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, শ্রীযুত মদনগোপাল গোস্বামী, কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ, অম্বিকাদত্ত ব্যাসসাহিত্যা-চার্য্য, মহামহোপাধ্যায় রামমিশ্র শাস্ত্রী প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রচারকগণও কার্য্যক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের সহিত সম্মিলিত হন। এইরূপে বঙ্গদেশে যে তুমুল ধর্ম্মান্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল তাহারই প্রভাবে বঙ্গসন্তানগণের মধ্যে আবার ধর্ম্মানুরাগ জাগিয়া উঠে। ফলে নাট্যশালাদিতেও "ধ্রুবো-পাখ্যান" "প্রহ্লাদচরিত্র" প্রভৃতি শাস্ত্রীয় মহাপুরুষগণের চরিত্রাভিনয় আরম্ভ হয়। লোকের শাস্ত্রানুরাগ বৃদ্ধি পাওয়াতে সেই হইতেই সুলভে শাস্ত্র প্রচার করিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

পরিব্রাজকের প্রচার—জননীর ৺কাশী প্রাপ্তির পর শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন গৃহস্থাশ্রমের সেবা হইতে সম্পূর্ণ অবকাশ লইলেন, এবং প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ পূর্ব্বক পরমানন্দে সাধুভাবে ভগবন্নামের মহিমা প্রচারে মাতোয়ারা হইয়া সজ্জন মাত্রেরই ভক্তি আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি সভা ও সমাজের বন্ধন ছেদন করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ও গুরুদত্ত পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামী নামে সুপরিচিত হন, এবং বঙ্গদেশে বেদের চর্চ্চা নাই দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণের বেদশিক্ষার্থ কাশীধামে বেদবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা

করেন। এই সময়ে মা অন্নপূর্ণার দৈবাদেশে সুপ্রসিদ্ধ যোগাশ্রম স্থাপন পূর্ব্বক তথায় মা যোগেশ্বরীর প্রতিষ্ঠা এবং সেবার ব্যবস্থা করেন।

তিনি স্বপ্রণীত গীতার্থসন্দীপনী ব্যাখ্যা সহ গীতাবিক্রয়ের আয় হইতেই যোগাশ্রম গৃহ নির্ম্মাণ করেন। বর্ত্তমান সময়ে ঐ যোগাশ্রমের ও মা যোগেশ্বরীর সেবার ব্যবস্থা তাঁহার নিয়োজিত এক্‌জিকিউটর ও ট্রষ্টী এবং গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী শিষ্যবর্গ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে।

বোম্বাই হইতে প্রকাশিত 'ইন্দুপ্রকাশ" পত্রে "The Revival of Hinduism in Bengal" শীর্ষক প্রবন্ধে (১৮৯১) লিখিত হইয়াছিল—"This revival has found two men as its chief apostles—Kumar Srikrishnaprasanna Sen and Pandit Sasadhar Tarkachuramani. Their example brought into the field workers such as Babu Bankim Chandra Chattopadhyaya, Babu Akshaya Chandra Sarkar, the editor of the "Sadharani" and others. Kumar Srikrishnaprasanna has been described as the life and soul of the new movement, working on his own lines, preaching a sort of new religion like our Tukaram and Ramadas in by-gone days."

পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী ঢাকা নগরীতে তখন যে সমস্ত উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে সে সময়ের "বঙ্গবাসীতে" লিখিত হইয়াছিল—"কিছুদিন পূর্ব্বে টর্ণেডো বা প্রবল ঝড়ে যেমন ঢাকায় একটী যুগপ্রলয় হইয়া গিয়াছে, সেইরূপ কুমার পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের সুশুভ সমাগমে আর একবার আর একরূপ প্রবল ঝড় বহিয়া গেল। পূর্ব্বের ঝড়ে অগ্নি বৃষ্টি হইয়াছিল, এ ঝড়ে অমৃত বৃষ্টি হইয়া গেল।" পরিব্রাজকের ২৫।৩০ বৎসর ব্যাপী ধর্ম্মপ্রচারসংবাদ পঞ্জাব, পশ্চিমোত্তর প্রদেশ এবং বঙ্গবিহারের অধিকাংশ ইংরাজী, বাঙ্গালা, হিন্দী, উর্দ্দু সংবাদপত্রে অনবরত প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। পঞ্জাবের লাহোর, রাওলপিণ্ডি, জালন্ধর, সিমলা, পশ্চিমোত্তর প্রদেশের আলিগড়, কানপুর, লাক্ষ্ণৌ, কাশী, প্রয়াগ, গাজিপুর, বিহারের মুঙ্গের, গয়া, ছাপরা, ভাগলপুর, বাঁকীপুর, পাটনা, বঙ্গের মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর, বীরভূম, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, হুগলী, কলিকাতা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুচবিহার, মণিপুর, শিলং, দার্জ্জিলিং প্রভৃতি হিমবিন্ধ্যগিরিশোভিত, সিন্ধুব্রহ্মপুত্রবেষ্টিত উত্তর ভারতের অধিকাংশ প্রধান প্রধান স্থানে ও অসংখ্য পল্লীগ্রামে পরিব্রাজক মহাশয় ধর্ম্মার্থ প্রচার জন্য গমন করিয়াছিলেন। এইরূপ প্রচারকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় দেশের সেবায় অতিবাহিত করেন। তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার প্রধানতঃ স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের প্রতি দেশবাসীর অনুরাগবেগ বর্দ্ধিত ও বিকশিত হইয়াছে।

বহরমপুরের ধর্ম্মাত্মা জমিদার রায় অন্নদা প্রসাদ রায় বাহাদুর, মহারাণী স্বর্ণময়ী, পাঁকুড়-

রাজ ৺তারেশচন্দ্র পাণ্ডে, ঢাকার রায় রঘুনাথ দাস, বীরভূম কুণ্ডপার পুণ্যাত্মা জমিদার ৺কৃষ্ণ নাথ মুখোপাধ্যায়, ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট দীনবন্ধু সান্যাল প্রমুখ মহোদয়গণ পরিব্রাজক মহোদয়ের প্রতিষ্ঠিত সভা, বেদবিদ্যালয়াদির পরিচালনকল্পে এবং তাঁহার প্রচার কার্য্যের সুবিধার্থ বিশেষ অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন।

গীতা ও ভক্তিসূত্রাদির ব্যাখ্যা রচনা—ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে অবিরত দেশপর্য্যটন ও অতিরিক্ত পরিশ্রম নিবন্ধন পরিব্রাজক মহোদয় কঠিন পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই দুরারোগ্য ব্যাধির প্রভাবে কটিদেশ হইতে শরীরের নিম্নার্দ্ধভাগ অবশ ও অতীব শক্তিহীন হইয়া যায়। বহু চিকিৎসাতেও তাঁহার শরীরের অধোদেশ আর পূর্ব্বাবস্থা লাভ করিতে পারে নাই। জীবনের অবশিষ্ট কাল (১৬ বর্ষ যাবৎ) তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে কষ্ট পাইতে হইয়াছে। পক্ষাঘাত রোগে শরীর আক্রান্ত হইয়া পড়ায় যখন পরিব্রাজক মহোদয় প্রচার কার্য্য হইতে বিরত ছিলেন, সেই সময় কাশীধামে অবস্থিতি করিয়া তিনি "গীতার্থসন্দীপনী" নামক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এক সুললিত সারগর্ভ ও বিশদ ব্যাখ্যা রচনা করেন। গীতার্থসন্দীপনীর ন্যায় বাঙ্গালা ভাষায় গীতার ব্যাখ্যা এ পর্য্যন্ত আর প্রকাশিত হয় নাই। শ্রদ্ধেয় বঙ্কিম বাবু গীতার্থসন্দীপন পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'ইহার ভাব ও রচনা চিরদিন বাঙ্গালা ভাষায় অপূর্ব্ব রত্নরূপে বিরাজিত থাকিবে।'

এই সময়েই শ্রীকৃষ্ণানন্দ নারদ ও শাণ্ডিল্য কৃত ভক্তিসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া কতকগুলি সাধু মহাত্মার জীবনী সহ "ভক্তি ও ভক্ত" নামক উপাদেয় ভক্তিগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। "ভক্তি ও ভক্ত" পাঠ করিতে করিতে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়। পরিব্রাজকের "ভক্তিসাধুসিন্ধু" পাঠ করিয়া কেহই অশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারেন না।

"শ্রীকৃষ্ণপুষ্পাঞ্জলি" "গঙ্গামৃত" "নীতিরত্নমালা" "সন্ন্যাসী" ও "পরিব্রাজকের সঙ্গীত" প্রভৃতি পুস্তকগুলি ইহারই সমসময়ে সঙ্কলিত হয়। 'শ্রীকৃষ্ণপুষ্পাঞ্জলি' পরিব্রাজকের গভীর গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধমালায় সুশোভিত। উহা হইতে "মানব গ্রন্থ" শীর্ষক প্রবন্ধটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

মানব গ্রন্থ।

তুমি বিদ্যাবান্ হইবার জন্য কত পুস্তক পাঠ করিলে, এবং তুমি বিদ্যাবান্, ইহা লোক সমাজে জানাইবার জন্য তুমি কত পুস্তক রচনা করিলে, কিন্তু যে পুস্তক পাঠ করিলে প্রকৃত পণ্ডিত হইতে পারিতে, সে পুস্তক পড়িলে না, এবং সে পুস্তক রচনা করিলে প্রকৃত বিদ্যা-বানের সম্পত্তি লাভ করিতে পারিতে, সে পুস্তকের এক পংক্তিও লিখিলে না। তুমি লোকের ভাবা, লোকের প্রকৃতি, লোকের জীবনবৃত্ত পাঠ করিলে ও লিখিলে, কিন্তু নিজের এই সকল বিষয় দেখিলেও না, পড়িলেও না, রচনাও করিলে না। মনুষ্য মাত্রেই নিজে নিজে এক একখানি গ্রন্থবিশেষ। আপনি আপনাকে পাঠ করিলে জীবনের সকল

বিষয় জানিবার সামর্থ্য জন্মে। আপনার শরীরের চর্ম্ম, অস্থি, মাংস, মজ্জা, মেদ, ক্লেদ, স্নায়ু, শিরা, রস, রক্ত আদির গঠন, পরিণাম, গতিবিধি যদি ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে পার, তবে দেখিতে পাইবে আদিকবি ব্রহ্মা তোমার শরীরকে কেমন ছন্দোবন্ধে রচনা করিয়াছেন, কেমন সুরে তালে সম্মিলিত হইয়া শরীরের প্রত্যেক ক্রিয়াগুলি স্পন্দিত হইতেছে, কেমন পঞ্চতত্বে পঞ্চতন্মাত্রী গা ঢাকিয়া নৃত্য করিতেছে, কেমন একটী বৃত্তির স্পন্দনের একবার পদস্খলন হইয়া গেলে শরীরে কি প্রলয় ব্যাপারই হইয়া যায়। আজ একটী ক্ষুদ্র স্নায়ু কোথায় একটু বিকল হইল, অমনি তুমি নানা যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িলে। শরীর স্পন্দনের কেমন ঘাত প্রতিঘাতে কত সুখ স্বচ্ছন্দতা ও দুঃখ দুর্ব্বিপত্তির তরঙ্গলীলা হইতেছে, এতাবৎ তুমি একবারও ভাল করিয়া পাঠ করিলে না। মনস্তত্ব ও অধ্যাত্ম জগতের মধ্যে তো তোমার প্রবেশ করিবার ইচ্ছাই দেখিতেছি না। যদি এই অলৌকিক ব্রহ্মাণ্ডের নিগূঢ় সন্ধান লইতে পারিতে, তাহা হইলে তোমার পলকে প্রলয় করিবার সামর্থ্য হইত, ও তুমি প্রকৃতির অনন্ত সুখের অধিকারী হইতে। যদি মা অনাদ্যা শক্তি মহামায়ার শৃঙ্খাঞ্চল ধারণ করিয়া তাঁহারই সঙ্গে তাঁহারই নিয়মে চলিতে শিখিতে, তাহা হইলে মায়ের ছেলে হইয়া মায়ের অনন্ত শক্তি সামর্থ্য লাভ করিতে পারিতে। প্রথমে পুস্তক অধ্যয়ন করিলে না, তবে পুস্তক রচনা করিবে কিরূপে? তবে আচার্য্যের সাহায্যে যদি জীবন গ্রন্থ ভাল করিয়া রচনা করিতে পার, তাহা হইলে তোমার ও লোকের পরম উপকার হইবে।

এক একটী মনুষ্য এক একখানি পুস্তক বিশেষ। গর্ভবাস এই পুস্তকের মলাট। জন্ম-জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল ইহার সূচীপত্র, দীক্ষা গ্রহণ ইহার উৎসর্গপত্র। শৈশব, পোগণ্ড কৈশোর, যৌবন বার্দ্ধক্যাদি ইহার এক একটী পরিচ্ছেদ, জীবনের ভাল মন্দ কার্য্য ইহার পাঠ্য বিষয়। যাহারা দরিদ্র, সামান্য বস্ত্রাদি পরিয়া থাকে, তাহারা যেন সাদা মলাট মোড়া সামান্য পুস্তক। যাহারা ধনাঢ্য রাজা বা মহারাজা তাহারা যেন ভাল বাঁধাই করা সোণার জলে কাজ করা মলাটে মোড়া এক এক খানি বৃহৎ গ্রন্থ। যাহারা অল্প দিন জীবিত থাকিয়া বিশেষ কোন কার্য্য না করিয়াই তনু ত্যাগ করে, তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক। যাঁহারা অল্প দিন জীবিত থাকিয়াও লোকহিতকর কার্য্যে অনুপ্রাণ করিয়া যাইতে পারেন, তাঁহারা ক্ষুদ্র পুস্তক হইয়াও সারগর্ভ ও মূল্যবান্। যাঁহারা দীর্ঘজীবী হইয়া সুমহৎ কার্য্যরাশি অনুপ্রাণ করিয়া যান, তাঁহারাই সুবৃহৎ গ্রন্থ এবং জগতের সকলেরই পাঠ্য। যাঁহারা অন্যের জীবন গঠন করিবার উপদেশ দিয়া থাকেন, অথচ নিজ জীবনে কোন বিশেষ কার্য্য করেন না, তাঁহারা "ব্যাকরণ"। যাঁহারা রাজা মহারাজা আদি বড় বড় লোকের গল্প করিয়া সভা ও সমাজ গরম করিয়া রাখেন, তাঁহারা 'ইতিহাস'। যাঁহারা জগতের লৌকিক হানি লাভ বিচার করিতে করিতে দিন কাটাইয়া থাকেন, তাঁহারা 'গণিত গ্রন্থ'। যাঁহারা জড় জগতের চেষ্টা চরিত্র চিন্তা করাই পুরুষার্থ মনে করেন, তাঁহারা "ভূগোল"। যাঁহারা কেবল রঙ্গ, রস, আমোদ,

প্রমোদ, বিলাসই জীবনের সার করিয়াছেন, তাঁহারা "নাটক"। যাঁহারা পরোপকার সত্য, দয়া, নিষ্ঠা আদি দ্বারা অলঙ্কৃত, তাঁহারা 'ধর্ম্মশাস্ত্র'। যাঁহারা বৈষয়িক ব্যাপার হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া ভক্তিসহ ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা "যোগশাস্ত্র"। এইরূপ মনুষ্য মাত্রেই প্রত্যেকেই এক এক খানি গ্রন্থবিশেষ। যাহাতে আপনার জীবন গ্রন্থ পরিপাটী রূপে লিখিত হয়, যাহাতে তুমি বিদ্যাবান্ গণের পাঠ্য হও, যাহাতে তোমার পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে সারগর্ভ বিষয় লিপিবদ্ধ থাকে, যাহাতে তোমার মূল্য অধিক হয়, তোমার মৃত্যু হইলেও তোমার জীবন চরিত অন্য জীবনে পুনর্মুদ্রিত হইতে পারে, যাহাতে তোমার মূল গ্রন্থের সহস্র সহস্র সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তুমি সেইরূপে আপনার জীবন গ্রন্থ রচনা কর। লিপিদোষ বা ভাবদোষ সাধু সজ্জন বা শাস্ত্রীর আজ্ঞার দ্বারা সংশোধন করিয়া লও। মনুষ্য জীবনে যে পাপাদি দেখিতে পাও তাহা মুদ্রাঙ্কণের দোষ জানিবে, উহা পশ্চাত্তাপ বা প্রায়শ্চিত্ত রূপ সংস্কারপত্রে সংশোধিত করিয়া লইবে। ক্ষুদ্র বা বৃহৎ যেমন পুস্তকই রচিত হউক না কেন, সকল পুস্তকের শেষেই "সমাপ্তোঽয়ং" (মৃত্যু) লিখিত আছে, এই কথাটী স্মরণ রাখিয়া চলিও। যেন আলস্য, ঔদাস্য বা উপেক্ষা করিয়া পুস্তক অর্দ্ধ সমাপ্ত রাখিয়া যাইও না। মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া যতটুকু পবিত্র শক্তি সামর্থ্য লাভ করিয়াছ, যত্ন সহকারে তাহার কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া যাও। বৃথা সময় নষ্ট করিও না।

পরিব্রাজক মহাশয় যখন (ইং ১৮৮৫ সনে) পক্ষাঘাত রোগে শয্যাগত ছিলেন, তখন শ্রীপঞ্চমীর সময় তিনি যে দেবী সরস্বতীর স্তব রচনা করেন, তাহার প্রতি পদে তাঁহার স্বদেশ ও স্বধর্ম্মে ভক্তি ও সাহিত্যানুরাগ প্রস্ফুটিত রহিয়াছে। পাঠকগণের চিত্তবিনোদনার্থ ঐ স্তবের কিয়দংশ এই স্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

"মায়ের মাধুরী মাখা দেখি মুখখানি।
হাসিতে মোহিত ধরা সুমধুর বাণী॥
চিনেও চিনিতে নারি কেবা এই সতী।
তুই কি মা ভারতের পুরাণ ভারতী?
কেন মা আবার হেথা আইলি এখন?
কে তোরে পূজিবে দিয়া কুসুমচন্দন?
আছে কি সে বেদব্যাস, আছে কি বাল্মীকি?
বেদাভ্যাসী মুনিগণ আর মা আছে কি?
আছে কি মা কালিদাস বিদ্যায় বিভোর?
আছে কি ভারত আর ভারতে মা তোর?
আছে কি মা চণ্ডীদাস, শ্রীকবিকঙ্কণ?
আছে কি মা কাশী কৃত্তি, পূজিবে চরণ?

আছে কি মা গার্গী খনা লীলাবতী আর?
আছে কি তুলসীদাস, সেবক তোমার?
আমরা মা ভুলিয়াছি পূজা উপহার।
ছাড়ি দিয়া ব'সে আছি বেদব্যবহার॥
কিরূপে আদর তোরে করিতে যে হয়।
ভুলিয়া গিয়াছে মা এ মলিন হৃদয়॥

* * * * * *

সাধিয়া বিলাতী বাণী জিহ্বা জড়বাদী।
উচ্চারিতে বেদমন্ত্র না চাহে আস্বাদি॥
দেখ মা পাষাণধার হৃদয়ের খুলি।
মাখিয়াছি কত পাপ তাপ কালী ঝুলি॥
মুছাইয়া দে মা তোর ছেলেদের মলা।
অঞ্জনে করিয়া দে মা নয়ন উজলা॥
বেদবিধিতত্ত্ব দে মা করাইয়া পান।
সংসার ক্ষুধার জ্বালা হ'ক অবসান॥

* * * * * *

আয় গো মা একবার ক'রি দরশন।
নয়নের জল দিয়া ধোয়াই চরণ॥
আমাদের সম্বল মা আর কিছু নাই।
"দেহি নো বিমলাং ভক্তিং" এই ভিক্ষা চাই॥"

পরিব্রাজকের বক্তৃতা—পরিব্রাজকের বক্তৃতা বাঙ্গালা সাহিত্যের সৌন্দর্য্য। তাঁহার অসংখ্য বক্তৃতার মধ্যে কয়েকটী মাত্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। পরিব্রাজক মহাশয়ের অপূর্ব্ব ভাবসমাবেশ, অভিনব যুক্তি ও সুমধুর ভাষায় সকলেই মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া যাইতেন। বক্তৃতা শুনিয়া মিঃ (অধুনা স্যার) কে, জি, গুপ্ত মহোদয় বলিয়াছিলেন, 'ইউরোপেই এরূপ বক্তার সম্মান হইতে পারে, আমাদের দেশের লোক যথার্থ মর্য্যাদা দিতে জানে না"। বস্তুতঃ স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দ ধর্ম্মজগতে যে অদ্বিতীয় বক্তা ছিলেন তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তাঁহাকে চিনিবার কিংবা তাঁহার বিষয় পর্য্যালোচনা করিবার সুসময় এই পতিত ভারতের ভাগ্যে এখনও উদয় হয় নাই।

কেবল বক্তৃতার দিক্ দিয়া দেখিলেও তিনি যে বীণাপাণির বরপুত্রগণের মধ্যে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কি জানি তাঁহার বাক্যের কি মোহিনী ক্ষমতা ছিল, শ্রোতার মনঃ প্রাণকে আকৃষ্ট করিয়া সে শক্তি যেন কোথায় অকূল তরঙ্গে ভাসাইয়া দিত। কূল নাই, কিনারা নাই, সীমা নাই, শেষ নাই, সে অনন্ত

সাগরে অবিরত মনঃ প্রাণ ঢালিয়া দিতে ইচ্ছা হইত। বাক্যের সিদ্ধি না থাকিলে, বাগ্মীর কোন বিভূতি না থাকিলে, লোকে এত মাতে না, এত গলে না।

তাঁহার ভক্তিভাবময়ী বক্তৃতার সময়ে যেন মনে হইত সহস্র সহস্র ফুটন্ত মল্লিকা মালতী ফুলের অপূর্ব্ব সৌরভে আকাশমণ্ডল ছাইয়া যাইতেছে। চারিদিক ব্যাপিয়া যেন ফুলের ঢেউ অশ্রধারে বহিতেছে। সে পুষ্পস্তরের ভিতরে বসিয়া বক্তৃতার অধিকারী দেবতা যেন মোহন মুরলীধর বেশে প্রেমময় বাঁশরী বাজাইতেছেন। সে মধুর নিক্বণে লোক আকুল হইয়া আত্মহারা হইয়া ভাবসাগরে মাতিয়া যাইত। কলিকাতা টাউনহলের বিরাট সভায় যখন পরিব্রাজক মহোদয় বক্তৃতা করেন ঐ সভায় জষ্টিস্ ডাক্তার (অধুনা স্যার) গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বক্তৃতান্তে তিনি বলিয়াছিলেন "বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ তেজস্বিনী বক্তৃতা হয়, তাহা আমি জানিতাম না। বক্তৃতায় যে অবিরল ভাব স্রোত চলিয়াছিল, তাহার সমালোচনা করা আমার সাধ্যাতীত। এই সভায় শঙ্করাচার্য্য বা চৈতন্যদেবের ন্যায় মহাপুরুষ সভাপতি হইলেই সঙ্গত হইত।"

রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ, কবি রবীন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের বক্তৃতার প্রশংসা কালে বিরোধী "বঙ্গবাসীকেও" বলিতে হইয়াছে (৫ই আষাঢ়, ১৩১০) "শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন (যিনিই হউন, যাহাই হউন) বক্তৃতাস্রোতে একদিন (তিনি) বঙ্গদেশ ভাসাইয়াছিলেন। সে বক্তৃতায় ভাব ছিল, ভাষা ছিল, উদ্দীপনা ছিল, অগ্নিকণা ছিল, আর ছিল করুণ রসের নির্ঝরিণী।" তিনি সময় সময় এক দিনে ২।৩টী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিতেও কাতর হইতেন না এবং বক্তৃতা কালে ভয়ঙ্কর রোগক্লেশও বিস্মৃত হইয়া যাইতেন। তাঁহার অবিশ্রামবর্ষিণী দ্রুততরঙ্গিণী ভাবময়ী ভাষা অনকরণীয়। বঙ্গবাসী বহু পূর্ব্বে ইঁহারই 'জীর্ণ কঙ্কাল মাত্র দেখিয়া একদিন (৩১এ মে, ১৮৯২) বলিয়াছিলেন "শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের সেই মোহনকান্তি-মুখনিঃসৃত অমৃতময়ী মধুধারা যিনি শ্রবণাঞ্জলিপুটে পান করিয়াছেন, তিনিই ইহার মর্ম্ম আপনি বুঝিয়া লইবেন।"

পরিব্রাজক মহোদয়ের "ফনোগ্রাফের আত্মপরিচয়" নামে একটী ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বক্তৃতা উক্ত যন্ত্রে উদ্ধৃত হইয়াছিল। তাহারই কিঞ্চিৎ এস্থলে বঙ্গীয় পাঠককে উপহার দেওয়া হইল।

"যে মহাশক্তির সহিত উপহৃত হইয়া বিশুদ্ধ চৈতন্যসত্তা "ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্ম" নামে অভিহিত হন, যে মহাশক্তির ক্ষণিক স্পন্দনে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড রচিত, রক্ষিত ও বিধ্বস্ত হইয়া যায়, সেই সর্ব্বকারণের মূলস্বরূপ মহাশক্তিকে বার বার নমস্কার করি।

"মার্ত্তণ্ড মণ্ডলের ময়ূখমালার ন্যায় যে মূলশক্তি হইতে গুণময়ী শক্তি রাশি অনন্ত ধারায় বিকীর্ণ হইয়া ভূতলে, রসাতলে ও গগনমণ্ডলে অবিচ্ছেদে লীলা করিয়া বেড়াইতেছে, ভো ভদ্রমহোদয়মণ্ডলি, বৃথা ক্রীড়া কৌতুক পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারই তত্ত্বলাভে জন্ম জীবন সার্থক করুন। ত্রিগুণময়ী মহাশক্তির সংশ্লেষণে, সাম্যে ও বৈষম্যে কত ব্যাপার সংঘটিত

হয়, সেই মহাশক্তির আকর্ষণে, বিকর্ষণে ও সংঘর্ষণে সংসারে কত অদ্ভুত ও অলৌকিক লীলার অভিনয় হইয়া থাকে, জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে তাহার মর্ম্ম অবগত হইয়া চিত্তকে চরিতার্থ করুন।

"ভারতের আর্য্য ঋষি তপস্বী মনস্বী মণ্ডলী যোগবলে এই অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তিকে উন্মেষিত করিয়া জড় ও চৈতন্যের বিচিত্র প্রভাবে কত সিদ্ধি সাধন করিতেন। অহো, আজ সেই পবিত্র আর্য্যভূমির সন্তানগণ ক্রিয়াহীন, বীর্য্যহীন ও শক্তিহীন হইয়া মৃতকল্প। আর পাশ্চাত্যভূমির উদ্যমশীল ও উৎসাহিতচিত্ত বিজ্ঞানবিদ্যাবিশারদবর্গ সাধুপ্রযত্নে বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক তত্ত্ব আদির গবেষণা করিয়া জগতের হিতকারী কার্য্য সাধন পূর্ব্বক সংসারে যে প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছেন, তাহার সীমা করা যায় না। মহোদয়গণ! মাইক্রস্কোপ, টেলিস্কোপ, বায়স্কোপ, টেলিফোঁ, টেলিগ্রাফ আদি সকলেই অবগত আছেন। আবার দেখুন আজ আমি শুক্তগর্ভ হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়া "ফনোগ্রাফ" নাম ধারণ পূর্ব্বক আপনাদিগের কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছি। মহাত্মা এডিসনের বিচিত্র বিজ্ঞান পূর্ণ অপূর্ব্ব কৌশলে আমি মানব জগতে আসিতে পারিয়াছি। ধন্য তাঁহার বুদ্ধিশক্তি! "মহাশক্তি মহাবিদ্যা ধীমতাং বুদ্ধিরূপিণী' সেই মহাশক্তি মহাবিদ্যাই ধীমদ্বর্গের হৃদয়ে বিচিত্র বুদ্ধিরূপে উদিত হন।" ইত্যাদি—

পরিব্রাজকের সঙ্গীত—পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ প্রথম বয়স হইতেই সুমধুর সঙ্গীত ও সুললিত কবিতা রচনায় দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি সঙ্গীত হইতে পাঠকগণ তাহা অনেক পরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। পরিব্রাজকের সঙ্গীতে তাঁহার সমগ্র সাধনজীবন তাঁহার নিজের ভাবে ও নিজের ভাষায় চিত্রিত হইয়াছে।

১। রাগিণী বিভাস—একতালা।

নমস্তে ত্রিলোকতারণ বিশ্বমনোরঞ্জন।
ওহে ভারতে তোমার, মহিমা প্রচার, করহে আবার, এই নিবেদন।
আর্য্যকুলে জন্ম করেছি গ্রহণ, আর্য্যরীতিনীতি নাহিক স্মরণ,
অনার্য্য আচারে কলুষিত মন, (দয়াময় হে), আর্য্যরবে দেশ কর সচেতন
ভক্তি সরলতা জ্ঞান ধর্ম্ম নীতি, প্রচারি জগতে হর হে দুর্গতি,
নর নারী বৃদ্ধ বালক যুবতী (হৃদয়ে হে), স্বধর্ম্ম সুমতি কর হে প্রেরণ।
তব জয়গানে মাতিবে ভারত, তবোদ্দেশে হবে দেশহিতে রত,
পরিব্রাজক ঐ চরণে প্রণত, (দয়াময় হে), সফল হয় যেন জনম জীবন॥

২। রাগিণী বিভাস। তাল একতালা।

জননী জগৎমোহিনী, জীবনিস্তারিণী,
ও মা তোমারি মহিমা, কে করিবে সীমা,
অনাদ্যা তুমি মা অনন্তরূপিণী॥
তোমারি মায়াতে ব্রহ্মাণ্ড বিকাশ,
বিশ্ব বায়ু বারি বহ্নি কি আকাশ,
যেখানে যা দেখি তোমারি প্রকাশ—
জননী গো—সত্তারূপে তুমি জ্ঞানদায়িনী॥

রবি নিশাকর নক্ষত্রনিকর,
আকাশে প্রকাশে ভাসে মনোহর,
দেখিতে তোমায় ভ্রমে নিরন্তর—
অরূপিণী—অনন্ত অম্বর চিত্রকারিণী॥

দেখিতে তোমায় সাগরাম্বুরাশি,
উত্তাল তরঙ্গে ধায় দিবানিশি,
বনে রাশি রাশি, কুসুম হাসি হাসি—
চেয়ে রয় গো— দেখিবার তরে তোমায় তারিণী

প্রবল পবন দেশে দেশে ধায়,
আনন্দে মাতিয়া তব গুণ গায়,
তরু লতা পাতা সবারে নাচায়—,
দেখি তায় গো—আপনি নাচিয়া কাঁপায় মেদিনী।

চিন্তাময়ী তারা ব্যাপ্ত চরাচরে,
তবু না চিনিলাম চিন্ময়ী মা তোরে,
গুরুরূপে পরিব্রাজকের অন্তরে,
দেখা দে মা—মদনমর্দ্দনমনোহারিণী

৩। রাগিণী ঝিঝিট—তাল একতালা।

দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু কৃপাবিন্দু বিতর।
হৃদি বৃন্দাবনে কমল আসনে প্রাণমনসনে বিহর॥
নয়ন মুদিয়া চাহিয়া থাকি অথবা যে দিকে ফিরাব আঁখি,
ভিতরে বাহিরে যেন হে দেখি তব রূপ মনোহর॥
এই কর হরি দীন দয়াময়, তুমি আমি যেন দুটী নাহি রয়,
জলের তরঙ্গ জলে কর লয় চিদ্‌ঘন শ্যামসুন্দর॥
ঐ পদে পরিব্রাজকের গতি, যেন ভাগীরথীর সাগরসঙ্গতি,
জীব শিব দোঁহে অভেদ মুরতি জীব নদী তুমি সাগর॥

(যমুনার তটে বসিয়া সঙ্গীত) বাউলের সুর:

যমুনে এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিনী।
ও যার বিমল তটে রূপের হাটে বিকাতো নীলকান্ত মণি॥
কোথা সে ব্রজের শোভা, গোলোক হ'তেও মনোলোভা,
কোথা শ্রীদাম বলরাম সুবল সুদাম,—
কোথা সে সুনীল তরুর ধেনু বেণু, মা যশোদা গোপিনী।
কোথা নন্দ উপানন্দ, মা যশোদার প্রাণ গোবিন্দ,
ধরা চূড়া পরা, কোথা ননীচোরা,—
কোথা সে বসন চুরি, ব্রজনারীর পূজিতা মা কাত্যায়নী।
কোথা চারু চন্দ্রাবলী, কোথা বা সে জলকেলি,
কোথা ললিতা সখী, সুহাসিনী,—
কোথা সে বংশীধারী রাসবিহারী, বামেতে রাই বিনোদিনী।
কোথা সে নূপুরধ্বনি না বাজে কিঙ্কিনী,
মধুর হাসি মধুর বাঁশি, নাহি শুনি,—
ও যার, মোহন স্বরে উজান ভরে বইতে তুমি আপনি।
তোমারি তটে তটে, তোমারি ঘাটে ঘাটে,
তোমারি সন্নিকটে কই সে ধনী—
ও যার মানের লাগি মোহনচূড়া লুটাইল ধরণী।
দেখাইয়া দাও আমারে যমুনে সেই বামারে,
অনাথের নাথ হৃদমাঝারে, পা দুখানি,—
পরিব্রাজক বলে চরণতলে লুটাই শির দিনযামিনী।

৫। রাগিণী লয়ী—জৎ।

(সুর—"নির্ম্মল সলিলে বহিছে সদা তটশালিনী সুন্দর যমুনে ও")
চঞ্চল মানস বিনাশ আশাপাশ, বিরস বিনাশ বাসনা রে।
বিষয় বিভবে, মত্ত কি হইলে, ভুলিলে ভুলিলে আপনারে।
আসিয়া জগতে, আরোহি মনোরথে, ভ্রমিছ কি ভাবে ভাব না রে॥
দেখিতে দেখিতে, কাল প্রবাহে, জীবন যৌবন যাইল রে।
ক্রমে ধীরে ধীরে, গভীর কাল-নীরে ডুবিবে তা কি মন জান না রে॥
কা তব কান্তা, কস্তে পুত্রঃ, কস্য ত্বং বা ব্রহ্মবিচারে।
চিন্তয় কোঽহং, কথং জগদিদং, কেন কৃতা বিশ্বরচনা রে॥
ভূমানুসন্ধান, কর মূঢ় মন, মলিনা বাসনা রবে না রে।
হও ধ্যান নিরত, তুর্য্যাবস্থাগত, কুরু চিৎস্বরূপং ধারণা রে॥
শান্তি সিন্ধু জলে হইবে শীতল, রাজিবে প্রেমরাজসদনে রে।
ভেদ বুদ্ধি যাবে, ব্রহ্মস্বরূপ হবে, রবে না ভাবনা যাতনা রে॥
গাও পরিব্রাজক, প্রেমময় নাম, প্রেম বাতাসে প্রাণ জুড়াবে রে।
প্রেম সুধাপানে হ'য়ে মাতোয়ারা, রবে না তনু-মন-চেতনা রে॥

৬। কীর্ত্তন—ভাঙ্গাসুর।

নামামৃত পান সবে কর ভাই—(হরি)
এমন নাম কখনও শুনি নাই।
হরি নাম যে করে সার, ভবে ভাবনা কিবা তার,
নামে যায় মহাপাপ রোগ শোক তাপ সংসার বিকার,—
নামে জগাই মাধাই তরে দু ভাই নাম শুনায় গৌর নিতাই॥ (হরি)
ভক্ত প্রহ্লাদের প্রাণ, নাশ করিবার বিধান,
হিরণ্যকশিপু দিল বিষ করিতে পান,
নামে গরল অমৃত হ'ল প্রহ্লাদ বাঁচিল তাই।
যত যোগযাগের সাধন, দেখ জপ তপ আরাধন,
ও সব নাম-সাগরের অগাধ জলের বুদ্বুদ যেমন,—
হরি-নাম-সাগরে মগ্ন যে জন তার কি সাধন আরও চাই।
পরিব্রাজক বলে সার, নামে নাইকো জাত বিচার,
নামে মূর্খ জ্ঞানী আচণ্ডালের সমান অধিকার,—
তুলে নামের নিশান, নাম কর পান, হরিবোল বল সবাই॥ (হরি)



৭। খাম্বাজ—একতালা।

ঘোর আঁধারে, নিশিনিরাধারে, নিরখিলাম একি আখির মাঝারে।
কোটি শশিপ্রভা, মুনিমনোলোভা, বর্ণিতে সে শোভা বচন হারে॥
১। মায়া নিদ্রাবশে অঘোরে ঘুমাইয়ে, ছিলাম অচেতন জ্ঞান হারাইয়ে,
কে যেন আসিয়ে শিয়রে বসিয়ে হাসিয়ে হাসিয়ে জাগায় আমারে॥
২। নয়নের ঝলকে, জগজ্জ্যোতির্ম্ময়, পলকে পলকে সৃষ্টি স্থিতি লয়,
আহা মরি মরি কি বচন মাধুরী, শুনিলে যে ভুলে যাই আপনারে॥
৩। কোমল কর তার পরশিলে গায়, আমি তুমি তিনি ভেদ মিটে যায়,
শ্রীপদপঙ্কজে ভক্তি মুক্তি ভজে, ভক্তজন মজে প্রেমের পাথারে॥
৪। আঁধার ঘরের আলো এটী কার মেয়ে, অচল চঞ্চল পথপানে চেয়ে,
পরিব্রাজক ঊর্দ্ধশ্বাসে * এস ধেয়ে, দেখ্‌বে যদি প্রাণের উমারে॥

নিন্দা ও নির্য্যাতন—জগতে যখন যে কোন মহানুভব পুরুষই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, স্বার্থান্ধ ঈর্ষাপরায়ণ লোকেরা তাঁহার কোন না কোন কুৎসা কীর্ত্তন না করিয়া থাকিতে পারে নাই। বিশেষতঃ সংসারে ধর্ম্মপ্রচারক ও সংস্কারকগণের বিরুদ্ধাচরণ করিবার লোক পদে পদেই বিদ্যমান। এইরূপ কুচক্রিগণের ষড়যন্ত্রে স্বামিজীর সম্বন্ধে অনেক মিথ্যা অভিযোগের প্রচার হয় এবং পরিশেষে এই সকল কারণে তাঁহাকে কারাগারে পর্য্যন্ত যাইতে হয়। ইহাতে আশ্চর্য্যই বা কি। মহামতি সক্রেটিসের এবং মহাপুরুষ যীশুখ্রীষ্টের প্রাণসংহার কিরূপে সাধিত হইয়াছিল, ইতিহাস পাঠকের তাহা অবিদিত নাই। ভারতেও মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের বধসাধনে দুর্ব্বৃত্তগণ প্রায় কৃতকার্য্য হইয়াছিল এবং এখনও ভক্তাবতার চৈতন্য দেবের নিন্দা করিতে লোকে বিরত নহে। করুণহৃদয় বুদ্ধদেব ও অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের প্রতিও লোকে শত্রুতাচরণ করিয়াছিল।

ধর্ম্মরাজ্যে স্বামিজীর অতিশয় প্রতিপত্তি দেখিয়া এবং অসাধারণ ধীশক্তি ও বাগ্মিতার প্রভাবে তাঁহাকে যশস্বী ও প্রতিভাযুক্ত হইতে অবলোকন করিয়া অনেক ক্ষুদ্রহৃদয় লোক ঈর্ষার জ্বালায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল। ইহারা যে কোন রূপে স্বামিজীর অপযশ ঘোষণায় ও অনিষ্ট সাধনে বদ্ধ পরিকর হইয়াছিল। এমন কি স্বামিজীর প্রাণনাশার্থ চেষ্টা করিতেও উহারা কুণ্ঠিত হয় নাই।

বৈদেশিক বিলাসিতার বেগ কমাইয়া দিয়া কে প্রথমতঃ দেশবাসিগণকে স্বদেশীয় ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন অদূরদর্শী বঙ্গবাসী দশ বৎসর পূর্ব্বে তাহা একবারও বুঝিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কি? তবে এখন সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, ধর্ম্মপ্রচারকের

---

* মূলাধার হইতে সহস্রারবিন্দে গতি।

জীবন কত কষ্টকর। সুতরাং স্বামিজীর ন্যায় প্রসিদ্ধ প্রচারক যে বিনা অপরাধে শত্রুবর্গের হস্তে বিড়ম্বিত হইবেন ও কারাক্লেশ সহ্য করিবেন, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই।

শেষ জীবন—শ্রীমৎ স্বামিজী জীবনের অবশিষ্ট দুই বৎসরকালও পঞ্জাবের রাওলপিণ্ডি প্রভৃতি স্থানে, বঙ্গের কোন কোন জেলায় এবং বৈদ্যনাথ, কুচবিহার প্রভৃতি অঞ্চলে আহূত হইয়া ধর্মপ্রচারার্থ গমন করেন। শেষজীবনে শ্রীমৎ স্বামিজী পবিত্র গঙ্গাসাগরসঙ্গমে সহস্র সহস্র সাধুমণ্ডলীমধ্যে নানা দিগ্দেশাগত গৃহস্থ স্ত্রী ও পুরুষদিগের ঐকান্তিক অনুরোধে ভগবৎপ্রেমবিহ্বল চিত্তে গঙ্গাসাগরমহিমা কীর্তন করিয়া প্রচার কার্য্যের পরিসমাপ্তি করিলেন। জীবনের শেষ বৎসর তাঁহার পৃষ্ঠব্রণ হইয়াছিল। অস্ত্রচিকিৎসায় উহার উপশম হওয়ার পর শারীরিক দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত খালিয়া গ্রামবাসী অনুগত ভক্তগণের একান্ত আগ্রহে তথায় গমন করিয়া কয়েক দিন সেই স্থানে সনাতন ধর্মের সাধন বিষয়ে বিবিধ উপদেশ দিয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের বহু স্থান হইতে আহূত হইয়াও অসুস্থতাবশতঃ তিনি আর কোথাও যাইতে পারেন নাই। তদনন্তর কলিকাতায় আসিয়া সজ্জনগণের বিশেষ অনুরোধে পরিব্রাজক মহোদয় উপাসনা ও সনাতন ধর্মের শেষ বক্তৃতা প্রদান করেন। কলিকাতা হইতে কাশী প্রত্যাবর্ত্তনের পরই আবার বহুমূত্র পীড়া অত্যধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং ১৩০৯ সালের ৩রা আশ্বিন তারিখে (ইং ১৯০২, ১৯এ সেপ্টেম্বর) অপরাহ্ন ৩টার সময় ৫৩ বৎসর বয়ঃকালে শ্রীমৎস্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দ যোগাশ্রমে মা যোগেশ্বরীর শ্রীপাদমূলে মহাসমাধি গ্রহণ করেন, এবং মহাতীর্থ মণিকর্ণিকায় সাধুর শিবস্বরূপ শবদেহ ভাগীরথীর পবিত্র গর্ভে সমাহিত হয়।

শ্রীমৎ স্বামিজী শত্রুবর্গের ষড়্‌যন্ত্রে নির্য্যাতিত হইয়াও যে আবার স্বদেশের সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার মহিমা চিরদিন বিঘোষিত করিবে। তাঁহার মহজ্জীবনের সম্যক্ আলোচনা করিবার সময় এখনও আসে নাই।

"স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দজীর জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত স্বদেশীয়দিগের ধর্মভাব উদ্দীপনায় অতিবাহিত হইয়াছিল। ভারতের ভবিষ্যৎ আশাভরসার স্কুল বিদ্যালয়ের বালকবর্গের চরিত্র গঠন জন্য তাঁহারই চেষ্টা ও প্রেরণায় বঙ্গের প্রায় প্রতি প্রধান নগরে এবং পল্লীগ্রামে পর্য্যন্ত সুনীতিসঞ্চারিণী সভা সংস্থাপিত হইয়াছিল। আজ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের স্বদেশহিতব্রতে অনুরাগ তাঁহারই জীবনব্যাপী ব্রতের সুফল বলিতে হইবে। ধর্মভাববৃদ্ধির সহিতই যে স্বদেশানুরাগ ও চরিত্রবল বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, বঙ্গমাতার সুসন্তানগণের জীবনে তাহা এখন প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে।

"স্বদেশব্রতানুষ্ঠানের উদ্বোধনে স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দ 'সহবাস আইন' পাশের বিরুদ্ধে বঙ্গের সমগ্র হিন্দু সমাজকে উত্তেজিত করিয়া যেরূপ বিড়ম্বিত হইয়াছিলেন, আজ স্বদেশসেবক মহাত্মগণ নিজ নিজ জীবনে তাহা অনুভব করিয়া তাঁহার জীবনব্যাপী মহত্ত্বের মাহাত্ম্য আরও বিক-

সিত করিতেছেন, ইহা দেশের একটী শুভলক্ষণ বলিতে হইবে। ভারতমাতা তাঁহার সেবক সন্তানগণের শুভবুদ্ধি দিন দিন আরও বৃদ্ধি করুন।

"বর্ত্তমান সময়ে দেশের জন্য যেরূপ স্বার্থ ত্যাগের আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ সন্তানেরা অর্থ সামর্থ্যের অভাব হইলেও, স্বীয় জীবন দিয়া কিরূপে স্বদেশের সেবা করিতে পারেন, তাহা পরিব্রাজক মহোদয় আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়কে নিজ জীবনেই দেখাইয়া গিয়াছেন। স্বদেশসেবার জন্য ভারতের ন্যায় দরিদ্র দেশে যে কৌমারব্রতই একমাত্র অবলম্বনীয়, তাহা তিনি স্বীয় জীবনে প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। ভারতমাতার উৎসাহী দরিদ্র সন্তানেরা এই মহদ্‌ব্রত অবলম্বন করিলে, অনায়াসে যে বিবিধ বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া মাতৃপূজায় অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। কত কত উন্নতমনা যুবকগণ অকারণে সংসারাবদ্ধ হইয়া যে স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্যপালনে অসমর্থ হইয়া পড়েন, তাহা ভাবিলে মন বড়ই ব্যথিত হইয়া উঠে। আশা করি পরিব্রাজক স্বামিজীর সদ্‌দৃষ্টান্ত হিন্দুযুবকগণের হৃদয়ে জাগরুক থাকিবে।

"স্বধর্ম্মের ভিত্তির উপর জাতীয় জীবন গঠন করিবার জন্য পরিব্রাজক মহোদয় যে পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, বঙ্গদেশে তাহার ফল এখন সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। তাঁহার কাশীস্থ যোগাশ্রমে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও বীতরাগী ব্যক্তিগণ ভগবৎসাধনতৎপর থাকিয়া জীবনের কল্যাণ পথের প্রতি সংসারসন্তপ্ত জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। যোগাশ্রম শাস্ত্রালোচনা ও ভগবৎসেবাব্রতের উদাহরণরূপে শ্রীমৎ স্বামিজীর পবিত্র নাম দর্শকমাত্রেরই হৃদয়ে উদ্দীপিত করিয়া রাখিয়াছে। "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।"" (ঢাকাপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত)।

ওঁ তৎসদ্ ব্রহ্মণে নমঃ।

অথ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রারভ্যতে।

শ্রীগণেশায় নমঃ। শ্রীগোপালকৃষ্ণায় নমঃ।

করাদিন্যাসঃ।

ওঁ অস্য (এই) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতামালামন্ত্রস্য (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ মন্ত্রমালার) শ্রীভগবান্ বেদব্যাস ঋষিঃ। অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ। শ্রীকৃষ্ণঃ পরমাত্মা দেবতা। "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে" (২য় অধ্যায়ের ১১ শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ) ইতি বীজম্ (এই মালা মন্ত্রের বীজ)। "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" (১৮শ অধ্যায়ের ৬৬ শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ) ইতি শক্তিঃ (এই মালা মন্ত্রের শক্তি)। "অহং ত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।" (১৮শ অধ্যায়ের ৬৬ শ্লোকের অপরার্দ্ধ) ইতি কীলকম্ (এইটী মন্ত্রমালার আলম্বন বা আশ্রয়)।

করন্যাসঃ—"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ" (২য় অধ্যায়ের ২৩ শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ) ইতি (এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক) অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ (দুই হস্তের তর্জ্জনী দ্বারা দুই হস্তের অঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করিতে হয়)। "ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ" (২য় অধ্যায়ের ২৩ শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ) ইতি (এই মন্ত্রে) তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ (দুই অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তর্জ্জনীদ্বয় স্পর্শ করিতে হয়)। "অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ" (২য় অধ্যায়ের ২৪ শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ) ইতি (এই মন্ত্রে) মধ্যমাভ্যাং নমঃ (অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা দুই হস্তের মধ্যমাঙ্গুলি স্পর্শ করিতে হয়)। "নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ" (২য় অধ্যায়ের ২৪ শ্লোকের শেষার্দ্ধ) ইতি (এই বলিয়া) অনামিকাভ্যাং নমঃ (অঙ্গুষ্ঠদ্বয়দ্বারা দুই হস্তের অনামিকা স্পর্শ করিতে হয়)। "পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ" (১১শ অধ্যায়ের ৫ শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ) ইতি (এই মন্ত্রে) কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ (দুই অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা কনিষ্ঠাঙ্গুলিদ্বয় স্পর্শ করিতে হয়)। "নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ" (১১শ অধ্যায়ের ৫ শ্লোকের শেষার্দ্ধ) ইতি (এই মন্ত্রে) করতলকরপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ (প্রথমে দক্ষিণ হস্তের নিম্নে বাম হস্ত পরে বাম হস্তের নিম্নে দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করিতে হয়)। ইতি করন্যাসঃ।

অঙ্গন্যাসঃ—"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ" ইতি হৃদয়ায় নমঃ (এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তের পঞ্চ অঙ্গুলি দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিতে হয়)। "ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ" ইতি শিরসে স্বাহা (এই মন্ত্রে পঞ্চ অঙ্গুলি দ্বারা মস্তক স্পর্শ করিতে হয়)। "অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ" ইতি শিখায়ৈ

বষট্ (এই মন্ত্রে পঞ্চ অঙ্গুলি দ্বারা শিখা স্পর্শ করিতে হয়)। "নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ" ইতি কবচায় হুম্ (এই মন্ত্র পাঠ করিয়া যথাক্রমে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বামবাহুমূল ও বামহস্ত দ্বারা দক্ষিণবাহুমূল স্পর্শ করিতে হয়)। "পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ" ইতি নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ (এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তের পঞ্চ অঙ্গুলি দ্বারা বাম ও দক্ষিণ নেত্র এবং ললাটের মধ্য স্থান স্পর্শ করিতে হয়)। "নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ" ইত্যস্ত্রায় ফট্ (এই মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি দ্বারা বামহস্ত তলে আঘাত করিতে হয়)। ইত্যঙ্গন্যাসঃ।

সঙ্কল্পঃ। শ্রীকৃষ্ণপ্রীত্যর্থপাঠে বিনিয়োগঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত গীতাপাঠ করিতেছি)।

ধ্যানম্।

ওঁ পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ং
ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণমুনিনা মধ্যেমহাভারতম্।
অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীং ভগবতীমষ্টাদশাধ্যায়িনী-
মম্ব ত্বামনুসন্দধামি ভগবদ্গীতে ভবদ্বেষিণীম্ ॥ ১

মধ্যেমহাভারতম্ (মহাভারতের মধ্যে) পুরাণমুনিনা ব্যাসেন গ্রথিতাং (প্রাচীন মহর্ষি ব্যাসদেব কর্ত্তৃক গ্রথিত) স্বয়ং ভগবতা নারায়ণেন পার্থায় প্রতিবোধিতাং (স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণ কর্ত্তৃক অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া সম্যক্ প্রকারে বিজ্ঞাপিত) [গীতাদেবতা অধিষ্ঠাত্রী] [হে] অম্ব ভগবদ্গীতে (হে জননি ভগবদ্গীতে) ভবদ্বেষিণীম্ অমৃতবর্ষিণীম্ অষ্টাদশাধ্যায়িনীং ভগবতীং ত্বাং অহং মনসা দধামি (পুনর্জ্জন্মনাশিনী সুধাধারাবর্ষিণী অষ্টাদশ অধ্যায়রূপিণী ষড়ৈশ্বর্য্যযুক্তা তোমাকে আমি মনে চিন্তা করিতেছি)।

নমোঽস্তু তে ব্যাস বিশালবুদ্ধে ফুল্লারবিন্দায়তপত্রনেত্র।
যেন ত্বয়া ভারততৈলপূর্ণঃ প্রজ্বালিতো জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ ॥ ২।

[হে] ফুল্লারবিন্দায়তপত্রনেত্র (প্রস্ফুটিতপদ্মপত্রসদৃশচক্ষুর্বিশিষ্ট) বিশালবুদ্ধে (মহামতি) ব্যাস, তে (তোমাকে) নমঃ অস্তু (নমস্কার), যেন ত্বয়া (যে তোমা কর্ত্তৃক) ভারততৈলপূর্ণঃ (মহাভারতসদৃশতৈলদ্বারা পরিপূর্ণ) জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ প্রজ্বালিতঃ (জ্ঞানময় আলোক প্রজ্বালিত হইয়াছে)।

প্রপন্নপারিজাতায় তোত্রবেত্রৈকপাণয়ে।
জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায় গীতামৃতদুহে নমঃ ॥ ৩।

প্রপন্নপারিজাতায় (শরণাগতের কল্পবৃক্ষসদৃশ) তোত্রবেত্রৈকপাণয়ে (সন্তাড়নবেত্রদণ্ড-শোভিতহস্ত) জ্ঞানমুদ্রায় (ভক্ত অর্জ্জুনকে জ্ঞানোপদেশার্থ জ্ঞানমুদ্রা [তর্জ্জনী ও

অঙ্গুলিমুদ্রিত [বিন্যস্ত] বিশিষ্ট) গীতামৃতদুহে (গীতারূপ অমৃতদুগ্ধের দোহন কর্ত্তা) কৃষ্ণায় নমঃ (কৃষ্ণকে নমস্কার)।

সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥ ৪।

সর্ব্বোপনিষদঃ (উপনিষৎসকল) গাবঃ (গাভীসদৃশ), গোপালনন্দনঃ (ভগবান্ কৃষ্ণ) দোগ্ধা (দোহনকর্ত্তা), পার্থঃ (অর্জ্জুন) বৎসঃ (বৎসসদৃশ), সুধীঃ (পণ্ডিত ব্যক্তি) ভোক্তা (পানকর্ত্তা), গীতামৃতং (গীতার বাক্যসুধা) মহৎ দুগ্ধং (মহোপকারক দুগ্ধ) [অধিকারী নির্ম্মলচিত্ত শুশ্রূষু ব্যক্তিগণ গীতার উপদেশামৃত পান করিয়া জন্ম ও মৃত্যু ভয় অতিক্রম করেন]।

বসুদেবসুতং দেবং কংসচানূরমর্দ্দনম্।
দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম্ ॥ ৫।

বসুদেবসুতং (বসুদেবের পুত্র) দেবং (জ্ঞানস্বরূপ অথবা দীপ্তিমান্) কংসচানূরমর্দ্দনম্ (কংস ও চানূর দৈত্য বিনাশক) দেবকীপরমানন্দং (দেবকীর পরম আহ্লাদপ্রদ) জগদ্গুরুং (জগতের সকল পদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ) কৃষ্ণং বন্দে (কৃষ্ণকে অভিবাদন করি)।

ভীষ্মদ্রোণতটা জয়দ্রথজলা গান্ধারনীলোৎপলা
শল্যগ্রাহবতী কৃপেণ বহনী কর্ণেন বেলাকুলা।
অশ্বত্থামবিকর্ণঘোরমকরা দুর্য্যোধনাবর্ত্তিনী
সোত্তীর্ণা খলু পাণ্ডবৈ রণনদী কৈবর্ত্তকে কেশবে ॥ ৬।

ভীষ্মদ্রোণতটা (যে নদীস্বরূপ যুদ্ধব্যাপারে ভীষ্ম ও দ্রোণ তীরসদৃশ) জয়দ্রথজলা (সেই নদীতে জয়দ্রথ জলস্বরূপ) গান্ধারনীলোৎপলা (গান্ধারীর পুত্রগণ তাহাতে নীলোৎপল সদৃশ) শল্যগ্রাহবতী (শল্যসদৃশকুম্ভীরযুক্ত) কৃপেণ বহনী (কৃপাচার্য্য যাহাতে প্রবাহ [স্রোতঃ]) কর্ণেন বেলাকুলা (কর্ণবীর যাহার বেলাভূমি স্বরূপ) অশ্বত্থামবিকর্ণঘোরমকরা (অশ্বত্থামা ও বিকর্ণ যাহাতে ঘোর মকর সদৃশ) দুর্য্যোধনাবর্ত্তিনী (দুর্য্যোধন যাহার আবর্ত্ত [ঘূর্ণিত জল]) সা রণনদী (কুরুক্ষেত্রের সেই সমরতরঙ্গিণী) কেশবে কৈবর্ত্তকে [সতি] (শ্রীকৃষ্ণ কর্ণধার হওয়ার) খলু (নিশ্চয়) পাণ্ডবৈঃ (পাণ্ডবগণকর্ত্তৃক) উত্তীর্ণা (পারপ্রাপ্তা হইয়াছে)।

পারাশর্য্যবচঃসরোজমমলং গীতার্থগন্ধোৎকটং
নানাখ্যানককেশরং হরিকথাসম্বোধনাবোধিতম্।
লোকে সজ্জনষট্পদৈরহরহঃ পেপীয়মানং মুদা
ভূয়াদ্ভারতপঙ্কজং কলিমলপ্রধ্বংসি নঃ শ্রেয়সে ॥ ৭॥

অমলং (মলরহিত) কলিমলপ্রধ্বংসি (কলিকালস্বভাবজপাপনাশক) গীতার্থগন্ধোৎকটং (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উপদেশ স্বরূপ সৌগন্ধযুক্ত) নানাখ্যানককেশরং (নানাবিধ

সৎকথারূপকেশরসমন্বিত) হরিকথাসম্বোধনাবোধিতং (শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানজনক উপদেশকথা দ্বারা প্রবোধিত) লোকে (জগতে) অহরহঃ (প্রতিদিন) সজ্জনষট্পদৈঃ (সাধুজনরূপ-ভ্রমরগণকর্ত্তৃক) মুদা (আনন্দের সহিত) পেপীয়মানং (পুনঃ পুনঃ পীত) পারাশর্য্যবচঃসরোজং (পরাশরপুত্র বেদব্যাসের বচনসরোবরে জাত) ভারতপঙ্কজং (মহাভারতরূপ পদ্ম) নঃ (আমাদের) শ্রেয়সে (কল্যাণের নিমিত্ত) ভূয়াৎ (হউন)। [সাধুগণ সেবিত ভগবদ্বাক্যরাজি স্বরূপ গীতামৃতসমন্বিত মহাভারত গীতাধ্যায়ীর মঙ্গল করুন]।

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥ ৮ ।

যৎকৃপা (যাঁহার দয়া) মূকং (বাক্‌শক্তিহীনকে) বাচালং (বক্তৃতাশক্তিবিশিষ্ট) করোতি (করে), [এবং] পঙ্গুং (গতিশক্তিহীনকে) গিরিং (পর্ব্বত) লঙ্ঘয়তে (অতিক্রম করায়), তং (সেই) পরমানন্দমাধবং (পরমসুখস্বরূপ কৃষ্ণচন্দ্রকে) [আমি] বন্দে (অভিবাদন করি)।

যং ব্রহ্মবরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতস্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥ ৯ ।

ব্রহ্মবরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ (ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র ও বায়ু) দিব্যৈঃ স্তবৈঃ (অনুপম স্তবসমূহ দ্বারা) যং (যাঁহাকে) স্তুন্বন্তি (অসীমমহিমা স্তুতি বলেন), সামগাঃ (সামগায়কবৃন্দ) সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈঃ বেদৈঃ (অঙ্গ, পদক্রম ও উপনিষদের সহিত বেদের দ্বারা) যং (যাঁহাকে) গায়ন্তি (গান করেন), যোগিনঃ (যোগিগণ) ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা (ধ্যানাবস্থায় নিবিষ্ট তদ্গতচিত্তের দ্বারা) যং পশ্যন্তি (যাঁহাকে দর্শন করেন), সুরাসুরগণাঃ (দেবতা ও দৈত্যগণ) যস্য (যাঁহার) অন্তং (পরিশেষ) ন বিদুঃ (জানেন না), তস্মৈ দেবায় নমঃ (সেই পরম দেবতাকে নমস্কার)।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

—:*:—

॥ শাঙ্করভাষ্যম্ ॥

উপক্রমণিকা।

ওঁ নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাদণ্ডমব্যক্তসম্ভবম্।*
অণ্ডস্যান্তস্ত্বিমে লোকাঃ সপ্তদ্বীপা চ মেদিনী॥

স ভগবান্ সৃষ্ট্বেদং জগৎ তস্য চ স্থিতিং চিকীর্ষুর্মরীচ্যাদীনগ্রে সৃষ্ট্বা প্রজাপতীন্ প্রবৃত্তিলক্ষণং ধর্ম্মং গ্রাহয়ামাস বেদোক্তম্। ততোঽন্যাংশ্চ সনকসনন্দাদীনুৎপাদ্য নিবৃত্তিধর্ম্মং জ্ঞানবৈরাগ্যলক্ষণং গ্রাহয়ামাস।

দ্বিবিধো হি বেদোক্তো ধর্ম্মঃ। প্রবৃত্তিলক্ষণো নিবৃত্তিলক্ষণশ্চ। জগতঃ স্থিতিকারণং প্রাণিনাং সাক্ষাদভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সহেতুর্যঃ স ধর্ম্মো ব্রাহ্মণাদ্যৈর্বর্ণিভিরাশ্রমিভিশ্চ শ্রেয়োঽর্থিভিরনুষ্ঠীয়মানঃ। দীর্ঘেণ কালেনানুষ্ঠাতৄণাং কামোদ্ভবাদ্ধীয়মানবিবেকবিজ্ঞানহেতুকেনাঽধর্ম্মেণাঽভিভূয়মানে ধর্ম্মে প্রবর্দ্ধমানে চাঽধর্ম্মে জগতঃ স্থিতিং পরিপিপালয়িষুঃ স আদিকর্ত্তা নারায়ণাখ্যো বিষ্ণুর্ভৌমস্য ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণত্বস্য রক্ষণার্থং দেবক্যাং বসুদেবাদংশেন কৃষ্ণঃ কিল সম্বভূব। ব্রাহ্মণত্বস্য হি রক্ষণেন রক্ষিতঃ স্যাদ্বৈদিকো ধর্ম্মঃ। তদধীনত্বাদ্বর্ণাশ্রমভেদানাম্।

স চ ভগবান্ জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিবলবীর্য্যতেজোভিঃ সদা সম্পন্নস্ত্রিগুণাত্মিকাং বৈষ্ণবীং স্বাং মায়াং মূলপ্রকৃতিং বশীকৃত্যাঽজোঽব্যয়ো ভূতানামীশ্বরো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবোঽপি সন্ স্বমায়য়া দেহবানিব জাত ইব চ লোকাঽনুগ্রহং কুর্ব্বন্নিব লক্ষ্যতে। স্বপ্রয়োজনাভাবেঽপি ভূতানুজিঘৃক্ষয়া বৈদিকং হি ধর্ম্মদ্বয়মর্জ্জুনায় শোকমোহমহোদধৌ নিমগ্নায়োপদিদেশ। গুণাধিকৈর্হি গৃহীতোঽনুষ্ঠীয়মানশ্চ ধর্ম্মঃ প্রচয়ং গমিষ্যতীতি। তং ধর্ম্মং ভগবতা যথোপদিষ্টং বেদব্যাসঃ সর্ব্বজ্ঞো ভগবান্ গীতাখ্যৈঃ সপ্তভিঃ শ্লোকশতৈরুপনিববন্ধ।

তদিদং গীতাশাস্ত্রং সমস্তবেদার্থসারসংগ্রহভূতং দুর্ব্বিজ্ঞেয়ার্থম। তদর্থাবিষ্করণায়াঽনেকৈর্ব্বিবৃতপদপদার্থবাক্যার্থন্যায়মপ্যত্যন্তবিরুদ্ধাঽনেকার্থত্বেন লৌকিকৈর্গৃহ্যমাণমুপলভ্যাঽহং বিবেকতোঽর্থনির্দ্ধারণার্থং সংক্ষেপতো বিবরণং করিষ্যামি।

তস্যাঽস্য গীতাশাস্ত্রস্য সংক্ষেপতঃ প্রয়োজনং পরং নিঃশ্রেয়সং সহেতুকস্য সংসারস্যাঽত্যন্তোপরমলক্ষণম্। তচ্চ সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসপূর্ব্বকাদাত্মজ্ঞাননিষ্ঠারূপাদ্ধর্ম্মাদ্ভবতি। তথেমমেব গীতার্থধর্ম্মমুদ্দিশ্য ভগবতৈবোক্তং—স হি ধর্ম্মঃ সুপর্য্যাপ্তো ব্রহ্মণঃ পদবেদনে—ইত্যনুগীতাসু (মহাভারত, অশ্বমেধপর্ব্ব, ১৬।১২)। কিঞ্চান্যদপি তত্রৈবোক্তং—নৈব ধর্ম্মী ন চাধর্ম্মীতি (মহাভারত, অশ্বমেধপর্ব্ব, ১৯।৭)। যঃ স্যাদেকায়নে লীনস্তূষ্ণীং কিঞ্চিদচিন্তয়ন্নিতি (মহাভারত, অশ্বমেধপর্ব্ব, ১৯।১)। জ্ঞানং সংন্যাসলক্ষণমিতি চ। ইহাপি চান্তে উক্তমর্জ্জুনায়—সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ—ইতি। অভ্যুদয়ার্থোঽপি যঃ প্রবৃত্তিলক্ষণো ধর্ম্মো বর্ণাশ্রমাংশ্চাদিশ্য বিহিতঃ

স দেবাদিস্থানপ্রাপ্তিহেতুরপি সন্নীশ্বরার্পণবুদ্ধ্যাঽনুষ্ঠীয়মানঃ সত্ত্বশুদ্ধয়ে ভবতি ফলাভিসন্ধিবর্জ্জিতঃ। শুদ্ধসত্ত্বস্য চ জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতাপ্রাপ্তিদ্বারেণ জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বেন চ নিঃশ্রেয়সহেতুত্বমপি প্রতিপদ্যতে। তথা চেমমেবার্থমভিসন্ধায় বক্ষ্যতি—ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি—যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে—ইতি।

ইমং দ্বিপ্রকারং ধর্ম্মং নিঃশ্রেয়সপ্রয়োজনং পরমার্থতত্ত্বং চ বাসুদেবাখ্যং পরব্রহ্মাভিধেয়ভূতং বিশেষতোঽভিব্যঞ্জয়দ্বিশিষ্টপ্রয়োজনসম্বন্ধাভিধেয়বদ্গীতাশাস্ত্রম্। যতস্তদর্থবিজ্ঞানেন সমস্ত-পুরুষার্থসিদ্ধিরতস্তদ্বিবরণে যত্নঃ ক্রিয়তে ময়া।

॥ শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ॥

উপক্রমণিকা।

শেষাশেষমুখব্যাখ্যাচাতুর্য্যং ত্বেকবক্ত্রতঃ।
দধানমদ্ভুতং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥ ১॥
শ্রীমাধবং প্রণম্যোমাধবং বিশ্বেশমাদরাৎ।
তদ্ভক্তিযন্ত্রিতঃ কুর্ব্বে গীতাব্যাখ্যাং সুবোধিনীম্॥ ২॥
ভাষ্যকারমতং সম্যক্ তদ্ব্যাখ্যাতৃগিরস্তথা।
যথামতি সমালোক্য গীতাব্যাখ্যাং সমারভে॥ ৩॥
গীতা ব্যাখ্যায়তে যস্যাঃ পাঠমাত্রপ্রযত্নতঃ।
সেয়ং সুবোধিনী টীকা সদা ধ্যেয়া মনীষিভিঃ॥ ৪॥

ইহ খলু সকললোকহিতাবতারঃ পরমকারুণিকো ভগবান্ দেবকীনন্দনস্তত্ত্বাজ্ঞানবিজৃম্ভিত-শোকমোহভ্রংশিতবিবেকতয়া নিজধর্ম্মপরিত্যাগপূর্ব্বকপরধর্ম্মাভিসন্ধিনমর্জ্জুনং ধর্ম্মজ্ঞানরহস্যো-পদেশপ্লবেন তস্মাচ্ছোকমোহসাগরাদুদ্দধার। তমেব ভগবদুপদিষ্টমর্থং কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ সপ্তভিঃ শ্লোকশতৈরুপনিববন্ধ। তত্র চ প্রায়শঃ শ্রীকৃষ্ণমুখাদ্বিনিঃসৃতানেব শ্লোকানলিখৎ। কাংশ্চিৎ তৎসঙ্গতয়ে স্বয়ং চ ব্যরচয়ৎ। যথোক্তং গীতামাহাত্ম্যে—গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ। যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা॥ ইতি।

তত্র তাবদ্ধর্ম্মক্ষেত্র ইত্যাদিনা বিষীদন্নিদমব্রবীদিত্যন্তেন গ্রন্থেন শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদপ্রস্তাবায় কথা নিরূপ্যতে। ততঃ পরং সমাপ্তেস্তু কৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদঃ। তত্র ধর্ম্মক্ষেত্র ইত্যাদিনা শ্লোকেন ধৃতরাষ্ট্রেণ হস্তিনাপুরস্থিতং স্বসারথিং সমীপস্থং সঞ্জয়ং প্রতি কুরুক্ষেত্রবৃত্তান্তে পৃষ্টে সঞ্জয়ো হস্তিনাপুরস্থিতোঽপি ব্যাসপ্রসাদাল্লব্ধদিব্যচক্ষুঃ কুরুক্ষেত্রবৃত্তান্তং সাক্ষাৎ পশ্যন্নিব ধৃতরাষ্ট্রায় নিবেদয়ামাস—দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকমিত্যাদিনা।

গীতার্থসন্দীপনীর অবতরণিকা।

ওঁ

শ্রীগণেশায় নমঃ।

শ্রীকাশীবিশ্বেশ্বরাভ্যাং নমঃ।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

শ্রীআচার্য্যেভ্যো নমঃ। শ্রীগুরুচরণাভ্যাং নমঃ।

তপঃশুদ্ধবুদ্ধি সর্ব্বতত্ত্ববেত্ত ত্রিকালদর্শী মহামনাঃ শ্রীভগবান্ বেদব্যাস কলিকলুষদূষিত মলিনচিত্ত ত্রিবিধ শাস্ত্রাধিকারীর কল্যাণকামনায় কৃপাপরবশ হইয়া ধর্ম্মাদি পুরুষার্থ উপদেশের নিমিত্ত সমস্ত তত্ত্বের বীজ স্বরূপ বেদরাশিকে, ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব এই চারি ভাগে বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে ঋক্, সাম ও যজুঃ এই তিনই প্রধান। অত্যন্ত সূক্ষ্ম, নিতান্ত নিগূঢ় এবং দুর্জ্ঞেয় এই বেদত্রয়ের কেবলমাত্র পঠন অপেক্ষা মর্ম্মার্থের উপলব্ধি করা শ্রেষ্ঠ। যে দুর্ব্বল অধিকারী এই গম্ভীর বেদার্থবোধে অসমর্থ, মহর্ষি তাহাদের জন্য ত্রিগুণানুসারী সর্ব্বপুরুষার্থসাধনোপযোগি মহাভারত ত্রিষট্ (অষ্টাদশ) পর্ব্বে রচনা করেন। নক্ষত্রমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী চন্দ্রমার ন্যায় সেই মহাভারতে কৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদরূপ গীতা সংস্থাপিত করিয়াছেন। কার্য্যপ্রপঞ্চ সহিত অনাদি অবিদ্যার পূর্ণ নিবৃত্তি পুরঃসর বিদেহকৈবল্য রূপ জীবব্রহ্মের অভেদ-ভাব—অদ্বৈত তত্ত্বামৃত এই গীতারূপ সুচারু চন্দ্রমা হইতে ক্ষরিত হইতেছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাশাস্ত্ররূপ মহামন্ত্রো ঋষি—ভগবান্ বেদব্যাস, ছন্দঃ—প্রায় অনুষ্টুপ্, দেবতা—পরমাত্মা বিষ্ণু, বীজ—"অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বম্", শক্তি—সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য, কীলক—ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখম্, এবং বিনিয়োগ—অস্মাদৃশ জীবের মোক্ষের নিমিত্ত।

সপ্তশতশ্লোকময়ী গীতায় ব্রহ্মবিদ্যানুশীলনে অজ্ঞানপ্রপঞ্চের অভাব, সৎ+চিৎ+আনন্দ স্বরূপের উপলব্ধি ও জীবব্রহ্মৈকত্বের সিদ্ধি হইয়া থাকে। এই ব্রহ্মাত্মজ্ঞানই বিষ্ণুর পরম পদ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। এই অদ্বৈতভাব লাভের জন্যই সৃষ্টিকালে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর, কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান এতত্রিকাণ্ড যুক্ত ঋগাদি বেদ উৎপন্ন করেন। তজ্জন্যই বেদের নামান্তর "ত্রয়ী"। ভগবদুক্ত এই অষ্টাদশ অধ্যায় রূপ গীতাও ঋগাদি বেদস্বরূপ। ইহার ত্রিষট্ অধ্যায়ের প্রথম ছয় অধ্যায়ে কর্ম্মনিষ্ঠা, দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে উপাসনারূপ ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠা, ও তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে জ্ঞাননিষ্ঠা বর্ণিত হইয়াছে। "ভক্তি" মধ্যস্থলস্থায়িনী হইয়া কর্ম্ম ও জ্ঞানসাধনের বিঘ্নরাশি স্বরূপ দুষ্ক্রিয়া ও অহঙ্কারাদির বিনাশ করিয়া থাকে। সাত্ত্বিকী ভক্তি, কর্ম্ম ও জ্ঞান এতদুভয়ের সম্পূর্ণ অনুকূল। এই জন্য ভক্তি কর্ম্মাশ্রিতা, শুদ্ধা ও জ্ঞানাশ্রিতা, এই ত্রিবিধরূপে কথিত হইয়াছে।

ত্রয়ীর ন্যায় ত্রিকাণ্ডরূপিণী গীতার কর্ম্মকাণ্ডময় প্রথম ছয় অধ্যায়ে ত্রিগুণ কর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক কিরূপে "ত্বং" পদবাচ্য কূটস্থ শুদ্ধ আত্মার অনুভব করিতে হয়, তাহাই নিরূপিত

হইয়াছে। দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে উপাসনারূপ বিশুদ্ধ ভক্তিমার্গ দ্বারা "তৎ" পদার্থরূপ পরমাত্মার নিরূপণ করা হইয়াছে। তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বারা "অসি" পদবাচ্য "তৎ+ত্বং" পদের অভেদ ভাব প্রতিপাদিত হইয়াছে। সংক্ষেপতঃ গীতায় "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যার্থই বিশদ রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে বলিতে হইবে।

গীতার প্রতি ষট্‌কেরই পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এইরূপ প্রতি অধ্যায়েও বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধ রক্ষিত হইয়াছে। গীতার ১৮ অধ্যায়ে অধিকারিভেদে যাহার পর যেরূপ মোক্ষ-সাধনক্রম বর্ণিত হইয়াছে তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

১ম। স্বর্গফলপ্রদ কাম্য কর্ম্ম ও নরকের পথস্বরূপ হিংসাদি নিষিদ্ধ কর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক মুমুক্ষু ব্যক্তি নিষ্কাম কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন।

২য়। তৎপরে ভগবানের নামজপ ও স্তুতি দ্বারা উপাসনা করিলে সাধকের মনোবিকার রূপ তপোবিঘ্নরাশি ক্রমে ক্রমে ক্ষয় পাইয়া যাইবে।

৩য়। তাহা হইলেই নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক, স্বর্গাদিসুখবিমুখতা ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে বৈরাগ্য উৎপন্ন হইবে।

৪র্থ। তদনন্তর শম, দম, শ্রদ্ধা, সমাধান, উপরতি ও তিতিক্ষা এই ষট্ সম্পত্তি লাভ করিয়া সাধক সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন।

৫ম। মুমুক্ষু সন্ন্যাসী বেদান্ত শাস্ত্র শ্রবণ জন্য ব্রহ্মনিষ্ঠ সদগুরুর শরণাগত হইবেন।

৬ষ্ঠ। গুরুমুখে জ্ঞানবার্ত্তা শ্রবণ পূর্ব্বক একান্ত স্থানে তাহার মনন, ও তদনন্তর নিদিধ্যাসন করিয়া যোগশিক্ষার উপযোগী হইবেন। বেদান্তবাক্য শ্রবণ করিলে শাস্ত্ররূপ প্রমাণগত সংশয়ের শেষ হইয়া যাইবে, মনন দ্বারা আত্মারূপ প্রমেয়গত অসম্ভাবনার নিবৃত্তি হইবে, এবং নিদিধ্যাসন দ্বারা দেহাত্মবুদ্ধিরূপ বিপরীত ভাবনার সমাপ্তি হইবার বিলম্ব থাকিবে না।

৭ম। তাহার পরে গুরুর কৃপায় ব্রহ্মাত্মবুদ্ধির উদয় হইলেই অবিদ্যার সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হইয়া যাইবে।

৮ম। অবিদ্যা বিনষ্ট হইলেই সাধকের ভ্রম, সংশয় ও জন্মান্তরপ্রাপ্তির হেতু সঞ্চিত কর্ম্ম-রাশি অপগত ও আত্মসাক্ষাৎকার সিদ্ধ হইবে।

৯ম। কিন্তু প্রারব্ধ বাসনা সহজে ক্ষয় পায় না, এজন্য আত্মসংযম অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধির নিতান্ত প্রয়োজন, এবং যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার এই পাঁচটীই এই মহাসংযমসাধনের প্রধান অঙ্গ। ঈশ্বরপ্রণিধান দ্বারাও এই সমাধি যিনি শীঘ্র লাভ করিতে পারেন, তাঁহারও মনের নাশ ও সেই সঙ্গে সঙ্গে বাসনারও ক্ষয় হইয়া থাকে। সমাধি দুই প্রকার—সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প। মনের নিরোধ পূর্ব্বক যে সমাধি সাধিত হয়, তাহা সবিকল্প এবং মনকে সদৈব ব্রহ্মাকার বৃত্তিতে রাখিয়া যে সমাধির অনুষ্ঠান হয়, তাহাই নির্ব্বিকল্প। এতন্নির্ব্বিকল্পসমাধিমান্ পুরুষই ব্রহ্মবিদ্‌বরিষ্ঠ ও বিষ্ণুভক্ত বলিয়া কথিত হয়েন।

১০ম। অষ্টাঙ্গ যোগের ব্যবস্থানুসারে সংযমশিক্ষা ও সমাধিলাভ অত্যন্ত বিঘ্নসঙ্কুল। এই জন্য "ঈশ্বরপ্রণিধান" বা ভক্তিমার্গ দ্বারা এই দুষ্কর কার্য্য সাধন করা আত্মহিতার্থীর পক্ষে সৎপরামর্শ। অদ্বেষ্টৃত্ব, অনহঙ্কারিত্বাদি যেমন জীবন্মুক্তের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, ভগবদ্ভক্তিও তাদৃশ সাধকের স্বভাবভূত হইয়া যায়। এইরূপ স্বভাবস্থিত জীবন্মুক্তই পরম ভক্ত।

উপর্যুক্ত যে সকল দুর্জ্ঞেয় বিষয়ের উপদেশ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে প্রদান করিয়াছিলেন, তত্তাবৎ মুমুক্ষুগণের জন্য সংস্কৃত ভাষায় পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি, শ্রীধরস্বামী, রামানুজস্বামী, মধুসূদন সরস্বতী, নীলকণ্ঠ পণ্ডিত আদি ব্যাখ্যা করিতে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু যাঁহারা সংস্কৃতের গূঢ়গর্ভস্থ দিব্য আলোক অস্ফুটমাত্র দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারিতেছেন না, ভাষানুবাদও এ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে সে আলোক যাঁহাদিগের সম্মুখে উত্তমরূপ প্রকাশ করিতে পারে নাই, তাঁহাদেরই সেবার জন্য এই "গীতার্থসন্দীপনীর" প্রণয়ন ও প্রকাশ।

শোকে মোহে চিত্ত বিচলিত হইলে যখন নিজ বর্ণাশ্রম ও অধিকারের বহির্ভূত ধর্ম্মাচারে প্রবৃত্তি উদিত হইয়া মানবকে ভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা করে, গীতার গম্ভীর উপদেশই তখন তাহার এক মাত্র অবলম্বন। জন্মজন্মান্তর হইতে যে শোক, দুঃখ ও মোহাদি প্রাণিগণের পীড়নার্থ দৃঢ় হইতেও দৃঢ়তররূপে বদ্ধমূল হইয়া আসিয়াছে, সেই বিষম বিভ্রাট হইতে মুমুক্ষুগণ যে উপায়ে মুক্তি লাভ করিতে পারিবেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় তাহারই সদ্‌যুক্তি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পিতা, পিতামহ, পুত্র, মিত্র, ধন, ঐশ্বর্য্য আদিতে মমত্ববুদ্ধি হইলেই, তদ্বিয়োগে অবশ্যই অতিশয় আক্ষেপ হইয়া থাকে। সংযোগবিয়োগধর্ম্মশীল মানবের চিত্ত এই মহাবিক্ষেপকালে কিরূপে প্রবুদ্ধ হইবে এবং শান্তি লাভ করিবে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় তাহার যথেষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যদিও অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়াই উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু মায়ামোহবিমুগ্ধ মনুষ্য মাত্রেরই প্রতি করুণানিধান লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। আত্মহিত-কামনা যাঁহার লক্ষ্য, গীতা তাঁহার প্রধান সম্পত্তি ও সম্বল। শোক, মোহ আদি যাঁহার পীড়া, গীতা তাঁহার মহৌষধ। ভবসাগর পার হওয়া যাঁহার অভিলাষ, গীতা তাঁহার অটল পোত। বহুতে একদৃষ্টি করা যাঁহার ইচ্ছা, গীতাই তাঁহার একমাত্র ঈক্ষণযন্ত্র। গীতা দুর্ব্বলকে বলবান্ করে, ভীতকে সাহসী করে, নিস্তেজকে মহাতেজীয়ান্ করিয়া দেয়। গীতা নিদ্রিতকে জাগরিত ও মৃতকে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারে।

ওঁ হরিঃ ওঁ

শ্রীমদবধূতশিষ্য

কাশী—যোগাশ্রম

শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ।

গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা

কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।

যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য

মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয় ॥ ১ ॥

অন্বয়বোধিনী। ধৃতরাষ্ট্র উবাচ (কহিলেন)—[হে] সঞ্জয়! ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে (ধর্ম্মভূমি কুরুক্ষেত্রে) যুযুৎসবঃ (সমরাভিলাষী) মামকাঃ (আমার পুত্রেরা) পাণ্ডবাঃ চ এব (ও পাণ্ডুপুত্রেরা) সমবেতাঃ (মিলিত হইয়া) কিম্ অকুর্ব্বত (কি করিলেন)? ॥১॥

বঙ্গানুবাদ। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে দুর্য্যোধনাদি আমার তনয়গণ এবং যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডুপুত্রগণ সমরাভিলাষে সমবেত হইয়া কি করিতেছেন? ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অত্র চ—ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ধর্ম্মক্ষেত্র ইত্যাদি ॥১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ধৃতরাষ্ট্র উবাচেতি। ধর্ম্মক্ষেত্র ইতি। ভোঃ সঞ্জয় ধর্ম্মক্ষেত্রে ধর্ম্মভূমৌ কুরুক্ষেত্রে। ধর্ম্মক্ষেত্র ইতি কুরুক্ষেত্রবিশেষণম্। এষামাদিপুরুষঃ কশ্চিৎ কুরুনামা বভূব। তস্য কুরোর্ধর্ম্মস্থানে। মামকা মৎপুত্রাঃ। পাণ্ডুপুত্রাশ্চ। যুযুৎসবো যোদ্ধুমিচ্ছন্তঃ। সমবেতা মিলিতাঃ সন্তঃ। কিমকুর্ব্বত কিং কৃতবন্তঃ। ১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। পাণ্ডবগণ বন গমনকালে যখন একে একে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, ধৃতরাষ্ট্র সেই দিনই জানিতেন যে কৌরব পাণ্ডবে মহাযুদ্ধ হইবেই হইবে। বিশেষতঃ বনবাসাবসানকালে যখন বিদুর ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা করিলেও দুর্য্যোধন তাঁহাদের কথায় অবহেলা করিয়াছিল, ধৃতরাষ্ট্র তখনই জানিয়াছিলেন যে যুদ্ধ অনিবার্য্য। তাহাতে যখন আবার কৌরব পাণ্ডব উভয় পক্ষের মহারোলে রণভেরী বাজিয়া উঠিল, রথী মহারথী প্রমুখ অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনায় যখন মহারণপ্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ হইয়া গেল, যখন উভয় দলই মহাসমরসজ্জায় সজ্জিত ও সমবেত, তখন সেখানে "যুদ্ধ" ভিন্ন আর কোন অনুষ্ঠানই হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে মহাপ্রবীণ ধৃতরাষ্ট্র "কিরূপ যুদ্ধ হইতেছে," এ প্রশ্ন না

করিয়া "কিমকুর্ব্বত" কি করিতেছেন—এরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন কেন? সম্মুখে অন্ন, তুমি আসনে বসিয়া গণ্ডূষ করিতেছ, এমন সময়ে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, "তুমি কি করিতেছ"? তখন তোমার কি ইহা ব্যর্থ প্রশ্ন বলিয়া বোধ হয় না? সেইরূপ ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নও যেন অসঙ্গত বলিয়া প্রতীত হইতেছে, কিন্তু তত্ত্ববেত্তা বেদব্যাস ব্যর্থ বাগ্‌বিন্যাসের পাত্র নহেন। এক্ষণে প্রবেশ করিয়া দেখিব, এই মূল শ্লোকের গুহ্য প্রহেলিকা কি।

কুরুক্ষেত্রের বিশেষণ "ধর্ম্মক্ষেত্র" এই পদটাই গূঢ় তাৎপর্য্যার্থবোধক। যেখানে গমন করিলে যাহার ধর্ম্মবুদ্ধি নাই তাহারও মনে ধর্ম্মভাবের উদয় হয়, যেখানে অপরিস্ফুট ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রবল হয়, ধর্ম্মকার্য্যেরই অনুষ্ঠান হয়, যেখানকার স্থানীয় পবিত্রপ্রকৃতির প্রভাবে তমোগুণী পুরুষেরও সত্ত্বগুণের বিকাশ হয়, তাহাই "ধর্ম্মক্ষেত্র"। তাহাতে কুরুক্ষেত্র আবার তন্মধ্যে প্রধান। যথা—

"যদনু কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনম্॥" জাবালোপনিষৎ।১॥

কুরুক্ষেত্র দেবতাগণের দেবযজনস্বরূপ, এবং প্রাণিবর্গের ব্রহ্ম বা মোক্ষলাভের নিকেতন। শতপথব্রাহ্মণেও কুরুক্ষেত্রের এইরূপ প্রশংসা দৃষ্ট হয়। যদিচ পাণ্ডব ও কৌরবগণ পূর্ব্ব হইতেই যুদ্ধ করা স্থির করিয়াছেন, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের "ধর্ম্মক্ষেত্রের" মহিমা স্মরণ হওয়ায় এই সংশয় উপস্থিত হইল যে, স্থানপ্রভাবে উভয় দলের অন্তঃকরণেই সত্ত্বগুণের উদয় হওয়া সম্ভব। তাহা হইলে প্রাণিহানিকর যুদ্ধ ব্যাপার না হইয়া পরস্পরে মিত্রতা ও সন্ধি হইলেও হইতে পারে। অতএব উভয়ে সন্ধি করিলেন, কি যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন—এই সংশয়ে ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কিমকুর্ব্বত" অর্থাৎ কি করিতেছেন?

ধৃতরাষ্ট্র একবার আশা করিলেন, ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডবগণ হয়তো ধর্ম্মক্ষেত্রের প্রভাবে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ধর্ম্মভাবযুক্ত হইয়া জীবহত্যা হইতে নিরস্ত হইবেন। আবার ভাবিলেন হয়তো দুরাত্মা দুর্য্যোধন ধর্ম্মক্ষেত্রের মহিমায় মগ্ন হইয়া নিজ দুর্ব্বুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের ধর্ম্মতঃ প্রাপ্য অধিকার দান করিয়াছে।

পুত্রস্নেহবশংবদ ধৃতরাষ্ট্রের (মামকাঃ কিমকুর্ব্বত) মুখ্য জিজ্ঞাসা, "চ" পদ দ্বারা (পাণ্ডবাঃ কিমকুর্ব্বত) গৌণভাব লক্ষ্য করিয়াছেন। দুর্য্যোধনদিকে লক্ষ্য করিয়া "মামকাঃ" পদ ব্যবহার করায় ও যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে "পাণ্ডবাঃ" ইত্যাকার ভাবে অভিহিত করায়, নিজ পুত্রগণের প্রতি অন্ধকুরুরাজের আত্মীয়তা ও পাণ্ডবগণের প্রতি অনাত্মীয়তা বা বিদ্রোহবুদ্ধি সূচিত হইয়াছে। নিজ পুত্রগণ হয়তো "ধর্ম্মক্ষেত্রের" প্রভাবে নিজ নিজ দুষ্ক্রিয়ার জন্য পশ্চাত্তাপযুক্ত হইয়া যুদ্ধে বিরত হইয়াছে, অথবা রাজ্য ছাড়িয়া পরাভব স্বীকার করিয়াছে, ইত্যাকার চিন্তাই ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নের মূল কারণ।

নিকটবর্ত্তী কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার নামোল্লেখ না করিলেও চলে, কিন্তু ব্যাকুলচিত্ত অন্ধ কুরুরাজ, পক্ষপাতশূন্য হইয়া বলিবার উত্তেজনার উদ্দেশে তাঁহার উচ্চমর্য্যাদা স্মরণ করাইয়া "হে সঞ্জয়!" (যিনি রাগ দ্বেষাদি জয় করিয়াছেন, তিনিই সঞ্জয়) এইরূপ প্রশংসাসূচক সম্বোধন করিয়াছিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক নহে। কুরুক্ষেত্রে ধর্ম্মক্ষেত্রের প্রভাব বিশেষরূপ লক্ষিত হইয়াছিল। বীরকেশরী অর্জ্জুনের চিত্তে স্থানপ্রভাব জন্য সত্ত্বগুণের উদ্রেক হইয়াছিল। তিনি চিরদিনই জানিতেন, ভীষ্ম তাঁহার পিতামহ, দ্রোণাচার্য্য তাঁহার গুরু, কৌরবগণ তাঁহার ভ্রাতা। ইহা জানিয়াও তাঁহাদের সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু কুরুক্ষেত্ররূপ ধর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়াই তাঁহার বৈরাগ্যের উদয় হইল। সত্ত্বগুণ তাঁহাকে হিংসাবিমুখ হইতে বলিল। এ খানে এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে, যদি স্থানেরই গুণ হয়, তবে অর্জ্জুন ভিন্ন আর কাহারও এভাবের উদয় হইল না কেন? ইহার উত্তর এই যে, অর্জ্জুন মহাজিতেন্দ্রিয়, তাহাতে সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সম্মুখে সারথির স্থানে আসীন, তাই ধর্ম্মস্থানের প্রভাব তাঁহাতেই সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হইয়াছিল। ভগবৎসঙ্গই সত্ত্বগুণপুষ্টির বিশেষ কারণ। অর্জ্জুনের রথ উভয় সেনাদলের মধ্যস্থলে থাকায় পাণ্ডবপক্ষীয় কেহই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইতেছিলেন না। কৌরবগণ ভগবান্‌কে সম্মুখে দেখিতেছিল সত্য, কিন্তু তাহারা অর্জ্জুনের ন্যায় "প্রাণসখা" ভাবে না দেখিয়া "শত্রু" ভাবে দেখিতেছিল। ভগবান্‌কে যে শত্রু বোধ করে, তাহার সত্ত্বগুণের উদয় হইতে পারে না। তীর্থস্থানে গতি ও তথায় দেবপূজায় ভক্তি হইলেই সত্ত্বগুণের প্রকাশ হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণ উদিত হইলে রজঃ ও তমঃ গুণ দূরে পলায়ন করে। সত্ত্বগুণসত্ত্বেও আবার যুদ্ধাদি ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম রক্ষিত হয় না। এই জন্য চক্রিচূড়ামণি ভগবান্ আত্মজ্ঞান উপদেশের অবতারণা করিলেন। আত্মজ্ঞানের উদয় হইলে তিনগুণই ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। আত্মজ্ঞান দ্বারা অর্জ্জুনের দেহাত্মবুদ্ধি ও অহংমমেতি অভিমান বিনষ্ট হইল, সুতরাং ত্রিগুণাতীত হইয়া বর্ণাশ্রমিক বাহ্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। গীতার উপদেশে অর্জ্জুনের ত্রিগুণ মায়াবন্ধন কাটিয়া গেল।

অনেকের এরূপ কুসংস্কার আছে যে, অর্জ্জুন পরম ধর্ম্মাত্মা ছিলেন। তিনি প্রাণিহানিকর মহাসংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত হইতেছিলেন, কিন্তু কুচক্রী কৃষ্ণের কুহকে পড়িয়া অরাতিশোণিতে তিনি মেদিনী আর্দ্র করিয়াছিলেন। কৃষ্ণের কুমন্ত্রণায় অর্জ্জুন যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইলে ভারত বীরশূন্য হইত না। লোকের এ সংস্কার ভ্রমমূলক। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চেষ্টাচরিতের দিকে দৃষ্টি করিলে এ ভ্রম শীঘ্রই অপনোদিত হইবে।

পাছে ভারত নির্ব্বীর হয়, পাছে নরশোণিতপ্লাবনে পবিত্র কুরুক্ষেত্রে দুঃখের স্রোত প্রবাহিত হয়, পাছে জীবের বৃথা ধনক্ষয়, ধর্ম্মক্ষয়, মানক্ষয় ও প্রাণক্ষয় হয়, সেই জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রথম হইতেই এই যুদ্ধের প্রতিবাদী। এই প্রবল সমরানল প্রজ্বলিত করাই যদি তাঁহার ইচ্ছা হইত, তবে প্রথমেই ভগবান্ সন্ধিকামনায় বিদুরের সহিত ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গিয়াছিলেন কেন? আবার প্রত্যাবর্ত্তনপথে রথের উপর কর্ণকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবার পরামর্শই দিয়াছিলেন কেন? যখন দেখিলেন, ধার্ত্তরাষ্ট্রবর্গ সৎপরামর্শে কর্ণপাত করিল না, তখন তিনি উদাসীনবৎ রহিলেন, এবং যুদ্ধার্থ কাহারও পক্ষ অবলম্বন করিবেন না স্থির করিলেন। দুর্য্যোধনকে নিজ নারায়ণী সেনা দান করিলেন, অর্জ্জুনের নিতান্ত অনুরোধে

তাঁহার সারথ্য স্বীকার করিলেন, কিন্তু কাহারও পক্ষে যুদ্ধার্থ স্বয়ং অস্ত্রাদি ধারণ করিলেন না। শান্তিপ্রিয় মাধব স্বয়ং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন নাই, এবং কাহাকেও যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করেন নাই।

কিন্তু অবোধ লোকে তাঁহার মুখে "ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ" ইত্যাকার বচনরচনার প্ররোচনা দেখিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে যে, শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধপরিহারোন্মুখ অর্জ্জুনকে কৌশলে যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাহা নহে। এখানে একটী দৃষ্টান্ত দিয়া এই বিষয়টী বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। মনে কর, আমি একজন ক্ষুধার্ত্ত, তোমার গৃহে অতিথি হইলাম, তুমি আমাকে অতিথি পাইয়া মর্য্যাদাসহ খাওয়াইবে মনে করিয়া নিরামিষ ঘৃতান্ন—পলান্ন পাক করাইলে। আমি ভিক্ষায় বসিলাম—মনে কর, আমি যেন কখনও পলান্ন [পোলাও] খাই নাই। ৺ নারায়ণকে অন্ন নিবেদন করিয়া দিয়াই যেমন অন্নে হস্ত প্রদান করিলাম, অমনি দেখিলাম, তৈলপায়িকার মলের স্থায় কি যেন কালো কালো রহিয়াছে, হস্ত উঠাইয়া লইলাম আর ভিক্ষা করিতে প্রবৃত্তি হইল না। তুমি অভ্যাগত-সৎকারার্থ নিকটে দাঁড়াইয়া ছিলে, আমার বৃথা ভ্রম ও সংশয় বুঝিতে পারিয়া বলিলে—আপনি সন্দেহ করিবেন না, ও গুলি লবঙ্গ, অন্য কোন মন্দ সামগ্রী নহে—আপনি ভোজন করুন। আমার ভ্রম ঘুচিল, আবার ভিক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া অন্ন স্পর্শ করিলাম, পুনর্ব্বার দেখি কি যেন কিঞ্চিদারক্তবর্ণ কোমল কোমল পদার্থ রহিয়াছে, ভাবিলাম ইহা কোনরূপ অমেধ্য হইবে। অমনি সন্দিগ্ধচিত্তে হস্ত উঠাইয়া লইলাম। তুমি ঈষৎ হাসিয়া বলিলে ও গুলি কিশ্‌মিশ্‌—কোন অখাদ্য নহে—আপনি নিশ্চিন্তচিত্তে ভোজন করুন। আমি পুনর্ব্বার ভিক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া দেখি, কি যেন অস্থিখণ্ডের স্থায় শাদা শাদা পদার্থ অন্নের মধ্যে রহিয়াছে, অমনি হাত উঠাইলাম। তুমি আবার বলিলে—আপনি বৃথা কেন সন্দেহ করিতেছেন? ও গুলি বাদাম, কোন মন্দ পদার্থ নহে, আপনি ভোজন করুন। এইরূপ পলান্নে ভিন্ন ভিন্ন মশালা দেখিয়া যত বারই আমার সংশয় হইল, ততবারই তুমি আমার সংশয় ভঞ্জন করিয়া খাইতে বলিলে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তুমি যে আমাকে বার বার "ভোজন করুন, ভোজন করুন" এইরূপ বলিলে, ইহা কি তোমার প্রবর্ত্তনাকর বাক্য? না, তাহ নহে। আমি যখন ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তোমার গৃহে অতিথি হইয়াছি, তখন ভোজনে তো আমি স্বয়ংই প্রবৃত্ত, তবে যে বারংবার হাত উঠাইতেছিলাম, তাহা ভোজনে অনিচ্ছাবশতঃ নহে, কেবল সংশয়বশতঃ। আর তুমিও যে আমাকে বুঝাইয়া দিয়া বার বার খাইতে বলিতেছিলে, তাহা আমার ভোজনে প্রবৃত্তি দিবার জন্য নহে, কেবল আমার সংশয়নিরসনার্থ, এবং আমার নিজ আরব্ধ কার্য্যের যথাবিহিত অনুষ্ঠান ও উপসংহারে বৃথা আলস্য ও ঔদাস্য না হয় তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত।

এক্ষণে চিন্তা করিয়া দেখ, ভগবান্ অর্জ্জুনকে তো যুদ্ধে আসিতে বলেন নাই। অর্জ্জুন স্বীয় রাজ্যলাভে অকৃতকার্য্য হইয়া নিজ প্রতিজ্ঞানুসারে দুষ্ট দুর্য্যোধনাদির দমনার্থ যুদ্ধে স্বয়ংই প্রবৃত্ত হইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াই তাঁহার মনে হইল, ভ্রাতা, পিতৃব্য, পিতামহ, শ্বশুর, শ্যালক কুটুম্বাদি বধ করা মহাপাপ। এ যুদ্ধে আমার ধর্ম্ম বিনষ্ট

সঞ্জয় উবাচ।

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ॥ ২॥

হইবে, অতএব যুদ্ধ করিব না। তখন ভগবান্ মহাবীরেন্দ্রকেশরীর বৃথা ভ্রমরাশি বিদূরিত করিবার জন্য তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ উপদেশ করিলেন। একটীর পর অপরটীর, এইরূপ অর্জ্জুনের সমরারম্ভের বাধক সংশয়রাশির ছেদ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনের যত বার সংশয় হইল, ততবারই সংশয়সমুদ্রের পরপারকারী বৃন্দাবনবিহারী পরমভক্ত অর্জ্জুনের হৃদয় নির্ম্মল করিয়া দিলেন। এক একটি সংশয় মিটিয়া যায়, অমনি ভগবান্ বলেন "অতএব যুদ্ধ কর" অর্থাৎ হে অর্জ্জুন যাহা করিতে আসিয়াছ, তাহা কর। ভগবদ্ভক্ত যখন ভ্রম, প্রমাদ, সংশয় আদিতে বিমুগ্ধ হইয়া কিঙ্কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়েন তখন ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহার কল্যাণার্থে সদবুদ্ধির প্রেরণা দ্বারা তাবদ্ভ্রান্তির শান্তি করিয়া দেন। তাই অর্জ্জুন যখন স্বধর্ম্মকে অধর্ম্ম বলিয়া মহাভ্রমে পড়িয়াছিলেন, ভগবান্ গীতার উপদেশে তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন মাত্র। যুদ্ধে প্রবৃত্তি প্রদানকরা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। যখন অর্জ্জুনের সংশয় নিবৃত্ত হইয়া গেল, তিনি তখনই বলিয়া উঠিলেন—

"নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব"॥ [গীতা, ১৮।৭৩]

অবশেষে ভগবদুপদেশে অর্জ্জুন স্বধর্ম্মপালনে প্রবৃত্ত হইলেন। বস্তুতঃ ভগবান্ ভ্রম-সংশয়াপহর্ত্তা স্বধর্ম্মোপদেশকর্ত্তা ভিন্ন যুদ্ধের প্রবর্ত্তক নহেন॥১॥

———:০:———

অন্বয়বোধিনী। সঞ্জয় উবাচ। পাণ্ডবানীকং (পাণ্ডবসৈন্যগণকে) ব্যূঢ়ং (ব্যূহাকারে দণ্ডায়মান) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া), তু রাজা দুর্য্যোধনঃ আচার্য্যম্ উপসঙ্গম্য (আচার্য্যসমীপে যাইয়া) বচনম্ অব্রবীৎ (এই কথা বলিলেন)॥২॥

বঙ্গানুবাদ। **সঞ্জয় কহিলেন, পাণ্ডবগণের সৈন্যরাশি ব্যূহাকারে রণবেশে দণ্ডায়মান দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্য সমীপে গমন পূর্ব্বক এই কথা কহিয়াছিলেন॥ ২॥**

স্বামিকৃতটীকা। সঞ্জয় উবাচ। দৃষ্ট্বেত্যাদি। পাণ্ডবানামনীকং সৈন্যম্। ব্যূঢ়ং ব্যূহরচনয়া ব্যবস্থিতম্। দৃষ্ট্বা দ্রোণাচার্য্যসমীপং গত্বা রাজা দুর্য্যোধনো বক্ষ্যমাণং বচনমুবাচ॥ ২॥

গীতার্থসন্দীপনী। ধর্ম্মক্ষেত্রের বিশুদ্ধ শক্তিপ্রভাবে শুভবুদ্ধি লাভ করিয়া নিজের পুত্র দুর্য্যোধন ক্রুদ্ধ হইয়া যে পাণ্ডবগণকে রাজ্যদান করিবে স্থির করিয়াছে, ধৃতরাষ্ট্রের এই শঙ্কা নিরাকরণার্থ সঞ্জয় প্রথমে পাণ্ডবগণের কথা না বলিয়া দুর্য্যোধনের দুষ্টবুদ্ধিতা ও তাহারই কার্য্য

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। "রাজা" পদ দ্বারা দুর্য্যোধনের অধিনায়কত্ব ও কর্ত্তৃত্ব প্রদর্শিত হইল। কিন্তু দ্রোণাচার্য্যকে—অধীন সেনাপতিকে—দূত দ্বারা নিজ নিকটে আহ্বান না করিয়া স্বয়ং তৎসন্নিধানে গমন করিলেন কেন? ব্যূহবদ্ধ পরাক্রান্ত পাণ্ডবসেনা দর্শনে ভীত হইয়াই "রাজা" নিজের মর্য্যাদা ভুলিলেন, এবং অন্যের নিকট না গিয়া ধনুর্ব্বিদ্যার আচার্য্যের সন্নিধানেই দৌড়িয়া গেলেন। আবার পাছে লোকে তাঁহাকে ভয়বিহ্বল মনে করে, রাজনৈতিক কৌশলে এই সংস্কার অপনয়নার্থ "আচার্য্য" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। কেননা, আচার্য্যের নিকট শিষ্য সর্ব্বদাই যাইতে পারে, তাহাতে মর্যাদার হানি হইল, একথা কেহ বলিতে পারিবে না ॥ ২ ॥

———— :০: ————

অন্বয়বোধিনী। [হে] আচার্য্য! (গুরো) তব (আপনার) ধীমতা শিষ্যেণ দ্রুপদপুত্রেণ (ধীমান্ শিষ্য দ্রুপদপুত্রকর্ত্তৃক) ব্যূঢ়াং (ব্যূহবদ্ধ) পাণ্ডুপুত্রাণাম্ (পাণ্ডবগণের) এতাং (এই) মহতীং চমূং (বিশালসেনা) পশ্য (দেখুন)।৩।

বঙ্গানুবাদ। হে আচার্য্য! পাণ্ডবগণের বিশাল সেনাসমাবেশ অবলোকন করুন। ঐ দেখুন ইহারা আপনার শিষ্য দ্রুপদাত্মজ ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্বারা ব্যূহরচনা পূর্ব্বক রণবেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছে ॥ ৩ ॥

স্বামিকৃতটীকা। তদেব বচনমাহ পশ্যৈতামিত্যাদিভিঃ শ্লোকৈঃ। পশ্যেত্যাদি। হে আচার্য্য পাণ্ডবানাং মহতীং বিততাং চমূং সেনাং পশ্য। তব শিষ্যেণ দ্রুপদপুত্রেণ ধৃষ্টদ্যুম্নেন ব্যূঢ়াং ব্যূহরচনয়াধিষ্ঠিতাম্ ॥ ৩ ॥

গীতা সন্দীপনী। পাণ্ডবগণ দ্রোণাচার্য্যের পরম প্রিয়তম শিষ্য। যুদ্ধকালে পাছে সেই স্নেহবশংবদ হইয়া আচার্য্য সমর পরিহার অথবা কার্য্যে শিথিলিত করেন, এই জন্য দুর্য্যোধন তাহাদের প্রতি আচার্য্যের অবজ্ঞা ও ক্রোধোদ্দীপনার উদ্দেশে বলিতেছেন—

হে আচার্য্য! দেখুন, ভবাদৃশ মহানুভবকে অবজ্ঞা পূর্ব্বক পাণ্ডবগণ বহু অক্ষৌহিণী দুর্জ্জয় সেনা লইয়া নির্ভয়ে দাঁড়াইয়া আছে। আমি আপনার শিষ্য, আমার প্রার্থনানুসারে একবার যদি দৃষ্টিপাত করেন, তবেই উহাদের ধৃষ্টতা বুঝিতে পারিবেন। দ্রুপদরাজার সহিত দ্রোণাচার্য্যের পূর্ব্বশত্রুতা ছিল, এজন্য "দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা" বাক্য দ্বারা দুর্য্যোধন সেই পূর্ব্ববৈরিতার উত্তেজনা ও গুরুদ্রোহী শিষ্য অবশ্যই দণ্ডনীয়—তাহার উদ্দীপনা, এবং ধীমান্ শত্রু যে উপেক্ষাযোগ্য নহে তাহারও সূচনা করিতেছেন। পক্ষান্তরে দ্রোণাচার্য্যের প্রতি শ্লেষবাক্যও উক্ত হইতেছে, অর্থাৎ "পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য" হে পাণ্ডবগণের আচার্য্য! (তুমি আমার আচার্য্য নহ) দেখ দেখ তুমি উত্তম শিষ্য প্রস্তুত করিয়াছ। ধৃষ্টদ্যুম্ন বুদ্ধিমান্ বটে, কেননা তোমাকেই বধ করিবার জন্য তোমারই নিকট ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছে।

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ॥ ৪ ॥
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ॥ ৫ ॥
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ॥ ৬ ॥

তোমার ন্যায় ভ্রান্ত আর কে আছে? তাই বলিতেছি, একবার শিষ্যের ব্যবহার তো দেখ। গুরুর প্রতি দুষ্ট দুর্য্যোধনের যে নিজের দ্বেষ ও দুর্ব্বুদ্ধি আছে, তাহাই প্রকাশ করিবার জন্য সঞ্জয় প্রথমতঃ "দৃষ্ট্বেতি" শ্লোক দ্বারা দুর্য্যোধনেরই কথা ধৃতরাষ্ট্রকে জ্ঞাপন করিলেন, এবং ইহা দ্বারা স্পষ্ট দেখাইলেন যে আচার্য্যের প্রতি যাহার দ্বেষবুদ্ধি, তাহার "ধর্ম্মক্ষেত্রের" প্রভাব জন্য সত্ত্বগুণের উদয় হইবার সম্ভাবনা কোথায়? অতএব মহারাজ! দুর্য্যোধনের পশ্চাত্তাপ, সন্ধিস্থাপন, অথবা পাণ্ডবদিগকে তদধিকার প্রদান আদি কোন আশঙ্কাই করিবেন না॥ ৩॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। অত্র (এই সেনামধ্যে) মহেষ্বাসাঃ (মহাধনুর্দ্ধারী) শূরাঃ (বীরগণ) যুধি (যুদ্ধে) ভীমার্জ্জুনসমাঃ (ভীমার্জ্জুনের তুল্য) মহারথঃ (মহারথী) যুযুধানঃ (সাত্যকি), বিরাটঃ চ, দ্রুপদঃ চ, বীর্য্যবান্ ধৃষ্টকেতুঃ, চেকিতানঃ, কাশিরাজঃ চ নরপুঙ্গবঃ (নরশ্রেষ্ঠ) পুরুজিৎ, কুন্তিভোজঃ চ, শৈব্যঃ চ, বিক্রান্তঃ (বিক্রমশালী) যুধামন্যুঃ, বীর্য্যবান্ উত্তমৌজাঃ চ, সৌভদ্রঃ (সুভদ্রানন্দন), দ্রৌপদেয়াঃ চ (দ্রৌপদীর পুত্রগণ), সর্ব্বে এব (সকলেই) মহারথাঃ (মহারথী)॥৪।৫।৬॥

বঙ্গানুবাদ। এই পাণ্ডবসেনা মধ্যে মহাধনুর্দ্ধারী ও সুপ্রসিদ্ধ যোদ্ধা ভীমার্জ্জুনের ন্যায় বহু বীর বিদ্যমান রহিয়াছেন। মহারথী সাত্যকি, বিরাট, দ্রুপদ রাজা, মহাপরাক্রান্ত ধৃষ্টকেতু, চেকিতান ও কাশিরাজ, নরশ্রেষ্ঠ পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ ও শৈব্য, বিক্রমশালী যুধামন্যু, পরাক্রান্ত রাজা উত্তমৌজাঃ, সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পঞ্চ তনয়, ইঁহারা সকলেই মহারথী॥৪।৫।৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অত্রেত্যাদি। অত্রাস্যাং চম্বাম্। ইষবো বাণা অস্যন্তে ক্ষিপ্যন্তে এভিরিতীষ্বাসা ধনূংষি। মহান্ত ইষ্বাসা যেষাং তে মহেষ্বাসাঃ। ভীমার্জ্জুনৌ তাবৎ অতিপ্রসিদ্ধৌ যোদ্ধারৌ। তাভ্যাং সমাঃ শূরাঃ সন্তি। তানেব নামভির্নির্দ্দিশতি—যুযুধান ইতি। যুযুধানঃ সাত্যকিঃ॥ ৪॥

কিঞ্চ—ধৃষ্টকেতুরিতি। চেকিতানো নাম্নৈকো রাজা। নরপুঙ্গবো নরশ্রেষ্ঠঃ শৈব্যঃ॥ ৫॥

যুধামন্যুরিতি। বিক্রান্তো যুধামন্যুর্নামৈকঃ। সৌভদ্রোঽভিমন্যুঃ। দ্রৌপদেয়া দ্রৌপদ্যাঃ পঞ্চভ্যো যুধিষ্ঠিরাদিভ্যো জাতাঃ পুত্রাঃ প্রতিবিন্ধ্যাদয়ঃ পঞ্চ। মহারথাদীনাং লক্ষণম্—একো দশ-

অস্মাকং তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥ ৭ ॥

সহস্রাণি যোধয়েদ্যস্তু ধন্বিনাম্। অস্ত্রশস্ত্রপ্রবীণশ্চ মহারথ ইতি স্মৃতঃ॥ অমিতান্ যোধয়েদ্যস্তু সংপ্রোক্তোঽতিরথস্তু সঃ। রথী চৈকেন যো যোদ্ধা তন্ন্যূনোঽর্দ্ধরথো মতঃ॥ ইতি। ৬॥

গীতার্থসন্দীপনী। একমাত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের নামোল্লেখে পাছে দ্রোণাচার্য্য মনে করেন যে এতাদৃশ একজন সামান্য বীরের জন্য দুর্য্যোধনের ভয় কেন? তন্নিমিত্ত দুর্য্যোধন বলিতেছেন, আচার্য্য! কেবল ধৃষ্টদ্যুম্নই নহে, এখানে বিশ্ববিজয়ী ভীমার্জ্জুনের ন্যায় ধনুর্দ্ধারী ও পরাক্রান্ত বীরও অনেক আছেন, তাঁহারাও উপেক্ষণীয় নহেন। বিশেষণ ও নামের দ্বারাই তাঁহাদের গুণগৌরব ব্যাখ্যা করিতেছেন।

যদ্দ্বারা ইষু (বাণ) বেগে নিক্ষিপ্ত হয় তাহা ইষ্বাস অর্থাৎ ধনুঃ, মহান্ ইষ্বাস যাঁহাদের তাঁহারা "মহেষ্বাসাঃ"। এখানে এরূপ বীরবর্গ আছেন, যাঁহারা দূর হইতেই দুর্বিষহ তীব্র শরাঘাতে শত্রুসৈন্য সংহারে সমর্থ ও যুদ্ধকুশল। যথা, যুযুধান, অর্থাৎ যিনি সমরাঙ্গণে অক্লান্ত (সাত্যকি), যিনি শত্রুদিগকে বারংবার পরাভব দ্বারা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ক্লেশ দেন (বিরাট), দ্রু=বৃক্ষ ও পদ=চিহ্ন, বৃক্ষাঙ্কিত বিজয়পতাকা যাঁহার সদা উড্ডীন (দ্রুপদরাজ), ধৃষ্ট=শত্রুজনভয়প্রদ ও কেতু ধ্বজা, যাঁহার উড্ডীয়মান ধ্বজা দর্শনে বৈরিবর্গ বিত্রস্ত হয় (ধৃষ্টকেতু), বীরবর চিকিতানের পুত্র (চেকিতান), যেখানে গমন করিলে দিব্যজ্ঞান প্রকাশিত হয়, তথাকার রাজা (কাশিরাজ), পুরু "অনেক," জিৎ=যিনি জয় করিয়াছেন, যিনি অগণ্য শত্রুসৈন্য বারংবার জয় করিয়াছেন (পুরুজিৎ), যে কুন্তী ভীমার্জ্জুন রূপ মহাবল পুত্র প্রসব করিয়াছেন তাঁহারই পিতা (কুন্তিভোজ), প্রসিদ্ধ শিবিরাজার কুলজাত (শৈব্য), যুধা=যুদ্ধ ও মন্যু=ক্রোধ, যুদ্ধের নাম শুনিলেই যিনি ক্রোধে উদ্দীপিত হইয়া উঠেন তিনি যুধামন্যু, ইনি পাঞ্চালদেশের বিক্রান্ত রাজা, ওজস্=বল, যাঁহার বল বিক্রম প্রশংসনীয় তিনি উত্তমৌজাঃ, ইনি পাঞ্চাল দেশের রাজা, সুভদ্রার গর্ভজাত ও গর্ভবাস কালেই যিনি রণকৌশলের জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন সেই অভিমন্যু, যে দ্রৌপদীর ভক্তিগুণে মহাকুপিত দুর্ব্বাসাও পাণ্ডবগণের কোন ক্ষতি করিতে পারেন নাই, সেই বিশুদ্ধ তেজঃপূর্ণগর্ভজাত প্রতিবিন্ধ্যাদি পঞ্চ পুত্র চ এবং "চ"কার দ্বারা ঘটোৎকচ প্রভৃতি অবশিষ্ট রাজন্যবর্গও গৃহীত হইয়াছেন। ভীমার্জ্জুনাদি পঞ্চ পাণ্ডবের পরাক্রম ভুবনবিখ্যাত, ও তাঁহারাই রঙ্গস্থলে প্রধান অধিনায়ক বলিয়া তাঁহাদের নাম আর বিশেষ রূপ উল্লিখিত হইল না। প্রোক্ত বীর মাত্রই মহারথী। রথী, মহারথী আদির লক্ষণ, যথা—

যিনি অস্ত্র শস্ত্রে অত্যন্ত কুশল ও একাকী দশ সহস্র ধনুর্দ্ধারী বীরের সঙ্গে সমর করিতে সমর্থ তিনিই মহারথী, যিনি অস্ত্র শস্ত্রে অতিনিপুণ ও অগণিত বীরের সঙ্গে রণরঙ্গে প্রবৃত্ত হয়েন তিনি অতিরথী, যিনি একাকী এক জন মাত্র বীরের সহিত যুদ্ধ করেন তিনি রথী; ও যিনি নিজ হইতে দুর্ব্বলের সহিত যুদ্ধ করেন তিনি অর্দ্ধরথী॥ ৪।৫।৬॥

—:০:—

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়বোধিনী। [হে] দ্বিজোত্তম। অস্মাকং তু (আমাদেরও) যে (যাঁহারা) বিশিষ্টাঃ (প্রধান) মম (আমার) সৈন্যস্য (সৈন্যের) নায়কাঃ (নেতাগণ) তান্ (তাঁহাদিগকে) নিবোধ (অবগত হউন)। তে (আপনার) সংজ্ঞার্থং (গোচরার্থ) তান্ ব্রবীমি (তাঁহাদের নাম বলিতেছি) ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে দ্বিজোত্তম। আমাদেরও সৈন্যমধ্যে যে সকল যোধাধিনায়ক আছেন, আপনার গোচরার্থ তাঁহাদেরও নাম বলিতেছি শ্রবণ করুন ॥ ৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অস্মাকমিতি। নিবোধ বুধ্যস্ব। নায়কা নেতারঃ। সংজ্ঞার্থং সম্যগ্জ্ঞানার্থমিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। পাণ্ডবপক্ষীয় মহামহাবীরবর্গের নামোল্লেখ করায় পাছে দ্রোণাচার্য্য মনে করেন যে দুর্য্যোধন ভীত হইয়াছেন, এবং পাছে বলেন যে যদি তুমি ইহাঁদের সহিত সমরে অসমর্থ হও, তবে পাণ্ডবগণের সহিত মিত্রতা কর, এই আশঙ্কা অপনয়নার্থ নিজ পক্ষীয় বীরবর্গেরও নাম উচ্চারণ করিতেছেন।

যদিও কুল, শীল, বিদ্যা, বল, পৌরুষে শ্রেষ্ঠ আমার অসংখ্য সৈন্য আছে, তথাচ আপনার স্মরণার্থ কয়েক জন মাত্রের নাম করিলেই হইবে। কেননা আপনি তো তাঁহাদের বিষয় পূর্ব্ব হইতেই জানেন। অস্মাকং তু বাক্যের "তু" শব্দ দ্বারা দুর্য্যোধন অন্তরের ভয় অন্তরে লুকাইয়া বাহিরে সাহস প্রকাশ করিতেছেন। "দ্বিজোত্তম" পদ দ্বারা প্রকাশ্যে দ্রোণাচার্য্যের স্তুতিবাদ করিয়া নিজ কার্য্যে পূর্ণপ্রবৃত্তির সূচনা করিতেছেন এবং দ্রোণ পাণ্ডবগণকে অধিক স্নেহ করেন বলিয়া, পক্ষান্তরে তুমি ব্রাহ্মণ হইয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে প্রবৃত্ত, অতএব স্বধর্ম্মভ্রষ্ট, ইত্যাকার নিন্দারও ইঙ্গিত করিতেছেন। আবার সঙ্কেতে ইহাও বলিতেছেন, যে তুমি ব্রাহ্মণ, আচার্য্যের কার্য্য করিতে পার বটে, কিন্তু যুদ্ধের সূক্ষ্ম নৈপুণ্য তোমার কোথায়? যদি তুমি স্নেহবশতঃ পাণ্ডবপক্ষই অবলম্বন কর, তাহাতে আমার ক্ষতি নাই, কেননা ভীষ্মাদি ক্ষত্রিয় মহাশূরগণ আমার সেনাধিনায়ক আছেন। তাই তোমার স্মরণকে চেতন করিবার জন্যই তাঁহাদের কয়েক জনের নাম করিতেছি, শ্রবণ কর। যদি নিজ প্রিয় শিষ্য পাণ্ডবগণের সেনা দেখিয়া তোমার হর্ষোদয় হইয়া থাকে, তবে তোমার ইহাও যেন চৈতন্য থাকে, যে ভীষ্মাদি বীরেন্দ্রকেশরিগণ আমার পক্ষ ॥ ৭ ॥

———:o:———

অন্বয়বোধিনী। ভবান্ (আপনি) ভীষ্মঃ চ, কর্ণঃ চ, সমিতিঞ্জয়ঃ (সমরবিজয়ী) কৃপঃ চ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণঃ চ, সৌমদত্তিঃ (সোমদত্ততনয়), জয়দ্রথঃ ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। আপনি (দ্রোণাচার্য্য) পিতামহ ভীষ্ম, কর্ণ, সংগ্রামবিজয়ী কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবাঃ ও জয়দ্রথ ॥৮॥

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯ ॥
অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥ ১০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তানেবাহ—ভবানিতি দ্বাভ্যাম্। ভবান্ দ্রোণঃ। সমিতিং সংগ্রামং জয়তীতি সমিতিঞ্জয়ঃ। তথা সৌমদত্তিঃ সোমদত্তস্য পুত্রো ভূরিশ্রবাঃ ॥ ৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ধূর্ত্ত দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য ভীষ্ম, কর্ণাদির নামোল্লেখের পূর্ব্বেই দ্রোণাচার্য্যের ও বিকর্ণ ভূরিশ্রবাঃ প্রভৃতির নামোল্লেখের পূর্ব্বেই তাঁহার পুত্র অশ্বত্থামার নামোল্লেখ করিয়াছে, কেননা লোকে প্রশংসিতগণের মধ্যে আপনার ও নিজপুত্রের নাম অগ্রগণ্য দেখিলে অধিক প্রসন্ন হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

———:০:———

অন্বয়বোধিনী। মদর্থে (আমার নিমিত্ত) ত্যক্তজীবিতাঃ (জীবনত্যাগে কৃতসঙ্কল্প) অন্যে চ (আরও) বহবঃ (অনেক) নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ (বহুশস্ত্রপ্রহারক্ষম) শূরাঃ (বীরগণ) সর্ব্বে (সকলে) যুদ্ধবিশারদাঃ (রণকুশল) [আছেন] ॥৯।

বঙ্গানুবাদ। হে আচার্য্য! এতদ্ভিন্ন শস্ত্রসম্পন্ন রণকুশল পুরুষ আমার পক্ষে অনেক আছেন। তাঁহারা আমার জন্য জীবন বিসর্জ্জনেও কৃতসংকল্প হইয়াছেন ॥ ৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অন্যে চেতি। মদর্থে মৎপ্রয়োজনার্থং জীবিতং ত্যক্তুমধ্যবসিতা ইত্যর্থঃ। নানাঽনেকানি শস্ত্রাণি প্রহরণসাধনানি যেষাং তে। যুদ্ধে বিশারদা নিপুণাঃ ॥ ৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। পাছে দ্রোণাচার্য্য মনে করেন কি দুর্য্যোধনের পক্ষে এই কয়েকজন ভিন্ন বীর নাই, তাই অন্যান্য আরও অনেক বীর আছেন বলিয়া স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতেছেন, ভীষ্মাদি ভিন্ন শল্য, কৃতবর্ম্মা ও ভগদত্ত আদি আরও বীরগণ আছেন, তাঁহারা শূল, চক্র, গদা, খড়্গাদি যুদ্ধে মহানিপুণ। শূরাঃ ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা নিজ সেনার বলবাহুল্য, অত্যন্ত সমরাগ্রহ ও রণনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন ॥ ৯ ।

———:০:———

অন্বয়বোধিনী। ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ (ভীষ্ম কর্ত্তৃক রক্ষিত) অস্মাকং (আমাদিগের) তৎ (সেই) বলম্ (সৈন্য) অপর্য্যাপ্তম্ (অপরিমিত)। এতেষাং (ইহাদিগের) তু (কিন্তু) ভীমাভিরক্ষিতম্ (ভীম কর্ত্তৃক রক্ষিত) ইদং (এই) বলং (সৈন্য) পর্য্যাপ্তম্ (অপেক্ষাকৃত অল্প) ॥১০॥

বঙ্গানুবাদ। ভীষ্মাভিরক্ষিত আমাদের পক্ষীয় সৈন্য অনেক আছে, এবং ভীমকর্ত্তৃক রক্ষিত পাণ্ডবসৈন্যসংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প ॥ ১০ ॥

অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাঽভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ততঃ কিম্? অত আহ—অপর্য্যাপ্তমিত্যাদি। তত্তথাভূতৈর্বীরৈর্যুক্তমপি ভীষ্মেণাঽভিরক্ষিতমপ্যস্মাকং বলং সৈন্যমপর্য্যাপ্তম্। তৈঃ সহ যোদ্ধুমসমর্থং ভাতি। ইদমেতেষাং পাণ্ডবানাং বলং ভীমাঽভিরক্ষিতং সৎ পর্য্যাপ্তং সমর্থং ভাতি। ভীষ্মস্যোভয়পক্ষপাতিত্বাদস্মদ্বলং পাণ্ডবসৈন্যং প্রত্যসমর্থম্। ভীমস্যৈকপক্ষপাতিত্বাদেতদ্বলমস্মদ্বলং প্রতি সমর্থং ভাতি॥ ১০॥

গীতার্থসন্দীপনী। উভয় পক্ষেই যখন অস্ত্রশস্ত্রনিপুণ ও সমরসুচতুর পুরুষগণ বিদ্যমান আছেন, তখন পাছে আচার্য্য মনে করেন উভয় দলই সমান, তজ্জন্য দুর্য্যোধন বলিতেছেন যে সূক্ষ্মবুদ্ধি ভীষ্ম কর্ত্তৃক অভিরক্ষিত আমাদের পক্ষীয় সেনা অপর্য্যাপ্ত একাদশ অক্ষৌহিণী এবং স্থূলবুদ্ধি বিকলচিত্ত ভীমসেন কর্ত্তৃক অভিরক্ষিত সেনা নিতান্তই পর্য্যাপ্ত সাত অক্ষৌহিণী মাত্র। পক্ষান্তরে ইহাও প্রকাশ করিতেছেন, যে আমাদের সৈন্য একাদশ অক্ষৌহিণী হইলেও রণপ্রাঙ্গণে কার্য্যকালে অপর্য্যাপ্ত—অপ্রচুর বা অসমর্থ এবং পাণ্ডবসেনা সংখ্যায় অল্প হইলেও পর্য্যাপ্ত—প্রচুর বা সামর্থ্যযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে।

এক অক্ষৌহিণী সেনায় ২১৮৭০ হস্তী, ২১৮৭০ রথ, ৬৫৬১০ অশ্ব ও ১০৯৩৫০ পদাতি সর্ব্বশুদ্ধ ২১৮৭০০ বুঝায়। এই গণনানুসারে কৌরবপক্ষে ২৪০৫৭০ হস্তী, ২৪০৫৭০ রথ, ৭২১৭১০ অশ্ব ও ১২০২৮৫০ পদাতি অর্থাৎ সর্ব্বশুদ্ধ ২৪০৫৭০০ সৈন্য, এবং পাণ্ডবপক্ষে ১৫৩০৯০ হস্তী, ১৫৩০৯০ রথ, ৪৫৯২৭০ অশ্ব ও ৭৬৫৪৫০ পদাতি অর্থাৎ সর্ব্বশুদ্ধ ১৫৩০৯০০ সৈন্য। সুতরাং কুরুক্ষেত্র মহারণে উভয় পক্ষে ৩৯৩৬৬০০ সেনা সমবেত হইয়াছিল॥ ১০॥

———:০:———

অন্বয়বোধিনী। সর্ব্বেষু চ অয়নেষু (সকলে ব্যূহপ্রবেশপথেই) যথাভাগম্ (নিজ নিজ বিভাগানুসারে) অবস্থিতাঃ (অবস্থিত) ভবন্তঃ (আপনারা) সর্ব্বে এব (সকলেই) ভীষ্মম্ এব (ভীষ্মকেই) অভিরক্ষন্তু (রক্ষা করিতে থাকুন)॥১১॥

বঙ্গানুবাদ। এক্ষণে আপনারা নিজ নিজ বিভাগানুসারে সৈন্যসমূহের ব্যূহদ্বারে অবস্থিত হইয়া পিতামহ ভীষ্মকে সর্ব্বথা রক্ষা করিতে থাকুন॥ ১১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তস্মাত্তবদ্ভিরেবং বর্ত্তিতব্যমিত্যাহ—অয়নেষ্বিতি। অয়নেষু ব্যূহপ্রবেশমার্গেষু। যথাভাগং বিভক্তাং স্বাং স্বাং রণভূমিমপরিত্যজ্যাঽবস্থিতাঃ সন্তো ভীষ্মমেবাঽভিতো রক্ষন্তু ভবন্তঃ। যথাঽন্যৈর্যুধ্যমানঃ পৃষ্ঠতঃ কৈশ্চিন্ন হন্যেত তথা রক্ষন্তু। ভীষ্মবলেনৈবাঽস্মাকং জীবনমিতিভাবঃ॥ ১১॥

গীতার্থসন্দীপনী। পাছে আচার্য্য এরূপ বলেন যে, যদি পাণ্ডবসৈন্য অপেক্ষা তোমার সৈন্যদল পুষ্ট ও প্রবল থাকে, তবে বৃথা নানা কল্পনা করিতেছে কেন? তজ্জন্য দুর্য্যোধন

তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্॥ ১২॥

বলিতেছেন, যে পিতামহ ভীষ্ম আমাদের সেনাধিনায়ক, তিনি যখন সম্মুখ সমরে উন্মত্ত হইবেন, তখন তাঁহার পার্শ্ব বা পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টি পড়িবার সম্ভাবনা নাই, তাই আপনাকে বলিতেছি, যে আপনারা তাঁহার সম্মুখ ভিন্ন অন্যান্য দিক্ এরূপে তত্ত্বাবধান করিবেন, যেন প্রচ্ছন্ন ভাবে কোন শত্রুসৈন্য আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে না পারে। প্রকারান্তরে দ্রোণাচার্য্যকে মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া বলিতেছেন, যে পিতামহের জীবনসত্ত্বে আমরা কাহাকেও ভয় করি না॥ ১১॥

অন্বয়বোধিনী। প্রতাপবান্ কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ (ভীষ্ম) তস্য (তাঁহার—দুর্য্যোধনের) হর্ষং (আনন্দ) সংজনয়ন্ (উৎপাদন করিয়া) উচ্চৈঃ (অত্যুচ্চ) সিংহনাদং বিনদ্য (সিংহনাদপূর্ব্বক) শঙ্খং দধ্মৌ (শঙ্খধ্বনি করিলেন)॥ ১২॥

বঙ্গানুবাদ। তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধনের সন্তোষার্থ কুরুবৃদ্ধ মহাপ্রতাপশালী পিতামহ ভীষ্ম সিংহনাদপূর্ব্বক শঙ্খধ্বনি করিয়া উঠিলেন॥ ১২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেবং বহুমানযুক্তং রাজবাক্যং শ্রুত্বা ভীষ্মঃ কিং কৃতবান্? তদাহ—তস্যেত্যাদি। তস্য রাজ্ঞো হর্ষং সংজনয়ন্ কুর্ব্বন্ পিতামহো ভীষ্ম উচ্চৈর্মহান্তং সিংহনাদং কৃত্বা শঙ্খং দধ্মৌ বাদিতবান্॥ ১২॥

গীতার্থসন্দীপনী। দুর্য্যোধনের কথা শেষ হইলে ভীষ্মাদি কি করিলেন, ইহা জানিবার জন্য ধৃতরাষ্ট্রের ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে অনুভব করিয়া সঞ্জয় বলিতেছেন, হে ধৃতরাষ্ট্র! পাণ্ডবসেনার ভয়ে ভীত হইয়া দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যের শরণাগত হইলেন, এবং দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধনের কপট ভক্তি জানিতে পারিয়া একটী বাক্য দ্বারাও তাহার সমাদর করিলেন না, প্রত্যুত উপেক্ষা করায় দুর্য্যোধন মর্ম্মাহত হইতেছেন দেখিয়া ভীষ্ম ভাবিলেন, আমি যখন দুর্য্যোধনের অন্নে শরীর রক্ষা করিতেছি, তখন এই মহাসমরে ইহার জন্য এ দেহপাত হইবেই হইবে, এবং তখন দুর্য্যোধনকে হর্ষোৎসাহযুক্ত করিবার জন্য ভীষ্ম সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি করিলেন। বৃদ্ধগণ অনায়াসে বালকের মনের ভাব বুঝিতে পারেন, ইহা দেখাইবার জন্য "কুরুবৃদ্ধ"। দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধনকে উপেক্ষা করিলেন, কিন্তু স্বসম্পর্কীয় ব্যক্তি মহাদুরাত্মা হইলেও আপৎকালে উপেক্ষাযোগ্য নহে, এজন্য "পিতামহ"। উচ্চ সিংহনাদে ও ভীষ্মশঙ্খধ্বনিতে পাণ্ডব সেনা অবশ্যই চমকিত হইয়াছে, এজন্য "প্রতাপবান্"। এইজন্য ভীষ্মের এই বিশেষণত্রয় এস্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে॥ ১২॥

:০:———

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাঽভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥ ১৩ ॥
ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। ততঃ (তদনন্তর) শঙ্খাঃ চ ভের্য্যঃ (শঙ্খ ও ভেরী সমূহ) পণবানকগোমুখাঃ (পণব—মৃদঙ্গ, আনক=নাগরা, গোমুখ=রণশিঙ্গা) সহসা এব (এক সময়েই) অভ্যহন্যন্ত (বাদিত হইল)। স শব্দঃ (সেই শব্দ) তুমুলঃ অভবৎ (ভয়াবহ হইয়া উঠিল) ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। সেনাপতি ভীষ্মের রণোৎসাহ বিদিত হইবামাত্র দুর্য্যোধনের অন্যান্য সৈন্যগণের মধ্যে বহু শঙ্খ, ভেরী, মৃদঙ্গ, নাগরা, রণশিঙ্গা বাজিয়া তুমুল শব্দ হইয়া উঠিল ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেবং সেনাপতের্ভীষ্মস্য যুদ্ধোৎসবমালোক্য সর্ব্বতো যুদ্ধোৎসবঃ প্রবৃত্ত ইত্যাহ—তত ইত্যাদি। পণবা মর্দ্দলাঃ। আনকা গোমুখাশ্চ বাদ্যবিশেষাঃ। সহসা তৎক্ষণমেবাঽভ্যহন্যন্ত বাদিতাঃ। স শব্দঃ শঙ্খাদিশব্দস্তুমুলো মহানভূৎ ॥ ১৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যখন সকলে দেখিল, ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্ম এই মহারণে অগ্রবর্ত্তী, তখন ভাবিল—আর ভয় কি? কেননা ভীষ্ম সহজে কাহারও বধ্য নহেন, ভীষ্ম পরাভূত না হইলে কুরুসৈন্যের পরাভবেরও শঙ্কা নাই। তাই সকলে উৎসাহযুক্ত হইয়া রণবাদ্য বাজাইতে লাগিল ॥ ১৩ ॥

———:০:———

অন্বয়বোধিনী। ততঃ (তদনন্তর) শ্বেতৈঃ হয়ৈঃ যুক্তে (শ্বেত অশ্বযুক্ত) মহতি স্যন্দনে (মহারথে) স্থিতৌ (আরূঢ়) মাধবঃ পাণ্ডবঃ চ এব (শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন) দিব্যৌ শঙ্খৌ (দিব্যশঙ্খ) প্রদধ্মতুঃ (বাজাইলেন) ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। ভীষ্মাদির শঙ্খাদির ধ্বনি শ্রবণানন্তর এদিকে শ্বেতাশ্বযুক্ত মহারথে আরূঢ় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনও দিব্য শঙ্খধ্বনি করিলেন ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ততঃ পাণ্ডবসৈন্যে প্রবৃত্তং যুদ্ধোৎসবমাহ—তত ইত্যাদিভিঃ পঞ্চভিঃ। ততঃ পূর্ব্বসৈন্যবাদ্যকোলাহলানন্তরম্। স্যন্দনে রথে স্থিতৌ সন্তৌ শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনৌ দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রকর্ষেণ দধ্মতুর্বাদয়ামাসতুঃ ॥ ১৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যদিও কৃষ্ণার্জ্জুন ব্যতীত অন্যান্য অনেক পাণ্ডবসৈন্য রথারূঢ় ছিলেন, তথাপি (ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে) বলিবার তাৎপর্য্য এই যে অর্জ্জুনের রথ অন্যান্য রথের ন্যায় সামান্য নহে, উহা সাক্ষাৎ হুতাশনদত্ত, এ রথকে চালাইবার

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ ॥ ১৫ ॥

সামর্থ্য কোন শত্রুরই নাই। এই রথারূঢ় অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ কোন শত্রু কর্ত্তৃকই পরাভূত হইবার নহেন। তাঁহাদের শঙ্খনাদে কুরুসৈন্য অবশ্য মহাবিত্রস্ত হইয়া উঠিল। প্রথমে কুরুসৈন্যের শঙ্খনাদ তৎপরে অর্জ্জুনাদির শঙ্খনাদাদি দ্বারা ইহাই প্রকাশিত হইল যে, পাণ্ডবগণ প্রথমে দ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হয়েন নাই, দুষ্ট দুর্য্যোধনের পক্ষই ভারতীয় বীরবর্গের শোণিতে পৃথিবী কলঙ্কিত করিবার প্রবর্ত্তনা করিল, তৎপরে পাণ্ডবগণকে অগত্যা আত্মাধিকার রক্ষার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল ॥ ১৪ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। হৃষীকেশঃ (কৃষ্ণ) পাঞ্চজন্যং (পাঞ্চজন্যনামক শঙ্খ), ধনঞ্জয়ঃ (অর্জ্জুন) দেবদত্তং (দেবদত্তনামক শঙ্খ), ভীমকর্ম্মা (সর্ব্বলোকের ভীতি উৎপাদক) বৃকোদরঃ (ভীম) মহাশঙ্খং পৌণ্ড্রং (পৌণ্ড্র নামক বৃহৎ শঙ্খ) দধ্মৌ (বাজাইলেন) ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য শঙ্খনিনাদ করিলেন, অর্জ্জুন দেবদত্ত শঙ্খ ও সর্ব্বলোকত্রাসোৎপাদক ভীম পৌণ্ড্রনামক শঙ্খধ্বনি করিলেন ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেব বিভাগেন দর্শয়ন্নাহ—পাঞ্চজন্যমিতি। পাঞ্চজন্যাদীনি নামানি শ্রীকৃষ্ণাদিশঙ্খানাম্। ভীমং ঘোরং কর্ম্ম যস্য সঃ ॥ ১৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। পঞ্চজন হইতে উৎপন্ন এজন্য নাম "পাঞ্চজন্য"। হৃষীকেশ—হৃষীক ইন্দ্রিয়, ঈশ—নিয়োগকর্ত্তা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তার নাম হৃষীকেশ। এই শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অন্য নাম না দিয়া "হৃষীকেশ" এই নামপ্রয়োগ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, এই আত্মারূপ শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে ইন্দ্রিয়গণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। জীব কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যেই কার্য্য করিয়া থাকে। জীবের সংকল্প যেমনই হউক না, ইন্দ্রিয়বর্গের কার্য্যসম্পাদন সামর্থ্য না হইলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে কোথা হইতে? ভগবান্ হৃষীকেশ ভক্তের পক্ষেই শক্তি সঞ্চালনা করিবেন, অভক্তের পক্ষে যতই বীর থাকুক না কেন, তাহাদের ইন্দ্রিয়গণের সৎসামর্থ্য বিধান করিবে কে? অগত্যাই তাহাদের পরাভব অবশ্যম্ভাবী। ইহাতে আধ্যাত্মিক মহাতত্ত্বেরও আভাস প্রকাশিত হইতেছে। পঞ্চ ইন্দ্রিয়রূপ পঞ্চপাণ্ডব যখন অন্তর্য্যামী বিশুদ্ধ আত্মারূপ শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে কার্য্য করিতে থাকে, তখন দুষ্প্রবৃত্তিনাশিরূপ দুর্য্যোধনের দুষ্টদলবল ত্রস্ত ও পরিশেষে পরাস্ত হইয়া যায়। অর্জ্জুনের নাম এখানে "ধনঞ্জয়" দিবার তাৎপর্য্য এই যে, যে বীরপুরুষ নিজ বাহুবলে দিগ্দিগন্ত জয় করিয়া সমস্ত ধনাধিপগণের ধন লইয়া আসিয়াছেন, এবং যাঁহার হস্তে দেবতাদিগের প্রদত্ত বিজয়শঙ্খ, তাঁহাকে এ সময়ে পরাভব করে কার সাধ্য? বৃকের ন্যায় বহুভোজী হিড়িম্বহন্তা মহাবল ভীমসেনও দুর্জ্জয়পরাক্রম। সঞ্জয় তজ্জন্য সঙ্কেতে প্রকাশ করিতেছেন যে, হে ধৃতরাষ্ট্র! ইন্দ্রিয়াধিনায়ক যে সেনার নেতা,

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬ ॥
কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাঽপরাজিতঃ ॥ ১৭ ॥
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮ ॥

বিশ্ববিজয়ী বীর যাহাদের যোদ্ধা এবং ভীমপরাক্রম বৃকোদর যাহাদের রক্ষক, তোমার পুত্রগণ তাহাদের কিছুই করিতে পারিবে না ॥ ১৫ ॥

অন্বয়বোধিনী। কুন্তীপুত্রঃ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ অনন্তবিজয়ং (অনন্তবিজয়নামক শঙ্খ), নকুলঃ সহদেবঃ চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ (এবং নকুল ও সহদেব, সুঘোষ ও মণিপুষ্পক নামক শঙ্খদ্বয়) ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয়নামক শঙ্খ, নকুল সুঘোষনামক শঙ্খ ও সহদেব মণিপুষ্পকনামক শঙ্খ ধ্বনি করিলেন ॥১৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অনন্তেতি। নকুলঃ সুঘোষং নাম শঙ্খং দধ্মৌ। সহদেবো মণিপুষ্পকং নাম ॥ ১৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। কুন্তী কঠোর তপস্যা দ্বারা ধর্ম্মরাজের কৃপায় যুধিষ্ঠিরকে প্রসব করেন, তাহাতে যুধিষ্ঠির যে মহাতেজাঃ পুরুষ ও রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানে তিনি প্রবল প্রতাপের পরিচয় দিয়াছেন, ইহাই ধৃতরাষ্ট্রের স্মরণার্থ সঞ্জয় "কুন্তীপুত্র" ও "রাজা" এই দুইটী বিশেষণ, "যুধিষ্ঠির" পদের পূর্ব্বে প্রয়োগ করিয়াছেন। যিনি যুদ্ধে জয়রূপ ফলভাগী হইয়া অটল অর্থাৎ স্থির থাকেন, তিনিই যুধিষ্ঠিরপদবাচ্য। জয়শ্রী যুধিষ্ঠিরকেই আশ্রয় করিবেন, পদপ্রয়োগকৌশলে সঞ্জয় তাহাই সঙ্কেত করিলেন। পাঞ্চজন্য, দেবদত্ত, পৌণ্ড্র, অনন্তবিজয়, সুঘোষ, মণিপুষ্পক, শ্লোকদ্বয়ে উক্ত এই শঙ্খ ছয়টী নিজ নিজ নামানুসারে সুপ্রসিদ্ধ। ঈদৃশ স্বনাম-খ্যাত শঙ্খ কুরুদলে একটীও নাই, এই জন্য এই শঙ্খগুলির পৃথক্ পৃথক্ নামোল্লেখ করিয়া সঞ্জয় কুরুপক্ষের হীনতা প্রদর্শন করিলেন ॥ ১৬ ॥

অন্বয়বোধিনী। পরমেষ্বাসঃ (মহাধনুর্দ্ধর) কাশ্যঃ চ (কাশিরাজ), মহারথঃ শিখণ্ডী চ, ধৃষ্টদ্যুম্নঃ, বিরাটঃ চ, অপরাজিতঃ (অজেয়) সাত্যকিঃ চ, [হে] পৃথিবীপতে (রাজন্) দ্রুপদঃ, দ্রৌপদেয়াঃ চ (দ্রুপদ রাজা ও দ্রৌপদীর পুত্রগণ), মহাবাহুঃ সৌভদ্রঃ চ (সুভদ্রানন্দন), পৃথক্ পৃথক্ (স্বীয় স্বীয়) সর্ব্বশঃ শঙ্খান্ (শঙ্খসকল) দধ্মুঃ (বাজাইলেন) ॥ ১৭।১৮ ॥

স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীং চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্॥ ১৯॥

বঙ্গানুবাদ। হে পৃথিবীপতে! মহাধনুর্ধারী কাশিরাজ, মহারথী শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট রাজা, যুদ্ধে অপরাজিত সাত্যকি, দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, ও সুভদ্রার তনয় মহাবাহু অভিমন্যু পৃথক্ পৃথক্ নিজ নিজ শঙ্খ সকলের নিনাদ করিলেন॥ ১৭। ১৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কাশ্যশ্চেতি। কাশ্যঃ কাশিরাজঃ। কথংভূতঃ? পরমঃ শ্রেষ্ঠ ইষ্বাসো ধনুর্যস্য সঃ॥ ১৭॥

দ্রুপদ ইতি। হে পৃথিবীপতে ধৃতরাষ্ট্র॥ ১৮॥

গীতার্থসন্দীপনী। ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে যে নিজ পুত্রবর্গের জয়াশা করিতেছিলেন, তাহাই কৌশলে নিবৃত্ত করিবার জন্য সঞ্জয় বলিলেন, হে রাজন্! কেবল এই কয়েক জন নহে, মহাধনুর্দ্ধারী মহারথী, অপরাজেয়, মহাবাহু কাশিরাজাদি বীরেন্দ্রগণও মহা উৎসাহে নিজ নিজ শঙ্খের মহানিনাদ করিলেন॥ ১৭। ১৮॥

অন্বয়বোধিনী। সঃ (সেই) তুমুলঃ (ভয়ঙ্কর) ঘোষঃ (শঙ্খনাদ) নভঃ (আকাশ) পৃথিবীং চ এব (ও পৃথিবীকে) অভ্যনুনাদয়ন্ (প্রতিধ্বনিত করিয়া) ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং (ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগের) হৃদয়ানি (হৃদয়) ব্যদারয়ৎ (বিদীর্ণ করিতে লাগিল)॥ ১৯॥

বঙ্গানুবাদ। সেই শঙ্খসমূহের ভয়ঙ্কর শব্দ ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া ধৃতরাষ্ট্রপুত্র ও তৎপক্ষীয় সৈন্যগণের হৃদয় বিদীর্ণ করিতে লাগিল॥ ১৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। স চ শঙ্খানাং নাদস্ত্বদীয়ানাং মহাভয়ং জনয়ামাসেত্যাহ—স ঘোষ ইত্যাদি। ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং ত্বদীয়ানাং হৃদয়ানি বিদারিতবান্। কিং কুর্ব্বন্? নভশ্চ পৃথিবীং চাঽভ্যনুনাদয়ন্ প্রতিধ্বনিভিরাপূরয়ন্॥ ১৯॥

গীতার্থসন্দীপনী। কুরুদলের শঙ্খনাদে পাণ্ডবসেনা কিছুমাত্রও বিক্ষুব্ধ হয় নাই, কিন্তু পাণ্ডবসেনার শঙ্খধ্বনিতে কুরুসৈন্য ভীত, চকিত ও কম্পিত হইল। ইহার দ্বারা কুরুদলের দুর্ব্বলতা ও পাণ্ডবগণের হৃদয়ের তেজস্বিতা সূচিত হইতেছে। যাহারা ধর্ম্মপক্ষ অবলম্বন করে, তাহাদের যাদৃশ উৎসাহ, যাদৃশ সাহস ও নির্ভীকতা থাকে, ধর্ম্মবিরোধিবর্গের হৃদয়ে তাদৃশ ভাব কিছুতেই থাকিতে পারে না॥ ১৯॥

——:o:——

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ ॥ ২০ ॥
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে।
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত ॥২১॥

অন্বয়বোধিনী। (হে মহীপতে। রাজন্) অথ (অনন্তর) কপিধ্বজঃ পাণ্ডবঃ (পাণ্ডুপুত্র) ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ (ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগকে) ব্যবস্থিতান্ (অবিচলিত ভাবে দণ্ডায়মান) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া), শস্ত্রসম্পাতে (শস্ত্রনিক্ষেপ) প্রবৃত্তে (প্রবৃত্ত হইলে), ধনুঃ উদ্যম্য (উত্তোলন পূর্ব্বক) তদা (তখন) হৃষীকেশম্ (শ্রীকৃষ্ণকে) ইদং (এই) বাক্যম্ (কথা) আহ (বলিলেন)। অচ্যুত (হে কৃষ্ণ!) উভয়োঃ সেনয়োঃ (উভয় সেনার মধ্যে) মে (আমার) রথং (রথ) স্থাপয় (স্থাপন কর) ॥ ২০।২১ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র! অতঃপর তোমার পুত্র ও তৎপক্ষীয় বীরগণকে যুদ্ধোদ্যম সহ অবস্থিত দেখিয়া শস্ত্রনিক্ষেপে প্রবৃত্ত কপিধ্বজরথারূঢ় অর্জ্জুন নিজ শরাসন উত্তোলন পূর্ব্বক তৎকালে ভগবান্‌কে কহিলেন, হে অচ্যুত! উভয় পক্ষীয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন কর ॥ ২০।২১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এতস্মিন্ সময়ে শ্রীকৃষ্ণমর্জ্জুনো বিজ্ঞাপয়ামাসেত্যাহ—অথেত্যাদিভিশ্চতুর্ভিঃ শ্লোকৈঃ। অথেতি। অথাঽনন্তরং মহাশব্দাঽনন্তরং। ব্যবস্থিতান্ যুদ্ধোদ্যোগেনাঽবস্থিতান্। কপিধ্বজোঽর্জ্জুনঃ। তদেব বাক্যমাহ—সেনয়োরিত্যাদি ॥ ২০।২১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। উৎকট শঙ্খনিনাদ শ্রবণে ভীতান্তঃকরণ কৌরবগণ যখন রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল না, বরং দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ স্পর্দ্ধাসহ যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান রহিল, তখন অগত্যা অর্জ্জুনকে জ্যারোপণ পূর্ব্বক গাণ্ডীব মহাশরাসন উত্তোলন করিতে হইল। যাঁহার সহায়তায় রামচন্দ্র রাবণবংশ সংহার করিয়াছিলেন, সেই সাক্ষাৎ রুদ্রাবতার হনুমান্ অর্জ্জুনের রথধ্বজে উপবিষ্ট, চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের কার্য্যে প্রবর্ত্তক হৃষীকেশ সারথি ও মন্ত্রণাদাতা। সেই সুহৃৎ কৃষ্ণের আজ্ঞা ভিন্ন অর্জ্জুন কোন কার্য্যেই প্রবৃত্ত হয়েন না। অর্জ্জুনের সমরসহায়ের সঙ্কেত করিয়াই "হে মহীপতে" পদদ্বারা সঞ্জয় ব্যক্ত করিতেছেন, যে কৌরবগণ অতি অবিচার পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের রাজ্যাপহরণ করায় নিতান্ত রাজনীতিবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছে, কিন্তু পাণ্ডুপুত্রগণ রাজনীতিপরায়ণ ও ধর্ম্মকুশল। জয় পাণ্ডবদিগেরই অবশ্যম্ভাবী। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জ্জুনের ঈদৃশ আজ্ঞা প্রথমতঃ অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু এখানে ভক্তবৎসলতাজন্য ভক্তের দাসত্ব প্রদর্শনই উদ্দেশ্য। অর্জ্জুনের আজ্ঞা জন্য যে শ্রীকৃষ্ণ তৎপ্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন না, ইহাই জগতে সূচিত করিবার জন্য "অচ্যুত" পদের প্রয়োগ হইয়াছে। কেননা, ভগবান্ সদ্রূপ বা অরূপ যে অবস্থাতেই যখন কেন থাকুক না, তিনি সদাই নির্ব্বিকার অর্থাৎ

যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥ ২২ ॥
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥২৩॥

কোন কারণই তাঁহাকে সেই স্বভাব হইতে চ্যুত বা ক্রোধাদিবিকারযুক্ত করিতে পারে না ॥২০।২১ ॥

—:০:—

অন্বয়বোধিনী। যাবৎ (যতক্ষণ) অহম্ (আমি) এতান্ (এই সমস্ত) যোদ্ধুকামান্ অবস্থিতান্ (যুদ্ধকামনায় অবস্থিত বীরগণকে) নিরীক্ষে (দেখি), অস্মিন্ রণসমুদ্যমে (এই যুদ্ধপ্রারম্ভে) কৈঃ সহ (কাহাদিগের সহিত) ময়া (আমাকে) যোদ্ধব্যম্ (যুদ্ধ করিতে হইবে) ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে ভগবান্! যুদ্ধকামনায় রঙ্গভূমিতে অবস্থিত বীরগণের মধ্যে কাহার সহিত আমি যুদ্ধ করিব, ইহা যতক্ষণ ভাল করিয়া দেখি, (ততক্ষণ তুমি উভয় সেনার মধ্যস্থলে রথ রক্ষা কর) ॥ ২২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যাবদিতি। নন্ত্বং যোদ্ধা। ন তু যুদ্ধপ্রেক্ষকঃ। তত্রাহ—কৈর্ময়েত্যাদি। কৈঃ সহ ময়া যোদ্ধব্যম্ ॥ ২২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। পাছে কেহ মনে করে, যে অর্জ্জুন স্বয়ং যোদ্ধা, তবে দর্শকের ন্যায় মধ্যস্থলে রথ রাখিয়া কি দেখিবেন? সেই জন্য বলিতেছেন ভীষ্মদ্রোণাদি ভিন্ন আমার সমকক্ষ যোদ্ধা আর কেহ নাই, অতএব যেখান্ হইতে তাঁহাদিগকে ভালরূপ দেখা যায়, রথ সেই স্থানে স্থাপন কর। উঁহারা যুযুৎসু, এবং আমার ভয়ে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়নের পাত্র নহেন। যদি বল তাঁহাদিগকে দেখিয়া অর্জ্জুনের কি লাভ হইবে? অর্জ্জুন মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "বিপক্ষগণ সকলেই আমার আত্মীয়, অথচ আমরা উভয়েই যুদ্ধার্থ এখানে একত্র," কাহার সহিত যুদ্ধারম্ভ করা উচিত, এক্ষণে তাহাই স্থির করিতে হইবে ॥ ২২ ॥

অন্বয়বোধিনী। অত্র যুদ্ধে (এই যুদ্ধে) দুর্ব্বুদ্ধেঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য (দুর্ব্বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রের) প্রিয়চিকীর্ষবঃ (হিতকামী) যে (যে সকল) এতে (এই রাজগণ) সমাগতাঃ (সমাগত হইয়াছেন) যোৎস্যমানান্ (সংগ্রামেচ্ছু তাঁহাদিগকে) অহম্ (আমি) অবেক্ষে (নিরীক্ষণ করি) ॥ ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। যুদ্ধে দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধনের হিতকামনায় যে যোদ্ধৃবর্গ সমাগত হইয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লই ॥ ২৩ ॥

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥২৪॥
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাং চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥২৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যোৎস্যমানানিতি। ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্য্যোধনস্য প্রিয়ং কর্ত্তুমিচ্ছন্তো য ইহ সমাগতাস্তানহং দ্রক্ষ্যামি যাবৎ তাবদুভয়োঃ সেনয়োর্ম্মধ্যে মে রথং স্থাপয়েত্যন্বয়ঃ ॥ ২৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভীষ্ম, দ্রোণাদি আত্মীয় বীরবর্গ যুদ্ধদ্বারাই দুর্য্যোধনের হিতকামনা করিতেছেন, কিন্তু তাঁহারা দুর্য্যোধনের দুর্ব্বুদ্ধি নষ্ট করিয়া অথবা তাঁহাকে আমাদের মিত্রভাবাপন্ন করাইয়া তাঁহার হিতচেষ্টা করিতেছেন না, ইহাই ভাবিয়া উক্ত আচার্য্যদ্বয়ের প্রতি আক্ষেপ পূর্ব্বক অর্জ্জুন তাঁহাদিগকে দেখিতে ইচ্ছা করিলেন। যুদ্ধ করিবেন জানিয়াও তাঁহাদিগকে আত্মীয় ভিন্ন শত্রু বলিয়া অর্জ্জুন মনে করিতে পারিলেন না ॥ ২৩ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। সঞ্জয় উবাচ। হে ভারত। (ধৃতরাষ্ট্র) গুড়াকেশেন (অর্জ্জুনকর্ত্তৃক) এবম্ (এইরূপে) উক্তঃ (অভিহিত হইয়া) হৃষীকেশঃ (শ্রীকৃষ্ণ) উভয়োঃ সেনয়োঃ (উভয় সেনার মধ্যে), ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাং (সকল) মহীক্ষিতাং (রাজাদিগের) চ (ও) [সম্মুখে] রথোত্তমং (রথোত্তম) স্থাপয়িত্বা (স্থাপন করিয়া)—[হে] পার্থ (অর্জ্জুন !) এতান্ (এই সকল) সমবেতান্ (সমবেত) কুরূন্ (কুরুগণকে) পশ্য (দেখ)—ইতি (ইহা) উবাচ (কহিলেন) ॥ ২৪।২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। সঞ্জয় বলিলেন, হে ভারত। গুড়াকেশ অর্জ্জুন এইরূপ বলিলে, ভগবান্ হৃষীকেশ উভয় সেনাদলের মধ্যস্থলে, ভীষ্ম, দ্রোণ ও অন্যান্য রাজগণের সম্মুখে উত্তমরথ স্থাপন করিয়া বলিলেন, হে পার্থ। এই সমবেত কৌরবদল নিরীক্ষণ কর ॥ ২৪ । ২৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ—এবমুক্ত ইত্যাদি। গুড়াকা নিদ্রা। তস্যা ঈশেন জিতনিদ্রেণার্জ্জুনেন। এবমুক্তঃ সন্। হে ভারত হে ধৃতরাষ্ট্র ॥ ২৪ ॥

ভীষ্মেতি। মহীক্ষিতাং রাজ্ঞাং চ প্রমুখতঃ সম্মুখে রথং স্থাপয়িত্বা হে পার্থ এতান্ কুরূন্ পশ্যেতি শ্রীভগবানুবাচ ॥ ২৫ ॥

তত্রাহপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥২৬॥

গীতার্থসন্দীপনী। (এখানে ধৃতরাষ্ট্রকে "ভারত" পদ দ্বারা সম্বোধন করিয়া সঞ্জয় তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ মহাত্মা ভরত রাজার স্মরণ করাইয়া দিলেন) এবং এই সঙ্কেত করিলেন, যে এক কুলের মধ্যে পরস্পরে দ্বন্দ্ব হইতেছে, ইহা নিবৃত্ত করাই তোমার কর্ত্তব্য। অর্জ্জুনের "গুড়াকেশ" বিশেষণটী বহ্বর্থব্যঞ্জক। গুড়াকা = নিদ্রা, ঈশ = প্রভু, অর্থাৎ যিনি নিদ্রাকে বশীভূত করিয়াছেন। অর্জ্জুন কার্য্যকালে নিদ্রিত, বিহ্বল, মোহিত বা হতচেতন হইবার পাত্র নহেন। কেহ বা অর্থ করেন, অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর সঙ্গম স্থানের নাম গুড়া মুদ্রিকা, তদাকারাকারিত কেশবিশিষ্ট অর্থাৎ কুঞ্চিত কেশযুক্ত। কেহ বলেন "গুড়ম্ আকৃতি ব্যাপ্নোতীতি গুড়াকঃ" = শিবঃ অর্থাৎ মহাদেব যাঁহার ঈশ্বর বা রক্ষক, তিনিই গুড়াকেশ। অথবা গুড় অর্থে গোলক, এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ গোলকের অন্তরে বাহিরে ব্যাপ্ত ভগবান্ যাঁহার রক্ষক তিনিই গুড়াকেশ। কিম্বা ভগবান্কে যিনি আপনার ঈশ্বর বা আত্মা বলিয়া বিদিত আছেন—সেই মুক্তিভাগী রিপুবিজয়ীই "গুড়াকেশ"। অথবা গুড়ের ন্যায় অত্যন্ত মধুর বোধে ভক্তগণে যিনি উপগত হয়েন, তিনিই গুড়াক—ভগবান্, সেই ভগবান্ যাঁহার রক্ষক তিনিই গুড়াকেশ। অর্জ্জুন সদা সচেতন, কার্য্য কুশল ও ভগবদনুগত সুতরাং যুদ্ধে অজেয়। "গুড়াকেশ" বিশেষণ দ্বারা সঞ্জয় অর্জ্জুনের জয়চিহ্ন ব্যক্ত করিলেন। "হৃষীকেশ" শব্দ দ্বারা ভগবানের নির্ব্বিকারতা ও ভক্তাধীনতা দেখাইলেন, অর্থাৎ ভগবান্ ভক্তের আজ্ঞা পালন করিলেন। ভীষ্ম ও দ্রোণাদির প্রধানত্ব দেখাইবার জন্যই সকলরাজসম্মুখে রথ রাখিলেও তাঁহাদের নাম পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখ করিলেন। আত্মীয়গণকে দেখিয়া অর্জ্জুন কিঞ্চিৎ মমতাযুক্ত হইয়াছেন ইহা সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ জানিতে পারিয়াই রহস্য পূর্ব্বক কহিলেন, হে পার্থ! আত্মীয়গণকে জন্মের মত দেখিয়া লও। কেননা এ যুদ্ধের পর, ইহাঁদের একটীকেও আর এ অবস্থায় দেখিতে পাইবে না। অর্জ্জুন বিহ্বলচিত্ত হইয়াছেন বোধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ "পার্থ!" পৃথার পুত্র—এই সম্বোধন করিলেন, অর্থাৎ তোমাতে মাতৃগুণ—স্ত্রীস্বভাবসুলভগুণ দেখিতেছি, পিতার গুণ বা বীর্য্য প্রতাপাদি দেখা যাইতেছে না। অথবা আমার পিতৃষ্বসা পৃথার পুত্র তুমি সুতরাং আমার আত্মীয়, আমি তোমার সহায় রহিয়াছি, তুমি ভীত হইও না। আমি সাবধানে সারথির কার্য্য করিব, তুমি রথীর আসন পরিত্যাগ করিও না ॥ ২৪।২৫ ॥

-:০:-

পদ্মিনী। পার্থঃ (অর্জ্জুন) তত্র (তথায়) উভয়োঃ (উভয়) সেনয়োঃ অপি (সেনার মধ্যে) স্থিতান্ (অবস্থিত) পিতৄন্ (পিতৃব্যগণকে), অথ (ও) পিতামহান্, আচা-

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥ ২৭ ॥

র্য্যান্, মাতুলান্, ভ্রাতৃন্, পুত্রান্, পৌত্রান্, তথা সখীন্ (মিত্রগণকে) শ্বশুরান্ চ এব (ও) সুহৃদঃ (সুহৃদ্গণকে) অপশ্যৎ (দেখিলেন) ॥ ২৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। অর্জ্জুন পাণ্ডব ও কৌরব উভয় পক্ষীয় সেনার মধ্যে পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, পুত্র, পৌত্র, শ্বশুর, মিত্র ও উপকারী বহু ব্যক্তিকে উপস্থিত অবলোকন করিলেন ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ততঃ কিং বৃত্তমিতি? অত আহ—তত্রেত্যাদি। পিতৃন্ পিতৃব্যানিত্যর্থঃ। পুত্রান্ পৌত্রানিতি দুর্য্যোধনাদীনাং যে পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চ তানিত্যর্থঃ। সখীন্ মিত্রাণি ॥ ২৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। অর্জ্জুন চারিদিকে তাকাইয়া দেখিলেন, রণভূমি আত্মীয়-জনেই পরিপূর্ণ। সাত্ত্বিক দৃষ্টিতে অর্জ্জুন কাহাকেও আজ শত্রু বোধ করিতে পারিতেছেন না। দেখিলেন, কৌরব পক্ষে ভূরিশ্রবাদি পিতৃব্যগণ, ভীষ্ম সোমদত্তাদি পিতামহগণ, শল্য, শকুনি আদি মাতুলগণ, দ্রোণ, কৃপ আদি আচার্য্যগণ, লক্ষ্মণ আদি পুত্রগণ ও তাহাদের আত্মজগণ, অশ্বত্থামা, জয়দ্রথ আদি মিত্রগণ, কৃতবর্ম্মা, ভগদত্তাদি সুহৃদ্গণ বিদ্যমান রহিয়াছেন। "সুহৃদ্" এই শব্দে তথায় মাতামহাদি অন্যান্য আত্মীয়গণও গৃহীত হইয়াছেন। এইরূপ পাণ্ডবপক্ষেও কেবল আত্মীয়গণ দৃষ্ট হইল ॥ ২৬ ।

—:o:—

অন্বয়বোধিনী। সঃ কৌন্তেয়ঃ (সেই অর্জ্জুন) অবস্থিতান্ (যুদ্ধার্থ অবস্থিত) তান্ সর্ব্বান্ বন্ধূন্ (সেই সমস্ত বন্ধুগণকে) সমীক্ষ্য (দেখিয়া) পরয়া কৃপয়া আবিষ্টঃ (পরম কৃপাপরবশ) [ও] বিষীদন্ (বিষণ্ণ হইয়া) ইদম্ (ইহা) অব্রবীৎ (বলিলেন ॥ ২৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। তদনন্তর অর্জ্জুন উভয় সেনাদলের মধ্যে বন্ধু বান্ধববর্গকে অবলোকন পূর্ব্বক নিতান্ত করুণার্দ্র ও বিষণ্ণ হইয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। শ্বশুরানিত্যাদি সুহৃদঃ কৃতোপকারাংশ্চাপশ্যৎ। ততঃ কিং কৃতবান্ ইতি? অত আহ—তানিতি। সেনয়োরুভয়োরেবং সমীক্ষ্য কৃপয়া মহত্যাবিষ্টো বিষণ্ণঃ সন্নিদমর্জ্জুনোঽব্রবীদিত্যুত্তরস্যার্দ্ধশ্লোকস্য বাক্যার্থঃ। আবিষ্টো ব্যাপ্তঃ ॥ ২৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। (অর্জ্জুন মাতৃস্বভাবসুলভ সকরুণভাবরূপ উপতাপ সংযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া এই শ্লোকে "কৌন্তেয়" পদ ব্যবহৃত হইয়াছে) সকরুণভাব হইতেই বিষাদের উৎপত্তি, সুতরাং কৃপার পরাকাষ্ঠা বশতঃ অর্জ্জুন ব্যথিতান্তঃকরণও হইলেন। এই অবস্থায় তিনি গলদশ্রুলোচন ও গদ্গদকণ্ঠ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে সম্ভাষণ করিতে বাধ্য হইলেন। কৃপয়া পরয়াবিষ্টঃ "কৃপয়া অপরয়া আবিষ্টঃ" কেহ কেহ এরূপ পদচ্ছেদও করেন। ইহাতে

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখং চ পরিশুষ্যতি ॥ ২৮ ॥
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥ ২৯ ॥

ইহাই সূচিত হয়, যে, অর্জ্জুন নিজ পক্ষীয়গণের প্রতি তো প্রথম হইতেই কৃপাবান্ ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে আবার তাঁহার কৌরবগণের প্রতিও অপরা বা দ্বিতীয়া কৃপার উদয় হইল ॥ ২৭ ॥

——:o:——

অন্বয়প্রবোধিনী। [অর্জ্জুন কহিলেন] কৃষ্ণ! যুযুৎসূন্ (যুদ্ধেচ্ছু) ইমান্ (এই সকল) স্বজনান্ (আত্মীয়গণকে) সমবস্থিতান্ (সমবেত) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) মম গাত্রাণি (আমার সমস্ত শরীর) সীদন্তি (অবসন্ন হইতেছে), মুখং চ (ও মুখ) পরিশুষ্যতি (বিশুষ্ক হইতেছে), মে (আমার) শরীরে বেপথুঃ চ (কম্প) রোমহর্ষঃ চ (রোমাঞ্চ) জায়তে (হইতেছে), হস্তাৎ (হস্ত হইতে) গাণ্ডীবং (গাণ্ডীব ধনুঃ) স্রংসতে (খসিয়া পড়িতেছে, ত্বক্ চ এব (এবং চর্ম্ম ও) পরিদহ্যতে (বিদগ্ধ হইতেছে) ॥ ২৮। ২৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! আত্মীয়জনগণকে সমরাভিলাষে সমুপস্থিত দেখিয়া আমার অঙ্গসকল অবসন্ন ও মুখ বিশুষ্ক হইয়া আসিতেছে, শরীর বিকম্পিত ও রোমাঞ্চিত হইতেছে, হস্ত হইতে গাণ্ডীব স্রস্ত হইয়া (খসিয়া) পড়িতেছে এবং সমুদয় ত্বক্ যেন বিদগ্ধ হইতেছে ॥ ২৮। ২৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিমব্রবীদিত্যপেক্ষায়ামাহ—দৃষ্ট্বেমানিত্যাদি যাবদধ্যায়সমাপ্তি। হে কৃষ্ণ যোদ্ধুমিচ্ছতঃ পুরতঃ সমাগবস্থিতান্ স্বজনান্ বন্ধুজনান্ দৃষ্ট্বা মদীয়ানি গাত্রাণি করচরণাদীনি সীদন্তি বিশীর্য্যন্তে ॥ ২৮ ॥

কিঞ্চ—বেপথুশ্চেত্যাদি। বেপথুঃ কম্পঃ। রোমহর্ষো রোমাঞ্চঃ। স্রংসতে নিপততি। পরিদহ্যতে সর্ব্বতঃ সন্তপ্যতে ॥ ২৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী।

"কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দঃ নশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥"

কৃষ্—উৎপত্তি বা সত্তা, ও ন=নির্বৃতি বা আনন্দ। যিনি জন্ম জন্মান্তর নিবারণকর্ত্তা অথবা যিনি নিত্যসত্তায় চির বিদ্যমান সেই পরব্রহ্মই কৃষ্ণ নামে অভিহিত। "ভক্তদুঃখকর্ষিত্বাৎ কৃষ্ণঃ"। ভক্তদুঃখবিনাশকারীই কৃষ্ণ। আমার সমস্ত অবসাদের বিনাশ কর, শরণাগত হইয়া ইহাই সঙ্কেত করিবার জন্য অর্জ্জুন দুইটী শ্লোকের প্রথমেই ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে "কৃষ্ণ" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন।

ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥ ৩০ ॥

সত্ত্ব গুণের প্রভাবে বৈরবুদ্ধি বিদূরিত হইবামাত্র অর্জ্জুনের স্বার্থসাধনানুকূল হিংসাপূর্ণ যুদ্ধ-প্রবৃত্তির হ্রাস হইল। তাই বীরকেশরীর অন্তঃকরণনিহিত চিরসঞ্চিত রজোগুণজনিত (ক্ষত্রিয়ত্ব-নিবন্ধন) প্রবৃত্তি রাশির উপশম হইয়া আসিতেছে। সত্ত্বগুণ নিবৃত্তিমূলক। এজন্য উদ্যম, উৎসাহ, চেষ্টা ও কার্য্যতৎপরতা আদির অভাব জনিত চিহ্নরাশি অর্জ্জুনের শরীরে লক্ষিত হইতেছে।

কোন কোন শ্রদ্ধেয় টীকাকার এই সময়ে অর্জ্জুনকে "আত্মীয়জন দর্শনে শোকমোহাচ্ছন্ন ও কাতর" মনে করিয়াছেন। বোধ হয় অর্জ্জুনের প্রকৃতির প্রতি বিশেষ রূপ দৃষ্টি করিতে এই সময়ে তাঁহারা বিস্মৃত হইয়াছেন। অর্জ্জুন শোকমোহবশতঃ কাতর হয়েন নাই। ইহা অর্জ্জুন দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে প্রকাশ করিবেন। সত্ত্বগুণে শত্রুকে আত্মীয় বোধ হইলে শস্ত্রনিক্ষেপের ইচ্ছা স্বতঃই নিবৃত্ত হয়। শ্রীরাম রাবণের মহাসমরেও যখনই রাবণ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের স্তব করিয়াছে, তখনই ভগবান্ রাবণনিধনে নিবৃত্ত হইয়া বরদানে উদ্যত হইয়াছিলেন। এভাব কি শ্রীরামচন্দ্রের মোহবশতঃ? কখনই নহে। রাবণকে ভক্ত—অনুগত—স্বজন বোধে বৈরবুদ্ধির অভাব জন্যই এই ভাব হইয়াছিল। শোক-মোহাচ্ছন্ন ও তমোগুণান্ধ হইলে অর্জ্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দ হইতে আত্মজ্ঞানোপদেশ পাইবার উপযুক্ত হইতেন না। শোকমোহান্ধ অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ কখন বীরমধ্যে গণনীয় হন না ॥ ২৮। ২৯ ॥

———:o:———

অন্বয়বোধিনী। [হে] কেশব। অবস্থাতুং চ (অবস্থান করিতে) ন শক্নোমি (পারিতেছি না), মে (আমার) মনঃ চ ভ্রমতি ইব (মন যেন বিঘূর্ণিত হইতেছে), বিপরীতানি নিমিত্তানি চ (দুর্নিমিত্তরাশি) পশ্যামি (দেখিতেছি) ॥ ৩০ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে কেশব! স্থির হইয়া অবস্থান করিবার শক্তি আমার বিনষ্ট হইল, আমার মন নিতান্ত বিঘূর্ণিত—অত্যান্দোলায়মান হইয়া উঠিল, আমি দুর্নিমিত্তরাশি অবলোকন করিতেছি ॥ ৩০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অপি চ — ন চ শক্নোমীত্যাদি। বিপরীতানি নিমিত্তান্যনিষ্টসূচকানি শকুনাদীনি পশ্যামি ॥ ৩০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ক্ষত্রিয়জনোচিত রজোগুণময়ী প্রকৃতিতে, স্থানপ্রভাব জন্য অকস্মাৎ ব্রাহ্মণোচিত সত্ত্বগুণাবির্ভাব বশতঃ অর্জ্জুনের হৃদয় তরঙ্গায়িত—অস্থির—হওয়ায়, ভগবান্‌কে অন্য নামে সম্বোধন না করিয়া "কেশব" পদ ব্যবহার করিয়াছেন। কেননা "কেশব" ক্ষয়োদয়রূপ বিকারের—অস্থিরতার শান্তিকারক। "কেশৌ বাত্যনুকম্পাতয়া গচ্ছতীতি কেশবঃ"।

ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥ ৩১ ॥

ক = ব্রহ্মা—সৃষ্টিকর্ত্তা, ঈশ = রুদ্র—সংহর্ত্তা। এতদুভয়কে নিজ অনুগ্রহপাত্র বোধে যিনি জগৎ রক্ষক—স্থিতিকারক রূপে বিদ্যমান থাকেন, তিনিই "কেশব"। আমাকে প্রকৃতিস্থ কর—রক্ষা কর, ইহাই ইঙ্গিত করিয়া অর্জ্জুন "কেশব" পদ ব্যবহার করিয়াছেন। হৃদয় নির্ম্মল হইলে তাহাতে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ঘটনা রাশির আভাস প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। অবিলম্বেই যে ভারত ছারখার হইবে, ইহারই সূচনাস্বরূপ অর্জ্জুন সম্মুখে নানা দুর্লক্ষণ অনুভব করিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥

—:০:—

অন্বয়বোধিনী। হে কৃষ্ণ! আহবে (যুদ্ধে) স্বজনং (আত্মীয়গণকে) হত্বা (নিহত করিয়া) শ্রেয়ঃ (মঙ্গল) ন চ অনুপশ্যামি (দেখিতেছিনা), বিজয়ং (জয়) ন কাঙ্ক্ষে (আকাঙ্ক্ষা করিনা), রাজ্যং চ সুখানি চ (রাজ্য ও সুখ) ন (চাহি না) ॥ ৩১ ॥

বঙ্গানুবাদ। এই যুদ্ধে আত্মীয়গণকে নিধন করিয়াও কোনরূপ মঙ্গল দেখিতেছি না, (যদি বল জয় লাভ হইবে) হে কৃষ্ণ! আমি বিজয় কামনা করি না, এবং রাজ্যসুখভোগাদিরও আমার আকাঙ্ক্ষা নাই ॥ ৩১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—ন চেত্যাদি। আহবে যুদ্ধে স্বজনং হত্বা শ্রেয়ঃ ফলং ন পশ্যামি। বিজয়াদিকং ফলং কিং ন পশ্যসীতি চেৎ? তত্রাহ—ন কাঙ্ক্ষ ইতি ॥ ৩১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। শ্রেয়ঃ বা পুরুষার্থ দ্বিবিধ, দৃষ্ট ও অদৃষ্ট। রাজ্যসুখাদিপ্রাপ্তি "দৃষ্ট" ও স্বর্গাদি লাভ "অদৃষ্ট"। "অনুপশ্যামি" পদ দ্বারা অর্জ্জুন ইহাই ব্যক্ত করিলেন, যে হে কৃষ্ণ! আমি পূর্ব্বাপর বিলক্ষণ বিচার করিয়া দেখিলাম যে, আত্মীয়গণবধে কোন পুরুষার্থই নাই। কেননা এই যুদ্ধে যদি সকল আত্মীয়ই নিহত হইল, তবে বিজয়ী হইলে, কাহাকে লইয়াই বা রাজ্য ভোগ করিব। জয়ী হইলে "অদৃষ্ট" স্বর্গসুখেরও তো আশা দেখিতেছি না।

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডলভেদিনৌ।
পরিব্রাড্ যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখো হতঃ ॥

ইহ লোকে দ্বিবিধ পুরুষ সূর্য্যমণ্ডল বা দেবলোকনিবাসে সমর্থ। প্রথম—যাঁহারা সন্ন্যাসী—পরিব্রাজক ও যোগযুক্ত, এবং দ্বিতীয়—যাঁহারা সম্মুখ সমরে নিহত হয়েন। কিন্তু সমরে বিজয়ী হইলে ফল তো কিছুই নাই। তবে কেবল মাত্র জয়াশায় অর্জ্জুন অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না, কেননা সত্ত্বগুণ প্রভাবে তাঁহার জিগীষাবৃত্তির নাশ ও রজোগুণমূলক সুখভোগপ্রবৃত্তির ক্ষয় হইয়া গিয়াছে ॥ ৩১ ॥

—:০:—

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥ ৩২ ॥
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥ ৩৩ ॥
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। [হে] গোবিন্দ ! নঃ (আমাদিগের) রাজ্যেন কিম্ (রাজ্যে কি প্রয়োজন) ? ভোগৈঃ জীবিতেন বা (ভোগ বা জীবনে) কিম্ (কি প্রয়োজন) ? [কেন না] যেষাম্ অর্থে (যাঁহাদের নিমিত্ত) নঃ (আমাদিগের) রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ (রাজ্য, ভোগ ও সুখ) কাঙ্ক্ষিতম্ (অভীষ্ট হয়) ॥ ৩২ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে গোবিন্দ ! আমাদের আর রাজ্যে প্রয়োজন নাই। জীবন ধারণেই বা ফল কি ? কেননা যাঁহাদের জন্য, রাজ্য, ভোগ ও সুখের কামনা করা যায়, তাঁহারাই আজ রণক্ষেত্রে উপস্থিত ॥ ৩২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এতদেব প্রপঞ্চয়তি—কিং নো রাজ্যেনেত্যাদি-সার্দ্ধশ্লোকদ্বয়েন ॥ ৩২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। গো—ইন্দ্রিয়, বিন্দতি—পালন বা অধিষ্ঠান করা। ইন্দ্রিয়গণের পরিপালক বা অধিষ্ঠাতার নাম গোবিন্দ। এই সম্বোধন পদ দ্বারা অর্জ্জুন ইহাই সঙ্কেত করিলেন, যে হে কৃষ্ণ ! তুমি অন্তর্যামী, জানই তো আমার রাজ্যভোগে কিছুমাত্র পিপাসা নাই। রাজ্যাদি কেবল আত্মীয়গণেরই জন্য, যদি তাঁহারাই সকলে যুদ্ধার্থী, এবং আমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে যখন সকলেরই মৃত্যু নিশ্চয়ই হইবে, তবে বৃথা এ পণ্ডশ্রম কেন ? ইহাঁদের হিতার্থ ও সুখসম্পাদনার্থই আমাদের জীবনধারণ। যদি তাহাই না হইল, তবে আমাদের জীবনে পুরুষার্থই বা কি ? অর্জ্জুনের বৈরাগ্যলক্ষণই এস্থলে প্রতিপাদিত হইল ॥ ৩২ ॥

অন্বয়বোধিনী। তে (সেই) ইমে (এইসকল) আচার্য্যাঃ (আচার্য্যগণ) পিতরঃ (পিতৃব্যগণ), পুত্রাঃ চ, তথা এব (ও) পিতামহাঃ, মাতুলাঃ, শ্বশুরাঃ, পৌত্রাঃ, শ্যালাঃ (শ্যালকগণ), তথা (ও) সম্বন্ধিনঃ (স্বসম্পর্কীয় আত্মীয়গণ), প্রাণান্ (প্রাণ) ধনানি চ (ও ধনরাশি) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) যুদ্ধে অবস্থিতাঃ (অবস্থিত রহিয়াছেন)। [হে] মধুসূদন ! ঘ্নতঃ অপি (হত্যা করিলেও) [আমি] এতান্ (ইহাঁদিগকে) হন্তুং (নষ্ট করিতে) ন ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি না) ॥ ৩৩ । ৩৪ ॥

অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন ॥ ৩৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। আচার্য্য, পিতা, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক এবং স্বসম্পর্কীয় আত্মীয়গণ, ধন ও জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া এই যুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছেন। হে মধুসূদন। ইহাঁরা আমাদিগকে বধ করিলেও আমি ইহাঁদিগকে কোন রূপে নষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না ॥ ৩৩। ৩৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ত ইম ইতি। যদর্থমস্মাকং রাজ্যাদিকমপেক্ষিতং ত এতে প্রাণধনাদিত্যাগমঙ্গীকৃত্য যুদ্ধার্থমবস্থিতাঃ। অতঃ কিমস্মাকং রাজ্যাদিভিঃ কৃত্যমিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

নন্থ যদি কৃপয়া ত্বমেতান্ন হংসি তর্হি ত্বামেতে রাজ্যলোভেন হনিষ্যন্ত্যেব। অতস্ত্বমেবৈতান্ হত্বা রাজ্যং ভুংক্ষ্বেতি। তত্রাহ সার্দ্ধেন—এতানিত্যাদি। ঘ্নতোঽপ্যস্মান্ মারয়তোঽপ্যেতান্ ॥৩৪॥

গীতার্থসন্দীপনী। পাছে ভগবান্ ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রমাণ দিয়া বলেন যে,

"বৃদ্ধৌ চ মাতাপিতরৌ সাধ্বী ভার্য্যা সুতঃ শিশুঃ।
অপ্যকার্য্যশতং কৃত্বা ভর্ত্তব্যা মনুরব্রবীৎ ॥"

অর্থাৎ মনু বলিয়াছেন যে, বৃদ্ধ মাতাপিতা সাধ্বী স্ত্রী ও শিশু সন্তানের ভরণার্থ যদি শত অকর্ম্ম করিতে হয়, তাহাও করিবে। অতএব হে অর্জ্জুন। রাজ্যলাভে বৈরাগ্যবৃত্তি অবলম্বন করিও না। তজ্জন্য অর্জ্জুন বলিতেছেন, হে মধুসূদন। রাজ্য তো একাকী ভোগ করিবার সামগ্রী নহে, আত্মীয় পরিজন পরিবৃত হইয়াই লোকে রাজ্যসুখ ভোগ করিয়া থাকে। যখন তাঁহারাই সকলে এ যুদ্ধে উপস্থিত, তখন আর রাজ্যে প্রয়োজন কি? ইহাঁরাই যদি শত্রু হইলেন, তবে বাঁচিয়াই বা সুখ কি? আমি কিন্তু কোন মতেই ইহাদিগকে শত্রু ভাবিয়া যথার্থ মনে করিতে পারিব না ॥ ৩৩। ৩৪ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য (ত্রৈলোক্যরাজ্যের) হেতোঃ (নিমিত্ত অপি (ও) [বধ করিতে ইচ্ছা করি না], মহীকৃতে (পৃথিবীর রাজত্ব জন্য) কিং নু (কি কথা)? [হে] জনার্দ্দন (কৃষ্ণ) ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ (দুর্য্যোধনাদিগণকে) নিহত্য (বধ করিয়া) নঃ (আমাদিগের) কা প্রীতিঃ (কি সুখ) স্যাৎ (হইবে)? ॥ ৩৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। ত্রিলোকের রাজ্য প্রাপ্ত হইলেও আমি যাঁহাদিগকে বিনষ্ট করিতে চাই না, তবে কি সামান্য তুচ্ছাতিতুচ্ছ পৃথিবীর রাজত্বের জন্য তাঁহাদিগকে

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ৩৬॥

বধ করিব ? হে জনার্দ্দন! দুর্য্যোধনাদিকে সংহার করিয়া আমার কি সুখলাভই বা হইবে ?॥ ৩৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অপীতি। ত্রৈলোক্যরাজ্যস্যাপি হেতোঃ—তৎপ্রাপ্ত্যর্থমপি—হন্তুং নেচ্ছামি। কিং পুনর্মহীমাত্রপ্রাপ্তয় ইত্যর্থঃ॥ ৩৫॥

গীতার্থসন্দীপনী। পাছে ভগবান্ বলেন যে যদি আচার্য্য বা পিতৃব্যাদিগণকে বধ করা দোষাবহ বোধ হয়, তবে তোমাদের পরম আততায়ী দুর্য্যোধনাদিকে বধ করায় ক্ষতি কি ? আততায়ীর লক্ষণ যথা—

"অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ।
ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েত আততায়িনঃ॥"

যে ব্যক্তি অগ্নিদ্বারা গৃহদাহ করে, বা বিষপান করায়, কিম্বা যথার্থ খড়্গধারী হয়, ও যে ধনাপহারী, ভূম্যপহারক বা দারাপহারী হয়, এই ছয়জন আততায়িপদবাচ্য। তাহাতেই অর্জ্জুন বলিতেছেন যে একে তো দুর্য্যোধন আমার ভ্রাতা, তাহাতে আপাততঃ মনোরম বৃথা বিষয়ভোগে আমার ইচ্ছা নাই। অতএব ভ্রাতৃবধজন্য পাপে কেন বৃথা লিপ্ত হইব ? যদি দুষ্টকে দমন করাই ভাল বোধ কর, তবে "হে জনার্দ্দন!" তুমি তো প্রলয়কালে লোকসংহার করিয়াই থাক, তুমিই তাহাকে হনন করিবে, তাহাতে তোমাকে দোষ স্পর্শ করিবে না॥ ৩৫॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। আততায়িনঃ (আততায়ী) এতান্ (ইহাদিগকে) হত্বা (বধ করিয়া) অস্মান্ (আমাদিগকে) পাপম্ এব (পাপই) আশ্রয়েৎ (আশ্রয় করিবে)। তস্মাৎ (সেই হেতু) সবান্ধবান্ (বান্ধবগণের সহিত) ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ (ধার্ত্তরাষ্ট্রপক্ষীয়গণকে) বয়ং (আমরা) হন্তুং (বধ করিতে) ন অর্হাঃ (চাহি না)। [হে] মাধব! হি (যেহেতু) স্বজনং (আত্মীয়গণকে) হত্বা (বধ করিয়া) কথং (কি প্রকারে) সুখিনঃ (সুখী) স্যাম (হইব) ?॥ ৩৬॥

বঙ্গানুবাদ। যদিও ইহারা আততায়ী, (এবং আততায়িবধে পাপ নাই, ইহা শাস্ত্রে কথিত আছে,) তথাচ বন্ধুবান্ধবগণসহ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে আমরা সংহার করিতে চাই না। ইহাতে আমরা পাপভাগী হইব। হে মাধব! আত্মীয়গণকে বধ করিয়া আমাদের কি সুখ হইবে ?॥ ৩৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। নন্ু চ—অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ। ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েত আততায়িনঃ॥ ইতি স্মরণাদগ্নিদত্বাদিভিঃ ষড়্‌ভির্হেতুভিরেতে তাবদাত-

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥ ৩৭ ॥

তায়িনঃ। আততায়িনাং চ বধো যুক্ত এব। আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্। নাততায়ি-বধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন ॥ ইতি বচনাৎ। তত্রাহ—পাপমেবেত্যাদিসার্দ্ধেন। আততায়িন-মায়ান্তমিত্যাদিকমর্থশাস্ত্রম্। তচ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রাত্তু দুর্ব্বলম্। যথোক্তং যাজ্ঞবল্ক্যেন—স্মৃত্যোর্ব্বিরোধে ন্যায়স্তু বলবান্ ব্যবহারতঃ। অর্থশাস্ত্রাত্তু বলবদ্ধর্ম্মশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ ॥ (যাজ্ঞবল্ক্য, ব্যবহারা-ধ্যায়, ২১) ইতি। তস্মাদাততায়িনামপ্যেষামাচার্য্যাদীনাং বধেঽস্মাকং পাপমেব ভবেৎ। অন্যাব্যত্বাদধর্ম্মত্বাচ্চৈতদ্বধস্তু। অমুত্র চেহ বা ন সুখং স্যাদিত্যাহ—স্বজনং হীতি ॥ ৩৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। জতুগৃহদাহ, ভীমসেনকে বিষপ্রয়োগ, যুদ্ধার্থশস্ত্রধারণ, দ্যূতক্রীড়ায় ধন ও ভূমি হরণ ও দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণাদি দ্বারা কৌরবগণ পাণ্ডবদিগের সহিত আততায়িতা করিয়াছে। আততায়ীকে হনন করা নীতিশাস্ত্রের উপদেশ, কিন্তু উহা ধর্ম্মশাস্ত্রানু-মোদিত নহে। ধর্ম্মশাস্ত্র বরং এই কথাই বলেন, যে ব্যক্তি কুলনাশক হয়, সে পাপিষ্ঠতম। যথা "স এব পাপিষ্ঠতমো যঃ কুর্য্যাৎ কুলনাশনম্" ইতি। শ্রুতিও বলিতেছেন "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি" কোন প্রাণীরই হিংসা করিবে না। অতএব প্রাণিবধ অকর্ত্তব্য, কেননা অর্থশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্রে বিরোধ হইলে ধর্ম্মশাস্ত্রই প্রামাণিক হইবে। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, "স্মৃত্যোর্ব্বিরোধে ন্যায়স্তু বলবান্ ব্যবহারতঃ। অর্থশাস্ত্রাত্তু বলবদ্ধর্ম্মশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য, ব্যবহারাধ্যায়, ২১)॥ ভগবান্ পাছে ঐহলৌকিক রাজ্যের জন্যই অর্জ্জুনকে যুদ্ধার্থ অনুরোধ করেন, তাহারই নিরাসের ইঙ্গিত করিবার ছলে অর্জ্জুন "হে মাধব" এইরূপ সম্বোধন করিয়াছেন। মা=লক্ষ্মী—শ্রী এবং ধব=পতি। তুমি শ্রীপতি হইয়া আমাকে আত্মীয় বন্ধুবান্ধববিহীন বা শ্রীহীন হইতে উপদেশ দিও না ॥ ৩৬ ॥

-:০:—

অন্বয়বোধিনী। যদ্যপি (যদিও) লোভোপহতচেতসঃ (লোভাভিভূতচিত্ত) এতে (ইঁহারা) কুলক্ষয়কৃতং (কুলক্ষয়জনিত) দোষং (দোষ) মিত্রদ্রোহে চ (এবং মিত্র-দ্রোহে) পাতকং (পাপ) ন পশ্যন্তি (দেখিতেছেন না) ॥ ৩৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। যদিও লোভাভিভূতচিত্ত দুর্য্যোধনের পক্ষীয়গণ কুলক্ষয় ও মিত্রদ্রোহজন্য পাতকরাশি দেখিতে পাইতেছেন না ॥ ৩৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ননু তবৈবৈষামপি বন্ধুবধে দোষে সমানে যথৈবৈতে বন্ধুবধমঙ্গীকৃত্যাপি যুদ্ধে প্রবর্ত্তন্তে তথৈব ভবানপি প্রবর্ত্ততাম্। কিমনেন বিষাদেনেত্যাহ—যদ্যপীতি দ্বাভ্যাম্। রাজ্যলোভেনোপহতং ভ্রষ্টবিবেকং চেতো যেষাং ত এতে দুর্য্যোধনাদয়ো যদ্যপি দোষং ন পশ্যন্তি ॥ ৩৭ ॥

কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জ্জনার্দ্দন ॥ ৩৮ ॥
কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত ॥ ৩৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। পাছে ভগবান্ বলেন, যে বন্ধু বান্ধব হননে তোমারই এত পাপ বোধ হইতেছে কেন? দেখ যে মহাপুরুষদিগের আচরণ দেখিয়া অন্য লোকে সদাচার শিক্ষা করে, তাদৃশ মহাশিষ্ট ভীষ্মাদি মহোদয়গণেরা বন্ধুবান্ধবহননে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অতএব তাঁহাদের আচরণ অনুকরণ কর। তাহাতেই অর্জ্জুন বলিলেন, যে তাঁহাদের আচরণ অনুকরণীয় নহে, কেননা এক্ষণে তাঁহাদের চিত্ত লোভাভিভূত। মহাত্মগণ যখন নিঃস্বার্থভাবে কোন অনুষ্ঠান করেন, তাহা অবশ্যই শিক্ষণীয় বটে। কিন্তু যখন লোভাদির বশীভূত হইয়া কার্য্য করিবেন, তখন কোন মতেই তাহা শিক্ষাযোগ্য নহে। ভীষ্মাদি লোভান্ধ হইয়া এরূপ করিতে পারেন ॥৩৭॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। হে জনার্দ্দন! কুলক্ষয়কৃতং (কুলক্ষয়জনিত) দোষং (দোষ) প্রপশ্যদ্ভিঃ (দর্শক) অস্মাভিঃ (আমাদের কর্ত্তৃক) অস্মাৎ (এই) পাপাৎ (পাপ হইতে) নিবর্ত্তিতুং (নিবৃত্ত হইবার জন্য) কথং (কি কারণে) ন জ্ঞেয়ং (জ্ঞান না হইবে)? ॥ ৩৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। **কিন্তু হে জনার্দ্দন! আমরা কুলক্ষয়জনিত পাপ অবলোকন করিয়াও কি নিমিত্ত তাহা হইতে নিবৃত্ত হইব না? ॥ ৩৮ ॥**

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কথমিতি। তথাপ্যস্মাভির্দোষং প্রপশ্যদ্ভিরস্মাৎ পাপান্নিবর্ত্তিতুং কথং ন জ্ঞেয়ম্? নিবৃত্তাবেব বুদ্ধিঃ কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। বুদ্ধিমান্গণ তাহাকেই শ্রেয়ঃ বা ইষ্টসাধক বলেন, যাহার সঙ্গে কোনরূপ অশ্রেয়ঃ—অনিষ্টসাধন সম্বন্ধ না থাকে। যদিও এস্থলে যুদ্ধে বিজয় জন্য রাজ্যলাভ রূপ শ্রেয়ঃ সাধিত হইবে, কিন্তু কুলক্ষয়জনিত পাপে নরকপ্রাপ্তিরূপ অশ্রেয়ঃ মিশ্রিত রহিয়াছে। যদি বল, শত্রুহনন জন্য "শ্যেনেনাঽভিচরন্ যজেত" "অভিচার জন্য শ্যেনযজ্ঞ করিবে," ইহা শ্রুতিতে উক্ত আছে। শ্যেনযজ্ঞানুষ্ঠানে শত্রুক্ষয়রূপ ফলোৎপত্তি বা শ্রেয়ঃ সাধিত হইবে সত্য, কিন্তু পরিণামে নরকপ্রাপ্তিরূপ অশ্রেয়ঃ অবশ্যম্ভাবি। অতএব এতদনুষ্ঠান বুদ্ধিমানের অকর্ত্তব্য। এতাবদ্বিচার করিয়াই মহামনাঃ অর্জ্জুন যুদ্ধ হইতে নিবৃত্তিই শ্রেয়ঃ স্থির করিলেন ॥৩৮॥

:০:

অন্বয়বোধিনী। কুলক্ষয়ে (কুলক্ষয় হইলে) সনাতনাঃ (সনাতন) কুলধর্ম্মাঃ (কুলধর্ম্মসমূহ) প্রণশ্যন্তি (বিনষ্ট হয়), উত ধর্ম্মে নষ্টে (ও ধর্ম্ম নষ্ট হইলে) অধর্ম্মঃ (কদাচার) কৃৎস্নং (সমগ্র) কুলম্ (কুলকে) অভিভবতি (অভিভূত করিয়া ফেলে) ॥ ৩৯ ॥

অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।

স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪০ ॥ *

বঙ্গানুবাদ। কুলক্ষয় হইলে কুলপরম্পরাগত সনাতন ধর্ম্ম বিনষ্ট হয়, কুলধর্ম্ম নষ্ট হইলে অবশিষ্ট সমস্ত কুল অধর্ম্ম দ্বারা অভিভূত হইয়া যায় ॥ ৩৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তমেব দোষং দর্শয়তি—কুলক্ষয় ইত্যাদি। সনাতনাঃ পরম্পরাপ্রাপ্তাঃ। উত অপি। অবশিষ্টং কৃৎস্নমপি কুলমধর্ম্মোঽভিভবতি। প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥৩৯॥

গীতার্থসন্দীপনী। বৃদ্ধগণই কুলগত ধর্ম্মে প্রবীণ ও অনুষ্ঠানকুশল। তাঁহারাই ধর্ম্মের শিক্ষাদাতা ও প্রবর্ত্তক। সেই বৃদ্ধবর্গই যদি বিনষ্ট হয়েন, তবে পুত্র পৌত্রগণকে ধর্ম্মমার্গে প্রবর্ত্তিত করিবে কে? বৃদ্ধগণের অভাবে কুলধর্ম্মের অভাব ও তদভাবে স্ত্রী পুত্রাদি অনাচাররূপ অধর্ম্মগ্রস্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥

-- :০:-

অন্বয়বোধিনী। হে কৃষ্ণ অধর্ম্মাভিভবাৎ (অধর্ম্মাভিভব হইতে) কুলস্ত্রিয়ঃ (কুলস্ত্রীগণ) প্রদুষ্যন্তি (ব্যভিচারিণী হয়), [হে] বার্ষ্ণেয় (বৃষ্ণিবংশোদ্ভব) স্ত্রীষু দুষ্টাসু (স্ত্রীগণ দুষ্ট হইলে) বর্ণসঙ্করঃ (বর্ণসঙ্কর) জায়তে (উৎপন্ন হয়) ॥ ৪০ ॥

* মনূক্ত বর্ণসঙ্করের লক্ষণ,—

ব্যভিচারেণ বর্ণানামবেদ্যাবেদনেন চ।

স্বকর্ম্মণাং চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ। মনুঃ, ।১০।২৪।

বর্ণের ব্যভিচার (অধম বর্ণের পুরুষ উত্তম বর্ণের কন্যা বিবাহ করিলে অর্থাৎ শূদ্র বৈশ্যকন্যা, ক্ষত্রিয়কন্যা ও ব্রাহ্মণকন্যা; বৈশ্য ক্ষত্রিয়কন্যা ও ব্রাহ্মণকন্যা; এবং ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকন্যা বিবাহ করিলে তাহাকে বর্ণের ব্যভিচার বলে), অবেদ্যাবেদন (মাতার সপিণ্ডা, পিতার সগোত্রা ও সমানপ্রবরা কন্যার বেদন বা বিবাহের নাম অবেদ্যাবেদন) ও স্বকর্ম্মত্যাগ (দ্বিজাতির উপনয়ন বেদাধ্যয়নাদি ত্যাগ) এই ত্রিবিধ কার্য্যের দ্বারা বর্ণসঙ্কর হইয়া থাকে। কেহ কেহ ধর্ম্মশাস্ত্রে অনভিজ্ঞতা বশতঃ মূর্দ্ধাভিষিক্ত, অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্যকে বর্ণসঙ্কর বলিয়া থাকেন, কিন্তু ব্রাহ্মণের অনুলোমক্রমে শাস্ত্র বিহিত বিবাহিত ক্ষত্রিয়কন্যা পত্নীতে উৎপন্ন পুত্র মূর্দ্ধাভিষিক্ত, বিবাহিত বৈশ্যকন্যা পত্নীতে উৎপন্ন পুত্র অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য, এবং ক্ষত্রিয়ের বিবাহিত বৈশ্যকন্যা পত্নীতে উৎপন্ন পুত্র মাহিষ্য; ইহারা বিধিসঙ্গত বৈধ সন্তান। সুতরাং বর্ণসঙ্কর নহে—

আনুলোম্যেন বর্ণানাং যজ্জন্ম স বিধিঃ স্মৃতঃ।

প্রাতিলোম্যেন যজ্জন্ম স জ্ঞেয়ো বর্ণসঙ্করঃ। নারদসংহিতা, ।১২। ১১২।

বর্ণ সকলের অনুলোম ক্রমে যে জন্ম তাহাই শাস্ত্রসম্মত, সুতরাং বৈধ। প্রাতিলোম্যে যে জন্ম তাহাই বর্ণসঙ্কর জানিবে।

ব্যভিচারেণেত্যাদি। বর্ণানাং চতুর্ণাং ব্যভিচারেণাঽনুলোমবিধিব্যতিক্রমাৎ প্রাতিলোম্যেন জায়ন্তে যে তে বর্ণসঙ্করাঃ স্যুঃ। ন স্বজাতীয় ভার্য্যাস্বগমনে যে পুত্রা জায়ন্তে তে বর্ণসঙ্করাঃ। সবর্ণা পরস্ত হি ভার্য্যায়াং পুত্রাঃ কুণ্ডগোলকক্ষেত্রজাদ্যা ব্রাহ্মণাশ্চ ক্ষত্রিয়াশ্চ বৈশ্যাশ্চ শূদ্রাশ্চ ন বর্ণসঙ্করা উচ্যন্তে। নিযুক্তায়াং ক্ষেত্রজাজাতাশ্চ ন বর্ণসঙ্করাঃ। ব্যভিচারাঽভাবাৎ। এবং কানীনাশ্চ ন বর্ণসঙ্করাঃ। ব্যভিচারাঽভাবাদেব বিজ্ঞেয়াঃ। পত্নীষ্বনুলোমাসু জাতাশ্চ

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪১ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে কৃষ্ণ! কুল অধর্ম্মে অভিভূত হইলেই কুলনারীগণ ভ্রষ্টাচারিণী হয়। হে বৃষ্ণিবংশধর! কুলকামিনীগণের ব্যভিচারে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয় ॥ ৪০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ততশ্চ—অধর্ম্মাঽভিভবাদিত্যাদি ॥ ৪০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। কুলে ধর্ম্মের শিক্ষাদাতা না থাকিলে অবলা ললনাগণ কুতর্কহত হইয়া যথেচ্ছাচারে লিপ্ত হয়, অথবা ধর্ম্মহীন পতিত পতির সঙ্গে আচারভ্রষ্টা হইয়া যায়। তাহা হইতে ভ্রষ্টবুদ্ধি সন্তান উৎপন্ন হইয়া থাকে। কুলধর্ম্ম রক্ষিত না হইলে ব্রাহ্মণের গৃহেও শূদ্রপ্রকৃতি পুত্র জন্মিয়া থাকে। পাপনিবসনার্থ "হে কৃষ্ণ", এবং তুমি বৃষ্ণিকুলোদ্ভূত, কুলমর্য্যাদা তোমার অগোচর নাই, অতএব কুলের পবিত্রতা রক্ষার্থ "হে বার্ষ্ণেয়" পদ দ্বারা অর্জ্জুন ভগবান্‌কে সম্বোধন করিয়াছেন ॥ ৪০ ॥

অন্বয়বোধিনী। সঙ্করঃ (বর্ণসঙ্কর) কুলঘ্নানাং (কুলঘ্নগণের) কুলস্য চ (ও কুলের) নরকায় এব (নরকের নিমিত্তই) [জন্মে], হি (যে হেতু) এষাং (ইহাদের) পিতরঃ (পিতাপিতামহগণ) লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ (পিণ্ড ও তর্পণ না পাইয়া) পতন্তি (পতিত হয়েন)। ॥ ৪১ ॥

বঙ্গানুবাদ। এই বর্ণসঙ্করসকল, কুল ও কুলনাশকদিগকে নরকগামী করে, এবং সেই ধর্ম্মহীন কুলে পিণ্ডতর্পণাদি ক্রিয়া বিলুপ্ত হওয়ায় পিতা-পিতামহগণ সদ্গতি প্রাপ্ত হয়েন না ও ক্রমশঃ নরকে পতিত হইতে থাকেন ॥ ৪১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবং সতি সঙ্কর ইত্যাদি। এষাং কুলঘ্নানাং পিতরঃ পতন্তি। হি যস্মাল্লুপ্তাঃ পিণ্ডোদকক্রিয়াঃ যেষাং তে তথা ॥ ৪১ ॥

পুত্রা মূর্দ্ধাভিষিক্তাঽম্বষ্ঠমাহিষ্যা ন বর্ণসঙ্করাঃ। ব্যভিচারাঽভাবাৎ। অবেদ্যাবেদনেন চেতি মাতৃসপিণ্ডাঃ পিতৃসগোত্রা এব যাস্তা অবিবাহ্যা উক্তাঃ। নিষ্পুরুষাদিকুলজাঃ কপিলাদয়শ্চ যা যা বিগর্হে বর্জ্জ্যাস্তাস্তু দুর্লক্ষণত্বাদ্বর্জ্জ্যাঃ। ন তু ধর্ম্মবিরুদ্ধত্বাৎ। তস্মাদবেদ্যাশব্দেনেহ ন তা বিবক্ষিতাঃ। কথমেবং বিজায়তেঽইতি চেৎ? তত্রোচ্যতে—স্বকর্ম্মণাং চ ত্যাগেনেতি। স্বজাত্যুক্তানাং যজ্ঞাদীনাং কর্ম্মণাং ত্যাগেন ব্রাহ্মণাদয়ো যান্ পুত্রান্ স্বভার্য্যাস্বপি জনয়ন্তি তে চ বর্ণসঙ্করা জায়ন্ত ইতি। স্বকুলজাতস্যাবর্জ্জনে হীনক্রিয়নিষ্পুরুষকুলজাবর্জ্জনে সিদ্ধে পুনরিহ স্বকর্ম্মত্যাগবচনেন জ্ঞাপিতমেতৎ। নিষ্ক্রিয়নিষ্পুরুষাদিবংশকুলকপিলাদিষু মধ্যে যা নিষ্ক্রিয়াণাং নিষ্পুরুষাণাং খলু স্বকর্ম্মত্যাগিনাং কুলজাতা অবেদ্যাঃ। তাভ্যোঽন্যা বেদ্যাঃ।

শ্রুতিস্মৃতিদর্শনাদিশাস্ত্রব্যাখ্যাতা মহামহোপাধ্যায় বৈয়াসব্যাসকৃতপ্রমাদভঞ্জনী টীকা।

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ৪২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। পুত্র দ্বারা দ্বিবিধ প্রয়োজন সাধিত হইয়া থাকে। প্রথম—ইহলোকে বংশরক্ষা, দ্বিতীয়—পিণ্ডোদকাদি দান দ্বারা পরলোকগত পিতৃগণের তৃপ্তিবিধান। কিন্তু স্ত্রীগণ ব্যভিচারিণী হইলে এই দুই প্রয়োজনের একটীও সিদ্ধ হয় না। কারণ, মনু বলিয়াছেন, "শূদ্রাণাং তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ"। (মনু ১০।৪১)। অপধ্বংসজ অর্থাৎ বর্ণসঙ্করগণ শূদ্রের সমানধর্ম্মা। বর্ণসঙ্করের যদি শূদ্রধর্ম্মত্ব সিদ্ধ হয়, তবে উক্ত পুত্রের বিজাতীয়তা নিবন্ধন উহাদের দত্ত পিণ্ডোদকাদি পিতৃলোক কর্ত্তৃক গৃহীত না হওয়ায় তাঁহারা নিরয়গামী হইয়া থাকেন। ঐরূপ পুত্রগণ সমাজেও তাঁহাদের পুত্র বলিয়া গৃহীত হয় না। এখানে আশঙ্কা হইতে পারে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয়গণ যখন ক্ষেত্রজপুত্র—অন্য কর্ত্তৃক উৎপাদিত—যদি তাঁহাদের প্রদত্ত পিণ্ডাদি দ্বারা তাঁহাদের পিতৃগণের সদ্গতি হইতে পারে তবে বর্ণসঙ্কর কর্ত্তৃক দত্ত পিণ্ডাদি ব্যর্থ হইবে কেন? ইহার উত্তর এই যে ধৃতরাষ্ট্রাদির জন্ম প্রাচীন বৈদিক বিধি অনুসারে হইয়াছিল। ঐ বিধি ধর্ম্মসঙ্গত। সেই জন্য তাঁহাদের প্রদত্ত পিণ্ড তর্পণাদি ব্যর্থ হয় নাই, এবং তাঁহারাও বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥

অন্বয়বোধিনী। কুলঘ্নানাম্ (কুলঘ্নগণের) এতৈঃ (এই সমস্ত) বর্ণসঙ্কর-কারকৈঃ (বর্ণসঙ্করকারক) দোষৈঃ (দোষরাশি দ্বারা) শাশ্বতাঃ (সনাতন) জাতিধর্ম্মাঃ (জাতিধর্ম্ম) কুলধর্ম্মাঃ চ (ও কুলধর্ম্মরাশি) উৎসাদ্যন্তে (উচ্ছিন্ন হয়) ॥ ৪২ ॥

বঙ্গানুবাদ। বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইবার কারণভূত এতাবদ্দোষে কুলনাশক-গণের জাতিধর্ম্ম, সনাতন কুলধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম এককালে উচ্ছিন্ন হয় ॥ ৪২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। উক্তদোষমুপসংহরতি—দোষৈরিত্যাদিভ্যাং দ্বাভ্যাম্। উৎসাদ্যন্তে লুপ্যন্তে। জাতিধর্ম্মা বর্ণধর্ম্মাঃ। কুলধর্ম্মাশ্চেতি চকারাদাশ্রমধর্ম্মাদয়োঽপি গৃহ্যন্তে ॥৪২॥

গীতার্থসন্দীপনী। কাম, ক্রোধ, লোভাদির বশীভূত হইয়া যাহারা কুলধর্ম্ম নষ্ট করে, তাহারা "কুলঘ্ন"। এই কুলকুঠারগণের অনাচারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদির জাতি বা বর্ণগত ধর্ম্ম, কুলপরম্পরাগত ধর্ম্ম ও ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্যাদির যথাবিহিত আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালিত না হইয়া অবশেষে উচ্ছেদদশাগ্রস্ত হয় ॥ ৪২ ॥

উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥ ৪৩ ॥
অহো বত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। [হে] জনার্দ্দন। উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং (যাহাদের কুলধর্ম্মাদি বিনষ্ট হইয়াছে) মনুষ্যাণাং (সেই মনুষ্যগণের) নিয়তং (চিরদিন) নরকে বাসঃ (অবস্থিতি) ভবতি (হইয়া থাকে) ইতি (ইহা) অনুশুশ্রুম (আমরা শুনিয়াছি) ॥ ৪৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে জনার্দ্দন! ইহা শ্রুত আছি, যে যাহাদের কুলধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম বিনষ্ট হয়, সেই মনুষ্যগণকে চিরদিন নরকে নিবাস করিতে হয় ॥ ৪৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। উৎসন্নেতি। উৎসন্নাঃ কুলধর্ম্মা যেষামিতি তেষাম্। উৎসন্নজাতিধর্ম্মাদীনামপ্যুপলক্ষণম্। অনুশুশ্রুম শ্রুতবন্তো বয়ম। প্রায়শ্চিত্তম-কুর্ব্বাণাঃ পাপেষভিরতা নরাঃ। অপশ্চাত্তাপিনঃ পাপান্ নিরয়ান্ যান্তি দারুণান্॥ ইত্যাদি-বচনেভ্যঃ ॥ ৪৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। কুলে পাপ প্রবেশ করিলে কুলনাশকগণের দোষে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তাদি হয় না। অগত্যা পাপক্ষয় না হওয়াতে রৌরবাদিনরকযাতনা ভোগ করিতে হয়। যথা—

প্রায়শ্চিত্তমকুর্ব্বাণাঃ পাপেষভিরতা নরাঃ।
অপশ্চাত্তাপিনঃ পাপা নিরয়ান্ যান্তি দারুণান্॥

যে সকল ব্যক্তি পাপনিরত, তাহারা যদি শাস্ত্রবিহিত প্রায়শ্চিত্ত অথবা কৃতপাপজন্য পশ্চাত্তাপ না করে, তবে তাহাদিগকে নিদারুণ নরকযাতনা ভোগ করিতে হয় ॥ ৪৩ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। অহো বত (হায় কি কষ্ট।) বয়ং (আমরা) মহৎ পাপং কর্ত্তুং (মহাপাপ করিতে) ব্যবসিতাঃ (উদ্যত হইয়াছি), যৎ (যেহেতু) রাজ্যসুখলোভেন (রাজ্য সুখ লোভাভিভূত হইয়া) স্বজনং (আত্মীয়গণকে) হন্তুম্ (বিনাশ করিতে) উদ্যতাঃ (উদ্যত হইয়াছি) ॥ ৪৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। অহো কি কষ্ট! আমরা কি পাপাসক্ত! সামান্য রাজ্য-সুখলোভের জন্য আমরা আত্মীয়গণের প্রাণবধার্থ উদ্যত হইয়াছি! ॥ ৪৪ ॥

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ॥ ৪৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। বন্ধুবধাঽধ্যবসায়েন সন্তপ্যমান আহ—অহো বতেত্যাদি। স্বজনং হন্তমুদ্যতা ইতি যদেতন্মহৎ পাপং কর্ত্তুমধ্যবসায়ং কৃতবন্তো বয়ম্। অহো বত মহৎ কষ্টমিত্যর্থঃ॥ ৪৪॥

গীতার্থসন্দীপনী। লোভই মহাপাপ। এই জন্ত অর্জ্জুন আপনাকে পাপী ভাবিলেন, ও পারলৌকিক অনন্ত সুখ বিস্মৃত হইয়া তুচ্ছাতিতুচ্ছ ও ক্ষণবিধ্বংসী বিষয়সুখে স্পৃহা জন্মিয়াছিল, এজন্ত মনে মনে বিষম কষ্ট অনুভব করিলেন॥ ৪৪॥

— — :o: —

অন্বয়বোধিনী। যদি অপ্রতীকারম্ (প্রতিকারোদ্যমরহিত) অশস্ত্রং (শস্ত্রবিহীন) মাং (আমাকে) শস্ত্রপাণয়ঃ (শস্ত্রধারী) ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ (ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ দুর্য্যোধনাদি) রণে (যুদ্ধে) হন্যুঃ (বধ করে) তৎ (তাহা) মে (আমার) [পক্ষে] ক্ষেমতরং (বিশেষ কল্যাণকর) ভবেৎ (হইবে)॥ ৪৫॥

বঙ্গানুবাদ। আমি প্রতিকারোদ্যমরহিত ও অশস্ত্রপাণি থাকিলে যদি শস্ত্রধারী ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ এই সময়ে আমাকে সংহার করে, তাহাতে বরং আমার মঙ্গল হইবে॥ ৪৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবং সন্তপ্তঃ সন্ মৃত্যুমেবাশংসমান আহ—যদি মামিত্যাদি। অকৃতপ্রতীকারং তূষ্ণীমুপবিষ্টং মাং যদি হনিষ্যন্তি তর্হি তদ্ধননং মম ক্ষেমতরমত্যন্তং হিতং ভবেৎ। পাপাঽনিষ্পত্তেঃ॥ ৪৫॥

গীতার্থসন্দীপনী। অনিষ্টকারীর হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার জন্ত বিহিত চেষ্টার নাম "প্রতিকার।" অথবা কৃত পাপের (এখানে বান্ধব বধার্থ মনন জন্ত) প্রায়শ্চিত্তের নামও "প্রতিকার।" অর্জ্জুন ইহার কোন "প্রতিকারেই" প্রস্তুত নহেন, ও "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" জানিয়া শস্ত্রপরিত্যাগেও কৃতসঙ্কল্প। বরং, মরণকে "ক্ষেমতর" মনে করিতেছেন, কেননা "ক্ষেমস্ত স্থিতরক্ষণম্" পূর্ব্বস্থিত বস্তুর রক্ষার নাম ক্ষেম। অর্জ্জুন ভাবিলেন নিজ মরণ ও বান্ধবগণের রক্ষণদ্বারা পরম্পরাগত কুলধর্ম্মাদি রক্ষিত হইবে, ইহাই "ক্ষেম," ও জগতে অপকীর্ত্তি রটিল না, ইহাই "ক্ষেমতর"॥ ৪৫॥

-:o:-

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বাঽর্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণাঽর্জ্জুনসংবাদেঽর্জ্জুনবিষাদো
নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়বোধিনী। সঞ্জয় উবাচ—অর্জ্জুনঃ এবম্ (এই প্রকার) উক্ত্বা (বলিয়া) সংখ্যে (যুদ্ধে) সশরং (শরসমেত) চাপং (ধনুঃ) বিসৃজ্য (ত্যাগ করিয়া) শোকসংবিগ্নমানসঃ (শোকাকুলচিত্ত হইয়া) রথোপস্থে (রথোপরি) উপাবিশৎ (উপবেশন করিলেন) ॥ ৪৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। সঞ্জয় কহিলেন, হে ধৃতরাষ্ট্র! শোকাকুলচিত্ত অর্জ্জুন এইরূপ বলিয়া ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথোপরি বসিয়া পড়িলেন ॥ ৪৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়াং—সঞ্জয় উবাচ—এবমুক্ত্বেত্যাদি। সংখ্যে সংগ্রামে। রথোপস্থে রথস্যোপরি। উপাবিশৎ উপবিবেশ। শোকেন সংবিগ্নং প্রকম্পিতং মানসং চিত্তং যস্য স তথা ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াং ভগবদ্গীতাটীকায়াং সুবোধিন্যা-
মর্জ্জুনবিষাদো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। সঞ্জয় নিশ্চেষ্টতা ও অবসন্নতা দেখিয়াই অর্জ্জুনকে "শোকার্ত্তচিত্ত" বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। বস্তুতঃ অর্জ্জুন সত্ত্বগুণ প্রভাবে "ধর্ম্মক্ষয়ের" আশঙ্কা করিয়া ও শ্রদ্ধেয় গুরুগণকে তীক্ষ্ণশরবিদ্ধ করা অনুচিত, এই শুদ্ধবুদ্ধি বশতঃই যুদ্ধে নিবৃত্তিই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। ধর্ম্মবুদ্ধিই অর্জ্জুনের যুদ্ধবিরাগের কারণ। আত্মীয়গণের মরণে তাঁহার ক্ষোভ বা শোক নাই। কিন্তু আত্মীয়গণ নষ্ট হইলেই ধর্ম্মহানি হইবে, ইহাই তাঁহার শোক বা চিত্তবৈকল্যের হেতু। বিষয়বুদ্ধিবিড়ম্বিত ব্যক্তিগণের পিতা পুত্রাদির মরণে যে "শোক" বা খেদ উপস্থিত হয়, অর্জ্জুনকে সে শোক স্পর্শও করিতে পারে নাই।

"শোক" শব্দে গুণবৈষম্য (সত্ত্ব ও রজঃ) জন্য চিত্তবিকলতা মাত্র গৃহীত হইয়াছে ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামি-
মহোদয়প্রণীত গীতার্থসন্দীপনী নামক ভাষাতাৎপর্য্য-
ব্যাখ্যার প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

—:০:—

সঞ্জয় উবাচ।

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ॥ ১॥

অন্বয়বোধিনী। সঞ্জয় উবাচ। মধুসূদনঃ (কৃষ্ণ) তথা (পূর্ব্বোক্ত প্রকারে) কৃপয়াবিষ্টঃ (দয়াবান্) অশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্ (গলদশ্রুনেত্র) বিষীদন্তং (বিষণ্ণ) তম্ (তাঁহাকে) ইদং (এই) বাক্যম্ (কথা) উবাচ (বলিলেন)॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ। সঞ্জয় কহিলেন, তখন করুণার্দ্রচিত্ত গলদশ্রুনেত্র অর্জ্জুনকে ভগবান্ মধুসূদন এই রূপ বলিলেন॥ ১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।

দ্বিতীয়ে শোকসন্তপ্তমর্জ্জুনং ব্রহ্মবিদ্যয়া।
প্রতিবোধ্য হরিশ্চক্রে স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণম্॥

ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ তং তথেত্যাদি। অশ্রুভিঃ পূর্ণে আকুলে ঈক্ষণে যস্য তম্। তথোক্তপ্রকারেণ বিষীদন্তমর্জ্জুনং প্রতি মধুসূদন ইদং বাক্যমুবাচ॥ ১॥

গীতার্থসন্দীপনী। অর্জ্জুনকে হিংসাবিমুখ ও ভিক্ষুধর্ম্মোৎসুক জানিয়া ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে স্থির করিলেন, আমার পুত্রগণের রাজ্য এখন নিশ্চল হইল, কেননা অতুলবিক্রম অর্জ্জুন ভিন্ন ভীষ্মদ্রোণাদির সম্মুখসমরে পাণ্ডবপক্ষীয় অন্য কোন বীরই অগ্রসর হইবার উপযুক্ত নাই। ধৃতরাষ্ট্রের এই কল্পিত কল্যাণাকাঙ্ক্ষা বুঝিতে পারিয়া সঞ্জয় তন্নিবারণার্থ বলিলেন, সর্ব্বভূতব্যাপিনী কৃপার বশীভূত অর্জ্জুনকে বিগলিতহৃদয় ও বিষয়ভোগে ঔদাস্যযুক্ত দেখিয়া ভগবান্ তাঁহাকে উপেক্ষা করিলেন না, বরং নানা নিগূঢ় উপদেশপূর্ণ বাক্য কহিলেন। "মধুসূদন" পদ দ্বারা সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে ইহাই সঙ্কেত করিলেন, যে মধু নামক দৈত্যহন্তা ভগবান্ চিরদিনই দুষ্টগণের দমন করেন। অর্জ্জুন যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইলে কি হইবে? যিনি দৈত্যদলদলনার্থ স্বয়ংই মধ্যে মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তিনি রণভূমির অধিষ্ঠাতা হইয়াছেন। যাহাতে আজ তোমার দুর্য্যোধনাদি দুর্বৃত্ত পুত্রগণ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, ভূভারহারী ভগবান্ অর্জ্জুনকে তদ্বিষয়ে কেবল নিমিত্তমাত্র করিবেন। তুমি পুত্রগণের বৃথা জয়াশা করিও না, কেননা তাহাদের মরণের ব্যবস্থা ভগবান্ পূর্ব্বেই করিয়া রাখিয়াছেন॥ ১॥

—:০:—

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন ॥ ২ ॥

অন্বয়বোধিনী। [কৃষ্ণ কহিলেন] [হে] অর্জ্জুন। বিষমে (সঙ্কট সময়ে) কুতঃ (কি কারণে) ইদম্ (এইরূপ) অনার্য্যজুষ্টম্ (আর্য্যগণের অযোগ্য) অস্বর্গ্যম্ (স্বর্গগতিরোধক) অকীর্ত্তিকরং (অযশস্কর) কশ্মলম্ (মোহ) ত্বা (তোমাকে) সমুপ-(স্থিতম্ প্রাপ্ত হইল) ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ। ভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! এই বিষম সঙ্কট সময়ে তোমার এরূপ মোহ উপস্থিত হইল কেন? ইহা আর্য্যগণের নিতান্ত অযোগ্য, স্বর্গগতিরোধক ও অযশস্কর ॥ ২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেব বাক্যমাহ—কুত ইতি। কুতো হেতোস্ত্বাং বিষমে সঙ্কট ইদং কশ্মলসমুপস্থিতং মোহঃ প্রাপ্তঃ। যত আর্য্যৈরসেবিতম্। অস্বর্গ্যং অধর্ম্ম্যম্। অযশস্করং চ ॥ ২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ঐশ্বর্য্যস্ত সমগ্রস্ত ধর্ম্মস্ত যশসঃ শ্রিয়ঃ।
বৈরাগ্যস্যাঽথ মোক্ষস্ত ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা ॥

সমগ্র ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্ম, যশঃ, শ্রী, বৈরাগ্য ও জ্ঞান এই ছয়টী "ভগ" পদ বাচ্য। পূর্ণপরিমাণে এই ছয়টী যাঁহাতে অব্যাহত ভাবে নিত্য বিদ্যমান, তিনিই "ভগবান্"; অথবা—

* উৎপত্তিং চ বিনাশং চ ভূতানামাগতিং গতিম্।
বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাং চ স বাচ্যো ভগবানিতি ॥

*যিনি সমস্ত ভূতের উৎপত্তি ও বিনাশের মূলকারণ বিদিত আছেন, যিনি ভূতগণের আগতি ও গতি রূপ সম্পদ ও বিপদের সূক্ষ্মতত্ত্ববেত্তা, এবং যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যাকে অবগত আছেন, সেই সর্ব্বজ্ঞ পুরুষই "ভগবান্" পদ বাচ্য। মন্ত্রণা দোষে বা সামর্থ্যের অভাবে, কিম্বা অনভিজ্ঞতাজন্য অথবা বিচক্ষণতার ত্রুটি বশতঃ যে পাণ্ডবপক্ষ রণে পশ্চাৎপদ হইবে না, ইহাই ধৃতরাষ্ট্রকে বুঝাইবার জন্য সঞ্জয় "ভগবান্" পদের ব্যবহার করিয়াছেন। যাহার যাহা কর্ত্তব্য ও প্রকৃতিসিদ্ধ, তাহার তদ্বিরুদ্ধাচারবুদ্ধি মোহজনিত। এই জন্য ভগবান্ অর্জ্জুনের ক্ষত্রিয় প্রকৃতি বিরুদ্ধ সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণের লক্ষণ দেখিয়া বলিলেন, হে অর্জ্জুন! তোমার এই বিপরীত বুদ্ধির—স্বধর্ম্মবিরুদ্ধ বুদ্ধির উদয় হইল কেন? কেননা নিজবর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিরুদ্ধ ধর্ম্মাচারে (উহা অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট হউক বা নিকৃষ্টই হউক) স্বর্গ, কীর্ত্তি বা মুক্তি কিছুই হয় না। যদি তুমি স্বর্গকামনা করিয়া থাক, তবে তাহা সিদ্ধ হইবে না, কেননা তুমি ক্ষত্রিয়ের বিশেষ ধর্ম্ম "যুদ্ধ" হইতে নিবৃত্ত হইতেছ। যদি তুমি "কীর্ত্তি" কামনায় নিবৃত্তিমার্গাবলম্বী হইয়া থাক, তবে তাহাও তোমার "অকীর্ত্তি" হইল, কেননা তোমরা বনগমনকালে

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৩ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণং চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥ ৪ ॥

ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের শাসন ও বিনাশের যে সকল প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, ক্ষত্রিয় হইয়া তাহা পূর্ণ করিতে পারিলে না। আর যদি "মুক্তি" লাভের জন্ত নিবৃত্ত হইয়া থাক, তবে তাহাও তুমি প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত নহ, কেননা মুমুক্ষুগণ প্রথমতঃ স্বস্ববর্ণাশ্রমধর্ম্ম যথাবিধি পালন দ্বারা অন্তঃকরণকে বিশুদ্ধ করিয়া পরিণামে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। কিন্তু তুমি স্বধর্ম্মত্যাগী, তোমার মুক্তি সম্ভব কোথায়? তুমি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধকার্য্যই তোমার স্বর্গ, কীর্ত্তি ও মুক্তির কারণ জানিবে। নিবৃত্তি—সন্ন্যাস তোমার ন্থায় ক্ষত্রিয়বীরের ধর্ম্ম নহে ॥ ২ ॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। [হে] পার্থ! ক্লৈব্যং (কাতরভাব) মাস্ম গমঃ (প্রাপ্ত হইও না), এতৎ (ইহা) ত্বয়ি (তোমাতে) ন উপপদ্যতে (উপযুক্ত হইতেছে না); [হে] পরন্তপ (শত্রুতাপন) ক্ষুদ্রং (তুচ্ছ) হৃদয়দৌর্ব্বল্যং (হৃদয়ের দুর্ব্বলতা) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) উত্তিষ্ঠ (উত্থান কর।) ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে পার্থ! নির্ব্বীর্য্য বা কাতরভাবাপন্ন হইও না। হে পরন্তপ! ক্ষুদ্রাশয়োচিত হৃদয়ের দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্থান কর ॥ ৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তস্মাৎ—ক্লৈব্যমিতি। হে পার্থ ক্লৈব্যং কাতর্য্যং মাস্ম গমো ন প্রাপ্নুহি। যতস্ত্বয্যেতন্নোপপদ্যতে যোগ্যং ন ভবতি। ক্ষুদ্রং তুচ্ছং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং কাতর্য্যং ত্যক্ত্বা যুদ্ধায়োত্তিষ্ঠ হে পরন্তপ শত্রুতাপন। ॥ ৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবান্ অর্জ্জুনকে ধর্ম্মোৎসাহে উত্তেজিত করিবার জন্ত "পার্থ" পদদ্বারা সম্বোধন করিলেন, অর্থাৎ তোমার মাতা পৃথার দেবারাধনায় দেবতার অমোঘ-তেজে তোমার জন্ম, তুমি মহাতেজস্বী—নির্ব্বীর্য্যের ন্থায় নিরুদ্যম থাকা কি তোমার শোভা পায়? পাছে অর্জ্জুন বলেন, যে আমার মন অতিশয় অস্থির হওয়ায় আমি দাঁড়াইতে পারিতেছি না। তাহাতেই ভগবান্ বলিলেন হে "পরন্তপ!" (পরং শত্রুং তাপয়তীতি পরন্তপঃ) বিপক্ষ-দলনকারী। ক্ষুদ্রহৃদয় ব্যক্তির ন্থায় দুর্ব্বলতাজন্ত অধীর হওয়া কি তোমার ন্থায় বীরের কার্য্য? উঠ, যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হও, অর্থাৎ ক্ষত্রিয়বীরের যথাকর্ত্তব্য সাধন কর ॥ ৩ ॥

——:o:——

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়বোধিনী। অর্জ্জুন উবাচ। [হে] অরিসূদন (শত্রুমর্দ্দন কৃষ্ণ) অহং মামি) সংখ্যে (যুদ্ধে) পূজার্হৌ (পূজার যোগ্য) ভীষ্মং দ্রোণং চ (ভীষ্ম ও দ্রোণকে) তি (লক্ষ্য করিয়া) ইষুভিঃ (বাণসমূহের দ্বারা) কথং (কিরূপে) যোৎস্যামি (যুদ্ধ রিব)? ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে মধুসূদন! হে বৈরিনিঘাতন! যে ভীষ্মদ্রোণাদি পূজার াগ্য, তাঁহাদিগের সহিত কিরূপে বাণের দ্বারা যুদ্ধ করিব? ॥ ৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। নাহহং কাতরত্বেন যুদ্ধাদুপরতোঽস্মি। কিন্তু যুদ্ধস্যা- ায্যত্বাদধর্ম্মত্বাচ্চ—অর্জ্জুন উবাচ কথমিতি। ভীষ্মদ্রোণৌ পূজার্হৌ পূজাযোগ্যৌ। । প্রতি কথমহং যোৎস্যামি। তত্রাপীষুভিঃ। যত্র বাচাঽপি যোৎস্যামীতি বক্তুমনুচিতং তত্র াণৈঃ কথং যোৎস্যামীত্যর্থঃ। হে অরিসূদন শত্রুবিমর্দ্দন ॥ ৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। আমি স্নেহ বা কাতরতানিবন্ধন রণে পরাঙ্মুখ হই নাই, ন্তু যুদ্ধের অন্যায়ত্ব ও তন্নিবন্ধন অধর্ম্মত্বই আমার নিবৃত্তির কারণ। যথা—"নাহহং কাতরত্বেন াদুপরতোঽস্মি। কিন্তু যুদ্ধস্যাঽন্যায্যত্বাদধর্ম্মত্বাচ্চেতি" (শ্রীধরস্বামী)। ভীষ্ম কুলবৃদ্ধ পিতামহ, াণ ধনুর্ব্বিদ্যার আচার্য্য, ইঁহাদিগকে ভক্তিসহ চন্দনপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করাই আমার কর্ত্তব্য। াদের সহিত বাগ্যুদ্ধে—তর্কবিতর্কে—প্রবৃত্ত হওয়াও নীতিধর্ম্মবিরুদ্ধ, তাঁহাদিগকে কি বলিয়া ক্ষ শরাঘাতে বিনাশ করিব? শাস্ত্রে লিখিত আছে—

"গুরং হুংকৃত্য ত্বংকৃত্য বিপ্রান্নির্জ্জিত্য বাদতঃ।
শ্মশানে জায়তে বৃক্ষঃ কঙ্কগৃধ্রোপসেবিতঃ॥"

যে ব্যক্তি গুরুজনের প্রতি হুংকার বা তর্জ্জন কিংবা "তুই" ইত্যাকারপদ ব্যবহার করে, াবা সাধু ব্রাহ্মণকে বাদবিবাদে পরাস্ত করে, সে মরণান্তে কঙ্কগৃধ্রের নিবাসস্থল হইয়া শ্মশানে ক্ষরূপে জন্ম গ্রহণ করে।

দুষ্টগণই হননীয়, কিন্তু পূজ্যপাদ সাধু আচার্য্যগণ তো বধার্হ নহেন, তবে হে ভগবন্! মি দুষ্টদলনকর্ত্তা হইয়া আমাকে পূজ্যপুরুষবধে প্রবৃত্তি দিতেছ কেন? ॥ ৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। হি (যেহেতু) মহানুভাবান্ (মহানুভব) গুরূন্ (গুরুগণকে) ত্বা (বধ না করিয়া) ইহ লোকে (এই সংসারে) ভৈক্ষ্যম্ অপি (ভিক্ষান্নও) ভোক্তুং

(ভোজন করা) শ্রেয়ঃ। গুরূন্ হত্বা (গুরুজনদিগকে বধ করিয়া) রুধিরপ্রদিগ্ধান্ অর্থকামান্ (রক্তমাখা বিষয় বাসনা) ইহ (এই জগতে) ভুঞ্জীয় (ভোগ করিতে হইবে) ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। মহানুভব গুরুগণকে বধ না করিয়া ইহ লোকে আমি ভিক্ষান্ন ভোজন করিলেও আমার কল্যাণ হইবে। কেবল পরলোকভয়েই বা কেন, ইহাদিগকে নিধন করিলেই আত্মীয়গণের রুধিরযুক্ত অর্থকামনারূপ ভোগ্য-বিষয়ই উপভোগ করিতে হইবে ॥ ৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তর্হি তানহত্বা তব দেহযাত্রাঽপি ন স্যাদিতি চেৎ ? তত্রাহ—গুরূনিতি। গুরূন্ দ্রোণাচার্য্যাদীন্। অহত্বা পরলোকবিরুদ্ধং গুরুবধমকুর্ব্বেহলোকে ভিক্ষান্নমপি ভোক্তুং শ্রেয় উচিতম্। বিপক্ষে তু ন কেবলং পরত্র দুঃখম্। কিন্ত্বিহৈব চ নরকদুঃখমনুভবেয়মিত্যাহ—হত্বেতি। গুরূন্ হত্বৈব রুধিরেণ প্রদিগ্ধান্ প্রকর্ষেণ লিপ্তানর্থকামাত্মকান্ ভোগানহং ভুঞ্জীয়াঽশ্নীয়াম্। যদ্বা—অর্থকামানিতি গুরূণাং বিশেষণম্। অর্থতৃষ্ণাকুলত্বাদেতে তাবদ্যুদ্ধান্ন নিবর্ত্তেরন্। তস্মাৎ তদ্বধঃ প্রসজ্যেতৈবেত্যর্থঃ। তথাচ যুধিষ্ঠিরং প্রতি ভীষ্মেনোক্তম্—অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসত্বর্থো ন কস্যচিৎ। ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ ॥ ইতি ॥ (মহা, ভীষ্মপর্ব্ব, ৪৩'৪১ ॥) ॥ ৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। পাছে ভগবান্ বলেন যে, ভীষ্মদ্রোণাদি পূর্ব্বে গুরুবৎ পূজ্য ছিলেন বটে, কিন্তু এক্ষণে সে মর্য্যাদার অযোগ্য হইয়াছেন, কেননা—

"গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাঽকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথং প্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে ॥" রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ২১।১৩।

যে গুরু অহঙ্কারাদি দোষে মত্ত, যিনি শাস্ত্র বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ত্তব্যার্থ বিদিত নহেন, ও যিনি শাস্ত্রনিষিদ্ধ উন্মার্গে গমন করেন, সে গুরুকে শিষ্য পরিত্যাগ করিবেন। এই আশঙ্কা-পরিহারার্থ পুনঃ কহিতেছেন যে, গুরুজনবধে পরলোকে হানি হইবে, আবার ইঁহাদিগকে বধ না করিলে রাজ্যও পাইবার উপায় নাই। অগত্যা আমাকে ভিক্ষান্নোপজীবীই হইতে হইবে। কিন্তু হে ভগবন্! সেও ভাল, কেননা—

অকৃত্বা পরসন্তাপমগত্বা খলমন্দিরম্।
অক্লেশয়িত্বা চাত্মানং যদল্পমপি তদ্বহু ॥

পরপীড়ন না করিয়া, বেদবিরোধী নাস্তিক দুষ্ট দুর্জ্জনের গৃহে না গিয়া এবং আত্মাকে ক্লেশ না দিয়া যে অল্প বস্তু পাওয়া যায়, তাহাই বহু বলিয়া স্বীকার করা উচিত। দূষিত গুরু বর্জ্জনীয়, এই আশঙ্কা অপনোদনার্থই "মহানুভাব" বিশেষণটী ব্যবহৃত হইয়াছে, অর্থাৎ ইঁহারা শ্রবণ, অধ্যয়ন, তপঃ, আচারাদি মহদ্গুণবিভূষিত। ইঁহারা পরিত্যাগযোগ্য নহেন। যদি দূষিত বলিয়া গ্রহণ কর, তবে শ্লোকের তৃতীয় পদটী "হিমহানুভাবান্ এইরূপে অর্থ করিয়া দেখ। "হিমং জাড্যং হন্তীতি হিমহা আদিত্যোঽগ্নির্বা। তস্যেব অনুভাবঃ সামর্থ্যং যেষাং তে হিমহানুভাবাঃ।

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম-
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ৬ ॥

তান্"। অর্থাৎ জড়তারূপ হিম নাশক=সূর্য্য বা অগ্নির ন্যায় সামর্থ্যযুক্ত যাঁহারা, তাঁহাদিগকে ক্ষুদ্র দোষ সকল স্পর্শই করিতে পারে না, যথা—

"ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাং চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা॥' ভাগবত, ১০।৩১।৩০॥

যেমন অগ্নি শুদ্ধ ও অশুদ্ধ সকল দ্রব্য আত্মসাৎ করিয়াও "পাবকই" থাকেন,অপবিত্র হয়েন না, তদ্রূপ ঈশ্বরভাবাপন্ন পুরুষে ধর্ম্মবিরুদ্ধ দোষ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের তেজঃ-প্রভাববশতঃ তাঁহাদিগকে দূষিত করিতে পারে না। অতএব যদিও দোষ থাকে, তথাচ ভীষ্মাদি মহাতেজা পুরুষগণ ত্যাজ্য নহেন। বস্তুতঃ উঁহাদেরই বা দোষ কি? পিতামহ বলিয়াছেন যে—

"অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্ত্বর্থো ন কস্যচিৎ।
ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ॥" মহাভারত, ভীষ্মপর্ব্ব, ৪৩।৪১॥

মনুষ্য অর্থেরই দাস, অর্থ কাহারও দাস নহে। হে মহারাজ। তজ্জন্য আমি কুরুধনে আবদ্ধ রহিয়াছি। অধীনতাপ্রযুক্তই ভীষ্মাদিকে যুদ্ধার্থী হইতে হইয়াছে। অর্থকামনা দোষাদিও তেজস্বী ভীষ্মাদিকে কলুষিত করিতে পারে না। অতএব শুদ্ধস্বভাব গুরুগণকে বধ করিয়া আমি ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য করিব না। কেননা, ইঁহাদের বধ দ্বারা যে আমরা কেবল অযশোরূপরুধিরসিক্ত অর্থ ও কাম প্রাপ্তি হইব এমন নহে, ধর্ম্ম ও মোক্ষ হইতেও আমি বঞ্চিত হইব॥ ৫॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। নঃ (আমাদিগের) কতরৎ (কোনটি) গরীয়ঃ (গুরুতর) এতৎ চ (ইহাও) ন বিদ্মঃ (জানি না), যদ্বা (যদি বা) জয়েম (আমরা জয় লাভ করি), যদি বা (কিংবা) নঃ (আমাদিগকে) জয়েয়ুঃ (উহারা জয় করে)। যান্ এব (যাহাদিগকে) হত্বা (হনন করিয়া) ন জিজীবিষামঃ (জীবিত থাকিতে চাহিনা) তে (সেই) ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ (ধৃতরাষ্ট্র-পক্ষীয়েরা) প্রমুখে (সম্মুখে) অবস্থিতাঃ (অবস্থিত রহিয়াছে)॥ ৬॥

বঙ্গানুবাদ। এই যুদ্ধে জয় ও পরাজয়ের মধ্যে বস্তুতঃ কোন্‌টী অধিক গৌরবসূচক, তাহা আমরা জানিতে পারিতেছি না; কেননা যাহাদিগকে সংহার করিয়া আমরা জীবিত থাকিতেই চাহি না, সেই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণই আমাদিগের সম্মুখে অবস্থিত রহিয়াছেন॥ ৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ যদ্যধর্ম্মমঙ্গীকরিষ্যামস্তথাঽপি কিমস্মাকং জয়ঃ

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥ ৭ ॥

পরাজয়ো বা ভবেদিতি ন জ্ঞায়ত ইত্যাহ—ন চৈতদিত্যাদি। এতয়োর্ম্মধ্যে নোঽস্মাকং কতরৎ কিং নাম গরীয়োঽধিকতরং ভবিষ্যতীতি ন বিদ্মঃ। তদেব দ্বয়ং দর্শয়তি—যদ্বেতি। যদ্বৈতান্ বয়ং জয়েম জেষ্যামঃ। যদি বা নোঽস্মানেতে জয়েয়ুর্জেষ্যন্তীতি। কিঞ্চাঽস্মাকং জয়োঽপি ফলতঃ পরাজয় এবেত্যাহ—যানিতি। যানেব হত্বা জীবিতং নেচ্ছামস্ত এবৈতে সম্মুখেঽবস্থিতাঃ ॥ ৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। শাস্ত্রানুসারে ভিক্ষান্নভোজন ক্ষত্রিয়ধর্ম্মবিরুদ্ধ, বরং যুদ্ধাদিই তাঁহাদের বিহিত ধর্ম্ম। ভগবানের এই আপত্তিপরিহারার্থ অর্জ্জুন বলিতেছেন, এ যুদ্ধের পরিণাম যে কি হইবে, তাহা কে জানে? ভীষ্মদ্রোণাদির হস্তে আমি পরাস্তও হইতে পারি। তাহা হইলে আমাদিগকে ভিক্ষা করিয়াই দিনপাত করিতে হইবে অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে। তবে প্রথমেই ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করি না কেন? অন্যথা ইষ্টবর্গকে হনন করিয়া জয়লাভও পরাজয় মধ্যে গণ্য। অতএব লোকতঃ ও ধর্ম্মতঃ আমাদের পরাজয়ই দেখিতেছি ॥ ৬ ॥

প্রথমাধ্যায় ও দ্বিতীয়াধ্যায়ের ৫ম শ্লোক পর্য্যন্ত সংসারের বিবিধ দোষ প্রদর্শিত ও বর্ণাশ্রমীদিগের ধর্ম্মাধিকার ভেদ নিরূপিত হইল। "ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি" ইত্যাদি (৩১) শ্লোকে যুদ্ধকালে বীরের মরণেও যোগযুক্ত সন্ন্যাসীর সমান যোগক্ষেমাদির প্রাপ্তি বর্ণিত ও তাহাতে মোক্ষরূপ শ্রেয়ঃ কথিত হইয়াছে, এবং তাহা ভিন্ন সমস্তই অশ্রেয়ঃ। এই আভাসে নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক প্রদর্শিত হইয়াছে। 'ন কাঙ্ক্ষে' ইত্যাদি (৩১) শ্লোকে সংসারের বিষয়সুখে বৈরাগ্য বর্ণিত হইয়াছে। "অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য" ইত্যাদি (৩৫) বাক্যে স্বর্গাদি সুখে ও বৈরাগ্য কথিত হইয়াছে। "নরকে নিয়তং বাসঃ" ইত্যাদি (৪৩) বাক্যে স্থূল শরীর হইতে স্বতন্ত্র আত্মার স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। "কিং নো রাজ্যেন" ইত্যাদি (৩২) বাক্যে মনোনিগ্রহরূপ "শম" প্রদর্শিত হইয়াছে। "কিং ভোগৈঃ" ইত্যাদি (৩২) বাক্যে ইন্দ্রিয়নিগ্রহরূপ 'দম" গুণ কথিত হইয়াছে। "যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি" ইত্যাদি (৩৭) বাক্যে নির্লোভিতা বর্ণিত হইয়াছে। "তন্মে ক্ষেমতরম্" ইত্যাদি (৪৫) বাক্যে তিতিক্ষাদি প্রদর্শিত হইয়াছে। "শ্রেয়ো ভোক্তুম্" ইত্যাদি (২।৫) বাক্যে সন্ন্যাস উপলক্ষিত হইয়াছে। অতঃপর ব্রহ্মসাক্ষাৎকার জন্য ব্রহ্মবেত্তা গুরু সমীপে শিষ্য গমন করিবেন, ইহাই শ্রুতির মত। ইহপরলোকগত বিষয়সুখে বৈরাগ্যবান্ হইয়া যিনি ব্রহ্মবেত্তা গুরুর শরণাগত হয়েন, তিনিই ব্রহ্মবিদ্যালাভের অধিকারী। শ্রুতিবিহিতক্রমে অর্জ্জুনের ভিক্ষাচর্য্যার—সন্ন্যাসগ্রহণের—প্রবৃত্তি এতাবৎ প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে তাঁহার ব্রহ্মবেত্তা গুরুর শরণাগত হওয়াই প্রদর্শিত হইতেছে ॥ ৬ ॥

———:০:———

অন্বয়বোধিনী। (অহং) কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ (অজ্ঞান জনিত নীচতা দোষে কলুষিত চিত্ত) ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ (ধর্ম্মবুদ্ধিবিমূঢ়) [হইয়া] ত্বাং পৃচ্ছামি (তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি) মে (আমার) যৎ (যাহা) শ্রেয়ঃ স্যাৎ (মঙ্গলকর হইবে) তৎ (তাহা) নিশ্চিতং (নিশ্চয়পূর্ব্বক) ব্রূহি (বল)। অহং (আমি তে) (তোমার) শিষ্যঃ। ত্বাং প্রপন্নম্ (তোমার শরণাগত) মাং (আমাকে) শাধি (উপদেশ দাও) ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। আমি কার্পণ্যকলুষিতচিত্ত ও প্রকৃত ধর্ম্মবুদ্ধিবিমূঢ় হইয়াছি। আমি শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক তোমার শরণাগত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি আমার শ্রেয়ঃসাধনের উপদেশ প্রদান কর ॥ ৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তস্মাৎ—কার্পণ্যেত্যাদি। এতান্ হত্বা কথং জীবিষ্যাম ইতি কার্পণ্যম্। দোষশ্চ কুলক্ষয়কৃতঃ। তাভ্যামুপহতোঽভিভূতঃ স্বভাবঃ শৌর্য্যাদিলক্ষণো যস্য সোঽহং ত্বাং পৃচ্ছামি। তথা ধর্ম্মে সংমূঢ়ং চেতো যস্য সঃ। যুদ্ধং ত্যক্ত্বা ভিক্ষাঽটনমপি ক্ষত্রিয়স্য ধর্ম্মোঽধর্ম্মো বেতি সন্দিগ্ধচিত্তঃ সন্নিত্যর্থঃ। অতো মে যন্নিশ্চিতং শ্রেয়ঃ স্যাত্তদ্ ব্রূহি। কিঞ্চ তেঽহং শিষ্যঃ শাসনার্হঃ। অতস্ত্বাং প্রপন্নং শরণং গতং মাং শাধি শিক্ষয় ॥ ৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। "যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ"। শ্রুতিঃ (ক)। হে গার্গি! অধিকারিমনুষ্যদেহপ্রাপ্ত হইয়াও যে ব্যক্তি এই অক্ষর আত্মাকে বিদিত না হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করে, সেই অজ্ঞানী পুরুষ কৃপণ। স্মৃতিও বলেন 'কৃপণোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ' অজিতেন্দ্রিয় পুরুষই কৃপণ। দেহাদির ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি, ও ইনি পর, উনি আত্মীয় ইত্যাদি অনাত্মবুদ্ধিরূপ অজ্ঞানতার অধ্যাসের নামই কার্পণ্য। অর্জ্জুনের সত্ত্বগুণোদয় হইয়াছে বটে, কিন্তু কার্পণ্য দোষে অহংমমেতি বুদ্ধি বিনষ্ট হয় নাই, অথচ যুদ্ধপ্রবৃত্তিরূপ ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম—উৎসাহ—উদ্যম দুর্ব্বল হইয়াছে। বর্ণাশ্রমবৃত্তিবিপ্লববশতঃ অর্জ্জুন কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন। এক্ষণে অর্জ্জুন আপনাকে দীনভাবাপন্ন জানিয়া জগদ্গুরু কৃষ্ণের "সখা" ছাড়িয়া "শিষ্যত্ব" স্বীকার করিলেন। কেননা পুত্রভাবাপন্ন বা শিষ্য হইয়া জিজ্ঞাসু না হইলে উপদেষ্টা ব্রহ্মবিদ্যার শিক্ষা দিবেন না, ইহাই শ্রুতিসিদ্ধ নিয়ম। অর্জ্জুন পরমপুরুষার্থ রূপ "শ্রেয়ঃ" উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। শ্রেয়ঃ দ্বিবিধ। ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক। যাহার শুভলাভে অনিশ্চয়ত্ব, এবং লব্ধ হইলেও অস্থায়িত্ব আছে, তাহা ঐকান্তিক, এবং যাহা নিশ্চয় শুভদায়ক ও যে শুভ কদাপি নষ্ট হইবার নহে, তাহাই আত্যন্তিক। যজ্ঞাদি দ্বারা স্বর্গফলাদি লাভ ঐকান্তিক ও ব্রহ্মাত্মজ্ঞান দ্বারা মোক্ষ লাভ আত্যন্তিক শ্রেয়ঃ। এই আত্যন্তিক শ্রেয়ঃই পরম পুরুষার্থজনক। অর্জ্জুনের এই শ্রেয়োলাভই প্রার্থনীয়। এখানে কৃষ্ণার্জ্জুনের লৌকিক সখ্যভাবের পরিবর্ত্তে গুরুশিষ্য সম্বন্ধ শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধ হইল। যথা—

"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাঽভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠমিতি। (খ) ॥ ভৃগুর্বৈ

(ক) বৃ—উ—৩।৮।১০। (খ) মুণ্ড—উ ১।২।১২।

ন হি প্রপশ্যামি মমাঽপনুদ্যাদ্
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
রাজ্যং সুরাণামপি চাঽধিপত্যম্ ॥ ৮ ॥

বারুণির্ব্বরুণং পিতরমুপ সসার অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি।" (ক) ॥ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার জন্য এই অধিকারী পুরুষ সমিৎপাণি হইয়া শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু সমীপে যাইবে। বরুণাত্মজ ভৃগু ঋষি নিজ পিতা বরুণ সমীপে গিয়া বলিলেন, হে ভগবন্! আমাকে ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করুন ॥ ৭ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। ভূমৌ (পৃথিবীতে) অসপত্নম্ (শত্রুশূন্য) ঋদ্ধং (সমৃদ্ধিপূর্ণ) রাজ্যং, সুরাণামপি (দেবতাদিগেরও) আধিপত্যং চ (অধিপতিত্ব), অবাপ্য (পাইয়া) যৎ [যে উপায়] মম ইন্দ্রিয়াণাম্ (ইন্দ্রিয়গণের) উচ্ছোষণম্ (সন্তাপদাতা) শোকং (শোক) অপনুদ্যাৎ (নিবারণ করিতে পারে) [সেই উপায়] ন হি প্রপশ্যামি (দেখিতে পাইতেছি না।) ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। ইন্দ্রিয়বর্গের সন্তাপদাতা এই মহা মনোবৈকল্যের অপনোদনার্থ কোন শ্রেয়স্কর উপায়ই দেখিতেছি না। বৈরিবর্জ্জিত নিষ্কণ্টক সমস্ত পৃথিবীর রাজ্য সমৃদ্ধিই প্রাপ্ত হই, অথবা স্বর্গেরই অধিপতিই হই, এতাবতের কিছুতেই আমি কল্যাণ দেখিতেছি না ॥ ৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ত্বমেব বিচার্য্য যদ্ যুক্তং তৎ কুর্ব্বিতি চেৎ? তত্রাহ— ন হি প্রপশ্যামীতি। ইন্দ্রিয়াণামুচ্ছোষণমতিশোষণকরং মদীয়ং শোকং যৎ কর্ম্মাঽপনুদ্যাদপনয়েৎ তদহং ন প্রপশ্যামীতি। যদ্যপি ভূমৌ নিষ্কণ্টকং সমৃদ্ধং রাজ্যং প্রাপ্স্যামি তথা সুরেন্দ্রত্বমপি যদি প্রাপ্স্যাম্যেবমভীষ্টং তত্তৎ সর্ব্বমবাপ্যাঽপি শোকাঽপনোদনোপায়ং ন প্রপশ্যামীত্যন্বয়ঃ ॥ ৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। অর্জ্জুন সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা হইলেও ভগবানের নিকট শিষ্যের কর্ত্তব্যানুরূপ নিজ ত্রুটি, অদূরদর্শিতা ও অজ্ঞানতার পরিচয় দিলেন। শাস্ত্রবেত্তা হইলেই যে শোকসন্তাপের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবেন, এরূপ নহে। দেবর্ষি নারদও এইরূপ সনৎকুমারকে বলিয়াছিলেন, "সোঽহং ভগবঃ শোচামি তং মাং ভগবাঞ্ছোকস্য পারং তারয়তু" ইতি (খ)। হে ভগবন্! ভবাদৃশ মহাত্মার মুখে শুনিয়াছি যে আত্মবেত্তাগণ শোক হইতে নিস্তার করেন। আমি শোকসন্তপ্ত—আত্মবোধবিহীন—আপনি আমার শোকাপনোদন করুন। অর্জ্জুনের শোক—মনস্তাপ সাধারণ নহে। উহা বিপুল বিভব—রাজ্য বা স্বর্গপ্রাপ্তি আদি কোন অনিত্য সুখ দ্বারা নিবৃত্ত হইবার নহে। "তদ্যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র

(ক) তৈ—উ ভৃ—ব ১।১ (খ) ছা—উ ৭।১।৩

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ॥ ৯॥

পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে" ইতি শ্রুতিঃ। (ক)॥ কর্ম্মভোগ জন্ম ইহলোকে প্রাপ্ত বিষয়াদি যেমন নশ্বর, পুণ্যলব্ধ স্বর্গাদিও তাদৃশ বিধ্বংসধর্ম্মী। বিজয় লাভে রাজলক্ষ্মী হস্তগতই হউক, অথবা সম্মুখসমরে মরণজন্য স্বর্গলাভই হউক, অর্জ্জুনের শোক ইহার কিছুতেই নিবৃত্ত হইবে না। বরং বৃদ্ধি পাইবে॥ ৮॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। সঞ্জয় উবাচ। পরন্তপঃ গুড়াকেশঃ (জিতনিদ্র) হৃষীকেশং গোবিন্দম্ (কৃষ্ণকে) এবম্ (এইরূপ) উক্ত্বা (বলিয়া) ন যোৎস্যে (আমি যুদ্ধ করিব না) ইতি (এই কথা) উক্ত্বা (বলিয়া) তূষ্ণীং (নীরব) বভূব (হইলেন)॥ ৯॥

বঙ্গানুবাদ। সঞ্জয় কহিলেন, শত্রুসন্তাপদাতা জিতনিদ্র অর্জ্জুন "আমি যুদ্ধ করিব না" এইরূপ হৃষীকেশ গোবিন্দকে নিবেদন করিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন॥ ৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ কিং কৃতবানিত্যপেক্ষায়াং—সঞ্জয় উবাচ—এবমিত্যাদি॥ ৯॥

গীতার্থসন্দীপনী। অতঃপর অর্জ্জুন কি করিলেন, ধৃতরাষ্ট্রের ইহা জানিবার ইচ্ছা তৃপ্ত করিবার জন্যই সঞ্জয় বলিলেন, যিনি নিদ্রা বা আলস্যকে জয় করিয়াছেন, যিনি মহা উদ্যোগী পুরুষ ও যাঁহার প্রতাপে শত্রুগণ সদাই পীড়িত, আজ সেই বীরকেশরী সাত্ত্বিক বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া নিশ্চেষ্টের ন্যায় বাহ্যেন্দ্রিয়নিরোধপূর্ব্বক তূষ্ণীভূত হইলেন। "হৃষীকেশ" শব্দ-প্রয়োগে সঞ্জয়ের অভিপ্রায় এই যে, হে ধৃতরাষ্ট্র! অর্জ্জুন ইন্দ্রিয়নিরোধ করিলে কি হইবে? ভগবান্ ইন্দ্রিয়গণের অধীশ্বর, অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন। এখনই ইন্দ্রিয়বর্গে ঐশী শক্তি সঞ্চার পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে কার্য্যতৎপর করিবেন। "গোবিন্দ" শব্দের শাস্ত্রসিদ্ধ অর্থ "গোভির্বেদান্তবাক্যৈরেব বিদ্যতে লভ্যত ইতি গোবিন্দঃ"। গোশব্দ "তত্ত্বমসি" "অহং ব্রহ্মাঽস্মি" আদি বেদান্তবাক্যবাচক। যিনি এতন্মহাবাক্য দ্বারা লভ্য, তিনিই "গোবিন্দ"। অথবা "গাং বেদলক্ষণাং বাণীং বিন্দতীতি "গোবিন্দঃ"। যিনি বেদচতুষ্টয়ের গুহ্যকথা সমস্তই বিদিত আছেন, তিনিই গোবিন্দ। গোবিন্দশব্দদ্বারা সঞ্জয় ইহাই সঙ্কেত করিলেন যে, যিনি সাক্ষাৎ ভগবান্ ও স্থূলদেহে ব্রহ্মাত্মতত্ত্ববেত্তা, তিনি থাকিতে অর্জ্জুনের এই সামান্য শোকজনিত তূষ্ণীম্ভাব অপসারণে কতক্ষণ বিলম্ব লাগিবে?॥ ৯॥

——:o:——

(ক) ছা—উ—৮।১।৬।

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥ ১০ ॥
অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়বোধিনী। [হে] ভারত। (অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্র) হৃষীকেশঃ (ইন্দ্রিয়নিয়ন্তা) প্রহসন্ ইব (যেন উপহাস করিয়া) উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে (দুই সৈন্যদলের মধ্যস্থলে) দন্তং (বিষাদগ্রস্ত) তম্ (তাঁহাকে) ইদং বচঃ (এই বাক্য) উবাচ (বলিলেন) ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে ভারত! তখন হৃষীকেশ হাসিতে হাসিতে উভয় সৈন্য-দলমধ্যবর্ত্তী বিষাদগ্রস্ত অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ॥ ১০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ততঃ কিং বৃত্তমিত্যাহ—তমুবাচেতি। প্রহসন্নিবেতি প্রসন্নমুখঃ সন্নিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যে মহাযুদ্ধে বিজয় লাভের জন্য অর্জ্জুন বনবাস কালে কঠোর ব্রত করিয়া পাশুপতাস্ত্র ও ঐন্দ্রাস্ত্র আদি অমোঘ বাণকৌশল শিক্ষা করিলেন, এবং পূর্ব্ব হইতে কত উদ্যোগ, কত উৎসাহ করিয়া আসিতেছেন, আজ সেই মহাবীরকেশরীকে নিশ্চেষ্টবৎ উপবিষ্ট দেখিয়া চক্রিচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। অর্জ্জুনকে লজ্জা দিবার জন্য নহে, কিন্তু তাঁহার বীরভাব পুনঃ সচেতন করিবার জন্যই ভগবানের হাস্য। ভগবান্ সর্ব্বভূতের আত্মাস্বরূপ, আত্মা হাস্যযুক্ত বা প্রসন্নভাবযুক্ত থাকিলে শরীর, মন, প্রাণ ইন্দ্রিয়াদি সকলই প্রফুল্ল ও বিকশিত হয়। তাই জড়ভাবাপন্ন অর্জ্জুনকে পুনর্ব্বিকশিত ও তেজোযুক্ত করিবার জন্যই যেন সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ভগবান্ "হৃষীকেশ" হাস্য করিলেন। ইহাতে অর্জ্জুনের হৃদয়ে প্রবল তেজ ও সামর্থ্যের সঞ্চার হইবে। যুদ্ধে আসিবার পূর্ব্বে এরূপ হইলে কোন কথাই ছিল না, কিন্তু "সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে" যুদ্ধসজ্জায় উপস্থিত হইয়া এই অবস্থাদর্শনে সমস্ত লোকই হাস্য করিবে। ভগবান্ স্বয়ং হাস্য করিয়া অর্জ্জুনকে তাহারও সঙ্কেত করিলেন ॥ ১০ ॥

-:o:-

অন্বয়বোধিনী। [শ্রীভগবান্ কহিলেন]। ত্বম্ অশোচ্যান্ (অনুশোচনার অযোগ্যগণের জন্য) অন্বশোচঃ (অনুশোচনা করিয়াছ), চ (এবং) প্রজ্ঞাবাদান্ (পণ্ডিত-দিগের ন্যায় বাক্য) ভাষসে (বলিতেছ), [কিন্তু] পণ্ডিতাঃ (পণ্ডিতেরা) গতাসূন্ (মৃত) অগতাসূন্ চ (ও জীবিত বন্ধুদিগের জন্য) ন অনুশোচন্তি (শোক করেন না) ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ। ভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! যাহাদের জন্য শোক করিবার প্রয়োজন নাই, তুমি নিরর্থক তাহাদের জন্য শোক করিয়া অবিবেকীর ন্যায়

কার্য্য করিতেছ। তুমি কথা কহিতেছ পণ্ডিতের ন্যায়, কিন্তু বস্তুতঃ তোমাকে পণ্ডিত বলিয়া বোধ হইতেছে না। কেননা, পণ্ডিতগণ মৃত বা জীবিত কাহারও জন্য শোক প্রকাশ করেন না॥ ১১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকম্—ইত্যারভ্য—ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ—ইত্যন্তঃ প্রাণিনাং শোকমোহাদিসংসারবীজভূতদোষোদ্ভবকারণপ্রদর্শনার্থত্বেন ব্যাখ্যেয়ো গ্রন্থঃ। তথাহর্জ্জুনেন রাজ্যগুরুপুত্রমিত্রসুহৃৎস্বজনসম্বন্ধিবান্ধবেষ্বহমেষাং মমৈত ইত্যেবংপ্রত্যয়নিমিত্তস্নেহবিচ্ছেদাদিনিমিত্তাবাত্মনঃ শোকমোহৌ প্রদর্শিতৌ—কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে—ইত্যাদিনা। শোকমোহাভ্যাং হ্যভিভূতবিবেকবিজ্ঞানঃ স্বত এব ক্ষাত্রধর্ম্মে যুদ্ধে প্রবৃত্তোঽপি তস্মাদ্‌যুদ্ধাদুপররাম। পরধর্ম্মং চ ভিক্ষাজীবনাদিকং কর্ত্তুং প্রববৃতে। তথা চ সর্ব্বপ্রাণিনাং শোকমোহাদিদোষাবিষ্টচেতসাং স্বভাবত এব স্বধর্ম্মপরিত্যাগঃ প্রতিষিদ্ধসেবা চ স্যাৎ। স্বধর্ম্মে প্রবৃত্তানামপি তেষাং বাঙ্মনঃকায়াদীনাং প্রবৃত্তিঃ ফলাঽভিসন্ধিপূর্ব্বিকৈব সাঽহঙ্কারা চ ভবতি। তত্রৈবং সতি ধর্ম্মাঽধর্ম্মোপচয়াদিষ্টাঽনিষ্টজন্মসুখদুঃখপ্রাপ্তিলক্ষণঃ সংসারোঽনুপরতো ভবতীতি। অতঃ সংসারবীজভূতৌ শোকমোহৌ। তয়োশ্চ সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসপূর্ব্বকাদাত্মজ্ঞানান্নাঽন্যতো নিবৃত্তিরিতি তদুপদিদিক্ষুঃ সর্ব্বলোকাঽনুগ্রহার্থমর্জ্জুনং নিমিত্তীকৃত্যাহ ভগবান্ বাসুদেবঃ—অশোচ্যানিত্যাদি।

তত্র কেচিদাহুঃ—সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসপূর্ব্বকাদাত্মজ্ঞাননিষ্ঠামাত্রাদেব কেবলাৎ কৈবল্যং ন প্রাপ্যত এব। কিং তর্হি? অগ্নিহোত্রাদিশ্রৌতস্মার্ত্তকর্ম্মসহিতাজ্জ্ঞানাৎ কৈবল্যপ্রাপ্তিরিতি সর্ব্বাসু গীতাসু নিশ্চিতোঽর্থ ইতি। জ্ঞাপকং চাহুরস্যাঽর্থস্য—অথ চেত্ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি—কর্ম্মণ্যেবাঽধিকারস্তে—কুরু কর্ম্মৈব তস্মাত্ত্বম্—ইত্যাদি। হিংসাদিযুক্তত্বাদ্বৈদিকং কর্ম্মাঽধর্ম্মায়েতীয়মপ্যাশঙ্কা ন কার্য্যা। কথং? ক্ষাত্রং কর্ম্ম যুদ্ধলক্ষণং গুরুভ্রাতৃপুত্রাদিহিংসালক্ষণমত্যন্তক্রূরমপি স্বধর্ম্ম ইতি কৃত্বা নাঽধর্ম্মায়। তদকরণে চ—ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিং চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি—ইতি ব্রুবতা যাবজ্জীবাদিশ্রুতিচোদিতানাং পশ্বাদিহিংসালক্ষণানাং চ কর্ম্মণাং প্রাগেব নাঽধর্ম্মত্বমিতি সুনিশ্চিতমুক্তং ভবতীতি।

তদসৎ। জ্ঞানকর্ম্মনিষ্ঠয়োর্বিভাগবচনাদ্বুদ্ধিদ্বয়াশ্রয়য়োঃ। অশোচ্যানিত্যাদিনা ভগবতা যাবৎ—স্বধর্ম্মমপি চাঽবেক্ষ্য—ইত্যেতদন্তেন গ্রন্থেন যৎ পরমার্থাত্মতত্ত্বনিরূপণং কৃতং তৎ সাংখ্যম্। তদ্বিষয়া বুদ্ধিরাত্মনো জন্মাদিষড্‌বিক্রিয়াভাবাদকর্ত্তাত্মেতি প্রকরণার্থনিরূপণাদ্যা জায়তে সা সাংখ্যবুদ্ধিঃ। সা যেষাং জ্ঞানিনামুচিতা ভবতি তে সাংখ্যাঃ। এতস্যা বুদ্ধের্জ্জন্মনঃ প্রাগাত্মনো দেহাদিব্যতিরিক্তস্য কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদ্যপেক্ষো ধর্ম্মাঽধর্ম্মবিবেকপূর্ব্বকো মোক্ষসাধনাঽনুষ্ঠাননিরূপণলক্ষণো যোগঃ। তদ্বিষয়া বুদ্ধির্যোগবুদ্ধিঃ। সা যেষাং কর্ম্মিণামুচিতা ভবতি তে যোগিনঃ। তথা চ ভগবতা বিভক্তে দ্বে বুদ্ধী নির্দ্দিষ্টে—এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু—ইতি। তয়োশ্চ সাংখ্যবুদ্ধ্যাশ্রয়াং জ্ঞানযোগেন নিষ্ঠাং সাংখ্যানাং বিভক্তাং বক্ষ্যতি

পুরা বেদাত্মনা ময়া প্রোক্তেতি। তথা চ যোগবুদ্ধ্যাশ্রয়াং কর্ম্মযোগেণ নিষ্ঠাং বিভক্ষ্যাং চ বক্ষ্যতি—কর্ম্মযোগেণ যোগিনামিতি। এবং সাংখ্যবুদ্ধিং যোগবুদ্ধিং চাশ্রিত্য দ্বে নিষ্ঠে বিভক্তে ভগবতৈবোক্তে জ্ঞানকর্ম্মণোঃ কর্ত্তৃত্বাকর্ত্তৃত্বৈকত্বানেকত্ববুদ্ধ্যাশ্রয়য়োর্যুগপদেকপুরুষাশ্রয়ত্বা-সম্ভবং পশ্যতা। যথৈতদ্বিভাগবচনং তথৈব দর্শিতং শাতপথীয়ে ব্রাহ্মণে—এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তো ব্রাহ্মণাঃ প্র ব্রজন্তীতি (ক)। সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসং বিধায় তচ্ছেষেণ—কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মাঽয়ং লোক ইতি (খ)। তত্রৈব চ—প্রাগ্দারপরিগ্রহণাৎ পুরুষ আত্মা প্রাকৃতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসোত্তরকালং লোকত্রয়সাধনং পুত্রং দ্বিপ্রকারং চ বিত্তং মানুষং দৈবং চ। তত্র মানুষং বিত্তং কর্ম্মরূপং পিতৃলোকপ্রাপ্তিসাধনং বিদ্যাং চ দৈবং বিত্তং দেবলোক-প্রাপ্তিসাধনং সোঽকাময়তেত্যবিদ্যাকামবত এব সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি শ্রৌতাদীনি দর্শিতানি। তেভ্যো ব্যুত্থায় প্রব্রজন্তীতি ব্যুত্থানমাত্মানমেব লোকমিচ্ছতোঽকামস্য বিহিতম্। তদেতদ্বিভাগ-বচনমনুপপন্নং স্যাদ্যদি শ্রৌতকর্ম্মজ্ঞানয়োঃ সমুচ্চয়োঽভিপ্রেতঃ স্যাদ্ভগবতঃ।

ন চার্জ্জুনস্য প্রশ্ন উপপন্নো ভবতি—জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধিরিত্যাদিঃ। এক-পুরুষানুষ্ঠেয়ত্বাসম্ভবং বুদ্ধিকর্ম্মণোর্ভগবতা পূর্ব্বমনুক্তং কথমর্জ্জুনোঽশ্রুতং বুদ্ধেশ্চ কর্ম্মণো জ্যায়স্ত্বং ভগবত্যধ্যারোপয়েন্মৃষৈব—জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধিরিতি।

কিঞ্চ যদি বুদ্ধিকর্ম্মণোঃ সর্ব্বেষাং সমুচ্চয় উক্তঃ স্যাৎ—অর্জ্জুনস্যাপি স উক্ত এবেতি। যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতমিতি কথমুভয়োরূপদেশে সত্যন্যতরবিষয় এব প্রশ্নঃ স্যাৎ? ন হি পিত্তপ্রশমনার্থিনো বৈদ্যেন মধুরং শীতং চ ভোক্তব্যমিত্যুপদিষ্টে তয়োরন্যতরৎ পিত্তপ্রশমনকারণং ব্রূহীতি প্রশ্নঃ সম্ভবতি।

অথার্জ্জুনস্য ভগবদুক্তবচনার্থবিবেকানবধারণনিমিত্তঃ প্রশ্নঃ কল্প্যেত? তথাপি ভগবতা প্রশ্নানুরূপং প্রতিবচনং দেয়ম্। ময়া বুদ্ধিকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয় উক্তঃ। কিমর্থমিত্থং ত্বং ভ্রান্তো-ঽসীতি? ন তু পুনঃ প্রতিবচনমননুরূপং পৃষ্টাদন্যদেব—দ্বে নিষ্ঠে ময়া পুরা প্রোক্তে—ইতি বক্তুং যুক্তম্।

নাঽপি স্মার্ত্তেনৈব কর্ম্মণা বুদ্ধেঃ সমুচ্চয়েঽভিপ্রেতে বিভাগবচনাদি সর্ব্বমুপপন্নম্। কিঞ্চ ক্ষত্রিয়স্য যুদ্ধং স্মার্ত্তং কর্ম্ম স্বধর্ম্ম ইতি জানতঃ—তৎ কিং ঘোরে মাং নিয়োজয়সীত্যু-পালম্ভোঽনুপপন্নঃ।

তস্মাদ্গীতাশাস্ত্রে ঈষন্মাত্রেণাঽপি শ্রৌতেন স্মার্ত্তেন বা কর্ম্মণাত্মজ্ঞানস্য সমুচ্চয়ো ন কেনচি-দ্দর্শয়িতুং শক্যঃ।

যস্য ত্বজ্ঞানাদ্রাগাদিদোষতো বা কর্ম্মণি প্রবৃত্তস্য যজ্ঞেন দানেন তপসা বা বিশুদ্ধসত্ত্বস্য জ্ঞানমুৎপন্নং পরমার্থতত্ত্ববিষয়মেকমেবেদং সর্ব্বং ব্রহ্মাঽকর্ত্তৃ চেতি তস্য কর্ম্মণি কর্ম্মপ্রয়োজনে চ নিবৃত্তেঽপি লোকসংগ্রহার্থং যত্নপূর্ব্বং যথা প্রবৃত্তিস্তথৈব কর্ম্মণি প্রবৃত্তস্য যৎ প্রবৃত্তিরূপং দৃশ্যতে

(ক) বৃ. উ. ৪.৪।২২। (খ) বৃ. উ. ৪.৪.২২।

ন তৎ কর্ম্ম যেন বুদ্ধেঃ সমুচ্চয়ঃ স্যাৎ। যথা ভগবতো বাসুদেবস্য ক্ষাত্রধর্ম্মচেষ্টিতং ন জ্ঞানেন সমুচ্চীয়তে পুরুষার্থসিদ্ধয়ে তদ্বত্তৎফলাভিসন্ধ্যহঙ্কারাভাবস্য তুল্যত্বাদ্বিদুষঃ। তত্ত্ববিত্তু নাহং করোমীতি মন্যতে। ন চ তৎফলমভিসন্ধত্তে। যথা চ স্বর্গাদিকামার্থিনোঽগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মসাধনায়াহিতাগ্নেঃ কাম্য এবাগ্নিহোত্রাদৌ প্রবৃত্তস্য সামিকৃতে বিনষ্টেঽপি কামে তদেবাগ্নিহোত্রাদ্যনুতিষ্ঠতোঽপি ন তৎ কাম্যমগ্নিহোত্রাদি ভবতি।

তথা চ দর্শয়তি ভগবান্—কুর্ব্বন্নপি ন করোতি ন লিপ্যতে—ইতি তত্র তত্র। যচ্চ পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতং—কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ—ইতি তত্তু প্রবিভজ্য বিজ্ঞেয়ম্। তৎ কথং? যদি তাবৎ পূর্ব্বে জনকাদয়স্তত্ত্ববিদোঽপি প্রবৃত্তকর্ম্মাণঃ স্যুস্তে লোকসংগ্রহার্থং গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি জ্ঞানেনৈব সংসিদ্ধিমাস্থিতাঃ। কর্ম্মসংন্যাসে প্রাপ্তেঽপি কর্ম্মণা সহৈব সংসিদ্ধিমাস্থিতাঃ। ন কর্ম্মসংন্যাসং কৃতবন্ত ইত্যেষোঽর্থঃ।

অথ ন তে তত্ত্ববিদঃ। ঈশ্বরসমর্পিতেন কর্ম্মণা সাধনভূতেন সংসিদ্ধিং সত্ত্বশুদ্ধিং জ্ঞানোৎপত্তিলক্ষণাং বা সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয় ইতি ব্যাখ্যেয়ম্। এতমেবার্থং বক্ষ্যতি ভগবান্—সত্ত্বশুদ্ধয়ে কর্ম্ম কুর্ব্বন্তীতি। স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানব ইত্যুক্ত্বা সিদ্ধিং প্রাপ্তস্য চ পুনর্জ্ঞাননিষ্ঠাং বক্ষ্যতি—সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্মেত্যাদিনা।

তস্মাদ্গীতাসু কেবলাদেব তত্ত্বজ্ঞানান্মোক্ষপ্রাপ্তিঃ। ন কর্ম্মসমুচ্চিতাদিতি নিশ্চিতোঽর্থঃ। যথা চায়মর্থস্তথা প্রকরণশো বিভজ্য তত্র তত্র দর্শয়িষ্যামঃ।

তত্রৈবং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতসো মিথ্যাজ্ঞানবতো মহতি শোকসাগরে নিমগ্নস্যার্জ্জুনস্যান্যত্রাত্মজ্ঞানাদুদ্ধরণমপশ্যন্ ভগবান্ বাসুদেবস্ততঃ কৃপয়ার্জ্জুনমুদ্দিধারয়িষুরাত্মজ্ঞানায়াবতারয়ন্নাহ—অশোচ্যানিত্যাদি। ন শোচ্যা অশোচ্যা ভীষ্মদ্রোণাদয়ঃ। সদ্বৃত্তত্বাৎ। পরমার্থরূপেণ চ নিত্যত্বাৎ। তানশোচ্যানন্বশোচোঽনুশোচিতবানসি। তে ম্রিয়ন্তে মন্নিমিত্তম্। অহং তৈর্ব্বিনাভূতঃ কিং করিষ্যামি রাজ্যসুখাদিনেতি। ত্বং প্রজ্ঞাবাদান্ প্রজ্ঞাবতাং বুদ্ধিমতাং বাদাংশ্চ বচনানি চ ভাষসে। তদেতন্মৌঢ্যং পাণ্ডিত্যং চ বিরুদ্ধমাত্মনি দর্শয়স্যুন্মত্ত ইবেত্যভিপ্রায়ঃ। যস্মাদ্গতাসূন্ গতপ্রাণান্ মৃতান্। অগতাসূনগতপ্রাণান্ জীবতশ্চ। নানুশোচন্তি পণ্ডিতা আত্মজ্ঞাঃ। পণ্ডা আত্মবিষয়া বুদ্ধির্যেষাং তে হি পণ্ডিতাঃ। পাণ্ডিত্যং চ নির্ব্বিদ্যেতি শ্রুতেঃ (ক)। পরমার্থতস্তু নিত্যানশোচ্যানশোচসি। অতো মূঢোঽসীত্যভিপ্রায়ঃ॥ ১১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। দেহাত্মনোরবিবেকাদস্যৈবং শোকো ভবতীতি তদ্বিবেকপ্রদর্শনার্থং—শ্রীভগবানুবাচ—অশোচ্যানিত্যাদি। শোকস্যাঽবিষয়ীভূতানেব বন্ধূংস্ত্বমন্বশোচোঽনুশোচিতবানসি—দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণেত্যাদিনা। অত্র কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতমিত্যাদিনা ময়া বোধিতোঽপি পুনশ্চ প্রজ্ঞাবতাং পণ্ডিতানাং বাদাঞ্ছব্দান্ কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে—ইত্যাদীন্ কেবলং ভাষসে। ন তু পণ্ডিতোঽসি। যতঃ পণ্ডিতা বিবেকিনো

(ক) বৃ. উ. ৩।৫।১।

গতাংসূন্ গতপ্রাণান্ বন্ধূন্ অগতাংসূংশ্চ জীবতোহপি—বন্ধুহীনা এতে কথং জীবিষ্যন্তীতি—নাহনুশোচন্তি ॥১১॥

গীতার্থসন্দীপনী। অনাত্মজ্ঞানই অর্জ্জুনের শোকদুঃখের প্রধান কারণ। স্বপ্রকাশ আনন্দস্বরূপ আত্মাতে স্থূলসূক্ষ্মাদিশরীরদৃষ্টির মূল অবিদ্যা উপাধির ভ্রম অতিক্রম করিতে না পারিয়াই অর্জ্জুন করুণাপরবশচিত্তে মুগ্ধ হইয়াছেন। আবার সত্ত্বগুণের প্রভাবে হিংসাদির দোষ দর্শনে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম [যুদ্ধ] পরিত্যাগ করিতেছেন। বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞানই প্রথম মোহের নিবর্ত্তক ও উহা প্রাণিমাত্রেরই কল্যাণপ্রদ। যুদ্ধাদি কার্য্যে হিংসাদি অন্যের পক্ষে পাপ হইলেও অর্জ্জুনের [ক্ষত্রিয়ের] পক্ষে যে তাহাই ধর্ম্ম, এতাবৎ সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝাইয়া অর্জ্জুনকে [শিষ্যকে] প্রবুদ্ধ করিবার জন্য ভগবান্ এই শ্লোকের অবতারণা করিলেন।

হে অর্জ্জুন। "নরকে নিয়তং বাসঃ" ইত্যাদি শ্লোকে, তুমি শরীর হইতে স্বতন্ত্র আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছ, কিন্তু স্থূলদেহনাশে যে সূক্ষ্মদেহ ও আত্মার বিনাশ হয় না, ইহা বুঝিয়াও তুমি শোক করিতেছ, এজন্য তোমাকে মূর্খ বলিয়া বোধ হইতেছে। যদি বল বশিষ্ঠাদি মহানুভবগণও তো পুত্রশোকে বিহ্বল হইয়াছিলেন, এই ভ্রমাপনোদনার্থ বক্তব্য এই যে, উহা শিষ্টাচারসম্ভূত। অর্থাৎ মলমূত্রাদির বেগোৎসর্গ যেমন স্বাভাবিক, শিষ্টগণের শোক বা আহ্লাদ প্রকাশ তাদৃশ স্বাভাবিক। উহা তোমার ন্যায় ধর্ম্মবিচার প্রতিপাদিত নহে। তুমি মনে মনে ধর্ম্ম কল্পনা করিয়া যে ভাবে মুগ্ধ হইয়াছ, বশিষ্ঠাদি সেরূপ হয়েন নাই। বস্তুতঃ ও বিচার করিয়া দেখ, সমাধিকালীন একমাত্র ব্রহ্মসত্তাময় তাবদ্দর্শনে যখন ভিন্নভিন্নদৃষ্টি তিরোহিত হয়, তখন তোমার স্বজন ও শত্রুই বা কোথায়, জন্ম ও মরণই বা কোথায়, এবং শোক ও হর্ষই বা কোথায়? সমাধি হইতে উঠিলেও যে বন্ধু বান্ধবাদি দৃষ্ট হয়, তাহা ব্রহ্মবেত্তৃগণ স্বচ্ছ চিদ্দর্পণে মিথ্যা মায়িক প্রতিবিম্ব মাত্র জানিয়া তাহাতে বিমুগ্ধ হয়েন না। গতাসু আত্মীয়গণ কোথায় কি অবস্থায় আছেন ও তাঁহাদের অভাবে জীবিত আত্মীয়গণই বা না জানি কি ক্লেশে আছেন, ইত্যাকার বৃথা চিন্তা বিবেকী পণ্ডিতগণের মনে উদিতই হইতে পারে না। স্বজন ও শত্রু উপাধি মাত্র। উপাধির মোহে বিমুগ্ধ হওয়া নিতান্ত অনর্থক ও মূর্খের কার্য্য। সমুদ্র জলময়, তরঙ্গও জলময়। সমুদ্রের তরঙ্গ গুলি একটীর পর আর একটী ক্রীড়া করিতে করিতে যেমন কোথায় চলিয়া যায়, তুমি আর দেখিতে পাও না, তদ্রূপ এই চিন্মহার্ণবে তরঙ্গরাশির ন্যায় জীবগণ ভবলীলা ক্ষেত্রে নৃত্য করিতে করিতে এই মহাসমুদ্রেই তোমার অলক্ষিতপথে বিহার করিয়া থাকে, তাহাতে তোমার শোকই বা কি, মোহই বা কেন? পণ্ডিতগণ আত্মাকে অজ ও অমর জানিয়া জীবের মরণে বৃথা পরিতাপ করেন না। ভীষ্মাদি পরমার্থতঃ নিত্য বিদ্যমান, অতএব তাঁহাদের জন্য আবার শোক কি? ॥ ১১ ॥

न त्वेवाऽहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः।
न चैव न भविष्यामः सर्व्वे वयमतः परम्॥ ১২॥

অন্বয়বোধিনী। জাতু (কখনও) অহং (আমি) ন তু আসম্ (ছিলাম না)। ত্বং ন আসীঃ (তুমি ছিলে না)। ইমে জনাধিপাঃ (এই নৃপতিগণ) ন আসন্ (ছিলেন না) ন তু এব (ইহা নহে)। অতঃ পরং চ (ইহার পরেও) সর্ব্বে বয়ং (আমরা সকলে) ন ভবিষ্যামঃ (থাকিব না) ন এব (তাহাও নহে)॥ ১২॥

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন! ইহার পূর্ব্বে কখনও যে আমি [স্বয়ং ভগবান্] ছিলাম না, তাহা নহে, তুমিও যে ছিলে না, তাহাও নহে, এই ভূপতিগণও যে ছিলেন না, তাহাও নহে। বস্তুতঃ আমি, তুমি ও এই রাজন্যবর্গ সকলেই ইতিপূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলাম, এবং ইহার পরে যে আমরা থাকিব না তাহাও নহে, ফলতঃ আমরা সকলেই ভবিষ্যতে বিদ্যমান থাকিব॥ ১২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কুতস্তেঽশোচ্যাঃ? যতো নিত্যাঃ। কথং? ন ত্বিতি। ন ত্বেব জাতু কদাচিদহং নাসম্। কিন্ত্বাসমেব। অতীতেষু দেহোৎপত্তিবিনাশেষু ঘটাদিষু বিয়দিব নিত্য এবাঽহমাসমিত্যভিপ্রায়ঃ। তথা ন ত্বং নাসীঃ। কিন্ত্বাসীরেব। তথা নেমে জনাধিপা নাসন্। কিন্ত্বাসন্নেব। তথা ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ। কিন্তু ভবিষ্যাম এব সর্ব্বে বয়মতোঽস্মাদ্দেহবিনাশাৎ পরমুত্তরকালেঽপি। ত্রিষ্বপি কালেষু নিত্যা আত্মস্বরূপেণেত্যর্থঃ। দেহভেদাঽনুবৃত্ত্যা বহুবচনম্। নাত্মভেদাঽভিপ্রায়েণ॥ ১২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অশোচ্যত্বে হেতুমাহ—ন ত্বেবাঽহমিতি। যথাঽহং পরমেশ্বরো জাতু কদাচিল্লীলাবিগ্রহস্যাবির্ভাবতিরোভাবতো নাসমিতি তু নৈব। অপি ত্বাসমেব। অনাদিত্বাৎ। ন চ ত্বং নাসীর্নাভূঃ। অপি ত্বাসীরেব। ইমে বা জনাধিপা নৃপা নাসন্নিতি ন। অপি ত্বাসন্নেব। মদংশত্বাৎ। তথাঽতঃপরমিত উপর্য্যপি ন ভবিষ্যামো ন স্থাস্যাম ইতি চ নৈব। অপি ত্বেবং স্থাস্যাম এবেতি। জন্মমরণশূন্যত্বাদশোচ্যা ইত্যর্থঃ॥ ১২।

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবান্ এক্ষণে "বাসুদেব" রূপে আবির্ভূত, অর্জ্জুন এক্ষণে "কৌন্তেয়" রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ভীষ্ম আজ "গাঙ্গেয়" রূপে পরিচিত বটে। কিন্তু ইহাঁরা এতাবদ্দেহগ্রহণের পূর্ব্বেও অন্য অবস্থাবিশেষে বিরাজিত ছিলেন—এতদ্বাক্যে ভগবান্ আত্মার প্রাগ্‌ভাব এবং ভবিষ্যতেও ইহাঁরা থাকিবেন—এতদ্বাক্যে আত্মার প্রধ্বংসাভাব এবং এখন যে আছেন—ইহাতে আত্মার সাক্ষাৎ বিদ্যমান ভাব দেখাইয়া আত্মা যে নিত্য ও ক্ষণবিধ্বংসী স্থূলদেহ হইতে পৃথক্, ইহাই প্রমাণ করিলেন॥ ১২॥

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩ ॥

অন্বয়বোধিনী। যথা (যেমন) দেহিনঃ (দেহীর) অস্মিন্ দেহে (এই দেহে) কৌমারং যৌবনং জরা, তথা (সেইরূপ) দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ (এক শরীর ত্যাগের পর অন্য দেহ লাভ), তত্র (তাহাতে) ধীরঃ (জ্ঞানবান্) ন মুহ্যতি (বিমুগ্ধ হন না) ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। দেহী এই দেহেতেই যেমন কৌমার, যৌবন ও জরা এই অবস্থাত্রয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, দেহান্তরপ্রাপ্তিও তদ্রূপ একটি অবস্থাবিশেষ মাত্র। ধীরপুরুষগণ তাহাতে বিমুগ্ধ হয়েন না ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তত্র কথমিব নিত্য আত্মেতি ? দৃষ্টান্তমাহ—দেহিন ইতি। দেহোঽস্যাস্তীতি দেহী। তস্য দেহিনো দেহবত আত্মনঃ। অস্মিন্ বর্ত্তমানে দেহে যথা যেন প্রকারেণ কৌমারং কুমারভাবো বাল্যাবস্থা। যৌবনং যূনো ভাবো মধ্যমাবস্থা। জরা বয়োহানি-র্জীর্ণাবস্থা। ইত্যেতাস্তিস্রোঽবস্থা অন্যোন্যবিলক্ষণাঃ। তাসাং প্রথমাবস্থানাশে ন নাশঃ। দ্বিতীয়াবস্থোপজননে নোপজননমাত্মনঃ। কিং তর্হি ? অবিক্রিয়স্যৈব দ্বিতীয়তৃতীয়াবস্থাপ্রাপ্তি-রাত্মনো দৃষ্টা। তথা তদ্বদেব—দেহাদন্যো দেহো দেহান্তরম্—তস্য প্রাপ্তির্দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ। অবিক্রিয়স্যৈবাত্মন ইত্যর্থঃ। ধীরো ধীমাংস্তত্রৈবং সতি ন মুহ্যতি ন মোহমাপদ্যতে ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। নন্বীশ্বরস্য তব জন্মাদিশূন্যত্বং সত্যমেব। জীবানাং তু জন্মমরণে প্রসিদ্ধে। তত্রাহ—দেহিন ইত্যাদি। দেহিনো দেহাভিমানিনো জীবস্য যথাঽস্মিন্ স্থূলদেহে কৌমারাদ্যবস্থাস্তদ্দেহনিবন্ধনা এব। ন তু স্বতঃ। পূর্ব্বাঽবস্থানাশেঽবস্থান্তরোৎপত্তাবপি স এবাঽহমিতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ। তথৈবৈতদ্দেহনাশে দেহান্তরপ্রাপ্তিরপি লিঙ্গদেহনিবন্ধনৈব। ন তাবদাত্মনো নাশঃ। জাতমাত্রস্য পূর্ব্বসংস্কারেণ স্তন্যপানাদৌ প্রবৃত্তিদর্শনাৎ। অতো ধীরো ধীমাংস্তত্র তয়োর্দেহনাশোৎপত্ত্যোর্ন মুহ্যতি। আত্মৈব মৃতো জাতশ্চেতি ন মন্যতে ॥ ১৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যজ্ঞদত্ত জন্মগ্রহণ করিল, যজ্ঞদত্ত মরিয়া গেল, ইত্যাকার লৌকিকাভাসে "দেহেরই সহিত আত্মার জন্ম ও মরণ হয়," যাহাতে এইরূপ ভ্রমে অর্জ্জুনের মোহবৃদ্ধি না হয় তজ্জন্য ভগবান্ বলিতেছেন,—ত্রিকালে ত্রিলোকে যতপ্রকার দেহ সম্ভূত হয়, যিনি তত্তাবদ্দেহই ধারণ করিয়া থাকেন, তিনিই "দেহী"। একই আত্মা বিভুরূপে সর্ব্বদেহেই বিরাজমান। আত্মা "এক" এই জন্য এ শ্লোকে "দেহিনঃ" একবচনপদের প্রয়োগ হইয়াছে; কিন্তু দেহ "বহু" এই অর্থে পূর্ব্বশ্লোকে "সর্ব্বে বয়ং" এই বহুবচনান্ত পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। আমিই বালক ছিলাম, আমিই যুবা হইয়াছি, পুনঃ আমিই বৃদ্ধ হইব, ইত্যাকার তিন বিরুদ্ধ অবস্থার অনুভব দেহী এক দেহেই করিয়া থাকেন। দেহ ত্রিভাবাপন্ন হয় বটে, কিন্তু আত্মা বালক কালে যিনি ছিলেন, যৌবনকালে তিনিই আছেন, বৃদ্ধাবস্থাতেও তিনিই থাকিবেন। আত্মার কখন অন্যথা হয় না। "আমি" স্থূল সূক্ষ্মাদিভেদে যখন যে দেহেই থাকি না কেন,

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাঽপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ১৪ ॥

"আমি" সর্ব্বথা সেই "আমিই" থাকি। দেহের ন্যায় যদি আমি পরিবর্ত্তনশীল হইতাম, তবে "বালক আমি" ও "যুবা আমি" এই স্বতন্ত্রতা অনুভূত হইত। দৈহিক অবস্থার পার্থক্য দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু "আমিত্ব" বোধের কিছুমাত্র ভিন্নতা হয় না। শরীরতত্ত্ববেত্তাদিগের মতে শরীরের পরমাণুপুঞ্জ প্রতি ১০।১২ বৎসরে সম্পূর্ণ নূতন হইয়া যায় ও প্রত্যক্ষতঃ ও দেখা যায় যে বালক কালের মূর্ত্তির সহিত আমার যৌবনমূর্ত্তির কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই, এবং বর্ত্তমানের সহিত বার্দ্ধক্যেরও থাকিবে না। আবার স্বপ্নাবস্থায় ও যোগাবস্থায় দেহী কত বিচিত্র দেহে বিহার করেন, কিন্তু কুত্রাপি ও কদাপি "আমি" জ্ঞানের পার্থক্য হয় না। জীবগণ "আমি স্থূল" "আমি গৌর" "আমি মনুষ্য" "আমি জাত," "আমি পীড়িত" ইত্যাদি দৈহিক অবস্থা, মরুমরীচিকাবৎ ভ্রম বশতঃ আত্মাতে আরোপ করিয়া থাকে। দেহনাশে আত্মার বিনাশের আশঙ্কা কোথায়? "ন জায়তে ন ম্রিয়তে" ইতি শ্রুতিঃ (ক)। পুনঃ যদি এরূপ মনে কর যে পদনখাগ্র হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত শরীরই আত্মা, আত্মার বিভুত্ব প্রযুক্ত তবে ভীষ্মাদির দেহরূপ আত্মা তোমার দেহরূপ আত্মার দ্বারা হত হইবে এ আশঙ্কা করিতেছ কেন? শ্রুতি কহিতেছেন "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ইতি" (খ) অর্থাৎ একই আত্মারূপী দেবতা সর্ব্বভূত প্রাণিতে ওতপ্রোত ভাবে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন। সর্ব্বভূতে তিনি অন্তরাত্মা। অনবচ্ছেদকত্ব প্রযুক্ত আত্মার জন্মমরণাদি অজ্ঞানকল্পনামাত্র। তোমার "বাল্যাবস্থার" মৃত্যু হইয়াছে, তুমি যেমন তজ্জন্য শোক করিতেছ না, তদ্রূপ এতৎ স্থূলদেহনাশেও বুদ্ধিমান্‌গণ শোকার্ত্ত হয়েন না ॥ ১৩ ॥

—:০:—

অন্বয়বোধিনী। [হে] কৌন্তেয়। মাত্রাস্পর্শাঃ (ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংসর্গরাশি) তু শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ (শীতোষ্ণাদি সুখ বা দুঃখদায়ী), আগমাঽপায়িনঃ (উৎপত্তি-বিনাশশীল), অনিত্যাঃ (অনিত্য), [অতএব] [হে] ভারত ! তান্‌ (তাহাদিগকে) তিতিক্ষস্ব (সহ্য করিবে) ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে কৌন্তেয়! ইন্দ্রিয়বৃত্তিনিচয়ের সংসর্গনিবন্ধন শীতোষ্ণাদি সুখ বা দুঃখদায়ী হইয়া থাকে; কিন্তু হে ভারত! সমস্তই অনিত্য, অতএব তত্তাবৎ সহ্য করাই তোমার কর্ত্তব্য। এইরূপ ইষ্টানিষ্টও অনিত্য, তজ্জন্য হর্ষ বিষাদ না করিয়া তাহা ধীর ভাবে সহ্য করিবে ॥ ১৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌। যদ্যপ্যাত্মবিনাশনিমিত্তো মোহো ন সম্ভবতি নিত্য আত্মেতি বিজানতঃ। তথাঽপি শীতোষ্ণসুখদুঃখপ্রাপ্তিনিমিত্তো মোহো লৌকিকো দৃশ্যতে। সুখবিয়োগ-

(ক) বৃ. উ. ৪।৪।২২। (খ) বৃ. উ. ৪।৪।২২।

নিমিত্তো মোহঃ। দুঃখসংযোগনিমিত্তশ্চ শোকঃ। ইত্যেতদর্জ্জুনস্ত বচনমাশঙ্ক্যাহ—মাত্রাস্পর্শা ইতি। মাত্রা আভির্মীয়ন্তে শব্দাদয় ইতি শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণি। মাত্রাণাং স্পর্শাঃ শব্দাদিভিঃ সংযোগাঃ। তে শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ। শীতমুষ্ণং সুখং দুঃখং চ প্রযচ্ছন্তীতি। অথবা স্পৃশ্যন্ত ইতি স্পর্শা বিষয়াঃ শব্দাদয়ঃ। মাত্রাশ্চ স্পর্শাশ্চ শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ। শীতং কদাচিৎ সুখং কদাচিদ্দুঃখম্। তথোষ্ণমপ্যনিয়তস্বরূপম্। সুখদুঃখে পুনর্নিয়তরূপে যতো ন ব্যভিচরতঃ—অতস্তাভ্যাং পৃথক্ শীতোষ্ণয়োর্গ্রহণম্। যস্মাত্তে মাত্রাস্পর্শাদয়ঃ আগমাপায়িন আগমাপায়শীলাস্তস্মাদনিত্যাঃ। উৎপত্তিবিলয়রূপত্বাৎ। অতস্তাঞ্ছীতোষ্ণাদীংস্তিতিক্ষস্ব প্রসহস্ব। তেষু হর্ষং বিষাদং চ মা কার্ষীরিত্যর্থঃ॥ ১৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ননু তানহং ন শোচামি। কিন্তু তদ্বিয়োগাদিদুঃখভাজং মামেবেতি চেৎ? তত্রাহ—মাত্রাস্পর্শা ইতি। মীয়ন্তে জ্ঞায়ন্তে বিষয়া আভিরিতি মাত্রা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ। তাসাং স্পর্শা বিষয়ৈঃ সম্বন্ধাঃ। তে শীতোষ্ণাদিপ্রদা ভবন্তি। তে ত্বাগমাপায়বত্ত্বাদনিত্যা অস্থিরাঃ। অতস্তাংস্তিতিক্ষস্ব সহস্ব। যথা জলাতপাদিসংসর্গাস্তত্তৎকালকৃতাঃ স্বভাবতঃ শীতোষ্ণাদি প্রযচ্ছন্তি। এবমিষ্টসংযোগবিয়োগা অপি সুখদুঃখাদি প্রযচ্ছন্তি। তেষাং চাস্থিরত্বাৎ সহনং তব ধীরস্যোচিতং। ন তু তন্নিমিত্তহর্ষবিষাদপারবশ্যমিত্যর্থঃ॥ ১৪॥

গীতার্থসন্দীপনী। যদ্দ্বারা বিষয় বিদিত হওয়া যায় তাহার নাম অর্থাৎ রূপাদিবিষয়বোধক নেত্রাদি ইন্দ্রিয়বৃত্তির নাম "মাত্রা"। ইন্দ্রিয়বৃত্তির সহিত বিষয়সম্বন্ধের নাম "মাত্রাস্পর্শ"। নেত্রাদি ইন্দ্রিয়জনিত তত্তদ্বিষয়াকার অন্তঃকরণপরিণামরূপ বৃত্তিসমূহের নামও "মাত্রাস্পর্শ"। এতাবৎ আগম—উৎপত্তি, ও অপায়—বিনাশবিশিষ্ট। এজন্য শীতোষ্ণাদি, বা হর্ষবিষাদাদি কিংবা ইষ্টানিষ্টাদি সমস্তই অনিত্য। অন্তঃকরণ বিকারযুক্ত, তাহার সহিত নির্ব্বিকার, নির্গুণ আত্মার সম্বন্ধ কি? "সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ" (শ্রুতিঃ) (ক)। আত্মা সর্ব্বসাক্ষী, চৈতন্যস্বরূপ, অদ্বিতীয় ও নির্গুণ। অনিত্য অন্তঃকরণের সুখদুঃখাদি ধর্ম্ম নিত্য নির্ব্বিকার আত্মাকে আশ্রয় করিতে পারে না। কেননা "নিত্য" ও "অনিত্য" এই বিরুদ্ধপদার্থদ্বয়ের ধর্ম্ম এক হইবার উপায় নাই। অন্তঃকরণ ভিন্ন ভিন্ন দেহে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া আত্মার ভেদ কল্পনা করা মহাভ্রম। কেননা, আত্মা সৎরূপে—স্ফুরণরূপে সর্ব্ববস্তুতে সদাই বিদ্যমান, সত্তাস্বরূপের ভেদকল্পনা হইতেই পারে না। 'ন্যায়' ও "মীমাংসা" উভয়েই অন্তঃকরণকে সুখদুঃখাদির উৎপত্তির কারণ স্বীকার করিয়াছেন। আত্মাকে নৈয়ায়িকগণ সুখদুঃখাদির সমবায়ি কারণ বলেন বটে, কিন্তু আত্মাতে গুণারোপ করা শ্রুতিবিরুদ্ধ। মীমাংসার মতে আত্মা নির্গুণ ও অন্তঃকরণ সুখদুঃখাদির উপাদান কারণ। শ্রুতি বলিতেছেন, "কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এবেতি" (খ) অর্থাৎ কামনা, সঙ্কল্প, সংশয়, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৈর্য্য বা ধারণা, অধৈর্য্য, লজ্জা, বৃত্তিজ্ঞান, ভয় এতাবৎ মনই। আবার কামাদিই

(ক) শ্বে উ ৬।১১। (খ) বৃ উ. ১।৫।৩।

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫ ॥

সুখদুঃখের কারণ, সুতরাং শ্রুতি, মনঃ—অন্তঃকরণকেই সুখদুঃখাদির হেতু নিরূপণ করিলেন। অতএব হে অর্জ্জুন! শীতাতপাদি এক সময়ে সুখকর ও সময়ান্তরে দুঃখদায়ী হইয়া থাকে। এতাবৎ আত্মার ধর্ম্ম নহে। ভীষ্মদ্রোণাদির সংযোগবিয়োগরূপ মাত্রাস্পর্শ তোমার ধীরতা পূর্ব্বক সহ্য করা কর্ত্তব্য। কেননা ইহাতে আত্মার কিছুমাত্র ক্ষতি বা বৃদ্ধি নাই। এই শ্লোকে ভগবান্, অর্জ্জুনকে "কৌন্তেয়" ও "ভারত" এই পদদ্বয়ে সম্বোধন এইজন্য করিলেন, যে তোমার মাতৃকুল ও পিতৃকুল উভয় কুলই বিশুদ্ধ, অতএব তোমার অজ্ঞানচিন্তা শোভা পায় না॥ ১৪ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। [হে] পুরুষর্ষভ! (পুরুষশ্রেষ্ঠ) এতে (এই শীতোষ্ণাদি) সমদুঃখসুখং (দুঃখে ও সুখে সমান জ্ঞানবিশিষ্ট) যং ধীরং পুরুষং (যে পণ্ডিত পুরুষকে) ন ব্যথয়ন্তি (ব্যথিত করে না) সঃ (তিনি) অমৃতত্বায় (মোক্ষলাভের নিমিত্ত) কল্পতে (উপযোগী হন)॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! যে ধীর ব্যক্তির দুঃখে সুখে সমান জ্ঞান, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বৃত্তি বা বিষয়স্পর্শ যাঁহাকে ব্যথিত বা বিচলিত করিতে পারে না, তিনিই ধর্ম্মজ্ঞান-দ্বারা মোক্ষলাভের উপযুক্ত অধিকারী॥ ১৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। শীতোষ্ণাদীন্ সহতঃ কিং স্যাদিতি? শৃণু—যং হীতি। যং হি পুরুষম্। সমে দুঃখসুখে যস্য তং সমদুঃখসুখম্। সুখদুঃখপ্রাপ্তৌ হর্ষবিষাদরহিতম্। ধীরং ধীমন্তম্। ন ব্যথয়ন্তি ন চালয়ন্তি। নিত্যাত্মদর্শনাদেতে যথোক্তাঃ শীতোষ্ণাদয়ঃ। স নিত্যাঽনিত্যস্বরূপদর্শননিষ্ঠো দ্বন্দ্বসহিষ্ণুরমৃতত্বায়—অমৃতভাবায় মোক্ষায়েত্যর্থঃ—কল্পতে সমর্থো ভবতি॥ ১৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তৎপ্রতীকারপ্রযত্নাদপি তৎসহনমেবোচিতং মহাফলত্বাদিত্যাহ—যং হীত্যাদি। এতে মাত্রাস্পর্শা যং পুরুষং ন ব্যথয়ন্তি নাঽভিভবন্তি। সমে দুঃখসুখে যস্য স তম্। তৈরবিক্ষিপ্যমাণো ধর্ম্মজ্ঞানদ্বারাঽমৃতত্বায় মোক্ষায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি॥ ১৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। অনেকে অন্তঃকরণের ক্রিয়াকেই আত্মার ক্রিয়া বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। এই আশঙ্কা পরিহারার্থ ভগবান্ এতৎ শ্লোকের অবতারণা করিলেন।

"কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি খলু পঞ্চ তথাঽপরাণি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি মন আদি চতুষ্টয়ং চ।
প্রাণাদি পঞ্চকমথো বিয়দাদিকং চ কামশ্চ কর্ম্ম চ তমঃ পুনরষ্টমী পুরিতি"।

নাহসতো বিদ্যতে ভাবো নাহভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোহন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬ ॥

১—কর্ম্মেন্দ্রিয় [বাক্, পাণি, পায়ু, পাদ ও উপস্থ], ২—জ্ঞানেন্দ্রিয় (শ্রোত্র, নেত্র, নাসা, জিহ্বা, ও ত্বক্), ৩—অন্তঃকরণ [মনঃ, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার], ৪—প্রাণ (প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ও ব্যান), ৫—ভূত [ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম], ৬—কাম, ৭—কর্ম্ম, ৮—তমঃ (অবিদ্যা), এই অষ্টপুরে যিনি নিবাস করেন, তিনিই পুরুষ। পুরুষ রূপ আত্মা এতাবৎ হইতে স্বতন্ত্র। "স বা অয়ং পুরুষঃ সর্ব্বাসু পূর্ষু পুরিশয়ঃ" (শ্রুতি)। চৈতন্য স্বরূপ আত্মা শরীরাদি রূপ সর্ব্ব পুরীতে নিবাস করেন বলিয়া "পুরুষ" সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন। যেমন রক্তবর্ণ জবাকুসুম নির্ম্মল স্ফটিকের নিকট থাকিলে জবার রক্ত আভা স্ফটিকে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় স্ফটিককে রক্তবর্ণ বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ সুখদুঃখরূপ অন্তঃকরণের ধর্ম্ম, গুণকর্ম্মবর্জ্জিত স্বচ্ছ আত্মাতে ভ্রম বশতঃ আরোপিত হইয়া থাকে।

"সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ॥" [শ্রুতি] (ক)

সূর্য্য যেমন সমস্ত জগতের প্রকাশক হইয়াও জগতের বাহ্য দোষে লিপ্ত নহেন, তদ্রূপ এক অদ্বিতীয় সর্ব্বভূতে বিরাজমান আত্মা বাহ্য দুঃখে লিপ্ত হবেন না। অতএব ধীর পুরুষ আপনাকে ব্রহ্মাত্মস্বরূপে বিদিত হইয়া শোক দুঃখের উপাদান স্বরূপ অজ্ঞানের নিবৃত্তি করতঃ অদ্বিতীয় স্বপ্রকাশ পরমানন্দ রূপ মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন। আত্মা সদাই মুক্ত, বুদ্ধি আদি উপাধি-কৃত বন্ধনভাব স্ফটিকজবাসম্বন্ধবৎ আত্মাতে ভ্রম বশতঃ আরোপিত ও অনুভূত হইয়া থাকে। স্বরূপতঃ আত্মা নিত্য, বিভু ও অদ্বিতীয়। অজ্ঞানরূপ কারণ উপাধি দ্বারা আত্মাতে ভেদবুদ্ধি কল্পিত হয়। আত্মার স্বরূপোপলব্ধি হইলে সুখদুঃখ বা শীতোষ্ণাদির অনুভব হয় না। "তরতি শোকমাত্মবিৎ" (খ) (শ্রুতিঃ)। আত্মবেত্তা পুরুষ শোকসন্তাপ হইতে নিস্তার পাইয়া থাকেন। "পুরুষর্ষভ" পদদ্বারা ভগবান্ অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া ইহাই সূচনা করিলেন, যে তুমি স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ ও পরমানন্দরূপশ্রেষ্ঠতাপূর্ণ, তোমার আবার শোক দুঃখ দ্বন্দ্ব কল্পনা কি? তুমি দ্বৈতবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া আপনাকে মুক্ত বলিয়া বিদিত হও॥ ১৫॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। অসতঃ (অসৎ পদার্থের) ভাবঃ (অস্তিত্ব) ন বিদ্যতে (নাই), সতঃ (সৎপদার্থের) অভাবঃ (নাশ) ন বিদ্যতে (নাই), তত্ত্বদর্শিভিঃ (তত্ত্বদর্শিগণ-কর্ত্তৃক) তু অনয়োঃ উভয়োঃ (এই উভয়ের) অন্তঃ (নির্ণয়) দৃষ্টঃ (স্থির হইয়াছে)॥ ১৬॥

বঙ্গানুবাদ। যে পদার্থ অসৎ, তাহার বিদ্যমানতা কোন কালেই নাই,

(ক) ক—উ—৫।১১। (খ) ছা. উ. ৭।১।৩।

এবং যাহা সৎ, তাহার অভাবও কোন কালে নাই, তত্ত্বদর্শী পুরুষগণ এইরূপে সদসৎ উভয়ের নিরূপণ করিয়াছেন ॥ ১৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ইতশ্চ শোকমোহাবকৃত্বা শীতোষ্ণাদিসহনং যুক্তম্। যস্মাৎ—নাঽসত ইতি। নাঽসতোঽবিদ্যমানস্য শীতোষ্ণাদেঃ সকারণস্য ন বিদ্যতে নাস্তি ভাবো ভবনমস্তিতা। ন হি শীতোষ্ণাদি সকারণং প্রমাণৈর্নিরূপ্যমাণং বস্তু সম্ভবতি। বিকারো হি সঃ। বিকারশ্চ ব্যভিচরতি। যথা ঘটাদিসংস্থানং চক্ষুষা নিরূপ্যমাণং মৃদ্ব্যতিরেকেণাঽনুপলব্ধেরসত্তথা সর্ব্বো বিকারঃ কারণব্যতিরেকেণাঽনুপলব্ধেরসন্। জন্মপ্রধ্বংসাভ্যাং প্রাগূর্দ্ধং চানুপলব্ধেঃ। কার্য্যস্য ঘটাদের্মৃদাদিকারণস্য চ তৎকারণব্যতিরেকেণাঽনুপলব্ধেরসত্ত্বং। তদসত্ত্বে চ সর্ব্বাঽভাবপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ? ন। সর্ব্বত্র বুদ্ধিদ্বয়োপলব্ধেঃ—সদ্বুদ্ধিরসদ্বুদ্ধিরিতি। যদ্বিষয়া বুদ্ধির্ন ব্যভিচরতি তৎ সৎ। যদ্বিষয়া ব্যভিচরতি তদসৎ। ইতি সদসদ্বিভাগে বুদ্ধিতন্ত্রে স্থিতে সর্ব্বত্র দ্বে বুদ্ধী সর্ব্বৈরুপলভ্যেতে সমানাঽধিকরণে। ন নীলোৎপলবৎ সন্ ঘটঃ সন্ পটঃ সন্ হস্তীতি। এবং সর্ব্বত্র তয়োর্বুদ্ধ্যোর্ঘটাদিবুদ্ধির্ব্যভিচরতি। তথা চ দর্শিতম্। ন তু সদ্বুদ্ধিঃ। তস্মাৎ ঘটাদিবুদ্ধিবিষয়োঽসন্ ব্যভিচারাৎ। ন তু সদ্বুদ্ধিবিষয়োঽব্যভিচারাৎ। ঘটে বিনষ্টে ঘটবুদ্ধৌ ব্যভিচরন্ত্যাং সদ্বুদ্ধিরপি ব্যভিচরতীতি চেৎ? ন। পটাদাবপি সদ্বুদ্ধিদর্শনাৎ। বিশেষণবিষয়ৈব সা সদ্বুদ্ধিঃ। অতোঽপি ন বিনশ্যতি।

অথ সদ্বুদ্ধিবদ্ঘটবুদ্ধিরপি ঘটান্তরে দৃশ্যত ইতি চেৎ? ন। পটাদাবদর্শনাৎ। সদ্বুদ্ধিরপি নষ্টে ঘটে ন দৃশ্যত ইতি চেৎ? ন। বিশেষ্যাঽভাবাৎ। সদ্বুদ্ধির্বিশেষণবিষয়া সতী বিশেষ্যাঽভাবে বিশেষণাঽনুপপত্তৌ কিংবিষয়া স্যাৎ? ন তু পুনঃ সদ্বুদ্ধের্বিষয়াঽভাবাৎ। একাঽধিকরণত্বং ঘটাদিবিশেষ্যাঽভাবে ন যুক্তমিতি চেৎ? ন। ইদমুদকমিতি মরীচ্যাদাবন্যতরাভাবেঽপি সামানাধিকরণ্যদর্শনাৎ। তস্মাদ্দেহাদের্দ্বন্দ্বস্য চ সকারণস্যাঽসতো ন বিদ্যতে ভাব ইতি। তথা সতশ্চাত্মনোঽভাবোঽবিদ্যমানতা ন বিদ্যতে সর্ব্বত্রাঽব্যভিচারাদিত্যবোচাম। এবমাত্মানাত্মনোঃ সদসতোরুভয়োরপি দৃষ্ট উপলব্ধোঽন্তো নির্ণয়ঃ—সৎ সদেবাঽসদসদেবেতি—অনয়োর্যথোক্তয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ। তদিতি সর্ব্বনাম। সর্ব্বং চ ব্রহ্ম। তস্য নাম তদিতি। তদ্ভাবস্তত্ত্বম্। ব্রহ্মণো যাথাত্ম্যম্। তদ্দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে তত্ত্বদর্শিনঃ। তৈস্তত্ত্বদর্শিভিঃ। ত্বমপি তত্ত্বদর্শিনাং দৃষ্টিমাশ্রিত্য শোকং মোহং চ হিত্বা শীতোষ্ণাদীনি নিয়তাঽনিয়তরূপাণি দ্বন্দ্বানি—বিকারোঽয়মসন্নেব মরীচিজলবন্মিথ্যাঽবভাসতে—ইতি মনসি নিশ্চিত্য তিতিক্ষস্বেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। নন্ু তথাপি শীতোষ্ণাদিকমতিদুঃসহং কথং সোঢ়ব্যং? অত্যন্তং তৎসহনে চ কদাচিদাত্মনো নাশঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য তত্ত্ববিচারতঃ সর্ব্বং সোঢ়ুং শক্যমিত্যাশয়েনাহ—নাঽসতো বিদ্যত ইতি। অসতোঽনাত্মধর্ম্মত্বাদবিদ্যমানস্য শীতোষ্ণাদেরাত্মনি ভাবঃ সত্তা ন বিদ্যতে। তথা সতঃ সৎস্বভাবস্যাত্মনোঽভাবো নাশো ন বিদ্যতে। এবমুভয়োঃ সদসতোরন্তো নির্ণয়ো দৃষ্টঃ। কৈঃ? তত্ত্বদর্শিভিঃ। বস্তুযাথার্থ্যবেদিভিঃ। এবংভূতবিবেকেন সহস্বেত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে যদি সৎ স্বরূপ আত্মা একই হইলেন, তবে সেই সৎস্বরূপ আত্মাতে প্রতিভাসমান এই সংসারও সত্য, এবং এই সংসারে বিদ্যমান সুখদুঃখ শীতোষ্ণাদি অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। উহা জ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্ত হইবার নহে। কেননা তাহা হইলে জ্ঞানপ্রভাবে আত্মারও নিবৃত্তি হইয়া যাইত। এতৎ-সমাধানার্থ ভগবান্ এইরূপ সঙ্কেত করিলেন যে, শুক্তিকাতে রজতজ্ঞান যেরূপ কল্পিত আরোপ-মাত্র, বস্তুতঃ তাহাতে রজতত্ব নাই, তদ্রূপ এই জগৎপ্রপঞ্চ সদাত্মাতে কল্পনা মাত্র। জ্ঞানদ্বারা আত্মার স্বরূপ বোধ হইলেই সংসারের সত্যতাভ্রম বিদূরিত হয়। ইহাতে পাছে অর্জ্জুনের এরূপ সংশয় হয় যে আত্মা ও অনাত্মা উভয়েরই যখন প্রতীতি হইয়া থাকে, তবে আত্মা ও জগৎ উভয়ই সত্য অথবা উভয়ই অসত্য না হইবে কেন? এইজন্য ভগবান্ এই শ্লোকের অবতারণা করিলেন।

যাহা দেশ, কাল ও বস্তুপরিচ্ছেদের অধীন, তাহাই অসৎ। অর্থাৎ যাহা অন্যত্র নাই এখানে আছে, দেশ পরিচ্ছেদ জন্য তাহা অসৎ। যাহা পূর্ব্বে ছিলনা, এক্ষণে রহিয়াছে, কিন্তু পরে থাকিবে না, তাহা কাল পরিচ্ছেদের অধীন, সুতরাং অসৎ। সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত এই তিন প্রকার ভেদের নাম বস্তুপরিচ্ছেদ। আম্রবৃক্ষে ও নিম্ববৃক্ষে যে ভেদ, তাহাকে সজাতীয় ভেদ কহে, পাষাণে ও বৃক্ষে যে ভেদ, তাহার নাম বিজাতীয় ভেদ, ও একই বৃক্ষের শাখা, পত্র, পুষ্পাদির মধ্যে যে ভেদ দৃষ্ট হয়, তাহা স্বগতভেদ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। অথবা জীব ও ঈশ্বরে ভেদ, জীব ও জগতে ভেদ, জীবের মধ্যে পরস্পর ভেদ, ঈশ্বর ও জগতের মধ্যে ভেদ, এবং জগতের পরস্পর ভেদ, এই পঞ্চবিধ ভেদের নাম বস্তুপরিচ্ছেদ। প্রোক্ত ভেদ সমূহের কোন রূপ ভেদ যে পদার্থে দৃষ্ট হয়, তাহা অসৎ। এতাবৎ লক্ষণানুসারে "জগৎ অসৎ" ইহাই সিদ্ধান্ত হয়। কারণের কারণ রূপে বিদ্যমান বিশুদ্ধ সত্তামাত্র সৎ, এবং তদধিকরণে অবস্থা বিশেষে, সময় বিশেষে, দেশ বিশেষে, পাত্র বিশেষে অনুভূত, প্রকাশিত, বা আবির্ভূত সমস্ত ব্যাপারই অসৎ।

"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়মিতি।" শ্রুতিঃ॥ (ক)

"ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো॥" শ্রুতিঃ॥ (খ)

হে সৌম্য। এই দৃশ্যমান প্রপঞ্চ, উৎপত্তির পূর্ব্বে সৎ রূপেই ছিল। সেই সৎ বস্তু এক ও অদ্বিতীয়॥ এ সমস্ত জগতই আত্মময়, সেই আত্মা সত্যস্বরূপ। হে শ্বেতকেতো। সেই সৎ স্বরূপ আত্মাই তুমি। সৎস্বরূপের এই শ্রুতিবিহিত চিত্রটি কোন পরিচ্ছেদাদি দ্বারা নিত্যবিদ্যমানতার বাধা পাইল না। সৎ—জলস্বরূপ ও অসৎ—তরঙ্গ বা স্ফুরণ বা ক্ষণবিধ্বংসী বিকাশ মাত্র। তরঙ্গ বলিয়া যেমন স্বতন্ত্র কোন বস্তু কোন কালেই নাই, তদ্রূপ অসৎ বস্তু কোন কালেই নাই। একমাত্র সৎ বস্তুই অসন্নিবৃত্তিদ্বারা মুক্তিলাভ

(ক) ছা-উ-৬।২।১। (খ) ছা-উ-৬ ১৫,৩।

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাঽস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥ ১৭ ॥

করে। অসৎভাবের নিবৃত্তি হইলেই সুখদুঃখ শীতোষ্ণাদির তিতিক্ষা অনায়াসেই নিবৃত্ত হইতে পারে ॥ ১৬ ॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। যেন (যাঁহা কর্ত্তৃক) ইদং সর্ব্বং (এই সমস্ত) ততং (ব্যাপ্ত) তৎ তু এব (তাঁহাকেই) অবিনাশি (বিনাশরহিত) বিদ্ধি (জানিও), কশ্চিৎ (কেহই) অস্য অব্যয়স্য (এই অব্যয় স্বরূপের) বিনাশং কর্ত্তুং (বিনাশ করিতে) ন অর্হতি (সমর্থ হয় না) ॥১৭॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি এই সমস্ত দৃশ্য প্রপঞ্চে সত্তারূপে পরিব্যাপ্ত আছেন, তাঁহার কিছুতেই বিনাশ নাই; কেহই এই অব্যয়স্বরূপের বিনাশ সাধনে সমর্থ হয় না ॥ ১৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিং পুনস্তদ্যৎ সদেব সর্ব্বদেতি? উচ্যতে—অবিনাশীতি। অবিনাশি ন বিনষ্টুং শীলমস্যেতি। তু শব্দোঽসতো বিশেষণার্থঃ। তদ্বিদ্ধি বিজানীহি। কিং? যেন সর্ব্বমিদং জগত্ততং ব্যাপ্তং সদাখ্যেন ব্রহ্মণা সাকাশম্। আকাশেনেব ঘটাদয়ঃ। বিনাশমদর্শনমভাবম্। অব্যয়স্য—ন ব্যেত্যুপচয়াঽপচয়ৌ ন যাতীত্যব্যয়ং। তস্যাঽব্যয়স্য। নৈতৎ সদাখ্যং ব্রহ্ম স্বেন রূপেণ ব্যেতি ব্যভিচরতি—নিরবয়বত্বাদ্দেহাদিবৎ। নাপ্যাত্মীয়েন। আত্মীয়াভাবাৎ। যথা দেবদত্তো ধনহান্যা ব্যেতি। ন ত্বেবং ব্রহ্ম ব্যেতি। অতোঽব্যয়স্যাস্য ব্রহ্মণো বিনাশং ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি। নকশ্চিদাত্মানং বিনাশয়িতুং শক্নোতি। ঈশ্বরোঽপি। আত্মা হি ব্রহ্ম স্বাত্মনি চ ক্রিয়াবিরোধাৎ। যথা চক্ষুর্গতরেখাশ্চক্ষুর্নপশ্যতি ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তত্র সৎস্বভাবমবিনাশি বস্তু সামান্যেনোক্তং বিশেষতো দর্শয়তি—অবিনাশি ত্বিতি। যেন সর্ব্বমিদমাগমাঽপায়ধর্ম্মকং দেহাদি ততং তৎ সাক্ষিত্বেন ব্যাপ্তং। তত্তু—আত্মস্বরূপমবিনাশি বিনাশশূন্যং বিদ্ধি জানীহি। তত্র হেতুমাহ—বিনাশমিতি॥১৭॥

গীতার্থসন্দীপনী। যদি সৎ স্বরূপের দৃশ্যমান স্ফুরণই প্রপঞ্চ জগতের বিদ্যমানতা স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তবে জগতের দেশ, কাল ও বস্তু পরিচ্ছিন্নতা রূপ "বিনাশধর্ম্ম" সৎস্বরূপে আরোপিত না হইবে কেন? এই ভ্রান্তির শান্তি জন্য ভগবান্ এই শ্লোকের অবতারণা করিলেন।

ঈষদন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানে রজ্জুকে সর্প বা দণ্ডবৎ প্রতীতি হয়। রজ্জু বস্তুতঃ তথায় সর্প বা দণ্ডে পরিণত হয় নাই; কেবল দ্রষ্টার অধ্যাসগুণে সর্প বা দণ্ডের ঔপাধিক দৃষ্টি হইতেছে মাত্র। তদ্রূপ সর্ব্বথা অপরিচ্ছিন্ন সদ্বস্তুরূপ স্ফুরণে ইন্দ্রিয়াদির বিষয়বৃত্তি বিজৃম্ভণ জন্য "বিনাশ" রূপ কল্পিত ধর্ম্ম লক্ষিত হইয়া থাকে, বস্তুতঃ সৎরূপস্ফুরণের উৎপত্তি ও বিনাশ আদৌ

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্‌যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮ ॥

নাই। সুষুপ্তি কালে অন্তঃকরণের ক্রিয়াকলাপ নিরুদ্ধ হইলে এই পরিচ্ছেদময় প্রপঞ্চের কণামাত্র জ্ঞানও থাকে না, অথচ সদ্বস্তুর বিদ্যমানতার কিছুমাত্র ব্যাঘাত জন্মে না। যদি সুষুপ্তি কালে আত্মসত্তার ও বিনাশ হইত, তবে জীব জাগ্রৎ হইয়া "আমি এতক্ষণ সুষুপ্ত ছিলাম" ইহা কদাচ অনুভব করিতে পারিত না, এবং সুষুপ্তির পূর্ব্বে যে "আমি" ছিলাম, পুনর্জ্জাগ্রদ্দশায় ও সেই "আমি" আছি, ইহা বুঝিতে সমর্থ হইত না। যথা শ্রুতি :—

"যদ্বৈ তন্ন পশ্যতি পশ্যন্বৈ তন্ন পশ্যতি ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বাৎ ॥" (ক)

সুষুপ্তি কালে আত্মার যে দ্বৈতপ্রপঞ্চ দৃষ্ট হয় না, চৈতন্য রূপ স্ফুরণের অভাব তাহার কারণ নহে, কিন্তু আত্মা স্বগত চৈতন্য স্ফুরণ সহ দেখিলেও দ্বৈত প্রপঞ্চেরই অভাব বশতঃ তাহা দৃষ্ট হয় না, কেননা দ্রষ্টা আত্মার স্বরূপভূত স্ফুরণরূপ দৃষ্টি বিনাশবর্জ্জিত, সুতরাং স্ফুরণ দৃষ্টির কোন কালেই অভাব হয় না। ইহার দ্বারা শ্রুতি, স্ফুরণ দৃষ্টির নিত্য অপরিচ্ছিন্ন সত্তা প্রমাণ করিলেন। আত্মা বা তৎস্ফুরণরূপ অনন্তসত্তার কখনই বিনাশ নাই। আত্মাতে অন্তঃকরণের ক্রিয়াশক্তি প্রতিবিম্বিত হইয়াই এই প্রপঞ্চ জগতের কল্পনা করিয়া থাকে। এই কল্পনা অসৎ, এবং ইহার অপবিচ্ছিন্ন নিত্য বিদ্যমানতা কিছুতেই সম্ভবে না। যাহা সৎ, তাহা নিত্য, অব্যয় ও অনন্ত। বিনাশ বা উৎপত্তি সদ্বস্তুর ধর্ম্ম নহে, উহা ঔপাধিক মাত্র ॥ ১৭ ॥

:০:-

অন্বয়বোধিনী। নিত্যস্য (অবিকারী) অনাশিনঃ (অবিনাশী) অপ্রমেয়স্য (অপরিচ্ছিন্ন) শরীরিণঃ (আত্মার) ইমে দেহাঃ (এই সমস্ত দেহ) অন্তবন্তঃ (বিনাশধর্ম্মশীল) উক্তাঃ (কথিত হইয়াছে), তস্মাৎ (সেই কারণে) [হে] ভারত! যুধ্যস্ব (যুদ্ধ কর) ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। দেহী আত্মা নিত্য, অবিনাশী ও অপ্রমেয়; এই বিধ্বংস-ধর্ম্মশীল সমস্ত দেহই তাঁহার, ইহা তত্ত্বদর্শিগণ কহিয়াছেন। অতএব হে ভারত! তুমি যুদ্ধ কর ॥ ১৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিং পুনস্তদসদ্বৎ স্বাত্মসত্তাং ব্যভিচরতীতি? উচ্যতে—অন্তবন্ত ইতি। অন্তো বিনাশো বিদ্যতে যেষাং তেঽন্তবন্তঃ। যথা মৃগতৃষ্ণিকাদৌ সদ্বুদ্ধিরনুবৃত্তা প্রমাণ-নিরূপণান্তে বিচ্ছিদ্যতে স তস্যান্তঃ—তথেমে দেহাঃ স্বপ্নমায়াদেহাদিবচ্চান্তবন্তো নিত্যস্য শরীরিণঃ শরীরবতোঽনাশিনোঽপ্রমেয়স্যাত্মনোঽন্তবন্ত ইত্যুক্তা বিবেকিভিরিত্যর্থঃ। নিত্যস্যানাশিন ইতি ন পুনরুক্তম্। নিত্যত্বস্য দ্বিবিধত্বাল্লোকে। নাশস্য চ। যথা দেহো ভস্মীভূতোঽদর্শনং গতো নষ্ট উচ্যতে। বিদ্যমানোঽপি যথাঽন্যথাপরিণতো ব্যাধ্যাদিযুক্তো জাতো নষ্ট উচ্যতে। তত্রাঽনাশিনো নিত্যস্যেতি দ্বিবিধেনাঽপি নাশেনাসম্বন্ধোঽস্যেত্যর্থঃ। অন্যথা পৃথিব্যাদিবদপি নিত্যত্বং স্যাৎ।

(ক) বৃ. উ. ৪।৩।২৩।

ত্মানস্তম্মা তুদিতি নিত্যস্তাঽনাশিন ইত্যাহ। অপ্রমেয়স্ত ন প্রমেয়স্ত প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণৈর-পরিচ্ছেদ্যস্তেত্যর্থঃ। নন্বাগমেনাত্মা পরিচ্ছিদ্যতে। প্রত্যক্ষাদিনা চ পূর্ব্বম্। ন। আত্মনঃ স্বতঃসিদ্ধত্বাৎ সিদ্ধে হ্যাত্মনি প্রমাতরি প্রমিৎসোঃ প্রমাণাঽন্বেষণা ভবতি। ন হি পূর্ব্বমিত্থমহমিত্যাত্মানমপ্রমায় পশ্চাৎ প্রমেয়পরিচ্ছেদায় প্রবর্ত্ততে। ন হ্যাত্মা নাম কস্যচিদপ্রসিদ্ধো ভবতি। শাস্ত্রং ত্বন্ত্যং প্রমাণমতদ্ধর্ম্মাঽধ্যারোপণমাত্রনিবর্ত্তকত্বেন প্রমাণত্বমাত্মনঃ প্রতিপদ্যতে। ন ত্বজ্ঞাতার্থজ্ঞাপকত্বেন। তথা চ শ্রুতিঃ—যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ব্রহ্ম য আত্মা সর্ব্বান্তর ইতি (ক)। যস্মাদেবং নিত্যোঽবিক্রিয়শ্চাত্মা তস্মাদ্যুধ্যস্ব। যুদ্ধাদুপরমং মা কার্ষীরিত্যর্থঃ। ন হ্যত্র যুদ্ধকর্ত্তব্যতা বিধীয়তে। যুদ্ধে প্রবৃত্ত এব হ্যসৌ শোকমোহপ্রতিবদ্ধস্তূষ্ণীমাস্তে। অতস্তস্য কর্ত্তব্যপ্রতিবন্ধাপনয়নমাত্রং ভগবতা ক্রিয়তে। তস্মাদ্যুধ্যস্বেত্যনুবাদমাত্রং। ন বিধিঃ॥ ১৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। আগমাপায়ধর্ম্মকমসদ্দর্শয়তি—অন্তবন্ত ইতি। অন্তো নাশো বিদ্যতে যেষাং তেঽন্তবন্তঃ। নিত্যস্য সর্ব্বদৈকরূপস্য শরীরিণঃ শরীরবতঃ। অত এবাঽনাশিনো বিনাশরহিতস্য। অপ্রমেয়স্যাঽপরিচ্ছিন্নস্যাত্মনঃ। ইমে সুখদুঃখাদিধর্ম্মকা দেহা উক্তাস্তত্ত্বদর্শিভিঃ। যস্মাদেবাত্মনো ন বিনাশঃ। ন চ সুখদুঃখাদিসম্বন্ধঃ। তস্মান্মোহজং শোকং ত্যক্ত্বা যুধ্যস্ব। স্বধর্ম্মং মা ত্যাক্ষীরিত্যর্থঃ॥ ১৮॥

গীতার্থসন্দীপনী। জড়বুদ্ধি জড়বাদিগণ মনে করে যে যেমন চূর্ণ ও খদির একত্র হইলেই স্বভাবতঃ রক্তবর্ণের সঞ্চার হয়, তদ্রূপ পঞ্চভূতের সমাগমরূপ দেহ গঠিত হইলেই ভৌতিক স্বভাববশতঃ স্বতঃই চৈতন্যের (আত্মস্ফূরণ) প্রকাশ হইয়া থাকে। পাছে অর্জ্জুন এই ভ্রমবুদ্ধির বশবর্ত্তী হয়েন, সেই জন্য ভগবান্ ইতি পূর্ব্বে "নাঽসতো বিদ্যতে ভাবঃ" ইত্যাদি বলিয়াও পুনর্ব্বার এই শ্লোকে বিশেষ করিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন।

এই শ্লোকে "দেহাঃ" এই বহুবচনান্ত পদ দ্বারা ভগবান্ স্থূল, সূক্ষ্ম কারণরূপ বিরাট্, সূত্র, অব্যাকৃত নামক সমষ্টি ব্যষ্টি তাবৎ শরীরকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। পঞ্চকোষও এই শরীরত্রয়ের অন্তর্গত। অন্নময়কোষ স্থূলশরীর, প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময়কোষ সূক্ষ্মশরীর, এবং আনন্দময়কোষ কারণশরীরের অন্তর্গত। অথবা ত্রিলোকমধ্যে বিদ্যমান যত প্রকার প্রাণিদেহ আছে, তৎসমস্তই এক জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মারই অধিষ্ঠানভূমি এইরূপ লক্ষিত হইয়াছে। যাহা চিরকাল থাকে তাহা "নিত্য," , কিন্তু কালেরও যদি ধ্বংস হয়, তাহাতে আত্মস্ফূরণের পরিচ্ছেদ বা বিনাশের আশঙ্কা হইতে পারে, এই জন্য ভগবান্ এই শ্লোকে সবস্তুর "নিত্য" ও "অবিনাশী" এই উভয় বিশেষণই দিয়াছেন। ঘটপটাদির প্রমাণাদি জন্য যেমন সূর্য্যের প্রকাশাদির প্রয়োজন হয়, কিন্তু সূর্য্য অন্যের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং প্রকাশিত হয়েন, তদ্রূপ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা প্রমাণ প্রমেয়াদির অপেক্ষা করেন না, এইজন্য তিনি "অপ্রমেয়"। যথা শ্রুতি—

"একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রমেয়ং ধ্রুবমপ্রমেয়ম্॥" (খ)

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।

(ক) বৃ—উ—৩।৪ ২৭। (খ) বৃ.উ. ৪।৪।২০।

cf কঠ II-1(19) য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥ ১৯ ॥

তমেব ভান্তমনু ভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বি ভাতি।
যেনেদং সর্ব্বং বি জানাতি তং কেন বি জানীয়াৎ বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ ॥" (ক)

চৈতন্যস্বরূপ আত্মা একস্বরূপেই দ্রষ্টব্য। তিনি অপ্রমেয় এবং ধ্রুব অপ্রমেয়। সেই স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপের তেজে সূর্য্যের প্রকাশ নাই চন্দ্র তারাগণও প্রকাশ দানে অসমর্থ, বিদ্যুদ্‌গণও তথায় প্রকাশ দিতে পারে না, ও অগ্নিই বা কোথা হইতে পারিবে? তাঁহার প্রকাশেই সমস্তের প্রকাশ, ও তাঁহারই জন্য সমস্ত জগৎ প্রতীত হইতেছে। সেই সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বজ্ঞ আত্মাকে জীব কোন্ প্রমাণে জানিতে পারিবে, তিনি প্রমেয় নহেন। এই স্বপ্রকাশ, অপ্রমেয় আত্মাতে 'অসৎ' ভাব কখনই সম্ভবপর নহে। চৈতন্য জড় হইতে উৎপন্ন হয় নাই, বরং স্বপ্রকাশক চৈতন্য আছেন বলিয়াই জড় জগতের প্রতীতি হইয়া থাকে। আত্মস্ফুরণেই অন্তঃকরণের বৃত্তিসহযোগে জগৎ দৃষ্ট হয়। অন্তঃকরণবৃত্তিনিচয়েরও প্রকাশক আত্মা। আত্মা নিত্য, অবিনাশী, সর্ব্বব্যাপী, আত্মার বিনাশশঙ্কায় তুমি যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইও না। ভীষ্ম-দ্রোণাদির দৃশ্যমান স্থূল দেহ তো অনিত্য, উহা বিনষ্ট হইবেই হইবে। অতএব অবশ্য বিনশ্বর দেহনাশে বৃথা নিবৃত্ত হইয়া কেন স্বীয় ধর্ম্ম নষ্ট করিতেছ? এ শ্লোকে যে "যুধ্যস্ব" পদ ব্যবহৃত হইয়াছে, ভগবান্ উহা "ক্ষত্রিয়েব ধর্ম্ম" বিধিবাক্য বলিয়া ব্যবহার করেন নাই, কেননা আত্মজ্ঞানোপদেশ কালে "বিধি—নিষেধের" কথা উঠিতে পারে না। অর্জ্জুন প্রথমেই যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া রণক্ষেত্রে আসিয়াছেন, ভগবান্ তাহারই অনুবাদ করিলেন মাত্র। যেমন কোন ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি ভোজন করিতে বসিয়া যদি কোন অশুদ্ধির আশঙ্কা করিয়া ভোজন হইতে নিবৃত্ত হয়, এবং তখন যদি কোন ধর্ম্মাত্মা তাহার আশঙ্কা নিরসন পূর্ব্বক বলেন, "তুমি ভোজন কর," তবে এখানে "ভোজন কর" বিধিবাক্য হয় না, তাহার পূর্ব্বারব্ধ কার্য্যের অনুবাদ করা হয় মাত্র ॥ ১৮ ॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। যঃ (যিনি) এনং (এই আত্মাকে) হন্তারং (হন্তা) মন্যতে (মনে করেন), যশ্চ (যিনি) এনং হতং (বিনষ্ট) মন্যতে, তৌ উভৌ এব (তাঁহারা উভয়েই), ন বিজানীতঃ (জানেন না), অয়ং (এই আত্মা) ন হন্তি (হনন করেন না), ন হন্যতে (হত হয়েন না) ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। আত্মা অন্যকে হনন করেন, যিনি এইরূপ ভাবেন, এবং অন্যের দ্বারা আত্মা হত হয়েন, ইহা যাঁহার বিশ্বাস, তাঁহারা উভয়ে আত্মানভিজ্ঞ। কেননা আত্মা কাহাকেও হনন করেন না, এবং কাহারও কর্ত্তৃক নিহত হয়েন না ॥১৯॥

(ক) বৃ—উ—২।৪।১৩।

न জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি—
ন্নায়ং ভূত্বাঽভবিতা * বা ন ভূয়ঃ। cf কঠ II-1 (18)
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। শোকমোহাদিসংসারকারণনিবৃত্ত্যর্থং গীতাশাস্ত্রম্। ন প্রবর্ত্তকমিতি। এতস্যার্থস্য সাক্ষীভূতে ঋচাবানিনায় ভগবান্। যত্তু মন্যসে—যুদ্ধে ভীষ্মাদয়ো ময়া হন্যন্তে—অহমেব তেষাং হন্তেতি—এষা বুদ্ধির্মৃষৈব তে। কথং? য এনমিতি। য এনং প্রকৃতং দেহিনং বেত্তি বিজানাতি হন্তারং হননক্রিয়ায়াঃ কর্ত্তারম্। যশ্চৈনমন্যো মন্যতে হতং দেহহননেন হতোঽহমিতি হননক্রিয়ায়াঃ কর্ম্মভূতম্। তাবুভৌ ন বিজানীতো ন জ্ঞাতবন্তাববিবেকেনাত্মানমহংপ্রত্যয়বিষয়ম্। হন্তাঽহং—হতোঽস্ম্যহমিতি দেহহননেনাত্মানং যৌ বিজানীতস্তাবাত্মস্বরূপাঽনভিজ্ঞাবিত্যর্থঃ। যস্মান্নায়মাত্মা হন্তি ন হননক্রিয়ায়াঃ কর্ত্তা ভবতি। ন চ হন্যতে। ন চ কর্ম্ম ভবতীত্যর্থঃ। অবিক্রিয়ত্বাৎ ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেবং ভীষ্মাদিমৃত্যুনিমিত্তশোকো নিবারিতঃ। যচ্চাত্মনো হন্তৃত্বনিমিত্তং দুঃখমুক্তম্—এতান্ন হন্তুমিচ্ছামীত্যাদিনা—তদপি তদ্বদেব নির্নিমিত্তমিত্যাহ—য এনমিতি। এনমাত্মানম্। আত্মনো হননক্রিয়ায়াঃ কর্ম্মত্ববৎ কর্ত্তৃত্বমপি নাস্তীত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ—নায়মিতি ॥ ১৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। পাছে অর্জ্জুন মনে করেন যে "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং" ইত্যাদি উপদেশ ও প্রবোধবাক্যে শোক অবিহিত, ইহাত বুঝিলাম, কিন্তু বন্ধুবান্ধব গুরুজন বধে যে অধর্ম্ম হইবে, এতাবদুপদেশে ত কৈ তাহা দূর হইল না। অতএব যুদ্ধবাসনা অনুচিত। এই জন্য ভগবান্ বলিতেছেন,—যে দেহাত্মাভিমানিগণই আত্মার বিনাশশঙ্কা করিয়া থাকে। আত্মা অচ্ছেদ্য, অভেদ্য ও সর্ব্বথা স্বতন্ত্র, আত্মস্ফুরণরূপ ভীষ্ম দ্রোণাদিকে কি কেহ স্বরূপতঃ বধ করিতে পারে? আত্মা কিছুতেই হত হয়েন না, ও কাহাকেও হনন করেন না। "য এনং বেত্তি হন্তারং" এই বাক্যদ্বারা আত্মকর্ত্তৃত্ববাদী নৈয়ায়িকদিগের প্রতি এবং "যশ্চৈনং মন্যতে হতং" বাক্যদ্বারা দেহাত্মবাদী চার্ব্বাকদিগের মতের প্রতি কটাক্ষ করা হইয়াছে। এই শ্লোকটী কঠবল্লী শ্রুতির "হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্" (ক) এই পূর্ব্বার্দ্ধের ছায়ামাত্র ॥ ১৯ ॥

-:o:-

অন্বয়বোধিনী। অয়ং (এই আত্মা) কদাচিৎ (কোন সময়ে) ন জায়তে (জন্মগ্রহণ করেন না), ন বা ম্রিয়তে (মৃত হয়েন না), ভূত্বা (উৎপন্ন হইয়া) বা ভূয়ঃ (পুনরায়)

* নায়ং ভূত্বা ভবিতেতি শ্রীধরস্বামিধৃতঃ পাঠঃ। (ক) ক—উ—২।১৯।

অভবিতা (বিনাশ প্রাপ্ত হন), ইতি ন (ইহা নহে), [অতএব] অজঃ (জন্মরহিত) নিত্যঃ (সর্ব্বদা একরূপ) শাশ্বতঃ (বিকারশূন্য) পুরাণঃ (অপরিণামী) অয়ম্ আত্মা (এই পুরুষ) শরীরে হন্যমানে (শরীর বিনষ্ট হইলে) ন হন্যতে (বিনষ্ট হয়েন না) ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ। আত্মা কখনও জন্মগ্রহণ করেন না, মৃত্যুমুখেও পতিত হয়েন না, আত্মা বারংবার উৎপন্ন হইয়া বৃদ্ধিলাভও করেন না। তিনি অজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ। শরীর বিনষ্ট হইলেও তাঁহার বিনাশ হয় না ॥ ২০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কথমবিক্রিয় আত্মেতি ? দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ—ন জায়ত ইতি। ন জায়তে নোৎপদ্যতে। জনিলক্ষণা বস্তুবিক্রিয়া নাত্মনো বিদ্যত ইত্যর্থঃ। তথা ন ম্রিয়তে বা। অত্র বাশব্দশ্চার্থে। ন ম্রিয়তে চেত্যন্ত্যা বিনাশলক্ষণা বিক্রিয়া প্রতিষিধ্যতে। কদাচিচ্ছব্দঃ সর্ব্ববিক্রিয়াপ্রতিষেধৈঃ সংবধ্যতে—ন কদাচিজ্জায়তে—ন কদাচিন্ম্রিয়ত ইত্যেবম্। যস্মাদয়মাত্মা ভূত্বা ভবনক্রিয়ামনুভূয় পশ্চাদভবিতাঽভাবং গন্তা ন ভূয়ঃ পুনস্তস্মান্ন ম্রিয়তে। যো হি ভূত্বা ন ভবিতা স ম্রিয়ত ইত্যুচ্যতে লোকে। বাশব্দান্নশব্দাচ্চায়মাত্মাঽভূত্বা বা ভবিতা দেহবন্ন ভূয়ঃ পুনঃ। তস্মান্ন জায়তে। যো হ্যভূত্বা ভবিতা স জায়ত ইত্যুচ্যতে। নৈবমাত্মা। অতো ন জায়তে। যস্মাদেবং তস্মাদজঃ। যস্মান্ন ম্রিয়তে তস্মান্নিত্যশ্চ। যদ্যপ্যাদ্যন্তয়োর্ব্বিক্রিয়য়োঃ প্রতিষেধে সর্ব্বা বিক্রিয়াঃ প্রতিষিদ্ধা ভবন্তি তথাপি মধ্যভাবিনীনাং বিক্রিয়াণাং স্বশব্দৈরেব তদর্থৈঃ প্রতিষেধঃ কর্ত্তব্য ইত্যনুক্তানামপি যৌবনাদিসমস্তবিক্রিয়াণাং প্রতিষেধো যথা স্যাদিত্যাহ—শাশ্বত ইত্যাদিনা। শাশ্বত ইত্যপক্ষয়লক্ষণা বিক্রিয়া প্রতিষিধ্যতে। শশ্বদ্ভবঃ শাশ্বতঃ। নাঽপক্ষীয়তে স্বরূপেণ নিরবয়বত্বান্নির্গুণত্বাচ্চ। নাপি গুণক্ষয়েণাপক্ষয়ঃ। অপক্ষয়বিপরীতাঽপি বৃদ্ধিলক্ষণা বিক্রিয়া প্রতিষিধ্যতে—পুরাণ ইতি। যো হ্যবয়বাগমেনোপচীয়তে স বর্দ্ধতে। অতোঽভিনব ইতি চোচ্যতে। অয়ং ত্বাত্মা নিরবয়বত্বাৎ পুরাঽপি নব এবেতি পুরাণঃ। ন বর্দ্ধত ইত্যর্থঃ। তথা ন হন্যতে ন বিপরিণম্যতে হন্যমানে বিপরিণম্যমানেঽপি শরীরে। হন্তিরত্র বিপরিণামার্থো দ্রষ্টব্যোঽপুনরুক্ততায়ৈ। ন বিপরিণম্যত ইত্যর্থঃ। অস্মিন্ মন্ত্রে ষড়্ভাববিকারা লৌকিকবস্তুবিক্রিয়া আত্মনি প্রতিষিধ্যন্তে। সর্ব্বপ্রকারবিক্রিয়ারহিত আত্মেতি বাক্যার্থঃ। যস্মাদেবং তস্মাদুভৌ তৌ ন বিজানীত ইতি পূর্ব্বেণ মন্ত্রেণাঽস্য সম্বন্ধঃ ॥ ২০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ন হন্যত ইত্যেতদেব ষড়্ভাববিকারশূন্যত্বেন দ্রঢ়য়তি—নেতি। ন জায়ত ইতি জন্মপ্রতিষেধঃ। ন ম্রিয়ত ইতি বিনাশপ্রতিষেধঃ। বাশব্দশ্চার্থে। ন চায়ং ভূত্বোৎপদ্য ভবিতা ভবত্যস্তিত্বং ভজতে। কিন্তু প্রাগেব স্বতঃ সদ্রূপ ইতি জন্মানন্তরাস্তিত্বলক্ষণদ্বিতীয়বিকারপ্রতিষেধঃ। তত্র হেতুঃ—যস্মাদজঃ। যো হি জায়তে স হি জন্মানন্তরমস্তিত্বং ভজতে। ন তু যঃ স্বত এবাস্তি স ভূয়োঽপ্যন্যদস্তিত্বং ভজত ইত্যর্থঃ। নিত্যঃ সর্ব্বদৈকরূপ ইতি বৃদ্ধিপ্রতিষেধঃ। শাশ্বতঃ শশ্বদ্ভব ইত্যপক্ষয়প্রতিষেধঃ। পুরাণ ইতি বিপরিণামপ্রতিষেধঃ। পুরাঽপি নব এব। ন তু পরিণামতো রূপান্তরং প্রাপ্য নবো ভবতীত্যর্থঃ। যদ্বা ন

বেদাঽবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্॥ ২১॥

ভবিতেত্যন্বয়ং কৃত্বা ভূয়োঽধিকং যথা ভবতি তথা ন ভবিতেতি বৃদ্ধিপ্রতিষেধঃ। অজো নিত্য ইতি চোভয়ং বৃদ্ধ্যভাবে হেতুরিত্যপৌনরুক্ত্যং। তদেবং জায়তেঽস্তি বর্দ্ধতে বিপরিণমতেঽপক্ষীয়তে বিনশ্যতীত্যেবং যাস্কাদিভিরুক্তাঃ ষড়্ভাববিকারা নিরস্তাঃ। যদর্থমেতে বিকারা নিরস্তাস্তং প্রস্তুতং বিনাশাভাবমুপসংহরতি—ন হন্যতে হন্যমানে শরীর ইতি॥ ২০॥

গীতার্থসন্দীপনী। আত্মা যে হনন করেন না ও হত হয়েন না, তাহা অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য আত্মার স্বরূপ কথিত হইতেছে। জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ এই ছয়টী 'বিকার' বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। "ন জায়তে ম্রিয়তে বেতি" আত্মার লক্ষণ দ্বারা ষড়্বিধ বিকারের প্রথম ও অন্তিম বিকারদ্বয় খণ্ডন করিলেন। যাহা পূর্ব্বে ছিল না, এখন রহিয়াছে, তাহারই জন্ম হইয়াছে এবং যাহা এখন আছে, পরে থাকিবে না, তাহারই বিনাশ স্বীকার করা যায়। আত্মার আদি ও নাই, অন্ত ও নাই, সুতরাং তিনি জন্মমরণরূপ বিক্রিয়াবর্জ্জিত। উৎপত্তিকাল হইতে মরণ পর্য্যন্ত যে সাময়িক বিদ্যমানতা তাহার নাম "অস্তিত্ব"। জন্ম ও মরণাভাববশতঃ অথবা সৎস্বরূপে নিত্য বিদ্যমানতা প্রযুক্ত আত্মার তাদৃশ "অস্তিত্ব" রূপ বিক্রিয়া নাই। যিনি সর্ব্বদাই "এক" রূপ, তাহার "বৃদ্ধি" বা উপচয় রূপ বিক্রিয়ার কোন সম্ভাবনাই নাই। যিনি শাশ্বত, তাঁহার অপক্ষয় বা অপচয় হইবে কিরূপে? তিনি পুরাণ পুরুষ, সুতরাং কোন নবীন রূপধারণাদিরূপ রূপান্তর বা পরিণাম মাত্র নাই। এইরূপে আত্মা সর্ব্বপ্রকার বিকার বর্জ্জিত হওয়ায় কোনরূপ কর্তৃত্ব বা কর্ম্মত্ব তাঁহাতে আরোপিত হয় না। অতএব হে অর্জ্জুন! আত্মা যখন কোন বিকারেরই বশীভূত নহেন, তখন শরীরকে অস্ত্রশস্ত্রাদি দ্বারা বিনষ্ট করিলেও, তিনি কোনমতেই বিনষ্ট হইবেন না। "অবিনাশী বা অরেঽয়মাত্মা" (শ্রুতি) এই আত্মা বিনাশবর্জ্জিত॥ ২০॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। যঃ (যে ব্যক্তি) এনম্ (ইঁহাকে) অবিনাশিনং (অবিনাশী) নিত্যম্ অজম্ অব্যয়ং বেদ (নিত্য জন্ম ও ক্ষয় রহিত বলিয়া জানেন), সঃ পুরুষঃ (সেই পুরুষ) কথং (কি প্রকারে) [হে] পার্থ! কং (কাহাকে) ঘাতয়তি (বধ করান)? বা (অথবা) কং হন্তি (বিনাশ করেন)?॥ ২১॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি ইঁহাকে অবিনাশী, নিত্য, অজ ও অব্যয় বলিয়া জানেন, তিনি কি জন্য এবং কিরূপেই বা হে পার্থ! কাহাকে বধ করিবেন? এবং স্বয়ং উদ্যত হইয়া কেন এবং কাহাকেই বা হনন করাইবেন?॥ ২১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। য এনং বেত্তি হন্তারমিত্যনেন মন্ত্রেণ হননক্রিয়ায়াঃ কর্ত্তা কর্ম্ম চ ন ভবতীতি,প্রতিজ্ঞায় ন জায়ত ইত্যনেনাঽবিক্রিয়ত্বে হেতুমুক্ত্বা প্রতিজ্ঞাতার্থমুপসংহরতি—

বেদাঽবিনাশিনমিতি। বেদ বিজানাতি। অবিনাশিনমন্ত্যভাববিকাররহিতম্। নিত্যং বিপরিণামরহিতম্। যো বেদেতি সম্বন্ধঃ। এনং পূর্ব্বেণ মন্ত্রেণোক্তলক্ষণমজমব্যয়মুপজননাঽপক্ষয়রহিতং কথং কেন প্রকারেণ স বিদ্বান্ পুরুষোঽধিকৃতো হন্তি হননক্রিয়াং করোতি? কথং বা ঘাতয়তি হন্তারং প্রয়োজয়তি? ন কথঞ্চিৎ কঞ্চিদ্ধন্তি। ন কথঞ্চিৎ কঞ্চিদ্ঘাতয়তি—ইত্যুভয়ত্রাক্ষেপ এবার্থঃ। প্রশ্নার্থাঽসম্ভবাৎ। হেত্বর্থস্তাবিক্রিয়ত্বস্য চ তুল্যত্বাদ্বিদুষঃ সর্ব্বকর্ম্মপ্রতিষেধ এব প্রকরণার্থোঽভিপ্রেতো ভগবতঃ। হন্তেস্ত্বাক্ষেপ উদাহরণার্থত্বেন কথিতঃ। বিদুষঃ কং কর্ম্মাঽসম্ভবে হেতুবিশেষং পশ্যন্ কর্ম্মাণ্যাক্ষিপতি ভগবান্—কথং স পুরুষ ইতি?

নন্বুক্তমেবাত্মনোঽবিক্রিয়ত্বং সর্ব্বকর্ম্মাসম্ভবকারণবিশেষঃ। সত্যমুক্তম্। ন তু স কারণবিশেষঃ। অন্যত্বাদ্বিদুষোঽবিক্রিয়াদাত্মন ইতি। ন হ্যবিক্রিয়ং স্থাণুং বিদিতবতঃ কর্ম্ম ন সম্ভবতীতি চেৎ? ন। বিদুষ আত্মত্বাৎ। ন দেহাদিসংঘাতস্য বিদ্বত্তা। অতঃ পারিশেষ্যাদসংহত আত্মা বিদ্বানবিক্রিয় ইতি তস্য বিদুষঃ কর্ম্মাসম্ভবাদাক্ষেপো যুক্তঃ—কথং স পুরুষ ইতি। যথা বুদ্ধ্যাদ্যাহৃতস্য শব্দাদ্যর্থস্যাঽবিক্রিয় এব সন্ বুদ্ধিবৃত্ত্যবিবেকবিজ্ঞানেনাবিদ্যয়োপলব্ধাত্মা কল্প্যত এবমেবাত্মানাত্মবিবেকজ্ঞানেন বুদ্ধিবৃত্ত্যা বিদ্যয়াঽসত্যরূপয়ৈব পরমার্থতোঽবিক্রিয় এবাত্মা বিদ্বানুচ্যতে। বিদুষঃ কর্ম্মাসম্ভববচনাদ্যানি কর্ম্মাণি শাস্ত্রেণ বিধীয়ন্তে তান্যবিদুষো বিহিতানীতি ভগবতো নিশ্চয়োঽবগম্যতে।

নন্বু বিদ্যাঽপ্যবিদুষ এব বিধীয়তে। বিদিতবিদ্যস্য পিষ্টপেষণবদ্বিদ্যাবিধানাঽনর্থকাৎ। তত্রাঽবিদুষঃ কর্ম্মাণি বিধীয়ন্তে। ন বিদুষঃ—ইতি বিশেষো নোপপদ্যত ইতি চেৎ? ন। অনুষ্ঠেয়স্য ভাবাভাববিশেষোপপত্তেঃ। অগ্নিহোত্রাদিবিধ্যর্থজ্ঞানোত্তরকালমগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মানেকসাধনোপসংহারপূর্ব্বকমনুষ্ঠেয়ং—কর্ত্তাঽহং মম কর্ত্তব্যমিত্যেবংপ্রকারবিজ্ঞানবতোঽবিদুষো যথানুষ্ঠেয়ং ভবতি ন তু তথা ন জায়ত ইত্যাদ্যাত্মস্বরূপবিধ্যর্থজ্ঞানোত্তরকালভাবি কিঞ্চিদনুষ্ঠেয়ং ভবতি। কিন্তু নাঽহং কর্ত্তা ন ভোক্তেত্যাদ্যাত্মৈকত্বাকর্তৃত্বাদিবিষয়জ্ঞানাদন্যন্নোৎপদ্যত ইত্যেব বিশেষ উপপদ্যতে। যঃ পুনঃ কর্ত্তাঽহমিতি বেত্त্যাত্মানং তস্য মমেদং কর্ত্তব্যমিত্যবশ্যম্ভাবিনী বুদ্ধিঃ স্যাৎ। তদপেক্ষয়া সোঽধিক্রিয়ত ইতি তং প্রতি কর্ম্মাণি। স চাবিদ্বান্—উভৌ তৌ ন বিজানীত ইতিবচনাৎ। বিশেষিতস্য চ বিদুষঃ কর্ম্মাক্ষেপবচনাৎ কথং স পুরুষ ইতি। তস্মাদ্বিশেষিতস্যাঽবিক্রিয়াত্মদর্শিনো বিদুষো মুমুক্ষোশ্চ সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাস এবাধিকারঃ। অত এব ভগবান্নারায়ণঃ সাংখ্যান্ বিদুষোঽবিদুষশ্চ কর্ম্মিণঃ প্রবিভজ্য দ্বে নিষ্ঠে গ্রাহয়তি—জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেণ যোগিনামিতি। তথা চ পুত্রায়াহ ভগবান্ ব্যাসঃ—দ্বাবিমাবথ পন্থানাবিত্যাদি (ক)।

তথা চ ক্রিয়াপথশ্চৈব পুরস্তাৎ পরস্তাৎ সংন্যাসশ্চেতি। এতমেব বিভাগং পুনঃ পুনর্দর্শয়িষ্যতি ভগবান্—অতত্ত্ববিদহঙ্কারবিমূঢাত্মা কর্ত্তাঽহমিতি মন্যতে। তত্ত্ববিত্তু নাঽহং করোমীতি। তথা চ সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্ত ইত্যাদি।

তত্র কেচিৎ পণ্ডিতংমন্যা বদন্তি জন্মাদিষড়্ভাববিক্রিয়ারহিতোঽবিক্রিয়োঽকর্ত্তৈকোঽহমা-

(ক) মহা, শান্তি—২৪১।৬।

স্যেতি ন, কস্তচিজ্জ্ঞানমুৎপদ্যতে যস্মিন্ সতি সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাস উপদিশ্যত ইতি। তন্ন। ন জায়ত ইত্যাদিশাস্ত্রোপদেশানর্থক্যপ্রসঙ্গাৎ। যথা চ শাস্ত্রোপদেশসামর্থ্যাদ্ধর্ম্মাস্তিত্ববিজ্ঞানং কর্ত্তুশ্চ দেহান্তরসম্বন্ধিজ্ঞানং চোৎপদ্যতে। তথা শাস্ত্রাৎ তস্যৈবাত্মনোঽবিক্রিয়ত্বাকর্ত্তৃত্বৈকত্বাদিবিজ্ঞানং কস্মান্নোৎপদ্যতে—ইতি প্রষ্টব্যাস্তে। করণাঽগোচরত্বাদিতি চেৎ ? ন। মনসৈবানুদ্রষ্টব্যমিতি (ক) শ্রুতেঃ। শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজনিতশমদমাদিসংস্কৃতং মন আত্মদর্শনে করণম্। তথা চ তদধিগমায়ানুমান আগমে চ সতি জ্ঞানং নোৎপদ্যত ইতি সাহসমেতৎ।

জ্ঞানং চোৎপদ্যমানং তদ্বিপরীতমজ্ঞানমবশ্যং বাধত ইত্যভ্যুপগন্তব্যম্। তচ্চাজ্ঞানং দর্শিতং—হন্তাঽহং হতোঽস্মীতি—উভৌ তৌ ন বিজানীত ইতি। অত্র চাত্মনো হননক্রিয়ায়াঃ কর্ত্তৃত্বং কর্ম্মত্বং হেতুকর্ত্তৃত্বং চাজ্ঞানকৃতং দর্শিতম্। তচ্চ সর্ব্বক্রিয়াস্বপি সমানম্। কর্ত্তৃত্বাদেরবিদ্যাকৃতত্বমবিক্রিয়ত্বাদাত্মনঃ। বিক্রিয়াবান্ হি কর্ত্তাত্মনঃ কর্ম্মভূতমন্যং প্রয়োজয়তি—কুর্ব্বিতি। তদেতদবিশেষেণ বিদুষঃ সর্ব্বক্রিয়াসু কর্ত্তৃত্বং হেতুকর্ত্তৃত্বং চ প্রতিষেধতি ভগবান্—বিদুষঃ কর্ম্মাধিকারাভাবপ্রদর্শনার্থং—বেদাঽবিনাশিনং কথং স পুরুষ ইত্যাদিনা। ক পুনর্ব্বিদুষোঽধিকার ইতি ? এতদুক্তং পূর্ব্বমেব—জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানামিতি। তথা চ সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসং বক্ষ্যতি—সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসেত্যাদিনা।

নন্থ মনসেতি বচনান্ন বাচিকানাং কায়িকানাং চ সংন্যাস ইতি চেৎ ? ন। সর্ব্বকর্ম্মাণীতি বিশেষিতত্বাৎ। মানসানামেব সর্ব্বকর্ম্মণামিতি চেৎ ? ন। মনোব্যাপারপূর্ব্বকত্বাদ্বাক্কায়ব্যাপারাণাং মনোব্যাপারাভাবে কর্ম্মানুপপত্তেঃ।

শাস্ত্রীয়াণাং বাক্কায়কর্ম্মণাং কারণানি মানসানি কর্ম্মাণি বর্জ্জয়িত্বান্যানি সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যেত্ ইতি চেৎ ? ন। নৈব কুর্ব্বন্ন কারয়ন্নিতি বিশেষণাৎ।

সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসোঽয়ং ভগবতোক্তো মরিষ্যতঃ। ন জীবত ইতি চেৎ ? ন। নবদ্বারে পুরে দেহ্যাস্ত ইতি বিশেষণানুপপত্তেঃ।

ন হি সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসেন মৃতস্য তদ্দেহ আসনং সম্ভবতি। অকুর্ব্বতোঽকারয়তশ্চ দেহে সংন্যস্যেতি সম্বন্ধো ন দেহে আস্ত ইতি চেৎ ? ন। সর্ব্বত্রাত্মনোঽবিক্রিয়ত্বাঽবধারণাৎ। আসনক্রিয়ায়াশ্চাধিকরণাপেক্ষত্বাৎ। তদনপেক্ষত্বাচ্চ সংন্যাসস্য। সংপূর্ব্বস্তু ন্যাসশব্দোঽত্র ত্যাগার্থঃ। ন নিক্ষেপার্থঃ। তস্মাদ্গীতাশাস্ত্র আত্মজ্ঞানবতঃ সংন্যাস এবাধিকারঃ। ন কর্ম্মণি। ইতি তত্র-তত্রোপরিষ্টাদাত্মজ্ঞানপ্রকরণে দর্শয়িষ্যামঃ ॥ ২১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অত এব হন্তৃত্বাভাবোঽপি পূর্ব্বোক্তঃ সিদ্ধ ইত্যাহ—বেদাঽবিনাশিনমিত্যাদি। নিত্যং বৃদ্ধিশূন্যম্। অব্যয়মপক্ষয়শূন্যম্। অজমবিনাশিনং চ। যো বেদ স পুরুষঃ কং হন্তি ? কথং বা হন্তি ? এবংভূতস্য বধে সাধনাঽভাবাৎ। তথা স্বয়ং প্রয়োজকো ভূত্বাঽন্যেন কং ঘাতয়তি ? কথং বা ঘাতয়তি ? ন কঞ্চিদপি। ন কথঞ্চিদপীত্যর্থঃ। অনেন মহ্যপি প্রয়োজকত্বাদ্দোষদৃষ্টিং মা কার্ষীরিত্যুক্তং ভবতি ॥ ২১ ॥

(ক) বৃ—উ—৪।৪।১৯।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা—
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। পাছে অর্জ্জুন আপনাকে ভীষ্মাদির বধকর্ত্তা অথবা ভগবান্‌কে এতদ্বধসাধনের মুখ্য প্রয়োজক মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হয়েন, তজ্জন্য ভগবান্ কহিতেছেন—গুরুশাস্ত্রোপদেশে সৎস্বরূপ সর্ব্বত্র ব্যাপক, জন্মক্ষয়বর্জ্জিত বলিয়া আপনাকে যিনি বিদিত হয়েন, সেই বিদ্বান্ পুরুষের সম্মুখে সর্ব্বত্র একাত্মার বিদ্যমানতা ভিন্ন যখন অপরের বিদ্যমানতাই আদৌ অনুমিত হয় না, তখন তিনি কিরূপে ও কাহাকেই বা বধ করিবেন ও করাইবেন ?

"আত্মানং চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পূরুষঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসংজ্বরেৎ" ॥ (ক) [শ্রুতি]

"পরিপূর্ণ অদ্বিতীয় ব্রহ্মই আমি" এইরূপে যখন বিদ্বান্ পুরুষ আপনাকে জানেন, তখন তিনি কোন্ কামনার বশীভূত হইয়া ও কি জন্যই বা শরীরকে ক্লেশদান করিবেন ?

আত্মজ্ঞান হইলে অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, তৎপরে অহংমমেতি অধ্যাসের অভাব হইয়া পড়ে। ঈদৃশ অধ্যাসের ক্ষয় হইলেই রাগ দ্বেষাদির নিবৃত্তি হইয়া থাকে, ও তদনন্তর অবশ্যই কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্বাদির শান্তি হইয়া যায়। অতএব হে অর্জ্জুন "তুমি বধকর্ত্তা", "ভীষ্মাদি বধ্য" ও "আমি বধসাধনের প্রয়োজক", ইহা কখনও মনে করিও না ॥ ২১ ॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। যথা (যেমন) নরঃ জীর্ণানি (জীর্ণ) বাসাংসি (বস্ত্রসকল) বিহায় (পরিত্যাগ পূর্ব্বক) অপরাণি (অন্য) নবানি (নূতন) [বস্ত্র] গৃহ্লাতি (গ্রহণ করে) তথা দেহী (আত্মা) জীর্ণানি শরীরাণি (জীর্ণ দেহ সকল) বিহায় (ত্যাগ করিয়া) অন্যানি (অন্য) নবানি (নূতন) [শরীর] সংযাতি (প্রাপ্ত হয়) ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ। যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক নবীন বস্ত্র গ্রহণ করে, তদ্রূপ দেহী এই জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য অভিনব দেহ ধারণ করিয়া থাকে ॥ ২২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। প্রকৃতং তু বক্ষ্যামঃ। তত্রাত্মনোঽবিনাশিত্বং প্রতিজ্ঞাতম্। তৎ কিমিবেতি ? উচ্যতে—বাসাংসীতি। বাসাংসি বস্ত্রাণি জীর্ণানি দুর্ব্বলতাং গতানি যথা লোকে বিহায় পরিত্যজ্য নবান্যভিনবানি গৃহ্লাত্যুপাদত্তে নরঃ পুরুষোঽপরাণ্যন্যানি। তথা তদ্বদেব শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি সংগচ্ছতি নবানি দেহাত্মা। পুরুষবদবিক্রিয় এবেত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

(ক) বৃ—উ—৪।৪।১২।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। নম্বাত্মনোঽবিনাশেঽপি তদীয়শরীরনাশং পর্য্যালোচ্য শোচামীতি চেৎ? তত্রাহ—বাসাংসীত্যাদি। কর্ম্মনিবন্ধনানাং নূতনানাং দেহানামবশ্যম্ভাবিত্বাৎ তজ্জীর্ণদেহনাশে শোকাবকাশ ইত্যর্থঃ॥ ২২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। অর্জ্জুন ভাবিলেন, শ্রুতি প্রমাণাদি দ্বারা বুঝিলাম আত্মা অবিনাশী ও শরীর নশ্বর, কিন্তু এই ভীষ্মাদির নশ্বর দেহই কত মহৎ ও সদনুষ্ঠানের আধারভূমি, যুদ্ধ যখন এই সৎকর্ম্মক্ষেত্ররূপ দেহের নাশক, তখন উহা কখনই কর্ত্তব্য নহে। এই জন্য ভগবান্ কহিতেছেন, হে অর্জ্জুন! ভীষ্মাদি এই দেহধারণে অনেক তপস্যা ও সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তদ্দ্বারা ও বৃদ্ধাবস্থার দোষে শরীর জীর্ণ শীর্ণও হইয়াছে, যে সকল তপস্যা ব্রতাদি করিয়াছেন, তৎকর্ম্মফল দ্বারা তাঁহারা অপূর্ব্ব নবীন দেহ পাইবার উপযুক্ত। যেমন জীর্ণবস্ত্র ত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধানে মনুষ্যের আহ্লাদভিন্ন কখন খেদ হইবার সম্ভাবনা নাই, তদ্রূপ বর্ত্তমান দেহান্তে ভীষ্মাদি সৎকর্ম্মজন্য উৎকৃষ্ট দেহ পাইবেন, তাহাতে ক্লেশ নাই।

"অন্যন্নবতরং কল্যাণতরং রূপং কুরুতে পিত্র্যং বা গান্ধর্ব্বং বা
দৈবং বা প্রাজাপত্যং বা ব্রাহ্মং বা। (ক) শ্রুতি।

জীব পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক পুণ্যকর্ম্মফলে পিতৃলোকে বা গন্ধর্ব্ব লোকে, দেবলোকে বা প্রাজাপত্যলোকে অথবা ব্রহ্মলোকে উৎকৃষ্ট দেবশরীর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব ভীষ্মাদির তপঃশীর্ণ দেহের অন্ত হইলে তাঁহারা দিব্য দেহ পাইয়া সুখী হইবেন। ধর্ম্মযুদ্ধে তাঁহাদের দেহের পতন হইল, অনিষ্ট হইল এইরূপ আশঙ্কা করিও না ॥ ২২ ॥

—:০:

অন্বয়বোধিনী। শস্ত্রাণি (শস্ত্রসমূহ) এনং (এই আত্মাকে) ন ছিন্দন্তি (ছেদন করে না), পাবকঃ (অগ্নি) এনং ন দহতি (ইহাকে দগ্ধ করে না), আপঃ (জল) এনং ন ক্লেদয়ন্তি (ইহাকে আর্দ্র করে না), মারুতঃ (বায়ু) ন শোষয়তি (শুষ্ক করে না) ॥ ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। শস্ত্রসমূহ এই আত্মাকে ছেদন করিতে পারে না, ইহাকে দাহ করিবার সামর্থ্য অগ্নির নাই, জল আত্মাকে আর্দ্র করিতে অপারগ, এবং বায়ু তাহাকে শুষ্ক করিতে অক্ষম ॥ ২৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কস্মাদবিক্রিয় এবেতি? আহ—নৈনং ছিন্দন্তীতি। এনং প্রকৃতং দেহিনং ন ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি। নিরবয়বত্বান্নাবয়ববিভাগং কুর্ব্বন্তি। শস্ত্রাণ্যস্যাদীনি। তথা নৈনং দহতি পাবকঃ। অগ্নিরপি ন ভস্মীকরোতি। তথা ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপঃ। অপাং হি সাবয়বস্য

(ক) বৃ—উ—৪।৪।৪।

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥ ২৪ ॥

বস্তুন আর্দ্রীভাবকরণেনাঽবয়ববিশ্লেষাপাদনে সামর্থ্যম্। তচ্চ নিরবয়ব আত্মনি সম্ভবতি। তথা স্নেহবদ্দ্রব্যং স্নেহশোষণেন নাশয়তি বায়ুঃ। এনং ত্বাত্মানং ন শোষয়তি মারুতোঽপি ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কথং হন্তীত্যনেনোক্তং বধসাধনাভাবং দর্শয়ন্নবিনাশিত্বমাত্মনঃ স্ফুটীকরোতি—নৈনমিত্যাদি। আপো নৈনং ক্লেদয়ন্তি। মৃদুকরণেন শিথিলং ন কুর্ব্বন্তি। মারুতোঽপ্যেনং ন শোষয়তি ॥ ২৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। গৃহ দগ্ধ হইলে যেমন গৃহমধ্যস্থ মনুষ্যও দগ্ধ হইয়া যায়, সেইরূপ দেহ বিনষ্ট হইলে তন্মধ্যস্থ আত্মারও নাশ হইতে পারে, অর্জ্জুনের এই আশঙ্কা দূরীকরণার্থ ভগবান্ বলিতেছেন যে, হে অর্জ্জুন! প্রপঞ্চজগতে এমন কোন পদার্থই নাই যাহা আত্মার বিনাশ সাধনে সক্ষম। আকাশের দ্বারা কেহ আঘাত প্রাপ্ত হয় না, এই জন্য আকাশের উল্লেখ না করিয়া ভগবান্ মৃৎ, (মৃত্তিকার বিকার শস্ত্রাদি) অগ্নি, জল, ও বায়ুর উল্লেখ করিয়া বলিলেন, যে ইহাদের কাহারও আত্মাকে হনন করিবার শক্তি নাই। অতএব আত্মার বিনাশাশঙ্কা তুমি কদাপি করিও না ॥ ২৩ ॥

—:০:

অন্বয়বোধিনী। অয়ম্ (এই আত্মা) অচ্ছেদ্যঃ, অয়ম্ অদাহ্যঃ, অক্লেদ্যঃ, অশোষ্যঃ চ এব। অয়ং নিত্যঃ, সর্ব্বগতঃ (সর্ব্বব্যাপী) স্থাণুঃ (স্থির) অচলঃ সনাতনঃ ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। আত্মা ছিন্ন হইবার বা দগ্ধ হইবার কিম্বা ক্লিন্ন হইবার অথবা শুষ্ক হইবার বস্তু নহেন। তিনি নিত্য, সর্ব্বত্র ব্যাপী, স্থির, অচল ও অনাদি ॥ ২৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যত এবং তস্মাৎ—অচ্ছেদ্যোঽয়মিতি। যস্মাদন্যোন্যনাশহেতূনি ভূতান্যেনমাত্মানং নাশয়িতুং নোৎসহন্তে তস্মান্নিত্যঃ। নিত্যত্বাৎ সর্ব্বগতঃ। সর্ব্বগতত্বাৎ স্থাণুঃ। স্থাণুরিব স্থির ইত্যেতৎ। স্থিরত্বাদচলোঽয়মাত্মা। অতঃ সনাতনশ্চিরন্তনঃ। ন কারণাৎ কুতশ্চিন্নিষ্পন্নঃ। অভিনব ইত্যর্থঃ।

নৈতেষাং শ্লোকানাং পৌনরুক্ত্যং চোদনীয়ম্। যত একেনৈব শ্লোকেনাত্মনো নিত্যত্বমবিক্রিয়ত্বং চোক্তং—ন জায়তে ম্রিয়তে বা—ইত্যাদিনা। তত্র যদেবাত্মবিষয়ং কিঞ্চিদুচ্যতে তদেতস্মাৎ শ্লোকার্থান্নাতিরিচ্যতে। কিঞ্চিচ্ছব্দতঃ পুনরুক্তম্। কিঞ্চিদর্থত ইতি। দুর্ব্বোধত্বাদাত্মবস্তুনঃ পুনঃ পুনঃ প্রসঙ্গমাপাদ্য শব্দান্তরেণ তদেব বস্তু নিরূপয়তি ভগবান্ বাসুদেবঃ—কথং নু নাম সংসারিণাং বুদ্ধিগোচরতামাপন্নং সদব্যক্তং তত্ত্বং সংসারনিবৃত্তয়ে স্যাদিতি ॥ ২৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তত্র হেতুনাহ—অচ্ছেদ্য ইতি সার্দ্ধেন। নিরবয়বত্বাদচ্ছেদ্যোঽয়মক্লেদ্যশ্চ। অমূর্ত্তত্বাদদাহ্যঃ। দ্রবত্বাভাবাদশোষ্য ইতি ভাবঃ। ইতশ্চাচ্ছেদ্যাদি-

অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নাঽনুশোচিতুমর্হসি ॥ ২৫ ॥

যোগ্যো ন ভবতি। যতো নিত্যোঽবিনাশী। সর্ব্বগতঃ সর্ব্বত্র গতঃ। স্থাণুঃ স্থিরস্বভাবো রূপান্তরাপত্তিশূন্যঃ। অচলঃ পূর্ব্বরূপাঽপরিত্যাগী। সনাতনোঽনাদিঃ ॥ ২৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। শস্ত্রাদি দ্বারা আত্মাকে যে ছেদনাদি করা যায় না, তাহারই প্রমাণার্থ ভগবান্ এই শ্লোকে আত্মার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন।

"আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ
বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।" (ক)
"নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তম্"। শ্রুতি। (খ)

আত্মা আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী, নিত্য, মহান্ বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ, স্থির, অচল, অটল, নিষ্ক্রিয় ও শান্তস্বরূপ স্বভাবে সংস্থিত। যিনি নিরবয়ব ও সর্ব্বব্যাপী তিনি খড়্গাদি দ্বারা ছিন্ন বা কোন রূপেই পরিচ্ছিন্ন হইতে পারেন না। যিনি ভৌতিক দেহ নহেন, অগ্নি তাঁহাকে কিরূপে দগ্ধ করিবে? এবং জল দ্বারাই বা তাঁহাকে ক্লিন্ন করিবার সম্ভাবনা কোথায়? "রসো বৈ সঃ" (গ) [শ্রুতি] তিনি রসস্বরূপ। তবে বায়ুই বা তাঁহাকে শুষ্ক করিবে কোথা হইতে? তিনি মনের অগোচর, জ্ঞানেন্দ্রিয়েরও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ও অগোচর। "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরঃ * * * যোঽপ্সু তিষ্ঠন্নদ্ভ্যোঽন্তরঃ * * * যস্তেজসি তিষ্ঠংস্তেজসোঽন্তরঃ * * * যো বায়ৌ তিষ্ঠন্ বায়োরন্তরঃ" ইত্যাদি ॥ (ঘ) শ্রুতি।

যিনি পৃথিবীতে থাকিয়াও পৃথিবী হইতে ভিন্ন, জলে থাকিয়াও জল হইতে পৃথক্, যিনি অগ্নিতে থাকিয়াও অগ্নি হইতে স্বতন্ত্র, এবং বায়ুতে অবস্থিতি করিয়াও বায়ু হইতে বিভিন্ন। এরূপ পরম স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত আত্মার ছেদন, দহনাদি বিক্রিয়া কোনরূপেই সম্ভাবিত নহে। ইহাই তত্ত্বদর্শী পুরুষগণের মত। অতএব হে অর্জ্জুন! আত্মা বিনষ্ট হইবেন, তুমি এই প্রকার নিরর্থক সন্দেহ করিও না। ২৪ ॥

———:০:———

অন্বয়বোধিনী। অয়ম্ অব্যক্তঃ, অয়ম্ অচিন্ত্যঃ, অয়ম্ অবিকার্য্যঃ উচ্যতে (উক্ত হইয়াছে) তস্মাৎ (অতএব) এবম্ (এই প্রকার) এনং (এই আত্মাকে) বিদিত্বা (জানিয়া) অনুশোচিতুং (শোক করিতে) ন অর্হসি (পার না) ॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। আত্মা প্রকৃতই অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও অবিকার্য্য ইহাই উক্ত হইয়াছে। অতএব তুমি আত্মার এই স্বরূপ বিদিত হইয়া আর শোকাবসন্ন হইও না ॥ ২৫ ॥

(ক) শ্বেতাশ্ব—উ—৩।৯। (খ) শ্বেতাশ্ব—উ—৬,১৯।
(গ) তৈ. উ. ২।৭।১। (ঘ) বৃ—উ—৩।৭।৩—৬।

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈবং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—অব্যক্তোঽয়মিতি। অব্যক্তঃ সর্ব্বকরণাবিষয়ত্বান্ন ব্যজ্যত-ইত্যব্যক্তোঽয়মাত্মা। অত এবাঽচিন্ত্যোঽয়ম্। যদ্ধীন্দ্রিয়গোচরং বস্তু তচ্চিন্তাবিষয়ত্বমাপদ্যতে। অয়ং ত্বাত্মাঽনিন্দ্রিয়গোচরত্বাদচিন্ত্যঃ। অত এবাঽবিকার্য্যঃ। যথা ক্ষীরং দধ্যাতঞ্চনাদিনা বিকারি ন তথাঽয়মাত্মা। নিরবয়বত্বাচ্চাঽবিক্রিয়ঃ। ন হি নিরবয়বং কিঞ্চিদ্বিক্রিয়াত্মকং দৃষ্টম্। অবিক্রিয়ত্বাদবিকার্য্যোঽয়মাত্মোচ্যতে। তস্মাদেবং যথোক্তপ্রকারেণৈনমাত্মানং বিদিত্বা ত্বং নাঽনুশোচিতুমর্হসি—হন্তাহমেষাং ময়ৈতে হন্যন্তে—ইতি ॥ ২৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—অব্যক্ত ইতি। অব্যক্তশ্চক্ষুরাদ্যবিষয়ঃ। অচিন্ত্যঃ মনসোঽপ্যবিষয়ঃ। অবিকার্য্যঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণামপ্যগোচর ইত্যর্থঃ। উচ্যত ইতি নিত্যত্বাদাবভিযুক্তোক্তিং প্রমাণয়তি। উপসংহরতি—তস্মাদেবমিত্যাদি। তদেবাত্মনো জন্ম-বিনাশাভাবান্ন শোকঃ কার্য্য ইত্যুক্তম্ ॥ ২৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। একমাত্র আত্মারই বিষয় লইয়া ভগবান্ বারংবার কয়েকটী শ্লোক বলিলেন, এজন্য পুনরুক্তি দোষ কেহ মনে করিবেন না। দুর্ব্বোধ্য আত্মজ্ঞান অধিকারীকে সহজে বুঝান যায় না, সুতরাং একটু বিস্তর পূর্ব্বক না বলিলে অর্জ্জুনের চিত্ত প্রবুদ্ধ হইবে কিরূপে? এই জন্যই উপর্য্যুপরি এক আত্মারই বিষয় ব্যাখ্যাত হইল। যিনি অব্যক্ত, যাঁহার অবয়ব নাই—যাঁহার আদি ও শেষ নাই, যাঁহাকে চিন্তা করিতে পারে না, মনেরও অগোচর, তাহা কি কখন শস্ত্র, অগ্নি আদি ক্রিয়ার বিষয় হইতে পারে? "নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি" শ্লোক দ্বারা আত্মবিনাশে শস্ত্র, অগ্নি আদির অসমর্থতা ব্যাখ্যাত হইয়াছে, "অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়ম্" এই শ্লোকে আত্মা যে অগ্নি আদির ক্রিয়াভূমি নহে তাহা প্রদর্শিত হইল, এবং "অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়ম্" দ্বারা আত্মার ছেদ্যত্ব আদির যে কিছুমাত্র প্রামাণিকতা নাই, তাহাই স্পষ্টতঃ সূচিত হইল। হে অর্জ্জুন! এই মদুক্ত আত্মজ্ঞান শোকাপনোদনের মহামন্ত্র। শ্রুতি কহিয়াছেন যে "তরতি শোকমাত্মবিৎ" (ক), আত্মজ্ঞ পুরুষ শোক হইতে নিস্তার পাইয়া থাকেন। তুমি যে পূর্ব্বে শোক করিতেছিলে, তাহা শোভা পাইয়াছিল, কিন্তু এই আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া তোমার শোক প্রকাশ করা কোন মতেই উচিত নহে ॥ ২৫ ॥

———:o:———

অন্বয়বোধিনী। অথ চ (ইহার পরেও) এনং (ইহাকে) নিত্যজাতং (নিত্য জন্মগ্রহণশীল) নিত্যং বা মৃতং (মরণশীল) মন্যসে (স্বীকার কর) তথাপি [হে] মহাবাহো ত্বম্ (তুমি) এবং শোচিতুং (শোক করিতে) ন অর্হসি (পার না) ॥ ২৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। আত্মা নিত্য জন্মগ্রহণ করেন ও নিত্য মৃত্যুমুখে পতিত

(ক) ছা—উ—৭।১।৩

হয়েন, ইহাও যদি স্বীকার কর, তথাচ হে মহাবাহো! তোমার শোক করা কর্ত্তব্য নহে ॥ ২৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। আত্মনোঽনিত্যত্বমভ্যুপগম্যেদমুচ্যতে—অথ চৈনমিতি। অথ চেত্যভ্যুপগমার্থম্। এনং প্রকৃতমাত্মানং নিত্যজাতং লোকপ্রসিদ্ধ্যা প্রত্যনেকশরীরোৎপত্তিং জাতো জাত ইতি মন্যসে। তথা প্রতি তত্তদ্বিনাশং নিত্যং বা মন্যসে মৃতং মৃতো মৃত ইতি। তথাপি তথাভাবিন্যপ্যাত্মনি ত্বং মহাবাহো নৈবং শোচিতুমর্হসি। জন্মবতো নাশো নাশবতো জন্ম চেত্যেতাববশ্যম্ভাবিনাবিতি ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ইদানীং দেহেন সহাত্মনো জন্ম তদ্বিনাশেন চ বিনাশমঙ্গীকৃত্যাপি শোকো ন কার্য্য ইত্যাহ—অথ চৈনমিত্যাদি। অথ চ যদ্যপ্যেনমাত্মানং নিত্যং সর্ব্বদা তত্তদ্দেহে জাতে জাতং মন্যসে। তথা তত্তদ্দেহে মৃতে চ মৃতং মন্যসে। পুণ্যপাপয়োস্তৎফলভূতয়োশ্চ জন্মমরণয়োরাত্মগামিত্বাৎ। তথাপি ত্বং শোচিতুং নার্হসি ॥ ২৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। আত্মা যে নিত্য ও অবিনাশী, তজ্জন্য শোক করা মূঢ়ের কার্য্য, ইহা ভগবান্ ইতিপূর্ব্বে বুঝাইয়াছেন। যদি কেহ আত্মাকে অনিত্য বলিয়াও স্বীকার করেন, তথাপি যে শোক অকর্ত্তব্য তাহাই এক্ষণে উপদেশ করিতেছেন। আত্মা বিজ্ঞানস্বরূপ ও ক্ষণবিধ্বংসভাবযুক্ত ইহা সৌগত ধর্ম্মের মত। স্থূল দেহই আত্মা, স্থূল দেহের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার জন্ম, ও দেহের মরণেই আত্মার মরণ ইহা ত প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ। কেহ কেহ বলেন, আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন হইলেও দেহের সঙ্গে উৎপন্ন হয় বটে, তবে দেহের নাশে উহা নষ্ট না হইয়া কল্পান্ত পর্য্যন্ত থাকে, কল্পশেষে উহারও শেষ হইয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, আত্মা নিত্য বটেন, কিন্তু তাঁহার জন্ম মরণ হয়। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে, অপূর্ব্ব বা অদৃষ্ট, ইন্দ্রিয় ও দেহ সম্বন্ধের নাম "জন্ম" ও কর্ম্মভোগাবসানে তত্তাবদ্বিয়োগের নাম "মরণ"। ধর্ম্মাধর্ম্মের আধার স্বরূপ নিত্য বস্তুরই জন্ম বা দেহধারণাদি হইয়া থাকে। কেননা অনিত্য দেহাদি কখনও নিত্য ধর্ম্মাধর্ম্মের আধার হইতে পারে না। অতএব আত্মারই জন্ম মরণ মুখ্য, এবং দেহাদির জন্ম মরণ গৌণ। এই আত্মার নিত্যতা ও অনিত্যতা সম্বন্ধে অনেক ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। আত্মা অনিত্য হইলেও যে শোক করা অনুচিত এক্ষণে তাহাই বক্তব্য।

হে মহাবাহো! আমি তোমাকে আত্মার নিত্যত্ব বুঝাইলাম, ইহাতেও যদি তোমার চিত্ত প্রবুদ্ধ না হইয়া আত্মাকে অনিত্যবোধে "অহো বত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্" এইরূপে আপনাকে গ্লানিযুক্ত মনে কর, তাহা নিতান্ত অনুচিত। কেননা, যাহা অনিত্য, তাহার বিনাশ ত অবশ্যম্ভাবী। অবশ্যম্ভবিতব্য ঘটনায় শোক বা হর্ষ প্রকাশ করা মূঢ়ের কার্য্য। সূক্ষ্মদর্শী মহাত্মা মাত্রেই আত্মার নিত্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু হে অর্জ্জুন! তুমি ভ্রমবুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহা অঙ্গীকারে অসমর্থ কেন? "মহাবাহো" সম্বোধনে তাঁহার

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৭ ॥

সাহস, বীরত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের ইঙ্গিত করিয়া অর্জ্জুনকে উত্তেজিত করিলেন। অর্থাৎ শীঘ্রই তুমি আত্মার বিনাশ আশঙ্কাকে পরাজয় করিয়া প্রবুদ্ধ হও, দুঃখে অভিভূত হইও না ॥ ২৬ ॥

———:০:———

অন্বয়বোধিনী। হি (যেহেতু) জাতস্য (জন্মশীলের) মৃত্যুঃ (মরণ) ধ্রুবঃ (নিশ্চিত), মৃতস্য চ (মৃতের ও) জন্ম ধ্রুবং (নিশ্চিত), তস্মাৎ (সেই হেতু) অপরিহার্য্যে (অবশ্যম্ভাবী) অর্থে (বিষয়ে) ত্বং (তুমি) শোচিতুং (শোক করিতে) ন অর্হসি (পার না) ॥ ২৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। কেননা জন্ম হইলে মৃত্যু অবশ্যই হইবে, এবং মৃত্যু হইলে জীবদ্দশাকৃত কর্ম্মজালের অবশ্যভোগ্যফল অনুসারে আবার জন্ম হইবেই হইবে। অতএব এই অপরিহার্য্য কার্য্য কারণ ঘটনার জন্য তোমার দুঃখিত হওয়া কোন মতেই উচিত নহে ॥ ২৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তথা চ সতি—জাতস্যেতি। জাতস্য হি লব্ধজন্মনো ধ্রুবোঽব্যভিচারী মৃত্যুর্মরণম্। ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ। তস্মাদপরিহার্য্যোঽয়ং জন্মমরণলক্ষণোঽর্থঃ। তস্মিন্নপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কুত ইতি? অত আহ—জাতস্য হীত্যাদি। হি যস্মাজ্জাতস্য স্বারম্ভককর্ম্মক্ষয়ে মৃত্যুর্ধ্রুবো নিশ্চিতঃ। মৃতস্য চ তদ্দেহকৃতেন কর্ম্মণা জন্মাঽপি ধ্রুবমেব। তস্মাদেবমপরিহার্য্যেঽর্থেঽবশ্যম্ভাবিনি জন্মমরণলক্ষণেঽর্থে ত্বং বিদ্বান্ শোচিতুং নার্হসি যোগ্যো ন ভবসি ॥ ২৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। আত্মা নিত্য মানিলেও দৃষ্ট ও অদৃষ্ট এই দুই প্রকার দুঃখের মধ্যে ভীষ্মাদিবধে দৃষ্টদুঃখজন্য অর্জ্জুন পাছে ভীত হয়েন, এই জন্য ভগবান্ কহিতেছেন, হে অর্জ্জুন! দেহ ধারণ করিলেই মরিতে হয়, আবার যদি যোগ ও বৈরাগ্যাদি দ্বারা বাসনা ক্ষয় না হইতেই মৃত্যু হয়, তবে তাঁহার পুনর্জ্জন্ম অবশ্যম্ভাবী। তুমি যদি ভীষ্মাদিকে যুদ্ধে হনন নাও কর, পূর্ব্বকৃত কর্ম্মক্ষয় বশতঃ তাঁহাদের দেহ নষ্ট হইবেই হইবে। তুমি শোকই কর অথবা রোদনই কর, তাঁহাদের মরণ কি তুমি নিবারণ করিতে পারিবে? অতএব দৃষ্ট দুঃখের আশঙ্কায় আকুল হওয়া নিতান্ত নিরর্থক। আবার অদৃষ্ট [পারলৌকিক—দেহান্তরীয়] দুঃখের জন্যই বা চিন্তা করিয়া তুমি কি করিবে? উহা অপরিহার্য্য। অতএব বৃথা খেদযুক্ত হইও না। অগ্নিহোত্রাদি দ্বারা ব্রাহ্মণ যেমন স্বকর্ত্তব্য সাধন করেন, যুদ্ধ তাদৃশ তোমার কর্ত্তব্য বলিয়া জানিও।

"য আহবেষু যুধ্যন্তে ভূম্যর্থমপরাঙ্মুখাঃ।
অকূটৈরায়ুধৈর্যান্তি তে স্বর্গং যোগিনো যথা ॥"

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮ ॥

যে যোদ্ধা পুরুষ ভূমিলাভার্থ অকপটচিত্তে শস্ত্রাদি লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন ও যুদ্ধ হইতে বিমুখ না হইয়া আসেন, সে যোদ্ধৃপুরুষ যোগিগণের ন্যায় স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন। হে অর্জ্জুন! যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ, উহা কাম্যকর্ম্ম হইলেও নিত্যকর্ম্মের ন্যায় ফলপ্রদ, উহা তোমার অপরিসমাপ্ত অবস্থায় ত্যাগ করা কখনই উচিত নহে ॥ ২৭ ॥

———:o:———

অন্বয়বোধিনী। [হে] ভারত! ভূতানি (ভূতসকল) অব্যক্তাদীনি (আদিতে অব্যক্ত), ব্যক্তমধ্যানি (মধ্যাবস্থায় ব্যক্ত), অব্যক্তনিধনানি এব (বিনাশান্তে অব্যক্ত), তত্র (তাহাতে) কা পরিদেবনা (শোক কি)? ॥ ২৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। ভূত সকল প্রথমতঃ অব্যক্ত ছিল, মধ্যাবস্থায় ব্যক্ত হইয়াছে মাত্র; আবার বিনাশান্তে অব্যক্ত ভাবই প্রাপ্ত হইবে। অতএব হে ভারত! তজ্জন্য পরিদেবনা কি? ॥ ২৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কার্য্যকারণসংঘাতাত্মকান্যপি ভূতান্যুদ্দিশ্য শোকো ন যুক্তঃ কর্ত্তুম্। যতঃ—অব্যক্তাদীনীতি। অব্যক্তাদীনি—অব্যক্তমদর্শনমনুপলব্ধিরাদির্যেষাং ভূতানাং পুত্রমিত্রাদিকার্য্যকরণসংঘাতাত্মকানাং তান্যব্যক্তাদীনি ভূতানি প্রাগুৎপত্তেঃ। উৎপন্নানি চ প্রাঙ্মরণাদ্ব্যক্তমধ্যানি। অব্যক্তনিধনান্যেব পুনরব্যক্তমদর্শনং নিধনং মরণং যেষাং তান্যব্যক্তনিধনানি। মরণাদূর্দ্ধমব্যক্ততামেব প্রতিপদ্যন্ত ইত্যর্থঃ। তথা চোক্তম্—অদর্শনাদাপতিতঃ পুনশ্চাদর্শনং গতঃ। নাসৌ তব ন তস্য ত্বং বৃথা কা পরিদেবনা ॥ ইতি ॥ (ক) তত্র কা পরিদেবনা? কো বা প্রলাপঃ? অদৃষ্টদৃষ্টপ্রনষ্টভ্রান্তিভূতেষিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ দেহানাং স্বভাবং পর্য্যালোচ্য তদুপাধিক আত্মনো জন্মমরণে শোকো ন কার্য্য ইতি। অত আহ—অব্যক্তাদীনীত্যাদি। অব্যক্তং প্রধানম্। তদেবাদিরুৎপত্তেঃ পূর্ব্বরূপং যেষাং তান্যব্যক্তাদীনি। ভূতানি শরীরাণি। কারণাত্মনা স্থিতানামেবোৎপত্তেঃ। তথা ব্যক্তমভিব্যক্তং মধ্যং জন্মমরণান্তরালস্থিতিলক্ষণং যেষাং তানি ব্যক্তমধ্যানি। অব্যক্তে নিধনং লয়ো যেষাং তানীমান্যেবংভূতান্যেব। তত্র তেষু কা পরিদেবনা? কঃ শোকনিমিত্তো বিলাপঃ? প্রতিবুদ্ধস্য স্বপ্নদৃষ্টবস্তুম্বিব শোকো ন যুজ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। জীবগণ জন্মিবার পূর্ব্বে ও মরণের পরে অব্যক্ত ভাবাপন্ন থাকে। যেমন স্বপ্নদৃষ্ট ব্যাপার ও ইন্দ্রজালের পদার্থপুঞ্জ ক্ষণকাল মাত্র প্রতীত হয়, পূর্ব্বে বা পরে তাহাদের সত্যতা লক্ষিত হয় না, ভীষ্মাদি সর্ব্বজীবের দেহও তাদৃশ। অথবা—

(ক) মহা—স্ত্রী—২।১৩।

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্য্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯ ॥

cf কঠ II-7

"তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীত্তন্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়ত" ইত্যাদি। (শ্রুতি)। (ক) আকাশাদি প্রপঞ্চ উৎপত্তির পূর্ব্বে অব্যাকৃত ছিল। সেই অব্যাকৃতরূপ প্রপঞ্চ সৃষ্টি-কালে নামরূপ দ্বারা প্রকাশিত হইল। মায়োপহিত চৈতন্য অব্যক্তরূপই সর্ব্বভূতের আদিম ও অন্তিম আশ্রয়ভূমি। মৃজ্জলাদিময় ভৌতিক দেহাদির বিনাশে তোমার বৃথা চিন্তা কেন? অথবা কখন অব্যক্ত কখন বা ব্যক্ত এইভাবে ভূতগণ ত নিত্য কালই বিদ্যমান থাকে, তবে কি জন্যই বা তুমি চিন্তিত হইতেছ? "ভারত" সম্বোধন পদ দ্বারা ভগবান্ অর্জ্জুনের মহাবংশে জন্মবার্ত্তার সঙ্কেত করিয়া বলিলেন, তুমি শাস্ত্রের নিগূঢ় সিদ্ধান্ত সকল সহজেই বুঝিবার উপযুক্ত পাত্র, তবে কেন বৃথা ক্ষুণ্ণ হইতেছ? নিজ প্রতিভা বলে সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝিয়া প্রবুদ্ধ হও ॥ ২৮ ॥

—:০:—

অন্বয়বোধিনী। কশ্চিৎ (কেহ) এনম্ (ইহাকে) আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি (দেখেন), তথৈব চ (সেইরূপ) অন্যঃ (অন্য কেহ) আশ্চর্য্যবৎ বদতি (আশ্চর্য্যরূপে বলেন), অন্যঃ চ (অন্য কেহ) এনম্ (ইহাকে) আশ্চর্য্যবৎ (আশ্চর্য্যভাবে) শৃণোতি (শ্রবণ করেন), কশ্চিৎ (কেহ বা) শ্রুত্বা চ অপি (শ্রবণ করিয়াও) এনং ন বেদ (জানিতে পারেন না) ॥ ২৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। কেহ এই আত্মাকে আশ্চর্য্যবৎ দেখিয়া থাকেন, অন্য কেহ বা এই আত্মাকে আশ্চর্য্যরূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন, কোন ব্যক্তি বা এই আত্মতত্ত্ব আশ্চর্য্যভাবে শ্রবণ করিয়া থাকেন, আর কেহ বা শ্রবণ করিয়াও এই আত্মাকে জ্ঞাত হইতে পারেন না ॥ ২৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। দুর্ব্বিজ্ঞেয়োঽয়ং প্রকৃত আত্মা। কিং ত্বামেবৈকমুপালভে সাধারণে ভ্রান্তিনিমিত্তে? কথং দুর্ব্বিজ্ঞেয়োঽয়মাত্মেতি? অত আহ—আশ্চর্য্যবদিতি। আশ্চর্য্যবদাশ্চর্য্যমদৃষ্টপূর্ব্বমদ্ভুতমকস্মাদ্দৃশ্যমানম্। তেন তুল্যমাশ্চর্য্যবৎ। আশ্চর্য্যমিবৈনমাত্মানং পশ্যতি কশ্চিৎ। আশ্চর্য্যবদেনং বদতি তথৈব চান্যঃ। আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি। শ্রুত্বা দৃষ্ট্বোক্ত্বাপ্যাত্মানং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ। অথবা যোঽয়মাত্মানং পশ্যতি স আশ্চর্য্যতুল্যঃ। যো বদতি যশ্চ শৃণোতি সোঽনেকসহস্রেষু কশ্চিদেব ভবতি। অতো দুর্ব্বোধ আত্মেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২৯ ॥

(ক) বৃ—উ—১।৪।৭।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কুতস্তর্হি বিদ্বাংসোঽপি লোকে শোচন্তি? আত্মাজ্ঞানাদেবেত্যাশয়েনাত্মনো দুর্বিজ্ঞেয়তামাহ—আশ্চর্য্যবদিত্যাদি। কশ্চিদেনমাত্মানং শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাভ্যাং পশ্যন্নাশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি। সর্ব্বগতস্য নিত্যজ্ঞানানন্দস্বভাবস্যাত্মনোঽলৌকিকত্বাদৈন্দ্রজালিকবদঘটমানং পশ্যন্নিব বিস্ময়েন পশ্যতি। অসম্ভাবনাভিভূতত্বাৎ॥ তথা—আশ্চর্য্যবদেবান্যো বদতি চ। শৃণোতি চান্যঃ। কশ্চিৎ পুনর্বিপরীতভাবনাভিভূতঃ শ্রুত্বাপি নৈব বেদ। চশব্দাদুক্ত্বাপি দৃষ্ট্বাপি ন সম্যগ্বেদেতি দ্রষ্টব্যম্॥ ২৯॥

গীতার্থসন্দীপনী। "এনং" [কর্ম্ম], "পশ্যতি" [ক্রিয়া] ও "কশ্চিৎ" (কর্ত্তা) এই তিন পদেরই বিশেষণ "আশ্চর্য্যবৎ"। "এনং" পদের লক্ষ্য আত্মা আশ্চর্য্যবৎ কেন, তাহাই প্রথমে প্রদর্শিত হইতেছে। অবিদ্যাকল্পনা বশতঃ আত্মা একদিকে বিবিধ বিরুদ্ধধর্ম্মী হইয়া প্রতীত হইতেছেন, আবার তিনিই সাক্ষাৎ সর্ব্বধর্ম্মাতীত ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর। একদিকে আত্মা চৈতন্যস্বরূপ ও নিত্যবিদ্যমান, অপরদিকে আত্মা জড়বৎ ও অনিত্য বলিয়া প্রতীত হইতেছেন, আত্মা স্বরূপতঃ আনন্দস্বরূপ হইয়াও মহা দুঃখীর ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকেন। আত্মা বাস্তবিক নির্ব্বিকার, কিন্তু স্থূল দৃষ্টিতে বিকারবান্ বলিয়া প্রতীত হইতেছেন। আত্মা স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ হইয়াও সর্ব্বত্র অপ্রকাশিতের ন্যায় রহিয়াছেন। আত্মা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইয়াও ভিন্নবৎ অনুভূত হইতেছেন। আত্মা সদা মুক্ত হইয়াও বন্ধনদশাগ্রস্তের ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকেন। আত্মসম্বন্ধীয় এই বিচিত্র কুহক ভেদ করিয়া তাঁহাকে দর্শন করা অতীব দুরূহ, এবং গুরুশাস্ত্রোপদেশ ও মহাবাক্যসাধনসাধ্য। দ্বিতীয়তঃ আত্মদর্শনরূপ [পশ্যতি] ক্রিয়াও আশ্চর্য্যবৎ। কেননা যে অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ জ্ঞান স্বরূপতঃ মিথ্যা হইয়াও সত্যস্বরূপ আত্মার অভিব্যঞ্জক হয়, যে জ্ঞান স্বয়ং অবিদ্যার কার্য্য স্বরূপ হইয়া অবিদ্যার বিনাশ করিয়া দেয়, এবং যে জ্ঞান অবিদ্যারূপ কারণের বিনাশকর্ত্তা হইয়া আপনাকেও (স্বয়ং অবিদ্যার কার্য্য নিবন্ধন) নাশ করিয়া থাকে, ঈদৃশ জ্ঞান - দৃষ্টিরূপ ক্রিয়া যে আশ্চর্য্যবৎ তাহাতে আর সন্দেহ কি? তৃতীয়তঃ আত্মসাক্ষাৎকারবান্ [কশ্চিৎ] পুরুষও আশ্চর্য্যবৎ, কেননা, তিনি জ্ঞানলাভে অবিদ্যান্ধকার হইতে ও অবিদ্যাকার্য্যপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়াও প্রারব্ধ কর্ম্মের প্রবলতা বশতঃ অজ্ঞানীর ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন, সদা সমাধিমান্ হইয়াও কখনও সমাধি হইতে ব্যুত্থিত, কখনও বা পুনঃ সমাহিত থাকেন। দেখা যাইতেছে যে আত্মা, আত্মদর্শন ও আত্মদর্শী এতত্রয়ই আশ্চর্য্যরূপ। বহু প্রযত্ন ভিন্ন আত্মা সহজে কাহারও জ্ঞানগোচর হয়েন না। স্বয়ং কেবল প্রযত্ন করিলেই বা কি হইবে? আত্মবিৎ উপদেষ্টার অভাবেও আত্মা দুর্বিজ্ঞেয় হয়েন। আত্মজ্ঞানোপদেশ দান বা ব্যাখ্যা করাও আশ্চর্য্য, কেননা, আত্মার অপরোক্ষজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ সদা সমাহিত, তিনি বহির্ম্মুখ বৃত্তিশীল হইয়া বলিবেন কিরূপে? বলিতে গেলে ব্যুত্থান দোষ (সমাধিভঙ্গ) হয়, আবার না বলিলেই বা উপদেশদান হয় কিরূপে? এরূপ ঈশ্বরতুল্য ব্রহ্মবেত্তা গুরু পরমদুর্ল্লভ। সুতরাং আত্মোপদেষ্টাও আশ্চর্য্যবৎ! আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করাও আশ্চর্য্য। কেননা "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥ ৩০॥

অপ্রাপ্য মনসা সহ" ॥ (ক) (শ্রুতি)। মনের সহিত বাণীও যাঁহাকে প্রাপ্ত না হইয়া নিবৃত্ত হইয়া আসে। অতএব সকল শব্দের অবাচ্য সেই নির্ব্বিকল্প আত্মতত্ত্বকথনও পরমাশ্চর্য্যকর। (অর্থাৎ তটস্থলক্ষণা ভিন্ন স্বরূপলক্ষণায় আত্মব্যাখ্যা হয় না)। মুমুক্ষু ব্যক্তি যে সমিৎপাণি হইয়া ব্রহ্মবেত্তা গুরুর নিকট আত্মার তত্ত্ব শ্রবণ করেন, ইহাও অত্যন্ত আশ্চর্য্য, কেননা উহা শ্রুতির অগম্য এবং শ্রোতা জন্মজন্মান্তর তপস্যা দ্বারা নির্ম্মলচিত্ত না হইলেই বা আপ্তোপদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক মনন নিদিধ্যাসন করিবে কিরূপে? গুরুশাস্ত্রাদিতে শ্রদ্ধাও সকল শ্রোতার পক্ষে দুর্লভ, সুতরাং আত্মজ্ঞানকথা শ্রবণ করাও অতীব আশ্চর্য্যবৎ।

"শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।"
আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধাশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥ (খ) (শ্রুতি)।

এই আত্মতত্ত্ব প্রথম ত অনেকের শ্রবণগোচরই হয় না, তাহাতে আবার অনেকে শুনিয়াও তাঁহাকে জানিতে পারে না। আত্মতত্ত্ববক্তা অতীব আশ্চর্য্যবৎ, আত্মসাক্ষাৎকারবান্ পুরুষ পরম কুশলী এবং ব্রহ্মবেত্তা গুরুকর্ত্তৃক দীক্ষিত হইয়া যিনি ব্রহ্মকে জ্ঞাত হয়েন, তিনিও আশ্চর্য্যবৎ। বস্তুতঃ ব্রহ্মকে জ্ঞাত হওয়া বড়ই আশ্চর্য্য, বড়ই কঠিন অর্থাৎ সহজে কেহ তাঁহাকে সম্যগ্ রূপে জানিতে পারে না। ২৯॥

———:০:———

অন্বয়বোধিনী। [হে] ভারত। অয়ং দেহী (এই আত্মা) সর্ব্বস্য (সকলের) (শরীরে) নিত্যম্ অবধ্যঃ (অবিনাশী), তস্মাৎ (সেই হেতু) ত্বং (তুমি) সর্ব্বাণি ভূতানি (সকল প্রাণীকেই) [উদ্দেশ করিয়া] শোচিতুম্ (শোক করিতে) ন অর্হসি (পার না)॥৩০॥

বঙ্গানুবাদ। সকল দেহেই এই নিত্য অবধ্য আত্মা অবস্থিতি করিয়া থাকেন, অতএব হে ভারত! কোন প্রাণীরই দেহনাশে তোমার শোক প্রকাশ কর্ত্তব্য নহে॥ ৩০॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথেদানীং প্রকরণার্থমুপসংহরন্ ব্রূতে—দেহীতি। যস্মাদ্দেহী শরীরী নিত্যং সর্ব্বাবস্থাস্ববধ্যঃ। নিরবয়বত্বাৎ। নিত্যত্বাচ্চ। তত্রাবধ্যোঽয়ং দেহে শরীরে সর্ব্বস্য সর্ব্বগতত্বাৎ স্থাবরাদিষু স্থিতোঽপি সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য দেহে বধ্যমানেঽপ্যয়ং দেহী ন বধ্যো যস্মাত্তস্মাদ্ভীষ্মাদীনি সর্ব্বাণি ভূতান্যুদ্দিশ্য ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥ ৩০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেবমবধ্যত্বমাত্মনঃ সংক্ষেপেণোপদিশন্নশোচ্যত্বমুপসংহরতি—দেহীত্যাদি। স্পষ্টোঽর্থঃ॥ ৩০॥

(ক) তৈ—উ—২।৪। (খ) ক—উ—২।৭।

স্বধর্ম্মমপি চাঽবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥ ৩১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যেমন ঘটনাশে ঘটাকাশের নাশ হয় না, তদ্রূপ ব্রহ্মা হইতে পিপীলিকা পর্য্যন্ত যে কোন দেহই নষ্ট হউক না কেন, তাহাতে সূক্ষ্ম শরীর বা আত্মার বিনাশ হয় না। সেইরূপ ভীষ্মাদির দেহনাশেও আত্মার নাশ হইবে না, তুমি বৃথা কেন ক্ষুন্ন হইতেছ? শোক পরিহার কর ॥ ৩০ ॥

অন্বয়বোধিনী। স্বধর্ম্মম্ অপি চ (স্বধর্ম্মের দিকেও) অবেক্ষ্য (দেখিয়া) [তুমি] বিকম্পিতুং (কম্পিত হইতে) ন অর্হসি (পার না), হি (যে হেতু) ধর্ম্ম্যাৎ যুদ্ধাৎ (ধর্ম্মযুদ্ধ ব্যতীত) ক্ষত্রিয়স্য (ক্ষত্রিয়ের) অন্যৎ (আর কিছু) শ্রেয়ঃ (মঙ্গল) ন বিদ্যতে (নাই) ॥ ৩১ ॥

বঙ্গানুবাদ। আর স্বধর্ম্মের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াও তোমার কম্পিত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। কেন না ধর্ম্মযুদ্ধ ব্যতীত ক্ষত্রিয়ের অধিক শ্রেয়োজনক আর কিছুই নাই ॥ ৩১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ইহ পরমার্থতত্ত্বাপেক্ষায়াং শোকো বা মোহো বা ন সম্ভবতীত্যুক্তম্। ন কেবলং পরমার্থতত্ত্বাপেক্ষায়ামেব। কিন্তু—স্বধর্ম্মমিতি। স্বধর্ম্মম্—স্বো ধর্ম্মঃ স্বধর্ম্মঃ। ক্ষত্রিয়স্য ধর্ম্মো যুদ্ধম্। তমপ্যবেক্ষ্য ত্বং ন বিকম্পিতুং প্রচলিতুমর্হসি। ক্ষত্রিয়স্য স্বাভাবিকাদ্ধর্ম্মাদাত্মস্বাভাব্যাদিত্যভিপ্রায়ঃ। তচ্চ যুদ্ধং পৃথিবীজয়দ্বারেণ ধর্ম্মার্থং প্রজারক্ষণার্থঞ্চেতি। ধর্ম্মাদনপেতং পরং ধর্ম্ম্যম্। তস্মাদ্ধর্ম্ম্যাদ্যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে হি যস্মাৎ ॥ ৩১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যচ্চোক্তমর্জ্জুনেন বেপথুশ্চ শরীরে ম ইত্যাদি তদপ্যযুক্তমিত্যাহ—স্বধর্ম্মমপীতি। আত্মনো নাশাভাবাদেবৈতেষাং হননেঽপি বিকম্পিতুং নার্হসি। কিঞ্চ স্বধর্ম্মমপ্যবেক্ষ্য বিকম্পিতুং নার্হসীতি সম্বন্ধঃ। যচ্চোক্তং—ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহব ইতি তত্রাহ—ধর্ম্ম্যাদিতি। ধর্ম্মাদনপেতান্ন্যায্যাদ্যুদ্ধাদন্যৎ ॥ ৩১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। অর্জ্জুন যে প্রথমাধ্যায়ে "বেপথুশ্চ শরীরে মে" (২৯ শ্লোক) আদির উক্তি করিয়াছিলেন, ভগবান্ এই শ্লোকে তৎপ্রতি কটাক্ষ করিয়াই বলিতেছেন, যে কেবল আত্মজ্ঞানের উদয়েই যে তোমার শোক দূর হইবে তাহা নহে, তোমার স্বধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি করিলেও তোমার শরীরকম্প আদি হইবার কথা নহে। কেননা ধর্ম্ম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাতে অপরাঙ্মুখ থাকাই ক্ষত্রিয়ের পরম শ্রেয়স্কর।

"সমোত্তমাধমৈ রাজা চাহূতঃ পালয়ন্ প্রজাঃ।
ন নিবর্ত্তেত সংগ্রামাৎ ক্ষাত্রং ধর্ম্মমনুস্মরন্ ॥" মনু, ৭।৮৭ ॥

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্ ।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥ ৩২ ॥

প্রজাপালনপরায়ণ ক্ষত্রিয় রাজা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রাদি কর্ত্তৃক যুদ্ধার্থ আহূত হইলে নিজ ক্ষাত্র ধর্ম্ম স্মরণ পূর্ব্বক রণ হইতে পরাঙ্মুখ হইবেন না। এই শ্লোক দ্বারা ভগবান্ অর্জ্জুনের কথিত "ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে" শ্লোকের অশাস্ত্রীয়ত্ব ও অধর্ম্মত্ব প্রদর্শন করিলেন। হে অর্জ্জুন! ধর্ম্মযুদ্ধই তোমার প্রকৃত ধর্ম্ম ॥ ৩১ ॥

:০:-

অন্বয়বোধিনী। [হে] পার্থ। যদৃচ্ছয়া চ উপপন্নম্ (অনায়াসে প্রাপ্ত) অপাবৃতং (প্রতিবন্ধকরহিত) স্বর্গদ্বারম্ (স্বর্গের দ্বারস্বরূপ) ঈদৃশং যুদ্ধং (এই প্রকার যুদ্ধ) সুখিনঃ (ভাগ্যবান্) ক্ষত্রিয়াঃ (ক্ষত্রিয়গণ) লভন্তে (লাভ করেন) ॥ ৩২ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে পার্থ! অনায়াসপ্রাপ্ত ও প্রতিবন্ধকরহিত স্বর্গ-সাধন স্বরূপ ঈদৃশ যুদ্ধ যে ক্ষত্রিয়গণ প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারা সুখলাভই করিয়া থাকেন ॥ ৩২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কুতশ্চ তদ্যুদ্ধং কর্ত্তব্যমিতি? উচ্যতে—যদৃচ্ছয়েতি। যদৃচ্ছয়া চাঽপ্রার্থিতমাগতমুপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতমুদ্ঘাটিতম্। য এতদীদৃশং যুদ্ধং লভন্তে ক্ষত্রিয়াঃ হে পার্থ কিং ন সুখিনস্তে? ॥ ৩২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ মহতি শ্রেয়সি স্বয়মেবোপাগতে সতি কুতো বিকম্পস ইতি? আহ—যদৃচ্ছয়েতি। যদৃচ্ছয়াঽপ্রার্থিতমেবোপপন্নং প্রাপ্তমীদৃশং যুদ্ধং সুখিনঃ সভাগ্যা এব লভন্তে। যতো নিরাবরণং স্বর্গদ্বারমেবৈতৎ। যদ্বা য এবংবিধং যুদ্ধং লভন্তে ত এব সুখিন ইত্যর্থঃ। এতেন—স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধবেতি যদুক্তং তন্নিরস্তং ভবতি ॥ ৩২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। হে অর্জ্জুন! তোমাকে চেষ্টা করিয়া এই মহাসমরের ব্যবস্থা করিতে হয় নাই, কৌরবগণেরই দুষ্ট উদ্যমে এই যুদ্ধ উপস্থিত। এ যুদ্ধে জয় হইলে যশঃ, কীর্ত্তি ও রাজ্যলাভ, এবং পতন হইলে নির্ব্বিঘ্নে স্বর্গলাভ হইবে। রাজগণের এরূপ যুদ্ধ নিতান্ত স্পৃহনীয় ও অতীব সুখদ। অতএব এ যুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া রাজ্য বা স্বর্গ লাভে বঞ্চিত হইও না।

"আহবেষু মিথোঽন্যোন্যং জিঘাংসন্তো মহীক্ষিতঃ।
যুধ্যমানাঃ পরং শক্ত্যা স্বর্গং যান্ত্যপরাঙ্মুখাঃ॥" মনু, ৭।৮৯ ॥

পরস্পর নিধনকামী ক্ষত্রিয় রাজগণ যথাশক্তি যুদ্ধ করিয়া যুদ্ধে পরাঙ্মুখ না হইলে স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন।

অথ চেত্ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিং চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৩ ॥

ভীষ্ম দ্রোণাদি তোমার গুরুজন হইলেও তোমার আততায়ী। আততায়িবধে কোন দোষ নাই, ইহা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। যথা—

"গুরুং বা বালবৃদ্ধৌ বা ব্রাহ্মণং বা বহুশ্রুতম্।
আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্ ॥
নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন।" মনু, ৮।৩৫০—১ ॥

গুরুই হউন, বালক বা বৃদ্ধই হউন, অথবা শাস্ত্রবেত্তা মহাপণ্ডিত ব্রাহ্মণই হউন, আততায়ী হইলে সম্মুখে প্রাপ্তিমাত্রেই বুদ্ধিমান্ পুরুষ তাহাকে বিনা বিচারেই নিধন করিবেন, তাহাতে কিছুমাত্র দোষ নাই। অর্জ্জুন যে প্রথমাধ্যায়ের ৩৬শ শ্লোকে "স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব"—"আত্মীয়গণকে বধ করিয়া কিরূপে সুখী হইব," বলিয়াছিলেন, ভগবান্ এই শ্লোকে "সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ" বাক্য দ্বারা তাহারই উত্তর দিলেন ॥ ৩২ ॥

:০:-

অন্বয়বোধিনী। অথ চেৎ (অনন্তর যদি) ত্বম্ (তুমি) ইমং (এই) ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং (ধর্ম্মযুদ্ধ) ন করিষ্যসি (না করিবে), ততঃ (তাহা হইলে) স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিং চ (স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তি) হিত্বা (ত্যাগ করিয়া) পাপম্ অবাপ্স্যসি (পাপভাগী হইবে) ॥ ৩৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন! যদি তুমি এই ধর্ম্মযুদ্ধ না কর, তাহা হইলে স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তি পরিত্যাগ জন্য তুমি পাপভাগী হইবে ॥ ৩৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবং কর্ত্তব্যতাপ্রাপ্তমপি—অথেতি। অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতং বিহিতং সংগ্রামং যুদ্ধং ন করিষ্যসি চেৎ ততস্তদকরণাৎ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিং চ মহাদেবাদিসমাগমনিমিত্তাং হিত্বা কেবলং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। বিপর্য্যয়ে দোষমাহ—অথ চেদিত্যাদি ॥ ৩৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। প্রথমতঃ যুদ্ধের কর্ত্তব্যতা কথিত হইয়াছে। যুদ্ধের কর্ত্তব্যতার অপেক্ষা করিয়া যুদ্ধ না করা দ্বিতীয় পক্ষ। এই দ্বিতীয়পক্ষের সূচনার্থই এই শ্লোকের প্রথমে "অথ" পদ ব্যবহৃত হইয়াছে, শত্রুনির্য্যাতনমানসে নহে। তুমি ধর্ম্মতঃ স্বপক্ষসমর্থনার্থ এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছ, এই জন্য ইহা ধর্ম্ম্য যুদ্ধ। অথবা অকপটভাবে সম্মুখসমরে শত্রুহনন করাই ধর্ম্ম্য যুদ্ধ। ধর্ম্ম্যযুদ্ধে রথবিহীন যোদ্ধাকে রথী হনন করিবে না, নপুংসক, শরণাগত, নমস্কার, অস্ত্রশস্ত্রবিহীন, যুদ্ধদর্শনার্থী, যুদ্ধের পরীক্ষাকারী, রোগী, ভীত ও পলায়নপরায়ণ ব্যক্তিকে আঘাত করিবে না। হে অর্জ্জুন! তুমি যদি কাপুরুষের ন্যায় এই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হও, তবে স্বধর্ম্মত্যাগ ও শাস্ত্রবাক্য উল্লঙ্ঘন জন্য পাপ হইবে, এবং তুমি যে মহাদেবাদির

অকীর্ত্তিং চাঽপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাঽকীর্ত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪ ॥

সহিত মহাযুদ্ধ করিয়াছিলে, তোমার বিক্রম ভুবনবিখ্যাত, এতাবৎ কীর্ত্তি বিলুপ্ত হইবে। তুমি যদি যুদ্ধে পরাঙ্মুখই হও, দুষ্ট দুর্য্যোধনাদি তোমার বধসাধনে উপেক্ষা করিবে না। তোমার জন্মজন্মান্তরের পুণ্য ক্ষয় পাইবে এবং দুর্য্যোধনাদির পাপের ভাগী হইতে হইবে। মনু কহিয়াছেন—

"যস্তু ভীতঃ পরাবৃত্তঃ সংগ্রামে হন্যতে পরৈঃ।
ভর্ত্তুর্যদ্দুষ্কৃতং কিঞ্চিৎ তৎ সর্ব্বং প্রতিপদ্যতে ॥
যচ্চাঽস্য সুকৃতং কিঞ্চিদমুত্রার্থমুপার্জ্জিতম্।
ভর্ত্তা তৎ সর্ব্বমাদত্তে পরাবৃত্তহতস্য তু ॥" মনু, ৭।৯৪, ৯৫।

সংগ্রামে ভীত পলায়নপর ব্যক্তি যদি শত্রু কর্ত্তৃক নিহত হয়, তবে প্রভুর সমস্ত পাপ তাহাকে আশ্রয় করে। আর পলায়নপর ব্যক্তির পূর্ব্বকৃত স্বর্গাদি সাধক তাবৎ পুণ্যই প্রভুকে আশ্রয় করিয়া থাকে। এই শ্লোক দ্বারা ভগবান্ অর্জ্জুনের কথিত (১ম অধ্যায়, ৩৪ শ্লোক) "আমাকে বধ করিলেও আমি আততায়িগণকে হনন করিয়া পাপভাগী হইব না" ইত্যাদি বাক্যের খণ্ডন করিলেন ॥ ৩৩ ॥

:০:-

অন্বয়বোধিনী। অপি চ (আরও) ভূতানি (প্রাণিগণ) তে (তোমার) অব্যয়াম্ (চিরকালব্যাপিনী) অকীর্ত্তিং (কুযশঃ) কথয়িষ্যন্তি (ঘোষণা করিবে)। সম্ভাবিতস্য (গুণবান্ পুরুষের) অকীর্ত্তিঃ (কুযশঃ) মরণাৎ চ (মরণ অপেক্ষাও) অতিরিচ্যতে (অধিক হইয়া থাকে) ॥ ৩৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন! (দেব, ঋষি ও মনুষ্যগণ) সকলেই চিরদিন তোমার অকীর্ত্তি ঘোষণা করিবে। গুণবান্ পুরুষের পক্ষে অকীর্ত্তি মরণাপেক্ষাও অধিকতর ॥ ৩৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ন কেবলং স্বধর্ম্মকীর্ত্তিপরিত্যাগঃ।—অকীর্ত্তিমিতি। অকীর্ত্তিং চাঽপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তে তবাঽব্যয়াং দীর্ঘকালাম্। ধর্ম্মাত্মা শূর ইত্যেবমাদিভির্গুণৈঃ সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে। সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তের্বরং মরণমিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—অকীর্ত্তিমিত্যাদি। অব্যয়াং শাশ্বতীম্। সম্ভাবিতস্য বহুমতস্য। অতিরিচ্যতে অধিকতরা ভবতি ॥ ৩৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। শ্লোকের প্রথম পাদেই "চ অপি" দ্বারা পূর্ব্ব শ্লোকের সংবর্দ্ধনা করিলেন, অর্থাৎ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলে কেবল যে তোমার ধর্ম্মনাশ ও কীর্ত্তিলোপ

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাং চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্ ॥৩৫॥

হইবে, তাহা নহে, অধিকন্তু সকল প্রাণী তোমার অপকীর্ত্তির [নিন্দার] ঘোষণা করিতে থাকিবে। যদি বল যুদ্ধে প্রাণ বিনাশের ভয় আছে, আত্মরক্ষা সর্ব্বদা শ্রেয়ঃ, তাহাতে অকীর্ত্তি হয়, তজ্জন্য ক্ষতি কি? ইহাতে ভগবান্ বলিতেছেন যে, যিনি ধর্ম্মাত্মা, অতিশয় বীর ও নানাগুণ-বিভূষিত, সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষই লোক সমাজে "সম্ভাবিত" নামে বিখ্যাত। সম্ভাবিত পুরুষগণের অকীর্ত্তি মরণাপেক্ষাও অধিক ক্লেশকর। তাঁহারা অকীর্ত্তি অপেক্ষা মৃত্যুই মঙ্গলকর বলিয়া মনে করেন। ধর্ম্মনিষ্ঠা, শৌর্য্য বীর্য্য ইত্যাদি বিবিধ গুণে তুমিও সম্ভাবিত ব্যক্তি, তুমি অতঃপর অকীর্ত্তিকথা সহ্য করিতে পারিবে না ॥ ৩৪ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। মহারথাঃ চ (মহারথিগণও) ত্বাং (তোমাকে) ভয়াৎ (ভয়হেতু) রণাৎ (যুদ্ধ হইতে) উপরতং (নিবৃত্ত) মংস্যন্তে (মনে করিবেন), ত্বং (তুমি) যেষাং (যাঁহাদিগের) বহুমতঃ ভূত্বা (মাননীয় হইয়া) লাঘবং (লঘুতা) যাস্যসি (প্রাপ্ত হইবে) ॥৩৫॥

বঙ্গানুবাদ। যে সকল মহারথী তোমার বহু মাননা করিয়া থাকেন, তাঁহারাও তোমাকে আর সমাদর করিবেন না, কেন না তুমি যুদ্ধ পরিত্যাগ করিলেই তাঁহারা মনে করিবেন, তুমি ভয় পাইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছ ॥ ৩৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—ভয়াদিতি। ভয়াৎ কর্ণাদিভ্যঃ। রণাদ্যুদ্ধাদুপরতং নিবৃত্তং মংস্যন্তে চিন্তয়িষ্যন্তি—ন কৃপয়েতি—ত্বাং মহারথা দুর্য্যোধনপ্রভৃতয়ঃ। যেষাং চ ত্বং দুর্য্যোধনাদীনাং বহুমতঃ—বহুভির্গুণৈর্যুক্ত ইত্যেবং বহুমতঃ—ভূত্বা পুনস্ত্বং যাস্যসি লাঘবং লঘুভাবম্ ॥৩৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—ভয়াদিতি। যেষাং বহুগুণত্বেন ত্বং পূর্ব্বং সম্মতোঽভূস্ত এব ভয়াৎ সংগ্রামান্নিবৃত্তং ত্বাং মংস্যেরন্। ততশ্চ পূর্ব্বং বহুমতো ভূত্বা লাঘবং লঘুতাং যাস্যসি ॥৩৫॥

গীতার্থসন্দীপনী। হে অর্জ্জুন! ভীষ্মাদি মহারথিগণ তোমাকে ধর্ম্ম, ধৈর্য্য, পরাক্রম আদি গুণরাশির আধার বলিয়া জানেন, কিন্তু যুদ্ধ পরিত্যাগ করিলেই তাঁহারা ভাবিবেন, যে অর্জ্জুনের পূর্ব্ববৎ বলবীর্য্য, তেজ, সাহস ও উদ্যম কিছুই নাই, এক্ষণে কর্ণাদির ভয়ে পলায়ন করিতেছে। ইহাতে তোমার অত্যন্ত লঘুতার পরিচয় হইবে ॥৩৫॥

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥৩৬॥
হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥৩৭॥

অন্বয়বোধিনী। তব অহিতাঃ (শত্রুগণ) তব সামর্থ্যং (শক্তি) নিন্দন্তঃ (নিন্দা করিয়া) বহূন্ (অনেক) অবাচ্যবাদান্ (অকথ্য কুকথা) বদিষ্যন্তি (বলিবে); ততঃ (তাহাপেক্ষা) দুঃখতরং (অধিক দুঃখ) কিং নু (আর কি আছে?) ॥ ৩৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। দুর্য্যোধনাদি শত্রুগণও তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিয়া কত অকথ্য কুকথাই বলিবে। হে অর্জ্জুন! এতদপেক্ষা অধিক দুঃখ আর কি আছে? ॥ ৩৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—অবাচ্যবাদানিতি। অবাচ্যবাদানবক্তব্যবাদাংশ্চ বহূননেকপ্রকারান্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ শত্রবঃ। নিন্দন্তঃ কুৎসয়ন্তস্তব ত্বদীয়ং সামর্থ্যং নিবাতকবচাদিযুদ্ধনিমিত্তম্। তস্মাত্ততো নিন্দাপ্রাপ্তের্দুঃখাদ্দুঃখতরং নু কিম্? ততঃ কষ্টতরং দুঃখং নাস্তীত্যর্থঃ ॥৩৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—অবাচ্যবাদানিত্যাদি। অবাচ্যান্ বাদান্ বচনানর্হাঞ্ছব্দাংস্তবাহিতাস্ত্বচ্ছত্রবো বদিষ্যন্তি ॥ ৩৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। পাছে অর্জ্জুন মনে করেন যে আমাকে যুদ্ধ হইতে বিনিবৃত্ত দেখিয়া ভীষ্মাদি মহারথিগণ নিন্দা করিতে পারেন, কিন্তু ইহাতে দুর্য্যোধনাদি শত্রুগণ অবশ্যই সন্তুষ্ট হইয়া আমার প্রশংসা করিবে। কেননা আমি যুদ্ধ না করিলেই তাহাদের মঙ্গল। এই ভ্রান্তির শান্তিজন্যই ভগবান্ এই শ্লোকটির অবতারণা করিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রশংসা করা দূরে থাকুক, অর্জ্জুনের কাপুরুষতা দেখিয়া দুর্য্যোধনাদি অযথা ধিক্কার পূর্ব্বক গ্লানির সহিত হাস্য ও নিন্দা করিতে থাকিবে। ভীষ্মাদির মরণাশঙ্কায় অর্জ্জুনের চিত্তপটে যে দুঃখের রেখা দেখা দিতেছে, তাহা অপেক্ষা লোকনিন্দা জনিত মনোদুঃখ যে অধিক হইতেও অধিকতর ক্লেশদায়ক, তাহাই ভগবান্ অর্জ্জুনকে বুঝাইলেন। বস্তুতঃ আত্মীয়বিয়োগ জনিত দুঃখ ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু লোকনিন্দা প্রতিনিয়ত বিঘোষিত হইলে দুঃখানল সর্ব্বদা প্রজ্বলিত থাকিয়া মনকে চিরদিন দগ্ধ করে ॥ ৩৬ ॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। [হে] কৌন্তেয় (কুন্তীপুত্র) হতঃ বা (হত হইয়া) স্বর্গং প্রাপ্স্যসি (স্বর্গবাসী হইবে) জিত্বা বা (জয়লাভ করিয়া) মহীং (পৃথিবী) ভোক্ষ্যসে (ভোগ

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভাঽলাভৌ জয়াঽজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৮ ॥

করিবে) তস্মাৎ (সেই কারণে) যুদ্ধায় (যুদ্ধের জন্য) কৃতনিশ্চয়ঃ (স্থিরনিশ্চয় হইয়া) উত্তিষ্ঠ (গাত্রোত্থান কর) ॥ ৩৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে কৌন্তেয়! যদি এ যুদ্ধে তোমার মৃত্যু হয়, তবে স্বর্গবাসী হইবে, এবং যদি বিজয় লাভ করিতে পার, তবে সসাগরা পৃথিবীর প্রভুত্ব ভোগ করিতে পারিবে; অতএব যুদ্ধে স্থিরনিশ্চয় হইয়া গাত্রোত্থান কর ॥ ৩৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যুদ্ধে পুনঃ ক্রিয়মাণে কর্ণাদিভিঃ—হতো বেতি। হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গম্। হতঃ সন্ স্বর্গং প্রাপ্স্যসি। জিত্বা বা কর্ণাদীন্ শূরান্ ভোক্ষ্যসে মহীম্। উভয়থাঽপি তব লাভ এবেত্যভিপ্রায়ঃ। যত এবং তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ। জেষ্যামি শত্রূন্ মরিষ্যামি বেতি নিশ্চয়ং কৃত্বেত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যদুক্তং—ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয় ইতি তত্রাহ—হতো বেত্যাদি। পক্ষদ্বয়েঽপি তব লাভ এবেত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। অর্জ্জুন দেখিলেন, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে গুরুগণবধজন্য দুঃখের আশঙ্কা; যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলে শত্রুগণের শ্লেষ ও গ্লানিপূর্ণ হাস্যোপহাসেও পরম দুঃখের আশঙ্কা। এই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় অর্জ্জুনকে প্রবুদ্ধ ও উত্তেজিত করিবার জন্য ভগবান্ বলিলেন, "হে কৌন্তেয়! বৃথা চিন্তা পরিহার কর। এই ধর্ম্মযুদ্ধে দেহত্যাগ হইলে স্বর্গলাভ এবং বিজয় হইলে নিষ্কণ্টক রাজ্য লাভ, উভয়তঃ লাভেরই চিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে। অতএব শোক করিও না, বৃথাচিন্তা করিও না ও সংশয়যুক্ত হইও না। বীরের ন্যায় শর ও শরাসন লইয়া গাত্রোত্থান কর, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। এই শ্লোকের দ্বারা ভগবান্ দ্বিতীয়াধ্যায়ে অর্জ্জুনোক্ত ষষ্ঠ শ্লোকের শঙ্কাচ্ছেদ করিয়া দিলেন ॥ ৩৭ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। সুখদুঃখে (সুখ ও দুঃখকে) লাভাঽলাভৌ (লাভ ও অলাভকে) জয়াঽজয়ৌ চ (জয় ও পরাজয়কে) সমে কৃত্বা (তুল্য জ্ঞান করিয়া) ততঃ (তদনন্তর) যুদ্ধায় (যুদ্ধার্থ) যুজ্যস্ব (নিযুক্ত হও), এবং (এই প্রকারে) পাপং ন অবাপ্স্যসি (পাপভাগী হইবে না) ॥ ৩৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন! সুখ ও দুঃখ, লাভ ও অলাভ এবং জয় ও পরাজয়কে তুল্য জ্ঞান করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হও, তাহাতে তুমি পাপভাগী হইবে না ॥ ৩৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তত্র যুদ্ধং স্বধর্ম্ম ইত্যেবং যুধ্যমানস্তোপদেশমিমং, শৃণু—সুখদুঃখে ইতি। সুখদুঃখে সমে তুল্যে কৃত্বা। রাগদ্বেষাবকৃত্বেত্যেতৎ। তথা চ লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ চ সমৌ কৃত্বা। ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব ঘটস্ব। নৈবং যুদ্ধং কুর্ব্বন্ পাপমবাপ্স্যসীতি। এষ উপদেশঃ প্রাসঙ্গিকঃ ॥ ৩৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যদপুক্তং পাপমেবাশ্রয়েদস্মানিতি তত্রাহ—সুখদুঃখে ইত্যাদি। সুখদুঃখে সমে কৃত্বা। তথা তয়োঃ কারণভূতৌ লাভালাভাবপি। তয়োরপি কারণভূতৌ জয়াজয়াবপি সমৌ কৃত্বা। এতেষাং সমত্বে কারণং হর্ষবিষাদরাহিত্যম্। যুজ্যস্ব সন্নদ্ধো ভব। সুখাদ্যভিলাষং হিত্বা স্বধর্ম্মবুদ্ধ্যা যুধ্যমানঃ পাপং ন প্রাপ্স্যসীত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যুদ্ধে স্বর্গলাভ হইলেও উহা জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের ন্যায় নিত্য কর্ম্ম নহে। বরং কাম্য কর্ম্মের ন্যায় ফলপ্রদ। ইহাতে পৃথিবী লাভ হয় বটে, কিন্তু ইহাও অর্থশাস্ত্রানুমোদিত বলিয়া বোধ হইতেছে। কাম্য কর্ম্মরূপ যুদ্ধ না করিলে কোন পাপ হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু রাজ্যলাভের আশয়ে ব্রাহ্মণ, গুরু প্রভৃতি বধ করিলে ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য হইবে। এইরূপ বিচারে পাছে ত্রয়স্ত্রিংশ শ্লোকোক্ত উপদেশের প্রতি অর্জ্জুনের সন্দেহ উপস্থিত হয়, সেইজন্য ভগবান্ বলিয়াছেন, হে অর্জ্জুন। তুমি সমতাযুক্ত চিত্তে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। অর্থাৎ তুমি সুখের কামনা করিও না, দুঃখের আশঙ্কায়ও সঙ্কুচিত হইও না, যুদ্ধে যে তোমার লাভ হইবে ইহা ভাবিও না, ও অলাভই যে হইবে তাহাও মনে করিও না, এবং এই মহাসমরে যে তোমার জয় হইবে তাহার আশা করিও না, এবং পরাজয়ই যে হইবে তাহাও মনে স্থান দিও না। অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্মবুদ্ধিতে যুদ্ধ করিবে। তাহা হইলে গুরু, ব্রাহ্মণ-বধাদির জন্য পাপ তোমাকে স্পর্শ করিবে না। অশুভ কামনা ও অসৎ সংকল্পই পাপ, কেবল কার্য্য বা অনুষ্ঠান পাপ নহে। সঙ্কল্পশূন্য শুভ বা অশুভ ক্রিয়া দ্বারা জীব পুণ্য বা পাপভাগী, স্বর্গ বা নিরয়গামী হয় না। যে ব্যক্তি ইহলোক বা পরলোকের কল্যাণ কামনায় যুদ্ধ করে, সে অবশ্যই গুরু ব্রাহ্মণাদি বধের পাপভাগী হয়, আবার তাদৃশ যুদ্ধ না করিলে নিত্য কর্ম্মের অকরণ জন্য পাপভাগী হয়। কিন্তু ফলকামনা বর্জ্জিত হইয়া কেবলমাত্র স্বধর্ম্ম রক্ষার্থ যুদ্ধ করিলে এই উভয় পাপের কোনটাই হয় না। আমি যে "হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গম্" ইত্যাদি ফলের কথা বলিলাম, তাহা আনুষঙ্গিক ফলমাত্র জানিবে। যেমন আম্রফলের নিমিত্তই লোকে আম্রবৃক্ষ রোপণ করে, কিন্তু ছায়া ও সুগন্ধ যেমন আনুষঙ্গিক ফল, সেইরূপ স্বধর্ম্মার্থ অবশ্য কর্ত্তব্য বোধেই তুমি যুদ্ধ করিবে, রাজ্য বা স্বর্গ তাহার আনুষঙ্গিক ফল মাত্র জানিবে। রাজ্য বা স্বর্গলাভ না হইলেও তোমার ধর্ম্মের হানি হইবে না। অতএব যুদ্ধ-বিধানশাস্ত্র অর্থশাস্ত্রের ন্যায় নহে, বরং ধর্ম্মশাস্ত্রের স্বরূপ। এতদ্বাক্য দ্বারা ভগবান্ "পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্" ইত্যাদি অর্জ্জুনোক্ত বচনের সংশয় ভঞ্জন করিয়া দিলেন ॥ ৩৮ ॥

-:০:-

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়বোধিনী। [হে] পার্থ। সাংখ্যে (আত্মতত্ত্ববিষয়ে) এষা (এই) বুদ্ধিঃ (জ্ঞান) তে (তোমাকে) অভিহিতা (কথিত হইল)। যোগে তু (কর্ম্মযোগবিষয়ে) ইমাং (বক্ষ্যমাণ উপদেশ) শৃণু (শ্রবণ কর), যয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ (যে বুদ্ধি দ্বারা যুক্ত হইলে) কর্ম্মবন্ধং (কর্ম্মবন্ধন) প্রহাস্যসি (ত্যাগ করিবে) ॥ ৩৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন। তোমাকে সাংখ্যযোগাখ্য তত্ত্বজ্ঞানের কথা বলিলাম। এক্ষণে কর্ম্মযোগ ব্যাখ্যা করিতেছি, শ্রবণ কর। ইহাতে বুদ্ধি দৃঢ় হইলে কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্ত হইবে ॥ ৩৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। শোকমোহাপনয়নায় লৌকিকো ন্যায়ঃ—স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্যেত্যাদ্যৈঃ শ্লোকৈরুক্তঃ। ন তু তাৎপর্য্যেণ। পরমার্থদর্শনং ত্বিহ প্রকৃতম্। তচ্চোক্তমুপসংহ্রিয়তে—এষা তেঽভিহিতেতি—শাস্ত্রবিষয়বিভাগপ্রদর্শনায়। ইহ হি দর্শিতে পুনঃ শাস্ত্রবিষয়বিভাগ উপরিষ্টাৎ—জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেণ যোগিনামিতি নিষ্ঠাদ্বয়বিষয়ং শাস্ত্রং সুখং প্রবর্ত্তিষ্যতে। শ্রোতারশ্চ বিষয়বিভাগেন সুখং গ্রহীষ্যন্তীতি। অত আহ—এষা ত ইতি। এষা তে তুভ্যমভিহিতোক্তা। সাংখ্যে পরমার্থবস্তুবিবেকবিষয়ে। বুদ্ধির্জ্ঞানং সাক্ষাচ্ছোকমোহাদিসংসারহেতুদোষনিবৃত্তিকারণম্। যোগে তু তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ে নিঃসঙ্গতয়া দ্বন্দ্বপ্রহাণপূর্ব্বকমীশ্বরারাধনার্থে কর্ম্মযোগে কর্ম্মানুষ্ঠানে সমাধিযোগে চেমামনন্তরমেবোচ্যমানাং বুদ্ধিং শৃণু। তাং চ বুদ্ধিং স্তৌতি প্ররোচনার্থং—বুদ্ধ্যা যয়া যোগবিষয়যা যুক্তো হে পার্থ কর্ম্মবন্ধং—কর্ম্মৈব ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যো বন্ধঃ—তং প্রহাস্যসি। ঈশ্বরপ্রসাদনিমিত্তজ্ঞানপ্রাপ্তেরিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। উপদিষ্টং জ্ঞানযোগমুপসংহরংস্তৎসাধনং কর্ম্মযোগং প্রস্তৌতি—এষেত্যাদি। সম্যক্ খ্যায়তে প্রকাশ্যতে বস্তুতত্ত্বমনয়েতি সংখ্যা সম্যগ্‌জ্ঞানম্। তস্যাং প্রকাশমানমাত্মতত্ত্বং সাংখ্যম্। তস্মিন্ করণীয়া বুদ্ধিরেষা তবাঽভিহিতা। এবমভিহিতায়ামপি তব চেদাত্মতত্ত্বমপরোক্ষং ন ভবতি তর্হ্যন্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারাত্মতত্ত্বাপরোক্ষার্থং কর্ম্ম যোগে ত্বিমাং বুদ্ধিং শৃণু। যয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ পরমেশ্বরার্পিতকর্ম্মযোগেণ শুদ্ধান্তঃকরণঃ সংস্তৎপ্রসাদলব্ধাপরোক্ষজ্ঞানেন কর্ম্মাত্মকং বন্ধং প্রকর্ষেণ হাস্যসি ত্যক্ষ্যসি ॥ ৩৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। উপনিষদের প্রতিপাদ্য সদ্বস্তু পরমাত্মার নাম সাংখ্য। "ন ত্বেবাহং জাতু নাসম্" শ্লোক হইতে "স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য" শ্লোকের পূর্ব্ববর্ত্তী একবিংশতি শ্লোকদ্বারা ভগবান্ তত্ত্বজ্ঞানের কথা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই তত্ত্ববুদ্ধি দ্বারা সর্ব্ব প্রকার অনর্থ নিবৃত্ত হইয়া যায়। যে উপযুক্ত অধিকারী এই আত্মজ্ঞানরূপ বিশুদ্ধবুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার কর্ম্মযোগের কথা শ্রবণ করা অনাবশ্যক। এক্ষণে আত্মজ্ঞান উপদেশের পর কর্ম্মযোগ উক্ত হইলে, পরে যখন আত্মজ্ঞানীর সর্ব্বকর্ম্মকর্ত্তব্যাভাব উক্ত হইবে, তখন বিরোধ

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥ ৪০॥

পড়িবার সম্ভাবনা। কিন্তু এখানে যে কর্ম্মযোগের কথা উক্ত হইতেছে, তাহা জ্ঞানিদিগের জন্য নহে, কেবল অর্জ্জুনের ন্যায় যে অপ্রবুদ্ধচিত্ত মানবের মনোমালিন্য বিদূরিত হইয়া ব্রহ্মাত্মাকার বুদ্ধি উৎপন্ন হয় নাই, তাহাদিগের মনোমল মার্জ্জনা পূর্ব্বক আত্মসাক্ষাৎকারার্থ নিষ্কাম কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠেয়। "সুখে দুঃখে সমে কৃত্বা" ইত্যাদি শ্লোকোক্ত ফলকামনাবর্জ্জিত কর্ম্ম-বুদ্ধির কথা এক্ষণে সবিস্তর ব্যাখ্যাত হইবে। আত্মজ্ঞান শ্রবণ দ্বারা অর্জ্জুনের চিত্তে আশানুরূপ চেতনা হয় নাই, কেননা বহিরঙ্গ সাধন ব্যতীত অন্তরঙ্গ সাধনের কোন উপদেশই ধারণা হইতে পারে না। এই জন্য ভগবান্ অর্জ্জুনকে তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী করিবার জন্য এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগের কথার অবতারণা করিলেন। কর্ম্মযোগ ব্যতীত জ্ঞানযোগে অধিকার জন্মে না। শ্রুতি বলিয়াছেন "ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি (ক)।" অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা মনো মলিনতা রূপ পাপরাশির বিনাশ করিয়া থাকে॥ ৩৯॥

:o:——

অন্বয়বোধিনী। ইহ (এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগে) অভিক্রমনাশঃ (আরম্ভ করিলে বিফলতা) ন অস্তি (নাই), প্রত্যবায়ঃ ন বিদ্যতে (পাপও হয় না), অস্য ধর্ম্মস্য (এই ধর্ম্মের) স্বল্পমপি (অতি অল্পমাত্রও) মহতো ভয়াৎ (মহাভয় হইতে) ত্রায়তে (রক্ষা করে)॥৪০॥

বঙ্গানুবাদ। এই নিষ্কামকর্ম্মযোগের ফল বিনষ্ট হয় না। ইহার প্রত্যবায় নাই, বরং যৎকিঞ্চিৎ অনুষ্ঠিত হইলেও অনুষ্ঠাতা মহাভয় হইতে রক্ষা পাইয়া থাকেন॥ ৪০॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চান্যৎ—নেহেতি। ইহ মোক্ষমার্গে কর্ম্মযোগেঽভিক্রমনাশঃ অভিক্রমণমভিক্রমঃ প্রারম্ভঃ। তস্য নাশো নাস্তি। যথা কৃষ্যাদেঃ। যোগবিষয়ে প্রারম্ভস্য নাঽনৈকান্তিকফলত্বমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ নাপি চিকিৎসাবৎ প্রত্যবায়ো বিদ্যতে। কিন্তু ভবতি স্বল্পমপ্যস্য যোগধর্ম্মস্যানুষ্ঠিতং ত্রায়তে রক্ষতি মহতঃ সংসারভয়াজ্জন্মমরণাদিলক্ষণাৎ॥ ৪০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। নন্বু কৃষ্যাদিবৎ কর্ম্মণাং কদাচিদ্বিঘ্নবাহুল্যেন ফলে ব্যভিচারাৎ মন্ত্রাদ্যঙ্গবৈগুণ্যেন চ প্রত্যবায়সম্ভবাৎ কুতঃ কর্ম্মযোগেন কর্ম্মবন্ধপ্রহাণম্? তত্রাহ—নেহেত্যাদি। ইহ নিষ্কামকর্ম্মযোগেঽভিক্রমস্য প্রারম্ভস্য নাশো নিষ্ফলত্বং নাস্তি। প্রত্যবায়শ্চ ন বিদ্যতে। ঈশ্বরোদ্দেশেনৈব বিঘ্নবৈগুণ্যাদ্যসম্ভবাৎ। কিঞ্চাস্য ধর্ম্মস্যেশ্বরারাধনার্থকর্ম্মযোগস্য স্বল্পমপ্যুপক্রমমাত্রমপি কৃতং মহতো ভয়াৎ সংসারলক্ষণাৎ ত্রায়তে রক্ষতি। ন তু কাম্যকর্ম্মবৎ কিঞ্চিদঙ্গবৈগুণ্যাদিনা নৈষ্ফল্যমিত্যর্থঃ॥ ৪০॥

(ক) মহানারা—উ, ২২।১।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥ ৪১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। শ্রুতি কহিয়াছেন, যাগ যজ্ঞাদি কাম্যকর্ম্মজনিত ফলরাশি ভোগাবসানে বিনষ্ট হইয়া যায়। এই আশঙ্কা, কর্ম্মযোগের কথা উত্থাপন মাত্রেই, অর্জ্জুনের মনে উদিত হইবার সম্ভাবনায় ভগবান্ বলিতেছেন, "অভিক্রম" [অর্থাৎ যজ্ঞদানাদি যে ফলের প্রারম্ভক] বিনষ্ট হইয়া যায়, ইহাই শ্রুতির মত, কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মরূপ যোগের কদাপি সে আশঙ্কা নাই। নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত, স্বর্গাদির ক্ষণবিধ্বংসী পদ লব্ধ হয় না। যেমন অগ্নি তৃণরাশিকে ভস্মীভূত করিয়া অবশেষে স্বয়ংও নির্ব্বাপিত হইয়া যায়, সেইরূপ নিষ্কাম কর্ম্মরাশিও মনোমালিন্যের বিনাশ করিয়া পরিশেষে নিজেও নিবৃত্ত হইয়া যায়। যজ্ঞদানাদি সকাম কর্ম্মে অনুষ্ঠানের ন্যূনাতিরেকরূপ বৈগুণ্য বশতঃ যে প্রত্যবায় হইয়া থাকে, নিষ্কাম কর্ম্মযোগে তাহার কোন আশঙ্কাই নাই। কেননা ইহাতে ফলের আকাঙ্ক্ষা না থাকায় ফলহানি হইবারও ভয় থাকে না, আবার ঈশ্বরার্থই যে নিষ্কাম কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র অনুষ্ঠিত হইলেও অধিকারী পুরুষ জন্মমরণরূপ সংসারের মহাভয় হইতে রক্ষা পাইয়া থাকেন। কেননা অনুষ্ঠান কালে ভগবানে কিঞ্চিন্মাত্রও অভিনিবেশ হইলে পাপাদির জনক কর্ম্মবন্ধন সহজেই বিদূরিত হইয়া যায় ॥ ৪০ ॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। [হে] কুরুনন্দন ইহ (এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগে) ব্যবসায়াত্মিকা (নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধিঃ একা (কেবল এক পদার্থগত, সুতরাং একই)। অব্যবসায়িনাং (সকামদিগের) বুদ্ধয়ঃ (বুদ্ধি) বহুশাখাঃ (নানাভাগে বিভক্ত) অনন্তাঃ চ (ও অনন্তরূপ) ॥ ৪১ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে কুরুনন্দন! এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগে কেবলমাত্র ব্যবসায়াত্মিকা অর্থাৎ আত্মতত্ত্বনিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিই থাকে। আর সকামকর্ম্মযোগিগণের বুদ্ধি বহুশাখাবিশিষ্ট হয়, এবং অনন্তরূপ ধারণ করে ॥ ৪১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যেয়ং সাংখ্যে বুদ্ধিরুক্তা যোগে চ বক্ষ্যমাণলক্ষণা সা—ব্যবসায়েতি। ব্যবসায়াত্মিকা নিশ্চয়স্বভাবা। একৈব বুদ্ধিরিতরবিপরীতবুদ্ধিশাখাভেদস্য বাধিকা। সম্যক্ প্রমাণজনিতত্বাৎ। ইহ শ্রেয়োমার্গে হে কুরুনন্দন। যাঃ পুনরিতরা বুদ্ধয়ো যাসাং শাখাভেদপ্রচারবশাদনন্তোঽপারোঽনুপরতঃ সংসারোঽপি নিত্যপ্রততো বিস্তীর্ণো ভবতি প্রমাণজনিতবিবেকবুদ্ধিনিমিত্তবশাচ্চোপরতাস্বনন্তভেদবুদ্ধিষু সংসারোঽপ্যুপরমতে তা বুদ্ধয়ো বহুশাখাঃ। বহ্ব্যঃ শাখা যাসাং তা বহুশাখাঃ। বহুভেদা ইত্যেতৎ। প্রতিশাখাভেদেন হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়ঃ। কেষাম্? অব্যবসায়িনাং প্রমাণজনিতবিবেকবুদ্ধিরহিতানামিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ ॥ ৪২ ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩ ॥
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াহপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কুত ইত্যপেক্ষায়ামুভয়োর্বৈষম্যমাহ—ব্যবসায়াত্মিকেত্যাদি। ইহেশ্বরারাধনলক্ষণে কর্ম্মযোগে ব্যবসায়াত্মিকা পরমেশ্বরভক্ত্যৈব ধ্রুবং তরিষ্যামীতি নিশ্চয়াত্মিকৈকৈবৈকনিষ্ঠৈব বুদ্ধির্ভবতি। অব্যবসায়িনাং স্বীশ্বরারাধনবহির্ম্মুখাণাং বামিনাং—কামানামানন্ত্যাৎ—অনন্তাঃ। তত্রাপি হি কর্ম্মফলগুণফলত্বাদিপ্রকারভেদাদ্বহুশাখাশ্চ বুদ্ধয়ো ভবন্তি। ঈশ্বরারাধনার্থং হি নিত্যং নৈমিত্তিকং চ কর্ম্ম কিঞ্চিদঙ্গবৈগুণ্যেঽপি ন নশ্যতি। যথা শক্নুয়াৎ তথা কুর্য্যাদিতি হি তদ্বিধীয়তে। ন চ বৈগুণ্যমপি। ঈশ্বরোদ্দেশেনৈব বৈগুণ্যোপশমাৎ। ন তু তথা কাম্যং কর্ম্ম। অতো মহদ্বৈষম্যমিতি ভাবঃ ॥ ৪১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যজ্ঞদানাদি সকাম কর্ম্ম ও ভগবদর্থে নিষ্কাম কর্ম্মের প্রভেদ প্রদর্শিত হইতেছে। সকাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান কালে ফলেরই আকাঙ্ক্ষা বশতঃ বুদ্ধি চঞ্চল ও বিবিধ চিন্তায় আকুলিত হয়, কিন্তু নিষ্কামকর্ম্মে ভগবন্নিষ্ঠা বশতঃ বুদ্ধির নির্ম্মলতা ও একাগ্রতা বৃদ্ধি হয়, এবং সেই নির্ম্মলা বুদ্ধি তত্ত্বজ্ঞানের অনুগামিনী হইয়া থাকে। বস্তুতঃ সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্মে বিশেষ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইতেছে ॥ ৪১ ॥

অন্বয়বোধিনী। (হে) পার্থ! অবিপশ্চিতঃ (বিচারবিহীন) বেদবাদরতাঃ (কর্ম্ম কাণ্ডের কথায় অনুরক্ত) (যাহারা) অন্যৎ (স্বর্গাদিফলজনক কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কিছু) ন অস্তি (নাই) ইতিবাদিনঃ (এইরূপ মতবাদী) কামাত্মানঃ (কামনাযুক্ত) স্বর্গপরাঃ (স্বর্গাদি লাভই যাহাদের উদ্দেশ্য) জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং (জন্মকর্ম্মফলপ্রদ) ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি (ভোগৈশ্বর্য্য লাভের উপায়ভূত) ক্রিয়াবিশেষবহুলাং (ক্রিয়াকলাপবিশিষ্ট) যাম্ (যে) ইমাং (এই) পুষ্পিতাং (প্রশংসাসূচক) বাচং (বাক্য) প্রবদন্তি (বলে), তয়া (সেই বাক্য কর্ত্তৃক) অপহৃতচেতসাং (বিমুগ্ধচিত্ত) ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং (ভোগৈশ্বর্য্যে অনুরক্ত ব্যক্তিগণের) ব্যবসায়াত্মিকা (নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধিঃ (জ্ঞান) সমাধৌ (সমাধিতে) ন বিধীয়তে (উৎপন্ন হয় না) ॥৪২।৪৩।৪৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। বিচারবিহীন পুরুষগণ যে কর্ম্মকাণ্ডের কথা বলিয়া থাকেন, তাহা বিবেচনা দোষে রমণীয় বলিয়া বোধ হয়। যাহারা বৈদিক ফলশ্রুতির প্রশংসা

বাক্যের অনুগামী, বিবিধফলপ্রকাশক শ্রুতিবাক্যাবলি যাহাদের আনন্দের কারণ, তাহারা স্বর্গাদি ফলজনক কর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই অঙ্গীকার করে না। যাহারা কামনাযুক্ত, স্বর্গলাভই যাহাদিগের বোধে পরম পুরুষার্থ, তাহারা জন্ম, কর্ম্ম ও ফলপ্রদ বেদবাক্য এবং ভোগ ঐশ্বর্য্য লাভের উপায়ভূত বৈদিক ক্রিয়াকলাপের প্রশংসাসূচক বাণী ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। ভোগৈশ্বর্য্যানুরক্ত এবং প্রলোভনকর রমণীয় বাক্যে আকৃষ্টচিত্ত মূঢ়দিগের পরমেশ্বরে আদৌ একাগ্রনিষ্ঠারূপ সমাধি অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির অভ্যুদয় হয় না॥ ৪২ ৪৩ ৪৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যেষাং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির্নাস্তি তেষাং—যামিমামিতি। যামিমাং বক্ষ্যমাণাং পুষ্পিতাং পুষ্পিতো বৃক্ষ ইব শোভমানাং শ্রূয়মাণরমণীয়াং বাচং বাক্যলক্ষণাং প্রবদন্তি। কে? অবিপশ্চিতোঽল্পমেধসঃ। অবিবেকিন ইত্যর্থঃ। বেদবাদরতা বহ্বর্থবাদফলসাধনপ্রকাশকেষু বেদবাক্যেষু রতাঃ। হে পার্থ নান্যৎ স্বর্গপশ্বাদিফলসাধনেভ্যঃ কর্ম্মভ্যোঽস্তীত্যেবংবাদিনো বদনশীলাঃ॥ ৪২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তে চ—কামাত্মান ইতি। কামাত্মানঃ কামস্বভাবাঃ। কামপরা ইত্যর্থঃ। স্বর্গপরাঃ—স্বর্গঃ পরঃ পুরুষার্থো যেষাং তে স্বর্গপরাঃ স্বর্গপ্রধানাঃ। জন্মকর্ম্মফলপ্রদাঃ। কর্ম্মণঃ ফলং কর্ম্মফলম্। জন্মৈব কর্ম্মণঃ ফলং জন্মকর্ম্মফলম্। তৎ প্রদদাতীতি জন্মকর্ম্মফলপ্রদা। তাং বাচং প্রবদন্তীত্যনুষজ্যতে। ক্রিয়াবিশেষবহুলাং—ক্রিয়াণাং বিশেষাঃ ক্রিয়াবিশেষাঃ। তে বহুলা যস্যাং বাচি তাম্। স্বর্গপশুপুত্রাদ্যর্থা যয়া বাচা বাহুল্যেন প্রকাশ্যন্তে। ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ভোগশ্চৈশ্বর্য্যং চ ভোগৈশ্বর্য্যে। তয়োর্গতিঃ প্রাপ্তির্ভোগৈশ্বর্য্যগতিঃ। তাং প্রতি সাধনভূতাস্তে ক্রিয়াবিশেষাঃ। তদ্বহুলাম্। তাং বাচং প্রবদন্তো মূঢ়াঃ সংসারে পরিবর্ত্তন্ত ইত্যভিপ্রায়ঃ। ৪৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তেষাং চ—ভোগেতি। ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং—ভোগঃ কর্ত্তব্যঃ ঐশ্বর্য্যং চেতি ভোগৈশ্বর্য্যয়োরেব প্রণয়বতাং তদাত্মভূতানাম্। তয়া ক্রিয়াবিশেষবহুলয়া বাচাঽপহৃতচেতসামাচ্ছাদিতবিবেকপ্রজ্ঞানাম্। ব্যবসায়াত্মিকা সাংখ্যে যোগে বা বুদ্ধিঃ। সমাধৌ—সমাধীয়তেঽস্মিন্ পুরুষোপভোগায় সর্ব্বমিতি সমাধিরন্তঃকরণং বুদ্ধিঃ। তস্মিন্ সমাধৌ ন বিধীয়তে। স্থিরীভবতীত্যর্থঃ॥ ৪৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। নন্থ কামিনোঽপি কষ্টান্ কামান্ বিহায় ব্যবসায়াত্মিকামেব বুদ্ধিং কিমিতি ন কুর্ব্বন্তি? তত্রাহ যামিমামিত্যাদি। যামিমাং পুষ্পিতাং বিষলতাবদাপাতরমণীয়াং প্রকৃষ্টং পরমার্থফলপরামেব বদন্তি বাচং স্বর্গাদিফলশ্রুতিম্। তেষাং তয়া বাচাঽপহৃতচেতসাং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির্ন সমাধৌ বিধীয়তে ইতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। কিমিতি তথা বদন্তি? যতোঽবিপশ্চিতো মূঢ়াঃ। তত্র হেতুঃ—বেদবাদরতা ইতি। বেদে যে বাদা অর্থবাদাঃ। অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি। তথা—অপাম সোমমমৃতা

অক্ষম ইত্যাদ্যঃ। গেষেব নগঃ প্রীগঃ। অত এবাহুতঃ পামস্তদীশ্বরতত্ত্বং প্রাপ্যা নাস্তীতিবদনশীলাঃ। ৪২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অতএব—কামাত্মান ইতি। কামাত্মনঃ কামাকুলিত-চিত্তাঃ। অতঃ স্বর্গ এব পরঃ পুরুষার্থো যেষাং তে। জন্ম চ তত্র কর্ম্মাণি চ তৎফলানি চ প্রদদা-তীতি তথা। তাং ভোগৈশ্বর্য্যয়োর্গতিং প্রাপ্তিং প্রতি সাধনভূতা যে ক্রিয়াবিশেষাস্তে বহুলা যস্যাং তাং প্রবদন্তীত্যনুষঙ্গঃ ॥৪৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ততশ্চ—ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানামিত্যাদি। ভোগৈ-শ্বর্য্যয়োঃ প্রসক্তানামভিনিবিষ্টানাং তয়া পুষ্পিতয়া বাচাঽপহৃতমাকৃষ্টং চেতো যেষাং তেষাম্। সমাধিশ্চিত্তৈকাগ্র্যম্। পরমেশ্বরাভিমুখত্বমিতি যাবৎ। তস্মিন্নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিস্তু ন বিধীয়তে। কর্ম্মকর্ত্তরি প্রয়োগঃ। সা নোৎপদ্যত ইতি ভাবঃ ॥ ৪৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডের কথা গুলি গন্ধহীনপুষ্পরাজিশোভিত দুরন্ত পলাশ বৃক্ষের ন্যায়, সুবিচার ও সদ্বিবেচনাশূন্য মূঢ়ের রমণীয় বলিয়া প্রতীত হয়। কেননা সেই সকল বাক্য দ্বারা স্বর্গাদি ফল ও যজ্ঞাদি সাধন এবং তৎপরম্পর সম্বন্ধই বিদিত হওয়া যায়। বস্তুতঃ তদ্দ্বারা কোন বিশেষ নিরতিশয় আনন্দরূপ ফল পাওয়া যায় না। কারণ অপূর্ব্ব শরীর ইন্দ্রিয়াদির সম্বন্ধরূপ জন্ম, তদনন্তর বর্ণাশ্রমাভিমানজনিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম এবং এতৎকর্ম্মানুগত পুত্র, পশু, স্বর্গাদি রূপ ক্ষণবিধ্বংসী ফল, এই কর্ম্মকাণ্ডরূপ বাক্য অবিচ্ছেদে প্রসব করিতেছে। অমৃতপান, উর্ব্বশী আদি অপ্সরোগণের সহবাস ও বিলাস, পারিজাতবৃক্ষের সৌগন্ধ আদি ভোগ, দেবলোকে প্রভুত্বরূপ ঐশ্বর্য্য আদি লাভের পক্ষে অগ্নিহোত্র দর্শপৌর্ণ-মাস জ্যোতিষ্টোমাদি ক্রিয়াবিশেষ প্রশস্ত। এই ক্রিয়াকলাপের পুষ্টির জন্য বেদের কর্ম্মকাণ্ডীয় বাণী অতি বিস্তারিত রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যাহারা সদ্বিচার জ্ঞানশূন্য, তাহারাই কর্ম্ম-কাণ্ডীয় বৈদিকবাণীকে স্বর্গাদিফলপরত্বযুক্ত বলিয়া স্বীকার করে। তাহারাই চাতুর্ম্মাস্য-যজ্ঞকারী পুরুষের অক্ষয় স্বর্গ হয়, এই অর্থবাদপূর্ণবাক্যের নিশ্চয়তায় বিশ্বাস করিয়া সন্তুষ্ট হয়। বস্তুতঃ কর্ম্মকাণ্ডের শেষাবস্থাই জ্ঞানকাণ্ড। জ্ঞানকাণ্ডীয় "তৎ" এই পদই কর্ম্ম-কাণ্ডের "দেবতা", জ্ঞানকাণ্ডীয় "ত্বং" এই পদই কর্ম্মকাণ্ডের কর্ম্মকর্ত্তা "যজমান", এবং জ্ঞানকাণ্ডীয় 'তৎ+ত্বং' পদার্থের অভেদ বোধক বাক্যই কর্ম্মকাণ্ডের কর্ম্মকর্ত্তা 'পুরুষ' সাক্ষাৎ ঈশ্বর। স্বর্গাদি ভিন্ন আর কিছুই পরম লাভ নাই, সকাম পুরুষগণের এই কল্পনা জ্ঞানকাণ্ডের নিতান্ত বিরুদ্ধ। কামনাকুলভাবে সর্ব্বদা বিষয়ানুসন্ধানে চিত্তের বহির্ম্মুখতা প্রযুক্ত সকাম ব্যক্তির মুক্তির বা নিবৃত্তির অভিলাষ হয় না। যাহারা উর্ব্বশী, নন্দনবন, অমৃত আদিপূর্ণ স্বর্গকেই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া জানে, তাহাদের সমক্ষে মুক্তির বিমল প্রতিবিম্ব আদৌ প্রীতিকর বলিয়াই বোধ হয় না। তাহাদের বিবেক বৈরাগ্যাদি সাধনও সম্ভবে না। সকামের পক্ষে মুক্তির ইচ্ছা হওয়া দূরে থাকুক, মুক্তির কথা পর্য্যন্তও অসহনীয় হইয়া উঠে। ভোগৈশ্বর্য্যাদি ক্ষয়শীলপদার্থের প্রতি দোষদৃষ্টির অভাবে বেদোক্ত অর্থবাদ বচনের

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবাৰ্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥ ৪৫ ॥

সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারায় সকাম পুরুষের নিশ্চয়াত্মিকা অর্থাৎ ভগবানে একান্তনিষ্ঠা-বুদ্ধির আদৌ উদয় হয় না। বেদোক্ত অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া কলাপ চিত্তশুদ্ধির জন্যই সম্পাদিত হওয়া কর্ত্তব্য, স্বর্গাদি ভোগের জন্য নহে। ফলকামনাবর্জ্জিত হইয়া অগ্নিহোত্রাদি সম্পাদন করিলেই আত্মজ্ঞানোপযোগী অন্তঃকরণশুদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব নিষ্কাম এবং সকাম পুরুষের কর্ম্মানুষ্ঠানে বিষম বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইতেছে ॥ ৪২।৪৩।৪৪ ॥

—— :০: ——

অন্বয়বোধিনী। [হে] অর্জ্জুন! বেদাঃ (কর্ম্মকাণ্ডরূপ বেদসমূহ) ত্রৈগুণ্য-বিষয়াঃ (ত্রিগুণান্বিত), ত্বং (তুমি) নিস্ত্রৈগুণ্যঃ (নিষ্কাম) ভব (হও), নির্দ্বন্দ্বঃ (সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বরহিত), নিত্যসত্ত্বস্থঃ (নিত্যসত্ত্বভাবাবস্থিত), নির্যোগক্ষেমঃ (যোগ ও ক্ষেম রহিত) আত্মবান্ (অপ্রমত্ত) [হও] ॥ ৪৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। এই কর্ম্মকাণ্ড রূপ বেদ ত্রিগুণান্বিত অর্থাৎ সকাম পুরুষ-দিগের জন্য কর্ম্মফলসিদ্ধি প্রতিপাদন করিয়াছেন। তুমি নির্দ্বন্দ্ব, নিত্য সত্ত্বভাবা-বস্থিত যোগ ও ক্ষেম রহিত এবং আত্মবান্ হইয়া নিষ্কাম হও ॥ ৪৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। য এবং বিবেকবুদ্ধিরহিতাস্তেষাং কামাত্মনাং যৎ ফলং তদাহ—ত্রৈগুণ্যেতি। ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ—ত্রৈগুণ্যং সংসারো বিষয়ঃ প্রকাশয়িতব্যো যেষাং তে বেদাস্ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ। ত্বং তু নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবাৰ্জ্জুন। নিষ্কামো ভবেত্যর্থঃ। নির্দ্বন্দ্বঃ সুখ-দুঃখহেতু সপ্রতিপক্ষৌ পদার্থৌ দ্বন্দ্বশব্দবাচ্যৌ। ততো নির্গতো নির্দ্বন্দ্বো ভব। ত্বং নিত্য-সত্ত্বস্থঃ সদা সত্ত্বস্থঃ সত্ত্বগুণাশ্রিতো ভব। তথা নির্যোগক্ষেমঃ। অনুপাত্তস্যোপার্জ্জনং যোগঃ। উপাত্তস্য রক্ষণং ক্ষেমঃ। যোগক্ষেমপ্রধানস্য শ্রেয়সি প্রবৃত্তির্দুষ্করেতি। অতো নির্যোগক্ষেমো ভব। আত্মবানপ্রমত্তশ্চ ভব। এষ তবোপদেশঃ স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠতঃ ॥ ৪৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ননু স্বর্গাদিকং পরমং ফলং যদি ন ভবতি তর্হি কিমিতি বেদৈস্তৎসাধনতয়া কর্ম্মাণি বিধীয়ন্তে? তত্রাহ—ত্রৈগুণ্যবিষয়া ইতি। ত্রিগুণাত্মকাঃ সকামা যেঽধিকারিণস্তদ্বিষয়াস্তেষাং কর্ম্মফলসম্বন্ধপ্রতিপাদকা বেদাঃ। ত্বং তু নিস্ত্রৈগুণ্যো নিষ্কামো ভব। তত্রোপায়মাহ—নির্দ্বন্দ্বঃ। সুখদুঃখশীতোষ্ণাদিযুগলানি দ্বন্দ্বানি। তদ্রহিতো ভব। তানি সহস্বেত্যর্থঃ। কথমিতি? অত আহ—নিত্যসত্ত্বস্থঃ সন্। ধৈর্য্যমবলম্ব্যেত্যর্থঃ। তথা নির্যোগ-ক্ষেমঃ। অপ্রাপ্তস্বীকারো যোগঃ। প্রাপ্তপালনং ক্ষেমঃ। তদ্রহিতঃ। আত্মবানপ্রমত্তঃ। ন হি দ্বন্দ্বাকুলস্য যোগক্ষেমব্যাপৃতস্য চ প্রমাদিনস্ত্রৈগুণ্যাতিক্রমঃ সম্ভবতীতি ॥ ৪৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। বেদপ্রতিপাদিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মসমূহ নিজ নিজ স্বভাব বশতঃ অবশ্যই কামনানুরূপ ফল প্রসব করিবে, এবং উহা কর্ম্মানুসারে সকাম বা

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥ ৪৬

নিষ্কাম উভয় পুরুষকে অবশ্যই আশ্রয় করিবে। ইহা আত্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধক। অর্জ্জুনের এইরূপ সন্দেহ নিরাকরণার্থ ভগবান্ বলিতেছেন যে—সংসার সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের বিকাশ-স্বরূপ। কামনাই সংসারের মূল। কামনাযুক্ত হইয়া যে পুরুষ কর্ম্মকাণ্ডরূপ বেদের ক্রিয়াবিশেষ অনুষ্ঠান করিবে, বৈদিক কর্ম্ম তাহার কামনারূপ ফল প্রদান করিবে। কামনা ব্যতীত ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা কোথায়? বস্তুতঃ কামনা দ্বারাই ফল প্রাপ্তি হয়। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি সুখ দুঃখ, মান অপমান, শত্রু মিত্রাদি দ্বন্দ্বভাব পরিহার কর। বিশুদ্ধ সত্ত্বরূপ অচল ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেই এতদ্দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা তোমার সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া পড়িবে। শীতোষ্ণাদিসহিষ্ণু হইলেও ক্ষুতৃষ্ণাদির নিবৃত্তির জন্য অন্নাদির সংগ্রহ এবং সংগৃহীত অন্নের রক্ষণাবেক্ষণার্থ চেষ্টা অবশ্যম্ভাবী। এই জন্য ভগবান্ বলিতেছেন, যোগ (অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি) ও ক্ষেম (প্রাপ্তবস্তুর রক্ষা) রূপ প্রযত্ন পরিত্যাগ কর। কিন্তু এতৎপ্রযত্নাভাবে জীবন নাশের সম্ভাবনায় ভগবান্ অর্জ্জুনকে আত্মবান্ হইতে উপদেশ করিলেন। সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বর সর্ব্বত্র নিত্য বিদ্যমান আছেন। তিনিই জগন্নিয়ন্তা ও বিশ্বের ব্যবস্থাপক রূপে আমাতেও বিরাজ করিতেছেন। এই রূপ যাহার স্থির বিশ্বাস, তিনিই আত্মবান্। সমস্ত কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভক্তিযুক্ত চিত্তে যে পুরুষ ভগবানের আরাধনা করেন, দেহযাত্রা নির্ব্বাহার্থ সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত তাঁহাকে আর চিন্তা করিতে হয় না। এইরূপ নিশ্চয় বুদ্ধি দ্বারা তোমার হৃদয়কে প্রমাদশূন্য কর॥ ৪৫॥

—:০:—

অন্বয়বোধিনী। উদপানে (কূপাদি ক্ষুদ্র জলাশয়ে) যাবান্ (যে পরিমাণ) অর্থঃ (প্রয়োজন) [সিদ্ধ হয়], সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে (মহাজলাশয়ে) তাবান্ (তদ্রূপ) অর্থঃ (উদ্দেশ্য) [সিদ্ধ হয়], [সেই প্রকার] সর্ব্বেষু বেদেষু (সকল বেদে) যাবান্ (যে সকল) অর্থঃ (প্রয়োজন), তাবান্ (সে সমস্ত) বিজানতঃ ব্রাহ্মণস্য (ব্রহ্মবেত্তা পুরুষের) [লাভ হয়]॥৪৬॥

বঙ্গানুবাদ। যেমন অল্প জল বিশিষ্ট জলাশয়ে স্নান পানাদিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে, অতিবিস্তীর্ণ ও গভীর জলাশয়েও তদ্রূপ, স্নান পানাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সেই প্রকার বেদোক্ত কাম্য কর্ম্মে যে স্বর্গাদিফলরূপ আনন্দ লব্ধ হইয়া থাকে, ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারবান্ ব্রহ্মবেত্তা পুরুষ সে সমস্ত আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন॥৪৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সর্ব্বেষু বেদোক্তেষু কর্ম্মসু যান্যনন্তানি ফলানি তানি নাপেক্ষ্যন্তে চেৎ কিমর্থং তানীশ্বরায়েত্যনুষ্ঠীয়ন্ত ইতি? উচ্যতে শৃণু—যাবানিতি। যথা লোকে

কূপতড়াগাদ্যনেকস্মিন্নুদপানে পরিচ্ছিন্নোদকে যাবান্ যাবৎপরিমাণঃ স্নানপানাদিরর্থঃ ফলং প্রয়োজনং স সর্ব্বোঽর্থঃ সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে তাবানেব সংপদ্যতে। তত্রান্তর্ভবতীত্যর্থঃ। এবং তাবাংস্তাবৎপরিমাণ এব সংপদ্যতে সর্ব্বেষু বেদেষু বেদোক্তেষু কর্ম্মসু সোঽর্থো যৎ কর্ম্মফলং।* সোঽর্থো ব্রাহ্মণস্য সংন্যাসিনঃ পরমার্থতত্ত্বং বিজানতো যোঽর্থো যদ্বিজ্ঞানফলং সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকস্থানীয়ং তস্মিংস্তাবানেব সংপদ্যতে। তত্রৈবান্তর্ভবতীত্যর্থঃ। যথা কৃতায় বিজিতায়াধরেয়াঃ সং যন্ত্যেবমেনং সর্ব্বং তদভি সমেতি যৎ কিঞ্চ প্রজাঃ সাধু কুর্ব্বন্তি যস্তদ্বেদ যৎ স বেদ স ময়ৈতদুক্তঃ॥ ইতি (ক) শ্রুতেঃ। সর্ব্বং কর্ম্মাঽখিলমিতি চ বক্ষ্যতি। তস্মাৎ প্রাগ্জ্ঞাননিষ্ঠাধিকারপ্রাপ্তেঃ কর্ম্মণ্যধিকৃতেন কূপতড়াগাদ্যর্থস্থানীয়মপি কর্ম্ম কর্ত্তব্যম্॥ ৪৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। নমু বেদোক্তনানাফলত্যাগেন নিষ্কামতয়েশ্বরারাধন-বিষয়া ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ কুবুদ্ধিরেবেত্যাশঙ্ক্যাহ—যাবানিতি। উদকং পীয়তে যস্মিংস্তদুদপানং বাপীকূপতড়াগাদি। তস্মিন্ স্বল্পোদক একত্র কৃৎস্নার্থস্যাসম্ভবাত্তত্র তত্র পরিভ্রমণেন বিভাগশো যাবান্ স্নানপানাদিরর্থঃ প্রয়োজনং ভবতি তাবান্ সর্ব্বোঽপ্যর্থঃ সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে মহাহ্রদ একত্রৈব যথা ভবতি। এবং যাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু তত্তৎকর্ম্মফলরূপোঽর্থস্তাবান্ সর্ব্বোঽপি বিজানতো ব্যবসায়াত্মকবুদ্ধিযুক্তস্য ব্রাহ্মণস্য ব্রহ্মনিষ্ঠস্য ভবত্যেব। ব্রহ্মানন্দে ক্ষুদ্রানন্দানামন্ত-র্ভাবাৎ। এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপ জীবন্তীতি (খ) শ্রুতেঃ। তস্মাদিয়মেব বুদ্ধিঃ সুবুদ্ধিরিত্যর্থঃ॥ ৪৬॥

গীতার্থসন্দীপনী। নিষ্কাম কর্ম্ম করিলে কাম্য কর্ম্ম জনিত স্বর্গাদি সুখ লাভে বঞ্চিত হইতে হয়। কেননা ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, যে কামনাই তত্ত্বাবতের মূল। এই সন্দেহ নিরসনার্থ ভগবান্ বলিতেছেন যে ক্ষুদ্র জলাশয়ে মানবের যে যে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, বৃহজ্জলাশয়েও তাহাই সম্পাদিত হয়। ক্ষুদ্র জলাশয়ের জলের পরিমাণ বৃহজ্জলাশয়ের জলের কিয়দংশ মাত্র। এইরূপ বেদোক্ত অগ্নিহোত্র, জ্যোতিষ্টোম, অশ্বমেধাদি কাম্য কর্ম্ম সকল, সকাম পুরুষকে স্বর্গাদি জনিত যে আনন্দ প্রদান করিয়া থাকে, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবান্ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের পক্ষে তৎসমস্তই সুলভ। কেননা ভূলোক হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত যাবৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ভোগানন্দ আছে, তৎসমস্তই ব্রহ্মানন্দের অন্তর্গত। যথা শ্রুতি "এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপ জীবন্তি"॥ (খ)। ব্রহ্মা হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণিপর্য্যন্ত ব্রহ্মানন্দের কণিকা মাত্র গ্রহণ করিয়া আনন্দ পূর্ব্বক জীবনাতিপাত করে। নিষ্কাম হইলেই অন্তঃকরণের শুদ্ধি হয়। তাহা হইলেই আত্মজ্ঞান লাভ, এবং আত্মজ্ঞানদ্বারাই মনুষ্য ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়া থাকে। হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি ব্রহ্মানন্দ ভোগ করে, তাহার ভোগানন্দের অভাব থাকেনা। বরং তাহার পক্ষে উহা তুচ্ছাতিতুচ্ছ॥ ৪৬॥

——:০:——

(ক) ছা—উ—৪।১।৬। (খ) বৃ—উ—৪।৩।৩২।

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্ম্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়বোধিনী। তে (তোমার) কর্ম্মণি এব (কর্ম্মেই) অধিকারঃ (কর্তৃত্ব), কদাচন (কোন কালে) ফলেষু (কর্ম্মফলে) মা (নাই), [তুমি] কর্ম্মফলহেতুঃ (কর্ম্মফলকামী) মা ভূঃ (হইও না), অকর্ম্মণি (কর্ম্মত্যাগে) তে (তোমার) সঙ্গঃ প্রবৃত্তি) মা অস্তু (না হউক) ॥ ৪৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। কর্ম্মেই তোমার অধিকার আছে; কিন্তু কর্ম্মফলে কোনও সময়ে তোমার অধিকার নাই। ফলকামনায় তোমার যেন কর্ম্মে প্রবৃত্তি এবং কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতেও যেন তোমার প্রীতির উদয় না হয় ॥ ৪৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তব চ—কর্ম্মণীতি। কর্ম্মণ্যেবাধিকারঃ—ন জ্ঞাননিষ্ঠায়াম্—তে তব। তত্র চ কর্ম্ম কুর্ব্বতো মা ফলেষধিকারোঽস্তু। কর্ম্মফলতৃষ্ণা মা ভূৎ কদাচন কস্যাংচিদপ্যবস্থায়ামিত্যর্থঃ। যদা কর্ম্মফলে তৃষ্ণা তে স্যাৎ তদা কর্ম্মফলপ্রাপ্তের্হেতুঃ স্যাঃ। এবং মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূঃ। যদা হি কর্ম্মফলতৃষ্ণাপ্রযুক্তঃ কর্ম্মণি প্রবর্ত্তেত তদা কর্ম্মফলস্যৈব জন্মনো হেতুর্ভবেৎ। যদি কর্ম্মফলং নেষ্যতে কিং কর্ম্মণা দুঃখরূপেণেতি মা তে তব সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি। অকরণে প্রীতির্মা ভূৎ ॥ ৪৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তর্হি সর্ব্বাণি কর্ম্মফলানি পরমেশ্বরারাধনাদেব ভবিষ্যন্তীত্যভিসন্ধায় প্রবর্ত্তেত। কিং কর্ম্মণা? ইত্যাশঙ্ক্য তত্রাহ—কর্ম্মণ্যেবেতি। তে তব তত্ত্বজ্ঞানার্থিনঃ কর্ম্মণ্যেবাধিকারঃ। তৎফলেষধিকারঃ কামো মাঽস্তু। নন্নু কর্ম্মণি কৃতে তৎফলং স্যাদেব। ভোজনে কৃতে তৃপ্তিবৎ। ইত্যাশঙ্ক্যাহ—মেতি। মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূঃ। কর্ম্মফলং প্রবৃত্তিহেতুর্যস্য স তথাভূতো মা ভূঃ। কাম্যমানস্যৈব স্বর্গাদের্নিযোজ্যবিশেষণত্বেন ফলত্বাদকামিতং ফলং ন স্যাদিতি ভাবঃ। অত এব ফলং বন্ধকং ভবিষ্যতীতি ভয়াদকর্ম্মণি কর্ম্মাঽকরণেঽপি তব সঙ্গো নিষ্ঠা মাঽস্তু ॥ ৪৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধি দ্বারা আত্মজ্ঞানের উদয় হয়, এবং আত্মজ্ঞান ব্যতীত ব্রহ্মানন্দ লাভের কোন সম্ভাবনাই নাই। এই সংস্কারের বশীভূত হইয়া পাছে অর্জ্জুন মনে করেন যে, তবে কর্ম্মরূপ বহিরঙ্গ সাধন ব্যর্থ ও কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। তাই ভগবান্ বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন! তুমি তত্ত্বজ্ঞানার্থী বটে; কিন্তু তোমার অন্তঃকরণ এখনও নির্ম্মল হয় নাই। এই জন্য তুমি নিষ্কাম কর্ম্মের অধিকারী। কর্ম্মানুষ্ঠান কালে ফলভোগের কথা তুমি আদৌ মনেও করিও না। যদি বল, অনুষ্ঠাতা ফলকামনা না করিলেও অনুষ্ঠিত কর্ম্মের অবশ্যম্ভাবি ফল কর্ম্মকর্ত্তাকে অবশ্যই আশ্রয় করিবে। এতদুত্তরে ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, যে কামনা ব্যতীত ফলপ্রাপ্তি হয় না। ফললাভ করাই যে কর্ম্মীদিগের উদ্দেশ্য, তুমি আপনাকে সে শ্রেণীভুক্ত করিও না। মনে হইতে পারে যে কর্ম্ম যখন স্বয়ং

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮ ॥

ফলদানে অসমর্থ, তখন বৃথা এই কৃচ্ছ্রসাধ্য কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন কি ? তুমি এরূপ বুদ্ধিতে কর্ম্মপরিত্যাগে প্রীতিযুক্ত হইও না। তোমার স্বর্গফলাদির ইচ্ছা না থাকুক, কিন্তু কর্ম্মানুষ্ঠানের স্বভাবগত ধর্ম্মে তোমার অন্তঃকরণের শুদ্ধি হইবে। এইরূপ কর্ম্মসাধন ব্যতীত তত্ত্বজ্ঞানের মূল উপাদান স্বরূপ চিত্তশুদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই ॥ ৪৭ ॥

———:০:———

অন্বয়বোধিনী। [হে] ধনঞ্জয় ! যোগস্থঃ (যোগে অবস্থিত হইয়া) সঙ্গং ত্যক্ত্বা (সর্ব্ব কামনা বর্জ্জন পূর্ব্বক) সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ (সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে) সমঃ ভূত্বা (সমভাবে থাকিয়া) কর্ম্মাণি কুরু (কর্ম্ম কর), সমত্বং [এইরূপ] (সমতা) যোগঃ উচ্যতে (যোগ বলা যায়) ॥ ৪৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। যোগস্থ হইয়া ফলকামনাবর্জ্জন পূর্ব্বক সিদ্ধি বা অসিদ্ধির দিকে মনোনিবেশ না করিয়া তুমি কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। এইরূপ চিত্তের সমতার নাম যোগ ॥ ৪৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যদি কর্ম্মফলপ্রযুক্তেন ন কর্ত্তব্যং কর্ম্ম কথং তর্হি কর্ত্তব্যমিতি ? উচ্যতে—যোগস্থ ইতি। যোগস্থঃ সন্ কুরু কর্ম্মাণি কেবলমীশ্বরার্থম্। তত্রাপীশ্বরো মে তুষ্যত্বিতি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়। ফলতৃষ্ণাশূন্যেন ক্রিয়মাণে কর্ম্মণি সত্ত্বশুদ্ধিজা জ্ঞানপ্রাপ্তিলক্ষণা সিদ্ধিঃ। তদ্বিপর্য্যয়জাঽসিদ্ধিঃ। তয়োঃ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোরপি সমস্তুল্যো ভূত্বা কুরু কর্ম্মাণি। কোঽসৌ যোগো যত্রস্থঃ কর্ম্মাণি কুর্ব্বিত্যুক্তম্ ? ইদমেব তৎ—সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিং তর্হি ?—যোগস্থ ইতি। যোগঃ পরমেশ্বরৈকপরতা। তত্র স্থিতঃ কর্ম্মাণি কুরু। তথা সঙ্গং কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং ত্যক্ত্বা কেবলমীশ্বরাশ্রয়েণৈব কুরু। তৎফলস্য জ্ঞানস্যাপি সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা কেবলমীশ্বরার্পণেনৈব কুরু। যত এবংভূতং সমত্বমেব যোগ উচ্যতে সদ্ভিঃ। চিত্তসমাধানরূপত্বাৎ ॥ ৪৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। কার্য্য কালে অহংকর্ত্তৃত্বাভিমান পরিহারই নিষ্কাম কর্ম্মের মূল। বেদোক্ত স্বর্গাদি ফলদায়ক কার্য্যানুষ্ঠানকালে ফলসিদ্ধিতে হর্ষ এবং সুফল প্রাপ্ত না হইলে যেন বিষাদ উপস্থিত না হয়, কেবল ঈশ্বরারাধনবুদ্ধিতে কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। ইতিপূর্ব্বে কর্ম্মকে যোগ বলিয়া কথিত হইয়াছে। কিন্তু এই শ্লোকে যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করিবার উপদেশ দেওয়া হইল। যোগ শব্দের এই বৈষম্যরূপ আশঙ্কা নিবারণার্থই এখানে ভগবান্ কহিলেন যে, ফলের লাভে সুখ ও অলাভে দুঃখ, এতদুভয়াবস্থারই অভাব অর্থাৎ হর্ষ ও বিষাদের সমতার নামই যোগ। যোগস্থ হইয়া অর্থাৎ হর্ষ বিষাদের সমতা পূর্ব্বক তুমি কর্ম্মানুষ্ঠান কর ॥ ৪৮ ॥

-:০:-

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়বোধিনী। [হে] ধনঞ্জয়! কর্ম্ম (কাম্য কর্ম্ম) বুদ্ধিযোগাৎ (নিষ্কাম কর্ম্ম হইতে) দূরেণ (নিতান্ত) অবরং (নিকৃষ্ট), [তুমি] বুদ্ধৌ (পরমাত্মবুদ্ধিতে) শরণম্ (আশ্রয়) অন্বিচ্ছ (ইচ্ছা কর), ফলহেতবঃ (ফলাকাঙ্ক্ষিগণ) কৃপণাঃ (নিকৃষ্ট) ॥ ৪৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। কাম্য কর্ম্ম নিষ্কাম কর্ম্ম হইতে নিতান্ত নিকৃষ্ট। তুমি পরমাত্মবুদ্ধির জন্য নিষ্কাম কর্ম্ম অনুষ্ঠানের ইচ্ছা কর। যে ব্যক্তি ফলাকাঙ্ক্ষী, সে কৃপণ ॥ ৪৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যৎ পুনঃ সমত্ববুদ্ধিযুক্তকর্ম্মাপেক্ষয়া সাধনার্থং কর্ম্মোক্তমেতস্মাৎ কর্ম্মণঃ—দূরেণেতি। দূরেণাতিবিপ্রকর্ষেণ হ্যবরমধমং নিকৃষ্টং কর্ম্ম ফলার্থিনা ক্রিয়মাণং বুদ্ধিযোগাৎ সমত্ববুদ্ধিযুক্তাৎ কর্ম্মণো জন্মমরণাদিহেতুত্বাদ্ধনঞ্জয়। যত এবং ততো যোগবিষয়ায়াং বুদ্ধৌ তৎপরিপাকজায়াং বা সাংখ্যবুদ্ধৌ শরণমাশ্রয়মভয়প্রাপ্তিকারণমন্বিচ্ছ প্রার্থয়স্ব। পরমার্থজ্ঞানশরণো ভবেত্যর্থঃ। যতোঽবরং কর্ম্ম কুর্ব্বাণাঃ কৃপণা দীনাঃ ফলহেতবঃ ফলতৃষ্ণা-প্রযুক্তাঃ সন্তঃ। যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণ ইতি (ক) শ্রুতেঃ ॥ ৪৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কাম্যং তু কর্ম্মাঽতিনিকৃষ্টমিত্যাহ—দূরেণেতি। বুদ্ধ্যা ব্যবসায়াত্মিকয়া কৃতঃ কর্ম্মযোগো বুদ্ধিসাধনভূতো বা। তস্মাৎ সকামাদন্যৎ সাধনভূতং কাম্যং কর্ম্ম দূরেণাঽবরমত্যন্তমপকৃষ্টম্। হি যস্মাদেবং তস্মাদ্বুদ্ধৌ জ্ঞানে শরণমাশ্রয়ং কর্ম্মযোগমন্বিচ্ছা-ঽনুতিষ্ঠ। যদ্বা বুদ্ধৌ শরণং ত্রাতারমীশ্বরমাশ্রয়েত্যর্থঃ। ফলহেতবস্তু সকামা নরাঃ কৃপণা দীনাঃ। যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণ ইতি (ক) শ্রুতেঃ ॥৪৯॥

গীতার্থসন্দীপনী। নিষ্কাম কর্ম্মযোগের নাম বুদ্ধিযোগ। কাম্য কর্ম্ম, জন্ম-মরণরূপফলবিড়ম্বনা বশতঃ, নিষ্কাম কর্ম্ম অপেক্ষা অত্যন্ত অধম। বুদ্ধিযোগ পরমাত্মবিষয়ক, এই জন্য কর্ম্মযোগ তদপেক্ষা অধম। পরমাত্মবিষয়ক বুদ্ধি দ্বারা সকল অনর্থের নিবৃত্তি হয়। অতএব তুমি নিষ্পাপচিত্তে নিষ্কাম কর্ম্মযোগের অভিলাষী হও। যাহারা স্বর্গাদিফলকামী, তাহারা জন্মমরণরূপ চক্রে সদাই ভ্রাম্যমাণ থাকিয়া নানা দুঃখ ভোগ করিতে থাকে। শ্রুতি বলিতেছেন—"যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ" (ক)। হে গার্গি! যে ব্যক্তি ইহলোকে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক অক্ষর পরমাত্মাকে না জানিয়া লোকান্তরে গমন করে, সে কৃপণ (কৃপার পাত্র)। লোক সমাজে যাহারা কৃপণ তাহারা অতিকষ্টে অর্থোপার্জ্জন করে বটে, কিন্তু নিজসুখভোগার্থ একটি পয়সাও ব্যয় করিতে পারে না। তাহাদের ধনোপার্জ্জন কেবল কষ্টের কারণ হইয়া থাকে। ফলকামী ব্যক্তিগণ কৃচ্ছ্রসাধ্য কর্ম্মসাধন দ্বারা সামান্য স্বর্গাদি

(ক) বৃ—উ—৩,৮।১০।

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্ ॥ ৫০ ॥

ফল লাভ করে মাত্র, কিন্তু ফল লাভের সামান্যস্নেহমাত্র পরিত্যাগ করিতে পারিলেই তাহারা পরমানন্দ স্বরূপ মোক্ষলাভে সমর্থ হয়। সামান্য ফললাভের লোভ ছাড়িতে পারে না বলিয়াই ভগবান্ সকাম পুরুষগণকে "কৃপণ" (কৃপার পাত্র) বলিয়াছেন ॥ ৪৯ ॥

-:o:-

অন্বয়বোধিনী। বুদ্ধিযুক্তঃ (বুদ্ধিযোগনিষ্ঠ ব্যক্তি) ইহ (এই লোকেই) উভে (উভয়) সুকৃতদুষ্কৃতে (পুণ্য পাপকে) জহাতি (ত্যাগ করেন) তস্মাৎ (সেই জন্য) যোগায় (যোগের নিমিত্ত) যুজ্যস্ব (যত্ন কর), [কেননা] কর্ম্মসু (কর্ম্মে) কৌশলম্ (কৌশল) যোগঃ (যোগ) ॥ ৫০ ॥

বঙ্গানুবাদ। বুদ্ধিযোগনিষ্ঠ ব্যক্তি ইহলোকে পাপ ও পুণ্য উভয়ই পরিত্যাগ করেন। অতএব সমত্ববুদ্ধিরূপ যোগের নিমিত্ত তুমি নিষ্ঠাবান্ হও। কেননা কর্ম্মসকলের মধ্যে বুদ্ধিযুক্ত কর্ম্মকৌশলই প্রকৃত যোগ ॥ ৫০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সমত্ববুদ্ধিযুক্তঃ সন্ স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্ যৎ ফলং প্রাপ্নোতি তচ্ছৃণু—বুদ্ধীতি। বুদ্ধিযুক্তঃ সমত্ববিষয়য়া বুদ্ধ্যা যুক্তো বুদ্ধিযুক্তঃ। স জহাতি পরিত্যজতীহাস্মিঁল্লোক উভে সুকৃতদুষ্কৃতে পুণ্যপাপে সত্ত্বশুদ্ধিজ্ঞানপ্রাপ্তিদ্বারেণ যতঃ। তস্মাৎ সমত্ববুদ্ধিযোগায় যুজ্যস্ব ঘটস্ব। যোগো হি কর্ম্মসু কৌশলম্। স্বধর্ম্মাখ্যেষু কর্ম্মসু বর্ত্তমানস্য যঃ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমত্ববুদ্ধিরীশ্বরার্পিতচেতস্তয়া তৎ কৌশলং কুশলভাবঃ। তদ্ধি কৌশলং যদ্বন্ধস্বভাবান্যপি কর্ম্মাণি সমত্ববুদ্ধ্যা স্বভাবান্নিবর্ত্তন্তে। তস্মাৎ সমত্ববুদ্ধিযুক্তো ভব ত্বম্ ॥ ৫০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। বুদ্ধিযোগযুক্তস্তু শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—বুদ্ধিযুক্ত ইতি। সুকৃতং স্বর্গাদিপ্রাপকম্। দুষ্কৃতং নিরয়াদিপ্রাপকম্। তে উভে ইহৈব জন্মনি পরমেশ্বরপ্রসাদেন ত্যজতি। তস্মাদ্যোগায় তদর্থায় কর্ম্মযোগায় যুজ্যস্ব। যতঃ কর্ম্মসু যৎ কৌশলং—বন্ধকানামপি তেষামীশ্বরারাধনেন মোক্ষপরত্বসম্পাদকচাতুর্য্যং—স এব যোগঃ ॥ ৫০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। সুকৃতি ও দুষ্কৃতিরূপ কর্ম্মজাল বন্ধনের কারণ। এই জন্য সকাম পুরুষগণ সুখদুঃখরূপ বিষম জালে আবদ্ধ হইয়া মুক্তিলাভে বঞ্চিত হন। তুমি সাবধান হইয়া সমত্বরূপ বুদ্ধিযোগের আশ্রয় গ্রহণ কর। কেননা কর্ম্ম সকল বন্ধনের কারণ হইলেও, যিনি নিষ্কাম ভাবে তাহার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার মুক্তিসাধনের সহায়তা করিয়া থাকে। নিষ্কাম কর্ম্মযোগ স্বয়ং কর্ম্মরূপ হইয়াও সজাতীয় দুষ্টকর্ম্মরাশির মূলোচ্ছেদ করিয়া থাকে। এই কর্ম্মযোগই পরম কৌশল। কিন্তু হে অর্জ্জুন! তুমি চেতনরূপ হইয়াও নিজ সজাতীয় দুর্য্যোধনাদি দুষ্টগণকে নষ্ট করিতে পারিতেছ না। অতএব তোমার কৌশল কোথায়? ॥ ৫০ ॥

-:o:-

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥ ৫১ ॥
যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥ ৫২ ॥

অন্বয়বোধিনী। বুদ্ধিযুক্তাঃ (বুদ্ধিযোগপরায়ণ) মনীষিণঃ (জ্ঞানিগণ) কর্ম্মজং (কর্ম্মজনিত) ফলং ত্যক্ত্বা (ফল ত্যাগ করিয়া) জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ (জন্মরূপ বন্ধন হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া) অনাময়ং পদং (পরম পদ) গচ্ছন্তি (লাভ করেন) ॥ ৫১ ॥

বঙ্গানুবাদ। বুদ্ধিযোগপরায়ণ পুরুষগণ কর্ম্মজনিত ফলত্যাগ করিয়া আত্মসাক্ষাৎকারবান্ হয়েন, এবং জন্মরূপ বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া পরম পদ লাভ করেন ॥ ৫১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যস্মাৎ—কর্ম্মজমিতি। কর্ম্মজং ফলম্। ত্যক্ত্বেতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ। ইষ্টানিষ্টদেহপ্রাপ্তিঃ কর্ম্মজং ফলং কর্ম্মভ্যো জাতম্। বুদ্ধিযুক্তাঃ সমত্ববুদ্ধিযুক্তাঃ সন্তো হি যস্মাৎ ফলং ত্যক্ত্বা পরিত্যজ্য মনীষিণো জ্ঞানিনো ভূত্বা জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ—জন্মৈব বন্ধো জন্মবন্ধঃ। তেন বিনির্ম্মুক্তাঃ—জীবন্ত এব জন্মবন্ধাদ্বিনির্ম্মুক্তাঃ সন্তঃ—পদং পরমং বিষ্ণো-র্মোক্ষাখ্যং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্। সর্ব্বোপদ্রবরহিতমিত্যর্থঃ। অথবা বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়েত্যারভ্য পরমার্থদর্শনলক্ষণৈব সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকস্থানীয়া কর্ম্মযোগজসত্ত্বশুদ্ধিজনিতা বুদ্ধির্দর্শিতা সাক্ষাৎ সুকৃতদুষ্কৃতপ্রহাণাদিহেতুত্বশ্রবণাৎ ॥ ৫১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কর্ম্মণাং মোক্ষসাধনত্বপ্রকারমাহ—কর্ম্মজমিতি। কর্ম্মজং ফলং ত্যক্ত্বা কেবলমীশ্বরারাধনার্থং কর্ম্ম কুর্ব্বাণা মনীষিণো জ্ঞানিনো ভূত্বা জন্মরূপেণ বন্ধেন বিনির্ম্মুক্তাঃ সন্তোঽনাময়ং সর্ব্বোপদ্রবরহিতং বিষ্ণোঃ পদং মোক্ষাখ্যং গচ্ছন্তি ॥ ৫১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। বুদ্ধিযোগনিষ্ঠ পুরুষগণ ফলকামনা বর্জ্জন পূর্ব্বক কেবল ঈশ্বরারাধনা নিমিত্তই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। তাহাতে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে "তত্ত্বমসি" আদি বাক্যে আত্মাকার বুদ্ধির উদয় হয়। ঈদৃশ অধিকারী পুরুষ জন্মরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া অবিদ্যারূপ রোগ ও নানা বিভীষিকা হইতে রক্ষা পাইয়া পরমানন্দ পরম ব্রহ্মরূপ মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। এই মুক্তিপদকেই শাস্ত্র বিষ্ণুর পরম পদ বলিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন। অর্জ্জুন ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছিলেন "যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে"। ইহাতে অর্জ্জুনের মুক্তির ইচ্ছা প্রকাশিত হইয়াছে। তাই ভগবান্ বলিতেছেন, মুক্তির নিমিত্ত তুমি এই প্রকার যোগ সাধন কর ॥ ৫১ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। যদা (যখন) তে (তোমার) বুদ্ধিঃ (জ্ঞান) মোহকলিলং (অবিবেককলুষ) ব্যতিতরিষ্যতি (পরিত্যাগ করিবে) তদা (তখন) শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ (শ্রোতব্য ও শ্রুত বিষয়ের) নির্ব্বেদং (বৈরাগ্য) গন্তাসি (প্রাপ্ত হইবে)॥ ৫২॥

বঙ্গানুবাদ। যে সময়ে তোমার অন্তঃকরণ অবিবেকরূপ কলুষ পরিত্যাগ করিবে, সেই সময়ে তুমি শ্রোতব্য ও শ্রুত কর্ম্মফলে বৈরাগ্য বুদ্ধি প্রাপ্ত হইবে॥ ৫২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যোগাঽনুষ্ঠানজনিতসত্ত্বশুদ্ধিজা বুদ্ধিঃ কদা প্রাপ্স্যত ইতি? উচ্যতে—যদেতি। যদা যস্মিন্ কালে তে তব মোহকলিলং মোহাত্মকমবিবেকরূপং কালুষ্যম্। যেনাত্মানাত্মবিবেকবোধং কলুষীকৃত্য বিষয়ং প্রত্যন্তঃকরণং প্রবর্ত্ততে। তত্তে তব বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি ব্যতিক্রমিষ্যতি। শুদ্ধভাবমাপৎস্যত ইত্যর্থঃ। তদা তস্মিন্ কালে গন্তাসি প্রাপ্স্যসি নির্ব্বেদং বৈরাগ্যং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ। তদা শ্রোতব্যং শ্রুতং চ তে নিষ্ফলং প্রতিপদ্যত ইত্যভিপ্রায়ঃ॥৫২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কদাঽহং তৎপদং প্রাপ্স্যামীত্যপেক্ষায়ামাহ—যদেতি দ্বাভ্যাম্। মোহো দেহাদিষ্বাত্মবুদ্ধিঃ। তদেব কলিলং গহনম্। কলিলং গহনং বিদুরিত্যভিধান-কোষস্মৃতেঃ। ততশ্চায়মর্থঃ—এবং পরমেশ্বরারাধনে ক্রিয়মাণে যদা তৎপ্রসাদেন তব বুদ্ধির্দেহা-ঽভিমানলক্ষণং মোহময়ং গহনং দুর্গং বিশেষেণাঽতিতরিষ্যতি। তদা শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চার্থস্য নির্ব্বেদং বৈরাগ্যং গন্তাসি প্রাপ্স্যসি। তয়োরনুপাদেয়ত্বেন জিজ্ঞাসাং ন করিষ্যসীত্যর্থঃ॥৫২॥

গীতার্থসন্দীপনী। নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে করিতে কতকালে বিষ্ণুপদ লাভ হইবে? এই সন্দেহ নিবারণার্থ ভগবান্ বলিতেছেন, যে ইহার কাল নিরূপিত নাই। নিষ্কাম কার্য্য করিতে করিতে যখন তোমার মনে অহংমমেতি অভিমান রূপ অবিবেকান্ধকার থাকিবে না, অর্থাৎ যখন রজঃ ও তমোগুণরূপ কালিমা তোমার মন হইতে অন্তর্হিত ও শুদ্ধ সত্ত্বভাব অভ্যুদিত হইবে, সেই সময়ে কর্ম্মফলতৃষ্ণার বৈরাগ্য উদয় হইবে। তখন স্বর্গাদি ফল মিথ্যাবোধে তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইবে। শ্রুতি বলিয়াছেন—

"পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমা য়াৎ"॥ (ক)

ব্রহ্মলাভেচ্ছু অধিকারী ব্যক্তি কর্ম্মজালবিরচিত স্বর্গাদি লোকসমূহকে অনিত্য দুঃখরূপ জানিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। অশুদ্ধ অন্তঃকরণে বৈরাগ্যের আদৌ উদয়ই হয় না। বিষয়সুখে দোষ দৃষ্টি করিতে পারিলেই তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হয়। এই রূপ বৈরাগ্য হইলেই নিজ অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারিবে। বিষয়বৈরাগ্যবিহীন চিত্ত অতীব মলিন। ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত॥ ৫২॥

:o:-

(ক) মু—উ—১।২।১২।

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। যদা (যে সময়ে) শ্রুতিবিপ্রতিপন্না (নানা ফলের কথা শ্রবণে সংশয় যুক্ত) তে (তোমার) বুদ্ধিঃ (অন্তঃকরণ) সমাধৌ (সমাধিতে) নিশ্চলা (নিশ্চল হইয়া) অচলা (স্থির) স্থাস্যতি (থাকিবে), তদা (তখন) যোগম্ (তত্ত্বজ্ঞান) অবাপ্স্যসি (লাভ করিবে) ॥ ৫৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। ইতি পূর্ব্বে নানা ফলের কথা শ্রবণ করিয়া তোমার বুদ্ধি অতিশয় সংশয়যুক্ত হইয়াছে। যখন এই বুদ্ধি পরমাত্মাতে নিশ্চল হইয়া স্থিতি করিবে, সেই সময়ে তোমার তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইবে ॥ ৫৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। মোহকলিলাত্যয়দ্বারেণ লব্ধাত্মবিবেকজপ্রজ্ঞঃ কদা কর্ম্মযোগজং ফলং পরমার্থযোগমবাপ্স্যামীতি চেৎ ? তচ্ছৃণু—শ্রুতিবিপ্রতিপন্নেতি। শ্রুতিবিপ্রতিপন্না—অনেকসাধ্যসাধনসম্বন্ধপ্রকাশনশ্রুতিভিঃ শ্রবণৈর্বিপ্রতিপন্না নানা প্রতিপন্না—অধ্যাত্মশাস্ত্রাৎতিরিক্তশাস্ত্রস্থেত্যর্থঃ। শ্রুতিবিপ্রতিপন্না বিক্ষিপ্তা সতী তে তব বুদ্ধির্যদা যস্মিন্ কালে স্থাস্যতি স্থিরীভূতা ভবিষ্যতি নিশ্চলা বিক্ষেপচলনবর্জ্জিতা সতী সমাধৌ—সমাধীয়তে চিত্তমস্মিন্নিতি সমাধিরাত্মা—তস্মিন্। আত্মনীত্যেতৎ। অচলা তত্রাপি বিকল্পবর্জ্জিতেত্যেতৎ। বুদ্ধিরন্তঃকরণং চ। তদা তস্মিন্ কালে যোগমবাপ্স্যসি বিবেকপ্রজ্ঞাং সমাধিং প্রাপ্স্যসি ॥ ৫৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ততশ্চ—শ্রুতীতি। শ্রুতিভির্নানালৌকিকবৈদিকার্থশ্রবণৈর্ব্বিপ্রতিপন্না ইতঃ পূর্ব্বং বিক্ষিপ্তা সতী তব বুদ্ধির্যদা সমাধৌ স্থাস্যতি। সমাধীয়তে চিত্তমস্মিন্নিতি সমাধিঃ পরমেশ্বরঃ। তস্মিন্নিশ্চলা বিষয়ান্তরৈরনাকৃষ্টা। অত এবাঽচলা। অভ্যাসপাটবেন তত্রৈব স্থিরা চ সতী যোগং যোগফলং তত্ত্বজ্ঞানমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। স্বর্গাদি ফলশ্রুতি জন্য চিত্তে নানা প্রকার বিক্ষেপ উপস্থিত হওয়ায় অর্জ্জুনের বুদ্ধি সিদ্ধান্তানুগামিনী হইতে পারিতেছে না। তাই ভগবান্ বলিতেছেন যে স্বর্গাদি বিষয়ের দোষ দর্শনে যখন তোমার বিক্ষিপ্ত চিত্ত একাগ্র হইয়া পরমাত্মায় সমাধি করিবে, যখন জাগরণ, স্বপ্ন বা সুষুপ্তি তিন অবস্থাতেই তোমার চিত্ত বিষয়গ্রহশূন্য হইবে, তখনই তোমার জীব ও ব্রহ্মে অভেদ বুদ্ধির উদয় হইবে ॥ ৫৩ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। অর্জ্জুন উবাচ। [হে] কেশব! সমাধিস্থস্ত (সমাধিস্থ) স্থিতপ্রজ্ঞস্য (স্থিতপ্রজ্ঞের) কা ভাষা (কি লক্ষণ)? স্থিতধীঃ (স্থিতপ্রজ্ঞ) কিং প্রভাষেত (কিরূপ কথা বলেন)? কিম্ আসীত (কিরূপভাবে অবস্থিতি করেন)? কিং ব্রজেত (কিরূপে বিচরণ করেন)? ॥ ৫৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। অর্জ্জুন বলিলেন, হে কেশব! সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণ কি? তিনি কিরূপ কথা কহেন? কি প্রকারে অবস্থান করেন, ও কিরূপেই বা বিচরণ করেন? ॥ ৫৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। প্রশ্নবীজং প্রতিলভ্যাঽর্জ্জুন উবাচ লব্ধসমাধিপ্রজ্ঞস্য লক্ষণ-বুভুৎসয়া—স্থিতপ্রজ্ঞস্যেতি। স্থিতপ্রজ্ঞস্য—স্থিতা প্রতিষ্ঠিতা—অহমস্মি পরং ব্রহ্মেতি—প্রজ্ঞা যস্য স স্থিতপ্রজ্ঞঃ। তস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা? কিং ভাষণং বচনং? কথমসৌ পরৈর্ভাষ্যতে? সমাধিস্থস্য সমাধৌ স্থিতস্য হে কেশব। স্থিতধীঃ স্থিতপ্রজ্ঞঃ স্বয়ং বা কিং প্রভাষেত? কিমাসীত? ব্রজেত কিম্? আসনং ব্রজনং বা তস্য কথমিত্যর্থঃ। স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণমনেন শ্লোকেন পৃচ্ছ্যতে ॥ ৫৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। পূর্ব্বশ্লোকোক্তস্যাত্মতত্ত্বজ্ঞস্য লক্ষণং জিজ্ঞাসুরর্জ্জুন উবাচ—স্থিতপ্রজ্ঞস্যেতি। স্বাভাবিকে সমাধৌ স্থিতস্যাঽত এব স্থিতা নিশ্চলা প্রজ্ঞা বুদ্ধির্যস্য তস্য ভাষা কা? ভাষ্যতেঽনয়েতি ভাষা। লক্ষণমিতি যাবৎ। স কেন লক্ষণেন স্থিতপ্রজ্ঞ উচ্যত ইত্যর্থঃ। তথা স্থিতধীঃ কিং কথং ভাষণমাসনং ব্রজনং চ কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। "আমিই ব্রহ্ম" ইত্যাকার স্থিরবুদ্ধি পুরুষকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায়। স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ দুই প্রকার। ১ম, যিনি সমাধিস্থ, ২য়, যিনি সমাধি হইতে উত্তীর্ণ উত্থিত হইয়া মনোযুক্ত হয়েন। এই জন্য অর্জ্জুন স্থিতপ্রজ্ঞের সাধারণ লক্ষণ জিজ্ঞাসা না করিয়া "সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞের" বিশেষ লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তৎপরে সমাধি হইতে উত্থিত হইলে, দ্বিতীয়াবস্থাপন্ন চিত্তযুক্ত স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ স্তুতি নিন্দায় হর্ষবিষাদাদিযুক্ত হইয়া, অথবা অন্য কোন ভাবে কথাবার্ত্তা কহেন? ইহাই দ্বিতীয় প্রশ্ন। ঈদৃশ ব্যুত্থিত যোগী চিত্তের শান্তির জন্য বাহ্যেন্দ্রিয়াদির কিরূপ নিগ্রহই বা করিয়া থাকেন? ইহাই তৃতীয় প্রশ্ন। আর তিনি যতক্ষণ ইন্দ্রিয় নিগ্রহাদি না করেন, ততক্ষণ কিরূপ বিষয়েই বা বিলীন থাকেন? ইহাই অর্জ্জুনের চতুর্থ প্রশ্ন। সাধারণ লোকের সহিত স্থিতপ্রজ্ঞের কি বৈলক্ষণ্য আছে, তাহাই জানিবার জন্য অর্জ্জুন সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞের সম্বন্ধে একটি ও ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞের সম্বন্ধে তিনটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। ভগবান্ সর্ব্বান্তর্যামী। সর্ব্বান্তর্যামী ভিন্ন এ রহস্য কে বলিবে? এই জন্য অর্জ্জুন "কেশব" এই পদদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিলেন ॥ ৫৪ ॥

-:০:-

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫ ॥

অন্বয়বোধিনী। শ্রীভগবান্ উবাচ। (ভগবান্ কহিলেন)—[হে] পার্থ! আত্মনি (আপনাতে) আত্মনা (আপনি) তুষ্টঃ (তুষ্ট হইয়া) যদা (যখন) সর্ব্বান্ (সকল) মনোগতান্ (নিজ চিত্তস্থিত) কামান্ (কামনাসমূহ) জহাতি (ত্যাগ করেন), তদা (তখন) [যোগী] স্থিতপ্রজ্ঞঃ [বলিয়া] উচ্যতে (উক্ত হয়েন) ॥ ৫৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। ভগবান্ কহিলেন, যে সময়ে সমাধিস্থ পুরুষ নিজচিত্ত-নিহিত সমস্ত কামনা ত্যাগ পূর্ব্বক আত্মার তৃপ্তি সাধন করেন, সেই সময়েই তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ নামে উক্ত হয়েন ॥ ৫৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যো হ্যাদিত এব সংন্যস্য কর্ম্মাণি জ্ঞানযোগনিষ্ঠায়াং প্রবৃত্তো যশ্চ কর্ম্মযোগেণ তয়োঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্য প্রজহাতীত্যারভ্যাঽধ্যায়পরিসমাপ্তিপর্য্যন্তং স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণং সাধনং চোপদিশ্যতে। সর্ব্বত্রৈব হ্যধ্যাত্মশাস্ত্রে কৃতার্থলক্ষণানি যানি তান্যেব সাধনান্যুপদিশ্যন্তে যত্নসাধ্যত্বাৎ। যানি যত্নসাধ্যানি সাধনানি লক্ষণানি চ ভবন্তি তানি। শ্রীভগবানুবাচ—প্রজহাতীতি। প্রজহাতি প্রকর্ষেণ জহাতি পরিত্যজতি যদা যস্মিন্ কালে সর্ব্বান্ সমস্তান্ কামান্ ইচ্ছাভেদান্ হে পার্থ মনোগতান্ মনসি প্রবিষ্টান্ হৃদি প্রবিষ্টান্। সর্ব্বকামপরিত্যাগে তুষ্টিকারণাভাবাচ্ছরীরধারণনিমিত্তশেষে চ সত্যুন্মত্তপ্রমত্তস্যেব প্রবৃত্তিঃ প্রাপ্তেতি। অত উচ্যতে—আত্মন্যেব। প্রত্যগাত্মস্বরূপ এবাত্মনা স্বেনৈব বাহ্যলাভনিরপেক্ষস্তুষ্টঃ পরমার্থদর্শনামৃতরসলাভেনাঽন্যস্মাদলংপ্রত্যয়বান্। স্থিতপ্রজ্ঞঃ—স্থিতা প্রতিষ্ঠিতাত্মানাত্মবিবেকজা প্রজ্ঞা যস্য স স্থিতপ্রজ্ঞো বিদ্বাংস্তদোচ্যতে। ত্যক্তপুত্রবিত্তলোকৈষণঃ সংন্যাস্যাত্মারাম আত্মক্রীড়ঃ স্থিতপ্রজ্ঞ ইত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

শ্রীধরটীকা। অত্র চ যানি সাধকস্য জ্ঞানসাধনানি তান্যেব স্বাভাবিকানি সিদ্ধস্য লক্ষণানি। অতঃ সিদ্ধস্য লক্ষ্যস্য লক্ষণানি কথয়ন্নেবাঽন্তরঙ্গানি জ্ঞানসাধনান্যাহ যাবদধ্যায়সমাপ্তি। তত্র প্রথমপ্রশ্নস্যোত্তরমাহ—প্রজহাতীতি দ্বাভ্যাম্। মনসি স্থিতান্ কামান্ যদা প্রকর্ষেণ জহাতি। ত্যাগে হেতুমাহ—আত্মনীতি। আত্মন্যেব স্বস্মিন্নেব পরমানন্দরূপ আত্মনা স্বয়মেব তুষ্ট ইত্যাত্মারামঃ সন্ যদা ক্ষুদ্রবিষয়াঽভিলাষাংস্ত্যজতি তদা তেন লক্ষণেন মুনিঃ স্থিতপ্রজ্ঞ উচ্যতে ॥ ৫৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। কামনা সংকল্পাদি মনেরই ধর্ম্ম, এতাবৎকে আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করা বিষম ভ্রম। এ সকল আত্মার ধর্ম্ম হইলে অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় নিত্য বিদ্যমান থাকিত, কদাপি নিবৃত্ত হইত না। অগ্নি বিদ্যমান থাকিতে যেমন উষ্ণতার অভাব হওয়া সম্ভবপর নহে, তদ্রূপ আত্মা বিদ্যমান থাকিতে কামাদি (যদি আত্মার ধর্ম্ম হইত) নিবৃত্ত হইবে

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

কি রূপে ? এতদ্দ্বারা ন্যায়শাস্ত্রোক্ত "বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই আটটি আত্মার ধর্ম্ম" এ মতও খণ্ডিত হইল। সমাধিকালে মনের বিলয় হয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে কামনাদি মনের ধর্ম্ম আপনা আপনিই তিরোহিত হইয়া যায়। সমাধিস্থ ব্যক্তির মুখ প্রভাযুক্ত ও প্রসন্ন দৃষ্ট হয়, তাঁহার অন্তরে অন্তরে সন্তোষ না থাকিলে এরূপ প্রসন্নভাব হইবে কেন ? এবং সন্তোষ থাকিলে মনোবৃত্তির নাশ হইল কৈ ? এই শঙ্কা নিবারণার্থ ভগবান্ কহিতেছেন, হে অর্জ্জুন ! সমাধিস্থ পুরুষ পরমানন্দ স্বরূপ স্বপ্রকাশ চৈতন্যরূপ আত্মাতেই পরম পুরুষার্থ লাভ করিয়া প্রসন্ন থাকেন। তিনি মনোবৃত্তির বিষয়ীভূত কোন পদার্থ জন্য সন্তোষ লাভ করেন না। শ্রুতি বলিতেছেন—

"যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে" ॥ (ক)

ইহার মনোগত কাম সংকল্পাদি যখন নিঃশেষ হইয়া নিবৃত্ত হইয়া যায়, সেই সময় জীব অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়, এবং এই দেহেই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে অনুভব করে। কামনার সম্পূর্ণ অভাব ও আত্মানন্দ উপভোগই সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের লক্ষণ ॥ ৫৫ ॥

— — :০:———

অন্বয়বোধিনী। দুঃখেষু (দুঃখসমূহে) অনুদ্বিগ্নমনাঃ (উদ্বেগশূন্যচিত্ত) সুখেষু (সুখরাশিতে) বিগতস্পৃহঃ (আকাঙ্ক্ষাশূন্য) বীতরাগভয়ক্রোধঃ (রাগ ভয় ও ক্রোধ বিহীন) মুনিঃ (মননশীল পুরুষ) স্থিতধীঃ (স্থিতপ্রজ্ঞ) উচ্যতে (কথিত হয়েন) ॥ ৫৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। যাঁহার চিত্ত দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াও উদ্বিগ্ন হয় না ও বিষয় সুখে নিস্পৃহ, এবং যাঁহার রাগ, ভয় ও ক্রোধ নিবৃত্ত হইয়াছে, সেই মননশীল পুরুষ স্থিতপ্রজ্ঞ ॥ ৫৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—দুঃখেষ্বিতি। দুঃখেষ্বাধ্যাত্মিকাদিষু প্রাপ্তেষু নোদ্বিগ্নং ন প্রক্ষুভিতং মনো যস্য সোঽয়মনুদ্বিগ্নমনাঃ। তথা সুখেষু প্রাপ্তেষু বিগতা স্পৃহা তৃষ্ণা যস্য— নাঽগ্নিরিবেন্ধনাদ্যাধানে সুখাদ্যনুবর্দ্ধতে—স বিগতস্পৃহঃ। বীতরাগভয়ক্রোধ ইতি। রাগশ্চ ভয়ং চ ক্রোধশ্চ রাগভয়ক্রোধাঃ। বীতা বিগতা রাগভয়ক্রোধা যস্মাৎ স বীতরাগভয়ক্রোধঃ। স্থিতপ্রজ্ঞো মুনিঃ সংন্যাসী তদোচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—দুঃখেষ্বিতি। দুঃখেষু প্রাপ্তেষ্বপ্যনুদ্বিগ্নমক্ষুভিতং মনো যস্য সঃ। সুখেষু বিগতা স্পৃহা যস্য সঃ। তত্র হেতুঃ—বীতা অপগতা রাগভয়ক্রোধা যস্মাৎ। তত্র রাগঃ প্রীতিঃ। স মুনিঃ স্থিতধীরুচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

(ক) ক—উ—২।৩।১৪, বৃ—উ—৪।৪।৭।

যঃ সর্ব্বত্রাঽনভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাঽশুভম্।
নাঽভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। এখানে সমাধি হইতে উত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞের সম্ভাষণ, আসন ও গমন বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর দুই শ্লোকে কথিত হইতেছে। দুঃখ তিন প্রকার—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। শোকমোহাদি জনিত মানসিক এবং জ্বর শূলাদি ব্যাধি জনিত শারীরিক দুঃখকে আধ্যাত্মিক দুঃখ কহে। ব্যাঘ্র, সর্প, বৃশ্চিকাদি জনিত দুঃখ আধিভৌতিক দুঃখ বলিয়া কথিত হয়, এবং অতিবায়ু, অতিবৃষ্টি, অগ্নি আদি জনিত দুঃখের নাম আধিদৈবিক দুঃখ। পাপকলুষিতচিত্ত অবিবেকীর কর্ম্মদোষে এই সকল সন্তাপ ভোগ করিতে হয়। কোন মনুষ্যেরই শরীর কেবল পাপ বা কেবল পুণ্য দ্বারা বিরচিত হয় নাই। যোগিগণের শরীর ও পাপ পুণ্য কর্ম্মের ফলে উৎপন্ন। কিন্তু সাধারণ লোকে দুষ্প্রারব্ধজন্য দুঃখভোগে যেমন উদ্বেজিত বা বিকলচিত্ত হয়, তাঁহারা তদ্রূপ না হইয়া, ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক সহ্য করিয়া থাকেন। দুঃখরূপ ভ্রমবুদ্ধি অজ্ঞানজনিত। স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের অজ্ঞানের নাশ হওয়ায়, দুঃখরূপ ভ্রম হইবার সম্ভাবনা নাই। সুখও আধ্যাত্মিকাদি ভেদে তিন প্রকার। প্রিয়বস্তুচিন্তা ও পাণ্ডিত্যাদি অভিমান জনিত সুখের নাম আধ্যাত্মিক সুখ। স্ত্রীপুত্রমিত্রাদি হইতে প্রাপ্ত সুখকে আধিভৌতিক সুখ কহে। বসন্ত বায়ু সেবাদিজনিত সুখকে আধিদৈবিক সুখ বলা যায়। সুখলাভ পুণ্যকর্ম্মের ফল। স্থিতপ্রজ্ঞ নিষ্কাম, সুতরাং কর্ম্মজনিত সুখের ইচ্ছা তাঁহার থাকে না। যাঁহার চিত্তবৃত্তি অন্তর্নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে, তাঁহার প্রিয়বস্তুতে অনুরাগ থাকিবার সম্ভাবনা কোথায়? যাঁহার চিত্ত সকলকেই আনন্দব্রহ্মরূপেই দর্শন করিতেছে, কাহাকে দেখিয়া তাঁহার ভয়ের উদ্রেক হইবে? যিনি সকলকেই আত্মবৎ মনে করিয়া থাকেন, তিনি কি কাহারও প্রতি ক্রুদ্ধ হইতে পারেন? এই জন্য রাগ, ভয় ও ক্রোধ স্থিতপ্রজ্ঞের অন্তঃকরণে আদৌ স্থান পায় না। তিনি শিষ্যকে উপদেশ কালে নিরুদ্বিগ্নতা, নিঃস্পৃহতা, রাগ, ভয় ও ক্রোধাদি বিহীনতারূপ সাধুভাবপূর্ণ কথাই ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন ॥ ৫৬ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। যঃ (যিনি) সর্ব্বত্র (সর্ব্বপদার্থে) অনভিস্নেহঃ (স্নেহশূন্য) তৎ তৎ (সেই সেই) শুভাঽশুভং (প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয়) প্রাপ্য (পাইয়া) ন অভিনন্দতি (আনন্দিত হন না) ন দ্বেষ্টি (দ্বেষও করেন না) তস্য (তাঁহার) প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা (ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত) [হইয়াছে] ॥ ৫৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। যাঁহার দেহাদি পদার্থে আদৌ স্নেহ নাই, প্রিয় বা অপ্রিয় বস্তু প্রাপ্তিতে যিনি প্রশংসা বা দ্বেষ করেন না, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অর্থাৎ তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ ॥ ৫৭ ॥

যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৫৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—যঃ সর্ব্বত্রেতি। যো মুনিঃ সর্ব্বত্র দেহজীবিতাদিষপ্যন-ভিস্নেহঃ স্নেহবর্জ্জিতঃ। তত্তৎ প্রাপ্য শুভাঽশুভং তত্তচ্ছুভমশুভং বা লব্ধা নাঽভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি। শুভং প্রাপ্য ন তুষ্যতি ন হৃষ্যতি। অশুভং চ প্রাপ্য ন দ্বেষ্টীত্যর্থঃ। তস্যৈবং হর্ষবিষাদ-বর্জ্জিতস্য বিবেকজা প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ভবতি॥ ৫৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কথং ভাষেতেত্যস্যোত্তরমাহ—য ইতি। যঃ সর্ব্বত্র পুত্রমিত্রাদিষপ্যনভিস্নেহঃ স্নেহশূন্যঃ। অত এব বাধিতাঽনুবৃত্ত্যা তত্তচ্ছুভমনুকূলং প্রাপ্য নাঽভি-নন্দতি ন প্রশংসতি। অশুভং প্রতিকূলং প্রাপ্য ন দ্বেষ্টি ন নিন্দতি। কিন্তু কেবলমুদাসীন এব ভাষতে। তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতেত্যর্থঃ॥ ৫৭॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি সদাই আত্মাতে রমণ করিয়া থাকেন, তিনি নিজ দেহ বা পুত্র পরিবার আত্মীয়াদির দেহপ্রভৃতি অনাত্মবস্তুতে স্নেহযুক্ত হয়েন না। দেহের সংযোগ বা বিয়োগে, জন্ম বা মরণে তাঁহার হর্ষ বা বিষাদ হইবার সম্ভাবনা নাই। অজ্ঞানী পুরুষগণ যেমন পুণ্যকর্ম্মরূপ প্রারব্ধ জনিত রূপবতী স্ত্রী, বিপুল ঐশ্বর্য্যাদি সুখ প্রাপ্তিতে আনন্দিত হয়, এবং দুষ্প্রারব্ধবশাৎ কোন দুর্ব্বিপত্তি সমাগত হইলে সেই অবস্থার কুৎসা কীর্ত্তন করিতে থাকে, আত্মসাক্ষাৎকারবান্ পুরুষ তাদৃশ সুখ লাভে আনন্দ বা দুঃখ সমাগমে অসন্তোষ প্রকাশ করেন না। অর্থাৎ সর্ব্বাবস্থাতেই অবিচলিত থাকেন। এইরূপ অবস্থা হইলে মননশীল মহাত্মার প্রজ্ঞা আত্মতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়॥ ৫৭॥

অন্বয়বোধিনী। যদা চ (যখন) অয়ং (এই স্থিতপ্রজ্ঞ) কূর্ম্মঃ ইব (কচ্ছপের ন্যায়) অঙ্গানি (অঙ্গ সকল) ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ (শব্দাদি বিষয় হইতে) সর্ব্বশঃ (সম্যক্‌প্রকারে) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গণকে) সংহরতে (প্রত্যাহার করেন), [তখন] তস্য (তাঁহার) প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা (প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়)॥ ৫৮॥

বঙ্গানুবাদ। **কূর্ম্ম যেমন নিজ শিরঃ পাদাদি অঙ্গের সঙ্কোচ করিয়া লয়, সেইরূপ যখন মহাত্মা পুরুষ নিজ ইন্দ্রিয়গণকে শব্দাদিবিষয় হইতে প্রত্যাহার করেন, সেই সময়ে তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয় অর্থাৎ তখন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ॥ ৫৮॥**

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—যদা সংহরত ইতি। যদা সংহরতে সম্যগুপসংহরতে চায়ং জ্ঞাননিষ্ঠায়াং প্রবৃত্তো যতিঃ কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ। যথা কূর্ম্মো ভয়াৎ স্বান্যঙ্গান্যুপ-সংহরতি সর্ব্বত এবং জ্ঞাননিষ্ঠ ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ সর্ব্ববিষয়েভ্য উপসংহরতে। তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতেত্যুক্তার্থং বাক্যম্॥ ৫৮॥

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥ ৫৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—যদেতি। যদা চায়ং যোগীন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ শব্দাদিভ্যঃ সকাশাদিন্দ্রিয়াণি সংহরতে প্রত্যাহরত্যনায়াসেন। সংহারে দৃষ্টান্তমাহ—কূর্ম্ম ইতি। অঙ্গানি করচরণাদীনি কূর্ম্মো যথা স্বভাবেনৈবাকর্ষতি। তদ্বৎ ॥ ৫৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। আত্মাতে রতি করিতে ইচ্ছা হইলেই মনকে অন্তর্বৃত্তিশীল করিতে হয়। মন অন্তর্ম্মুখ হইলেই ইন্দ্রিয়সকল রূপ রসাদি গ্রহণ করিতে পারে না। কেননা মনের সাহায্য ভিন্ন ইন্দ্রিয়সকল স্বয়ং কার্য্য করিতে অসমর্থ। চিত্তের বহির্বৃত্তিশীলতা নষ্ট হইলেই মহাত্মা পুরুষের প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়। 'কিমাসীত' এই প্রশ্নের উত্তর ছয় শ্লোকে ব্যক্ত হইতেছে ॥ ৫৮ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। নিরাহারস্য (নিরাহার) দেহিনঃ (ব্যক্তির) বিষয়াঃ (শব্দাদি পদার্থ) বিনিবর্ত্তন্তে (নিবৃত্ত হয়), [কিন্তু] রসবর্জ্জং (তৃষ্ণাকে বাদ দিয়া, অর্থাৎ তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় না), অস্য (এই স্থিতপ্রজ্ঞের) পরং (ব্রহ্ম) দৃষ্ট্বা (সাক্ষাৎকার করিয়া) রসঃ অপি (বিষয় বাসনাও) নিবর্ত্ততে (নিবৃত্ত হয়) ॥ ৫৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। ইন্দ্রিয়গণের দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত পীড়িত ব্যক্তিরও শব্দাদিগ্রহ শক্তি নিবৃত্ত হইয়া যায়; কিন্তু তত্তদ্বিষয়ে বাসনার শেষ হয় না। স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার দ্বারা সে বাসনা পর্য্যন্তও নিবৃত্ত হইয়া যায় ॥ ৫৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তত্র বিষয়াননাহরত আতুরস্যাঽপীন্দ্রিয়াণি নিবর্ত্তন্তে কূর্ম্মাঙ্গানীব সংহ্রিয়ন্তে। ন তু তদ্বিষয়ো রাগঃ। স কথং সংহ্রিয়ত ইতি? উচ্যতে—বিষয়া ইতি। যদ্যপি বিষয়োপলক্ষিতানি বিষয়শব্দবাচ্যানীন্দ্রিয়াণ্যথবা বিষয়া এব নিরাহারস্যাঽনাহ্রিয়মাণবিষয়স্য দেহিনঃ কষ্টে তপসি স্থিতস্য মূর্খস্যাপি বিনিবর্ত্তন্তে। দেহিনো দেহবতঃ। রসবর্জ্জং—রসো রাগো বিষয়েষু যস্তং বর্জ্জয়িত্বা। রসশব্দো রাগে প্রসিদ্ধঃ। স্বরসেন প্রবৃত্তো রসিকো রসজ্ঞ ইত্যাদিদর্শনাৎ। সোঽপি রসো রঞ্জনরূপঃ সূক্ষ্মোঽস্য যতেঃ পরং পরমার্থতত্ত্বং ব্রহ্ম দৃষ্ট্বোপলভ্যাঽহমেব তদিতি বর্ত্তমানস্য নিবর্ত্ততে। নির্বীজং বিষয়বিজ্ঞানং সংপদ্যত ইত্যর্থঃ। নাঽসতি সম্যগ্দর্শনে রসস্যোচ্ছেদঃ। তস্মাৎ সম্যগ্দর্শনাত্মিকায়াঃ প্রজ্ঞায়াঃ স্থৈর্য্যং কর্ত্তব্যমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৫৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। নন্বিন্দ্রিয়াণাং বিষয়েষ্বপ্রবৃত্তিঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণং তদনুপপন্নম্। জড়ানামাতুরাণামুপবাসপরাণাং চ বিষয়েষ্বপ্রবৃত্তেরবিশেষাৎ। তত্রাহ—বিষয়া ইতি। ইন্দ্রিয়ৈর্বিষয়াণামাহরণং গ্রহণমাহারঃ। নিরাহারস্যেন্দ্রিয়ৈর্বিষয়গ্রহণমকুর্ব্বতো দেহিনো দেহাভিমানিনোঽজ্ঞস্য বিষয়াঃ প্রায়শো বিনিবর্ত্তন্তে। তদনুভবো নিবর্ত্তত ইত্যর্থঃ। কিন্তু রসো

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥ ৬০॥

রাগোঽভিলাষঃ। তদ্বর্জম্। অভিলাষশ্চ ন নিবর্ত্তত ইত্যর্থঃ। রসোঽপি রাগোঽপি পরং পরমাত্মানং দৃষ্ট্বাঽস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য স্বতো নিবর্ত্ততে। নশ্যতীত্যর্থঃ। যদ্বা নিরাহারস্তোপবাসপরস্য বিষয়াঃ প্রায়শো বিনিবর্ত্তন্তে। ক্ষুধাসন্তপ্তস্য শব্দস্পর্শাদ্যপেক্ষাঽভাবাৎ। কিন্তু রসবর্জম্। রসাপেক্ষা তু ন নিবর্ত্তত ইত্যর্থঃ। শেষং সমানম্॥ ৫৯॥

গীতার্থসন্দীপনী। রোগীরও ইন্দ্রিয়বিকলতা প্রযুক্ত শব্দাদিগ্রহণশক্তির হানি হয়। রোগীর ও স্থিতপ্রজ্ঞের অবস্থা, পাছে অর্জ্জুন একই রূপ মনে করেন, ভগবান্ তজ্জন্য এতৎ শ্লোকের অবতারণা করিলেন। রোগিগণ দেহাভিমানযুক্ত, সুতরাং মূঢ়। তাহাদিগের "ইন্দ্রিয়" শব্দাদি গ্রহণে অসমর্থ হইলেও তাহাদের "মন" তত্তদ্গ্রহণে পিপাসু থাকে। কেননা দেহাভিমানী অজ্ঞানীর চিত্ত অন্তর্মুখ নহে। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞের চিত্ত পরব্রহ্মে সমাহিত হওয়ায় ইন্দ্রিয়াদির সেবায় আর ধাবিত হয় না। তাঁহার ইন্দ্রিয়াদি কেবল নিরুদ্ধ হয় তাহা নহে, তাঁহার মনঃপ্রাণ পরমানন্দরসে নিমগ্ন হওয়ায় বাহ্য বিষয়ের কিছুমাত্র বাসনা থাকে না॥ ৫৯॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। [হে] কৌন্তেয়। প্রমাথীনি (বলবান্) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গণ) যততঃ (যত্নশীল) বিপশ্চিতঃ (বিবেকী) পুরুষস্য অপি (পুরুষেরও) মনঃ (মনকে) প্রসভং হরন্তি (বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করে)॥ ৬০॥

বঙ্গানুবাদ। হে কৌন্তেয়! বলবান্ ইন্দ্রিয়গণ অতিযত্নশীল বিবেকী পুরুষগণের মনকেও বলপূর্ব্বক বিকারযুক্ত করিয়া দেয়॥ ৬০॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সম্যগ্দর্শনলক্ষণং প্রজ্ঞাস্থৈর্য্যং চিকীর্ষতাদাবিন্দ্রিয়াণি স্ববশে স্থাপয়িতব্যানি। যস্মাত্তদনপস্থাপনে দোষমাহ—যতত ইতি। যততঃ প্রযত্নং কুর্ব্বতোঽপি। হি যস্মাদপি কৌন্তেয়। পুরুষস্য বিপশ্চিতো মেধাবিনোঽপীতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ। ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি প্রমথনশীলানি বিষয়াঽভিমুখং হি পুরুষং বিক্ষোভয়ন্ত্যাকুলীকুর্ব্বন্তি। আকুলীকৃত্য চ হরন্তি। প্রসভং প্রসহ্য প্রকাশমেব পশ্যতো বিবেকবিজ্ঞানযুক্তং মনঃ॥ ৬০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ইন্দ্রিয়সংযমং বিনা স্থিতপ্রজ্ঞতা ন সম্ভবতি। অতঃ সাধকাবস্থায়াং তত্র মহান্ প্রযত্নঃ কর্ত্তব্য ইত্যাহ—যততো হ্যপীতি দ্বাভ্যাম্। যততো মোক্ষার্থং প্রযতমানস্য। বিপশ্চিতো বিবেকিনোঽপি। মন ইন্দ্রিয়াণি প্রসভং বলাদ্ধরন্তি। যতঃ প্রমাথীনি প্রমথনশীলানি ক্ষোভকাণীত্যর্থঃ॥ ৬০॥

গীতার্থসন্দীপনী। বিবেকিগণ সর্ব্বদা বিষয়ের দোষদর্শন দ্বারা শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া আনেন, কিন্তু তাহা হইলেও তাহারা এমনই প্রবল ও পরাক্রমশীল

তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১ ॥

যে, বিবেকশক্তির পরাভব করিয়া মনকে বিকারের মহান্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। সাধারণ অবিবেকিগণের উপর ইন্দ্রিয়গণের যে কি ভয়ানক দুর্দ্দম্য আধিপত্য, তাহা ত কাহারও অগোচর নাই ॥ ৬০ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। তানি সর্ব্বাণি (সেই সকল ইন্দ্রিয়) সংযম্য (সংযম করিয়া) মৎপরঃ (আমার অনন্য ভক্ত) [হইয়া] যুক্তঃ (সমাহিত) আসীত (উপবেশন করেন), হি (যেহেতু) যস্য (যাঁহাব) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গণ) বশে (বশীভূত) তস্য (তাঁহার) প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা (প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে) ॥ ৬১ ॥

বঙ্গানুবাদ। আমার অনন্যভক্ত ব্যক্তি সেই সকল ইন্দ্রিয়কে সংযম করিয়া নিগৃহীতচিত্ত হয়েন। যাঁহার ইন্দ্রিয়সকল বশীভূত হইয়াছে, তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ ॥ ৬১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তস্মাৎ—তানীতি। তানি সর্ব্বাণি সংযম্য—সংযমনং বশীকরণং কৃত্বা যুক্তঃ সমাহিতঃ সন্নাসীত মৎপরঃ। অহং বাসুদেবঃ সর্ব্বপ্রত্যগাত্মা পরো যস্য স মৎপরঃ। নান্যোঽহং তস্মাদিত্যাসীতেত্যর্থঃ। এবমাসীনস্য যতের্ব্বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি বর্ত্তন্তেঽভ্যাস বশাৎ তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যস্মাদেবং তস্মাৎ—তানীতি। যুক্তো যোগী তানী ন্দ্রিয়াণি সংযম্য মৎপরঃ সন্নাসীত। যস্য বশে বশবর্ত্তীনীন্দ্রিয়াণি। এতেন চ কথমাসীতেতি প্রশ্নস্য—বশীকৃতেন্দ্রিয়ঃ সন্নাসীতেতি—উত্তরং ভবতি ॥ ৬১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যদিও ইন্দ্রিয়গণ অতীব বলবান্ ও দুর্জ্জেয়, কিন্তু যিনি একমাত্র সর্ব্বভূতান্তরাত্মরূপী বাসুদেবের একান্ত ভক্ত, তাঁহার হৃদয়ের সামর্থ্য ও বিবেকের তীব্রতা অতীব অপরিমেয়, এজন্য তিনি ইন্দ্রিয়বর্গের বিপুল বল মর্দ্দন করিতে সমর্থ হয়েন যাঁহারা কেবল নিজ নিজ বিবেক বিচার ও বিজ্ঞানবুদ্ধিদ্বারা ইন্দ্রিয় জয় করিতে চাহেন, বলবান ইন্দ্রিয়গণ তাঁহাদের বিবেক বলকে বিমর্দ্দিত করিয়া থাকে, কিন্তু যাঁহারা ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ ইন্দ্রিয়গণ তাঁহাদের বশ্যতা স্বীকার করে। ভগবানের শরণাগত ব্যক্তি স্বয়ং অতি দুর্ব্বল হইলে ভগবান্ তাঁহার কামনা সিদ্ধির সহায়তা করেন।

"জো জাকো শরণ লিয়ে সো রাখে তাকো লাজ।
উলট্ জলে মছলি চলে বহ্ যায় গজরাজ ॥" তুলসীদাস।

যে যাহার শরণাগত হয়, সে তাহার লজ্জা রক্ষা করে। দৃষ্টান্তস্থলে বলিতেছেন যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্যগুলি খরতর স্রোতস্বতীর তীব্রবেগ অতিক্রম করিয়া উজান জলে সন্তরণ দিয়ে

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥ ৬২ ॥
ক্রোধাদ্ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩ ॥

থাকে, কিন্তু বলিষ্ঠ গজরাজ সেই নদী পার হইবার সময় কত দূরে ভাসিয়া যায়। মৎস্য জলের আশ্রিত—শরণাগত, তজ্জন্য স্রোতের তীব্রবেগ অতিক্রম করিয়া উজান জলে যাইতে পারে, কিন্তু হস্তী নিজ বলে যাইতে চায় বলিয়া দূরে ভাসিয়া যায়। বস্তুতঃ ভগবদ্ভক্তি বলে যে অপরিসীম শক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে, নিজের চেষ্টায় তাহার কণার্দ্ধও হইবার সম্ভাবনা নাই। ভক্তিযুক্ত ব্যক্তির বিঘ্নবাধা আপনিই তিরোহিত হইয়া যায়। "ন বাসুদেবভক্তানাম-শুভং বিদ্যতে কচিৎ।" বাসুদেবপরায়ণ ব্যক্তির কোন অমঙ্গলই থাকে না। আবার ইহাও দৃষ্ট হয় যে, প্রতিদ্বন্দ্বিদ্বয়ের একপক্ষ যদি কোন বিপুল পরাক্রান্ত মহারাজের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহা হইলে অপর পক্ষ অগত্যাই বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গণ যখন দেখে যে, জীব নিজ কুশল কল্যাণ কামনায় সর্ব্বশক্তিমান্ অন্তর্য্যামী পুরুষের শরণাগত হইয়াছে, তখন তাহারা সহজেই সঙ্কুচিত, ভীত ও বশীভূত হইয়া আসে। এইরূপে ভক্তিমান্ ব্যক্তিই জিতেন্দ্রিয় হইয়া স্থিতপ্রজ্ঞ হয়েন ॥৬১ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। বিষয়ান্ (বিষয়সকল) ধ্যায়তঃ (চিন্তা করিতে করিতে) পুংসঃ (মনুষ্যের) তেষু (তাহাতে) সঙ্গঃ (আসক্তি) উপজায়তে (উৎপন্ন হয়), সঙ্গাৎ (আসক্তি হইতে) কামঃ (কামনা) সংজায়তে (উৎপন্ন হয়); কামাৎ (কামনা হইতে) ক্রোধঃ (ক্রোধ) অভিজায়তে (জন্মে), ক্রোধাৎ (ক্রোধ হইতে) সংমোহঃ (ভাল মন্দ বিবেচনার অভাবরূপ অবিবেক); সংমোহাৎ (অবিবেক হইতে) স্মৃতিবিভ্রমঃ (স্মরণশক্তির ব্যতিক্রম); স্মৃতিভ্রংশাৎ (স্মৃতিবিভ্রম হইতে) বুদ্ধিনাশঃ (জ্ঞাননাশ); বুদ্ধিনাশাৎ (বুদ্ধিনাশ হইতে) [মনুষ্য] প্রণশ্যতি (বিনষ্ট হয়) ॥ ৬২। ৬৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। মনের দ্বারা বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে মনুষ্যের আসক্তি উৎপন্ন হয়। আসক্তি হইতে কামনা ও কামনা হইতে ক্রোধের উদয় হয়। ক্রোধ হইতে সংমোহ, এবং সংমোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম জন্মিয়া থাকে। স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইলে মনুষ্য স্বয়ং বিনষ্ট হয় ॥ ৬২। ৬৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথেদানীং পরাভবিষ্যতঃ সর্ব্বানর্থমূলমিদমুচ্যতে—ধ্যায়ত
৬। ধ্যায়তশ্চিন্তয়তো বিষয়াঞ্ছব্দাদিবিষয়বিশেষান্ আলোচয়তঃ পুংসঃ পুরুষস্য সঙ্গ

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪ ॥

আসক্তিঃ প্রীতিস্তেষু বিষয়েষূপজায়ত উৎপদ্যতে। সঙ্গাৎ প্রীতেঃ সংজায়তে সমুৎপদ্যতে কামস্তৃষ্ণা। তস্মাৎ কামাৎ কুতশ্চিৎ প্রতিহতাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥ ৬২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ক্রোধাদিতি। ক্রোধাদ্ভবতি সংমোহঃ। সংমোহোঽবিবেকঃ কার্য্যাঽকার্য্যবিষয়বিভ্রমঃ। ভবতীতি সংবধ্যতে। ক্রুদ্ধো হি সংমূঢ়ঃ সন্ গুরুমপ্যাক্রোশতি। সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাহিতসংস্কারজনিতায়াঃ স্মৃতেঃ স্যাদ্বিভ্রমো ভ্রংশঃ। স্মৃত্যুৎপত্তিনিমিত্তপ্রাপ্তাবনুৎপত্তিঃ। ততঃ স্মৃতিভ্রংশাত্ বুদ্ধের্নাশঃ। কার্য্যাঽকার্য্যবিষয়বিবেকাঽযোগ্যতাঽন্তঃকরণস্য বুদ্ধের্নাশ উচ্যতে। বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি। তাবদেব হি পুরুষো যাবদন্তঃকরণং তদীয়ং কার্য্যাঽকার্য্যবিষয়বিবেকযোগ্যম্। তদযোগ্যত্বে নষ্ট এব পুরুষো ভবতি। ততস্তস্যাঽন্তঃকরণস্য বুদ্ধের্নাশাৎ প্রণশ্যতি। পুরুষার্থাঽযোগ্যো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৬৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। বাহ্যেন্দ্রিয়সংযমাঽভাবে দোষমুক্ত্বা মনঃসংযমাঽভাবে দোষমাহ—ধ্যায়ত ইতি দ্বাভ্যাম্। গুণবুদ্ধ্যা বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ পুংসস্তেষু সঙ্গ আসক্তির্ভবতি। আসক্ত্যা চ তেষ্বধিকঃ কামো ভবতি। কামাচ্চ কেনচিৎ প্রতিহতাৎ ক্রোধো ভবতি ॥ ৬২

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—ক্রোধাদিতি। ক্রোধাৎ সংমোহঃ কার্য্যাঽকার্য্যবিবেকাঽভাবঃ। ততঃ শাস্ত্রাচার্য্যোপদিষ্টার্থস্মৃতের্বিভ্রমো বিচলনং ভ্রংশঃ। ততো বুদ্ধেশ্চেতনায়া নাশঃ। বৃক্ষাদিষ্বিবাঽভিভবঃ। ততঃ প্রণশ্যতি মৃততুল্যো ভবতি ॥ ৬৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। শ্রোত্রাদি বাহ্য ইন্দ্রিয় সকলকে নিরুদ্ধ করিয়াও যদি মনে মনে কেহ শব্দাদি বিষয় চিন্তা করে, তাহা হইলে বিষয়ের আসক্তি অর্থাৎ তাহা পাইবার ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী হয়। তাহা হইলেই উহা কবে পাইব, কোথায় পাইব, কিরূপে পাইব—এইরূপ তৃষ্ণা বা কামনা জন্মে। যদি কেহ এই কামনাসিদ্ধির বিঘ্ন উৎপাদন করে, তাহা হইলে ক্রোধের উৎপত্তি হয়। ক্রুদ্ধ ব্যক্তির কার্য্যাকার্য্য বোধ থাকে না। সুতরাং মোহ উপস্থিত হয়। মোহাচ্ছন্ন পুরুষের গুরু বা শাস্ত্রোপদিষ্ট অর্থানুসন্ধান রূপ স্মৃতির ভ্রম হয়। এইরূপে স্মৃতিবিভ্রম হইলেই অদ্বিতীয় আত্মাকারাকারিত বুদ্ধি বিনষ্ট হইয়া যায়, অর্থাৎ বিপর্য্যয় দশা প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মবুদ্ধিবিহীন পুরুষ অমৃতত্ব লাভে বঞ্চিত হইয়া মৃত্যুর করাল ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। মন এবং ইন্দ্রিয় উভয় নিগ্রহ না করিতে পারিলে, মনুষ্যের প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয় না। যদিও ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মন বিষয় গ্রহণ করিতে থাকে সত্য, কিন্তু মনে কামনা উদয় না হইলে ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ে লিপ্ত হয় না ॥ ৬২। ৬৩ ॥

প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫ ॥

অন্বয়বোধিনী। রাগদ্বেষবিমুক্তৈঃ (রাগদ্বেষবর্জ্জিত) আত্মবশ্যৈঃ (আত্মবশীভূত) ইন্দ্রিয়ৈঃ (ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা) বিষয়ান্ (বিষয়সমূহ) চরন্ (গ্রহণ করিয়া) বিধেয়াত্মা (নিগৃহীতচিত্ত পুরুষ) প্রসাদম্ (আত্মপ্রসাদ) অধিগচ্ছতি (লাভ করেন) ॥ ৬৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। এরূপ নিগৃহীতচিত্ত পুরুষ রাগদ্বেষাদিবর্জ্জিত স্ববশীভূত ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা বিষয় গ্রহণ করিলেও আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৬৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সর্ব্বাঽনর্থস্য মূলমুক্তং বিষয়াভিধ্যানম্। অথেদানীং মোক্ষকারণমিদমুচ্যতে—রাগদ্বেষেতি। রাগদ্বেষবিমুক্তৈঃ—রাগশ্চ দ্বেষশ্চ রাগদ্বেষৌ। তৎপুরঃসরা হীন্দ্রিয়াণাং প্রবৃত্তিঃ স্বাভাবিকী। তত্র যো মুমুক্ষুর্ভবতি স তাভ্যাং বিমুক্তৈঃ শ্রোত্রাদিভিরিন্দ্রিয়ৈর্ব্বিষয়ানবর্জ্জনীয়াংশ্চরন্নুপলভমান আত্মবশ্যৈঃ—আত্মনো বশ্যানি বশীভূতানি তৈরাত্মবশ্যৈঃ—বিধেয়াত্মা—ইচ্ছাতো বিধেয় আত্মাঽন্তঃকরণং যস্য সোঽয়ং—প্রসাদমধিগচ্ছতি। প্রসাদঃ প্রসন্নতা স্বাস্থ্যম্ ॥ ৬৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। নন্বিন্দ্রিয়াণাং বিষয়প্রবণস্বভাবানাং নিরোদ্ধুমশক্যত্বাদয়ং দোষো দুষ্পরিহর ইতি স্থিতপ্রজ্ঞত্বং কথং স্যাৎ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—রাগদ্বেষ ইতি দ্বাভ্যাম্। রাগদ্বেষরহিতৈরবিগতদর্পৈরিন্দ্রিয়ৈর্ব্বিষয়াংশ্চরন্নুপভুঞ্জানোঽপি প্রসাদং শান্তিং প্রাপ্নোতি। রাগদ্বেষরাহিত্যমেবাহ আত্মেতি। আত্মনো মনসো বশ্যৈরিন্দ্রিয়ৈর্ব্বিধেয়ো বশবর্ত্ত্যাত্মা মনো যস্যেতি। অনেনৈব-কথং ব্রজেতেত্যস্য চতুর্থপ্রশ্নস্য স্বাধীনৈরিন্দ্রিয়ৈর্ব্বিষয়ান্ গচ্ছতীত্যুত্তরমুক্তং ভবতি ॥ ৬৪

গীতার্থসন্দীপনী। বাহ্য ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ করিয়া মনের নিগ্রহ না করিলে যে কি দোষ হয়, তাহা পূর্ব্ব শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এক্ষণে মন নিগৃহীত হইলে পর বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ না হইলেও যে কোন দোষ হয় না তাহাই ব্যাখ্যা করিয়া ভগবান্ অর্জ্জুনোক্ত "কিং ব্রজেত" এই চতুর্থপ্রশ্নের উত্তর এই শ্লোক হইতে আটটি শ্লোক দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

বাহ্য ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ হইলেও মনের বিষয়চিন্তাসত্ত্বে চিত্তশুদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যিনি চিত্তকে বশীভূত করিয়া রাগদ্বেষাদি শূন্য হইতে পারিয়াছেন, মনের অধীন ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিতে তাঁহার আর বাকি রহিল কৈ? ইন্দ্রিয়গণের রাজা মনঃ যাঁহার বশীভূত, ইন্দ্রিয়গণ অগত্যাই তাঁহার অবিরোধী। নিগৃহীতচিত্তের ইন্দ্রিয় সকল শাস্ত্রবিহিত শব্দাদি ভিন্ন অন্যান্য ব্যর্থ বিষয়গ্রহে তৎপর হয় না। ইন্দ্রিয়গণের এইরূপ বিশুদ্ধ ব্যাপার চিত্তের নির্ম্মলতাই বৃদ্ধি করে, ও এইরূপ নিগৃহীতচিত্ত স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের গতি আত্মপ্রসাদের দিকেই বেগবতী হয় ॥ ৬৪ ॥

——:০:—

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাঽযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাঽভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥ ৬৬ ॥

অন্বয়বোধিনী। প্রসাদে (এই আত্মপ্রসাদ লাভ করিলে), অস্য (ইঁহার) সর্ব্বদুঃখানাং (সমস্ত দুঃখের) হানিঃ (বিনাশ) উপজায়তে (হয়), হি (যেহেতু) প্রসন্নচেতসঃ (বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির) বুদ্ধিঃ (জ্ঞান) আশু (শীঘ্র) পর্য্যবতিষ্ঠতে (প্রতিষ্ঠিত) হয় ॥ ৬৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। এইরূপ প্রসাদ লাভ করিলে সমস্ত দুঃখের শান্তি হয়, এবং বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি শীঘ্রই আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হয় ॥ ৬৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। প্রসাদে সতি কিং স্যাদিতি ? উচ্যতে—প্রসাদ ইতি। প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানামাধ্যাত্মিকাদীনাং হানির্ব্বিনাশোঽস্য যতেরুপজায়তে। কিঞ্চ—প্রসন্নচেতসঃ স্বস্থান্তঃকরণস্য হি যস্মাদাশু শীঘ্রং বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে। আকাশমিব পরি সমন্তাদবতিষ্ঠতে। আত্মস্বরূপেণৈব নিশ্চলীভবতীত্যর্থঃ। এবং প্রসন্নচেতসোঽবস্থিতবুদ্ধেঃ কৃতকৃত্যতা যতস্তস্মাদ্রাগদ্বেষবিমুক্তৈরিন্দ্রিয়ৈঃ শাস্ত্রাঽবিরুদ্ধেষবর্জ্জনীয়েষু যুক্তঃ সমাচরেদিতি বাক্যার্থঃ ॥ ৬৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। প্রসাদে সতি কিং স্যাদিতি ? অত্রাহ—প্রসাদ ইতি। প্রসাদে সতি সর্ব্বদুঃখনাশঃ। ততশ্চ প্রসন্নচেতসো বুদ্ধিঃ প্রতিষ্ঠিতা ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৬৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। চিত্ত নির্ম্মল হইলে সকল বস্তুরই প্রকৃত প্রতিবিম্ব তাহাতে পতিত হয়। যাহা সত্য, যাহা মিথ্যা, যাহা হিতকারী, যাহা অপকারী, চিত্ত তখন এ সমস্তই উত্তম রূপে বুঝিতে পারে। যাহা দুঃখকর অথবা সুখকর, তাহাও চিত্তের বুঝিবার বাকি থাকে না। মলিনচিত্ত ব্যক্তি অনেক দুঃখকর বিষয়কে সুখের সামগ্রী বোধে গ্রহণ করিয়া অনেক দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। নির্ম্মলচিত্ত ব্যক্তির এরূপ ভ্রান্তি হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এজন্য কোন প্রকার দুঃখ তাঁহাকে আশ্রয় করে না। নির্ম্মলচেতার ব্রহ্মবোধিনী বুদ্ধি মায়িক পদার্থমাত্রেই অনভিরুচি বশতঃ আত্মাতে স্থিতি করিতে থাকে। ৬৫ ॥

—— :০:-

অন্বয়বোধিনী। অযুক্তস্য (অজিতেন্দ্রিয় পুরুষের) বুদ্ধিঃ (জ্ঞান) নাস্তি (নাই); অযুক্তস্য (যোগবিহীন পুরুষের) ভাবনা চ (আত্মচিন্তাও) ন (নাই), অভাবয়তঃ (আত্মভাবনাশূন্য ব্যক্তির) শান্তিঃ (শান্তি) ন (নাই), অশান্তস্য (অশান্তচিত্ত পুরুষের) সুখং কুতঃ (সুখ কোথায় ?)। ৬৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি আপনার চিত্তকে জয় করিতে পারেন নাই, তাঁহার বুদ্ধিও নাই ভাবনাও নাই। ভাবনাশূন্য ব্যক্তির শান্তিও নাই। শান্তিবিহীন পুরুষের সুখ কোথায় ? ॥ ৬৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সেয়ং প্রসন্নতা স্তূয়তে—নাস্তীতি। নাস্তি ন বিদ্যতে ন

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি॥ ৬৭॥

ভবতীত্যর্থঃ। বুদ্ধিরাত্মস্বরূপবিষয়া। অযুক্তস্যাঽসমাহিতান্তঃকরণস্য। ন চাযুক্তস্যেতি। ন চাঽস্যাঽযুক্তস্য ভাবনাত্মজ্ঞানাভিনিবেশঃ। তথা ন চাঽভাবয়তঃ। আত্মজ্ঞানাভিনিবেশমকুর্ব্বতঃ শান্তিরুপশমো ন বিদ্যতে। অশান্তস্য কুতঃ সুখম্? ইন্দ্রিয়াণাং হি বিষয়সেবাতৃষ্ণাতো নিবৃত্তির্যা তৎ সুখম্। ন বিষয়বিষয়া তৃষ্ণা। দুঃখমেব হি সা। ন তৃষ্ণায়াং সত্যাং সুখস্য গন্ধমাত্রমপ্যুৎপদ্যত ইত্যর্থঃ॥ ৬৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ইন্দ্রিয়নিগ্রহস্য স্থিতপ্রজ্ঞতাসাধনত্বং ব্যতিরেকমুখেনোপপাদয়তি—নাস্তীতি। অযুক্তস্যাঽবশীকৃতেন্দ্রিয়স্য নাস্তি বুদ্ধিঃ। শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাভ্যামাত্মবিষয়া বুদ্ধিঃ প্রথমমেব নোৎপদ্যতে। কুতস্তস্যাঃ প্রতিষ্ঠাবার্ত্তেতি? অত্রাহ—ন চেতি। ন চাঽযুক্তস্য ভাবনা ধ্যানম্। ভাবনয়া হি বুদ্ধেরাত্মনি প্রতিষ্ঠা ভবতি। সা চাঽযুক্তস্য যতো নাস্তি। ন চাঽভাবয়ত আত্মধ্যানমকুর্ব্বতঃ শান্তিরাত্মনি চিত্তোপরমঃ। অশান্তস্য কুতঃ সুখং? মোক্ষানন্দ ইত্যর্থঃ॥ ৬৬॥

গীতার্থসন্দীপনী। মনকে জয় করিতে না পারিলে শ্রবণ মননরূপ বেদান্তবিচারদ্বারা আত্মবোধিনী বুদ্ধির উদয় হয় না। যাঁহার ঈদৃশী বুদ্ধি নাই, তাঁহার নিদিধ্যাসন রূপ ভাবনারও সম্ভাবনা নাই। সেই নিদিধ্যাসনশূন্য ব্যক্তির অবিদ্যারোধক তত্ত্বমসি আদি বেদান্ত বাক্য প্রতিপাদ্য জীব ব্রহ্মে অভেদ বুদ্ধির প্রেরক আত্মসাক্ষাৎকার রূপ শান্তির উদয় হয় না। শান্তিবর্জ্জিত পুরুষের মোক্ষানন্দ রূপ পরম সুখের আশা কোথায়?॥ ৬৬॥

:o:-

অন্বয়বোধিনী। হি (যে হেতু) চরতাম্ (অবশীভূত) ইন্দ্রিয়াণাং (ইন্দ্রিয়গণের) যৎ (যেটিকে) মনঃ অনু বিধীয়তে (লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হয়), তৎ (সেই ইন্দ্রিয়) বায়ুঃ অম্ভসি নাবম্ ইব (বায়ু যেমন জলের উপর নৌকাকে বিচালিত করে সেইরূপ) অস্য (ইহার) প্রজ্ঞাং (বিবেকবুদ্ধি) হরতি (হরণ করে)॥ ৬৭॥

বঙ্গানুবাদ। **বিষয়বিলাসী ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে একটি মাত্রকেও যখন লক্ষ্য করিয়া মন ধাবিত হয়, জলের উপর ভাসমান নৌকাকে প্রতিকূল বায়ু যেমন বিচালিত করে তদ্রূপ, সেই একটি ইন্দ্রিয়ই সাধকের প্রজ্ঞা হরণ করে॥ ৬৭॥**

শাঙ্করভাষ্যম্। অযুক্তস্য কস্মাদ্বুদ্ধির্নাস্তীতি? উচ্যতে—ইন্দ্রিয়াণামিতি। ইন্দ্রিয়াণাং হি যস্মাচ্চরতাং স্ববিষয়েষু প্রবর্ত্তমানানাম্। যন্মনোঽনুবিধীয়তেঽনুপ্রবর্ত্ততে। তদিন্দ্রিয়বিষয়বিকল্পনেন প্রবৃত্তং মনোঽস্য যতের্হরতি নাশয়তি প্রজ্ঞামাত্মাঽনাত্মবিবেকজাম্। কথং? বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি। উদকে জিগমিষতাং মার্গাদুদ্ধৃত্যোন্মার্গে যথা বায়ুর্নাবং প্রবর্ত্তয়ত্যেবমাত্মবিষয়াং প্রজ্ঞাং হৃত্বা মনোবিষয়বিষয়াং করোতি॥ ৬৭॥

তস্মাদ্‌যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্যেত্যত্র হেতুমাহ—ইন্দ্রিয়াণামিতি ইন্দ্রিয়াণামবশীকৃতানাং স্বৈরং বিষয়েষু চরতাং মধ্যে যদৈবৈকমিন্দ্রিয়ং মনোঽনুবিধীয়তেঽবশী-কৃতং সদিন্দ্রিয়েণ সহ গচ্ছতি। তদৈবৈকমিন্দ্রিয়মস্য মনসঃ পুরুষস্য বা প্রজ্ঞাং বুদ্ধিং হরতি বিষয়বিক্ষিপ্তাং করোতি। কিমুত বক্তব্যং বহূনি প্রজ্ঞাং হরন্তীতি। যথা প্রমত্তস্য কর্ণধারস্য নাবং বায়ুঃ সমুদ্রে সর্ব্বতঃ পরিভ্রময়তি তদ্বদিতি ॥ ৬৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। অবশীভূত মন যদি অবশীভূত একটী মাত্র ইন্দ্রিয়কেও অবলম্বন করিয়া থাকে, তাহা হইলেই প্রজ্ঞা বহির্ম্মুখ পথে পরিচালিত হয়। প্রতিকূল বায়ুর ন্যায় ইন্দ্রিয়চঞ্চলতারূপ জলে ভাসমান নৌকারূপপ্রজ্ঞাকে তাহার আত্মসমাধানরূপ গম্য পথে যাইতে দেয় না। একটী ইন্দ্রিয় অবশীকৃত থাকিলে যদি অবশীভূত মনের দ্বারা এই দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়, তবে যাহাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মন অবশীভূত, না জানি তাহাদের কি সর্ব্বনাশই হইয়া থাকে।৬৭।

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। (হে) মহাবাহো! তস্মাৎ (সেই নিমিত্ত) যস্য (যাহার) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গণ) ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ (বিষয়সমূহ হইতে) সর্ব্বশঃ (সর্ব্ব প্রকারে) নিগৃহীতানি (নিবৃত্ত হইয়াছে) তস্য (তাঁহার) প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা (প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে)॥ ৬৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। **যাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয় নিজ নিজ বিষয় হইতে নিবৃত্ত হই-য়াছে, হে মহাবাহো! তাঁহারই প্রজ্ঞা স্থিরভাবাপন্ন ॥ ৬৮ ॥**

শাঙ্করভাষ্যম্। যততো হীত্যুপন্যস্তস্যার্থস্যানেকধোপপত্তিমুক্ত্বা তং চার্থ-মুপপাদ্যোপসংহরতি—তস্মাদিতি। ইন্দ্রিয়াণাং প্রবৃত্তৌ দোষ উপপাদিতো যস্মাত্তস্মাৎ। যস্য যতের্হে মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈর্মানসাদিভেদৈরিন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ শব্দাদিভ্য-স্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ইন্দ্রিয়সংযমস্য স্থিতপ্রজ্ঞত্বে সাধনত্বং লক্ষণত্বং চোক্তমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। সাধনত্বোপসংহারে তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা জ্ঞাতব্যেত্যর্থঃ। মহাবাহো ইতি সম্বোধয়ন্ বৈরিনিগ্রহে সমর্থস্য তবাত্রাপি সামর্থ্যং ভবেদিতি সূচয়তি ॥ ৬৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ইন্দ্রিয়গণ বহির্ম্মুখবর্ত্তী থাকিলে প্রজ্ঞাও চঞ্চল ও বহির্ম্মুখ হইয়া যায়। যাঁহার মন ও ইন্দ্রিয়বর্গ নিগৃহীত হইয়াছে, সেই তত্ত্ববেত্তা সিদ্ধ পুরুষের অথবা মুমুক্ষু সাধকের আত্মবিষয়ক প্রজ্ঞা স্থির হইয়া থাকে। হে "মহাবাহো" এইরূপ সম্বোধন দ্বারা ভগবান্ ইহাই ইঙ্গিত করিলেন যে যেমন তুমি বাহিরের বৈরিবর্গদমনে সমর্থ, দুর্নিবার্য্য ইন্দ্রিয়বর্গকে নিগ্রহ করিতেও তুমি তদ্রূপ পারগ ॥ ৬৮ ॥

——:o:——

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥ ৬৯ ॥

অন্বয়বোধিনী। সর্ব্বভূতানাং (সাধারণ ব্যক্তিগণের পক্ষে) যা (যাহা) নিশা (রাত্রিস্বরূপ) তস্যাং (সেই রাত্রিতে) সংযমী (জিতেন্দ্রিয় যোগী) জাগর্ত্তি (জাগ্রৎ থাকেন); যস্যাং (যাহাতে) ভূতানি (সাধারণ ব্যক্তিগণ) জাগ্রতি (জাগিয়া থাকে) পশ্যতঃ মুনেঃ (স্থিতপ্রজ্ঞের) সা (তাহা) নিশা (রাত্রিস্বরূপ) ॥ ৬৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। আত্মসাক্ষাৎকার রূপ প্রজ্ঞা অজ্ঞান পুরুষগণের পক্ষে রাত্রিস্বরূপ। ঈদৃশ রাত্রিতে সংযতেন্দ্রিয়গণ জাগ্রৎ থাকেন, এবং যে অবিদ্যায় অজ্ঞান পুরুষগণ জাগ্রৎ, আত্মসাক্ষাৎকারবান্ স্থিতপ্রজ্ঞের সেই অবিদ্যা রাত্রিস্বরূপ ॥ ৬৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যোঽয়ং লৌকিকো বৈদিকশ্চ ব্যবহারঃ স সমুৎপন্নবিবেকজ্ঞানস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্যাঽবিদ্যাকার্য্যত্বাদবিদ্যানিবৃত্তৌ নিবর্ত্ততে। অবিদ্যায়াশ্চ বিদ্যাবিরোধান্নিবৃত্তিরিতি। এতমর্থং স্ফুটীকুর্ব্বন্নাহ—যা নিশেতি। যা নিশা রাত্রিঃ সর্ব্বপদার্থানামবিবেককরী তমঃস্বভাবত্বাৎ। সর্ব্বেষাং ভূতানাং সর্ব্বভূতানাম্। কিং তৎ? পরমার্থতত্ত্বং স্থিতপ্রজ্ঞস্য বিষয়ঃ। যথা নক্তঞ্চরাণামহরেব সদন্যেষাং নিশা ভবতি তদ্বন্নক্তঞ্চরস্থানীয়ানামজ্ঞানাং সর্ব্বভূতানাং নিশেব নিশা পরমার্থতত্ত্বম্। অগোচরত্বাদতদ্বুদ্ধীনাম্। তস্যাং পরমার্থতত্ত্বলক্ষণায়ামজ্ঞাননিশায়াং প্রবুদ্ধো জাগর্ত্তি সংযমী সংযমবান্। জিতেন্দ্রিয়ো যোগীত্যর্থঃ। যস্যাং গ্রাহ্যগ্রাহকভেদলক্ষণায়ামবিদ্যানিশায়াং প্রসুপ্তান্যেব ভূতানি জাগ্রতীত্যুচ্যতে। যস্যাং নিশায়াং প্রসুপ্তা ইব স্বপ্নদৃশঃ সা নিশা—অবিদ্যারূপত্বাৎ—পরমার্থতত্ত্বং পশ্যতো মুনেঃ।

অতঃ কর্ম্মাণ্যবিদ্যাবস্থায়ামেব চোদ্যন্তে। ন বিদ্যাবস্থায়াম্। বিদ্যায়াং হি সত্যামুদিতে সবিতরি শার্ব্বরমিব তমঃ প্রণাশমুপগচ্ছত্যবিদ্যা। প্রাগ্বিদ্যোৎপত্তেরবিদ্যা প্রমাণবুদ্ধ্যা গৃহ্যমাণা ক্রিয়াকারকফলভেদরূপা সতী সর্ব্বকর্ম্মহেতুত্বং প্রতিপদ্যতে। নাঽপ্রমাণবুদ্ধ্যা গৃহ্যমাণায়াঃ কর্ম্মহেতুত্বোপপত্তিঃ। প্রমাণভূতেন বেদেন মম চোদিতং কর্ত্তব্যং কর্ম্মেতি হি কর্ম্মণি কর্ত্তা প্রবর্ত্ততে—নাঽবিদ্যামাত্রমিদং সর্ব্বং নিশেবেতি। যস্য তু পুনর্নিশেবাঽবিদ্যামাত্রমিদং সর্ব্বং ভেদজাতমিতি জ্ঞানং তস্যাত্মজ্ঞস্য সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাস এবাঽধিকারঃ। ন প্রবৃত্তৌ। তথা চ দর্শয়িষ্যতি—তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মান ইত্যাদিনা—জ্ঞাননিষ্ঠায়ামেব তস্যাঽধিকারম্।

তত্রাপি প্রবর্ত্তকপ্রমাণাভাবে প্রবৃত্তেরনুপপত্তিরিতি চেৎ? ন। স্বাত্মবিষয়ত্বাদাত্মজ্ঞানস্য। ন হ্যাত্মনঃ স্বাত্মনি প্রবর্ত্তকপ্রমাণাপেক্ষতা। আত্মত্বাদেব। তদন্তত্বাচ্চ সর্ব্বপ্রমাণানাম্। প্রমাণত্বস্য ন হ্যাত্মস্বরূপাধিগমে সতি পুনঃ প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারঃ সম্ভবতি। প্রমাতৃত্বং হ্যাত্মনো নিবর্ত্তয়ত্যন্ত্যং প্রমাণম্। নিবর্ত্তয়দেব চাঽপ্রমাণীভবতি স্বপ্নকালপ্রমাণমিব প্রবোধে। লোকে চ বস্ত্বধিগমে প্রবৃত্তিহেতুত্বাঽদর্শনাৎ প্রমাণস্য। তস্মান্নাত্মবিদঃ কর্ম্মণ্যধিকার ইতি সিদ্ধম্ ॥ ৬৯ ॥

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। নন্থ ন কশ্চিদপি প্রসুপ্ত ইব দর্শনাদিব্যাপারশূন্যঃ সর্ব্বাত্মনা নিগৃহীতেন্দ্রিয়ো লোকে দৃশ্যতে। অতোঽসম্ভাবিতমিদং লক্ষণমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যা নিশেতি। সর্ব্বেষাং ভূতানাং যা নিশা। নিশেব নিশাত্মনিষ্ঠা। অজ্ঞানধ্বান্তাবৃতমতীনাং তস্যাং দর্শনাদিব্যাপারাঽভাবাৎ। তস্যামাত্মনিষ্ঠায়াং সংযমী নিগৃহীতেন্দ্রিয়ো জাগর্ত্তি প্রবুধ্যতে। যস্যাং তু বিষয়নিষ্ঠায়াং ভূতানি জাগ্রতি প্রবুধ্যন্তে সাত্মতত্ত্বং পশ্যতো মুনের্নিশা। তস্যাং দর্শনাদিব্যাপারস্তস্য নাস্তীত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি—যথা দিবান্ধানামুলূকাদীনাং রাত্রাবেব দর্শনং ন তু দিবসে। এবং ব্রহ্মজ্ঞস্যোন্মীলিতাক্ষস্যাপি ব্রহ্মণ্যেব দৃষ্টিঃ। ন তু বিষয়েষু। অতো নাঽসম্ভাবিতমিদং লক্ষণমিতি ॥ ৬৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। জীব ও ব্রহ্মে অভেদবোধই প্রজ্ঞা বলিয়া কথিত হয়। এই প্রজ্ঞা অজ্ঞান ব্যক্তির চক্ষে অপ্রকাশিত। সাধারণতঃ রাত্রি বলিলে যেমন লোকে অপ্রকাশ—অন্ধকারময় বলিয়া বোধ করে, অজ্ঞান ব্যক্তির পক্ষে এই প্রজ্ঞাও সেইরূপ। অজ্ঞান ব্যক্তির এই ব্রহ্মবিদ্যারূপ মহানিশাতে, মনের ও ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহশীল স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ অজ্ঞানরূপ নিদ্রা হইতে জাগ্রৎ হইয়া চেতন থাকেন। আর দ্বৈতদৃষ্টিরূপ নিদ্রায় বিমোহিত হইয়া অজ্ঞান পুরুষগণ স্বপ্নবৎ বিবিধ ব্যবহার করিতেছে। এই অবিদ্যা আবার স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির সম্মুখে অপ্রকাশ রাত্রিস্বরূপ। স্থিতপ্রজ্ঞ জাগ্রৎ। জাগ্রতের সংসাররূপ স্বপ্নদর্শনের সম্ভাবনা কোথায়? অজ্ঞানরূপ ভ্রমকালে বস্তুর প্রকৃত তত্ত্ব বা স্বরূপের আদৌ অনুভবই হয় না। রজ্জুর সমস্ত লক্ষণ বা স্বরূপ উত্তমরূপে নয়ন গোচর হইলে তাহাতে সর্পভ্রম হইবার সম্ভাবনা থাকিত না। সেইরূপ মনুষ্য যদি আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে, তাহা হইলে এক আত্মাতে দ্বৈত সংসার দৃষ্ট হইত না। আত্মাতে সমস্ত রহিয়াছে। আত্মাই সমস্ত। আত্মা ভিন্ন আর কিছুই নাই। ইহাই আত্মজ্ঞ পুরুষের চরম সিদ্ধান্ত।

"যত্র বা অন্যদিব স্যাত্তত্রাঽন্যোঽন্যং পশ্যেৎ।
যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূত্তৎ কেন কং পশ্যেৎ" ॥ শ্রুতি।

যে অবিদ্যার প্রভাবে এই অদ্বিতীয় আত্মা দ্বৈতবৎ প্রতীত হয়েন, সেই অবিদ্যার জন্যই জীব আপনাকে জড় পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করে। যখন বিদ্যার প্রভাবে সমস্তই আত্মময় বলিয়া প্রতীত হয়, তখন কিরূপে ও কি পদার্থই বা দৃষ্টি করিবে? ॥ ৬৯ ॥

:০:-

অন্বয়বোধিনী। যদ্বৎ (যেমন) আপঃ (বারিসমূহ) আপূর্য্যমাণম্ (পরিপূর্ণ) অচলপ্রতিষ্ঠং (অতল গম্ভীর) সমুদ্রং (সাগর) প্রবিশন্তি (প্রবেশ করে), তদ্বৎ (সেইরূপ) সর্ব্বে (সকল) কামাঃ (বিষয়রাশি) যং (যে) মুনিং (মহাত্মাকে) প্রবিশন্তি (প্রবেশপূর্ব্বক লীন হয়), সঃ (তিনি) [বিক্ষোভযুক্ত না হইয়া] শান্তিম্ আপ্নোতি (শান্তি লাভ করেন); কামকামী (বিষয়কামী পুরুষ) ন (শান্তি পায় না)॥ ৭০॥

বঙ্গানুবাদ। যেমন সমস্ত নদ নদীর জলে পরিপূর্ণ অতল গম্ভীর সমুদ্রে বর্ষার বারিধারাও আসিয়া প্রবেশ করে, সেইরূপ শব্দাদি বিষয় সকল স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষে প্রবিষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহাতে সে মহাত্মা কখন বিক্ষোভযুক্ত না হইয়া বরং শান্তিই লাভ করিয়া থাকেন। বিষয়কামী পুরুষের পক্ষে এই শান্তি দুর্লভ॥ ৭০॥

শাঙ্করভাষ্যম্। বিদুষস্ত্যক্তৈষণস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য যতেরেব মোক্ষপ্রাপ্তিঃ। ন ত্বসংন্যাসিনঃ কামকামিন ইতি। এতমর্থং দৃষ্টান্তেন প্রতিপাদয়িষন্নাহ—আপূর্য্যেতি। আপূর্য্যমাণমদ্ভিঃ। অচলপ্রতিষ্ঠম্—অচলতয়া প্রতিষ্ঠাঽবস্থিতির্যস্য তমচলপ্রতিষ্ঠম্। সমুদ্রমাপঃ সর্ব্বতো গতাঃ প্রবিশন্তি স্বাত্মস্থমবিক্রিয়মেব সন্তং যদ্বৎ। তদ্বৎ কামা বিষয়সন্নিধাবপি সর্ব্বত ইচ্ছাবিশেষা যং মুনিং সমুদ্রমিবাপোঽবিকুর্ব্বন্তঃ প্রবিশন্তি সর্ব্বে আত্মন্যেব প্রলীয়ন্তে ন স্বাত্মবশং কুর্ব্বন্তি স শান্তিং মোক্ষমাপ্নোতি। নেতরঃ কামকামী। কাম্যন্ত ইতি কামা বিষয়াঃ। তান্ কাময়িতুং শীলং যস্য স কামকামী। স নৈব প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ॥ ৭০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। নন্থ বিষয়েষু দৃষ্ট্যভাবে কথমসৌ তান্ ভুঙ্‌ক্তে তত্রাপেক্ষায়ামাহ—আপূর্য্যমাণমিতি। নানানদনদীভিরাপূর্য্যমাণমপ্যচলপ্রতিষ্ঠমনতিক্রান্তমর্য্যাদমেব সমুদ্রং পুনরপ্যন্যা আপো যথা প্রবিশন্তি তথা কামা বিষয়া যং মুনিমন্তর্দৃষ্টিং ভোগৈরবিক্রিয়মাণমেব প্রারব্ধকর্ম্মভিরাক্ষিপ্তাঃ সন্তঃ প্রবিশন্তি স শান্তিং কৈবল্যং প্রাপ্নোতি। ন তু কামকামী ভোগকামনাশীলঃ॥ ৭০॥

গীতার্থসন্দীপনী। সমস্ত প্রবাহিণীর জলে সমুদ্র পরিপূর্ণ। তাহাতে বর্ষাকালে বৃষ্টির ধারা পড়িলেও সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হয় না। সমুদ্র সমানভাবেই অচল ও গম্ভীর থাকে। নির্ব্বিকারচিত্ত স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষে প্রারব্ধ জনিত শব্দাদি বিষয় প্রবিষ্ট হইলেও তাঁহার অটল হৃদয় বিক্ষুব্ধ হয় না। তিনি সর্ব্বথা শান্তিভোগই করিতে থাকেন। যেমন মহৎ অগ্নিকুণ্ডে ইন্ধন নিক্ষিপ্ত হইলে তাহাও অচিরাৎ অগ্নিরই পুষ্টি বর্দ্ধন করে, সেইরূপ স্থিতপ্রজ্ঞের অটল জ্ঞানাগ্নিকুণ্ডে শব্দাদি সামান্য বিষয় সকল তাঁহার শান্তির বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে না। ফলতঃ শান্তিই অবিচ্ছেদে তাঁহাতে বিরাজ করিতে থাকে॥ ৭০॥

-:০:-

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১ ॥
এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাঽস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণাঽর্জ্জুনসংবাদে সাংখ্যযোগো
নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়বোধিনী। যঃ (যে) পুমান্ (পুরুষ) সর্ব্বান্ কামান্ (সকল কামনা) বিহায় (ত্যাগ করিয়া) নির্ম্মমঃ নিরহঙ্কারঃ নিস্পৃহঃ [হইয়া] চরতি (বিচরণ করেন) সঃ (তিনি) শান্তিম্ (শান্তি) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হন) ॥ ৭১ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে ব্যক্তি কামনা ত্যাগপূর্ব্বক নিস্পৃহ, নির্ম্মম ও নিরহঙ্কার হইয়া সংসারে বিচরণ করেন, সেই স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষই শান্তিলাভ করিয়া থাকেন ॥৭১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যস্মাদেবং তস্মাৎ—বিহায়েতি। বিহায় পরিত্যজ্য,কামান্ যঃ সংন্যাসী পুমান্ সর্ব্বানশেষতঃ কার্ৎস্ন্যেন চরতি। জীবনমাত্রচেষ্টাশেষঃ পর্য্যটতীত্যর্থঃ। নিস্পৃহঃ শরীরজীবনমাত্রেঽপি নির্গতা স্পৃহা যস্য স নিস্পৃহঃ সন্। নির্ম্মম ইতি মমত্ববর্জ্জিতঃ শরীরজীবনমাত্রাক্ষিপ্তপরিগ্রহেঽপি মমেদমিত্যভিনিবেশবর্জ্জিতঃ। নিরহঙ্কারঃ—বিদ্যাবত্ত্বাদিনিমিত্তাত্মসম্ভাবনারহিত ইত্যর্থঃ। স এবম্ভূতঃ স্থিতপ্রজ্ঞো ব্রহ্মবিচ্ছান্তিং সর্ব্বসংসারদুঃখোপরমলক্ষণাং নির্ব্বাণাখ্যামধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি। ব্রহ্মভূতো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৭১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যস্মাদেবং তস্মাৎ—বিহায়েতি। প্রাপ্তান্ কামান্ বিহায় তত্রোপেক্ষ্য। অপ্রাপ্তেষু চ নিস্পৃহঃ। যতো নিরহঙ্কারোঽত এব তদ্ভোগসাধনেষু নির্ম্মমঃ সন্নন্তর্দৃষ্টির্ভূত্বা যশ্চরতি প্রারব্ধবশেন ভোগান্ ভুঙ্ক্তে। যত্র কুত্রাপি গচ্ছতি বা। স শান্তিং প্রাপ্নোতি ॥ ৭১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি মনোবিলাসের কোন বস্তুরই কামনা রাখেন না, যিনি ব্রহ্মপদকেও তৃণবৎ উপেক্ষা করিতে পারেন, যাঁহার শরীর থাকিলে বা নষ্ট হইলে ভ্রূক্ষেপ নাই, যাঁহার কুল শীল বিদ্যাদি জন্য অভিমান নাই, ইন্দ্রিয়সংযুক্ত দেহে যাঁহার আত্মাভিমান নাই, সেই স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষই সর্ব্বদুঃখময়ী অবিদ্যার নিবৃত্তিরূপ শান্তিলাভ করিয়া থাকেন। স্থিতপ্রজ্ঞের সকল লক্ষণই মুমুক্ষু ব্যক্তির সাধন করা কর্ত্তব্য ॥ ৭১ ॥

অন্বয়বোধিনী। [হে] পার্থ! এষা (এইরূপ) ব্রাহ্মী স্থিতিঃ (ব্রহ্মনিষ্ঠ অবস্থাতে স্থিতি), এনাং (ইহাকে) প্রাপ্য (পাইয়া) [কেহ] ন বিমুহ্যতি বিমুগ্ধ হন না), অন্তকালে অপি (মৃত্যুকালেও) অস্যাং (এই অবস্থায়) স্থিত্বা (থাকিয়া) ব্রহ্মনির্বাণম্ (ব্রহ্মনির্বাণ) ঋচ্ছতি (লাভ করেন) ॥ ৭২ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে পার্থ! এইরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠ অবস্থাতে স্থিতি করিলে কোন ব্যক্তিই সংসারমায়ায় বিমুগ্ধ হন না। মৃত্যুকালেও যদি ক্ষণকালের জন্য এই অবস্থায় স্থিতি হয়, তাহা হইলেও ব্রহ্মনির্ব্বাণ পাইয়া থাকেন ॥ ৭২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সৈষা জ্ঞাননিষ্ঠা স্তূয়তে—এষা ব্রাহ্মীতি। এষা যথোক্তা ব্রাহ্মী ব্রহ্মণি ভবেয়ং স্থিতিঃ। সর্ব্বং কর্ম্ম সংন্যস্য ব্রহ্মস্বরূপেণৈবাবস্থানমিত্যেতৎ। হে পার্থ নৈনাং স্থিতিং প্রাপ্য লব্ধ্বা বিমুহ্যতি। ন মোহং প্রাপ্নোতি। স্থিত্বাঽস্যাং স্থিতৌ ব্রাহ্ম্যাং যথোক্তায়াম্। অন্তকালেঽপ্যন্তে বয়স্যপি। ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মনির্বৃতিং মোক্ষমৃচ্ছতি গচ্ছতি। কিমু বক্তব্যং ব্রহ্মচর্য্যাদেব সংন্যস্য যাবজ্জীবং যো ব্রহ্মণ্যেবাবতিষ্ঠতে স ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতীতি ॥ ৭২ ॥

ইতি শাঙ্করে শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। উক্তাং জ্ঞাননিষ্ঠাং স্তুবন্নুপসংহরতি—এষেতি। ব্রাহ্মী স্থিতির্ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা। এবৈবংবিধা। এনাং পরমেশ্বরারাধনেন বিশুদ্ধান্তঃকরণঃ পুমান্ প্রাপ্য ন বিমুহ্যতি পুনঃ সংসারমোহং ন প্রাপ্নোতি। যতোঽন্তকালে মৃত্যুসময়েঽপ্যস্যাং ক্ষণমাত্রমপি স্থিত্বা ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মণি নির্ব্বাণং লয়মৃচ্ছতি প্রাপ্নোতি। কিং পুনর্ব্বক্তব্যং বাল্যমারভ্য স্থিত্বা প্রাপ্নোতীতি ॥ ৭২ ॥

শোকপঙ্কনিমগ্নং যঃ সাংখ্যযোগোপদেশতঃ।
উজ্জহারার্জ্জুনং ভক্তং স কৃষ্ণঃ শরণং মম ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াং ভগবদ্গীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবান্ ক্রমশঃ চারিটি প্রশ্নের উত্তর দিয়া এই শ্লোকে আপনার মন্তব্যের উপসংহার করিতেছেন। আত্মা ও ব্রহ্মে অভেদদৃষ্টিই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইবার মূলভিত্তি। ইহারই নাম ব্রাহ্মী স্থিতি। যিনি ব্রহ্মনিষ্ঠারূপ এই স্থিতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার অজ্ঞানের পুনরভ্যুদয়ের আশঙ্কা নাই। যেমন সূর্য্যের প্রকাশসত্ত্বে অন্ধকার আসিবার সম্ভাবনা থাকে না, সেইরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠারূপ নির্ম্মল প্রতিভার সম্মুখে অজ্ঞানের আবির্ভাব হইতে পারে না। স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়েন। "নির্ব্বাণং"="নির্গতং বানং গমনং যস্মিন্ প্রাপ্তে ব্রহ্মণি তন্নির্ব্বাণং" অর্থাৎ ব্রহ্মলাভ করিয়া জন্ম মরণ রূপ গতি নিবৃত্তির নাম নির্ব্বাণ। শ্রুতি বলিয়াছেন—

"ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি"। (ক) ॥

(ক) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৪।৪।৬।

মৃত্যুকালে অজ্ঞান পুরুষের প্রাণ যেমন এ শরীর হইতে উৎক্রমণ করিয়া যায়, ব্রহ্মবেত্তা জ্ঞানী পুরুষের প্রাণ তদ্রূপ করে না। উহা শরীর মধ্যেই বিলীন হইয়া যায়। বাহ্য বিষয়ের চিন্তা বিদূরিত হইয়া যাঁহার চিন্তা আত্মাভিমুখেই অন্তঃপ্রবাহিত হয়, যাঁহার প্রাণবায়ু অন্তঃ-প্রাণায়াম দ্বারা নাসারন্ধ্র পথে বিচরণ না করিয়া কেবল মেরুমধ্যস্থ সুষুম্না পথে মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত অনিবার্য্য গতিতে নিত্য প্রবাহিত থাকে, সেই জ্ঞানী পুরুষ ব্রহ্মরূপ হইয়া ব্রহ্ম লাভ করেন। যিনি ব্রহ্মচর্য্য হইতে সন্ন্যাস পর্য্যন্ত এই সাধনার অভ্যাস করিতে থাকেন, তাঁহার কথা ত দূরে থাক, যিনি মরণ মুহূর্ত্তেও পূর্ব্বোক্তরূপে প্রজ্ঞাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন, তিনিও নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়েন। রাজর্ষি খট্বাঙ্গ মরণ কাল জানিতে পারিয়া দেবতাদিগের উপদেশে শেষমুহূর্ত্তের যত্ন মাত্রেই মুক্তি লাভ করেন।

"জ্ঞানং তৎসাধনং কর্ম্ম সত্ত্বশুদ্ধিশ্চ তৎফলম্।
তৎফলং জ্ঞাননিষ্ঠৈবেত্যধ্যায়েঽস্মিন্ প্রকীর্ত্তিতম্"॥

আত্মজ্ঞান, তাহার পরম্পরা সাধনরূপ নিষ্কাম কর্ম্ম, নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা অন্তঃকরণের শুদ্ধি এবং অন্তঃকরণের শুদ্ধি হইতে জ্ঞাননিষ্ঠার উদয় হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই সকল কথিত হইয়াছে॥ ৭২॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামিমহোদয়
প্রণীত গীতার্থসন্দীপনী নামক ভাষা তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায়
দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

——:০:-

তৃতীয়োঽধ্যায়

-:০:-

অর্জ্জুন উবাচ।

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥ ১ ॥

অন্বয়বোধিনী। অর্জ্জুন উবাচ। [হে] জনার্দ্দন! চেৎ (যদি) কর্ম্মণঃ (নিষ্কাম কর্ম্ম অপেক্ষা) বুদ্ধিঃ (আত্মজ্ঞান) জ্যায়সী (শ্রেষ্ঠ) তে (তোমার) মতা (মত হয়), তৎ (তাহা হইলে) [হে] কেশব! কিং (কিজন্য) ঘোরে কর্ম্মণি (হিংসাজনক কার্য্যে) মাং (আমাকে) নিয়োজয়সি (প্রেরণা করিতেছ) ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ। অর্জ্জুন বলিলেন, হে জনার্দ্দন! আত্মজ্ঞানই যদি তোমার মতে নিষ্কাম কর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইল, তবে হে কেশব! এই ঘোরতর হিংসাত্মক কার্য্যের জন্য আমাকে প্রেরণা করিতেছ কেন? ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। শাস্ত্রস্য প্রবৃত্তিনিবৃত্তিবিষয়ভূতে দ্বে বুদ্ধী ভগবতা নির্দ্দিষ্টে সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে বুদ্ধিরিতি চ। তত্র প্রজহাতি যদা কামানিত্যারভ্যাধ্যায়পরিসমাপ্তেঃ সাংখ্যবুদ্ধ্যাশ্রিতানাং সংন্যাসকর্ত্তব্যতামুক্ত্বা তেষাং তন্নিষ্ঠতয়ৈব চ কৃতার্থতোক্তা—এষা ব্রাহ্মী স্থিতিরিতি। অর্জ্জুনায় চ কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে—মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণীতি কর্ম্মৈব কর্ত্তব্যমুক্তবান্ যোগবুদ্ধিমাশ্রিত্য। ন তত এব শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিমুক্তবান্।

তদেতদালক্ষ্য পর্য্যাকুলীভূতবুদ্ধিরর্জ্জুন উবাচ—কথং ভক্তায় শ্রেয়োঽর্থিনে যৎ সাক্ষাচ্ছ্রেয়ঃপ্রাপ্তিসাধনং সাংখ্যবুদ্ধিনিষ্ঠাং শ্রাবয়িত্বা মাং কর্ম্মণি দৃষ্টানেকানর্থযুক্তে পারম্পর্য্যেণাপ্যনৈকান্তিকশ্রেয়ঃপ্রাপ্তিফলে নিযুঞ্জ্যাদিতি। যুক্তঃ পর্য্যাকুলীভাবোঽর্জ্জুনস্য। তদনুরূপশ্চ প্রশ্নো জ্যায়সী চেদিত্যাদিঃ। প্রশ্নাঽপাকরণবাক্যং চ ভগবতোক্তং যথোক্তবিভাগবিষয়ে শাস্ত্রে।

কেচিত্ত্বর্জ্জুনস্য প্রশ্নার্থমন্যথা কল্পয়িত্বা তৎপ্রতিকূলং ভগবতঃ প্রতিবচনং বর্ণয়ন্তি। যথা চাত্মনা সম্বন্ধগ্রন্থে গীতার্থো নিরূপিতস্তৎপ্রতিকূলং চেহ পুনঃ প্রশ্নপ্রতিবচনয়োরর্থং নিরূপয়ন্তি। কথং? তত্র সম্বন্ধগ্রন্থে তাবৎ সর্ব্বেষামাশ্রমিণাং জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়ো গীতাশাস্ত্রে নিরূপিতোঽর্থ ইত্যুক্তম্। পুনর্ব্বিশেষিতঞ্চ যাবজ্জীবশ্রুতিচোদিতানি কর্ম্মাণি পরিত্যজ্য কেবলাদেব জ্ঞানান্মোক্ষঃ প্রাপ্যত ইত্যেতদেকান্তেনৈব প্রতিষিদ্ধমিতি। ইহ ত্বাশ্রমবিকল্পং দর্শয়তা যাবজ্জীবশ্রুতিচোদিতানামেব কর্ম্মণাং পরিত্যাগ উক্তঃ। তৎ কথমীদৃশং বিরুদ্ধমর্থমর্জ্জুনায় ব্রূয়াদ্ভগবান্? শ্রোতা বা কথং বিরুদ্ধমর্থমবধারয়েৎ? তত্রৈতৎ স্যাৎ—গৃহস্থানামেব শ্রৌতকর্ম্মপরিত্যাগেন কেবলাদেব জ্ঞানান্মোক্ষঃ প্রতিষিধ্যতে। ন ত্বাশ্রমান্তরাণামিতি। এতদপি পূর্ব্বোত্তরবিরুদ্ধমেব।

কথং? সর্ব্বাশ্রমিণাং জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়ো গীতাশাস্ত্রে নিশ্চিতোঽর্থ ইতি প্রতিজ্ঞায়েহ কথং তদ্বিরুদ্ধং কেবলাদেব জ্ঞানান্মোক্ষং ক্রয়াদাশ্রমান্তরাণাম্?

অথ মতং শ্রৌতকর্ম্মাপেক্ষয়ৈতদ্বচনং কেবলাদেব জ্ঞানাচ্ছ্রৌতকর্ম্মরহিতাদ্গৃহস্থানাং 'মোক্ষঃ প্রতিষিধ্যত ইতি? তত্র গৃহস্থানাং বিদ্যমানমপি স্মার্ত্তং কর্ম্মাঽবিদ্যমানবদুপেক্ষ্য জ্ঞানাদেব কেবলাদিত্যুচ্যত ইতি? এতদপি বিরুদ্ধম্। কথং? গৃহস্থস্যৈব স্মার্ত্তকর্ম্মণা সমুচ্চিতাজ্ জ্ঞানান্মোক্ষঃ প্রতিষিধ্যতে। ন ত্বাশ্রমান্তরাণামিতি কথং বিবেকিভিঃ শক্যমবধারয়িতুম্? কিঞ্চ যদি মোক্ষসাধনত্বেন স্মার্ত্তানি কর্ম্মাণ্যূর্দ্ধরেতসাং সমুচ্চীয়ন্তে তথা গৃহস্থস্যাপীষ্যতাং স্মার্ত্তৈরেব সমুচ্চয়ো ন শ্রৌতৈঃ।

অথ শ্রৌতৈঃ স্মার্ত্তৈশ্চ গৃহস্থস্যৈব সমুচ্চয়ো মোক্ষায়। ঊর্দ্ধরেতসাং তু স্মার্ত্তকর্ম্মমাত্রসমুচ্চিতাজ্জ্ঞানান্মোক্ষ ইতি। তত্রৈবং সতি গৃহস্থস্যায়াসবাহুল্যাচ্ছ্রৌতং স্মার্ত্তং চ বহুদুঃখরূপং কর্ম্ম শিরস্যারোপিতং স্যাৎ।

অথ গৃহস্থস্যৈবায়াসবাহুল্যান্মোক্ষঃ স্যাৎ। নাশ্রমান্তরাণাম্। শ্রৌতনিত্যকর্ম্মরহিতত্বাদিতি? তদপ্যসৎ। সর্ব্বোপনিষৎস্বিতিহাসপুরাণযোগশাস্ত্রেষু চ জ্ঞানাঙ্গত্বেন মুমুক্ষোঃ সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসবিধানাৎ। আশ্রমবিকল্পসমুচ্চয়বিধানাচ্চ শ্রুতিস্মৃত্যোঃ।

সিদ্ধস্তর্হি সর্ব্বাশ্রমিণাং জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়ঃ? ন। মুমুক্ষোঃ সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসবিধানাৎ। পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াঽথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি। (ক)॥ তস্মান্ন্যাসমেষাং তপসামতিরিক্তমাহুঃ। (খ)॥ ন্যাস এবাত্যরেচয়দিতি। (গ)॥ ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুরিতি চ। (ঘ) ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ॥ (ঙ) ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ।

ত্যজ ধর্ম্মমধর্ম্মং চ উভে সত্যাঽনৃতে ত্যজ।
উভে সত্যাঽনৃতে ত্যক্ত্বা যেন ত্যজসি তৎ ত্যজ।
সংসারমেব নিঃসারং দৃষ্ট্বা সারদিদৃক্ষয়া।
প্রব্রজন্ত্যকৃতোদ্বাহাঃ পরং বৈরাগ্যমাশ্রিতাঃ॥ ইতি বৃহস্পতিঃ।
পরমাত্মনি যো রক্তো যো রক্তোঽপরমাত্মনি।
সর্ব্বৈষণাবিনির্মুক্তঃ স ভৈক্ষ্যং ভোক্তুমর্হতি॥
কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুর্ব্বিদ্যয়া চ বিমুচ্যতে।
তস্মাৎ কর্ম্ম ন কুর্ব্বন্তি যতয়ঃ পারদর্শিনঃ॥ ইতি শুকানুশাসনম্। (চ)

ইহাপি চ সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যেত্যাদি। মোক্ষস্য চাকার্য্যত্বান্মুমুক্ষোঃ কর্ম্মাঽনর্থক্যম্। নিত্যানি প্রত্যবায়পরিহারার্থানীতি চেৎ? ন। অসংন্যাসিবিষয়ত্বাৎ প্রত্যবায়প্রাপ্তেঃ। ন হ্যগ্নিকার্য্যাদ্যকরণাৎ সংন্যাসিনঃ প্রত্যবায়ঃ কল্পয়িতুং শক্যো যথা ব্রহ্মচারিণামসংন্যাসিনামপি

(ক) বৃ—উ—৩।৫।১। (খ) মহানারায়ণ, ২৩।১। (গ) মহানারায়ণ, ২১।২।
(ঘ) মহানারায়ণ, ১০।৫। (ঙ) জা—উ—৪। (চ) মহা, শান্তি, ২৪১,৭।

কর্ম্মিণাম্। ন তাবন্নিত্যানাং কর্ম্মণামভাবাদেব ভাবরূপস্য প্রত্যবায়স্যোৎপত্তিঃ কল্পয়িতুং শক্যা। কথমসতঃ সজ্জায়েত (ক)—ইত্যসতঃ সজ্জন্মাঽসংভবশ্রুতেঃ।

যদি বিহিতাঽকরণাদসম্ভাব্যমপি প্রত্যবায়ং ব্রূয়াদ্বেদস্তদাঽনর্থকরো বেদোঽপ্রমাণমিত্যুক্তং স্যাৎ। বিহিতস্য করণাকরণয়োর্দুঃখমাত্রফলত্বাৎ। তথা চ কারকং শাস্ত্রং ন জ্ঞাপকমিত্যনুপপন্নার্থং কল্পিতং স্যাৎ। ন চৈতদিষ্টম্। তস্মান্ন সংন্যাসিনাং কর্ম্মাণি। অতো জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়ানুপপত্তিঃ। জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধিরিত্যর্জ্জুনস্য প্রশ্নানুপপত্তেশ্চ।

যদি হি ভগবতা দ্বিতীয়েঽধ্যায়ে জ্ঞানং কর্ম্ম চ সমুচ্চয়েন ত্বয়ৈকেনাঽনুষ্ঠেয়মিত্যুক্তং স্যাৎ ততোঽর্জ্জুনস্য প্রশ্নোঽনুপপন্নঃ—জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধিরিতি। অর্জ্জুনায় চেদ্‌ বুদ্ধিকর্ম্মণী ত্বয়াঽনুষ্ঠেয়ে ইত্যুক্তে যা চ কর্ম্মণো জ্যায়সী বুদ্ধিঃ সাপ্যুক্তৈবেতি। তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশবেত্যুপালম্ভো বা প্রশ্নো বা ন কথঞ্চনোপপদ্যতে। ন চার্জ্জুনস্যৈব জ্যায়সী বুদ্ধির্নানুষ্ঠেয়েতি ভগবতোক্তং পূর্ব্বমিতি কল্পয়িতুং যুক্তম্। যেন জ্যায়সী চেদিতি বিবেকতঃ প্রশ্নঃ স্যাৎ।

যদি পুনরেকস্য পুরুষস্য জ্ঞানকর্ম্মণোর্ব্বিরোধাদ্যুগপদনুষ্ঠানং ন সম্ভবতীতি ভিন্নপুরুষানুষ্ঠেয়ত্বং ভগবতা পূর্ব্বমুক্তং স্যাৎ—ততোঽয়ং প্রশ্ন উপপন্নো জ্যায়সী চেদিত্যাদিঃ। অবিবেকতঃ প্রশ্নকল্পনায়ামপি ভিন্নপুরুষানুষ্ঠেয়ত্বেন ভগবতঃ প্রতিবচনং নোপপদ্যতে। ন চাজ্ঞাননিমিত্তং ভগবৎপ্রতিবচনং কল্পনীয়ম্। অস্মাচ্চ ভিন্নপুরুষানুষ্ঠেয়ত্বেন জ্ঞানকর্ম্মনিষ্ঠয়োর্ভগবতঃ প্রতিবচনদর্শনাজ্জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়ানুপপত্তিঃ।

তস্মাৎ কেবলাদেব জ্ঞানান্মোক্ষ ইত্যেষোঽর্থো নিশ্চিতো গীতাসু সর্ব্বোপনিষৎসু চ।

জ্ঞানকর্ম্মণোরেকং বদ নিশ্চিত্যেতি চৈকবিষয়ৈব প্রার্থনাঽনুপপন্নোভয়োঃ সমুচ্চয়সম্ভবে। কুরু কর্ম্মৈব তস্মাত্ত্বমিতি চ জ্ঞাননিষ্ঠাঽসম্ভবমর্জ্জুনস্যাবধারণেন দর্শয়িষ্যতি—জ্যায়সী চেদিতি। জ্যায়সী শ্রেয়সী চেদ্যদি কর্ম্মণঃ সকাশাত্তে তব মতাঽভিপ্রেতা বুদ্ধির্জ্ঞানং হে জনার্দ্দন। যদি বুদ্ধিকর্ম্মণী সমুচ্চিতে ইষ্টে তদৈকং শ্রেয়ঃসাধনমিতি কর্ম্মণো জ্যায়সী বুদ্ধিরিতি কর্ম্মণোঽতিরিক্তকরণং বুদ্ধেরনুপপন্নমর্জ্জুনেন কৃতং স্যাৎ। ন হি তদেব তস্মাৎ ফলতোঽতিরিক্তং স্যাৎ। তথা চ কর্ম্মণঃ শ্রেয়স্করী ভগবতোক্তা বুদ্ধিরশ্রেয়স্করং চ কর্ম্ম কুর্ব্বিতি মাং প্রতিপাদয়তি। তৎ কিংকারণমিতি ভগবত উপালম্ভমিব কুর্ব্বংস্তৎ কিং কস্মাৎ কর্ম্মণি ঘোরে ক্রূরে হিংসালক্ষণে মাং নিয়োজয়সি কেশবেতি চ যদাহ তচ্চ নোপপদ্যতে।

অথ স্মার্ত্তেনৈব কর্ম্মণা সমুচ্চয়ঃ সর্ব্বেষাং ভগবতোক্তোঽর্জ্জুনেন চাবধারিতশ্চেৎ তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সীত্যাদি কথং যুক্তং বচনম্ ? ॥ ১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবং তাবদশোচ্যানন্বশোচস্ত্বমিত্যাদিনা প্রথমং মোক্ষসাধনত্বেন দেহাত্মবিবেকবুদ্ধিরুক্তা। তদনন্তরমেষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণ্বিত্যাদিনা কর্ম্ম চোক্তম্। ন চ তয়োর্গুণপ্রধানভাবঃ স্পষ্টং দর্শিতঃ। তত্র বুদ্ধিযুক্তস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য নিষ্কামত্বনিয়তেন্দ্রিয়ত্বনিরহঙ্কারত্বাদ্যভিধানাদেষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থেতি সপ্রশংসমুপ-

(ক) ছা. উ. ৬।২।২।

সংহারাচ্চ বুদ্ধিকর্ম্মণোর্ম্মধ্যে বুদ্ধেঃ শ্রেষ্ঠত্বং ভগবতোঽভিপ্রেতং মত্বানোঽর্জ্জুন উবাচ—জ্যায়সী চেদিতি। কর্ম্মণঃ সকাশান্মোক্ষাঽন্তরঙ্গত্বেন বুদ্ধির্জ্জ্যায়স্যধিকতরা শ্রেষ্ঠা চেত্তব সম্মতা তর্হি কিমর্থং তস্মাদ্যুধ্যস্বেতি তস্মাদুত্তিষ্ঠেতি চ বারং বারং বদন্ ঘোরে হিংসাত্মকে কর্ম্মণি মাং নিযোজয়সি প্রবর্ত্তয়সি ॥ ১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বক্তব্য বিষয়ের সূত্র স্বরূপ। বক্তব্য বিষয় যথা—তত্ত্বজ্ঞানাধিকারীর প্রথম নিষ্কাম কর্ম্মনিষ্ঠা উৎপন্ন হইবে। তৎপরে অন্তঃকরণের শুদ্ধি, তদনন্তর শমদমাদি সাধন পূর্ব্বক সর্ব্বকর্ম্মের সন্ন্যাস, ও তাহার পর বেদান্তবাক্যবিচারযুক্ত ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠা জন্মিবে। ভক্তি হইলেই তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠা এবং তাহা হইলেই ত্রিগুণাত্মিকা অবিদ্যার নিবৃত্তি পূর্ব্বক জীবন্মুক্তি বা বিদেহ মুক্তি লাভ হইবে। জীবন্মুক্ত প্রারব্ধফল ভোগ করেন, কিন্তু পরম পুরুষার্থ বশতঃ পরবৈরাগ্য প্রাপ্ত হয়েন। শুভ বাসনা এই বৈরাগ্যের মূল। অশুভ বাসনা বৈরাগ্যের বিরোধী। সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা দ্বারা শুভবাসনা লব্ধ হয়। রাজসী ও তামসী শ্রদ্ধাই অশুভ বাসনার বীজভূমি। এতাবৎ দ্বিতীয়াধ্যায়ে ব্যক্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে "যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি" এতদ্বচন দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধির সাধন রূপ নিষ্কাম কর্ম্মনিষ্ঠার উল্লেখ হইয়াছে। ইহাই সামান্য ও বিশেষ ভাবে তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে নিরূপিত হইবে। তদনন্তর "বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্" বচন দ্বারা শুদ্ধান্তঃকরণ অধিকারী ব্যক্তি শমদমাদি সাধন সম্পন্ন হইয়া সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস করিবেন, ইহাই সূচিত হইয়াছে। এই সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস নিষ্ঠার বিষয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিবৃত হইবে, এবং এতদ্দ্বারা "ত্বং" পদার্থও নিরূপিত হইয়া যাইবে। তৎপরে "যুক্ত আসীত মৎপরঃ" বচন দ্বারা বেদান্ত বাক্যবিচার সহিত ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠার সূচনা হইয়াছে। ৭ম, ৮ম, ৯ম, ১০ম, ১১শ, ১২শ, এই ছয় অধ্যায়ে ভক্তির নিগূঢ়মর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইবে, এবং এতদ্দ্বারা "তৎ" পদার্থও নিরূপিত হইয়া যাইবে। তাহার পর "বেদাবিনাশিনং নিত্যং" বচন দ্বারা "তৎ" ও "ত্বং" পদার্থের অভেদ জ্ঞানরূপ তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। উহা ত্রয়োদশ অধ্যায়ে প্রকৃতিপুরুষবিবেক দ্বারা নিরূপিত হইবে। তদনন্তর "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ" বচন দ্বারা ত্রৈগুণ্যনিবৃত্তিরূপ জ্ঞাননিষ্ঠার ফল সূচিত হইয়াছে। ইহা চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বিবৃত হইবে। তৎপরে "তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং" এতদ্বচনে পরবৈরাগ্যনিষ্ঠা লক্ষিত হইয়াছে। ইহা পঞ্চদশাধ্যায়ে সংসাররূপ বৃক্ষোচ্ছেদন দ্বারা নিরূপিত হইবে। তাহার পর "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ" বচন দ্বারা স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের লক্ষণ করিয়া পরবৈরাগ্যোপযোগী দৈবী সম্পৎ শুভবাসনার আবশ্যকতা প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং "যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং" বচন দ্বারা পরবৈরাগ্য বিরোধী আসুরী সম্পৎ বা অশুভবাসনা যে পরিত্যাজ্য, ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। এতাবদ্বার্ত্তা ষোড়শাধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হইবে। তৎপরে "নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থঃ" বচন দ্বারা দৈবীসম্পদের অসাধারণ কারণ রূপ সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা সূচিত হইয়াছে। উহা সপ্তদশ অধ্যায়ে রাজসী ও তামসী শ্রদ্ধার নিবৃত্তি দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে। তৎপশ্চাৎ অষ্টাদশ অধ্যায়ে পূর্ব্ব কথিত সমস্ত বিষয়ের উপসংহার করিয়াছেন।

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥২॥

ভগবান্ সাংখ্যবুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক দ্বিতীয় অধ্যায়ে "এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে" বচন দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠা এবং যোগবুদ্ধি অবলম্বন করিয়া "যোগে ত্বিমাং শৃণু" শ্লোক হইতে "কর্ম্মণ্যে-বাধিকারস্তে" শ্লোক পর্য্যন্ত কর্ম্মনিষ্ঠা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম" বচন দ্বারা জ্ঞান অপেক্ষা কর্ম্মের নিকৃষ্টতা প্রমাণিত হইয়াছে। "এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ" বচন দ্বারা প্রশংসাপূর্ব্বক জ্ঞানফলের উপসংহার করিয়াছেন। কর্ম্মীর জ্ঞানে এবং জ্ঞানীর কর্ম্মে অধিকার নাই, ইহা স্পষ্টতঃ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কর্ম্ম ও জ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর জন্য, ইহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে। তবে ভগবান্ এক ব্যক্তিকেই (অর্জ্জুনকে) কর্ম্ম ও জ্ঞানের উপদেশ করিলেন কেন, এবং আত্মজ্ঞানী যদি শ্রেষ্ঠ হইল, তবে কৃচ্ছ্রসাধ্য কর্ম্মানুষ্ঠানে মনুষ্যের প্রবৃত্তিই বা হইবে কেন, এইরূপে ব্যাকুলিতচিত্ত অর্জ্জুন ভগবান্‌কে বলিতেছেন।

অর্জ্জুন শিষ্য—ভক্ত হইয়া ভগবানের নিকট নিজ শ্রেয়ঃ উপদেশ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। উপদেশের অবতারণায় অর্জ্জুন দেখিলেন নিষ্কাম কর্ম্ম অপেক্ষা আত্মজ্ঞান শ্রেষ্ঠ, তাই কাতরভাবে ভগবান্‌কে "জনার্দ্দন" সম্বোধন করিলেন। "সর্ব্বৈর্জনৈরর্দ্যতে যাচ্যতে স্বাভিলষিতসিদ্ধয় ইতি জনার্দ্দনঃ।" নিজ নিজ বাঞ্ছিত পদার্থ প্রাপ্তির জন্য সকলে যাঁহার নিকট যাচ্‌ঞা করে, তাঁহার নাম জনার্দ্দন। অথবা "জনং জননং তৎকারণমজ্ঞানং চ স্বসাক্ষাৎ-করণেনার্দ্দয়তি হিনস্তীতি জনার্দ্দনঃ।" জন্ম এবং জন্মের কারণ অজ্ঞানকে যিনি নিজ সাক্ষাৎ-কার দ্বারা বিনাশ করেন, তিনি জনার্দ্দন। আমি যখন তোমার শরণাগত, তখন হে ভক্তবৎসল। তুমি যাহা ভাল—শ্রেষ্ঠ বুঝিয়াছ, আমাকে তাহা না বলিয়া বারংবার যুদ্ধার্থে প্রবর্ত্তনা দিতেছ কেন? ॥ ১ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। ব্যামিশ্রেণ ইব (মিশ্রিতের ন্যায়) বাক্যেন (কথাদ্বারা) মে (আমার) বুদ্ধিং (বুদ্ধি) মোহয়সি ইব (যেন মুগ্ধ করিতেছ), যেন (যাহা দ্বারা) অহং (আমি) শ্রেয়ঃ (মঙ্গল) আপ্নুয়াং (লাভ করিব) তৎ (সেই) একং (একটি) নিশ্চিত্য (নিশ্চয় করিয়া) বদ (বল) ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ। কখন কর্ম্মের কখন বা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়া তুমি বিমিশ্রিত বচনপরম্পরায় আমার বুদ্ধিকে যেন মোহবিভ্রান্ত করিতেছ। যাহাতে আমার শ্রেয়ঃ বা মুক্তিলাভ হয়, তুমি নিশ্চয় করিয়া তাহারই উপদেশ কর ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—ব্যামিশ্রেণেতি। ব্যামিশ্রেণেব—যদ্যপি বিবিক্তা-ঽভিধায়ী ভগবাংস্তথাপি মম মন্দবুদ্ধের্ব্যামিশ্রমিব ভগবদ্বাক্যং প্রতিভাতি। তেন মম বুদ্ধিং মোহয়সীবেতি। মম মন্দবুদ্ধের্ব্যামোহাঽপনয়ায় হি প্রবৃত্তস্ত্বং তু কথং মোহয়সি? অতো ব্রবীমি

শ্রীভগবানুবাচ।

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়াঽনঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেণ যোগিনাম্ ॥ ৩ ॥

—বুদ্ধিং মোহয়সীব মে মমেতি। ত্বং তু ভিন্নকর্ত্তৃকয়োর্জ্ঞানকর্ম্মণোরেকপুরুষানুষ্ঠানাঽসম্ভবং যদি মন্যসে তত্রৈবং সতি তত্তয়োরেকং—বুদ্ধিং কর্ম্ম বা—ইদমেবার্জ্জুনস্য যোগ্যং বুদ্ধিশক্ত্যবস্থানুরূপমিতি নিশ্চিত্য বদ ব্রূহি। যেন জ্ঞানেন কর্ম্মণা বাঽন্যতরেণ শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্।

যদি হি কর্ম্মনিষ্ঠায়াং গুণভূতমপি জ্ঞানং ভগবতোক্তং স্যাত্তৎ কথং—তয়োরেকং বদেতি—একবিষয়ৈবার্জ্জুনস্য শুশ্রূষা স্যাৎ? ন হি ভগবতোক্তমন্যতরদেব জ্ঞানকর্ম্মণোর্বক্ষ্যামি। নৈব ত্বয়মিতি। যেনোভয়প্রাপ্ত্যসম্ভবমাত্মনো মন্যমান একমেব প্রার্থয়েৎ ॥ ২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। নন্বু ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যত ইত্যাদিনা কর্ম্মণোঽপি শ্রেষ্ঠত্বমুক্তমেবে ত্যাশঙ্ক্যাহ—ব্যামিশ্রেণেতি। কচিৎ কর্ম্মপ্রশংসা কচিজ্‌জ্ঞানপ্রশংসেত্যেবং ব্যামিশ্রং সন্দেহোৎপাদকমিব যদ্বাক্যং তেন মে মম বুদ্ধিং মতিমুভয়ত্র দোলয়িতাং কুর্ব্বন্ মোহয়সীব। পরমকারুণিকস্য তব মোহকত্বং নাস্ত্যেব। তথাপি ভ্রান্ত্যা মমৈবং ভাতীতীবশব্দেনোক্তম্। অত উভয়োর্ম্মধ্যে যদ্ভদ্রং তদেকং নিশ্চিত্য বদেতি। যদ্বা—ইদমেব শ্রেয়ঃসাধনমিতি নিশ্চিত্য যেনানুষ্ঠিতেন শ্রেয়ো মোক্ষমহমাপ্নুয়াং প্রাপ্স্যামি তদেবৈকং নিশ্চিত্য বদেত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। প্রথমোক্তিতে পাছে ভগবান্ বলেন যে আমি জগতের কাহারও বাঞ্ছিত ফলদানে বিমুখ নহি, এবং কাহাকেও বঞ্চনা করি না, তুমি পরম ভক্ত তোমায় বঞ্চনা করিব কেন? এইজন্য অর্জ্জুন বলিতেছেন, হে ভগবন্! "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন" ইত্যাদি বাক্যে কোন স্থানে বৈদিক নিষ্ঠার লাঘব করিয়াছ, "আবার কোথাও বা "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে" ইত্যাদি বাক্যে বেদনিষ্ঠাতৎপর করিয়াছ। 'কোথাও বা "নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থঃ" ইত্যাদি বাক্যে নিবৃত্তিমার্গের উপদেশ করিয়াছ, কোথাও বা "ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে" ইত্যাদি বাক্যে প্রবৃত্তি মার্গের উপদেশ দিয়াছ। তোমার অভিপ্রায় যাহাই হউক, এই উপদেশ গুলি আমার পক্ষে বড়ই গোলযোগপূর্ণ বলিয়া বোধ হইতেছে। আমার মন্দবুদ্ধিই ইহার কারণ হইবে। নতুবা তোমার ন্যায় ভ্রান্তির শান্তিবিধাতা উপদেষ্টাকে পাইয়াও আমার এ মোহ সমুৎপন্ন হইল কেন? কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয়েরই অধিকারী কি এক ব্যক্তি? একই সময়ে একই ব্যক্তি বিরুদ্ধ ধর্ম্মের দুইটী কার্য্য কেমন করিয়া সাধন করিবে? ইহা আমি ভাল বুঝিতে পারিলাম না। ইহাই আমাকে স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দাও ॥ ২ ॥

-:o:-

অন্বয়বোধিনী। শ্রীভগবান্ উবাচ। [হে] অনঘ (পূতাত্মন্) অস্মিন্ লোকে (এই সংসারে) দ্বিবিধা নিষ্ঠা (দুই প্রকার ব্রহ্মনিষ্ঠা) ময়া (মৎকর্তৃক) পুরা (পূর্ব্বে) প্রোক্তা (কথিত হইয়াছে); জ্ঞানযোগেন (আত্মজ্ঞানযোগের দ্বারা) সাংখ্যানাম (জ্ঞানাধিকারিদিগের), কর্ম্মযোগেণ (নিষ্কামকর্ম্মযোগের দ্বারা) যোগিনাম্ (কর্ম্মিদিগের) [নিষ্ঠা কথিত হইয়াছে] ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবদা। ভগবান্ বলিলেন, হে অনঘ! ব্রহ্মনিষ্ঠা ইহলোকে দুই প্রকার আছে, ইহা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি; অর্থাৎ জ্ঞানাধিকারিদিগের নিমিত্ত জ্ঞানযোগ এবং কর্ম্মিদিগের জন্য কর্ম্মযোগ ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। প্রশ্নানুরূপমেব প্রতিবচনং শ্রীভগবানুবাচ—লোকেঽস্মিন্নিতি। অস্মিল্লোঁকে শাস্ত্রার্থানুষ্ঠানাধিকৃতানাং ত্রৈবর্ণিকানাং দ্বিবিধা দ্বিপ্রকারা নিষ্ঠা স্থিতিরনুষ্ঠেয়-তাৎপর্য্যং পুরা পূর্ব্বং সর্গাদৌ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা তাসামভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তিসাধনং বেদার্থ-সংপ্রদায়মাবিষ্কুর্ব্বতা প্রোক্তা ময়া সর্ব্বজ্ঞেনেশ্বরেণ। হে অনঘ অপাপ। তত্র কা সা দ্বিবিধা নিষ্ঠেতি? আহ—জ্ঞানেতি। তত্র জ্ঞানযোগেন—জ্ঞানমেব যোগঃ। তেন সাংখ্যানামাত্মানাত্ম-বিষয়বিবেকজ্ঞানবতাং ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমাদেব কৃতসংন্যাসানাং বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থানাং পরমহংসপরিব্রাজকানাং ব্রহ্মণ্যেবাঽবস্থিতানাং নিষ্ঠা প্রোক্তা। কর্ম্মযোগেণ—কর্ম্মৈব যোগঃ। তেন কর্ম্মযোগেণ যোগিনাং কর্ম্মিণাং নিষ্ঠা প্রোক্তেত্যর্থঃ। যদি চৈকেন পুরুষেণৈকস্মৈ পুরুষার্থায় জ্ঞানং কর্ম্ম চ সমুচ্চিত্যাঽনুষ্ঠেয়ং ভগবতেষ্টমুক্তং বক্ষ্যমাণং বা গীতাসু বেদেষু চোক্তং কথমিহার্জ্জুনায়োপসন্নায় প্রিয়ায় বিশিষ্টভিন্নপুরুষকর্তৃকে এব জ্ঞানকর্ম্মনিষ্ঠে ব্রূয়াৎ? যদি পুনরর্জ্জুনো জ্ঞানং কর্ম্ম চ দ্বয়ং শ্রুত্বা স্বয়মেবাঽনুষ্ঠাস্যতি—অন্যেষাং তু ভিন্নপুরুষানুষ্ঠেয়তাং বক্ষ্যামীতি মতং ভগবতঃ কল্প্যেত তদা রাগদ্বেষবানপ্রমাণভূতো ভগবান্ কল্পিতঃ স্যাৎ। তচ্চাঽযুক্তম্। তস্মাৎ কয়াপি যুক্ত্যা ন সমুচ্চয়ো জ্ঞানকর্ম্মণোঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—লোকেঽস্মিন্নিতি। অয়মর্থঃ—যদি ময়া পরস্পরনিরপেক্ষং মোক্ষসাধনত্বেন কর্ম্মজ্ঞানযোগরূপং নিষ্ঠাদ্বয়মুক্তং স্যাত্তর্হি দ্বয়োর্ম্মধ্যে যচ্ছ্রেয়ং স্যাত্তদেকং বদেতি ত্বদীয়ঃ প্রশ্নঃ সংগচ্ছতে। ন তু ময়া তথোক্তম্। কিন্তু দ্বাভ্যামেকৈব ব্রহ্মনিষ্ঠোক্তা। গুণপ্রধানভূতয়োস্তয়োঃ স্বাতন্ত্র্যানুপপত্তেঃ। একস্যা এব তু প্রকারভেদমাত্রমধিকারিভেদেনোক্তমিতি। অস্মিন্ শুদ্ধাঽশুদ্ধান্তঃকরণতয়া দ্বিবিধে লোকেঽধিকারি-জনে—দ্বে বিধে প্রকারৌ যস্যাঃ সা—দ্বিবিধা নিষ্ঠা মোক্ষপরতা পূর্ব্বাধ্যায়ে ময়া সর্ব্বজ্ঞেন প্রোক্তা স্পষ্টমেবোক্তা। প্রকারদ্বয়মেব নির্দ্দিশতি—জ্ঞানযোগেনেত্যাদি। সাংখ্যানাং শুদ্ধান্তঃকরণানাং জ্ঞানভূমিকামারূঢ়ানাং জ্ঞানপরিপাকার্থং জ্ঞানযোগেন ধ্যানাদিনা নিষ্ঠা ব্রহ্মপরতোক্তা—তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপর ইত্যাদিনা। সাংখ্যভূমিকামারুরুক্ষূণাং অন্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারা তদারোহণার্থং তদুপায়ভূতকর্ম্মযোগাধিকারিণাং যোগিনাং কর্ম্মযোগেণ নিষ্ঠোক্তা—ধর্ম্ম্যাদ্ধি

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪ ॥

যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যত ইত্যাদিনা। অত এব তব চিত্তশুদ্ধ্যশুদ্ধিরূপাবস্থাভেদেন দ্বিবিধাঽপি নিষ্ঠোক্তা—এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণ্বিতি ॥ ৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। শুদ্ধচেতাগণের জন্য জ্ঞানযোগ এবং মলিনান্তঃকরণ মানবগণের জন্য কর্ম্মযোগ। এই দ্বিবিধ অধিকারীর দ্বিবিধ ব্রহ্মনিষ্ঠা উক্ত হইয়াছে। "অনঘ" সম্বোধন দ্বারা অর্জ্জুনের ব্রহ্মবিদ্যাধিকার প্রদর্শিত হইল। কেননা, "জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ।" পাপকর্ম্ম ক্ষয় পাইলেই মনুষ্য জ্ঞানাধিকারী হয়। হে অর্জ্জুন তুমি জ্ঞানাধিকারী, তবে বৃথা গ্লানি যুক্ত হইতেছ কেন? আত্মা ও পরমাত্মায় যাঁহার অভিন্ন বোধ জন্মিয়াছে, তাঁহারই জন্য জ্ঞানযোগ—নিবৃত্তিমার্গ। আর যাহাদের অন্তঃকরণ দ্বৈতবুদ্ধিবিকারযুক্ত, তাহাদিগকেই জ্ঞানভূমিতে আরূঢ় করিবার জন্য কর্ম্মযোগ—প্রবৃত্তিমার্গ। যে উপায়ে অন্তঃকরণশুদ্ধি হয় তাহার নাম যোগ। নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা মনোমালিন্য বিদূরিত হয়, এইজন্য ইহার নাম কর্ম্মযোগ। অবস্থাভেদে দ্বিবিধ যোগই একই ব্যক্তির জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জ্ঞান ও কর্ম্ম বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইলেও পরম্পরা সম্বন্ধে উভয়েরই লক্ষ্য এক। ইহাই বুঝাইবার জন্য ভগবান্ তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোক হইতে তেরটী শ্লোকে চিত্তশুদ্ধির জন্য নিষ্কাম কর্ম্মের কর্ত্তব্যতা ব্যাখ্যা করিবেন। জ্ঞানীর যে কর্ম্ম নিষ্প্রয়োজন, তৎপরে ইহাও প্রদর্শিত হইবে। কর্ম্ম, বন্ধনের হেতু হইলেও ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন জন্য উহা দ্বারা অন্তঃকরণ-শুদ্ধি ও জ্ঞানোৎপত্তি হয় এবং তাহাতে মুক্তির পথ প্রস্তুত হয়। তাহাও তদনন্তর দেখাইবেন। পরিশেষে অর্জ্জুনের প্রশ্নোত্তরে ইহাই বুঝাইয়া দিবেন যে, কামনার জন্যই কাম্যকর্ম্মের দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় না। তুমি কামনা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম কর, তাহা হইলেই জ্ঞানের অধিকারী হইবে ॥ ৩।

———:o:———

অন্বয়বোধিনী। পুরুষঃ (পুরুষ) কর্ম্মণাম্ (নিষ্কাম কর্ম্মের) অনারম্ভাৎ (অনুষ্ঠান না করিলে) নৈষ্কর্ম্ম্যং (নিষ্ক্রিয় ভাব) ন অশ্নুতে (প্রাপ্ত হয় না), সংন্যসনাৎ এব চ (সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেই) সিদ্ধিং (সিদ্ধি) ন সমধিগচ্ছতি (লাভ করিতে পারে না) ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন। নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে, নিষ্ক্রিয় ভাবের উৎপত্তি হয় না। সন্ন্যাস ধারণ করিলেও, জ্ঞানোদয় হইবার সম্ভাবনা নাই ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যদর্জ্জুনেনোক্তং কর্ম্মণো জ্যায়স্ত্বং বুদ্ধেঃ। তচ্চ স্থিতমনিরাকরণাৎ। তস্যাশ্চ জ্ঞাননিষ্ঠায়াঃ সংন্যাসিনামেবানুষ্ঠেয়ত্বং ভিন্নপুরুষানুষ্ঠেয়ত্ববচনাচ্চ। ভগবত

এবমেবাহুমতমিতি গম্যতে। মাং চ বন্ধকারণে কর্ম্মণ্যেব নিয়োজয়সীতি বিষণ্ণমনসমর্জ্জুনং কর্ম্ম নারভ ইত্যেবং মন্বানমালক্ষ্যাহ ভগবান্—ন কর্ম্মণামনারম্ভাদিতি। অথবা জ্ঞানকর্ম্মনিষ্ঠয়োঃ পরস্পরবিরোধাদেকেন পুরুষেণ যুগপদনুষ্ঠাতুমশক্যত্বে সতীতরেতরাঽনপেক্ষয়োরেব পুরুষার্থহেতুত্বে প্রাপ্তে কর্ম্মনিষ্ঠায়া জ্ঞাননিষ্ঠাপ্রাপ্তিহেতুত্বেন পুরুষার্থহেতুত্বম্। ন স্বাতন্ত্র্যেণ। জ্ঞাননিষ্ঠা তু কর্ম্মনিষ্ঠোপায়লব্ধাত্মিকা সতী স্বাতন্ত্র্যেণ পুরুষার্থহেতুরন্যাঽনপেক্ষেতি। এতমর্থং দর্শয়িষ্যন্নাহ ভগবান্—ন কর্ম্মণামনারম্ভাদিতি। ন কর্ম্মণামনারম্ভাদপ্রারম্ভাৎ কর্ম্মণাং। ক্রিয়াণাং যজ্ঞাদীনামিহ জন্মনি জন্মান্তরে বাঽনুষ্ঠিতানামুপাত্তদুরিতক্ষয়হেতুত্বেন সত্ত্বশুদ্ধিকারণানাং তৎকারণত্বেন চ জ্ঞানোৎপত্তিদ্বারেণ জ্ঞাননিষ্ঠাহেতূনাম্—

জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ।
যথাদর্শতলপ্রখ্যে পশ্যত্যাত্মানমাত্মনি॥

ইত্যাদি স্মরণাদনারম্ভাদনমুষ্ঠানাৎ নৈষ্কর্ম্ম্যং নিষ্কর্ম্মভাবং কর্ম্মশূন্যতাং জ্ঞানযোগেন নিষ্ঠাং—নিষ্ক্রিয়াত্মস্বরূপেণৈবাবস্থানমিতি যাবৎ—পুরুষো নাশ্নুতে ন প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ।

কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং নাশ্নুত ইতি বচনাত্তদ্বিপর্য্যয়াৎ তেষামারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যমশ্নুত ইতি গম্যতে। কস্মাৎ পুনঃ কারণাৎ কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং নাশ্নুত ইতি? উচ্যতে—কর্ম্মারম্ভস্যৈব নৈষ্কর্ম্ম্যোপায়ত্বাৎ। ন হ্যুপায়মন্তরেণোপেয়প্রাপ্তিরস্তি। কর্ম্মযোগোপায়ত্বং চ নৈষ্কর্ম্ম্যলক্ষণস্য জ্ঞানযোগস্য শ্রুতাবিহ চ প্রতিপাদনাৎ। শ্রুতৌ তাবৎ প্রকৃতস্যাত্মলোকস্য বেদ্যস্য বেদনোপায়ত্বেন তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন (ক) ইত্যাদিনা কর্ম্মযোগস্য জ্ঞানযোগোপায়ত্বং প্রতিপাদিতম্। ইহাপি চ

সংন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥

ইত্যাদি প্রতিপাদয়িষ্যতি। নহু চ অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দত্ত্বা নৈষ্কর্ম্ম্যমাচরেৎ (খ) ইত্যাদৌ কর্ত্তব্যকর্ম্মসংন্যাসাদপি নৈষ্কর্ম্ম্যপ্রাপ্তিং দর্শয়তি। লোকে চ কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যমিতি প্রসিদ্ধতরম্। অতশ্চ নৈষ্কর্ম্ম্যার্থিনঃ কিং কর্ম্মারম্ভেণেতি প্রাপ্তম্। অত আহ—ন চ সংন্যসনাদেবেতি। নাপি সংন্যসনাদেব কেবলাৎ কর্ম্মপরিত্যাগমাত্রাদেব জ্ঞানরহিতাৎ সিদ্ধিং নৈষ্কর্ম্ম্যলক্ষণাং জ্ঞানযোগেন নিষ্ঠাং সমধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি॥ ৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অতঃ সম্যক্চিত্তশুদ্ধ্যা জ্ঞানোৎপত্তিপর্য্যন্তং বর্ণাশ্রমোচিতানি কর্ম্মাণি কর্ত্তব্যানি। অন্যথা চিত্তশুদ্ধ্যভাবেন জ্ঞানানুৎপত্তেরিত্যাহ—ন কর্ম্মণামিতি। কর্ম্মণামনারম্ভাদননুষ্ঠানান্নৈষ্কর্ম্ম্যং জ্ঞানং নাশ্নুতে ন প্রাপ্নোতি। নহু চৈতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্র ব্রজন্তীতি (গ) শ্রুত্যা সংন্যাসস্য মোক্ষাঙ্গত্বশ্রুতেঃ সংন্যাসাদেব মোক্ষো

(ক) বৃ—উ—৪।৪।২২। (খ) প্রাণাগ্নি—২। (গ) বৃ—উ—৪.৪।২২।

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥ ৫ ॥

ভবিষ্যতি। কিং কর্ম্মভিঃ? ইত্যাশঙ্ক্যোক্তং—ন চেতি। চিত্তশুদ্ধিং বিনা কৃতাৎ সংন্যসনাদেব জ্ঞানশূন্যাৎ সিদ্ধিং মোক্ষং ন সমধিগচ্ছতি ন প্রাপ্নোতি ॥ ৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাহনাশকেন" শ্রুতি (ক)। নিজ নিজ বর্ণাশ্রমোচিত বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, তপস্যা ইত্যাদি নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়া যিনি নিষ্কাম হইয়া অনুষ্ঠান না করেন, তাঁহার অন্তঃকরণ-শুদ্ধি হয় না। চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত আত্মজ্ঞানের উদয় হইবে কোথা হইতে? যদি বল, সর্ব্বকর্ম্ম-সন্ন্যাসও কোন কোন শ্রুতিতে জ্ঞানলাভের হেতু বলিয়া কথিত হইয়াছে। যথা "এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্র ব্রজন্তি" ইতি (খ)। "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগে-নৈকে অমৃতত্বমানশুঃ।" (গ) সন্ন্যাসিগণ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম লোক প্রাপ্ত হয়েন। ব্রহ্মলাভেচ্ছু ব্যক্তিগণ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের দ্বারা, পুত্র বা ধনাদির দ্বারা ব্রহ্ম লাভ করা যায় না, কেবল ত্যাগই অমৃতত্ব লাভের একমাত্র কারণ। অতএব সন্ন্যাসগ্রহণপূর্ব্বক কর্ম্মত্যাগই কর্ত্তব্য। অর্জ্জুনের এই শঙ্কা নিরসনার্থ ভগবান্ বলিতেছেন, কর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধি সাধন ব্যতীত সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেও জীব মুক্তিভাগী হয় না। চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত সন্ন্যাসই অসম্ভব। "যদহরেব বি রজেৎ তদহরেব প্র ব্রজেৎ (ঘ)।" অর্থাৎ মনুষ্যের যখন সমস্ত বিষয়সুখে বৈরাগ্য হইবে, তখনই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। অশুদ্ধচিত্তের বৈরাগ্য কোথায়? যদি কেহ "দণ্ডগ্রহণ-মাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ" অর্থাৎ দণ্ডচিহ্নধারী হইলেই মনুষ্য নারায়ণের স্বরূপ হয়, এই রোচক বাক্যের বশবর্ত্তী হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, প্রত্যবায়ই হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

—:o:—

অন্বয়বোধিনী। জাতু (কখনও) কশ্চিৎ (কেহ) ক্ষণমপি (ক্ষণকালও) অকর্ম্মকৃৎ (কর্ম্ম না করিয়া) ন তিষ্ঠতি (থাকিতে পারে না), হি (যেহেতু) প্রকৃতিজৈঃ (প্রকৃতিজাত) গুণৈঃ (গুণরাশি কর্ত্তৃক) অবশঃ (বাধ্য হইয়া) সর্ব্বঃ (সকল ব্যক্তি) কর্ম্ম কার্য্যতে (কর্ম্ম করিতে) বাধ্য হয় ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। কোন ব্যক্তিই কর্ম্ম না করিয়া ক্ষণকালও থাকিতে পারে না। প্রকৃতিজাত সত্ত্বাদি গুণরাশি মনুষ্যগণকে অবশ করিয়া আপনা আপনিই কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কস্মাৎ পুনঃ কারণাৎ কর্ম্মসংন্যাসমাত্রাদেব কেবলাজ্জ্ঞান-রহিতাৎ সিদ্ধিং নৈষ্কর্ম্ম্যলক্ষণাং পুরুষো নাধিগচ্ছতীতি হেত্বাকাঙ্ক্ষায়ামাহ - ন হীতি। ন হি যস্মাৎ ক্ষণমপি কালং জাতু কদাচিদপি কশ্চিত্তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ সন্। কস্মাৎ? কার্য্যতে

(ক) বৃ—উ—৪।৪।২২। (খ) বৃ—উ—৪।৪।২২। (গ) মহানারা, ১০।৫। (ঘ) জা—উ, ৪।

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬ ॥

হি যস্মাদবশ এব কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রাণী প্রকৃতিজৈঃ প্রকৃতিতো জাতৈঃ সত্ত্বরজস্তমোভির্গুণৈঃ। অজ্ঞ ইতি বাক্যশেষঃ। যতো বক্ষ্যতি—গুণৈর্যো ন বিচাল্যত ইতি। সাংখ্যানাং পৃথক্করণাদজ্ঞানামেব কর্ম্মযোগঃ। ন জ্ঞানিনাম্। জ্ঞানিনাং তু গুণৈরচাল্যমানানাং স্বতশ্চলনাভাবাৎ কর্ম্মযোগো নোপপদ্যতে। তথা চ ব্যাখ্যাতং বেদাবিনাশিনমিত্যত্র ॥ ৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কর্ম্মণাং চ সংন্যাসস্তেষ্বনাসক্তিমাত্রম্। ন তু স্বরূপেণ। অশক্যত্বাদিতি। আহ—ন হি কশ্চিদিতি। জাতু কস্যাংচিদপ্যবস্থায়াং ক্ষণমাত্রমপি কশ্চিদপি জ্ঞানবান্ বাক্‌কর্ম্মকৃৎ কর্ম্মাণ্যকুর্ব্বাণো ন তিষ্ঠতি। তত্র হেতুঃ—প্রকৃতিজৈঃ স্বভাবপ্রভবৈ রাগদ্বেষাদিভির্গুণৈঃ সর্ব্বোঽপি জনঃ কর্ম্ম কার্য্যতে। কর্ম্মণি প্রবর্ত্ত্যতে। অবশোঽস্বতন্ত্রঃ সন্ ॥ ৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যাহার চিত্ত অবশীকৃত, সে গুণত্রয়ের অধীন হইয়া পানভোজনাদি লৌকিক এবং অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক ক্রিয়া না করিয়া স্থির থাকিতেই পারে না। অতএব মলিনচিত্তের সন্ন্যাস সম্ভবে না। সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ, প্রাকৃতিক এই গুণত্রয় হইতেই রাগ দ্বেষাদির উৎপত্তি হয়। এই গুণপ্রেরণাপরতন্ত্রতা বশতই কায়িক, বাচিক ও মানসিক ক্রিয়ার প্রবাহ হয়। সুতরাং গুণবিকারবশংবদ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি কর্ম্মের হাত এড়াইতে পারে না। অতএব অশুদ্ধচেতার কর্ম্মসন্ন্যাস কিরূপে হইবে? জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই যে একেবারে ক্রিয়াশূন্য, তাহাও নহে। কিন্তু কর্ম্মফলে অনুরাগ না থাকায় অর্থাৎ ফলোদ্দেশে কর্ম্মপ্রবর্ত্তনা না থাকায়, তাঁহাকে কর্ম্মজন্য দোষ স্পর্শ করে না। কর্ম্মানুরাগরহিত জিতেন্দ্রিয় পুরুষই সন্ন্যাসী ॥ ৫ ॥

—:০:—

অন্বয়বোধিনী। যঃ (যে) বিমূঢ়াত্মা (আত্মজ্ঞানহীন) কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি (কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহ) সংযম্য (সংযম করিয়া) মনসা (মনের দ্বারা) ইন্দ্রিয়ার্থান্ (ইন্দ্রিয়াদির বিষয়) স্মরন্ (স্মরণ পূর্ব্বক) আস্তে (অবস্থিতি করে), সঃ (সে ব্যক্তি) মিথ্যাচারঃ (কপটাচারী) উচ্যতে (কথিত হয়) ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে মূঢ় ব্যক্তি বাগাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া মনে মনে শব্দরসাদির স্মরণ পূর্ব্বক অবস্থিতি করে, সে ব্যক্তি মিথ্যাচার ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যস্ত্বনাত্মজ্ঞশ্চোদিতং কর্ম্ম নারভত ইতি তদসদেবেত্যাহ—কর্ম্মেন্দ্রিয়াণীতি। কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি হস্তাদীনি সংযম্য সংহৃত্য য আস্তে তিষ্ঠতি মনসা স্মরংশ্চিন্তয়ন্নিন্দ্রিয়ার্থান্ বিষয়ান্ বিমূঢ়াত্মা বিমূঢ়ান্তঃকরণো মিথ্যাচারো মৃষাচারঃ পাপাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬ ॥

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অতোঽন্তং কর্ম্মত্যাগিনং নিন্দতি— কর্ম্মেন্দ্রিয়াণীতি। বাক্‌পাণ্যাদীনি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য নিগৃহ্য যো মনসা ভগবদ্ধ্যানচ্ছলেনেন্দ্রিয়ার্থান্ বিষয়ান্ স্মরন্নাস্তে। অবিশুদ্ধতয়া মনস আত্মনি স্থৈর্য্যাভাবাৎ। স মিথ্যাচারঃ কপটাচারো দাম্ভিক উচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। কেবল কর্ম্মেন্দ্রিয়সংযম করিলেই সন্ন্যাস হয় না। মনের সহিত জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহকেও নিগ্রহ করিতে হয়। বাহিরের কর্ম্মত্যাগের নাম কর্ম্মসন্ন্যাস নহে। কর্ম্মে "অনুরাগ" না থাকাই প্রকৃত সন্ন্যাস। বাহিরে ক্রিয়াত্যাগ, অথচ অন্তরে ক্রিয়ার প্রবাহ, এ অবস্থায় সন্ন্যাস হয় না—এ অবস্থায় চিত্তশুদ্ধিই হয় নাই বলিতে হইবে। যে ব্যক্তি চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত কেবল আগ্রহ পূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করে, সে ব্রহ্মবিচারে অসমর্থ হইয়া বহির্ম্মুখ সন্ন্যাস জন্য পতিত হয়। ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—

"ত্বংপদার্থবিবেকায় সন্ন্যাসঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
শ্রুত্যেহ বিহিতো যস্মাত্তত্ত্যাগী পতিতো ভবেৎ ॥"

অতএব অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ সন্ন্যাসী হইলেও শ্রেয়োলাভ করিতে পারে না ॥ ৬ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। [হে] অর্জ্জুন! যঃ তু (যে ব্যক্তি) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সমূহ) মনসা (মনের দ্বারা) নিয়ম্য (সংযম পূর্ব্বক) অসক্তঃ (অনাসক্ত হইয়া) কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ (কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা) কর্ম্মযোগম্ আরভতে (অনুষ্ঠান করেন) সঃ (তিনি) বিশিষ্যতে (বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া কথিত হন) ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি মন ও জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের নিগ্রহ পূর্ব্বক ফলবাঞ্ছাবর্জ্জিত চিত্তে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি অশুদ্ধচিত্ত সন্ন্যাসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যস্ত্বিতি। যস্তু পুনঃ কর্ম্মণ্যধিকৃতোঽজ্ঞো বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন। কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈর্ব্বাক্‌পাণ্যাদিভিঃ। কিমারভত ইতি? আহ কর্ম্মযোগম্। অসক্তঃ ফলাভিসন্ধিবর্জ্জিতঃ সন্। স বিশিষ্যত ইতরস্মান্মিথ্যাচারাৎ ॥ ৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এতদ্বিপরীতঃ কর্ম্মকর্ত্তা তু শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—যস্ত্বিন্দ্রিয়াণীতি। যস্তু জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যেশ্বরপরাণি কৃত্বা কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মরূপং যোগমুপায়মারভতেঽনুতিষ্ঠতি। অসক্তঃ ফলাভিলাষরহিতঃ সন্। স বিশিষ্যতে বিশিষ্টো ভবতি। চিত্তশুদ্ধ্যা জ্ঞানবান্ ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাঽপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥ ৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। মনের বাসনা বা সঙ্কল্পের দ্বারা পরমপুরুষার্থ বা অদৃষ্ট সঞ্চিত হয়। বাহিরে ক্রিয়া করিতেছি, অন্তরে তাহার ভাবনা বা ফলকামনা নাই—এইটী মহাত্মার লক্ষণ। বাহিরের কর্ম্ম মনুষ্যকে বন্ধন করে না, কিন্তু মনের বৃত্তিপ্রবাহই জীবের সুখ দুঃখ বা বন্ধনের হেতু হইয়া থাকে। নিষ্কাম হইয়াই হউক অথবা স্পৃহাযুক্ত হইয়াই হউক কর্ম্মের অনুষ্ঠানকালে কর্ম্মেন্দ্রিয়গণের সমানই পরিশ্রম; কিন্তু মনের কেবল শুদ্ধ বা অশুদ্ধ অবস্থানুসারেই পুরুষের মুক্তি বা বন্ধন হইয়া থাকে। অতএব যিনি কৌশলক্রমে মনকে কর্ম্মসন্ন্যাসী করিতে পারিয়াছেন তিনিই সুচতুর ও মহান্ ॥ ৭ ॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। ত্বং (তুমি) নিয়তং (নিত্য) কর্ম্ম (কার্য্য) কুরু (কর), হি (যেহেতু) অকর্ম্মণঃ (কর্ম্ম না করা অপেক্ষা) কর্ম্ম (কর্ম্মকরণ) জ্যায়ঃ (শ্রেষ্ঠ)। অকর্ম্মণঃ (কর্ম্ম না করিলে) তে (তোমার) শরীরযাত্রা অপি চ (শরীরধারণ ব্যাপার ও) ন প্রসিধ্যেৎ (নির্ব্বাহিত হইবে না) ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। তুমি নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান কর। কেননা কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করাই শ্রেষ্ঠ। বিশেষতঃ কর্ম্ম না করিলে তোমার শরীরযাত্রাই নির্ব্বাহিত হইবে না ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যত এবমতঃ—নিয়তমিতি। নিয়তং নিত্যং শাস্ত্রোপদিষ্টম্। যো যস্মিন্ কর্ম্মণ্যধিকৃতঃ ফলায় চাশ্রুতং তন্নিয়তং কর্ম্ম। তৎ কুরু ত্বম্। হে অর্জ্জুন। যতঃ কর্ম্ম জ্যায়োঽধিকতরং ফলতঃ। হি যস্মাদকর্ম্মণোঽকরণাদনারম্ভাৎ। কথং? শরীরযাত্রা শরীরস্থিতিরপি চ তে তব ন প্রসিধ্যেৎ প্রসিদ্ধিং ন গচ্ছেদকর্ম্মণোঽকরণাৎ। অতো দৃষ্টঃ কর্ম্মাকর্ম্মণোরর্থবিশেষো লোকে ॥ ৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। নিয়তমিতি। যস্মাদেবং তস্মান্নিয়তং নিত্যং কর্ম্ম সন্ধ্যোপাসনাদি কুরু। হি যস্মাদকর্ম্মণঃ সর্ব্বকর্ম্মণোঽকরণাৎ সকাশাৎ কর্ম্মকরণং জ্যায়োঽধিকতরম্। অন্যথাঽকর্ম্মণঃ সর্ব্বকর্ম্মশূন্যস্য তব শরীরযাত্রা শরীরনির্ব্বাহোঽপি ন প্রসিধ্যেন্ন ভবেৎ ॥ ৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবান্ বলিতেছেন, যতদিন তোমার চিত্তশুদ্ধি না হয়, ততদিন তুমি স্বর্গাদিফলকামনাশূন্য হইয়া শ্রুতিস্মৃতিপ্রতিপাদিত সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্য কর্ম্ম এবং শ্রাদ্ধাদি নৈমিত্তিক ক্রিয়া, অর্থাৎ বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মকলাপের অনুষ্ঠান কর। ধর্ম্ম, সত্য, দম, দান, প্রজনন, আহিতাগ্নি, অগ্নিহোত্র, যজ্ঞ, মানস প্রভৃতি সাধন, সন্ন্যাসের অধিকারমূলক। এতাবৎ উত্তমরূপ অভ্যস্ত না হইলে কেহই সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে পারে

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯ ॥

না। বিশেষতঃ কাহারও কাহারও মতে, সন্ন্যাসাশ্রমে তোমার অধিকার নাই। কেহ কেহ বলেন, "চত্বার আশ্রমা ব্রাহ্মণস্য। ত্রয়ো রাজন্যস্য। দ্বৌ বৈশ্যস্য"। ইতি। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চতুরাশ্রমে ব্রাহ্মণের অধিকার, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ এই আশ্রমত্রয়মাত্রে ক্ষত্রিয়ের অধিকার, এবং ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্য এই আশ্রমদ্বয়ে বৈশ্যের অধিকার। অতএব তুমি ক্ষত্রিয় হইয়া সন্ন্যাসী কিরূপে হইবে? তুমি যদি ক্ষত্রিয়োচিত যুদ্ধাদি না কর, এবং সন্ন্যাসীর ভিক্ষাবৃত্তিতেও যখন তুমি অনধিকারী, তখন দেখিতেছি তোমার জীবিকানির্ব্বাহ হওয়াই কঠিন। এরূপ ইঙ্গিতে পাছে অর্জ্জুন বলেন যে ব্রাহ্মণ ব্যতীত যে অন্যের সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে নাই তাহা নহে, তবে "দণ্ডাদিলিঙ্গধারণং ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োর্নিষিদ্ধম্" অর্থাৎ সন্ন্যাসী হইতে কাহারও নিষেধ নাই, তবে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যের পক্ষে "দণ্ডী" হওয়া নিষিদ্ধ। কেননা স্মৃত্যন্তরে ইহা স্পষ্টই লিখিত আছে যে—

"ঋণত্রয়মপাকৃত্য নির্ম্মমো নিরহংকৃতিঃ।
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বাঽথ বৈশ্যো বা প্রব্রজেদ্ গৃহাৎ॥"

ঋষিঋণ দেবঋণ ও পিতৃঋণ পরিশোধ করিয়া নির্ম্মম ও নিরহঙ্কৃত হইয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য গৃহত্যাগ পূর্ব্বক পরিব্রাজক হইবেন। অতএব আমি ক্ষত্রিয় হইলেও সন্ন্যাসগ্রহণে আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। তাই ভগবান্ বলিতেছেন, যে তুমি মহাবীর রাজতনয়, পরকে দান করা তোমার অভ্যাস আছে, কিন্তু পরের নিকট ভিক্ষা করা তোমার অভ্যাস নাই। সন্ন্যাসী হইলেও তুমি অন্যান্য সন্ন্যাসীর ন্যায় যাচ্ঞা করিতে পারিবে না, সুতরাং তোমার উদরান্ন নির্ব্বাহ হওয়াই ভার হইবে ॥ ৮ ॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। যজ্ঞার্থাৎ (ঈশ্বরারাধনার্থ) কর্ম্মণঃ (কর্ম্ম হইতে) অন্যত্র (অন্য কর্ম্মানুষ্ঠানে) অয়ং লোকঃ (মনুষ্যগণ) কর্ম্মবন্ধনঃ (বন্ধনদশাগ্রস্ত হয়), [হে] কৌন্তেয় (কুন্তীনন্দন!) [তুমি] মুক্তসঙ্গঃ (নিষ্কাম হইয়া) তদর্থং (ভগবানের উদ্দেশে) কর্ম্ম সমাচর (কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর) ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। মনুষ্যগণ ভগবদারাধনার্থ কর্ম্ম না করিয়া অন্যথা অনুষ্ঠান করায় বন্ধনদশাগ্রস্ত হয়। হে কৌন্তেয়! তুমি সেইজন্য ফলকামনারহিত হইয়া ভগবদুদ্দেশে কর্ম্মানুষ্ঠান কর ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যচ্চ মন্যসে বন্ধার্থত্বাৎ কর্ম্ম ন কর্ত্তব্যমিতি—তদপ্যসৎ। কথং?—যজ্ঞার্থাদিতি। যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতি (ক) শ্রুতের্যজ্ঞ ঈশ্বরঃ। তদর্থং যৎ ক্রিয়তে তদ্যজ্ঞার্থং

(ক) কৃষ্ণযজুর্ব্বেদতৈত্তিরীয়সংহিতা, ১.৭.৪.৪।

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥ ১০ ॥

কর্ম্ম। তস্মাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্রাঽন্যেন কর্ম্মণা লোকোঽয়মধিকৃতঃ কর্ম্মকৃৎ কর্ম্মবন্ধনঃ। কর্ম্ম বন্ধনং যস্য সোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনো লোকঃ। ন তু যজ্ঞার্থাৎ। অতস্তদর্থং যজ্ঞার্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ কর্ম্মফলসঙ্গবর্জ্জিতঃ সন্ সমাচর নির্ব্বর্ত্তয় ॥ ৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। সাংখ্যাস্তু সর্ব্বমপি কর্ম্ম বন্ধকত্বান্ন কার্য্যমিত্যাহুঃ। তন্নিরাকুর্ব্বন্নাহ—যজ্ঞার্থাদিতি। যজ্ঞোঽত্র বিষ্ণুঃ। যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতি (ক) শ্রুতেঃ। তদারাধনার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র তদেকং বিনা লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ কর্ম্মভির্ব্বধ্যতে। ন স্বীশ্বরারাধনার্থেন কর্ম্মণা। অতস্তদর্থং বিষ্ণুপ্রীত্যর্থং মুক্তসঙ্গো নিষ্কামঃ সন্ কর্ম্ম সম্যগাচর ॥ ৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। "কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুর্ব্বিদ্যয়া চ বিমুচ্যতে" (খ)। কর্ম্মের দ্বারাই জীব সংসারবন্ধনদশাপ্রস্ত হয় এবং বিদ্যা দ্বারা তাহা হইতে মুক্তি লাভ করে। ইহাতে কর্ম্ম ত্যাগ করাই বিধেয়। এই শাস্ত্রীয়সিদ্ধান্তশঙ্কাপরিহারার্থ ভগবান্ বলিতেছেন যে, যে কর্ম্ম ভগবানের [যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ (ক)] উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয়, ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকায় তাহাতে জীবের বন্ধন হয় না। অতএব তুমি কেবল ভগবদুপাসনার্থ শ্রদ্ধাভক্তিপূর্ব্বক আশ্রমোচিত কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান কর ॥ ৯ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। পুরা (পূর্ব্বে) প্রজাপতিঃ (ব্রহ্মা) সহযজ্ঞাঃ (যজ্ঞের সহিত) প্রজাঃ (জীবসকল) সৃষ্ট্বা (সৃষ্টি করিয়া) উবাচ (বলিয়াছিলেন)—অনেন যজ্ঞেন (এই যজ্ঞের দ্বারা) প্রসবিষ্যধ্বম্ (বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও); এষঃ (এই যজ্ঞ) বঃ (তোমাদিগের) ইষ্ট-কামধুক্ (অভীষ্টভোগপ্রদ) অস্তু (হউক) ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ। কল্পারম্ভে প্রজাপতি যজ্ঞাধিকারী জীবগণকে সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন যে এই যজ্ঞের দ্বারা তোমরা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে; এই যজ্ঞই তোমাদিগের মনোবাঞ্ছিত ফল প্রদান করুক ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ইতশ্চাধিকৃতেন কর্ম্ম কর্ত্তব্যং—সহযজ্ঞা ইতি। সহযজ্ঞা যজ্ঞসহিতাঃ। প্রজাস্ত্রয়োবর্ণাঃ। তাঃ সৃষ্ট্বোৎপাদ্য। পুরা পূর্ব্বং সর্গাদৌ। উবাচোক্তবান্। প্রজাপতিঃ প্রজানাং স্রষ্টা। অনেন যজ্ঞেন প্রসবিষ্যধ্বম্। প্রসবো বৃদ্ধিরুৎপত্তিঃ। তাং কুরুধ্বম্। এষ যজ্ঞো বো যুষ্মাকমস্তু ভবত্বিষ্টকামধুক্। ইষ্টানভিপ্রেতান্ কামান্ ফলবিশেষান্ দোগ্ধীতীষ্টকামধুক্ ॥ ১০ ॥

(ক) কৃষ্ণযজুর্ব্বেদতৈত্তিরীয়সংহিতা, ১।৭।৪।৪। (খ) মহাভারত শান্তিপর্ব্ব, ২৪০।৭।

দেবান্ ভাবয়তাঽনেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। প্রজাপতিবচনাদপি কর্ম্মকর্ত্তৈব শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—সহযজ্ঞা ইতি চতুর্ভিঃ। যজ্ঞেন সহ বর্ত্তন্ত ইতি সহযজ্ঞাঃ। যজ্ঞাধিকৃতা ব্রাহ্মণাদ্যাঃ প্রজাঃ পুরা সর্গাদৌ সৃষ্ট্বেদমুবাচ ব্রহ্মা—অনেন যজ্ঞেন প্রসবিষ্যধ্বম্। প্রসবো হি বৃদ্ধিঃ। উত্তরোত্তরাভিবৃদ্ধিং লভধ্বমিত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ—এষ যজ্ঞো বো যুষ্মাকমিষ্টকামধুক্। ইষ্টান্ কামান্ দোগ্ধীতি তথা। অভীষ্টভোগপ্রদোঽস্ত্বিত্যর্থঃ। অত্র চ যজ্ঞগ্রহণমাবশ্যককর্ম্মোপলক্ষণার্থম্। কাম্যকর্ম্মপ্রশংসা তু প্রকরণেঽসঙ্গতাপি সামান্যতোঽকর্ম্মণঃ কর্ম্ম শ্রেষ্ঠমিত্যেতদর্থেত্যদোষঃ ॥ ১০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। "সহযজ্ঞ" অর্থাৎ কর্ম্মাধিকারী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে সম্বোধন করিয়া প্রজাপতি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে কাম্য কর্ম্মেরই উদ্‌ঘোষণা হইল। কিন্তু "মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূঃ" এই বচনে কাম্য কর্ম্মের নিষেধও করা হইয়াছে, এবং গীতাতেও কাম্য কর্ম্মের প্রসঙ্গ নাই। এজন্য ব্রহ্মার উক্তি এস্থলে নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে এ আশঙ্কা বিদূরিত হইবে। "প্রজাগণ! তোমরা কামনা করিয়া ফলপ্রাপ্তির জন্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিও" ব্রহ্মা একথা বলেন নাই; কর্ত্তব্যানুরোধে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, ইহাই ব্রহ্মার উদ্দেশ্য; কিন্তু এই কর্ম্মসাধন মধ্যে যে দিব্য শক্তি নিহিত আছে, তাহারই পোষণার্থ ব্রহ্মা বলিলেন, তোমরা নিয়মিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিও, তাহারই অলৌকিক প্রভাবে তোমরা যখন যাহা বাসনা করিবে তাহা সিদ্ধ হইতে থাকিবে। লোকে আম্রফলেরই জন্য যেমন আম্রবৃক্ষ রোপণ করে, কিন্তু ছায়া ও মুকুলের সদ্গন্ধ তাহারা বিনা চেষ্টাতেই পাইয়া থাকে, সেইরূপ কর্ত্তব্যের অনুরোধেই কর্ম্ম সাধন করিবে, কিন্তু অনুষ্ঠানের ফলকামনা না করিলেও উহা স্বতঃই প্রাপ্ত হইবে। ফলের ইচ্ছা না থাকিলেও কর্ম্মের স্বভাবগুণেই ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। স্মৃতিতে বিহিত আছে—

"সন্ধ্যামুপাসতে যে তু সততং শংসিতব্রতাঃ।
বিধূতপাপাস্তে যান্তি ব্রহ্মলোকমনাময়ম্ ॥" (ক)

যাহারা শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক নিয়মিত সন্ধ্যা উপাসনা করে, তাহারা সর্ব্বপাপপরিশূন্য হইয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি "প্রার্থনার" বশবর্ত্তী হইয়া তুমি নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া করিও না। কিন্তু নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া তুমি নিয়মিত রূপে করিতে থাকিলে কর্ম্মের স্বভাবগুণে তুমি ব্রহ্মলোক আপনা আপনিই প্রাপ্ত হইবে ॥ ১০ ॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। অনেন (এই যজ্ঞ দ্বারা) [তোমরা] দেবান্ (দেবতাগণকে) ভাবয়ত (সন্তুষ্ট কর); তে দেবাঃ (সেই দেবতাগণ) বঃ (তোমাদিগকে) ভাবয়ন্তু

(ক) ব্রাহ্মসর্ব্বস্বধৃত যমবচন।

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দ্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ ॥১২॥

(সংবর্দ্ধিত করুন); [এইরূপে] পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ (পরস্পরের সন্তোষ সাধন দ্বারা) [তোমরা] পরং শ্রেয়ঃ (পরম মঙ্গল) অবাপ্স্যথ (লাভ করিবে)॥ ১১॥

বঙ্গানুবাদ। হে প্রজাগণ! এই যজ্ঞাদি কর্ম্ম দ্বারা তোমরা দেবগণকে সন্তুষ্ট কর, এবং দেবগণও তোমাদিগকে সন্তুষ্ট করুন। এইরূপে পরস্পরের সন্তোষ সাধন দ্বারা তোমরা কল্যাণ লাভ কর॥ ১১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কথং?—দেবানিতি। দেবানিন্দ্রাদীন্ ভাবয়ত বর্দ্ধয়ত। অনেন যজ্ঞেন। তে দেবা ভাবয়ন্ত্বাপ্যায়য়ন্তু বৃষ্ট্যাদিনা বো যুষ্মান্। এবং পরস্পরমন্যোন্যং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমপি মোক্ষলক্ষণং জ্ঞানপ্রাপ্তিক্রমেণাঽবাপ্স্যথ। স্বর্গং বা পরং শ্রেয়োঽবাপ্স্যথ॥ ১১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কথমিষ্টকামদোগ্ধা যজ্ঞো ভবেদিতি? অত্রাহ—দেবানিতি। অনেন যজ্ঞেন যূয়ং দেবান্ ভাবয়ত হবির্ভাগৈঃ সংবর্দ্ধয়ত। তে চ দেবা বো যুষ্মান্ সংবর্দ্ধয়ন্তু বৃষ্ট্যাদিনাঽন্নোৎপত্তিদ্বারেণ। এবমন্যোঽন্যং সংবর্দ্ধয়ন্তো দেবাশ্চ যূয়ং চ পরস্পরং শ্রেয়োঽভীষ্টমর্থমবাপ্স্যথ প্রাপ্স্যথ॥ ১১॥

গীতার্থসন্দীপনী। যজ্ঞাদি দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে তৃপ্ত করিলে, তাঁহাদের জলবর্ষণাদি দ্বারা পৃথিবী শস্যশালিনী হইবে; তাহাতে তোমরা তৃপ্ত হইবে। এইরূপে তোমাদের কার্য্যে দেবতাগণের এবং দেবতাগণের কার্য্যে তোমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। ইন্দ্রাদি দেবতার সেবা করিলে তোমরা স্বর্গলাভও করিবে॥ ১১॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। দেবাঃ (দেবতাগণ) যজ্ঞভাবিতাঃ (যজ্ঞের দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া) ইষ্টান্ (বাঞ্ছিত) ভোগান্ (ভোগসমূহ) বঃ (তোমাদিগকে) দাস্যন্তে (দিবেন), হি (যেহেতু) তৈঃ (তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক) দত্তান্ (প্রদত্ত) [ভোগ] এভ্যঃ (তাঁহাদিগকে) অপ্রদায় (প্রদান না করিয়া) যঃ ভুঙ্‌ক্তে (যে ভোগ করে) সঃ (সে) স্তেন এব (নিশ্চয় চৌর)॥১২॥

বঙ্গানুবাদ। যজ্ঞের দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া দেবতাগণ তোমাদের মনোবাঞ্ছিত ভোগ দান করিবেন। এই দেবদত্ত ভোগ লাভ করিয়া, যে ব্যক্তি দেবতাদিগকে প্রদান না করিয়া স্বয়ং ভোগ করে, সে চৌর॥ ১২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ - ইষ্টান্ ভোগানিতি। ইষ্টানভিপ্রেতান্ ভোগান্ হি বো যুষ্মভ্যং দেবা দাস্যন্তে বিতরিষ্যন্তি স্ত্রীপশুপুত্রাদীন্। যজ্ঞভাবিতা যজ্ঞৈর্বর্দ্ধিতাঃ। তোষিতা ইত্যর্থঃ। তৈর্দ্দেবৈর্দ্দত্তান্ ভোগানপ্রদায়াঽদত্বা—আনৃণ্যমকৃত্বেত্যর্থঃ—এভ্যো দেবেভ্যঃ। যো ভুঙ্‌ক্তে স্বদেহেন্দ্রিয়াণ্যেব তর্পয়তি। স্তেন এব তস্কর এব স দেবাদিস্বাপহারী॥ ১২॥

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এতদেব স্পষ্টীকুর্ব্বন্ কর্ম্মাঽকরণে দোষমাহ—ইষ্টা-নিতি। যজ্ঞৈর্ভাবিতাঃ সন্তো দেবা বৃষ্ট্যাদিদ্বারেণ বো যুষ্মভ্যং ভোগান্ দাস্যন্তে হি। অতো দেবৈর্দ্দত্তানন্নাদীনেভ্যো দেবেভ্যঃ পঞ্চযজ্ঞাদিভিরদত্ত্বা যো ভুঙ্‌ক্তে স তু স্তেনশ্চৌর এব জ্ঞেয়ঃ ॥ ১২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। দেবতাগণ সন্তুষ্ট হইলে, মনুষ্য অন্ন, পশু ও সুবর্ণ আদি মনোবাঞ্ছিত ভোগ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হয়। এতাবৎ দেবদত্ত ঋণ স্বরূপ জানিতে হইবে। দেবতাদিগের তৃপ্তির জন্ম ব্রীহিযবাদির দ্বারা বৈশ্বদেব, অগ্নিহোত্র ও জাতেষ্টি ইত্যাদি দেবোদ্দেশে যাগ করিবে। যে ব্যক্তি এরূপ না করিয়া কেবল নিজে ভোগ করিতে থাকে, সে পরস্বাপহারী কৃতঘ্ন চৌরের ন্যায় কার্য্য করে বলিতে হইবে ॥ ১২ ॥

:০:-

অন্বয়বোধিনী। যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ (যজ্ঞাবশেষভোজী) সন্তঃ (সৎপুরুষগণ) সর্ব্বকিল্বিষৈঃ (সকল পাপ কর্ত্তৃক) মুচ্যন্তে (মুক্ত হয়েন); যে তু পাপাঃ (যে পাপাত্মা পুরুষগণ) আত্মকারণাৎ (আপনাদিগের জন্ম) পচন্তি (পাক করে), তে (তাহারা) অঘং (পাপ) ভুঞ্জতে (ভোজন করে) ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। যাঁহারা যজ্ঞাবশেষ অন্ন ভোজন করেন, তাঁহারা সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়েন। যে পাপাত্মা পুরুষগণ কেবল আপনাদিগের জন্যই অন্ন পাক করিয়া থাকে, তাহারা পাপই মাত্র ভোজন করিয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যে পুনঃ—যজ্ঞশিষ্টাশিন ইতি। দেবযজ্ঞাদীন্নির্ব্বর্ত্ত্য তচ্ছিষ্ট-মশনমমৃতাখ্যমশিতুং শীলং যেষাং তে যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ সর্ব্বৈঃ পাপৈশ্চু-ল্ল্যাদিপঞ্চসূনাকৃতৈঃ। প্রমাদকৃতহিংসাদিজনিতৈশ্চান্যৈঃ। যে ত্বাত্মম্ভরয়ো ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপম্। স্বয়মপি পাপাঃ। যে পচন্তি পাকং নির্ব্বর্ত্তয়ন্তি। আত্মকারণাদাত্মহেতোঃ ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অতশ্চ যজন্ত এব শ্রেষ্ঠাঃ। নেতর ইত্যাহ—যজ্ঞ-শিষ্টাশিন ইতি। বৈশ্বদেবাদিযজ্ঞাবশিষ্টং যেঽশ্নন্তি তে পঞ্চসূনাকৃতৈঃ সর্ব্বৈঃ কিল্বিষৈর্মুচ্যন্তে। পঞ্চসূনাশ্চ স্মৃতাবুক্তাঃ—কণ্ডনী পেষণী চুল্লী চোদকুম্ভী চ মার্জ্জনী। পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য তাভিঃ স্বর্গং ন গচ্ছতি ॥ ইতি। যে ত্বাত্মনো ভোজনার্থমেব পচন্তি—ন তু বৈশ্বদেবাদ্যর্থং—তে পাপা দুরাচারা অঘমেব ভুঞ্জতে। ১৩।

গীতার্থসন্দীপনী। শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক যাঁহারা বেদবিহিত কার্য্য করেন, তাঁহার নিষ্পাপ হয়েন। দেবনিবেদিত প্রসাদ ভোজন করিলে মনুষ্য পবিত্র হইয়া থাকে।

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ॥ ১৪॥

যাহারা কেবল মাত্র নিজ উদরভরণার্থই ভোজনের আয়োজন করে, তাহারা পঞ্চসূনাদি পাপ হইতে নিস্তার পায় না।

"কণ্ডনী পেষণী চুল্লী চোদকুম্ভী চ মার্জ্জনী।
পঞ্চসূনা গৃহস্থস্ত তাভিঃ স্বর্গং ন বিন্দতি॥
পঞ্চসূনাকৃতং পাপং পঞ্চযজ্ঞৈর্ব্যপোহতি।"

গৃহস্থদিগের উদূখল, জাঁতা, চুল্লী, জলকুম্ভী ও ঝাঁটা এই পাঁচ প্রকার জীবহিংসার স্থান আছে। ইহাদিগকে সূনা বলে। "সূনা" শব্দের অর্থ বধস্থান। এই হিংসার জন্য স্বর্গলাভের সম্ভাবনা নাই। পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা এই পঞ্চ পাপের নিবৃত্তি হয়।

"ঋষিযজ্ঞং দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞং চ সর্ব্বদা।
নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞং চ যথাশক্তি ন হাপয়েৎ॥" (ক)

বেদাধ্যয়ন ও সন্ধ্যা উপাসনাদির নাম ঋষিযজ্ঞ। অগ্নিহোত্রাদি দেবযজ্ঞ। বলিবৈশ্বদেব ভূতযজ্ঞ। অন্নাদির দ্বারা অতিথি সৎকারের নাম নৃযজ্ঞ। শ্রাদ্ধ তর্পণাদি পিতৃযজ্ঞ বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান না করিয়া ভোজন করিলে সে অন্ন পাপস্বরূপ মাত্র॥ ১৩॥

—:o:—

অন্বয়বোধিনী। অন্নাৎ (অন্ন হইতে) ভূতানি (প্রাণিগণ) ভবন্তি (উৎপন্ন হয়); পর্জ্জন্যাৎ (মেঘ হইতে) অন্নসম্ভবঃ (অন্নের জন্ম হয়); যজ্ঞাৎ (যজ্ঞ হইতে) পর্জ্জন্যঃ (মেঘ) ভবতি (উৎপন্ন হয়), যজ্ঞঃ (যজ্ঞ) কর্ম্মসমুদ্ভবঃ (কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন)॥১৪॥

বঙ্গানুবাদ। অন্ন হইতে শরীর উৎপন্ন হয়; মেঘের বৃষ্টি হইতে অন্ন জন্মে; এবং যজ্ঞ হইতে মেঘ এবং কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ উৎপন্ন হইয়া থাকে॥ ১৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ইতশ্চাধিকৃতেন কর্ম্ম কর্ত্তব্যম্। জগচ্চক্রপ্রবৃত্তিহেতুর্হি কর্ম্ম। কথমিতি? উচ্যতে—অন্নাদ্ভবন্তীতি। অন্নাদ্ভুক্তাল্লোহিতরেতঃপরিণতাৎ প্রত্যক্ষং ভবন্তি জায়ন্তে ভূতানি। পর্জ্জন্যাদ্বৃষ্টেরন্নস্য সম্ভবোঽন্নসম্ভবঃ। যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যঃ। অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ॥ ইতি স্মৃতেঃ (খ)। যজ্ঞোঽপূর্ব্বং। স চ যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ। ঋত্বিগ্‌যজমানয়োশ্চ ব্যাপারঃ কর্ম্ম। ততঃ সমুদ্ভবো যস্য যজ্ঞস্যাঽপূর্ব্বস্য স যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ॥ ১৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। জগচ্চক্রপ্রবৃত্তিহেতুত্বাদপি কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যাহ—অন্নাদিতি ত্রিভিঃ। অন্নাচ্ছুক্রশোণিতরূপেণ পরিণতাদ্ভূতান্যুৎপদ্যন্তে। অন্নস্য চ সম্ভবঃ

(ক) মনু। (খ) মনু, ৩,৭৬।

কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১৫॥

পর্জ্জন্যাদ্বৃষ্টেঃ। স চ পর্জ্জন্যো যজ্ঞাদ্ভবতি। স চ যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ। কর্ম্মণা যজমানাদিব্যাপারেণ সম্যঙ্নিষ্পদ্যত ইত্যর্থঃ। অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ ॥ (ক) ইতি স্মৃতেঃ ॥ ১৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। স্ত্রীপুরুষের অন্নজাত শুক্রশোণিতসংযোগে শরীর উৎপন্ন হইয়া থাকে। যদি বৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে ব্রীহিযবাদির উৎপত্তি হইবে কোথা হইতে? ধর্ম্মসাধনশক্তিজনিত অপূর্ব্ব বা অদৃষ্টই যজ্ঞস্বরূপ। এই যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান না হইলে মন্ত্রপূত ঘৃতাদির পুষ্টিকর কণিকাবাহী ও বিশুদ্ধ বৈদিক মন্ত্রে নির্ম্মলীভূত দিব্যশক্তি সম্পন্ন ধূমরাশি উত্থিত হইয়া সারগর্ভ জলভারে আক্রান্ত মেঘরাশি রচনা করিবে কিরূপে?

"অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ ॥" (ক) ॥

বৈদিক অগ্নিতে প্রাতঃ ও সায়ং কালে শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক যে ঘৃতাদি পদার্থের আহুতি প্রদত্ত হয়, সেই দিব্যশক্তি সম্পন্ন আহুতি আকর্ষক আদিত্য হইতে মেঘ দ্বারা জলবর্ষণ হয়। এই জলের গুণেই পুষ্টিগর্ভ ব্রীহিযবাদি জন্মে, এবং এই অন্ন হইতেই মনুষ্যাদির শরীর উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মরূপ যজ্ঞ, অগ্নিহোত্র, কারীরী ইষ্টি আদি কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥১৪॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। কর্ম্ম (কর্ম্মকে) ব্রহ্মোদ্ভবং (বেদোৎপন্ন) বিদ্ধি (জানিও), ব্রহ্ম (বেদ) অক্ষরসমুদ্ভবং (পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন), তস্মাৎ (অতএব) সর্ব্বগতং (সর্ব্বত্র অবস্থিত) ব্রহ্ম (পরব্রহ্ম) যজ্ঞে নিত্যং (সদা) প্রতিষ্ঠিতম্ (প্রতিষ্ঠিত আছেন) ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। অগ্নিহোত্র আদি কর্ম্মসকল বেদ হইতে উৎপন্ন, এবং বেদ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব সর্ব্বগত অবিনাশি পরব্রহ্ম ধর্ম্মরূপ যজ্ঞাদিতে সদাই প্রতিষ্ঠিত আছেন ॥ ১৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তচ্চৈবংবিধং কর্ম্ম কুতো জাতমিতি? আহ—কর্ম্মেতি। তচ্চ কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবম্। ব্রহ্ম বেদঃ। স উদ্ভবঃ কারণং যস্য তৎ কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি জানীহি। ব্রহ্ম পুনর্ব্বেদাখ্যমক্ষরসমুদ্ভবম্। অক্ষরং ব্রহ্ম পরমাত্মা সমুদ্ভবো যস্য তদক্ষরসমুদ্ভবং ব্রহ্ম। বেদ ইত্যর্থঃ। যস্মাৎ সাক্ষাৎ পরমাত্মাখ্যাদক্ষরাৎ পুরুষনিঃশ্বাসবৎ সমুদ্ভূতং ব্রহ্ম তস্মাৎ সর্ব্বার্থপ্রকাশকত্বাৎ সর্ব্বগতমপি সন্নিত্যং সদা যজ্ঞবিধিপ্রধানত্বাদ্যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তথা—কর্ম্মেতি। তচ্চ যজমানাদিব্যাপাররূপং কর্ম্ম

(ক) মনু, ৩৷৭৬।

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ১৬ ॥

ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি। ব্রহ্ম বেদঃ। তস্মাৎ প্রবৃত্তং জানীহি। তচ্চ বেদাখ্যং ব্রহ্মাক্ষরাৎ পরব্রহ্মণঃ সমুদ্ভূতং জানীহি। অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদ ইতি (ক) শ্রুতেঃ। যত এবমক্ষরাদেব যজ্ঞপ্রবৃত্তেরত্যন্তমভিপ্রেতো যজ্ঞঃ—তস্মাৎ সর্ব্বগতমপ্যক্ষরং ব্রহ্ম নিত্যং সর্ব্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্। যজ্ঞেনোপায়ভূতেন প্রাপ্যত ইতি যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতমুচ্যত ইতি। উদ্যমস্থা সদা লক্ষ্মীরিতিবৎ। যদ্বা যস্মাজ্জগচ্চক্রস্য মূলং কর্ম্ম তস্মাৎ সর্ব্বগতং মন্ত্রার্থ-বাদৈঃ সর্ব্বেষু সিদ্ধার্থপ্রতিপাদকেষু ভূতার্থাখ্যানাদিষু গতং স্থিতমপি বেদাখ্যং ব্রহ্ম সর্ব্বদা যজ্ঞে তাৎপর্য্যরূপেণ প্রতিষ্ঠিতম্। অতো যজ্ঞাদি কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ব্রহ্ম বেদের একটী নামান্তর মাত্র। সুতরাং বেদবিহিত কর্ম্মমাত্রই ব্রহ্মোদ্ভব বলা যায়। এতাবৎ কর্ম্মের দ্বারা অপূর্ব্বরূপ ধর্ম্ম সিদ্ধ হইয়া থাকে। বেদবিরুদ্ধশাস্ত্রকথিত কর্ম্মানুষ্ঠানে ধর্ম্মলাভ হয় না। বেদ অপৌরুষেয়, সুতরাং ইহাতে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সাদি কোন প্রকার দোষ নাই। ইহা অক্ষর পরব্রহ্মের নিঃশ্বাসস্বরূপ, অর্থাৎ বিনা চেষ্টা ও উদ্যমে অপৌরুষেয় ভাবে ইহা নির্গত হইয়াছে ॥ ১৫ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। [হে] পার্থ! যঃ (যে) এবং (এই প্রকারে) প্রবর্ত্তিতং (প্রবর্ত্তিত) চক্রম্ (কর্ম্মচক্র) ইহ (এই লোকে) ন অনুবর্ত্তয়তি (অনুবর্ত্তন না করে), সঃ অঘায়ুঃ (সেই পাপাত্মা) ইন্দ্রিয়ারামঃ (ইন্দ্রিয়াসক্ত) [পুরুষ] মোঘং (বৃথা) জীবতি (জীবন ধারণ করে) ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া এই প্রবর্ত্তিত কর্ম্মচক্রের অনুবর্ত্তন না করে, সেই ইন্দ্রিয়াসক্ত পাপযুক্ত পুরুষের জীবন বৃথা ॥১৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবমিতি। এবমীশ্বরেণ বেদযজ্ঞপূর্ব্বকং জগচ্চক্রং প্রবর্ত্তিতং যো নানুবর্ত্তয়তীহ লোকে কর্ম্মণ্যধিকৃতঃ সন্। অঘায়ুঃ—অঘং পাপমায়ুর্জীবনং যস্য সোঽঘায়ুঃ। পাপজীবন ইতি যাবৎ। ইন্দ্রিয়ারামঃ—ইন্দ্রিয়ৈরারাম আরমণমাক্রীড়া বিষয়েষু যস্য স ইন্দ্রিয়ারামঃ। মোঘং বৃথা হে পার্থ স জীবতি।

তস্মাদজ্ঞেনাধিকৃতেন কর্ত্তব্যমেব কর্ম্মেতি প্রকরণার্থঃ। প্রাগাত্মজ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতা-প্রাপ্তেস্তাদর্থ্যেন কর্ম্মযোগানুষ্ঠানমধিকৃতেনানাত্মজ্ঞেন কর্ত্তব্যমিত্যেতৎ —ন কর্ম্মণামনারম্ভাদিত্যত আরভ্য শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণ ইত্যেবমন্তেন—প্রতিপাদ্য—যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্রেত্যাদিনা মোঘং পার্থ স জীবতীত্যেবমন্তেনাপি গ্রন্থেন—প্রাসঙ্গিকমধিকৃতস্যানাত্মবিদঃ কর্ম্মানুষ্ঠানে বহু কারণমুক্তম্। তদকরণে চ দোষসংকীর্ত্তনং কৃতম্ ॥ ১৬ ॥

(ক) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ২।৪।১০।

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥ ১৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যস্মাদেবং পরমেশ্বরেণৈব ভূতানাং পুরুষার্থসিদ্ধয়ে কর্ম্মাদিচক্রং প্রবর্ত্তিতং তস্মাত্তদকুর্ব্বতো বৃথৈব জীবিতমিত্যাহ—এবমিতি। পরমেশ্বরবাক্যভূতাৎ বেদাখ্যাদ্ব্রহ্মণঃ পুরুষাণাং কর্ম্মণি প্রবৃত্তিঃ। ততঃ কর্ম্মনিষ্পত্তিঃ। ততঃ পর্জ্জন্যঃ। ততোঽন্নম্। ততো ভূতানি। ভূতানাং পুনস্তথৈব কর্ম্মপ্রবৃত্তিরিতি। এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং যো নানুবর্ত্তয়তি নানুতিষ্ঠতি সোঽঘায়ুঃ। অঘং পাপরূপমায়ুর্যস্য সঃ। যত ইন্দ্রিয়ৈর্ব্বিষয়েষ্বেবারমতি। ন ত্বীশ্বরারাধনার্থে কর্ম্মণি। অতো মোঘং ব্যর্থং স জীবতি॥ ১৬॥

গীতার্থসন্দীপনী। সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর হইতে সর্ব্বার্থপ্রকাশক বেদের প্রাদুর্ভাব হয়। বেদ হইতে কর্ম্মবুদ্ধির উৎপত্তি হয়। সেই কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান দ্বারা অপূর্ব্বরূপ ধর্ম্মের উৎপত্তি। ধর্ম্ম হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে শস্যাদি, শস্যাদি হইতে মনুষ্যাদি ভূতসকল, এবং তদনন্তর মনুষ্যসকলের দ্বারা পুনঃ কর্ম্মপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তনের নাম কর্ম্মচক্র। যে মনুষ্য এই কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করে তাহার মনুষ্যত্বহানি হয়, এবং তজ্জন্য সে ক্রমশঃ নীচযোনি প্রাপ্ত হইয়া চিরযাতনা ভোগ করিতে থাকে। কিন্তু কর্ম্মত্যাগী ব্রহ্মবিদ্গণ এ শ্রেণীভুক্ত নহেন। যে সকল মনুষ্য ইন্দ্রিয়াসক্ত ও বিষয়সেবায় নিযুক্ত হইয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করে, তাহাদের জীবন পাপযুক্ত ও ব্যর্থ। জীবন্মুক্ত বিদ্যাবান্ পুরুষগণ "ইন্দ্রিয়ারাম" নহেন। এজন্য তাঁহারা প্রত্যবায়ভাগী হয়েন না। কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ঈশ্বরারাধনা পূর্ব্বক জীবন সার্থক করাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য॥ ১৬॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। যঃ তু (যে) মানবঃ (ব্যক্তি) আত্মরতিঃ এব (আত্মাতেই প্রীত) আত্মতৃপ্তঃ চ (আত্মাতেই তৃপ্ত) আত্মনি এব (আত্মাতেই) সন্তুষ্টঃ চ (সন্তুষ্ট) স্যাৎ (হন), তস্য (তাঁহার) কার্য্যং (কর্ত্তব্য) ন বিদ্যতে (নাই)॥ ১৭॥

বঙ্গানুবাদ। **যাঁহার আত্মাতেই রতি, আত্মাতেই তৃপ্তি, এবং আত্মাতেই সন্তোষ, তাঁহার কর্ম্মানুষ্ঠান অনাবশ্যক॥ ১৭॥**

শাঙ্করভাষ্যম্। এবং স্থিতে কিমেবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং সর্ব্বেণানুবর্ত্তনীয়ম্? আহোস্বিৎ পূর্ব্বোক্তকর্ম্মযোগানুষ্ঠানোপায়প্রাপ্যামনাত্মবিদা জ্ঞানযোগেনৈব নিষ্ঠামাত্মবিদ্ভিঃ সাংখ্যৈরনুষ্ঠেয়ামপ্রাপ্তেনৈব? ইত্যেবমর্থমর্জ্জুনস্য প্রশ্নমাশঙ্ক্য স্বয়মেব বা শাস্ত্রার্থস্য বিবেকপ্রতিপত্ত্যর্থমেতং বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা নিবৃত্তমিথ্যাজ্ঞানাঃ সন্তো ব্রাহ্মণা মিথ্যাজ্ঞানবদ্ভিরবশ্যং কর্ত্তব্যেভ্যঃ পুত্রৈষণাদিভ্যো ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং শরীরস্থিতিমাত্রপ্রযুক্তং চরন্তি। ন তেষামাত্মজ্ঞাননিষ্ঠাব্যতিরেকেণান্যৎ কার্য্যমস্তীত্যেবং শ্রুত্যর্থমিহ গীতাশাস্ত্রে প্রতিপিপাদয়িষিতমাবিষ্কুর্ব্বন্নাহ ভগবান্—যস্ত্বিতি। যস্তু সাংখ্য আত্মজ্ঞাননিষ্ঠঃ। আত্মরতিঃ—আত্মন্যেব রতির্ন

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥১৮॥

বিষয়েষু যস্য স আত্মরতিরেব স্যাদ্ভবেৎ। আত্মতৃপ্তশ্চ। আত্মনৈব তৃপ্তো নান্নরসাদিনা। স চ মানবো মনুষ্যঃ সংন্যাসী। আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টঃ। সন্তোষো হি বাহ্যার্থলাভে সর্ব্বস্য ভবতি। তমনপেক্ষ্যাত্মন্যেব চ সন্তুষ্টঃ। সর্ব্বতো বীততৃষ্ণ ইত্যেতৎ। য ঈদৃশ আত্মবিত্তস্য কার্য্যং করণীয়ং ন বিদ্যতে। নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেবং ন কর্ম্মণামনারম্ভাদিত্যাদিনাঽজ্ঞস্যান্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থং কর্ম্মযোগমুক্ত্বা জ্ঞানিনঃ কর্ম্মানুপযোগমাহ—যস্ত্বিতি দ্বাভ্যাম্। আত্মন্যেব রতিঃ প্রীতির্যস্য সঃ। ততশ্চাত্মন্যেব তৃপ্তঃ স্বানন্দানুভবেন নির্বৃতঃ। অত এবাত্মন্যেব সন্তুষ্টো ভোগাপেক্ষারহিতো যস্তস্য কর্ত্তব্যং কর্ম্ম নাস্তীতি ॥ ১৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। "ইন্দ্রিয়ারাম", বিষয়লম্পট পুরুষ, স্রক্চন্দনবনিতাদি ভোগ্য বিষয়ে রতি করিয়া থাকে। উত্তম অন্নপানাদিই তাহার তৃপ্তিকর। ধন, পুত্র, পশু আদি পাইলেই এবং শরীর নীরোগ থাকিলেই তাহার পরম তুষ্ট। রতি, তৃপ্তি ও তুষ্টি মনের বৃত্তি। বিশেষতঃ প্রবাহসত্ত্বে কখনও পরমানন্দলাভের সম্ভাবনা নাই। এই জন্য পরমার্থবেত্তা মহাত্মগণ বিষয়াদিকে তুচ্ছ করিয়া আনন্দস্বরূপ আত্মাতেই রতি করিতে থাকেন। যদি বল, আত্মাতে প্রাণিমাত্রেরই তো প্রীতি আছে, এবং স্ত্রী পুত্রাদিতে যে অনুরাগ করে তাহাও আত্মপ্রীত্যর্থ। তবে অজ্ঞানী ও জ্ঞানীতে প্রভেদ কি? তজ্জন্যই ভগবান্ ইতি পূর্ব্বে অজ্ঞানিগণের কর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যকতা দেখাইয়া জ্ঞানীর তাহাতে অনাবশ্যকতা দেখাইতেছেন। অজ্ঞানিগণ মনোবিলাসের দ্রব্য ব্যতীত রতি, তৃপ্তি বা তুষ্টিলাভ করিতে পারে না। কিন্তু জ্ঞানিগণ অদ্বৈতবুদ্ধিতে একমাত্র আনন্দস্বরূপ আত্মাকেই বিদিত হইয়া তাহাতেই রমণ করিতে থাকেন—তাহাতেই শান্তি ও সন্তোষ লাভ করেন। যথা শ্রুতি—

"আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ"। (ক)

যিনি আত্মাতেই ক্রীড়া করেন, আত্মাতেই রতি করেন, সমস্ত ক্রিয়ার গতি ও সমাপ্তি যাঁহার আত্মাতে, তিনিই ব্রহ্মবেত্তাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার কর্ম্মানুষ্ঠানের কিছুমাত্র কারণ দেখা যাইতেছে না। যিনি স্বয়ং কৃতকৃত্য, তাঁহার আবার কর্ম্মের প্রয়োজন কি? ॥ ১৭ ॥

—:০:—

অন্বয়বোধিনী। ইহ (এই জগতে) কৃতেন (কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা) তস্য (তাঁহার) কশ্চিৎ (কোনও) অর্থঃ (প্রয়োজন) ন এব (নাই), অকৃতেন চ (কর্ম্ম না করিলেও) কশ্চ (কোনও প্রত্যবায়) ন (নাই), অস্য (ইঁহার) সর্ব্বভূতেষু (সকল প্রাণীতে) কশ্চিৎ (কোন) অর্থব্যপাশ্রয়ঃ (প্রয়োজনসম্বন্ধও) ন চ (নাই) ॥১৮॥

(ক) মুণ্ডকোপনিষৎ, ৩,১।৪

বঙ্গানুবাদ। কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে অথবা না করিলে জ্ঞানী ব্যক্তির পুণ্য বা প্রত্যবায় কিছুই হয় না। প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত জ্ঞানী ব্যক্তির কাহারও নিকট কোনও সহায়তা গ্রহণ করিতে হয় না ॥১৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—নৈবেতি। নৈব তস্য পরমাত্মরতেঃ কৃতেন কর্ম্মণার্থঃ প্রয়োজনমস্তি। অস্তু তর্হ্যকৃতেনাহকরণেন প্রত্যবায়াখ্যোহনর্থঃ। নাহকৃতেনেহ লোকে কশ্চন কশ্চিদপি প্রত্যবায়প্রাপ্তিরূপ আত্মহানিলক্ষণো বা নৈবাস্তি। ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু ভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ। প্রয়োজননিমিত্তক্রিয়াসাধ্যো ব্যপাশ্রয়ো ব্যপাশ্রয়ণমালম্বনম্। কঞ্চিদ্ভূতবিশেষমাশ্রিত্য ন সাধ্যঃ কশ্চিদর্থোহস্তি। যেন তদর্থা ক্রিয়াহনুষ্ঠেয়া স্যাৎ ॥১৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তত্র হেতুমাহ—নৈবেতি। কৃতেন কর্ম্মণা তস্যার্থঃ পুণ্যং নৈবাস্তি। ন চাহকৃতেন কশ্চন কোহপি প্রত্যবায়োহস্তি। নিরহঙ্কারত্বেন বিধিনিষেধাতীতত্বাৎ। তথাপি—তস্মাদেষাং তন্ন প্রিয়ং যদেতন্মনুষ্যা বিদ্যুরিতি (ক) শ্রুতের্মোক্ষে দেবকৃতবিঘ্নসম্ভবাৎ তৎপরিহারার্থং কর্ম্মভির্দেবাঃ সেব্যা ইত্যাশঙ্ক্যোক্তং সর্ব্বভূতেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু ন কশ্চিদস্যার্থব্যপাশ্রয়ঃ। আশ্রয় এব ব্যপাশ্রয়ঃ। অর্থে মোক্ষে আশ্রয়ণীয়োহস্য নাস্তীত্যর্থঃ। বিঘ্নাভাবস্য শ্রুত্যৈবোক্তত্বাৎ। তথাচ শ্রুতিঃ—তস্য হ ন দেবাশ্চনাহভূত্যা ঈশতে। আত্মা হ্যেষাং স ভবতীতি (খ)। চনেত্যব্যয়মপ্যর্থে। দেবা অপি তস্যাত্মতত্ত্বজ্ঞস্যাহভূত্যৈ ব্রহ্মভাবপ্রতিবন্ধায় নেশতে ন শক্নুবন্তীতি শ্রুতেরর্থঃ। দেবকৃতাস্তু বিঘ্নাঃ সম্যগ্জ্ঞানোৎপত্তেঃ প্রাগেব। যদেতদ্ব্রহ্ম মনুষ্যা বিদ্যুস্তদেষাং দেবানাং ন প্রিয়মিতি ব্রহ্মজ্ঞানস্যৈবাপ্রিয়ত্বোক্ত্যা তত্রৈব বিঘ্নকর্তৃত্বস্য সূচিতত্বাৎ ॥১৮॥

গীতার্থসন্দীপনী। আত্মারাম পুরুষ স্বর্গাদিরূপ অভ্যুদয়ের কামনা করেন না, সুতরাং পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান তাঁহার নিষ্প্রয়োজন। কর্ম্মের দ্বারা তাঁহার অভীপ্সিত মুক্তি লব্ধ হয় না। শ্রুতি বলিয়াছেন,

"পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন" ইতি ॥ (গ)

মোক্ষাধিকারী ব্রাহ্মণ পুণ্য কর্ম্ম বিরচিত স্বর্গাদিলোকের অনিত্যতা, সাতিশয়তা আদি দোষ দর্শন পূর্ব্বক তাহাতে বীতরাগ হয়েন। নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ার দ্বারা মুক্তি লাভ হয় না। নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ানুষ্ঠান না করিলে প্রত্যবায় হয়, ইহা শাস্ত্রে লিখিত আছে বটে; কিন্তু তাহা ব্রহ্মবেত্তাদিগের প্রতি লক্ষিত হয় নাই। কেননা আত্মবিদ্গণ ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত কাহারও নিকট কোনও সাহায্যের আশা করেন না। দেবতাগণ মোক্ষাকাঙ্ক্ষিগণের বিবিধ বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া থাকেন। এতাবৎ বিঘ্নবিনাশের জন্য নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ার আবশ্যকতা আছে বলিয়া সন্দেহ হয় বটে, কিন্তু তাহাও জ্ঞানীদিগের জন্য নহে। কেন না জ্ঞানলাভের পূর্ব্বেই এই সকল বিঘ্ন হইয়া থাকে। জ্ঞান লাভ করিলে এতাবতের আর প্রাদুর্ভাব হইবার

(ক) বৃহদারণ্যক ১।৪।১০। (খ) বৃহদারণ্যক ১।৪।১০। (গ) মুণ্ডকোপনিষদ্, ১।২।১২।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ ॥১৯॥
কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥২০॥

সম্ভাবনা নাই। জ্ঞানিগণ সাধন কালে সপ্ত জ্ঞানভূমিকা [শুভেচ্ছা, বিচারণা, তনুমানসা, সত্তাপত্তি, অসংসক্তি, পদার্থভাবনা ও তুর্য্যাবস্থা*] অতিক্রম করিয়া পূর্ণানন্দ স্বরূপে স্থিতি করিয়া থাকেন। সুতরাং এই বিনাশ ও অভ্যুদয় শূন্য অবস্থায় কর্ম্মে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই ১৮

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। তস্মাৎ (অতএব) অসক্তঃ (অনাসক্ত হইয়া) সততং (সদা) কার্য্যং (কর্ত্তব্য) কর্ম্ম সমাচর (অনুষ্ঠান কর), হি (যে হেতু) পুরুষঃ (লোক) অসক্তঃ (নিষ্কাম হইয়া) কর্ম্ম আচরন্ (অনুষ্ঠান করিলে) পরম্ (শ্রেষ্ঠ পদ) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হন) ॥১৯॥

বঙ্গানুবাদ। অতএব ফলকামনাবর্জ্জিত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান কর। ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জিত হইয়া কর্ম্ম করিলে পুরুষ মুক্তি লাভ করে ॥১৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ন ত্বমেতস্মিন্ সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকস্থানীয়ে সম্যগ্দর্শনে বর্ত্তসে। যত এবং—তস্মাদিতি। তস্মাদসক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ। সততং সর্ব্বদা। কার্য্যং কর্ত্তব্যং নিত্যং কর্ম্ম সমাচর নির্ব্বর্ত্তয়। অসক্তো হি যস্মাৎ সমাচরন্নীশ্বরার্থং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ পরমাপ্নোতি পুরুষঃ। মোক্ষমাপ্নোতি পুরুষঃ। সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারেণেত্যর্থঃ ॥১৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যস্মাদেবংভূতস্য জ্ঞানিন এব কর্ম্মানুপযোগো নান্যস্য তস্মাত্ত্বং কর্ম্ম কুর্ব্বিত্যাহ—তস্মাদিতি। অসক্তঃ ফলসঙ্গরহিতঃ সন্ কার্য্যমবশ্যকর্ত্তব্যতয়া বিহিতং নিত্যনৈমিত্তিকং কর্ম্ম সম্যগাচর। হি যস্মাদসক্তঃ কর্ম্মাচরন্ পুরুষঃ পরং মোক্ষং চিত্তশুদ্ধিজ্ঞানদ্বারা প্রাপ্নোতি ॥১৯॥

গীতার্থসন্দীপনী। হে অর্জ্জুন! তুমি জ্ঞান লাভ কর নাই, সুতরাং কর্ম্মের অধিকারী। বেদবিহিত কর্ম্ম সকল নিষ্কাম হইয়া অনুষ্ঠান করিলে তোমার আত্মজ্ঞান দ্বারা মুক্তি লাভের পথ পরিষ্কার হইবে ॥১৯॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। জনকাদয়ঃ (জনকাদি মহাত্মগণ) কর্ম্মণা এব (কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাই) সংসিদ্ধিম্ (জ্ঞান লাভ) আস্থিতাঃ (করিয়াছিলেন); [তোমারও] লোকসংগ্রহম্ এব অপি (লোক সংগ্রহেই) সংপশ্যন্ (দৃষ্টি রাখিয়া) কর্ত্তুম্ অর্হসি (কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য) ॥২০॥

---

* এতদ্বিষয়ের বিশেষ বিবরণ যোগবাশিষ্ঠে দ্রষ্টব্য।

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ ২১ ॥

বঙ্গানুবাদ। জনকাদি মহাত্মগণ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াই জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। অতএব তোমারও লোকসংগ্রহার্থ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য ॥ ২০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যস্মাচ্চ—কর্ম্মণৈবেতি। কর্ম্মণৈব হি যস্মাৎ পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়া বিদ্বাংসঃ সংসিদ্ধিং মোক্ষং গন্তুমাস্থিতাঃ প্রবৃত্তাঃ। কে? জনকাদয়ো জনকাশ্বপতিপ্রভৃতয়ঃ। যদি তে প্রাপ্তসম্যগ্‌দর্শনাস্ততো লোকসংগ্রহার্থং প্রারব্ধকর্ম্মত্বাৎ কর্ম্মণা সহৈবাহসংন্যস্যৈব কর্ম্মসংসিদ্ধিমাস্থিতা ইত্যর্থঃ। অথাহপ্রাপ্তসম্যগ্‌দর্শনা জনকাদয়স্তদা কর্ম্মণা সত্ত্বশুদ্ধিসাধনভূতেন ক্রমেণ সংসিদ্ধিমাস্থিতা ইতি ব্যাখ্যেয়ঃ শ্লোকোহয়ম্।

অথ মন্যসে পূর্ব্বৈরপি জনকাদিভিরপ্যজানদ্ভিরেব কর্ত্তব্যং কর্ম্ম কৃতম্। তাবতা নাহবশ্যমন্যেন কর্ত্তব্যং সম্যগ্‌দর্শনবতা কৃতার্থেনেতি। তথাপি প্রারব্ধকর্ম্মায়ত্তত্বং লোকসংগ্রহমেবাহপি—লোকস্যোন্মার্গপ্রবৃত্তিনিবারণং লোকসংগ্রহঃ—তমেবাহপি প্রয়োজনং সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥ ২০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অত্র সদাচারং প্রমাণয়তি—কর্ম্মণৈবেতি। কর্ম্মণৈব শুদ্ধসত্ত্বাঃ সন্তঃ সংসিদ্ধিং সম্যগ্‌জ্ঞানং প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ। যদ্যপি ত্বং সম্যগ্‌জ্ঞানিনমেবাত্মানং মন্যসে তথাপি কর্ম্মাচরণং ভদ্রমেবেত্যাহ—লোকসংগ্রহমিত্যাদি। লোকস্য সংগ্রহঃ স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তনম্। ময়া কর্ম্মণি কৃতে জনঃ সর্ব্বোহপি করিষ্যতি। অন্যথা জ্ঞানিদৃষ্টান্তেনাহজ্ঞো নিজধর্ম্মং নিত্যং কর্ম্ম ত্যজন্ পতেৎ। ইত্যেবং লোকরক্ষণমপি তাবৎ প্রয়োজনং সংপশ্যন্ কর্ম্ম কর্ত্তুমেবাহর্হসি। ন ত্যক্তুমিত্যর্থঃ ॥২০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। পাছে অর্জ্জুন মনে করেন, যে জ্ঞানিগণের যেমন কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই, সেইরূপ আমার ন্যায় জ্ঞানলাভেচ্ছুগণেরও কর্ম্মের প্রয়োজন নাই। সেই জন্য ভগবান্ বলিতেছেন, যে রাজা জনক, অজাতশত্রু, অশ্বপতি, ভগীরথ আদি মহাত্মগণ কর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক চিত্ত শুদ্ধির দ্বারা জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা কর্ম্ম ত্যাগ করেন নাই। তুমি তাঁহাদের পথ অনুসরণ কর। তুমি কর্ম্মের অধিকারী, আবার রাজসূয় আদি যজ্ঞসকল ক্ষত্রিয়েরাই অনুষ্ঠান করিবেন—ইহাও শাস্ত্রোক্ত। তুমি ক্ষত্রিয়, কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা তোমাকে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। লোকসকলকে নিজ নিজ ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করা এবং তাহাদিগকে অধর্ম্ম হইতে রক্ষা করার নাম "লোকসংগ্রহ"। এই লোকসংগ্রহার্থ তুমি ধর্ম্মরক্ষক রাজা—ক্ষত্রিয় হইয়া জনকাদির ন্যায় স্বধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর ॥ ২০ ॥

———:o:———

অন্বয়বোধিনী। শ্রেষ্ঠঃ জনঃ (শ্রেষ্ঠব্যক্তি) যৎ যৎ (যাহা যাহা) আচরতি (অনুষ্ঠান করেন) ইতরঃ (অন্যান্য সাধারণ) তৎ তৎ (তাহাই) [অনুসরণ করে]; সঃ (সেই

ন মে পার্থাঽস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি ॥ ২২ ॥

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি) যৎ (যাহা) প্রমাণং কুরুতে (প্রামাণিক মনে করেন) লোকঃ (অন্যান্যলোক) তৎ (তাহা) অনুবর্ত্ততে (অনুসরণ করে) ॥ ২১ ॥

বঙ্গানুবাদ। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যেরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, অন্যান্য সাধারণ ব্যক্তিও তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে। শ্রেষ্ঠগণ যাহাকে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, অন্যান্য লোকে তাহারই মর্য্যাদা করে ॥ ২১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। লোকসংগ্রহঃ কিমর্থং কর্ত্তব্য ইতি? উচ্যতে—যদ্যদিতি। যদ্যৎ কর্ম্মাচরতি শ্রেষ্ঠঃ প্রধানস্তত্তদেব কর্ম্মাচরতীতরো জনস্তদনুগতঃ। কিঞ্চ স শ্রেষ্ঠো যৎ প্রমাণং কুরুতে লৌকিকং বৈদিকং বা লোকস্তদনুবর্ত্ততে। তদেব প্রমাণীকরোতীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কর্ম্মকরণে লোকসংগ্রহো যথা স্যাত্তদাহ—যদিতি। ইতরঃ প্রাকৃতোঽপি জনস্তত্তদেবাচরতি। স শ্রেষ্ঠো জনঃ কর্ম্মশাস্ত্রং তন্নিবৃত্তিশাস্ত্রং বা যৎ প্রমাণং মন্যতে তদেব লোকোঽপ্যনুসরতি ॥ ২১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। রাজা মহারাজাদি প্রধান পুরুষগণের আচরিত কর্ম্মই সাধারণ লোকের অনুকরণীয় হয়। শাস্ত্রীয় উপদেশাদির দিকে না তাকাইয়া প্রধান পুরুষদিগের দৃষ্টান্তানুসরণ করিবার কারণ এই যে, রাজা মহারাজগণ বুদ্ধিমান্, বিদ্যাবান্, ক্ষমতাবান এবং সর্ব্বদা বিদ্বন্মণ্ডলীপরিবৃত। অতএব তাঁহারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়াই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং সাধারণ লোকে তাঁহাদের কার্য্যে সন্দেহ করে না; এবং তাঁহারা যাহা প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করেন, তাহাই যে শাস্ত্রের শেষ সমাধান, ইহাই তাহারা বিশ্বাস করে। হে অর্জ্জুন! শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি একটী অন্যায় করিলেও সাধারণ লোকে তাহাই শ্রেয়ঃ বলিয়া সাধন করে। তুমি রাজা, তুমি কর্ম্ম ত্যাগ করিলে অন্যান্য লোকেও তোমার দৃষ্টান্ত অনুসারে অনধিকারেই কর্ম্ম ত্যাগ করিবে। তুমি লোকের আদর্শস্থানীয় হও ॥২১॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। [হে] পার্থ! ত্রিষু লোকেষু (ত্রিলোক মধ্যে) মম (আমার) কিঞ্চন (কিঞ্চিন্মাত্রও) কর্ত্তব্যং নাস্তি (করণীয় নাই), অনবাপ্তম্ (অপ্রাপ্ত) অবাপ্তব্যং প্রাপ্তব্য) ন (নাই); [তথাপি] অহং (আমি) কর্ম্মণি (কর্ম্মানুষ্ঠানে) বর্ত্তে এব চ ব্যাপৃতই রহিয়াছি) ॥২২ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে পার্থ! ত্রিলোকমধ্যে আমার কিঞ্চিন্মাত্রও কর্ত্তব্য কার্য্য নাই, কেন না, কোন দ্রব্যই আমার অপ্রাপ্ত ও অভীষ্টদায়ক নাই; কিন্তু তথাচ আমি কর্ম্মই করিয়া থাকি ॥ ২২ ॥

যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয় জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥২৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যদ্যত্র লোকসংগ্রহকর্ত্তব্যতায়াং বিপ্রতিপত্তিস্তর্হি মাং কিং ন পশ্যসি?—নেতি। হে পার্থ মে মম নাস্তি ন বিদ্যতে কর্ত্তব্যং ত্রিষপি লোকেষু কিঞ্চন কিঞ্চিদপি। কস্মাৎ? নানবাপ্তমপ্রাপ্তম্। অবাপ্তব্যং প্রাপণীয়ম্। তথাপি বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণ্যহম্ ॥ ২২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অত্র চাহমেব দৃষ্টান্ত ইত্যাহ—ন ম ইতি ত্রিভিঃ। হে পার্থ মে কর্ত্তব্যং নাস্তি। যতস্ত্রিষপি লোকেষনবাপ্তমপ্রাপ্তং সদবাপ্তব্যং প্রাপ্যং নাস্তি। তথাপি কর্ম্মণি বর্ত্ত এব। কর্ম্ম করোম্যেবেত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। লোকশিক্ষার্থ কর্ম্মানুষ্ঠানের যে নিতান্ত প্রয়োজন, তাহা ভগবান্ নিজ দৃষ্টান্ত দ্বারাই বলিতেছেন। আমি জগতের এক মাত্র স্বামী; সুতরাং আমার কোন বিষয়েরই অভাব নাই, আবশ্যকও নাই। তথাচ আমি বেদবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। আমি যদি কর্ম্ম পরিত্যাগ করি, তবে সেই দৃষ্টান্তে অন্যান্য লোক কর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক ভ্রষ্টাচারী হইয়া পড়িবে। "পার্থ" এই সম্বোধনবাক্যে নিজ পিতৃষস্বপুত্র বলিয়া আত্মীয়তা জ্ঞাপন করিয়া ইহাই ইঙ্গিত করিলেন যে তুমি আমারই আচরণের অনুসরণ কর ॥ ২২ ॥

—:০:—

অন্বয়বোধিনী। [হে] পার্থ! যদি অহং জাতু (কদাচিৎ) অতন্দ্রিতঃ (অনলস হইয়া) কর্ম্মণি (কর্ম্মে) ন বর্ত্তেয় (প্রবৃত্ত না হই), [তাহা হইলে] মনুষ্যাঃ (মানবগণ) মম বর্ত্ম (আমার অনুসৃত পথ) সর্ব্বশঃ (সর্ব্বপ্রকারে) অনুবর্ত্তন্তে (অনুগমন করিবে) ॥ ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। যদি আলস্যবর্জ্জিত হইয়া আমি শুভ কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হই, তবে কর্ম্মের অধিকারী মনুষ্যগণ সর্ব্বথা আমারই অনুগমন করিবে ॥ ২৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যদীতি। যদি হি পুনরহং ন বর্ত্তেয় জাতু কদাচিৎ কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতোঽনলসঃ সন্। মম শ্রেষ্ঠস্য সতো বর্ত্ম মার্গমনুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ। হে পার্থ সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈঃ ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অকরণে লোকস্য নাশং দর্শয়তি—যদি হ্যহমিতি। জাতু কদাচিদতন্দ্রিতোঽনলসঃ সন্ যদি কর্ম্মণি ন বর্ত্তেয় কর্ম্ম নানুতিষ্ঠেয়ম্। তর্হি মমৈব বর্ত্ম মার্গং মনুষ্যা অনুবর্ত্তন্তে। অনুবর্ত্তেরন্নিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যদি চ আমার কোন কর্ম্মের প্রয়োজন নাই বটে, কিন্তু লোকে ভাবিবে যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ, তিনি যখন কর্ম্মের আবশ্যকতা স্বীকার করেন না, তবে আমরা বৃথা পণ্ডশ্রম করিয়া মরি কেন? যাহা উপাদেয় ও উত্তম, ভগবান্

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪ ॥
সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাঽসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥ ২৫ ॥

অবশ্য তাহাই করিতেছেন। অতএব আমরাও তাহাই করিব। এইরূপ আচরণে লোক ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট ও বিপথগামী হইয়া যায় ॥ ২৩ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। চেৎ (যদি) অহং (আমি) কর্ম্ম ন কুর্য্যাং (না করি), [তবে] ইমে (এই) লোকাঃ (লোকসমূহ) উৎসীদেয়ুঃ (উৎসন্ন হইয়া যাইবে), [তাহা হইলে আমি] সঙ্করস্য (বর্ণসঙ্করের) কর্ত্তা স্যাম্ (কারণ হইব), চ (এবং) [আমি] ইমাঃ (এই) প্রজাঃ উপহন্যাম্ (বিনাশ করিব) ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। আমি যদি কর্ম্ম না করি, তবে সকল লোকই উৎসন্ন হইয়া যাইবে; বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইয়া প্রজা বিনষ্ট হইবে; এবং আমি তৎসমস্তের কারণ হইয়া উঠিব ॥ ২৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তথা চ কো দোষ ইতি? আহ—উৎসীদেয়ুরিতি। উৎসীদেয়ুর্বিনশ্যেয়ুরিমে সর্ব্বে লোকাঃ। লোকস্থিতিনিমিত্তস্য কর্ম্মণোঽভাবাৎ। ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্। কিঞ্চ সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যাম্। তেন কারণেনোপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ। প্রজানামনুগ্রহায় প্রবৃত্তস্তদুপহতিং কুর্য্যামিতি মমেশ্বরস্যাঽননুরূপমাপদ্যেত ॥ ২৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ততঃ কিম্? অত আহ—উৎসীদেয়ুরিতি। উৎসীদেয়ুর্ধর্ম্মলোপেন নশ্যেয়ুঃ। ততশ্চ যো বর্ণসঙ্করো ভবেত্তস্যাপ্যহমেব কর্ত্তা স্যাং ভবেয়ম্। এবমহমেব প্রজা উপহন্যাং মলিনীকুর্য্যামিতি ॥ ২৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। আমার কর্ম্মত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে লোক সকল ক্রিয়াহীন হইলে জগতে যাগযজ্ঞাদি ধর্ম্ম কর্ম্ম নষ্ট হইবে। সঙ্গে সঙ্গে লোক সকলও ভ্রষ্ট হইতে থাকিবে, বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইবে। অতএব আমি জগতের রক্ষাকর্ত্তা হইয়া কিরূপে সর্ব্ব লোকের হানিকারক হইব? অথবা হে অর্জ্জুন! তুমি যদি লোকসংগ্রহার্থও কর্ম্ম না কর, শ্রেষ্ঠদিগের আচরিত কর্ম্মের তো অনুসরণ করিবে? আমি স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও যখন কর্ম্মে প্রবৃত্ত আছি, তখন ইহার অনুগমন করা তোমার একান্তই কর্ত্তব্য ॥ ২৪ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। [হে] ভারত। অবিদ্বাংসঃ (অজ্ঞানপুরুষগণ) কর্ম্মণি (কর্ম্মে) সক্তাঃ (আসক্ত হইয়া) যথা (যেরূপ) কুর্ব্বন্তি (অনুষ্ঠান করে), বিদ্বান্ (বিদ্বান্

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ * সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥ ২৬॥

পুরুষ) অসক্তঃ (অনাসক্ত) [হইয়া] লোকসংগ্রহং চিকীর্ষুঃ (লোকরক্ষার ইচ্ছায়) তথা (সেইরূপ) কুর্য্যাৎ (অনুষ্ঠান করিবেন)॥ ২৫॥

বঙ্গানুবাদ। হে ভারত। অজ্ঞানী পুরুষগণ যেমন আসক্ত চিত্তে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, লোক শিক্ষার ইচ্ছায় বিদ্বান্ পুরুষগণও অনাসক্ত চিত্তে সেইরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন॥ ২৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যদি পুনরহমিব ত্বং কৃতার্থবুদ্ধিরাত্মবিদন্যো বা। তস্যাপ্যাত্মনঃ কর্ত্তব্যাভাবেঽপি পরানুগ্রহ এব কর্ত্তব্য ইত্যাহ—সক্তা ইতি। সক্তাঃ কর্ম্মণি—অস্য কর্ম্মণঃ ফলং মম ভবিষ্যতীতি। কে? অবিদ্বাংসঃ। যথা কুর্ব্বন্তি ভারত। কুর্য্যাদ্বিদ্বানাত্মবিত্তথা তদ্বদসক্তঃ সন্। কিমর্থং তদ্বৎ করোতি? তচ্ছৃণু—চিকীর্ষুঃ কর্ত্তুমিচ্ছুর্লোকসংগ্রহম্॥ ২৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তস্মাদাত্মবিদাপি লোকসংগ্রহার্থং তৎকৃপয়া কর্ম্ম কার্য্যমেবেত্যুপসংহরতি—সক্তা ইতি। কর্ম্মণি সক্তা অভিনিবিষ্টাঃ সন্তো যথাঽজ্ঞাঃ কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি। অসক্তঃ সন্ বিদ্বানপি তথৈব কুর্য্যাল্লোকসংগ্রহং কর্ত্তুমিচ্ছুঃ॥ ২৫॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অকর্ত্তা এবং অনাসক্ত হইয়া অনায়াসে কার্য্য করিতে পারেন। কিন্তু আমার [অর্জ্জুনের] ন্যায় একজন মনুষ্য লোকসংগ্রহার্থ কার্য্য করিতে গিয়া "আমি কর্ত্তা" এইরূপ অভিমানের বশবর্ত্তী হইবার সম্ভাবনা। পাছে অর্জ্জুন এইরূপ আশঙ্কা করেন তৎপরিহারার্থ ভগবান্ কহিতেছেন যে, আত্মজ্ঞানবর্জ্জিত অজ্ঞানী পুরুষ অভিমানী ও স্বর্গকামী হইয়া যেরূপ যাগযজ্ঞাদি করে, তুমি অবহিতচিত্তে শ্রদ্ধা ও ভক্তি পূর্ব্বক কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলকামনাবর্জ্জিত হইয়া কেবল লোকসংগ্রহার্থ তত্তাবতের অনুষ্ঠান কর। "ভা" শব্দের অর্থ জ্ঞান। "রত" আসক্ত। জ্ঞানমার্গে যাঁহার ঐকান্তিকী প্রীতি, তিনি "ভারত" বলিয়া আখ্যাত হয়েন। অর্জ্জুনকে "ভারত" পদ দ্বারা সম্বোধন পূর্ব্বক ভগবান্ তাঁহাকে ঈদৃশ কার্য্যের উপযুক্ত অধিকারী বলিয়া ইঙ্গিত করিলেন। তুমি জ্ঞানেচ্ছু, অতএব এরূপ নিষ্কাম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা, তোমার পক্ষে অসম্ভব নহে॥ ২৫॥

—:০:—

অন্বয়বোধিনী। কর্ম্মসঙ্গিনাম্ (কর্ম্মে আসক্ত) অজ্ঞানাং (অজ্ঞানিগণের) বুদ্ধিভেদং (বুদ্ধিভেদ) ন জনয়েৎ (জন্মাইবে না), [বরং] বিদ্বান্ (তত্ত্ববিৎ) যুক্তঃ (অবহিত হইয়া) সর্ব্বকর্ম্মাণি (সকল কর্ম্ম) সমাচরন্ (অনুষ্ঠান করিয়া) যোজয়েৎ (তাহাদিগকে কর্ম্মমার্গে নিযুক্ত রাখিবেন)॥ ২৬॥

* জোষয়েদিতি শ্রীধরস্বামিধৃতঃ পাঠঃ।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহহমিতি মন্যতে ॥২৭॥

বঙ্গানুবাদ। বিদ্বান্ পুরুষ কর্ম্মপরায়ণ অজ্ঞানী ব্যক্তিদিগের কখনও বুদ্ধিভেদ করিবেন না। বরং তিনি স্বয়ং আদর পূর্ব্বক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া তাহাদিগকে কর্ম্মমার্গে নিযুক্ত রাখিবেন ॥ ২৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবং লোকসংগ্রহং চিকীর্ষোর্মমাত্মবিদো ন কর্ত্তব্যমস্তি। অন্যস্য বা লোকসংগ্রহং মুক্ত্বা। ততস্তস্যাত্মবিদ ইদমুপদিশ্যতে—নেতি। বুদ্ধের্ভেদো বুদ্ধিভেদঃ। ময়েদং কর্ত্তব্যং ভোক্তব্যং চাস্য কর্ম্মণঃ ফলমিতি নিশ্চয়রূপায়া বুদ্ধের্ভেদনং চালনং বুদ্ধিভেদঃ। তং ন জনয়েন্নোৎপাদয়েৎ। অজ্ঞানামবিবেকিনাম্। কর্ম্মসঙ্গিনাং কর্ম্মণ্যাসক্তানামাসক্তবতাম্। কিং নু কুর্য্যাৎ? যোজয়েৎ কারয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ স্বয়ম্। তদেবাবিদুষাং কর্ম্ম যুক্তোঽভি-যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। নমু কৃপয়া তত্ত্বজ্ঞানমেবোপদেষ্টুং যুক্তম্। নেত্যাহ—ন বুদ্ধিভেদমিতি। অজ্ঞানামত এব কর্ম্মসঙ্গিনাং কর্ম্মসক্তানামকর্ত্রাত্মোপদেশেন বুদ্ধের্ভেদ-মন্যথাত্বং ন জনয়েৎ। কর্ম্মণঃ সকাশাদ্বুদ্ধিবিচালনং ন কুর্য্যাৎ। অপি তু জোষয়েৎ সেবয়েৎ। অজ্ঞান্ কর্ম্মাণি কারয়েদিত্যর্থঃ। কথং? যুক্তোঽবহিতো ভূত্বা স্বয়মাচরন্ সন্। বুদ্ধিবিচালনে কৃতে সতি কর্ম্মসু শ্রদ্ধানিবৃত্তের্জ্ঞানস্য চাহমুৎপত্তেস্তেষামুভয়ভ্রংশঃ স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যদি মনে কর, লোকসংগ্রহার্থ শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দান করিলে ক্ষতি কি? তাহাতেই ভগবান্ বলিতেছেন যে, ফলকামনার আশায় যাহারা কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ অর্থাৎ তুমি [আত্মা] অকর্ত্তা, অভোক্তা ইত্যাদি শিক্ষা দ্বারা তাহাদিগের মন বিচালিত করিবে না। কেননা কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা যাহাদিগের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় নাই, এইরূপ উপদেশদ্বারা সেই মলিনচিত্তগণ কর্ম্ম ও জ্ঞান, উভয় পথ হইতেই ভ্রষ্ট হয়। তাহাতে তাহারা ভোগ ও মোক্ষ উভয় হইতেই বঞ্চিত হয়।

"অজ্ঞস্যার্দ্ধপ্রবুদ্ধস্য সর্ব্বং ব্রহ্মেতি যো বদেৎ।
মহানিরয়জালেষু স তেন বিনিযোজিতঃ ॥"

অশুদ্ধচিত্ত, বিষয়াসক্ত, কর্ম্মের অধিকারী, অর্দ্ধপ্রবুদ্ধ, ব্যক্তিই অজ্ঞানী পুরুষ। তাহাকে যে বিদ্বান্ ব্যক্তি "তুমি, আমি এবং এই সমস্ত জগতই ব্রহ্মস্বরূপ"—এইরূপ উপদেশ দান করেন, তিনি ঐ অজ্ঞানী পুরুষকে মহারৌরব নরকে নিপাতিত করেন। অতএব এরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের পরিবর্ত্তে কর্ম্মানুষ্ঠানের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া অজ্ঞানী পুরুষকে কর্ম্মেই প্রবর্ত্তিত রাখিবে। ২৬ ॥

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥২৮॥

অন্বয়বোধিনী। প্রকৃতেঃ (প্রকৃতির) গুণৈঃ (গুণরাশি দ্বারা) সর্ব্বশঃ (সর্ব্বপ্রকারে) কর্ম্মাণি (কর্ম্মসমূহ) ক্রিয়মাণানি (সম্পন্ন হইতেছে), [কিন্তু] অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা (অহঙ্কারে বিমূঢ়াত্মা পুরুষ) অহং কর্ত্তা (আমি কর্ত্তা) ইতি (ইহা) মন্যতে (মনে করে) ॥ ২৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। প্রকৃতির গুণরাশি সমস্ত কর্ম্মানুষ্ঠানের মূল। অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা পুরুষ মনে করে, আমিই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছি ॥ ২৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অবিদ্বানজ্ঞঃ কথং কর্ম্মসু সজ্জত ইতি? আহ—প্রকৃতেরিতি। প্রকৃতিঃ প্রধানং সত্ত্বরজস্তমসাং গুণানাং সাম্যাবস্থা। তস্যাঃ প্রকৃতেগুণৈর্ব্বিকারৈঃ কার্য্যকরণরূপৈঃ ক্রিয়মাণানি কর্ম্মাণি লৌকিকানি শাস্ত্রীয়াণি চ। সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা—কার্য্যকরণসংঘাতাত্মপ্রত্যয়োঽহঙ্কারঃ। তেন বিবিধং নানাবিধং মূঢ় আত্মাঽন্তঃকরণং যস্য সোঽয়ং কার্য্যকরণধর্ম্মা কার্য্যকরণাভিমান্যবিদ্যয়া কর্ম্মাণ্যাত্মনি মন্যমানস্তত্তৎকর্ম্মণামহং কর্ত্তেতি মন্যতে ॥ ২৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ননু বিদুষাঽপি চেৎ কর্ম্ম কর্ত্তব্যং তর্হি বিদ্বদবিদুষোঃ কো বিশেষঃ? ইত্যাশঙ্ক্যোভয়োর্ব্বিশেষং দর্শয়তি—প্রকৃতেরিতি দ্বাভ্যাম্। প্রকৃতের্গুণৈঃ প্রকৃতিকার্য্যৈরিন্দ্রিয়ৈঃ সর্ব্বপ্রকারেণ ক্রিয়মাণানি কর্ম্মাণি। তান্যহমেব কর্ত্তা করোমীতি মন্যতে। অত্র হেতুঃ—অহঙ্কারেতি। অহঙ্কারেণেন্দ্রিয়াদিষ্বাত্মাধ্যাসেন বিমূঢ়বুদ্ধিঃ সন্ ॥ ২৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যদি বল, জ্ঞানিগণও কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে তাঁহাদিগের সহিত অজ্ঞানিগণের প্রভেদ রহিল কি? তাহাতেই ভগবান্ বলিতেছেন যে, অনাদ্যা-মায়ার (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ আদি গুণ সকলের) দ্বারাই ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। এই মায়া প্রকৃতির বিকার স্বরূপ দেহ, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণাদি কার্য্যকারণরূপ গুণ বলিয়া কথিত হয়। সুতরাং প্রকৃতির গুণরাশিই লৌকিক ও বৈদিকাদি কার্য্যের অনুষ্ঠাতা। নিঃসঙ্গ আত্মা কোন কার্য্যই করেন না। তথাচ কার্য্য কারণ সংঘাতে আত্মবুদ্ধিরূপ অহঙ্কারের দ্বারা বিমোহিত হইয়া মোহান্ধ মানবগণ আপনাকেই কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করে। বস্তুতঃ প্রকৃতির গুণ ভিন্ন ক্রিয়ানুষ্ঠানে কাহারও ই সামর্থ্য নাই। আত্মা নিষ্ক্রিয় ॥ ২৭ ॥

———:০:———

অন্বয়বোধিনী। [হে] মহাবাহো! গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ (গুণ কর্ম্ম বিভাগের) তত্ত্ববিৎ (যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ) গুণাঃ (গুণসমূহ) গুণেষু (গুণসমূহে) বর্ত্তন্তে (প্রবৃত্ত রহিয়াছে) ইতি (এই রূপ) মত্বা (জানিয়া) ন সজ্জতে (কর্ত্তৃত্বাভিমান করেন না) ॥ ২৮ ॥

প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে মহাবাহো! গুণকর্ম্মবিভাগের যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ বিদ্বান্ পুরুষ, প্রকৃতির গুণরাশি ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা রূপরসাদি কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন, আত্মা নিঃসঙ্গ—এইরূপ জানিয়া তিনি কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্য হয়েন ॥২৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিং পুনর্মন্যতে বিদ্বান্? আহ—তত্ত্ববিদিতি। তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো। কস্য তত্ত্ববিৎ? গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ। গুণবিভাগস্য কর্ম্মবিভাগস্য চ তত্ত্ববিদিত্যর্থঃ। গুণাঃ করণাত্মকাঃ। গুণেষু বিষয়াত্মকেষু বর্ত্তন্তে। নাত্মা। ইতি মত্বা ন সজ্জতে সক্তিং ন করোতি ॥২৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। বিদ্বাংস্তু ন তথা মন্যত ইত্যাহ—তত্ত্ববিদিতি। নাহং গুণাত্মক ইতি গুণেভ্য আত্মনো বিভাগঃ। ন মে কর্ম্মাণীতি কর্ম্মভ্যোঽপ্যাত্মনো বিভাগঃ। তয়োর্গুণকর্ম্মবিভাগয়োর্যস্তত্ত্বং বেত্তি স তু ন সজ্জতে কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং ন করোতি। তত্র হেতুঃ—গুণা ইতি। গুণা ইন্দ্রিয়াণি গুণেষু বিষয়েষু বর্ত্তন্তে। নাহমিতি মত্বা ॥২৮॥

গীতার্থসন্দীপনী। "অহং" অভিমানের বিষয়রূপ দেহ ও ইন্দ্রিয়ের অহঙ্কারের নাম গুণ। "মম" অভিমানের বিষয়রূপ দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের ব্যাপারের নাম কর্ম্ম। এবং যাহা সর্ব্ব জড় বিকারের প্রকাশক হইয়াও তাহা হইতে পৃথক্, তাহার নাম বিভাগ। তিনিই স্বপ্রকাশ, জ্ঞানরূপ, নিঃসঙ্গ আত্মা। এই প্রকৃতি এবং চেতন তত্ত্বের জ্ঞাতা বিদ্বান পুরুষগণ ইহা বিদিত আছেন যে, প্রকৃতির গুণ বিকাররূপ ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা রূপাদি প্রতিভাসিত করে। নির্ব্বিকার আত্মা তত্তাবৎ ব্যাপারে লিপ্ত নহেন। আত্মা শ্রবণ করেন না, দর্শন করেন না, তিনি কূটস্থ চৈতন্যরূপে তূষ্ণীম্ভাবে স্থিতি করেন। বিদ্বান্ পুরুষগণ এইরূপ বিদিত থাকিয়া "অহং" "মম" আদি অভিমানের বশীভূত হয়েন না। ভগবান্ অর্জ্জুনকে মহাবাহু অর্থাৎ আজানুলম্বিতবাহু, সামুদ্রিক মতে শ্রেষ্ঠ পুরুষের এই লক্ষণের উল্লেখ করিয়া অর্জ্জুনকে ইঙ্গিত করিলেন যে, তুমি অবিবেকিদিগের ন্যায় কার্য্য করিও না, অর্থাৎ অভিমানশূন্য হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাক ॥২৮॥

———:o:———

অন্বয়বোধিনী। প্রকৃতেঃ (প্রকৃতির) গুণসংমূঢ়াঃ (গুণে বিমোহিত পুরুষগণ) গুণকর্ম্মসু (গুণ ও তজ্জনিত কর্ম্মসমূহে) সজ্জন্তে (আসক্ত হয়); কৃৎস্নবিৎ (সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি) তান্ অকৃৎস্নবিদঃ (সেই অল্পজ্ঞ) মন্দান্ (মন্দবুদ্ধিদিগকে) ন বিচালয়েৎ (বিচালিত করিবেন না) ॥২৯॥

বঙ্গানুবাদ। যে সকল অজ্ঞানী জীব প্রকৃতির গুণে বিমোহিত হইয়া ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে আসক্ত, আত্মবেত্তা বিদ্বান্ ব্যক্তি শুভ কর্ম্ম হইতে তাহাদিগের শ্রদ্ধা বিচালিত করিবেন না ॥ ২৯ ॥

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। প্রকৃতেরিতি। যে পুনঃ প্রকৃতের্গুণৈঃ সম্যঙ্মূঢ়াঃ সংমোহিতাঃ সন্তঃ সজ্জন্তে গুণানাং কর্ম্মসু গুণকর্ম্মসু—বয়ং কর্ম্ম কুর্ম্মঃ ফলায়েতি। তান্ কর্ম্মসঙ্গিনোঽকৃৎস্নবিদঃ কর্ম্মফলমাত্রদর্শিনো মন্দান্ মন্দপ্রজ্ঞান্ কৃৎস্নবিদাত্মবিৎ স্বয়ং ন বিচালয়েৎ। বুদ্ধিভেদকরণমেব চালনম্। তন্ন কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ন বুদ্ধিভেদমিত্যুপসংহরতি—প্রকৃতেরিতি। যে প্রকৃতের্গুণৈঃ সত্ত্বাদিভিঃ সংমূঢ়াঃ সন্তঃ। গুণেম্বিন্দ্রিয়েষু তৎকর্ম্মসু চ সজ্জন্তে। তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ মন্দমতীন্ কৃৎস্নবিৎ সর্ব্বজ্ঞো ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রকৃতির বিকাররূপ গুণরাশিতে সত্যতার ভ্রম থাকে, ততক্ষণ স্বরূপ উপলব্ধি হয় না। শুভকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তের ক্রমশঃ নির্ম্মল বিকাশ ও আত্মার স্ফুরণ হইয়া থাকে। এই জন্য যতদিন আত্মজ্ঞানের উদয় না হয়, ততদিন বিদ্বান্‌গণ সেই অনাত্মবেত্তাদিগকে কর্ম্মত্যাগের পরামর্শ দিবেন না। শুদ্ধান্তঃকরণ হইলেই জ্ঞানের আপনিই উদয় হইয়া থাকে। যাহা জানিলে তাহা ভিন্ন অন্য বস্তুর জ্ঞান হয় না এবং যাহা না জানিলেও অন্য বস্তুর জ্ঞান হয়, তাহার নাম "অকৃৎস্ন"। যেমন তোমার, ঘটজ্ঞান থাকিতে পারে, কিন্তু পটজ্ঞান নাও থাকিতে পারে, কিন্তু ঘটজ্ঞান যদি নাও থাকে, তাহাতে পটজ্ঞানের বাধা হয় না। যে এক বস্তুর জ্ঞান হইলে সকল বস্তুই জানা যায়, এবং যাহা না জানিলে কোন পদার্থেরই জ্ঞান হয় না, তাহার নাম "কৃৎস্ন"। এক অদ্বিতীয় আত্মার তত্ত্ব জানিলে সমস্ত অনাত্মপদার্থেরই তত্ত্ব জানা যায়। আবার আত্মাকে না জানিতে পারিলে কোন পদার্থেরই স্বরূপ জ্ঞানোদয় হয় না। এই জন্য আত্মা "কৃৎস্ন" বলিয়া কথিত হয়েন।

"মৈত্রেয্যাত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা
বিজ্ঞানেনেদং সর্ব্বং বিদিতম্"। (ক) শ্রুতি।

হে মৈত্রেয়ি! অধিষ্ঠানরূপ আত্মার দর্শন দ্বারা, শ্রবণ দ্বারা, মনন দ্বারা, ও বিজ্ঞান দ্বারা অনাত্ম সমস্ত জগৎই জ্ঞাত হওয়া যায় ॥ ২৯ ॥

———:০:———

অন্বয়বোধিনী। [তুমি] সর্ব্বাণি (সকল) কর্ম্মাণি (কর্ম্ম) ময়ি (আমাতে) সংন্যস্য (সমর্পণ করিয়া) অধ্যাত্মচেতসা (বিবেকবুদ্ধির দ্বারা) নিরাশীঃ (নিষ্কাম) নির্ম্মমঃ চ (এবং মমতাশূন্য হইয়া) যুধ্যস্ব (যুদ্ধ কর) ॥ ৩০ ॥

বঙ্গানুবাদ। তুমি কর্ম্মরাশি আমাতে সমর্পণ পূর্ব্বক কামনা, মমতা ও শোকরহিত হইয়া যুদ্ধ কর ॥ ৩০ ॥

(ক) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ২।৪।৫।

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ ॥৩১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কথং পুনঃ কর্ম্মণ্যধিকৃতেনাজ্ঞেন মুমুক্ষুণা কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিতি? উচ্যতে—ময়ীতি। ময়ি বাসুদেবে পরমেশ্বরে সর্ব্বজ্ঞে সর্ব্বাত্মনি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্য নিক্ষিপ্যাধ্যাত্মচেতসা বিবেকবুদ্ধ্যা—অহং কর্ত্তেশ্বরায় ভৃত্যবৎ করোমীত্যনয়া বুদ্ধ্যা। কিঞ্চ নিরাশীস্ত্যক্তাশীঃ। নির্ম্মমঃ—মমভাবশ্চ নির্গতো যস্য তব স ত্বম্। নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব। বিগতজ্বরো বিগতসন্তাপো বিগতশোকঃ সন্নিত্যর্থঃ॥ ৩০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেবং তত্ত্ববিদাঽপি কর্ম্ম কর্ত্তব্যম্। ত্বং তু নাঽদ্যাপি তত্ত্ববিৎ। অতঃ কর্ম্মৈব কুর্ব্বিত্যাহ—ময়ীতি। সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য সমর্প্য। অধ্যাত্মচেতসা—অন্তর্য্যাম্যধীনোঽহং কর্ম্ম করোমীতি দৃষ্ট্যা। নিরাশীর্নিষ্কামঃ। অত এব মৎফলসাধনং মদর্থমিদং কর্ম্মেত্যেবং মমতাশূন্যশ্চ ভূত্বা। বিগতজ্বরস্ত্যক্তশোকশ্চ ভূত্বা। যুধ্যস্ব॥ ৩০॥

গীতার্থসন্দীপনী। প্রথম অজ্ঞানী ও জ্ঞানীর কর্ম্মের আবশ্যকতা প্রদর্শিত হইয়াছে। অজ্ঞানী কর্ত্তৃত্বাভিমান পূর্ব্বক এবং জ্ঞানী নিরভিমান হইয়া কর্ম্ম করে। উভয়ের মধ্যে এই প্রভেদও ভগবান্ দেখাইয়াছেন। এক্ষণে অজ্ঞানিদিগকে মুমুক্ষু ও মোক্ষেচ্ছাবর্জ্জিত এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়া অমুমুক্ষু হইতে মুমুক্ষুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে মুমুক্ষু অজ্ঞানীর মধ্যে গণনা করিয়া বলিতেছেন—হে অর্জ্জুন! সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বজগন্নিয়ন্তা বাসুদেবরূপ আমাতে সমস্ত লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্ম অধ্যাত্মচিত্ত দ্বারা সমর্পণ কর। আত্মপ্রতিপাদক উপনিষৎ বেদান্তাদি শাস্ত্রের নাম, অধ্যাত্মশাস্ত্র। তত্তৎ শাস্ত্রার্থবিচারতৎপর চিত্তের নাম অধ্যাত্মচেতঃ। এতদ্দ্বারা আত্মানাত্মজ্ঞানের উদয় হয়। তুমি অধ্যাত্মভাবে অর্থাৎ "আমি কর্ত্তা নহি, অন্তর্যামী পরমেশ্বরের অধীন থাকিয়া ভৃত্যবৎ কার্য্য করিতেছি, সমস্ত কর্ম্মই তাঁহারই জন্য সম্পাদিত হইতেছে," এইভাবে পুত্রদারাদিতে মমতাভিমানবিহীন এবং শোকাদিরূপজ্বর-বর্জ্জিত হইয়া তুমি স্বধর্ম্ম কার্য্যে অর্থাৎ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও॥ ৩০॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। যে মানবাঃ (যে মনুষ্যেরা) শ্রদ্ধাবন্তঃ (শ্রদ্ধাবান্) অনসূয়ন্তঃ (অসূয়াবর্জ্জিত) [হইয়া] মে (আমার) ইদং (এই) মতং (মতকে) নিত্যং (সদা) অনুতিষ্ঠন্তি (অনুসরণ করে), তে অপি (তাহারাও) কর্ম্মভিঃ (কর্ম্মসমূহ কর্ত্তৃক) মুচ্যন্তে (মুক্ত হয়)॥ ৩১॥

বঙ্গানুবাদ। যাহারা শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়াবর্জ্জিত হইয়া আমার এই মতের অনুগমন করে, তাহারাও কর্ম্মজাল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে॥ ৩১॥

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যদেতন্মম মতং কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিতি সপ্রমাণমুক্তং তত্তথা—যে ম ইতি। যে যে মদীয়মিদং মতং নিত্যমনুতিষ্ঠন্ত্যনুবর্ত্তন্তে। মানবা মনুষ্যাঃ। শ্রদ্ধাবন্তঃ শ্রদ্দধানাঃ। অনসূয়ন্তঃ—অসূয়াং চ ময়ি পরমগুরৌ বাসুদেবেঽকুর্ব্বন্তঃ। মুচ্যন্তে তেঽপ্যেবং-ভূতাঃ। কর্ম্মভির্ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যৈঃ ॥ ৩১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবং কর্ম্মানুষ্ঠানে গুণমাহ—যে ম ইতি। মদ্বাক্যে শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তঃ—দুঃখাত্মকে কর্ম্মণি প্রবর্ত্তয়তীতি—দোষদৃষ্টিমকুর্ব্বন্তশ্চ যে মদীয়মিদং মতমনুতিষ্ঠন্তি তেঽপি শনৈঃ কর্ম্ম কুর্ব্বাণাঃ সম্যগ্জ্ঞানিবৎ কর্ম্মভির্মুচ্যন্তে ॥ ৩১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ঈশ্বরে ফলার্পণ পূর্ব্বক বেদবিহিত শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করাই আমার মত। ইহা অনাদি পরম্পরাসিদ্ধ নিত্য। আমাকে বলপূর্ব্বক কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন, ইহা না ভাবিয়া যাহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক এই নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাদের অন্তঃকরণের শুদ্ধি এবং জ্ঞানের উদয় হইয়া পুণ্য ও পাপ কর্ম্মের ক্ষয় হয়, এবং জ্ঞানরূপ অগ্নি-দাহে সঞ্চিত কর্ম্মরাশি দগ্ধ হইয়া যায়। যে প্রারব্ধকর্ম্মে এই শরীর গঠিত হইয়াছে, তাহাও ভোগের দ্বারা ক্ষীণ হইয়া যায়।

"তস্য পুত্রা দায়মুপ যান্তি সুহৃদঃ সাধুকৃত্যং দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যম্।" শ্রুতি।

জ্ঞানবান্ পুরুষের ধনাদি যাহা থাকে, তাহা পুত্র ও শিষ্যাদিতে লইয়া যায়; তৎকর্ত্তৃক নিস্পৃহভাবে যে পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়, তাহার ফল তাঁহার সেবক ভক্তগণ গ্রহণ করে, এবং যে পাপকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহার ফল তাঁহার নিন্দাকারী দুষ্টগণ লাভ করিয়া থাকে। সুতরাং জ্ঞানী ব্যক্তি কর্ম্ম করিয়াও নিষ্ক্রিয় ॥ ৩১ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। যে তু (আর যাহারা) মে (আমার) এতৎ (এই) মতম্ অভ্যসূয়ন্তঃ (মতের নিন্দা করিয়া) ন অনুতিষ্ঠন্তি (অনুসরণ না করে), তান্ (সেই) অচেতসঃ (অজ্ঞানী) সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়ান্ (সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়দিগকে) নষ্টান্ (পুরুষার্থভ্রষ্ট) বিদ্ধি (জানিও) ॥ ৩২ ॥

বঙ্গানুবাদ। আর যে সকল ব্যক্তি অসূয়াপরবশ হইয়া আমার পূর্ব্বোক্ত মতের অনুসরণ না করে, তাহাদিগকে দুর্ব্বুদ্ধি, অজ্ঞান ও সর্ব্বপুরুষার্থভ্রষ্ট বলিয়া জানিও ॥ ৩২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যে ত্বিতি। যে তু তদ্বিপরীতা এতন্মে মম মতমভ্যসূয়ন্তো নিন্দন্তো নানুতিষ্ঠন্তি নানুবর্ত্তন্তে। সর্ব্বেষু জ্ঞানেষু বিবিধং মূঢ়াস্তে সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াঃ। সর্ব্ব-জ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি জানীহি। নষ্টান্ নাশং গতান্। অচেতসোঽবিবেকিনঃ ॥ ৩২ ॥

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। বিপক্ষে দোষমাহ—যে ত্বেতদিতি। যে তু নাঽনুতিষ্ঠন্তি তানচেতসো বিবেকশূন্যান্। অত এব সর্ব্বস্মিন্ কর্ম্মণি ব্রহ্মবিষয়ে চ যজ্জ্ঞানং তত্র বিমূঢ়ান্নষ্টান্ বিদ্ধি ॥ ৩২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যাহারা গুরুশাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধাবিহীন ও অসূয়াপরবশচিত্তে কর্ম্মরাশির অনুষ্ঠান না করে, তাহারা প্রমাণ, প্রমেয় ও প্রয়োজন বিষয়ে জ্ঞানশূন্য হইয়া কর্ম্ম ও ব্রহ্ম উভয় হইতেই ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। ভগবদ্বাক্যের অবহেলন বশতঃ সমস্ত পুরুষার্থের হানি হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। জ্ঞানবান্ অপি (জ্ঞানবান ব্যক্তিও) স্বস্যাঃ (নিজ) প্রকৃতেঃ (প্রকৃতির) সদৃশং (অনুরূপ) চেষ্টতে (কার্য্য করেন), [সুতরাং] ভূতানি (প্রাণিগণ) প্রকৃতিং যান্তি (প্রকৃতির বশীভূত হয়), নিগ্রহঃ (ইন্দ্রিয়নিগ্রহ) কিং করিষ্যতি (কি করিবে?) ॥ ৩৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও নিজ প্রকৃতির অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন। যখন সকল প্রাণীই প্রকৃতির বশীভূত, তখন আমার শাসন তাহাদিগকে কি করিতে পারে? ৩৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কস্মাৎ পুনঃ কারণাৎ ত্বদীয়ং মতং নাঽনুতিষ্ঠন্তঃ পরধর্ম্মাননুতিষ্ঠন্তি? স্বধর্ম্মং চ নাঽনুবর্ত্তন্তে? ত্বৎপ্রতিকূলাঃ কথং ন বিভ্যতি ত্বচ্ছাসনাঽতিক্রমদোষাৎ? তত্রাহ—সদৃশমিতি। সদৃশমনুরূপম্। চেষ্টতে চেষ্টাং করোতি। কস্যাঃ? স্বস্যাঃ স্বকীয়ায়াঃ প্রকৃতেঃ। প্রকৃতির্নাম পূর্ব্বকৃতধর্ম্মাধর্ম্মাদিসংস্কারো বর্ত্তমানজন্মাদাবভিব্যক্তঃ। সা প্রকৃতিঃ। তস্যাঃ সদৃশমেব সর্ব্বো জন্তুর্জ্ঞানবানপি চেষ্টতে। কিং পুনর্মূর্খাঃ? তস্মাৎ প্রকৃতিং যান্ত্যনুগচ্ছন্তি ভূতানি। নিগ্রহো নিষেধরূপঃ কিং করিষ্যতি? মম চাঽন্যস্য বা ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। নন্বু তর্হি মহাফলত্বাদিন্দ্রিয়াণি নিগৃহ্য নিষ্কামাঃ সন্তঃ সর্ব্বেঽপি স্বধর্ম্মমেব কিং নাঽনুতিষ্ঠন্তি? তত্রাহ—সদৃশমিতি। প্রকৃতিঃ প্রাচীনকর্ম্মসংস্কারাধীনঃ স্বভাবঃ। স্বস্যাঃ স্বকীয়ায়াঃ প্রকৃতেঃ স্বভাবস্য সদৃশমনুরূপমেব গুণদোষজ্ঞানবানপি চেষ্টতে। কিং পুনর্ব্বক্তব্যমজ্ঞশ্চেষ্টত ইতি? যস্মাদ্ভূতানি সর্ব্বেঽপি প্রাণিনঃ প্রকৃতিং যান্ত্যনুবর্ত্তন্তে। এবং চ সতীন্দ্রিয়নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি? প্রকৃতের্ব্বলীয়স্ত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। রাজবিধি না মানিলে দণ্ডিত হইতে হয়, সকল লোকের মনে এই আশঙ্কা আছে। তথাচ তাহারা বিধিবিগর্হিত কার্য্য করে। ভগবানের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩৪ ॥

করিলে মহাসঙ্কটে পড়িতে হয়; ইহা জানিয়াও লোকে কেন ভগবদ্বাক্যের অনুসরণ করে না? অর্জ্জুনের এই আশঙ্কা নিরসনার্থ ভগবান্ বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন! পূর্ব্বজন্মকৃত ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম জ্ঞান ও ইচ্ছাদির যে সংস্কার তাহা বর্ত্তমান জন্মে অভিব্যক্ত হয়, এবং এই অভিব্যক্ত সংস্কারেরই নাম প্রকৃতি। এই প্রকৃতি অতীব প্রবলা। জ্ঞানিপুরুষগণও এতৎ প্রকৃতির শাসন অতিক্রম করিতে পারেন না। পানভোজনাদি প্রাকৃতিক ব্যবহার কালে পশু পক্ষী, ও বিদ্বান্ পুরুষ একই প্রকৃতির বশীভূত হইয়া থাকে। গুণদোষাদির তত্ত্ববেত্তা জ্ঞানবান্‌গণ নিজ প্রকৃতিরই বশীভূত হইয়া কার্য্য করেন। এই প্রকৃতি অবিবেকিগণকে পুরুষার্থভ্রষ্ট করিতেছে দেখিয়াও লোকে তাহার অনুসরণ না করিয়া থাকিতে পারে না। প্রকৃতির এমনই প্রবল প্রেরণা যে, জীব কুকর্ম্ম করিয়া উৎকট দণ্ড পাইবে, ইহা জানিয়াও তাহা ছাড়িতে চায় না। ইহাতে রাজদণ্ডের ন্যায় তাহারা ভগবদাজ্ঞায় ভয় করিবে কোথা হইতে? ॥ ৩৩ ॥

:০:-

অন্বয়বোধিনী। ইন্দ্রিয়স্য ইন্দ্রিয়স্য (সকল ইন্দ্রিয়ের) অর্থে (বিষয়ে) রাগদ্বেষৌ (অনুরাগ ও বিদ্বেষ) ব্যবস্থিতৌ (নির্দ্দিষ্ট আছে), তয়োঃ (সেই উভয়ের) বশং (বশ) ন আগচ্ছেৎ (হইবে না), হি (যে হেতু) তৌ (তাহারা) অস্য (জীবের) পরিপন্থিনৌ (পরম শত্রু) ॥ ৩৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। সকল ইন্দ্রিয়েরই অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয় ভেদে অনুরাগ ও বিদ্বেষ আছে; এ উভয়ই জীবের পরম শত্রু। অতএব কদাচ উহাদের বশীভূত হওয়া কর্ত্তব্য নহে ॥ ৩৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যদি সর্ব্বো জন্তুরাত্মনঃ প্রকৃতিসদৃশমেব চেষ্টতে। ন চ প্রকৃতিশূন্যঃ কশ্চিদস্তি। ততঃ পুরুষকারস্য বিষয়ানুপপত্তেঃ শাস্ত্রানর্থক্যপ্রাপ্তাবিদমুচ্যতে —ইন্দ্রিয়স্যেতি। ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণামর্থে শব্দাদিবিষয়ে। ইষ্টে শব্দাদৌ রাগোঽনিষ্টে দ্বেষ ইত্যেবং প্রতীন্দ্রিয়ার্থে রাগদ্বেষাববশ্যং ভাবিনৌ। তত্রায়ং পুরুষকারস্য শাস্ত্রার্থস্য চ বিষয় উচ্যতে। শাস্ত্রার্থে প্রবৃত্তঃ পূর্ব্বমেব রাগদ্বেষয়োর্ব্বশং নাগচ্ছেৎ। যা হি পুরুষস্য প্রকৃতিঃ সা রাগদ্বেষপুরঃসরৈব স্বকার্য্যে পুরুষং প্রবর্ত্তয়তি যদা তদা স্বধর্ম্মপরিত্যাগঃ পরধর্ম্মানুষ্ঠানং চ ভবতি। যদা পুনা রাগদ্বেষৌ তৎপ্রতিপক্ষেণ নিয়ময়তি তদা শাস্ত্রদৃষ্টিরেব পুরুষো ভবতি। ন প্রকৃতিবশঃ। তস্মাত্তয়ো রাগদ্বেষয়োর্ব্বশং নাগচ্ছেৎ। যতস্তৌ হ্যস্য পুরুষস্য পরিপন্থিনৌ শ্রেয়োমার্গস্য বিঘ্নকর্ত্তারৌ। তস্করাবিব পথীত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। নম্বেবং প্রকৃত্যধীনৈব চেৎ পুরুষস্য প্রবৃত্তিস্তর্হি

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫ ॥

বিধিনিষেধশাস্ত্রস্য বৈয়র্থ্যং প্রাপ্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ইন্দ্রিয়স্যেতি। ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যেতি বীপ্সয়া সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াণাং প্রত্যেকমিত্যুক্তম্। অর্থে স্বস্ববিষয়েঽনুকূলে রাগঃ প্রতিকূলে দ্বেষ ইত্যেবং রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতাববশ্যং ভাবিনৌ। ততশ্চ তদনুরূপা প্রবৃত্তিরিতি ভূতানাং প্রকৃতিঃ। তথাপি তয়োর্ব্বশবর্ত্তী ন ভবেদিতি শাস্ত্রেণ নিয়ম্যতে। হি যস্মাদস্য মুমুক্ষোস্তৌ পরিপন্থিনৌ প্রতিপক্ষৌ। অয়ং ভাবঃ—বিষয়স্মরণাদিনা রাগদ্বেষাবুৎপাদ্যাঽনবহিতং পুরুষমনর্থেঽতিগম্ভীরে স্রোতসীব প্রকৃতির্বলাৎ প্রবর্ত্তয়তি। শাস্ত্রং তু ততঃ প্রাগেব বিষয়েষু রাগদ্বেষপ্রতিবন্ধকে পরমেশ্বরভজনাদৌ তং প্রবর্ত্তয়তি। ততশ্চ গম্ভীরস্রোতঃপাতাৎ পূর্ব্বমেব নাবমাশ্রিত ইব নাঽনর্থং প্রাপ্নোতি। তদেবং স্বাভাবিকীং পশ্বাদিসদৃশীং প্রবৃত্তিং ত্যক্ত্বা ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিতব্যমিত্যুক্তম্ ॥ ৩৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। শ্রোত্র, ত্বক্, নেত্র, রসনা, ঘ্রাণ এবং বাক্, পাণি, পাদ, উপস্থ, পায়ু, এই দশ ইন্দ্রিয়ের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, বচন, আদান, গমন, আনন্দ ও মলত্যাগ দশটী বিষয় বলিয়া কথিত হয়। এই বিষয়গুলি ইন্দ্রিয়গণের প্রকৃতির অনুকূল। যদি কদাচিৎ তত্তাবৎ শাস্ত্রনিষিদ্ধও হয়, তথাচ জীবগণের তাহাতেই অনুরাগ থাকে। আবার যদি কোন বিষয় ইন্দ্রিয়প্রকৃতির বিরুদ্ধ হয়, শাস্ত্রবিহিত হইলেও জীবের তাহাতে বিদ্বেষ-বুদ্ধিরই উদয় হয়। রাগ ও দ্বেষ এই উভয়ই পরিহার করা মানুষের কর্ত্তব্য। পরস্ত্রীগমনে মহাপাপ এবং অনিষ্ট হয় জানিয়াও ইন্দ্রিয়সুখসাধক বলিয়া উহাতে অনুরাগ জন্মে। এই অনুরাগই পরনারীগমনে প্রবৃত্তি দেয়। আবার সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম্ম স্বর্গফলাদিপ্রদ হইলেও ইন্দ্রিয়সুখসাধক নয় বলিয়া উহাতে বিদ্বেষ বা বিরাগ উৎপন্ন হয়। ইন্দ্রিয়ের রাগ ও দ্বেষ এই দুই বুদ্ধির উপশম করিতে পারিলেই জীব যথাবৎ নিজ কল্যাণ সাধন করিতে পারে। তখন শাস্ত্রবিহিত উপদেশের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে না। তখন আপনা আপনিই পরদারাভিগমনে নিবৃত্তি ও সন্ধ্যাবন্দনাদিতে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। শাস্ত্রবিচারজনিত জ্ঞান-প্রভাবে ক্রমশঃ স্বাভাবিক রাগ দ্বেষের শান্তি হইয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত এই স্বাভাবিক রাগ দ্বেষ বিদ্যমান থাকিবে, সে পর্য্যন্ত মুমুক্ষুর সাধু অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে না। এই রাগদ্বেষরূপ বিষম দৃষ্টিই জীবকে বহুবিঘ্নবিড়ম্বিত করে। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি রাগ দ্বেষকে অবশ্যই বিদূরিত করিবেন ॥ ৩৪ ॥

—:০:—

অন্বয়বোধিনী। স্বনুষ্ঠিতাৎ (উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত) পরধর্ম্মাৎ (পরধর্ম্ম হইতে) বিগুণঃ (অঙ্গহীন) স্বধর্ম্মঃ শ্রেয়ান্ (শ্রেষ্ঠ), স্বধর্ম্মে নিধনং (নিধন) শ্রেয়ঃ (কল্যাণ-কর); পরধর্ম্মঃ ভয়াবহঃ (ভয়সঙ্কুল) ॥ ৩৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। সম্পূর্ণরূপে পরধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হওয়া অপেক্ষা কথঞ্চিৎ অঙ্গহানি সত্ত্বেও স্বধর্ম্মসাধন শ্রেষ্ঠ। পরধর্ম্ম অত্যন্ত ভয়সঙ্কুল। স্বধর্ম্ম পালনে দেহান্ত হইলেও কল্যাণলাভ হয় ॥ ৩৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তত্র রাগদ্বেষপ্রযুক্তো মন্যতে শাস্ত্রার্থমপ্যন্যথা—পরধর্ম্মোঽপি ধর্ম্মত্বাদনুষ্ঠেয় এবেতি। তদসৎ—শ্রেয়ানিতি। শ্রেয়ান্ প্রশস্ততরঃ স্বধর্ম্মঃ স্বকীয়ো ধর্ম্মো বিগুণোঽপ্যনুষ্ঠীয়মানঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ সাদ্গুণ্যেন সম্পাদিতাদপি। স্বধর্ম্মে স্থিতস্য নিধনং মরণমপি শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মে স্থিতস্য জীবিতাৎ। কস্মাৎ? পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ। নরকাদিলক্ষণং ভয়মাবহতি যতঃ ॥ ৩৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তর্হি স্বধর্ম্মস্য যুদ্ধাদের্দুঃখরূপস্য যথাবৎ কর্ত্তুমশক্যত্বাৎ পরধর্ম্মস্য চাহিংসাদেঃ সুকরত্বাদ্ধর্ম্মত্বাবিশেষাচ্চ তত্র প্রবর্ত্তিতুমিচ্ছন্তং প্রত্যাহ—শ্রেয়ানিতি। কিঞ্চিদঙ্গহীনোঽপি স্বধর্ম্মঃ শ্রেয়ান্ প্রশস্ততরঃ। স্বনুষ্ঠিতাৎ সকলাঙ্গসম্পূর্ত্ত্যা কৃতাদপি পরধর্ম্মাৎ সকাশাৎ। তত্র হেতুঃ—স্বধর্ম্মে যুদ্ধাদৌ প্রবর্ত্তমানস্য নিধনং মরণমপি শ্রেষ্ঠং স্বর্গাদিপ্রাপকত্বাৎ। পরধর্ম্মস্তু পরস্য ভয়াবহো নিষিদ্ধত্বেন নরকপ্রাপকত্বাৎ ॥ ৩৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। মনুষ্যের সাধারণ প্রকৃতি রাগদ্বেষাদিযুক্ত। যুদ্ধ করিলে মনের এই হীন প্রবৃত্তিগুলিই অধিক উত্তেজিত হইবে। যদি কর্ম্মের দ্বারাই প্রকৃতি শুদ্ধ করিতে হয়, তবে সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক অহিংসাসুলভ ভিক্ষান্ন ভোজন আদি কর্ম্মের দ্বারা জীবনাতিবাহন করা ভাল। অর্জ্জুনের এই আশঙ্কা পরিহারার্থ ভগবান্ বলিতেছেন যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এবং ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারি বর্ণ ও চারি আশ্রম বিহিত ধর্ম্মই মনুষ্যের নিজনিজোচিত "স্বধর্ম্ম"। তপশ্চর্য্যা ব্রাহ্মণের "স্বধর্ম্ম," উহা ক্ষত্রিয়ের "স্বধর্ম্ম" নহে। যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের "স্বধর্ম্ম" কিন্তু ব্রাহ্মণের "পরধর্ম্ম"। কেবল ঈশ্বরের নামস্মরণাদি সাধারণ ধর্ম্ম—প্রাণিমাত্রেরই স্বধর্ম্ম। বর্ণাশ্রমোচিত মন্ত্র, দেবতা, প্রভৃতি কর্ম্মাঙ্গসকল পরিহার পূর্ব্বক যে ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা "বিগুণ"। স্বধর্ম্ম বিগুণ হইলেও সম্যক্ প্রকারে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পরধর্ম্ম নিজ প্রকৃতিবিরুদ্ধ, এজন্য স্বধর্ম্মসাধনপূর্ব্বক প্রকৃতি নির্ম্মল করিতে করিতে মৃত্যু হইলেও মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। কেননা স্বকর্ত্তব্যপালন জন্য স্বর্গাদি লাভ হয়। পরধর্ম্ম উত্তম হইলেও তোমার প্রকৃতির বিরুদ্ধতা বশতঃ তাহা শুভফলদায়ী হইবে না। যে ঔষধটী একজন রোগীর ধাতুবিশেষে উপকার করিল, তাহা তাহার পক্ষেই অত্যুৎকৃষ্ট, তাহাতে সন্দেহ নাই। অন্যরূপ ধাতুবিশিষ্ট কোন ব্যক্তি তাহা সেবন করিলে তাহাতে শুভ ফল ফলিবার আশা নাই। ঔষধ উৎকৃষ্ট বা মূল্যবান হইলেই যে উপকারী হইবে, তাহা নহে। মনে কর, বাতব্যাধির ঔষধ মূল্যবান্; কিন্তু তুমি আমাশয়রোগগ্রস্ত। যদি নিজ ধনাভিমানে মত্ত হইয়া মনে কর, যে আমি স্বল্প মূল্যের ঔষধ কেন সেবন করিব? বাতব্যাধির যে মূল্যবান্ ঔষধ আছে, উহাই ব্যবহার করি।

অর্জ্জুন উবাচ।

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পূরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ॥ ৩৬॥

উহাতে তোমার ব্যাধির শান্তি হইবে না, ববং উৎকট ও ভয়ানক শারীর বিকার উৎপন্ন হইতে পারে। যে ধর্ম্ম সত্ত্বগুণীর অনুষ্ঠেয়, রজোগুণী তাহার আচরণ করিলে কুফল ফলিবার সম্ভাবনা। এইজন্য রজোগুণী রজোগুণোপযোগী ধর্ম্মের অনুষ্ঠান অসম্পূর্ণ ভাবে করিলেও তাহাতে সুফল ফলিবে॥ ৩৫॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। অর্জ্জুন উবাচ। [হে] বার্ষ্ণেয়। (বৃষ্ণিবংশসম্ভূত) অথ কেন (কাহার দ্বারা) প্রযুক্তঃ (প্রেরিত হইয়া) অয়ং (এই) পূরুষঃ (মনুষ্য) অনিচ্ছন্নপি (ইচ্ছা না করিলেও) বলাৎ ইব (যেন বলপূর্ব্বক) নিয়োজিতঃ (নিযুক্ত হইয়া) পাপং চরতি (পাপাচরণ করে)॥ ৩৬॥

বঙ্গানুবাদ। অর্জ্জুন কহিলেন, হে বার্ষ্ণেয়! পুরুষ পাপাচরণে ইচ্ছা না করিলেও কে তাহাকে বল পূর্ব্বক পাপে প্রেরণা করে?॥ ৩৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যদ্যপ্যনর্থমূলং ধ্যায়তো বিষয়ান্—রাগদ্বেষৌ পরিপন্থিনাবিতি চোক্তম্। বিক্ষিপ্তমনবধারিতং চ যদুক্তং তৎ সংক্ষিপ্তং নিশ্চিতং চেদমেবেতি জ্ঞাতুমিচ্ছন্নর্জ্জুন উবাচ। জ্ঞাতে হি তস্মিংস্তদুচ্ছেদায় যত্নং কুর্য্যামিতি—অথেতি। অথ কেন হেতুভূতেন প্রযুক্তঃ সন্—রাজ্ঞেব ভৃত্যঃ—অয়ং পাপং কর্ম্ম চরত্যাচরতি পুরুষঃ স্বয়মনিচ্ছন্নপি। হে বার্ষ্ণেয় বৃষ্ণিকুলপ্রসূত। বলাদিব নিয়োজিতো রাজ্ঞেবেত্যুক্তো দৃষ্টান্তঃ॥ ৩৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তয়োর্ন বশমাগচ্ছেদিত্যুক্তম্। তদেতদশক্যং মন্বানোঽর্জ্জুন উবাচ—অথেতি। বৃষ্ণের্বংশেঽবতীর্ণো বার্ষ্ণেয়ঃ। হে বার্ষ্ণেয়। অনর্থরূপং পাপং কর্ত্তুমনিচ্ছন্নপি কেন প্রযুক্তঃ প্রেরিতোঽয়ং পুরুষঃ পাপং চরতি? কামক্রোধৌ বিবেকবলেন নিরুদ্ধতোঽপি পুরুষস্য পুনঃ পাপে প্রবৃত্তিদর্শনাৎ। অন্যোঽপি তয়োর্মূলভূতঃ কশ্চিৎ প্রবর্ত্তকো ভবেদিতি সম্ভাবনায় প্রশ্নঃ॥ ৩৬॥

গীতার্থসন্দীপনী। পরদারাভিগমন আদি নিষিদ্ধ কর্ম্ম অথবা শত্রুনাশার্থ শ্যেন যজ্ঞাদি কাম্য কর্ম্ম নিন্দিত। হে ভগবন্! তুমি যেরূপ কর্ম্মের ব্যাখ্যা করিলে তাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহা জানিয়াও মনুষ্য শ্রেষ্ঠকার্য্য ছাড়িয়া ইচ্ছা না থাকিলেও কেন নিন্দিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়? মনুষ্যকে স্ব-তন্ত্র বলিয়া বোধ হয় না। স্বতন্ত্র হইলেই মনুষ্য ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে পারিত। তোমার আজ্ঞাপালনে ইচ্ছা সত্ত্বেও আমার তাহাতে প্রবৃত্তি হইতেছে না কেন? কোন্ অদৃশ্য হেতু বলাৎকার পূর্ব্বক আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে

শ্রীভগবানুবাচ।

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥ ৩৭ ॥

আমাকে প্রবৃত্তি দিতেছে? ইহা তুমি ব্যাখ্যা কর। আমিও বৃষ্ণিকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, তুমি সেই কুলের কুলপাবন দেবতা। অতএব আমার সংশয় ভঞ্জন কর ॥ ৩৬ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। শ্রীভগবান্ উবাচ। রজোগুণসমুদ্ভবঃ (রজোগুণ হইতে উৎপন্ন) মহাশনঃ (দুষ্পূরণীয়) মহাপাপ্মা (অতিশয় উগ্র) এষঃ (এই) কামঃ, এষঃ ক্রোধঃ (ইহাই ক্রোধরূপে পরিণত হয়), ইহ (মোক্ষমার্গে) এনং (ইহাকে) বৈরিণং (শত্রু) বিদ্ধি (জানিও) ॥ ৩৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। ভগবান্ কহিলেন, এই কামই ক্রোধস্বরূপ ও রজোগুণ হইতে উৎপন্ন। ইহা দুষ্পূরণীয়, ও অতিশয় উগ্র। এই কামকেই বিষম বৈরী জানিবে ॥ ৩৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। শৃণু ত্বং তং বৈরিণং সর্ব্বানর্থকরং যং ত্বং পৃচ্ছসি। শ্রীভগবানুবাচ। ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য ধর্ম্মস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। বৈরাগ্যস্যাথ মোক্ষস্য ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা (ক)॥ ঐশ্বর্য্যাদিষট্কং যস্মিন্ বাসুদেবে নিত্যমপ্রতিবদ্ধত্বেন সামস্ত্যেন চ বর্ত্ততে॥ উৎপত্তিং প্রলয়ং চৈব ভূতানামাগতিং গতিম্। বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাং চ স বাচ্যো ভগবানিতি (খ)॥ উৎপত্ত্যাদিবিষয়ং চ বিজ্ঞানং যস্য স বাসুদেবো বাচ্যো ভগবানিতি। কাম ইতি। কাম এব সর্ব্বলোকশত্রুঃ। যন্নিমিত্তা সর্ব্বানর্থপ্রাপ্তিঃ প্রাণিনাম্। স এষ কামঃ প্রতিহতঃ কেনচিৎ ক্রোধত্বেন পরিণমতে। অতঃ ক্রোধোঽপ্যেষ এব রজোগুণসমুদ্ভবঃ। রজশ্চ তদ্গুণশ্চেতি রজোগুণঃ। স সমুদ্ভবো যস্য স কামো রজোগুণসমুদ্ভবঃ। রজোগুণস্য বা সমুদ্ভবঃ। কামো হ্যুদ্ভূতো রজঃ প্রবর্ত্তয়ন্ পুরুষং প্রবর্ত্তয়তি। তৃষ্ণয়া হ্যহঙ্কারিত ইতি দুঃখিতানাং রজঃকার্য্যে সেবাদৌ প্রবৃত্তানাং প্রলাপঃ শ্রূয়তে। মহাশনো মহদশনমস্যেতি মহাশনঃ। অতএব মহাপাপ্মা। কামেন হি প্রেরিতো জন্তুঃ পাপং করোতি। অতো বিদ্ধ্যেনং কামমিহ সংসারে বৈরিণম্ ॥ ৩৭ ॥

শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অত্রোত্তরং—শ্রীভগবানুবাচ কাম এষ ক্রোধ এষ ইত্যাদি। যত্ত্বয়া পৃষ্টো হেতুরেষ কাম এব। নন্বু ক্রোধোঽপি পূর্ব্বং ত্বয়োক্ত ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে ইত্যত্র। সত্যম্। নাঽসৌ ততঃ পৃথক্। কিন্তু ক্রোধোঽপ্যেষঃ। কাম এব হি কেনচিৎ প্রতিহতঃ ক্রোধাত্মনা পরিণমতে। পূর্ব্বং পৃথক্ত্বেনোক্তোঽপি ক্রোধঃ কামজ এবেত্যভিপ্রায়েণৈকী-

(ক) বিষ্ণুপুরাণ ৬।৫।৭৪ (খ) বিষ্ণুপুরাণ ৬।৫।৭৮

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥ ৩৮ ॥

কুত্যোচ্যতে। রজোগুণাৎ সমুদ্ভবতীতি তথা। অনেন সত্ত্ববৃদ্ধ্যা রজসি ক্ষয়ং নীতে সতি কামো ন জায়ত ইতি সূচিতম্। এনং কামমিহ মোক্ষমার্গে বৈরিণং বিদ্ধি। অয়ং চ বক্ষ্যমাণক্রমেণ হন্তব্য এব। যতো নাসৌ দানেন সন্ধাতুং শক্য ইত্যাহ—মহাশনঃ। মহদশনং যস্ত সঃ দুষ্পূর ইত্যর্থঃ। ন চ সাম্না সন্ধাতুং শক্যঃ। যতো মহাপাপ্মাঽত্যুগ্রঃ ॥ ৩৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। কামই সকল কার্য্যের প্রবর্ত্তক। কামের দ্বারাই প্রাণীর বিষম অনর্থপাত হইয়া থাকে। যদি বল, কামের ন্যায় ক্রোধও অনর্থকারী। তাহাতেই ভগবান্ বলিতেছেন, কামই ক্রোধের রূপ ধারণ করে। জীব যে বস্তুর কামনা করে তাহা প্রাপ্তির বিঘ্ন হইলেই ক্রোধের উৎপত্তি হয়। এই কামের নিবৃত্তি হইলেই পুরুষার্থসিদ্ধি হইয়া থাকে। দুঃখরাশি রজোগুণ হইতে উৎপন্ন হয়। কাম রজোগুণজ, সুতরাং দুঃখদায়ী। সত্ত্বগুণের দ্বারা রজোগুণের নিবৃত্তি হইয়া থাকে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে কাম আপনিই বিনষ্ট হইয়া যায়। নিবৃত্তি ব্যতীত কামরূপ বৈরিনিপাতের উপায়ান্তর নাই। কাম অপরিমিতভোজী (মহাশন)। যথেষ্ট ভোগ্য বস্তু পাইলেও উহার পূর্ত্তি বা তৃপ্তি হইবার সম্ভাবনা নাই।

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাঽভিবর্দ্ধতে ॥"
"যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
নাঽলমেকস্ত তৎসর্ব্বমিতি মত্বা শমং ব্রজেৎ ॥" (ক)

ভোগের দ্বারা কামের শান্তি হয় না। ঘৃত কাষ্ঠাদি দ্বারা যেমন অগ্নি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, বহু পদার্থ ভোগে কামও সেইরূপ বর্দ্ধিত হয়। যদি পৃথিবীর সমস্ত ব্রীহি যবাদি অন্ন, সুবর্ণাদি ধন, গো অশ্বাদি পশু, পরমসুন্দরী স্ত্রী আদি ভোগ্য পদার্থ কামী ব্যক্তি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেও তাহার তৃপ্তি লাভ হয় না। তবে অল্পভোগে কিরূপে শান্তি হইবে? এতদ্‌বিচার পূর্ব্বক কামনা পরিত্যাগ করিবে। কামই তাবৎ দুঃখকর কার্য্যের প্রবর্ত্তক ॥ ৩৭ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। যথা (যেমন) বহ্নিঃ (অগ্নি) ধূমেন (ধূমের দ্বারা) আব্রিয়তে (আবৃত হয়), যথা (যেমন) আদর্শঃ (দর্পণ) মলেন (ময়লার দ্বারা) [আবৃত হয়]; যথা (যেমন) উল্বেন (জরায়ু দ্বারা) গর্ভঃ আবৃতঃ, তথা (সেইরূপ) তেন (সেই কামের দ্বারা) ইদম্ (এই জ্ঞান) আবৃতম্ (আবৃত হয়) ॥ ৩৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। যেমন ধূমের দ্বারা অগ্নি ও রজোরূপ মলের দ্বারা দর্পণ আবৃত থাকে, এবং যেমন জরায়ুর দ্বারা গর্ভ আচ্ছন্ন থাকে, সেইরূপ কামের জ্ঞান আবৃত হইয়া থাকে। ৩৮ ॥

(ক) মনু, ২।৯৪ এবং মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ৮৫।১২—১৩।

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণাঽনলেন চ ॥ ৩৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কথং বৈরীতি? দৃষ্টান্তৈঃ প্রত্যায়য়তি—ধূমেনেতি। ধূমেন সহজেনাব্রিয়তে, বহ্নিঃ প্রকাশাত্মকোঽপ্রকাশাত্মকেন। যথা বাদর্শো মলেন চ। যথোল্বেন গর্ভবেষ্টনেন জরায়ুনা আবৃত আচ্ছাদিতো গর্ভঃ। তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥ ৩৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কামস্য বৈরিত্বং দর্শয়তি—ধূমেনেতি। ধূমেন সহজেন যথা বহ্নিরাব্রিয়ত আচ্ছাদ্যতে। যথা চাদর্শো মলেনাগন্তুকেন। যথা চোল্বেন গর্ভবেষ্টনচর্ম্মণা গর্ভঃ সর্ব্বতো নিরুদ্ধ আবৃতঃ। তথা প্রকারত্রয়েণাঽপি তেন কামেনাবৃতমিদম্ ॥ ৩৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। অন্তঃকরণ স্থূল শরীরের দ্বারা আবৃত। এই অন্তঃকরণে অভিব্যক্ত কাম বারংবার বিষয়চিন্তন বশতঃ ক্রমশঃ স্থূল হইতেও স্থূলতর হইয়া উঠে। ধূম যেমন অগ্নিকে মলিন করে, ধূলি যেমন দর্পণের স্বচ্ছতার হানি করে, জরায়ু যেমন জীবের স্বরূপ দেখিতে দেয় না, (সেইরূপ কাম প্রথমাবস্থায় জ্ঞানের তেজ মলিন করে, দ্বিতীয় অবস্থায় জ্ঞানের প্রতিভার হানি করে, তৃতীয় অবস্থায় জ্ঞানকে আদৌ প্রকাশিত হইতেই দেয় না) অতএব কামই জীবের প্রধান বৈরী ॥ ৩৮ ॥

---:o:---

অন্বয়বোধিনী। [হে] কৌন্তেয়! জ্ঞানিনঃ (জ্ঞানীর) নিত্যবৈরিণা (চিরশত্রু) এতেন (এই) কামরূপেণ (কামরূপ) দুষ্পূরেণ (দুষ্পূরণীয়) অনলেন চ (অগ্নির দ্বারা) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) আবৃতম্ (আবৃত হইয়া থাকে) ॥ ৩৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে কৌন্তেয়! জ্ঞানীর চিরশত্রু দুষ্পূরণীয় অনলোপম কাম, জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখে ॥ ৩৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিং পুনস্তদিদংশব্দবাচ্যং যৎ কামেনাবৃতমিতি? উচ্যতে—আবৃতমিতি। আবৃতমেতেন জ্ঞানং জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা। জ্ঞানী হি জানাতি—অনেনাঽহমনর্থে প্রযুক্তঃ পূর্ব্বমেবেতি। অতো দুঃখী চ ভবতি নিত্যমেব। অতোঽসৌ জ্ঞানিনো নিত্যবৈরী। ন তু মূর্খস্য। স হি কামং তৃষ্ণাকালে মিত্রমিব পশ্যংস্তৎকার্য্যে দুঃখে প্রাপ্তে জানাতি—তৃষ্ণয়াঽহং দুঃখিত্বমাপাদিত ইতি। ন পূর্ব্বমেব। অতো জ্ঞানিন এব নিত্যবৈরী। কিংরূপেণ? কামরূপেণ। কাম ইচ্ছৈব রূপমস্যেতি কামরূপঃ। তেন। দুষ্পূরেণ দুঃখেন পূরণমস্যেতি দুষ্পূরঃ। তেন। অতস্তেনাঽনলেন নাস্যাঽলং পর্য্যাপ্তির্ব্বিদ্যত ইত্যনলঃ। তেন ॥ ৩৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ইদংশব্দনির্দ্দিষ্টং দর্শয়ন্ বৈরিত্বং স্ফুটয়তি—আবৃতমিতি। ইদং বিবেকজ্ঞানমেতেনাবৃতম্। অজ্ঞস্য খলু ভোগসময়ে কামঃ সুখহেতুরেব। পরিণামে তু বৈরিত্বং প্রতিপদ্যতে। জ্ঞানিনঃ পুনস্তৎকালমপ্যনর্থানুসন্ধানাদ্দুঃখহেতুরেবেতি

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাঽধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্ব্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥ ৪০ ॥

নিত্যবৈরিণেত্যুক্তম্। কিঞ্চ বিষয়ৈঃ পূর্য্যমাণোঽপি যো দুষ্পূরঃ। আপূর্য্যমাণস্তু শোকসন্তাপহেতুত্বাদনলতুল্যঃ। অনেন সর্ব্বান্ প্রতি নিত্যবৈরিত্বমুক্তম্ ॥ ৩৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। কাম, বিবেক শক্তিকে প্রকাশিত হইতে দেয় না। কাম যদিচ অবিচারসিদ্ধ বহু সুখের হেতুস্বরূপ, তথাচ উহা পরিহার্য্য। অবিবেকিগণ বিষয়ভোগকালে কামকে মিত্র বলিয়া মনে করে বটে, কিন্তু পরিণামে তজ্জন্য দুঃখ ভোগ করিতে হয়। কামের এই পরিণামবিরস প্রকৃতি জানিয়া জ্ঞানিগণ তাহাকে নিত্যবৈরী মনে করিয়া থাকেন। কাম ইচ্ছা ও তৃষ্ণারূপে জীবগণকে শত্রুর ন্যায় সদাই উত্তেজিত করে। কাষ্ঠঘৃতাদির আহুতি দ্বারা অগ্নি যেমন উত্তেজিতই হয়, নিবৃত্ত হয় না, সেইরূপ কাম অশেষবিধ ভোগ করিয়াও তৃপ্তিলাভ করে না। ভোগত্যাগই কামনিবৃত্তির একমাত্র উপায় ॥ ৩৯ ॥

—:o:—

অন্বয়বোধিনী। ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সমূহ) মনঃ বুদ্ধিঃ (মন ও বুদ্ধি) অস্য (এই কামের) অধিষ্ঠানম্ (আশ্রয়) উচ্যতে (কথিত হয়), এষঃ (এই কাম) এতৈঃ (ইহাদিগের দ্বারা) জ্ঞানম্ (জ্ঞানকে) আবৃত্য (আবৃত করিয়া) দেহিনং (দেহাভিমানী জীবকে) বিমোহয়তি (মোহাভিভূত করে) ॥ ৪০ ॥

বঙ্গানুবাদ। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি, কামের এই তিনটী অধিষ্ঠানভূমি। এতাবতের দ্বারা কাম জ্ঞানকে আবৃত করিয়া দেহাভিমানী জীবকে মোহাভিভূত করে ॥ ৪০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিমধিষ্ঠানঃ পুনঃ কামো জ্ঞানস্যাবরণত্বেন বৈরী সর্ব্বস্যেত্যপেক্ষায়ামাহ—জ্ঞাতে হি শত্রোরধিষ্ঠানে সুখেন নিবর্হণং কর্ত্তুং শক্যমিতি—ইন্দ্রিয়াণীতি। ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিশ্চাঽস্য কামস্যাঽধিষ্ঠানমাশ্রয় উচ্যতে। এতৈরিন্দ্রিয়াদিভিরাশ্রয়ৈর্ব্বিমোহয়তি বিবিধং মোহয়ত্যেষ কামো জ্ঞানমাবৃত্যাচ্ছাদ্য দেহিনং শরীরিণম্ ॥ ৪০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ইদানীং তস্যাঽধিষ্ঠানং কথয়ন্ জয়োপায়মাহ—ইন্দ্রিয়াণীতি দ্বাভ্যাম্। বিষয়দর্শনশ্রবণাদিভিঃ সংকল্পেনাঽধ্যবসায়েন চ কামস্যাবির্ভাবাদিন্দ্রিয়াণি চ মনশ্চ বুদ্ধিশ্চাস্যাঽধিষ্ঠানমুচ্যতে। এতৈরিন্দ্রিয়াদিভির্দর্শনাদিব্যাপারবদ্ভিরাশ্রয়ভূতৈর্ব্বিবেকজ্ঞানমাবৃত্য দেহিনং বিমোহয়তি ॥ ৪০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। রূপ রসাদির আশ্রয়স্বরূপ চক্ষুঃ কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং হস্ত পদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ, এবং সংকল্পস্বরূপ মন ও নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিকে অবলম্বন করিয়া কাম জ্ঞানকে আবৃত এবং দেহাত্মবুদ্ধি জীবকে মুগ্ধ করিয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহিহ্যেনং * জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়বোধিনী। [হে] ভরতর্ষভ! তস্মাৎ (অতএব) ত্বম্ (তুমি) আদৌ (প্রথমে) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সমূহকে) নিয়ম্য (বশীভূত করিয়া) জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনং (জ্ঞান ও বিজ্ঞান বিনাশকারী) পাপ্মানং (পাপস্বরূপ) এনং (এই কামকে) প্রজহিহি (পরিত্যাগ কর)॥ ৪১॥

বঙ্গানুবাদ। হে ভরতর্ষভ! তুমি প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়সকলকে বশীভূত করিয়া সর্ব্ব পাপের মূলভূত ও জ্ঞানবিজ্ঞানবিনাশকারী এই কামকে বিনষ্ট কর॥ ৪১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যত এবং—তস্মাদিতি। তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ পূর্ব্বং নিয়ম্য বশীকৃত্য হে ভরতর্ষভ পাপ্মানং কামং প্রজহিহি পরিত্যজ। এনং প্রকৃতং বৈরিণং জ্ঞানবিজ্ঞান-নাশনম্। জ্ঞানং শাস্ত্রত আচার্য্যতশ্চ আত্মাদীনামববোধঃ। বিজ্ঞানং বিশেষতস্তদনুভবঃ। তয়োর্জ্ঞানবিজ্ঞানয়োঃ শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিহেত্বোর্নাশনো নাশকঃ। তং নাশনং প্রজহিহ্যাত্মনঃ পরিত্যজেত্যর্থঃ॥ ৪১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যস্মাদেবং—তস্মাদিতি। তস্মাদাদৌ বিমোহাৎ পূর্ব্বমেবেন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিং চ নিয়ম্য পাপ্মানং পাপরূপমেনং কামং হি স্ফুটং প্রজহি ঘাতয়। যদ্বা প্রজহিহি পরিত্যজ। জ্ঞানমাত্মবিষয়ম্। বিজ্ঞানং শাস্ত্রীয়ম্। তয়োর্নাশনম্। যদ্বা জ্ঞানং শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজম্। বিজ্ঞানং নিদিধ্যাসনজম্। তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীতেতিশ্রুতেঃ (ক)॥ ৪১॥

গীতার্থসন্দীপনী। যেমন পর্ব্বত, দুর্গ আদি রাজাদিগের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র, সেইরূপ ইন্দ্রিয়াদিও কামের প্রশস্ত আশ্রয়স্থান। ইন্দ্রিয়গুলি স্ববশে থাকিলেই কাম স্বত এব বিনষ্ট হইয়া যাইবে। ইন্দ্রিয় বশীভূত হইলেই মন বুদ্ধিও ক্রমশঃ বশীভূত হইয়া আসে। কেন না বাহেন্দ্রিয় বৃত্তি দ্বারাই মন ও বুদ্ধি মলিন হইয়া অনর্থপাত করে। "ভরতর্ষভ" সম্বোধন দ্বারা ভগবান্ অর্জ্জুনকে মহাশৌর্য্যবত্তকুলসম্ভূত বলিয়া রিপুদলনে উৎসাহিত করিলেন। জ্ঞানবিজ্ঞানবিহীন পুরুষ সমস্ত পাপেরই অনুষ্ঠান করিতে পারে। শাস্ত্রোক্ত "বিজ্ঞান" শব্দে কেহ যেন অধুনাতন ব্যক্তিদিগের ন্যায় সায়ান্স (science) বুঝিবেন না। শাস্ত্রোপদেশজনিত আত্মবোধের নাম "জ্ঞান", এবং নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা আত্মার অনুভব বা বিশেষজ্ঞানের নাম "বিজ্ঞান"। কামই জ্ঞান বিজ্ঞানের পথ বন্ধ করিয়া প্রধানরূপে পাপ-

---

* প্রজহি হ্যেনমিতি শ্রীধরস্বামিধৃতঃ পাঠঃ।

(ক) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৪।৪।২১।

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধের্যঃ পরতস্তু সঃ ॥ ৪২ ॥

রাশির সূচনা করিয়া থাকে। অতএব কামকে মহা অনর্থকারী অপরাধীর ন্যায় দণ্ড দান ও বিনাশ করা কর্ত্তব্য ॥ ৪১ ॥

—:০:—

অন্বয়বোধিনী। ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গণকে) [দেহাদি হইতে] পরাণি (শ্রেষ্ঠ) আহুঃ (কহিয়া থাকেন), ইন্দ্রিয়েভ্যঃ (ইন্দ্রিয়গণ হইতে) মনঃ পরং (মন শ্রেষ্ঠ), মনসঃ তু (মন হইতে) বুদ্ধিঃ পরা (বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ); যঃ তু (যিনি) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধির) পরতঃ (উপরে) সঃ (তিনিই আত্মা) ॥ ৪২ ॥

বঙ্গানুবাদ। স্থূল শরীর হইতে ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রিয় হইতে মন, এবং মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। এবং বুদ্ধি হইতেও যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিই আত্মা ॥ ৪২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ইন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য কামং শত্রুং জহিহীত্যুক্তম্। তত্র কিমাশ্রয়ঃ কামং জহ্যাদিতি? উচ্যতে—ইন্দ্রিয়াণীতি। ইন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীনি পঞ্চ। দেহং স্থূলং বাহ্যং পরিচ্ছিন্নং চাঽপেক্ষ্য সৌক্ষ্ম্যান্তরত্বব্যাপিত্বাদ্যপেক্ষ্য পরাণি প্রকৃষ্টান্যাহুঃ পণ্ডিতাঃ। তথেন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ সংকল্পবিকল্পাত্মকম্। তথা মনসস্তু পরা বুদ্ধির্নিশ্চয়াত্মিকা। তথা যঃ সর্ব্বদৃশ্যেভ্যো বুদ্ধ্যন্তেভ্য আভ্যন্তরঃ। যং দেহিনমিন্দ্রিয়াদিভিরাশ্রয়ৈর্যুক্তঃ কামো জ্ঞানাবরণদ্বারেণ মোহয়তীত্যুক্তম্—বুদ্ধেঃ পরতস্তু স বুদ্ধের্দ্রষ্টা পরমাত্মা ॥ ৪২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যত্র চিত্তপ্রণিধানেনেন্দ্রিয়াণি নিয়ন্তুং শক্যন্তে তদাত্মস্বরূপং দেহাদিভ্যো বিবিচ্য দর্শয়তি—ইন্দ্রিয়াণীতি। ইন্দ্রিয়াণি দেহাদিভ্যো গ্রাহ্যেভ্যঃ পরাণি শ্রেষ্ঠান্যাহুঃ। সূক্ষ্মত্বাৎ প্রকাশকত্বাচ্চ। অত এব তদ্ব্যতিরিক্তত্বমপার্থাদুক্তং ভবতি। ইন্দ্রিয়েভ্যশ্চ সংকল্পাত্মকং মনঃ পরম্। তৎপ্রবর্ত্তকত্বাৎ। মনসস্তু নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিঃ পরা। নিশ্চয়পূর্ব্বকত্বাৎ সংকল্পস্য। যস্তু বুদ্ধেঃ পরতস্তৎসাক্ষিত্বেনাঽবস্থিতঃ সর্ব্বাঽন্তরঃ স আত্মা। তং বিমোহয়তি দেহিনমিতি দেহিশব্দোক্ত আত্মা স ইতি পরামৃশ্যতে ॥ ৪২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ইন্দ্রিয়গণের চেষ্টা ব্যতীত শরীর কোন কার্য্যই করিতে পারে না। মনের উত্তেজনা ও প্রেরণা ভিন্ন ইন্দ্রিয়গণের কার্য্যচেষ্টা উৎপন্ন হয় না। আবার বুদ্ধির সহায়তা ভিন্ন মনের সঙ্কল্পরূপ ধর্ম্ম উৎপন্ন হইতে পারে না। কেননা সঙ্কল্প নিশ্চয়াত্মক এবং আত্মার সত্তা ও প্রকাশ ভিন্ন বুদ্ধিরও বিকাশ হইবার সম্ভাবনা নাই। এই জন্য এতাবতের ক্রমানুসারে শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ" (ক) পরমাত্মা হইতে কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই ॥ ৪২ ॥

—:০:—

(ক) কঠোপনিষৎ ১।৩।১১।

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে কর্ম্মযোগো
নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়বোধিনী। [হে] মহাবাহো! এবং (এইরূপে) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধির) পরং (শ্রেষ্ঠ আত্মাকে) বুদ্ধা (জানিয়া) আত্মনা (বুদ্ধির দ্বারা) আত্মানং (চিত্তকে) সংস্তভ্য (স্থির করিয়া) কামরূপং (কামরূপ) দুরাসদং (দুর্জ্জয়) শত্রুং (শত্রুকে) জহি (নাশ কর) ॥ ৪৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে মহাবাহো! তুমি আত্মাকে এইরূপে বিদিত হইয়া, এবং নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা মনকে স্থির করিয়া, এই তৃষ্ণারূপ দুর্জ্জয় মহাশত্রু কামকে বিনাশ কর ॥ ৪৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ততঃ কিম্?—এবমিতি। এবং বুদ্ধেঃ পরমাত্মানং বুদ্ধা জ্ঞাত্বা। সংস্তভ্য সম্যক্ স্তম্ভনং কৃত্বা স্বেনৈবাত্মনা সংস্কৃতেন মনসা সম্যক্ সমাধায়েত্যর্থঃ। জহ্যেনং শত্রুম্। হে মহাবাহো। কামরূপং দুরাসদম্। দুঃখেনাসদ আসদনং প্রাপ্তির্যস্য তং দুরাসদম্। দুর্বিজ্ঞেয়াঽনেকবিশেষমিতি ॥ ৪৩ ॥

ইতি শাঙ্করে শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। উপসংহরতি—এবমিতি। বুদ্ধেরেব বিষয়েন্দ্রিয়াদিজন্যাঃ কামাদিবিক্রিয়াঃ। আত্মা তু নির্ব্বিকারস্তৎসাক্ষীত্যেবং বুদ্ধেঃ পরমাত্মানং বুদ্ধাত্মনৈবংভূতয়া নিশ্চয়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যাত্মানং মনঃ সংস্তভ্য নিশ্চলং কৃত্বা কামরূপিণং শত্রুং জহি মারয়। দুরাসদং দুঃখেনাসাদনীয়ং দুর্ব্বিজ্ঞেয়মিত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

স্বধর্ম্মেণ যমারাধ্য ভক্ত্যা মুক্তিমিতা বুধাঃ।
তং কৃষ্ণং পরমানন্দং তোষয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মভিঃ ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াং ভগবদ্গীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং কর্ম্মযোগো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

গীতার্থসন্দীপনী। নির্ম্মল বুদ্ধির নিশ্চয় সঙ্কল্প দ্বারা মন ক্রমশঃ অবিচলিত হইয়া আসে। মন যতদিন বিচলিত থাকে, ততদিন তৃষ্ণারূপ তরঙ্গে ব্যাকুল হইয়া নানা দুঃখ ক্লেশ ও অনর্থের ভাগী হয়। বিচলিত মন ভগবদ্দর্শনাভিমুখ হয় না। এই কামরূপ মহাশত্রু বিনষ্ট না হইলে আত্মসাক্ষাৎকারের কিছুমাত্র আশা নাই। "মহাবাহো" এই সম্বোধনের দ্বারা ভগবান্ অর্জ্জুনকে তেজস্বী বলিয়া বৈরিনিপাতে উৎসাহিত করিলেন।

গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত সার এই—

"উপায়ঃ কর্ম্ম নিষ্ঠাঽত্র প্রাধান্যেনোপসংহৃতা।
উপেয়া জ্ঞাননিষ্ঠা তু তদ্‌গুণত্বেন কীর্ত্তিতা॥"

জ্ঞাননিষ্ঠার উপায় স্বরূপ কর্ম্মনিষ্ঠাকে তৃতীয় অধ্যায়ে প্রধানরূপে, এবং কর্ম্মনিষ্ঠার ফল স্বরূপ জ্ঞাননিষ্ঠাকে গৌণরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামি মহোদয়-
প্রণীত "গীতার্থ সন্দীপনী" নামক ভাষা তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার
তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

-:০:-

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

—:০:-

শ্রীভগবানুবাচ।

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥ ১ ॥

অন্বয়বোধিনী। শ্রীভগবান্ উবাচ। অহম্ (আমি) ইমম্ (এই) অব্যয়ং (অব্যয়) যোগং (যোগ) বিবস্বতে (সূর্য্যকে) প্রোক্তবান্ (বলিয়াছিলাম), বিবস্বান্ (সূর্য্য) মনবে (মনুকে) প্রাহ (বলিয়াছিলেন), মনুঃ ইক্ষ্বাকবে (ইক্ষ্বাকুকে) অব্রবীৎ (বলিয়াছিলেন) ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ। ভগবান্ বলিলেন, এই অব্যয় জ্ঞানযোগ আমি প্রথমে সূর্য্যকে বলিয়াছিলাম। সূর্য্য নিজ পুত্র মনুকে বলিয়াছিলেন এবং মনু স্বকীয় পুত্র ইক্ষ্বাকুর নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যোঽয়ং যোগোঽধ্যায়দ্বয়েনোক্তো জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণঃ সংন্যাসঃ স কর্ম্মযোগোপায়ঃ। যস্মিন্ বেদার্থঃ পরিসমাপ্তঃ প্রবৃত্তিলক্ষণো নিবৃত্তিলক্ষণশ্চ। গীতাসু চ সর্ব্বাস্বয়মেব যোগো বিবক্ষিতো ভগবতা। অতঃ পরিসমাপ্তং বেদার্থং মন্বানস্তং বংশকথনেন স্তৌতি ভগবান্—ইমমিতি। ইমমধ্যায়দ্বয়েনোক্তং যোগং বিবস্বত আদিত্যায় সর্গাদৌ প্রোক্তবানহমব্যয়ং জগৎপরিপালয়িতৃণাং ক্ষত্রিয়াণাং বলাধানায়। তেন যোগবলেন যুক্তাস্তে সমর্থা ভবন্তি ব্রহ্ম পরিরক্ষিতুম্। ব্রহ্মক্ষত্রে পরিপালিতে জগৎ পরিপালয়িতুমলম্। অব্যয়মব্যয়ফলকত্বাৎ। ন হ্যস্য সম্যগ্দর্শননিষ্ঠালক্ষণস্য মোক্ষাখ্যং ফলং ব্যেতি। স চ বিবস্বান্ মনবে প্রাহ। মনুরিক্ষ্বাকবে স্বপুত্রায়াদিরাজায়াঽব্রবীৎ ॥ ১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।

আবির্ভাবতিরোভাবাবাবিষ্কর্ত্তুং স্বয়ং হরিঃ।
তত্ত্বংপদবিবেকার্থং কর্ম্মযোগং প্রশংসতি ॥

এবং তাবদধ্যায়দ্বয়েন কর্ম্মযোগোপায়কজ্ঞানযোগো মোক্ষসাধনত্বেনোক্তঃ। তমেব ব্রহ্মার্পণাদিগুণবিধানেন তত্ত্বংপদার্থবিবেকাদিনা চ প্রপঞ্চয়িষ্যন্ প্রথমং তাবৎ পরম্পরা-প্রাপ্তত্বেন স্তুবন্ ভগবানুবাচ—ইমমিতি ত্রিভিঃ। অব্যয়ফলত্বাদব্যয়ম্। ইমং যোগং পুরাহহং বিবস্বত আদিত্যায় কথিতবান্। স চ স্বপুত্রায় মনবে শ্রাদ্ধদেবায় প্রাহ। স চ মনুঃ স্বপুত্রায়েক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥ ১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত জ্ঞানযোগ কর্ম্ম-নিষ্ঠারূপ কর্ম্মযোগ দ্বারা লাভ করা যায়। এই জ্ঞান যোগের সনাতনত্ব প্রমাণ করিবার

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥ ২ ॥

জন্ত সূর্য্য ও মনু আদি পুরুষপরম্পরাগত উপদেশের উল্লেখ করিলেন। সূর্য্য ক্ষত্রিয়কুলের বীজস্বরূপ। এই জ্ঞানযোগই প্রথমাবস্থা হইতে ক্ষত্রিয়দিগকে পুষ্ট ও বলবান্ করিয়া আসিতেছে। জ্ঞান যোগের অধিষ্ঠাতা স্বয়ং ভগবান্, এই জন্ত উহা অব্যয়, এবং উহার মোক্ষরূপ ফল ও অব্যয়। এই অব্যয় শক্তির সেবা করিয়াই ক্ষত্রিয়দিগের প্রাধান্ত রক্ষিত হইয়াছে। অর্জ্জুনকে ভগবান্ ইহাই সঙ্কেত করিলেন। ১ ॥

———:০:———

অন্বয়বোধিনী। [হে] পরন্তপ! এবং (এইরূপ) পরম্পরাপ্রাপ্তম্ (পুরুষ-পরম্পরাগত) ইমং (এই যোগ) রাজর্ষয়ঃ (রাজর্ষিগণ) বিদুঃ (বিদিত ছিলেন), ইহ (এই লোকে) স যোগঃ (সেই যোগ) মহতা কালেন (দীর্ঘ কালে) নষ্টঃ (বিলুপ্ত হইয়াছে) ॥২॥

বঙ্গানুবাদ। হে পরন্তপ! রাজর্ষিগণ এই যোগ পুরুষপরম্পরাগত উপদেশ দ্বারা বিদিত হইতেন। কালক্রমে উহা বিনষ্ট হইয়াছে ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবমিতি। এবং ক্ষত্রিয়পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো রাজানশ্চ ত ঋষয়শ্চেতি রাজর্ষয়ঃ। বিদুরিমং যোগম্। স যোগঃ কালেনেহ মহতা দীর্ঘেণ নষ্টো বিচ্ছিন্নসংপ্রদায়ঃ সংবৃত্তঃ। হে পরন্তপ। আত্মনো বিপক্ষভূতাঃ পরা উচ্যন্তে। তান্ শৌর্য্যতেজোগভস্তিভির্ভানুরিব তাপয়তীতি পরন্তপঃ। শত্রুতাপন ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবমিতি। এবং রাজানশ্চ ত ঋষয়শ্চেতি। অন্যেঽপি রাজর্ষয়ো নিমিপ্রমুখাঃ। স্বপিত্রাদিভিরিক্ষ্বাকুপ্রমুখৈঃ প্রোক্তমিমং যোগং বিদুর্জানন্তি স্ম। অদ্যতনানামজ্ঞানে কারণমাহ—হে পরন্তপ শত্রুতাপন স যোগঃ কালবশাদিহ লোকে নষ্টো বিচ্ছিন্নঃ ॥ ২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। এই সূক্ষ্ম ও গুহ্য জ্ঞানযোগ নিমি, জনক, কৈকয় আদি রাজর্ষিগণ নিজ নিজ আচার্য্য পিত্রাদির নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। রাজর্ষি পদটী রাজা ও ঋষি উভয়তঃ গৃহীত হইলে সনক, বশিষ্ঠ ইত্যাদি ঋষিগণও ইহার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইবেন। যখন সর্ব্বাঙ্গসৌষ্ঠবের সহিত ধর্ম্ম প্রতিপালিত হয়, তখনই মহাত্মগণ এই জ্ঞানযোগ শিক্ষার অধিকারী হইয়া থাকেন। কালক্রমে সেই ধর্ম্মভাবের দুর্ব্বলতা, অজিতেন্দ্রিয়তা এবং কামক্রোধাদির বশবর্ত্তিতা জন্ত, জীবগণ অধুনা তাহার অনধিকারী হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু, "হে পরন্তপ", ভগবান্ অর্জ্জুনকে এই সম্বোধনে জিতেন্দ্রিয় ও যোগ্যাধিকারী বলিয়া এই জ্ঞানযোগের সাধনে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন। স্বর্গে উর্ব্বশী আদি অপ্সরার সঙ্গ উপেক্ষা করায় অর্জ্জুনের জিতেন্দ্রিয়ত্ব শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ। অর্জ্জুন জ্ঞানযোগের যোগ্যাধিকারী ॥ ২ ॥

———:০:———

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥ ৩॥

অন্বয়বোধিনী। [তুমি] মে (আমার) ভক্তঃ সখা চ অসি (ভক্ত ও মিত্র) ইতি (এই জন্ত) অয়ং (এই) সঃ পুরাতনঃ (সেই পুরাতন) যোগঃ অদ্য ময়া (আজ মৎ-কর্তৃক) তে এব (তোমাকেই) প্রোক্তঃ (কথিত হইল), হি (যেহেতু) এতৎ (ইহা) উত্তমং রহস্যম্ (অতি গূঢ় রহস্য) ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ। এই অনাদিসিদ্ধ জ্ঞানযোগ এক্ষণে আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। কেননা তুমি আমার ভক্ত ও সখা। তজ্জন্যই আমি তোমাকে এই গূঢ় রহস্য কহিলাম ॥ ৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। দুর্ব্বলানজিতেন্দ্রিয়ান্ প্রাপ্য নষ্টং যোগমিমমুপলভ্য লোকং চাপুরুষার্থসম্বন্ধিনং—স এবায়মিতি। স এবায়ং ময়া তে তুভ্যমদ্যেদানীং যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ। ভক্তোঽসি মে সখা চাসীতি। রহস্যং হি যস্মাদেতদুত্তমং যোগজ্ঞানমিত্যর্থঃ ॥ ৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। স এবায়মিতি। স এবায়ং যোগো বিচ্ছিন্নে সংপ্রদায়ে সতি পুনশ্চ ময়া তে তুভ্যমুক্তঃ। যতস্ত্বং মম ভক্তোঽসি সখা চ। অন্যস্মৈ ময়া নোচ্যতে। হি যস্মাদেতদুত্তমং রহস্যম্ ॥ ৩॥

গীতার্থসন্দীপনী। এই জ্ঞানযোগ অনধিকারীকে বলিতে নাই। শিষ্য উপযুক্ত হইলেই গুরু তাহাকে এই যোগবৃত্তান্ত বলিবেন। আমি পূর্ব্বে সূর্য্যাদিকে বলিয়াছিলাম, এবং আপাততঃ তোমার প্রতি স্নেহযুক্ত হইয়া এই কথা বলিলাম। নতুবা এ উপদেশ আর কাহাকেও দান করি নাই। তুমি শরণাগত ভক্ত ও অনুগত। এই জন্যই তোমাকে বলিলাম। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে,—

"বিদ্যা হ বৈ ব্রাহ্মণমা জগাম গোপায় মা শেবধিষ্টেঽহমস্মি।
অসূয়কায়াঽনৃজবেঽযতায় মা মা ব্রূয়াদ্বীর্য্যবতী তথা স্যাম্ ॥ (ক)

এক সময়ে ব্রহ্মবিদ্যা ব্রহ্মবেত্তা ব্রাহ্মণদিগের নিকটে গিয়া বলিয়াছিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ! তোমরা আমাকে অতি গোপনে রক্ষা কর। আর যদি কখন অন্যের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া গোপনে রক্ষা করিতে না পার, তবে বিবেকবৈরাগ্যাদিসাধনসম্পন্ন অধিকারী ব্যক্তিকে আমার উপদেশ করিও। অসূয়াযুক্ত, কুটিলপ্রকৃতি, অসংযতমনা ব্যক্তিকে উপদেশ করিও না। কেননা তাহা হইলে আমি (ব্রহ্মবিদ্যা) শুভফলপ্রসূ হইতে পারিব না ॥ ৩॥

(ক) মুক্তিকোপনিষৎ ১।৪৯।১

অর্জ্জুন উবাচ।

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। অর্জ্জুন উবাচ (অর্জ্জুন কহিলেন)। ভবতঃ (আপনার) জন্ম অপরং (পরে), বিবস্বতঃ (সূর্য্যের) জন্ম পরং (পূর্ব্বে হইয়াছে), ত্বম্ (তুমি) আদৌ (প্রথমে) প্রোক্তবান্ (কহিয়াছিলে) কথম্ (কিরূপে) এতৎ (ইহা) বিজানীয়াম্ (জানিব?) ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। অর্জ্জুন কহিলেন, হে ভগবন্! তোমার জন্মিবার বহুদিন পূর্ব্বে সূর্য্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; তবে তুমি যে সৃষ্টির প্রারম্ভকালে সূর্য্যকে এই জ্ঞানযোগের বৃত্তান্ত কহিয়াছিলে, তাহা আমি কিরূপে জানিতে পারি? ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ভগবতা বিপ্রতিষিদ্ধমুক্তমিতি মা ভূৎ কস্যচিদ্বুদ্ধিরিতি পরিহারার্থং চোদ্যমিব কুর্ব্বন্নর্জ্জুন উবাচ—অপরমিতি। অপরমর্ব্বাগ্বসুদেবগৃহে ভবতো জন্ম। পরং পূর্ব্বং সর্গাদৌ জন্মোৎপত্তির্ব্বিবস্বত আদিত্যস্য। তৎ কথমেতদ্বিজানীয়ামবিরুদ্ধার্থতয়া—যস্ত্বমেবাদৌ প্রোক্তবানিমং যোগং স এব ত্বমিদানীং মহ্যং প্রোক্তবানসীতি ॥ ৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ভগবতো বিবস্বন্তং প্রতি যোগোপদেশাঽসম্ভবং পশ্যন্নর্জ্জুন উবাচ—অপরমিতি। অপরমর্ব্বাচীনং তব জন্ম। পরং প্রাক্কালীনং বিবস্বতো জন্ম। তস্মাত্তবাঽধুনাতনত্বাচ্চিরন্তনায় বিবস্বতে ত্বমাদৌ যোগং প্রোক্তবানিতি—এতৎ কথমহং জানীয়াং জ্ঞাতুং শক্নুয়াম্ ॥ ৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবানের মুখে অর্জ্জুন ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছেন যে "ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ" আত্মা কখনও জন্ম গ্রহণ করেন না বা মরেন না। কিন্তু শরীরের জন্ম আছে ও মরণ আছে জানিয়া, ভগবানের বাসুদেবদেহ পরিগ্রহ অল্পদিনের এবং সূর্য্যের প্রকাশ সৃষ্টির আদিকালে, এই জন্য অর্জ্জুনের সংশয় উত্থিত হইয়াছে। বাসুদেবদেহে সূর্য্যকে উপদেশ দান করা সম্ভব নহে। যদি পূর্ব্বে কোন দেহ ধারণ করিয়া থাকেন, তাহাই বা বর্ত্তমান দেহে স্মরণ থাকিবে কিরূপে? কেন না জন্মান্তরকৃত কার্য্যবৃত্তান্ত দেহীর স্মরণ থাকা সম্ভবই নহে। কারণ দেহধারী জীব মাত্রই অসর্ব্বজ্ঞ ॥ ৪ ॥

-:০:-

শ্রীভগবানুবাচ।

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥ ৫ ॥

অন্বয়বোধিনী। শ্রীভগবান্ উবাচ। [হে] অর্জ্জুন! মে (আমার) তব চ (এবং তোমার) বহূনি (বহু) জন্মানি (জন্ম) ব্যতীতানি (অতীত হইয়াছে); অহং (আমি) তানি (সেই) সর্ব্বাণি (সমস্ত) বেদ (বিদিত আছি), [কিন্তু] [হে] পরন্তপ! ত্বং (তুমি) ন বেত্থ (তাহা অবগত নও)॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। ভগবান্ কহিলেন হে অর্জ্জুন! আমার এবং তোমার বহুবার জন্ম হইয়া গিয়াছে। হে পরন্তপ! আমি সে সমস্তই বিদিত আছি, কিন্তু তুমি তত্তাবজ্জন্মবৃত্তান্ত অবগত নও॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যা বাসুদেবেঽনীশ্বরত্বাসর্ব্বজ্ঞত্বাশঙ্কা মূর্খাণাং তাং পরিহরন্ ভগবানুবাচ—যদর্থো হ্যর্জ্জুনস্য প্রশ্নঃ—বহূনীতি। বহূনি মে মম ব্যতীতান্যতিক্রান্তানি জন্মানি তব চ হে অর্জ্জুন। তান্যহং বেদ জানে সর্ব্বাণি। ত্বং ন বেত্থ ন জানীষে। ধর্ম্মাধর্ম্মাদিপ্রতিবদ্ধজ্ঞানশক্তিত্বাৎ। অহং পুনর্নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবত্বাদনাবরণজ্ঞানশক্তিরিতি বেদাহং হে পরন্তপ॥ ৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। রূপান্তরেণোপদিষ্টবানিত্যভিপ্রায়েণোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—বহূনীতি। তান্যহং বেদ বেদ্মি। অলুপ্তবিদ্যাশক্তিত্বাৎ। ত্বং তু ন বেত্থ ন বেৎসি। অবিদ্যাবৃতত্বাৎ॥ ৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। সর্ব্বদা বিদ্যমান সূর্য্যের যেমন লোকজগতে উদয় ও অস্ত স্বীকৃত হইয়া থাকে, তদ্রূপ আমি অজ ও অমর হইলেও লোকদৃষ্টিতে পূর্ব্বে আমার অনেক দেহ পরিগৃহীত হইয়াছে। সেই রূপ তোমারও অনেক দেহ গত হইয়াছে। আমার আত্মদৃষ্টি ও জ্ঞান অবিচলিত থাকায় আমি চিরদিন ভ্রমপ্রমাদশূন্য, সেই জন্য আমার এবং তোমার সকল জন্মেরই কথা আমি অবগত আছি। তুমি অজ্ঞানজালে অভিভূত হইয়া বারংবার দেহাত্মবুদ্ধির বশ্যতা স্বীকার করিয়াছ। এই জন্য অন্তর্বৃত্তি প্রবাহের নিত্য নিরবচ্ছিন্ন ধারা খণ্ডিত হওয়ায় অনাদিকালসিদ্ধ জ্ঞানসূত্র ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। তাই তোমার কিছুই স্মরণ নাই। রোগ, শোক, ভয়, জরা প্রভৃতি স্মরণশক্তিহানির প্রধান কারণ। একজন লোক ক্রমাগত ১০।১৫ দিন উপবাসী থাকিলে সে পূর্ব্বাভ্যস্ত অনেক বিষয় বিস্মৃত হইয়া যায়। রোগবিকারযুক্ত হইলে মস্তিষ্কের জড়তা ও বুদ্ধিবিকারের সঙ্গে সঙ্গে স্মরণশক্তিরও যথেষ্ট হানি হয়। তাড়িত বা ভয়বিহ্বল হইলে লোকের চিরাভ্যস্ত বিষয়ও স্মৃতিভ্রষ্ট হইয়া থাকে। বহুগুরুতরবিষয়চিন্তনদ্বারা মস্তিষ্ক উত্তেজিত হইলে লোকে স্বভাবতঃ পূর্ব্বের অনেক কথা ভুলিয়া যায়। এইরূপ এক একটী সাধারণ কারণেই যখন স্মৃতিশক্তি বিষম

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬ ॥

ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন মৃত্যুকালে এই সমস্ত ও অন্যান্য নানাবিধ স্মৃতিভ্রংশকর হেতুসমূহের একশেষ ও সমষ্টাৎ আবির্ভাব হইলে এবং বিশেষ বিপ্লব রূপ দেহের পরিবর্তন ঘটিলে পূর্ব্বকৃত কার্য্যকলাপের কিছুমাত্র স্মরণ থাকিবার সম্ভাবনা নাই। তবে যাঁহাদিগের বুদ্ধিস্থান এই সকল বিঘ্নসঙ্কুল অবস্থার বিষম তাড়নায় বিচলিত না হয়, তাঁহাদিগের স্মৃতিশক্তি বিনষ্ট হয় না, তাঁহাদিগকে "জাতিস্মর" কহে। জড় ভরত ও লীলাসরস্বতী আদির বৃত্তান্তে ইহা সুস্পষ্ট রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আত্মজ্ঞান প্রভাবে যাঁহার অন্তঃকরণ অজ্ঞানাভিভূত না হয়, তিনি সর্ব্বজ্ঞ। এই জন্যই ভগবান্ বাসুদেব পূর্ব্বকৃত কোন কথাই বিস্মৃত হয়েন নাই। অর্জ্জুনের জীবস্বভাবসুলভ অজ্ঞানাবৃত চিত্তে পূর্ব্বকৃত কোন কার্য্যেরই স্বরূপ প্রতিবিম্ব পড়িতেছে না ॥ ৫॥

—:০:—

অন্বয়বোধিনী। [আমি] অজঃ (জন্মরহিত) সন্ অপি (হইয়াও), অব্যয়াত্মা (অবিনশ্বর) [হইয়াও], ভূতানাং (প্রাণিসকলের) ঈশ্বরঃ সন্ অপি (প্রভু হইয়াও), স্বাং (নিজ) প্রকৃতিম্ (প্রকৃতিকে) অধিষ্ঠায় (বশীভূত করিয়া) আত্মমায়য়া (নিজ মায়া দ্বারা) সম্ভবামি (জন্মগ্রহণ করি) ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। আমি জন্মমরণরহিত এবং সর্ব্বভূতেশ হইয়াও নিজ মায়াকে অবলম্বন পূর্ব্বক জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকি ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কথং তর্হি তব নিত্যেশ্বরস্য ধর্ম্মাধর্ম্মাভাবেঽপি জন্মেতি? —উচ্যতে অজোঽপীতি। অজোঽপি জন্মরহিতোঽপি সন্। তথা—অব্যয়াত্মাঽক্ষীণজ্ঞানশক্তিস্বভাবোঽপি সন্। তথা ভূতানাং ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তানামীশ্বর ঈশনশীলোঽপি সন্। প্রকৃতিং স্বাং বৈষ্ণবীং মায়াং ত্রিগুণাত্মিকাম্। যস্যা বশে সর্ব্বং জগৎ বর্ত্ততে। যয়া মোহিতঃ সন্ স্বমাত্মানং বাসুদেবং ন জানাতি। তাং প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় বশীকৃত্য। সম্ভবামি দেহবানিব ভবামি জাত ইবাত্মমায়য়া। ন পরমার্থতো লোকবৎ ॥ ৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। নম্বনাদেস্তব কুতো জন্ম? অবিনাশিনশ্চ কথং পুনর্জ্জন্ম—যেন বহূনি মে ব্যতীতানীত্যুচ্যতে? ঈশ্বরস্য তব পুণ্যপাপবিহীনস্য কথং জীববজ্জন্মেতি? অত আহ—অজোঽপীতি। সত্যমেবম্। তথাঽপ্যজোঽপি জন্মশূন্যোঽপি সন্নহম্। তথাঽব্যয়াত্মাঽপ্যনশ্বরস্বভাবোঽপি সন্। তথা—ঈশ্বরোঽপি কর্ম্মপারতন্ত্র্যরহিতোঽপি সন্। স্বমায়য়া সম্ভবামি সম্যগপ্রচ্যুতজ্ঞানবলবীর্য্যাদিশক্ত্যৈব ভবামি। নন্বু তথাঽপি ষোড়শকলাত্মকলিঙ্গদেহশূন্যস্য চ তব কুতো জন্মেতি? অত উক্তং—স্বাং শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকাং প্রকৃতিমধিষ্ঠায় স্বীকৃত্য; বিশুদ্ধোর্জ্জিতসত্ত্বমূর্ত্ত্যা স্বেচ্ছয়াঽবতরামীত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি অনাদি, তাঁহার জন্ম নাই। যিনি অবিনাশী, তাঁহার মরণ হইবে কিরূপে? এবং পুণ্য, পাপাদি সকাম ক্রিয়া অনুষ্ঠিত না হইলেই ফলভোগায়তন স্বরূপ দেহই বা রচিত হইবে কোথা হইতে? ভগবান্ বাসুদেবের কথিত—"আমার বহুবার জন্ম মরণ হইয়াছে" একথা স্বীকার করিলে তাঁহাকে ঈশ্বর বলা যায় না। আবার তাঁহাকে জীব বলিয়া মানিলে তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইবেন কিরূপে? ব্যষ্টি উপাধিযুক্ত জীব পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান বশতঃ ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান বেত্তা হইতে পারে না। সমষ্টি উপাধিযুক্ত বিরাট্ বা হিরণ্যগর্ভ মূর্ত্তিতে সমস্ত জগৎ অন্তর্নিহিত থাকায় তাঁহার পৃথক্ দেহ পরিগ্রহ এবং তাঁহা হইতে বিভিন্ন পদার্থের জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নহে। অতএব ভগবান্ বাসুদেব ইতিপূর্ব্বে বহু জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং বামদেবাদি জাতিস্মর যোগীদিগের ন্যায় পূর্ব্বকথা সমস্ত স্মরণ রাখিয়াছেন, ইহার নিগূঢ় তাৎপর্য্য কি? অর্জ্জুনের এই বিষম সন্দেহ অপসারণার্থ ভগবান্ এই শ্লোকের অবতারণা করিলেন।

অদৃষ্টজন্য দেহ ইন্দ্রিয়াদি গ্রহণের নাম জন্ম এবং ভোগাবসানে তত্তাবৎ বিয়োগের নাম মরণ। ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মই জীবের জন্ম মরণের হেতু। দেহাভিমানী অজ্ঞানীর অনুষ্ঠিত কর্ম্ম-স্বভাববশতঃই এই ধর্ম্মাধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। এই ধর্ম্মাধর্ম্মের অধীন হইয়া ঈশ্বরের জন্ম পরিগ্রহ করা সম্ভব নহে। হে অর্জ্জুন! আমার কর্ম্মফল জন্য জন্ম মরণ আদৌ নাই। ব্রহ্ম হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থের আমিই একমাত্র অধীশ্বর। আমার জন্ম ও মরণ না থাকিলেও অঘটনঘটনপটীয়সী ত্রিগুণময়ী মায়াকে স্বকীয় চিদাভাসযোগে আশ্রয় করিয়া দেহীর ন্যায় আবির্ভূত হই। এই অনাদ্যা মায়া আমার উপাধি মাত্র, ব্যবহার কাল পর্য্যন্ত উহা আমাতে থাকিয়া জগতের কার্য্যসম্পাদন করে। এই মায়া দ্বারাই আমার বিশুদ্ধ সত্ত্ব মূর্ত্তি প্রকাশিত হয়। কার্য্যশেষ হইলেই মায়া তিরোহিত হইয়া যায়। এই মায়িক আবির্ভাব ও তিরোভাবের নাম আমার জন্ম ও মরণ। আমাকে যে সাধারণ জীবের ন্যায় স্থূলশরীরধারী ও কার্য্যনিষ্ঠ দেখিতেছ, তাহা লোকানুগ্রহার্থ আমারই বিশুদ্ধ মায়ার বিজৃম্ভণ মাত্র জানিবে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

"মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ।
সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং ন তু মাং দ্রষ্টুমর্হসি" ॥ (ক)

হে নারদ! তুমি চর্ম্ম চক্ষুতে আমার যে শরীর দেখিতেছ, উহা মায়ারচিত। এই মায়িক শরীরাবৃত আমার স্বরূপ তুমি চর্ম্ম চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাইতেছ না। এই স্বরূপ দেখিতে হইলে সৎ চিৎ আনন্দ ঘন শরীরে সমাধি করিতে হইবে। মায়ার বিচিত্র মহিমাতেই স্থূলদর্শিগণ ভগবান্কে স্থূলরূপেই দর্শন করে।

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ হইয়াও ভক্তগণকে উদ্ধার করিবার জন্য নিজ মায়ায় দেহী জীবের ন্যায় প্রতীত হইতেছেন। সাধারণ জীবগণ মায়ার আধিপত্যে অভিভূত

(ক) মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৩৩৯।৪৫।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮ ॥

হইয়া ভৌতিক দেহ ধারণে বাধ্য হইয়া থাকে। কিন্তু ঈশ্বরের দেহ তাঁহার ইচ্ছানুরূপ। মায়া তাঁহার আজ্ঞাকারিণী হইয়া তাঁহার সাময়িক কার্য্য সাধনোপযোগী দেহ রচনা করিয়া দেয়। জীব মায়ার অধীন, এবং ঈশ্বর মায়ার অধিনায়ক। ঈশ্বর ও জীবে ইহাই বিষম প্রভেদ ॥ ৬ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। [হে] ভারত। যদা যদা হি (যে যে সময়ে) ধর্ম্মস্য (ধর্ম্মের) গ্লানিঃ (হানি) [এবং] অধর্ম্মস্য (অধর্ম্মের) অভ্যুত্থানং (প্রাদুর্ভাব) ভবতি (হয়), তদা (সেই সময়ে) অহম্ (আমি) আত্মানং (আপনাকে) সৃজামি (সৃষ্টি করি) ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে ভারত! যে যে সময়ে ধর্ম্মের গ্লানি বা হানি হইয়া থাকে এবং অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, সেই সেই সময়ে আমি দেহ রচনা করিয়া লই ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তচ্চ জন্ম কদেতি? উচ্যতে—যদেতি। যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্হানির্বর্ণাশ্রমাদিলক্ষণস্য প্রাণিনামভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসাধনস্যাঽভাবো ভবতি। হে ভারত। অভ্যুত্থানং সমুদ্ভবোঽধর্ম্মস্য। তদা তদাত্মানং সৃজাম্যহং মায়য়া ॥ ৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কদা সম্ভবসীত্যপেক্ষায়ামাহ—যদা যদেতি। গ্লানির্হানিঃ। অভ্যুত্থানমাধিক্যম্ ॥ ৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। বুঝিলাম, সচ্চিদানন্দ পুরুষের স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দেহ ধারণ করা তৎপ্রকৃতিসিদ্ধ। কিন্তু কি জন্য ও কি অবস্থায় তিনি জন্ম গ্রহণ করেন, অর্জ্জুনের এই ঔৎসুক্য নিবারণার্থ ভগবান্ বলিতেছেন, যখন অগ্নিহোত্রাদি প্রবৃত্তিধর্ম্ম, ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম-ধর্ম্ম, ইন্দ্রিয়দমনাদি নিবৃত্তি ধর্ম্ম ও ভগবদ্ভক্তি, গুরুজনে শ্রদ্ধা আদি উপাদেয় ধর্ম্মের ধারা ক্ষীণবল হইয়া আসে, এবং পাপাচার ও পাপবুদ্ধির বৃদ্ধি হইতে থাকে; তখনই আমি নিজ মায়া প্রভাবে আমার নিত্য সিদ্ধ শরীর ধারণ করিয়া থাকি। ভগবান্ 'ভারত" সম্বোধন বাক্যে অর্জ্জুনের এই সূক্ষ্ম তত্ত্ব বুঝিবার অধিকার জ্ঞাপন করিয়াছেন। "ভা" জ্ঞান এবং "রত"=প্রীতিযুক্ত ॥ ৭ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। সাধূনাং (সাধুদিগের) পরিত্রাণায় (রক্ষার জন্য), দুষ্কৃতাং (দুষ্টদিগের) বিনাশায় (বিনাশের নিমিত্ত) ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় চ (এবং ধর্ম্মের সংস্থাপনের নিমিত্ত) যুগে যুগে সম্ভবামি (প্রতিযুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি) ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। সাধুদিগের রক্ষা, দুষ্টদিগের বিনাশ এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিমর্থং ?—পরিত্রাণায়েতি। পরিত্রাণায় পরিরক্ষণায় সাধূনাং সন্মার্গস্থানাম্। বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং পাপকারিণাম্। কিঞ্চ ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায়—ধর্ম্মস্য সম্যক্ স্থাপনং ধর্ম্মসংস্থাপনং। তদর্থম্। সম্ভবামি—যুগে যুগে প্রতিযুগম্ ॥ ৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিমর্থমিত্যপেক্ষায়ামাহ—পরিত্রাণায়েতি। সাধূনাং স্বধর্ম্মবর্ত্তিনাং রক্ষণায়। দুষ্টং কর্ম্ম কুর্ব্বন্তীতি দুষ্কৃতঃ। তেষাং বধায় চ। এবং ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সাধুরক্ষণেন দুষ্টবধেন চ ধর্ম্মং স্থিরীকর্ত্তুম্। যুগে যুগে তত্তদবসরে সম্ভবামীত্যর্থঃ। ন চৈবং দুষ্টনিগ্রহং কুর্ব্বতোঽপি নৈর্ঘৃণ্যং শঙ্কনীয়ম্। যথাহুঃ—লালনে তাড়নে মাতুর্নাহকারুণ্যং যথার্ভকে। তদ্বদেব মহেশস্য নিয়ন্তুর্গুণদোষয়োঃ ॥ ইতি ॥ ৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যাঁহারা বেদবিহিত ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত এবং প্রাণান্তেও স্বধর্ম্ম ত্যাগ করেন না, তাঁহারা সাধু, আর যাহারা বিষয় বিলাসে উন্মত্ত হইয়া অথবা দুর্ব্বুদ্ধি দোষে অভিভূত হইয়া ধর্ম্মনিষিদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় তাহারা দুষ্কৃৎ। সাধুদিগকে রক্ষা করা ও দুষ্কৃৎ-সমূহকে বিনাশ করা এবং এতদ্বারা ধর্ম্মকে প্রকৃতিস্থ করাই ভগবানের অবতার হওয়ার বিশেষ কারণ। অল্পবুদ্ধি লোকে মনে করিয়া থাকে যে, সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ সঙ্কল্প করিলেই ক্ষণ মধ্যে শতকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও বিলয় করিতে পারেন, তিনি ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ দুষ্টদিগের দমন করিতে অস্ত্রাদি ধারণ করেন কেন ? অথবা মনুষ্য বিগ্রহধারী শ্রীকৃষ্ণাদিকে ভগবানের অবতার বলা দূরে থাকুক, সাধু পুরুষ বলিতেও তাহাদের চিত্ত সঙ্কুচিত হয়। কেননা সাধুগণ সদুপদেশ দ্বারাই দুষ্টগণকে বশীভূত করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণাদি ঈশ্বরের অবতার সমূহ সাধুদিগের সৎপন্থা অবলম্বন না করিয়া দুষ্কৃৎদিগের "বিনাশ" রূপ গর্হিতাচরণ করিলেন কেন ? ভগবান্ কোন্ কার্য্য কি জন্য করেন, তাহা মায়ামুক্ত স্বয়ং ভগবান্ ভিন্ন মায়াভিভূত জীব সহজে বুঝিতে পারে না। ঈশ্বর পূর্ণস্বরূপ, তবে তাঁহার আবার কোন্ অভাব পূরণার্থ তিনি এই জগদ্রূপ কার্য্যের সূত্রপাত করিলেন ? তিনি দয়াময়, তাই জীবের ব্যাধিশান্তির জন্য ঔষধ সৃষ্টি করিয়াছেন। আমি বলি, তিনি রোগ সৃষ্টি পূর্ব্বক ঔষধ বিধান না করিয়া যদি আদৌ রোগেরই সৃষ্টি না করিতেন তাহা হইলে অধিক দয়ার পরিচয় পাওয়া যাইত। এইরূপ এ পর্য্যন্ত ঈশ্বরতত্ত্বের গুহ্য রহস্য রাশি ভেদ করিতে কেহই সমর্থ হয়েন নাই। বস্তুতঃ এতাবৎ তাঁহার অলৌকিকী মায়ার লীলামাত্র। "কেন" ও "কিরূপে" তিনি করিলেন ? মায়াবরণ ভেদ না করিতে পারিলে তাহা উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। এই মাত্র যাহাকে "কার্য্য" বলিয়া স্থির করিলে, ক্ষণবিলম্বেই দেখিবে যে উহাই আবার অন্য একটী কার্য্যের "কারণ" রূপে দণ্ডায়মান হইয়াছে। এই রূপ কার্য্য কারণ শৃঙ্খলায় অনাদি কাল হইতে জগতের প্রবাহ চলিয়া আসিতেছে। "অভাব" হইলেই ভাব শক্তি স্বতএব আকর্ষিত হইয়া থাকে। তাই অধর্ম্মের বৃদ্ধি—ধর্ম্মের অভাব হইলেই মায়োপহিত চৈতন্য—

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥ ৯

ঈশ্বরের অনাদ্যা প্রকৃতি নিহিত বিশুদ্ধ সত্ত্বময়ী শক্তি পৃথিবীর কল্যাণসাধনার্থ আকর্ষিত হইয়া থাকেন। ঐ চৈতন্যাশ্রিতা নির্ম্মলা শক্তি পার্থিব প্রকৃতি অবলম্বন পূর্ব্বক দেহীর ন্যায় প্রতীয়মান হয়েন "অভাব" পরিপূর্ণ হইয়া গেলেই সেই মায়াবিগ্রহ জগৎ হইতে তিরোহিত হয়েন মহামায়ার অনন্ত লীলাপট এই রূপেই চিত্রিত।

দুষ্টদিগের বিনাশ রূপ গর্হিত কার্য্যের জন্য ভগবানে যে দোষারোপ করা যায়, তাহা নিতান্ত ভ্রম। তাঁহার সমক্ষে একটী কীটাণুর নাশ ও বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সংহার একই কথা। তুমি জরবিকারে গতাসু হও, বা অস্ত্রাঘাতে মরিয়া যাও, এ দুইটী তোমার দৃষ্টিতে ভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু আত্মদর্শীর চক্ষে উহা একই ঘটনা, একই নিয়মে সাধিত বলিয়া বোধ হয়। মায়িক উপাদানে গঠিত তোমার অন্তঃকরণ ও চক্ষু বিবিধ বস্তু দর্শন করিয়া থাকে। কিন্তু পরমাত্মরূপী ভগবানে ত্রিলোকমধ্যস্থ সমস্ত সামগ্রীই একমাত্র আত্মসত্তা রূপে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। উহা অজ ও অমর। বস্তুতঃ ঈশ্বরের সম্মুখে "বিনাশ" বলিয়া একটা ঘটনা আদৌই নাই। সূর্য্য সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকিলেও লোকের উদয় ও অস্ত কল্পনার ন্যায় দুষ্কৃৎদিগের বিনাশ একটী কল্পনামাত্র। ভগবান্ নিজ কৃপাগুণে আত্মার মলিন পরিচ্ছদ রূপ পাপদেহগুলিকে মোচন করিয়া দিয়া থাকেন মাত্র। তাহাতে আত্মার ঊর্দ্ধগতি ভিন্ন অধোগতি হয় না। স্বভাবকৌশলেই ভগবানের দেহধারণ, এবং স্বভাবের কুশলরক্ষণই সে দেহের একমাত্র কার্য্য॥ ৮॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। [হে অর্জ্জুন! যঃ (যিনি) মে (আমার) এবং (এই-প্রকার) জন্ম দিব্যং কর্ম্ম চ (জন্ম এবং অলৌকিক কর্ম্ম) তত্ত্বতঃ (স্বরূপতঃ) বেত্তি (জানেন), সঃ (তিনি) দেহং ত্যক্ত্বা (শরীর ত্যাগ করিয়া) পুনঃ জন্ম (পুনর্ব্বার জন্ম) ন এতি (গ্রহণ করেন না), [কিন্তু] মাম্ (আমাকেই) এতি (প্রাপ্ত হয়েন)॥ ৯॥

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন। যিনি আমার এই দিব্য জন্ম ও কর্ম্মবৃত্তান্ত বিদিত হয়েন, তাঁহার দেহান্ত হইলে পুনর্জ্জন্ম হয় না। তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥ ৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্। জন্মেতি। তজ্জন্ম মায়ারূপম্। কর্ম্ম চ সাধুনাং পরিত্রাণাদি। মে মম। দিব্যমপ্রাকৃতমৈশ্বরম্। এবং যথোক্তং যো বেত্তি তত্ত্বতস্তত্ত্বেন যথাবৎ। ত্যক্ত্বা দেহমিমং পুনর্জ্জন্ম পুনরুৎপত্তিং নৈতি ন প্রাপ্নোতি। মামেত্যাগচ্ছতি। স মুচ্যতে। হে অর্জ্জুন। ৯॥

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবংবিধানামীশ্বরজন্মকর্ম্মণাং জ্ঞানে ফলমাহ—জন্মেতি। স্বেচ্ছয়া কৃতং মম জন্ম কর্ম্ম চ ধর্ম্মপালনরূপং দিব্যমলৌকিকং তত্ত্বতঃ পরানুগ্রহার্থমেবেতি যো বেত্তি। স দেহাহভিমানং ত্যক্ত্বা পুনর্জ্জন্ম সংসারং নৈতি ন প্রাপ্নোতি। কিন্তু মামেব প্রাপ্নোতি ॥৯॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবান্ সৎ চিৎ আনন্দঘনস্বরূপ। তিনি অজ ও নিত্য হইয়াও লোকানুগ্রহার্থ নিজ মায়াকল্পিত দেহ ধারণ দ্বারা জন্মমরণাধীন জীবের ন্যায় যে প্রকাশিত হয়েন, ও বেদবিহিত ধর্ম্মের স্থাপন পূর্ব্বক সংসার রক্ষার জন্য যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, সে সমস্তই অলৌকিক। ভগবান্কে মনুষ্যের ন্যায় উৎপন্ন, বর্দ্ধিত, কর্ম্মানুষ্ঠানরত ও মৃত না জানিয়া যিনি তাঁহার লীলা অলৌকিক বলিয়া নিশ্চয় অবগত হয়েন, অর্থাৎ আত্মাকে যিনি সমস্ত লৌকিক ব্যাপার হইতে স্বতন্ত্র, নির্লিপ্ত ও অকর্ত্তা বলিয়া অবধারণ করিয়া থাকেন, তিনি সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মত্ব লাভ করেন ॥ ৯ ॥

—:o:—

অন্বয়বোধিনী। বীতরাগভয়ক্রোধাঃ (কাম, ভয় ও ক্রোধ হীন) মন্ময়াঃ (আমাতে একাগ্রচিত্ত পুরুষগণ) মাম্ (আমাকে) উপাশ্রিতাঃ (আশ্রয় পূর্ব্বক) বহবঃ (অনেকে) জ্ঞানতপসা (জ্ঞান ও তপস্যার দ্বারা) পূতাঃ (পবিত্র হইয়া) মদ্ভাবম্ (আমার স্বরূপ) আগতাঃ (লাভ করিয়াছেন) ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ। বিষয়াসক্তি, ভয় ও ক্রোধ বর্জ্জিত, আমাতে একাগ্রচিত্ত এবং আমার শরণাগত বহু ব্যক্তি জ্ঞান ও তপস্যা দ্বারা পবিত্র হইয়া আমার স্বরূপ লাভ করিয়াছেন ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। নৈষ মোক্ষমার্গ ইদানীং প্রবৃত্তঃ। কিং তর্হি? পূর্ব্বমপি—বীতরাগেতি। বীতরাগভয়ক্রোধাঃ। রাগশ্চ ভয়ং চ ক্রোধশ্চ রাগভয়ক্রোধাঃ। বীতা বিগতা রাগভয়ক্রোধা যেভ্যস্তে বীতরাগভয়ক্রোধাঃ। মন্ময়া ব্রহ্মবিদ ঈশ্বরাহভেদদর্শিনঃ। মামেব পরমেশ্বরমুপাশ্রিতাঃ। কেবলজ্ঞাননিষ্ঠা ইত্যর্থঃ। বহবোহনেকে জ্ঞানতপসা—জ্ঞানমেব চ পরমাত্মবিষয়ং তপঃ। তেন জ্ঞানতপসা। পূতাঃ পরাং শুদ্ধিং গতাঃ সন্তঃ। মদ্ভাবমীশ্বরভাবং মোক্ষমাগতাঃ সমনুপ্রাপ্তাঃ। ইতরতপোনিরপেক্ষা জ্ঞাননিষ্ঠা ইত্যস্য লিঙ্গং জ্ঞানতপসেতি বিশেষণম্ ॥ ১০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কথং জন্মকর্ম্মজ্ঞানেন ত্বৎপ্রাপ্তিঃ স্যাদিতি? অত আহ—বীতরাগেতি। অহং শুদ্ধসত্ত্বাবতারৈর্ধর্ম্মপালনং করোমীতি মদীয়ং পরমকারুণিকত্বং জ্ঞাত্বা। বীতা বিগতা রাগভয়ক্রোধা যেভ্যস্তে। চিত্তবিক্ষেপাহভাবান্মন্ময়া মদেকচিত্তাঃ সন্তঃ। মামেবোপাশ্রিতাঃ সন্তঃ। মৎপ্রসাদলব্ধং যদাত্মজ্ঞানং চ তপশ্চ। তৎপরিপাকহেতুঃ স্বধর্ম্মঃ।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মাঽনুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ১১ ॥

তয়োর্ব্বৈকবন্ধুবঃ। তেন জ্ঞানতপসা পূতাঃ শুদ্ধা নিরস্তাঽজ্ঞানতৎকার্য্যমলাঃ। মদ্ভাবং মৎসাযুজ্যং প্রাপ্তা বহবঃ। ন ত্বধুনৈব প্রবৃত্তোঽয়ং মদ্ভক্তিমার্গ ইত্যর্থঃ। তদেবং তান্যহং বেদ সর্ব্বাণীত্যাদিনা বিদ্যাঽবিদ্যোপাধিভ্যাং তত্ত্বংপদার্থাবীশ্বরজীবৌ প্রদর্শ্যেশ্বরস্য চাঽবিদ্যাঽভাবেন নিত্যশুদ্ধত্বাজ্জীবস্য চেশ্বরপ্রসাদলব্ধজ্ঞানেনাঽজ্ঞাননিবৃত্তেঃ শুদ্ধস্য সতশ্চিদংশেন তদৈক্যমুক্তমিতি দ্রষ্টব্যম্॥ ১০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবানের অলৌকিক দেহ ধারণাদির তত্ত্ব জানিলেই মুক্তিলাভ হয়, ইহা পূর্ব্ব শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। এই শ্লোকে মুক্তিলাভের বিশেষ বিবরণ কথিত হইয়াছে। অন্তঃকরণকে বিষয়বাসনাদিবর্জ্জিত নির্ম্মল করিয়া, যিনি "তৎ" রূপ ব্রহ্ম ও "ত্বং" রূপ জীবকে অভিন্ন বোধে দেখেন, অথবা একমাত্র ভগবানেই মন সমর্পণ করেন, ও অনন্তপ্রেমভক্তিসহ ভগবানেরই শরণাগত হয়েন এবং আত্মজ্ঞানরূপ তপস্যাদ্বারা আপনাকে নির্ম্মল করিয়া শুদ্ধ হইয়াছেন, তিনিই পরমাত্মরতিরূপ পরমভাব লাভ করতঃ স্বাত্মানন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন॥ ১০ ॥

অন্বয়বোধিনী। হে পার্থ। যে (যাহারা) যথা (যে ভাবে) মাং (আমাকে) প্রপদ্যন্তে (উপাসনা করে), অহং (আমি) তান্ (তাহাদিগকে) তথা এব (সেই ভাবেই) ভজামি (অনুগ্রহ করিয়া থাকি), মনুষ্যাঃ (মনুষ্যগণ) সর্ব্বশঃ (সর্ব্ব প্রকারে) মম (আমার) বর্ত্ম (পথ) অনুবর্ত্তন্তে (অনুসরণ করে)॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে পার্থ। যাহারা যে ভাবে আমাকে উপাসনা করে, আমি তাহাদিগকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি। কর্ম্মাধিকারী মনুষ্যগণ নানা প্রকারে পূজা করিলেও তাহারা একমাত্র আমারই অনুসরণ করিয়া থাকে॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তব তর্হি রাগদ্বেষৌ স্তঃ। যেন কেভ্যশ্চিদেবাত্মভাবং প্রযচ্ছসি। ন সর্ব্বেভ্য ইতি। উচ্যতে—যে যথেতি। যে যথা যেন প্রকারেণ যেন প্রয়োজনেন যৎফলার্থিতয়া। মাং প্রপদ্যন্তে। তাংস্তথৈব তৎফলদানেন। ভজাম্যহমনুগৃহ্লাম্যহমিত্যেতৎ। তেষাং মোক্ষং প্রত্যনর্থিত্বাৎ। ন হ্যেকস্য মুমুক্ষুত্বং ফলার্থিত্বং চ যুগপৎ সম্ভবতি। অতো যে যৎ ফলার্থিনস্তাংস্তৎফলপ্রদানেন। যে যথোক্তকারিণস্ত্বফলার্থিনো মুমুক্ষবশ্চ তান্ জ্ঞানপ্রদানেন। যে জ্ঞানিনঃ সংন্যাসিনো মুমুক্ষবশ্চ তান্ মোক্ষপ্রদানেন। তথা আর্ত্তনার্ত্তিহরণেনেতি। এবং যথা যেন প্রকারেণ মাং প্রপদ্যন্তে যে তাংস্তথৈব ভজামীত্যর্থঃ। ন পুনা রাগদ্বেষনিমিত্তং মোহনিমিত্তং বা কংচিদ্ভজামি। সর্ব্বথাঽপি সর্ব্বাবস্থস্য মমেশ্বরস্য বর্ত্ম

মার্গমনুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ। যৎফলার্থিতয়া যস্মিন্ কর্ম্মণ্যধিকৃতা যে প্রবর্তন্তে তে মনুষ্যা অত্রোচ্যন্তে হে প্রার্থ সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈঃ॥ ১১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। নন্থ তর্হি কিং ত্বয়াপি বৈষম্যমস্তি? যস্মাদেবং ত্বদেকশরণানামেবাত্মভাবং দদাসি। নান্যেষাং সকামানামিতি? অত আহ—য ইতি। যথা যেন প্রকারেণ সকামতয়া নিষ্কামতয়া বা। যে মাং ভজন্তে। তানহং তথৈব তদপেক্ষিতফলদানেন। ভজাম্যনুগৃহ্লামি। ন তু সকামা মাং বিহায়েন্দ্রাদীনেব যে ভজন্তে তানহমুপেক্ষ ইতি মন্তব্যম্। যতঃ সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈরিন্দ্রাদিসেবকা অপি মমৈব বর্ত্ম ভজনমার্গমনুবর্ত্তন্তে। ইন্দ্রাদিরূপেণাহপি মমৈব সেব্যত্বাৎ॥ ১১॥

গীতার্থসন্দীপনী। বাসুদেব কেবল মাত্র নিজ নিষ্কাম ভক্তগণকেই মুক্তি দান করেন, সকাম ব্যক্তিগণের প্রতি কি তিনি দয়া করেন না? অর্জ্জুনের এই সংশয় ভঞ্জনের জন্য ভগবান্ বলিলেন, হে পার্থ! কি শোক দুঃখে কাতর, কি ধনাদি লাভের অভিলাষী, কি আত্মজ্ঞানপিপাসু জিজ্ঞাসু, কি তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ, সকাম বা নিষ্কাম হইয়া যে যে ভাবেই আমার আশ্রয় গ্রহণ করে, আমি সেই ভাবেই তাহাদের বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকি। দুঃখীর দুঃখভঞ্জনকর্ত্তা আমিই, ধনাকাঙ্ক্ষীর ধনদাতাও আমি, নিষ্কাম ভক্তের আত্মজ্ঞানোপদেষ্টাও আমি, এবং তত্ত্ববেত্তার মুক্তিদাতাও আমি। ভগবান্ ভাবময়, যে ভাবে যে ডাকে, ভাবসূত্রে আকৃষ্ট হইয়া তিনি সেই ভাবেই সাধকের সম্মুখে উপস্থিত হয়েন। যাহারা সকাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান কালে, ইন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি আদির উপাসনা করে, তাহারা তাঁহাকেই ইন্দ্রাদিরূপে পূজা করিয়া থাকে। তিনিই ইন্দ্রাদি উপাসকের সম্মুখে ইন্দ্রাদি রূপেই ফল দান করিয়া থাকেন। তিনিই ইন্দ্রাদি নানারূপে লীলা করিয়া থাকেন। সাধকের ভাবেরও সীমা নাই, তাঁহার রূপেরও সীমা নাই। একমাত্র তিনিই অনন্ত রূপ ধারণ করিয়া সকাম, নিষ্কাম, জ্ঞানী ও ভক্ত সকলকেই অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। যে ক্ষুধায় কাতর হইয়া তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকে, তিনি তাহার নিকট মা অন্নপূর্ণা, যে শত্রুভয় হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাঁহার শরণাগত হয়, তাহার কার্য্যার্থ তিনি উগ্রচণ্ডা, মহাকালী, দশভুজা, গদাধর, চক্রপাণি। যে তাঁহাকে বাৎসল্য ভাবে আদর করিতে চায়, তিনি তাহার সম্মুখে বালগোপাল, যে জ্ঞানলাভার্থ ভিক্ষা করে, তিনি তাহার নিকট মহাযোগেশ্বর মহাদেব। যেমন তোমার পুত্র পিতা বলিয়া ডাকিলে, স্ত্রী নাথ বলিয়া ডাকিলে, ভ্রাতা দাদা বলিয়া ডাকিলে, পিতা পুত্র বলিয়া ডাকিলে, দাস প্রভু বলিয়া ডাকিলে একমাত্র তুমিই উত্তর দাও, ও তাহাদের সম্বন্ধানুরূপ ব্যবহার কর, সেইরূপ যে যে ভাবেই উপাসনা করুক না কেন, সকাম, নিষ্কাম, সগুণ, নির্গুণ সকল অবস্থাতেই তিনিই একমাত্র ফলদাতা। একমাত্র তাঁহাকেই মনুষ্য ভিন্ন ভিন্ন নামে, ও ভিন্ন ভিন্ন রূপে, এবং ভিন্ন ভিন্ন উপচারে, ও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পূজা করিয়া থাকে॥ ১১॥

——:o:——

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা ॥ ১২ ॥

অন্বয়বোধিনী। ইহ (ইহলোকে) কর্ম্মণাং (কর্ম্ম সকলের) সিদ্ধিং (সিদ্ধি) কাঙ্ক্ষন্তঃ (কামনাকারিগণ) দেবতাঃ (দেবতাদিগকে) যজন্তে (পূজা করিয়া থাকে), হি (যেহেতু) মানুষে লোকে (মনুষ্যলোকে) কর্ম্মজা (কর্ম্মজনিত) সিদ্ধিঃ (ফল) ক্ষিপ্রং (শীঘ্র) ভবতি (হয়) ॥ ১২ ॥

বঙ্গানুবাদ। ইহলোকে কর্ম্ম জন্য ফল শীঘ্র পাওয়া যায় বলিয়া সকাম পুরুষবর্গ ইন্দ্রাদি দেবতার পূজা করিয়া থাকে ॥ ১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যদি তবেশ্বরস্য রাগাদিদোষাঽভাবস্তদা সর্ব্বপ্রাণিষনুজিঘৃক্ষায়াং তুল্যায়াং সর্ব্বফলপ্রদানসমর্থে চ ত্বয়ি সতি বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি জ্ঞানেনৈব মুমুক্ষবঃ সন্তঃ কস্মাত্ত্বামেব সর্ব্বে ন প্রতিপদ্যন্ত ইতি? শৃণু তত্র কারণম্—কাঙ্ক্ষন্ত ইতি। কাঙ্ক্ষন্তঃ প্রার্থয়ন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং ফলনিষ্পত্তিং। যজন্ত ইহাঽস্মিন্ লোকে দেবতা ইন্দ্রাগ্ন্যাদ্যাঃ। অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তেঽন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ। যথা পশুরেবং স দেবানামিতি শ্রুতেঃ। (ক)। তেষাং হি ভিন্নদেবতাযাজিনাং ফলাকাঙ্ক্ষিণাং ক্ষিপ্রং শীঘ্রং হি যস্মান্মানুষে লোকে। মনুষ্যলোকে হি শাস্ত্রাধিকারঃ। ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে ইতি বিশেষণাদন্যেষ্বপি কর্ম্মফলসিদ্ধিং দর্শয়তি ভগবান্। মানুষে লোকে বর্ণাশ্রমাদিকর্ম্মাণীতি বিশেষঃ। তেষাং চ বর্ণাশ্রমাদ্যধিকারিণাং কর্ম্মণাং ফলসিদ্ধিঃ ক্ষিপ্রং ভবতি। কর্ম্মজা কর্ম্মণো জাতা ॥ ১২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা তর্হি মোক্ষার্থমেব কিমিতি সর্ব্বে ত্বাং ন ভজন্তীতি? অত আহ—কাঙ্ক্ষন্ত ইতি। কর্ম্মণাং সিদ্ধিং কর্ম্মফলং কাঙ্ক্ষন্তঃ প্রায়েণেহ মনুষ্যলোকে ইন্দ্রাদিদেবতা এব যজন্তে। ন তু সাক্ষান্মামেব। হি যস্মাৎ কর্ম্মজা সিদ্ধিঃ কর্ম্মজং ফলং শীঘ্রং ভবতি। ন তু জ্ঞানফলং কৈবল্যম্। দুষ্প্রাপ্যত্বাজ্‌জ্ঞানস্য ॥ ১২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যদি ভগবান্‌ই সর্ব্বপ্রকার ফলদাতা, তবে লোকে তাঁহার আত্মস্বরূপের উপাসনা না করিয়া তাঁহাকে ইন্দ্রাদি রূপে পূজা করে কেন? অর্জ্জুনের এই সংশয় দূর করিবার জন্য ভগবান্ বলিতেছেন যে, ধনপুত্রাদি ফল কামনা পূর্ব্বক যজ্ঞাদির বিধিবিহিত অনুষ্ঠান করিলে শীঘ্র ফল পাওয়া যায়, এই জন্য সকাম ব্যক্তিবর্গ ইন্দ্রাদি দেবতারই পূজা করে। অন্তঃকরণ শুদ্ধ, চিত্ত নিষ্কাম না হইলে আত্মজ্ঞানবোধে অধিকার হয় না, এতৎসাধন দীর্ঘদিনসাধ্য বলিয়া সকল লোকে উহার চেষ্টা করে না ॥ ১২ ॥

-:o:-

(ক) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ—১।৪।১০

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়বোধিনী। ময়া (মৎকর্ত্তৃক) গুণকর্ম্মবিভাগশঃ (গুণকর্ম্ম বিভাগ অনুসারে) চাতুর্ব্বর্ণ্যং (চারি বর্ণ) সৃষ্টং (সৃষ্ট হইয়াছে), তস্য (তাহার) কর্ত্তারম্ অপি (কর্ত্তা হইলেও) অব্যয়ম্ (অব্যয়) অকর্ত্তারং (অকর্ত্তা) [বলিয়া] মাং (আমাকে) বিদ্ধি (জানিও) ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। আমি গুণকর্ম্ম বিভাগানুসারে চারি বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি। আমি তাহার স্রষ্টা হইলেও আমাকে অকর্ত্তা ও অব্যয় বলিয়া জানিবে॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। মানুষ এব লোকে বর্ণাশ্রমাদিকর্ম্মাঽধিকারো নাঽন্যেষু লোকেষ্বিতি নিয়মঃ কিংনিমিত্ত ইতি? অথবা বর্ণাঽশ্রমাদিপ্রবিভাগোপেতা মনুষ্যা মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে সর্ব্বশ ইত্যুক্তম্। কস্মাৎ পুনঃ কারণান্নিয়মেন তবৈব বর্ত্মাঽনুবর্ত্তন্তে? নান্যস্যেতি? উচ্যতে—চাতুর্ব্বর্ণ্যমিতি। চাতুর্ব্বর্ণ্যং—চত্বার এব বর্ণাশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যম্। ময়েশ্বরেণ সৃষ্টমুৎপাদিতম্। ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদিত্যাদিশ্রুতেঃ (ক)। গুণকর্ম্মবিভাগশঃ—গুণবিভাগশঃ কর্ম্মবিভাগশশ্চ। গুণাঃ সত্ত্বরজস্তমাংসি। তত্র সাত্ত্বিকস্য সত্ত্বপ্রধানস্য ব্রাহ্মণস্য শমো দমস্তপ ইত্যাদীনি কর্ম্মাণি। সত্ত্বোপসর্জ্জনরজঃপ্রধানস্য ক্ষত্রিয়স্য শৌর্য্যতেজঃপ্রভৃতীনি কর্ম্মাণি। তমউপসর্জ্জনরজঃপ্রধানস্য বৈশ্যস্য কৃষ্যাদীনি কর্ম্মাণি। রজউপসর্জ্জনতমঃপ্রধানস্য শূদ্রস্য শুশ্রূষৈব কর্ম্ম। ইত্যেবং গুণকর্ম্মবিভাগশশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টমিত্যর্থঃ। তচ্চেদং চাতুর্ব্বর্ণ্যং নাঽন্যেষু লোকেষু। অতো মানুষে লোক ইতি বিশেষণম্। হন্ত তর্হি চাতুর্ব্বর্ণ্যসর্গাদেঃ কর্ম্মণঃ কর্ত্তৃত্বাত্তৎফলেন যুজ্যসে। অতো ন ত্বং নিত্যমুক্তো নিত্যেশ্বর ইতি? উচ্যতে—যদ্যপি মায়াসংব্যবহারেণ তস্য কর্ম্মণঃ কর্ত্তারমপি সন্তং মাং পরমার্থতো বিদ্ধ্যকর্ত্তারম্। অত এবাঽব্যয়মসংসারিণং চ মাং বিদ্ধি ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ননু কেচিৎ সকামতয়া প্রবর্ত্তন্তে। কেচিন্নিষ্কামতয়া। ইতি কর্ম্মবৈচিত্র্যম্। তৎকর্ত্তৄণাং চ ব্রাহ্মণাদীনামুত্তমমধ্যমাদিবৈচিত্র্যং কুর্ব্বতস্তব কথং বৈষম্যং নাস্তি? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—চাতুর্ব্বর্ণ্যমিতি। চত্বারো বর্ণা এবেতি চাতুর্ব্বর্ণ্যম্। স্বার্থে ষ্যঞ্ প্রত্যয়ঃ। অয়মর্থঃ—সত্ত্বপ্রধানা ব্রাহ্মণাঃ। তেষাং শমদমাদীনি কর্ম্মাণি। সত্ত্বরজঃপ্রধানাঃ ক্ষত্রিয়াঃ। তেষাং শৌর্য্যযুদ্ধাদীনি কর্ম্মাণি। রজস্তমঃপ্রধানা বৈশ্যাঃ। তেষাং কৃষিবাণিজ্যাদীনি কর্ম্মাণি। তমঃপ্রধানাঃ শূদ্রাঃ। তেষাং ত্রৈবর্ণিকশুশ্রূষাদীনি কর্ম্মাণি। ইত্যেবং গুণানাং কর্ম্মণাং চ বিভাগৈশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়ৈব সৃষ্টমিতি সত্যম্। তথাঽপ্যেবং তস্য কর্ত্তারমপি ফলতোঽকর্ত্তারমেব মাং বিদ্ধি। তত্র হেতুঃ—অব্যয়ং আসক্তিরাহিত্যেন শ্রমরহিতম্ ॥ ১৩ ॥

(ক) ঋগ্বেদসংহিতা,—১০।৯০।১২।

গীতার্থসন্দীপনী। পূর্ব্বশ্লোকে সকাম ও নিষ্কাম ভেদে অধিকারের ভিন্নতা প্রদর্শিত হইয়াছে, আবার দেহের মূলতত্ত্ব—সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণ ভেদে অধিকার ভেদ কথিত হইতেছে। অনেকের সংস্কার এই যে ভগবান্ সকলকে সমান করিয়া মনুষ্যজাতি সৃষ্টি করিলেন। কালক্রমে জনসমাজ গঠিত হইল। পরে যে যেমন কর্ম্ম করিতে লাগিল তাহার সেইরূপ উপাধি হইল। যথা—যিনি কেবল পূজা পাঠ করিতেন, তিনি ব্রাহ্মণ হইলেন, যিনি যুদ্ধাদিতে বল বিক্রম দেখাইলেন তিনি ক্ষত্রিয় ইত্যাদি। এরূপ বাক্যের দার্শনিক, ঐতিহাসিক বা সাঙ্কেতিক কোন প্রমাণই নাই, বস্তুতঃ ইহা কল্পনামূলক। যদি বল ঈশ্বর সমদর্শী, নিরপেক্ষ হইয়া ব্রাহ্মণকে শ্রেষ্ঠ ও ক্ষত্রিয়াদিকে ক্রমানুসারে নিকৃষ্ট করিবেন, ইহা সম্ভব নহে। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন, তিনি কর্ত্তা হইয়াও অকর্ত্তা। বস্তুতঃ এতাবৎ প্রকৃতির স্ফুরিত উচ্ছ্বাস মাত্র। প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী ও অনাদ্যা। সত্ত্বগুণের প্রাধান্যাধিকারে প্রকৃতিসত্তাসাগর হইতে যে মনুষ্য রূপ বুদ্‌বুদ্ স্ফুরিত হয়, তাহাতে শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধাদি বৃত্তির বিকাশ হয়। এই বৃত্তিগুলি সত্ত্বগুণের কর্ম্ম। এই "গুণকর্ম্ম' অনুসারে পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর মানব "ব্রাহ্মণ" বলিয়া অভিহিত হয়েন। সত্ত্বগুণের গৌণ ও রজোগুণের মুখ্য অধিকারে প্রকৃতিসত্তা-সমুদ্র হইতে যে শ্রেণীর মনুষ্যরূপ বুদ্‌বুদ্ স্ফুরিত হয়, তাহাতে শৌর্য্যবীর্য্যাদির বিকাশ হয়। এতাবৎ রজোগুণের কর্ম্ম, এই "গুণকর্ম্ম" অনুসারে মানব "ক্ষত্রিয়" নাম ধারণ করে। এইরূপ তমোগুণের গৌণ ও রজোগুণের মুখ্য অধিকারে কৃষিবাণিজ্যাদি বৃত্তিশীল "বৈশ্য", এবং তমোগুণের মুখ্যাধিকারে দ্বিজাতি শুশ্রূষু "শূদ্র" জাতির আবির্ভাব হইয়াছে। এই "গুণকর্ম্মবিভাগ" অনাদি-কালসিদ্ধ। সুতরাং "বর্ণভেদও" অনাদিকালসিদ্ধ। তবে বর্ণধর্ম্মী মানবে স্ব স্ব বৃত্তিগুলি মলিন হইলে তাহাদের প্রতিভার হানি বা পতন হয়। ব্রাহ্মণ মলিনবৃত্তি হইলে যথাক্রমে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ব্রাহ্মণ, শূদ্র ব্রাহ্মণ, চাণ্ডাল ব্রাহ্মণ আদিতে পরিণত হয়েন। এই বৃত্তির গুণতারতম্যে ব্রাহ্মণ "শূদ্রত্ব" ও শূদ্র "ব্রাহ্মণত্ব" প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু "ব্রাহ্মণ" কখন "শূদ্র" ও "শূদ্র" কখন "ব্রাহ্মণ" হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম, সংস্কার দ্বারা দ্বিজত্ব, বেদ পাঠ পূর্ব্বক বিপ্রত্ব ও ব্রহ্মবোধ যুক্ত পুরুষই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ। এতাবতের শেষ দিক্ হইতে যেমন এক একটীর ক্রটী হয়, তেমনি ব্রাহ্মণের হীনত্ব হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণকুলজাত, উপনীত ও বেদাধ্যয়নশীল ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা হীন। ব্রাহ্মণকুলজাত ও দ্বিজ ব্রাহ্মণ, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা হীন, এবং কেবল ব্রাহ্মণকুলজাত অনুপনীত ব্রাহ্মণ, দ্বিজ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা হীন। জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের সহিত যে সম্বন্ধ, গুরু ও শিষ্যের সহিত যে সদ্ভাব ও সম্বন্ধ, ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের সহিত সেই সম্বন্ধ। কেহ মনে করিবেন না, যে শূদ্র ব্রাহ্মণের ক্রীত দাস। বস্তুতঃ কনিষ্ঠ যেমন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সেবা করে, শিষ্য যেমন গুরুর শুশ্রূষা করে, সেইরূপ শূদ্র দ্বিজাতিগণের সেবা করিবে। যেমন সকল ভাইই জ্যেষ্ঠ হইতে পারে না, তদ্রূপ সকল বর্ণই একরূপ হয় না। ঈশ্বর কাহাকেও পক্ষপাত-পূর্ব্বক ছোট বড় করেন নাই, প্রকৃতির "গুণকর্ম্ম বিভাগে" এইরূপ হইয়াছে মাত্র ॥ ১৩ ॥

——:০:——

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে ॥ ১৪ ॥
এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতম্ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়বোধিনী। কর্ম্মাণি (কর্ম্মরাশি) মাং (আমাকে) ন লিম্পতি (স্পর্শ করে না) কর্ম্মফলে মে (আমার) স্পৃহা ন (নাই), ইতি (এইরূপে) যঃ (যিনি) মাম্ (আমাকে) অভিজানাতি (জানেন) সঃ (তিনি) কর্ম্মভিঃ (কর্ম্মসমূহদ্বারা) ন বধ্যতে (আবদ্ধ হন না)॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। কর্ম্মরাশি আমাকে স্পর্শ করে না, কর্ম্ম ফলের বাসনাও আমার নাই। এইরূপে আমাকে যিনি বিদিত হয়েন, কর্ম্মজালে তিনি আবদ্ধ হয়েন না ॥১৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যেষাং তু কর্ম্মণাং কর্ত্তারং মাং মন্যসে পরমার্থতস্তেষামকর্ত্তৈবাহম্। যতঃ—ন মামিতি। ন মাং তানি কর্ম্মাণি লিম্পন্তি দেহাদ্যারম্ভকত্বেন। অহঙ্কারাভাবাৎ। ন চ তেষাং কর্ম্মণাং ফলে মে মম স্পৃহা তৃষ্ণা। যেষাং তু সংসারিণামহং কর্ত্তেত্যভিমানঃ কর্ম্মসু স্পৃহা তৎফলেষু চ তান্ কর্ম্মাণি লিম্পন্তীতি যুক্তম্। তদভাবান্ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তীতি। এবং যোঽন্যোঽপি মামাত্মত্বেনাভিজানাতি—নাহং কর্ত্তা—ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহেতি—স কর্ম্মভির্ন বধ্যতে। তস্যাপি ন দেহাদ্যারম্ভকাণি কর্ম্মাণি ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেব দর্শয়ন্নাহ—ন মামিতি। কর্ম্মাণি বিশ্বসৃষ্ট্যাদীন্যপি মাং ন লিম্পন্ত্যাসক্তং ন কুর্ব্বন্তি। নিরহঙ্কারত্বাৎ। মম কর্ম্মফলে স্পৃহাঽভাবাচ্চ। মাং ন লিম্পন্তীতি কিং বক্তব্যং? যতঃ কর্ম্মলেপরাহিত্যেন মাং যোঽভিজানাতি সোঽপি কর্ম্মভির্ন বধ্যতে। মম নির্লেপত্বে কারণং নিরহঙ্কারত্বনিঃস্পৃহত্বাদিকং জানতস্তস্যাপ্যহঙ্কারাদিশৈথিল্যাৎ ॥ ১৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবান্ নিরহঙ্কার—কর্ত্তৃত্বাভিমানরহিত, সুতরাং কার্য্য করিয়াও তিনি অকর্ত্তা। "আমি করিতেছি" এরূপ বুদ্ধির উদয় না হইলে কাহাকেও "কর্ত্তা" বলা যায় না। ব্যবহার দৃষ্টিতে লোকে তাঁহাকে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা বলিয়া থাকে, কিন্তু তিনি নির্লিপ্ত। "আপ্তকামস্য কা স্পৃহা" শ্রুতি (ক)। সর্ব্বাত্মদৃষ্টিতে সমস্তই যাহাতে নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই আপ্তকাম পুরুষের আবার কোন্ বস্তুর বাসনা হইবে? কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি জগৎ রচনাদি করেন নাই। এতাবৎ তাঁহার প্রকৃতিসুলভ জলতরঙ্গ লীলা মাত্র। এইরূপ আত্মতত্ত্ব জানিলে জীবের মুক্তি হয় ॥ ১৪ ॥

-:০:-

(ক) গৌড়পাদকারিকা,—১।৯।

কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়বোধিনী। এবং (এইরূপ) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) পূর্ব্বৈঃ (প্রাচীন) মুমুক্ষুভিঃ অপি (মুমুক্ষুগণ কর্ত্তৃকও) কর্ম্ম কৃতম্ (অনুষ্ঠিত হইয়াছিল), তস্মাৎ (অতএব) ত্বং (তুমি) পূর্ব্বৈঃ (প্রাচীনগণ কর্ত্তৃক) পূর্ব্বতরং (পূর্ব্বপূর্ব্বযুগে) কৃতং (অনুষ্ঠিত) কর্ম্ম এব কুরু (কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান কর) ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। আত্মাকে এইরূপ অকর্ত্তা ও অভোক্তা জানিয়া প্রাচীন মুমুক্ষুগণ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন, যুগযুগান্তরপূর্ব্ববর্ত্তী মুমুক্ষুগণও সেইরূপ কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন। অতএব তুমিও তাঁহাদের ন্যায় কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর ॥১৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্। নাহং কর্ত্তা—ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহেতি—এবমিতি। এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপ্যতিক্রান্তৈর্মুমুক্ষুভিঃ। কুরু তেন কর্ম্মৈব ত্বম্। ন তূষ্ণীমাসনং। নাপি সংন্যাসঃ কর্ত্তব্যঃ। তস্মাৎ ত্বং পূর্ব্বৈরপ্যনুষ্ঠিতত্বাৎ। যদ্যনাত্মজ্ঞস্তদাত্মশুদ্ধ্যর্থং। তত্ত্ববিচেল্লোকসংগ্রহার্থম্। পূর্ব্বৈর্জনকাদিভিঃ পূর্ব্বতরং কৃতং। নাধুনাতনং কৃতং নির্ব্বর্ত্তিতম্ ॥ ১৫।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যে যথা মামিত্যাদিচতুর্ভিঃ শ্লোকৈঃ প্রাসঙ্গিকমীশ্বরস্য বৈষম্যং পরিহৃত্য পূর্ব্বোক্তমেব কর্ম্মযোগং প্রপঞ্চয়িতুমনুস্মারয়তি—এবমিতি। অহঙ্কারাদিরাহিত্যেন কৃতং কর্ম্ম বন্ধকং ন ভবতি। ইত্যেবং জ্ঞাত্বা পূর্ব্বৈর্জ্জনকাদিভিরপি মুমুক্ষুভিঃ সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থং পূর্ব্বতরং যুগান্তরেষ্বপি কৃতং। তস্মাৎ ত্বমপি প্রথমং কর্ম্মৈব কুরু ॥ ১৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। দ্বাপর যুগে যযাতি, যদু প্রভৃতি মহারাজগণ আত্মাকে অকর্ত্তা অভোক্তা জানিয়া অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তৎপূর্ব্ব যুগেও জনকাদি রাজগণ ঐরূপ করিয়া গিয়াছেন। ইহার দ্বারা ভগবান্ দেখাইলেন যে, হে অর্জ্জুন! তাঁহারা তোমার ন্যায় সন্ন্যাসী হইতে ইচ্ছা করেন নাই। তুমিও সেই মহাত্মাদিগের পথ অনুসরণ পূর্ব্বক নিজ বর্ণাশ্রমধর্ম্মের যথাবিধি অনুষ্ঠান কর। ইহাতে তোমার চিত্ত শুদ্ধ হইয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইবে ॥ ১৫ ॥

---:o:-

অন্বয়বোধিনী। কিং কর্ম্ম (কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি)? কিম্ অকর্ম্ম (অকর্ত্তব্য কর্ম্ম কি)? ইতি অত্র (এই বিষয়ে) কবয়ঃ অপি (বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণও) মোহিতাঃ (মোহপ্রাপ্ত হইয়াছেন), [এই জন্য] যৎ (যাহা) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) অশুভাৎ (অশুভ হইতে) মোক্ষ্যসে (মুক্ত হইবে) তৎ কর্ম্ম (সেই কর্ম্ম) তে (তোমাকে) প্রবক্ষ্যামি (বলিব) ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি এবং অকর্ত্তব্য কর্ম্ম কি, ইহা নিরূপণ করিতে গিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণও মোহ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই জন্য আমি তোমাকে কর্ম্ম ও অকর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ করিতেছি; উহা বিদিত হইলে তুমি সংসার হইতে মুক্ত হইবে ॥ ১৬ ॥

কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যং চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ ॥ ১৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তত্র কর্ম্ম চেৎ কর্ত্তব্যং ত্বদ্বচনাদেব করোম্যহম্। কিং বিশেষিতেন—পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতমিতি? উচ্যতে। যস্মান্মহদ্বৈষম্যং কর্ম্মাঽকর্ম্মণি। কথং?—কিং কর্ম্মেতি। কিং কর্ম্ম কিঞ্চাঽকর্ম্মেতি কবয়ো মেধাবিনোঽপ্যত্রাঽস্মিন্ কর্ম্মাদিবিষয়ে মোহিতাঃ মোহং গতাঃ। অতস্তে তুভ্যমহং কর্ম্মাঽকর্ম্ম চ প্রবক্ষ্যামি। যজ্‌জ্ঞাত্বা বিদিত্বা কর্ম্মাদি। মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ সংসারাৎ ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তচ্চ তত্ত্ববিদ্ভিঃ সহ বিচার্য্য কর্ত্তব্যং। ন লোকপরম্পরামাত্রেণেতি। আহ—কিং কর্ম্মেতি। কিং কর্ম্ম? কীদৃশং কর্ম্মকরণম্? কিমকর্ম্ম? কীদৃশং কর্ম্মাঽকরণম্? ইত্যস্মিন্নর্থে বিবেকিনোঽপি মোহিতাঃ। অতো যজ্‌জ্ঞাত্বা যদনুষ্ঠায়াঽশুভাৎ সংসারান্মোক্ষ্যসে মুক্তো ভবিষ্যসি তৎ কর্ম্মাঽকর্ম্ম চ তুভ্যমহং প্রবক্ষ্যামি। তচ্ছৃণু ॥১৬॥

গীতার্থসন্দীপনী। দ্রুতগামী নৌকায় গমনকালে তীরস্থ বৃক্ষমালাকে গতিশীল ও নৌকাকে একস্থানে স্থির বলিয়া বোধ হয়। এইরূপ লৌকিক ক্রিয়াস্থলেও বুদ্ধিমান্‌গণের যখন ভ্রম হইয়া থাকে, তখন পারমার্থিক কর্ম্মসমূহে যে বিশেষ ভ্রম হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? শাস্ত্র যাহা অনুষ্ঠান করিতে বলিয়াছেন তাহাই কর্ম্ম এবং তদ্ভাবতের ত্যাগ বা সন্ন্যাস ও তদ্বিরুদ্ধাচরণই অকর্ম্ম। যে কর্ম্ম করিলে জীবের সংসার পাশ মোচন হয়, শাস্ত্র তাহারই অনুষ্ঠান করিতে জীব সকলকে উপদেশ দিয়াছেন। ভগবন্মুখনির্গলিত কর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিলে অনায়াসেই ভববন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায় ॥ ১৬॥

---:o:---

স্ববোধিনী। কর্ম্মণঃ অপি (বিহিত কর্ম্মের) [তত্ত্ব] বোদ্ধব্যং (জ্ঞাতব্য), বিকর্ম্মণঃ (নিষিদ্ধ কর্ম্মের) বোদ্ধব্যং (জ্ঞাতব্য), অকর্ম্মণঃ চ (ও অকর্ম্মের) বোদ্ধব্যং (জ্ঞাতব্য); হি (কেননা) কর্ম্মণঃ (কর্ম্মের) গতিঃ (তত্ত্ব) গহনা (দুর্জ্ঞেয়) ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। বিহিত কর্ম্ম, নিষিদ্ধ কর্ম্ম ও অকর্ম্ম এই ত্রিবিধ কর্ম্মেরই তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। কেননা এতাবতের তত্ত্ব অতীব দুর্জ্ঞেয় ॥ ১৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ন চৈবং ত্বয়া মন্তব্যং। কর্ম্ম নাম দেহাদিচেষ্টা লোকপ্রসিদ্ধম্। অকর্ম্ম নাম তদক্রিয়া তূষ্ণীমাসনম্। কিং তত্র বোদ্ধব্যমিতি? কস্মাৎ? উচ্যতে—কর্ম্মণ ইতি। কর্ম্মণঃ শাস্ত্রবিহিতস্য। হি যস্মাৎ। অপ্যস্তি বোদ্ধব্যম্। বোদ্ধব্যং চাঽস্ত্যেব বিকর্ম্মণঃ প্রতিষিদ্ধস্য। তথা—অকর্ম্মণশ্চ তূষ্ণীভাবস্য চ বোদ্ধব্যমস্তীতি। ত্রিষপ্যধ্যাহারঃ কর্ত্তব্যঃ। যস্মাদ্‌গহনা বিষমা দুর্জ্ঞেয়া। কর্ম্মণ ইত্যুপলক্ষণার্থম্। কর্ম্মাদীনাং কর্ম্মাঽকর্ম্মবিকর্ম্মণাম্। গতির্যাথাত্ম্যং তত্ত্বমিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। নন্বু লোকপ্রসিদ্ধমেব কর্ম্ম দেহাদিব্যাপারাত্মকম্। অকর্ম্ম তদব্যাপারাত্মকম্। অতঃ কথমুচ্যতে কবয়োঽপ্যত্র মোহং প্রাপ্তা ইতি? তত্রাহ—কর্ম্মণ ইতি। কর্ম্মণো বিহিতব্যাপারস্যাঽপি তত্ত্বং বোদ্ধব্যমস্তি। ন তু লোকপ্রসিদ্ধমাত্রমেব। অকর্ম্মণোঽবিহিতব্যাপারস্যাঽপি তত্ত্বং বোদ্ধব্যমস্তি। বিকর্ম্মণো নিষিদ্ধব্যাপারস্যাঽপি তত্ত্বং বোদ্ধব্যমস্তি। যতঃ কর্ম্মণো গতির্গহনা। কর্ম্মণ ইত্যুপলক্ষণার্থম্। কর্ম্মাঽকর্ম্মবিকর্ম্মণাং তত্ত্বং দুর্ব্বিজ্ঞেয়মিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ইন্দ্রিয়াদি ব্যাপারের নাম কর্ম্ম, এবং তদভাবের সন্ন্যাসের নাম অকর্ম্ম, ইহাতো আমি বিদিত আছি, তবে ভগবান্ নূতন আর আমাকে কি বুঝাইবেন? অর্জ্জুনের এই ভ্রম দূর করিবার জন্য ভগবান্ বলিতেছেন, শ্রুতিস্মৃত্যুক্ত বিধান বিহিতার্থের নামই কর্ম্ম, ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব জানা আবশ্যক। নতুবা তুমি তাহার অনুষ্ঠান করিবে কিরূপে? শাস্ত্রনিষিদ্ধ অর্থই বিকর্ম্ম। তাহারও স্বরূপ তত্ত্ব তোমার জানা আবশ্যক। অন্যথা তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবে কিরূপে? আর সমস্তকর্ম্মসন্ন্যাসের নাম অকর্ম্ম। তাহারও বিশেষ বিবরণ না জানিলে ভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা। লৌকিক স্থূল দৃষ্টির দ্বারা যে বস্তুকে যেরূপ বলিয়া বোধ হয়, প্রকৃতপক্ষে হয়তো তাহা সেরূপ নহে। স্থূল দৃষ্টিতে সূর্য্যকে একখানি রূপার থালার ন্যায় দেখায়, কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে উহা পৃথিবী অপেক্ষাও একটী প্রকাণ্ড গ্রহ ইত্যাদি। বস্তুতঃ স্থূল দৃষ্টি ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিষম প্রভেদ ॥ ১৭ ॥

---:o:---

অন্বয়বোধিনী। যঃ (যিনি) কর্ম্মণি (কর্ম্মের মধ্যে) অকর্ম্ম, অকর্ম্মণি চ (অকর্ম্মের মধ্যে) যঃ কর্ম্ম পশ্যেৎ (দর্শন করেন), সঃ (তিনি) মনুষ্যেষু (মনুষ্যদিগের মধ্যে বুদ্ধিমান্, সঃ (তিনি) যুক্তঃ (যোগযুক্ত) [এবং] কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ (সর্ব্ব কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা) ॥১৮॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি কর্ম্মের মধ্যে অকর্ম্ম ও অকর্ম্মের মধ্যে কর্ম্ম দর্শন করেন, তিনিই মনুষ্যগণের মধ্যে বুদ্ধিমান্, তিনি যোগযুক্ত ও তিনি সর্ব্বকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা ॥ ১৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিং পুনস্তত্ত্বং কর্ম্মাদের্যদ্বোদ্ধব্যং—বক্ষ্যামীতি প্রতিজ্ঞাতম্? উচ্যতে—কর্ম্মণীতি। কর্ম্মণি—ক্রিয়ত ইতি কর্ম্ম ব্যাপারমাত্রম্। তস্মিন্ কর্ম্মণি। অকর্ম্ম কর্ম্মাভাবং যঃ পশ্যেৎ। অকর্ম্মণি চ কর্ম্মাঽভাবে কর্ত্তৃতন্ত্রত্বাৎ প্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যোর্ব্বস্তপ্রাপ্যৈব হি সর্ব্ব এব ক্রিয়াকারকাদিব্যবহারোঽবিদ্যাভূমাবেব কর্ম্ম যঃ পশ্যেদ্যঃ পশ্যতি স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু। স যুক্তো যোগী চ। কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ সমস্তকর্ম্মকৃচ্চ সঃ। ইতি স্তূয়তে কর্ম্মাঽকর্ম্মণোরিতরেতরদর্শী।

নন্থ কিমিদং বিরুদ্ধমুচ্যতে—কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদিতি—অকর্ম্মণি চ কর্ম্মেতি। ন হি কর্ম্মাঽকর্ম্ম স্যাৎ। অকর্ম্ম বা কর্ম্ম। তত্র বিরুদ্ধং কথং পশ্যেদ্দ্রষ্টা ?

নম্বকর্ম্মৈব পরমার্থতঃ সৎ কর্ম্মবদবভাসতে মূঢ়দৃষ্টের্লোকস্ত। তথা কর্ম্মৈবাঽকর্ম্মবৎ। তত্র যথাভূতদর্শনার্থমাহ ভগবান্—কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদিত্যাদি। অতো ন বিরুদ্ধম্। বুদ্ধিমত্বাদ্যুপপত্তেশ্চ। বোদ্ধব্যমিতি চ যথাভূতং দর্শনমুচ্যতে। ন চ বিপরীতজ্ঞানাদশুভান্মোক্ষণং স্যাৎ। যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাদিতি চোক্তম্। তস্মাৎ কর্ম্মাঽকর্ম্মণী বিপর্য্যয়েণ গৃহীতে প্রাণিভিস্তদ্বিপর্য্যয়গ্রহণনিবৃত্ত্যর্থং ভগবতো বচনং—কর্ম্মণ্যকর্ম্ম য ইত্যাদি। ন চাত্র কর্ম্মাঽধিকরণমকর্ম্মাঽস্তি—কুণ্ডে বদরাণীব। নাঽপ্যকর্ম্মাঽধিকরণং কর্ম্মাঽস্তি। কর্ম্মাঽভাবত্বাদকর্ম্মণঃ। অতো বিপরীতগৃহীতে এব কর্ম্মাঽকর্ম্মণী লৌকিকৈঃ। যথা মৃগতৃষ্ণিকায়ামুদকং। শুক্তিকায়াং বা রজতম্।

নন্থ কর্ম্ম কর্ম্মৈব সর্ব্বেষাম্। ন কচিদ্ব্যভিচরতি।

তন্ন। নৌস্থস্ত নাবি গচ্ছন্ত্যাং তটস্থেম্বগতিকেষু নগেষু প্রতিকূলগতিদর্শনাৎ। দূরেষু চক্ষুষোঽসংনিকৃষ্টেষু গচ্ছৎসু গত্যভাবদর্শনাৎ। এবমিহাঽপ্যকর্ম্মণ্যহং করোমীতি কর্ম্মদর্শনং কর্ম্মণি চাঽকর্ম্মদর্শনং বিপরীতদর্শনম্। যেন তন্নিরাকরণার্থমুচ্যতে—কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদিত্যাদি।

তদেতদুক্তপ্রতিবচনমপ্যসকৃদত্যন্তবিপরীতদর্শনভাবিততয়া মোমুহ্যমানো লোকঃ শ্রুতমপ্যসকৃত্তত্ত্বং বিস্মৃত্য মিথ্যাপ্রসঙ্গমবতার্য্যাঽবতার্য্য চোদয়তীতি পুনঃপুনরুত্তরমাহ ভগবান্—দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্বং চাঽলক্ষ্য বস্তুনঃ। অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়ং—ন জায়তে ম্রিয়তে বেত্যাদিনাত্মনি কর্ম্মাঽভাবঃ শ্রুতিস্মৃতিন্যায়প্রসিদ্ধ উক্তো বক্ষ্যমাণশ্চ। তস্মিন্নাত্মনি কর্ম্মাঽভাবেঽকর্ম্মণি কর্ম্মবিপরীতদর্শনমত্যন্তনিরূঢ়ম্। যতঃ—কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ। দেহাদ্যাশ্রয়ং কর্ম্মাত্মন্যধ্যারোপ্যাঽহং কর্ত্তা—মমৈতৎ কর্ম্ম—ময়াঽস্য কর্ম্মণঃ ফলং ভোক্তব্যমিতি চ। তথাঽহং তূষ্ণীং ভবামি যেনাঽহং নিরায়াসোঽকর্ম্মা সুখী স্যামিতি কার্য্যকরণাশ্রয়ব্যাপারোপরমং তৎকৃতং চ সুখিত্বমাত্মন্যধ্যারোপ্য ন করোমি কিঞ্চিৎ তূষ্ণীং সুখমাসমিত্যভিমন্যতে লোকঃ। তত্রেদং লোকস্য বিপরীতদর্শনাঽপনয়নায়াহ ভগবান্—কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদিত্যাদি।

অত্র চ কর্ম্ম কর্ম্মৈব সৎ কার্য্যাকরণাশ্রয়ং কর্ম্মরহিতেঽবিক্রিয় আত্মনি সর্ব্বৈরধ্যস্তম্। যতঃ পণ্ডিতোঽপ্যহং করোমীতি মন্যতে। অত আত্মসমবেততয়া সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধে কর্ম্মণি নদীকূলস্থেম্বিব বৃক্ষেষু গতিঃ প্রাতিলোম্যেন। অতোঽকর্ম্ম কর্ম্মাঽভাবং যথাভূতং গত্যভাবমিব বৃক্ষেষু যঃ পশ্যেৎ। অকর্ম্মণি চ কার্য্যকরণব্যাপারোপরমে কর্ম্মবদাত্মন্যধ্যারোপিতে তূষ্ণীমকুর্ব্বন্ সুখমাসে—ইত্যহঙ্কারাঽভিসন্ধিহেতুত্বাত্তস্মিন্নকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ। য এবং কর্ম্মাঽকর্ম্মবিভাগজ্ঞঃ স বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতো মনুষ্যেষু। স যুক্তো যোগী কৃৎস্নকর্ম্মকৃচ্চ। সোঽশুভান্মোক্ষিতঃ কৃতকৃত্যো ভবতীত্যর্থঃ।

অয়ং শ্লোকোঽন্যথা ব্যাখ্যাতঃ কৈশ্চিৎ। কথং? নিত্যানাং কিল কর্ম্মণামীশ্বরার্থেঽনুষ্ঠীয়মানানাং তৎফলাঽভাবাদকর্ম্মাণি তান্যুচ্যন্তে—গৌণ্যা বৃত্ত্যা। তেষাং চাঽকরণমকর্ম্ম। তচ্চ প্রত্যবায়ফলত্বাৎ কর্ম্মোচ্যতে—গৌণ্যৈব বৃত্ত্যা। তত্র নিত্যে কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ ফলাঽভাবাৎ। যথা ধেনুরপি গৌরগৌরুচ্যতে ক্ষীরাখ্যং ফলং ন প্রযচ্ছতীতি। তদ্বৎ। তথা নিত্যাঽকরণে ত্বকর্ম্মণি কর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ নরকাদিপ্রত্যবায়ফলং প্রযচ্ছতীতি।

নৈতদ্যুক্তং ব্যাখ্যানম্। এবংজ্ঞানাদশুভান্মোক্ষাঽনুপপত্তেঃ—যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাদিতি ভগবতোক্তং বচনং বাধ্যেত। কথং? নিত্যানামনুষ্ঠানাদশুভাৎ স্যান্নাম মোক্ষণম্। ন তু তেষাং ফলাঽভাবজ্ঞানাৎ। ন হি নিত্যানাং ফলাঽভাবজ্ঞানমশুভমুক্তিফলত্বেন চোদিতম্। নিত্যকর্ম্মজ্ঞানং বা। ন চ ভগবতৈবেহোক্তম্। এতেনাঽকর্ম্মণি কর্ম্মদর্শনং প্রত্যুক্তম্। ন হ্যকর্ম্মণি কর্ম্মেতি দর্শনং কর্ত্তব্যতয়েহ চোদ্যতে। নিত্যস্য তু কর্ত্তব্যতামাত্রম্। ন চাঽকরণান্নিত্যস্য প্রত্যবায়ো ভবতীতি বিজ্ঞানাৎ কিঞ্চিৎ ফলং স্যাৎ। নাঽপি নিত্যাঽকরণং জ্ঞেয়ত্বেন চোদিতম্। নাঽপি কর্ম্মাঽকর্ম্মেতি মিথ্যাদর্শনাদশুভান্মোক্ষণম্। ন চ বুদ্ধিমত্ত্বং যুক্ততা কৃৎস্নকর্ম্মকৃত্ত্বাদি চ ফলমুপপদ্যতে। স্তুতির্ব্বা। মিথ্যাজ্ঞানমেব হি সাক্ষাদশুভরূপম্। কুতোঽন্যস্মাদশুভান্মোক্ষণম্? ন হি তমস্তমসো নিবর্ত্তকং ভবতি।

ননু কর্ম্মণি যদকর্ম্মদর্শনমকর্ম্মণি বা কর্ম্মদর্শনং ন তন্মিথ্যাজ্ঞানম্। কিং তর্হি? গৌণং ফলভাবাভাবনিমিত্তম্। ন। কর্ম্মাঽকর্ম্মবিজ্ঞানাদপি গৌণাৎ ফলস্যাঽশ্রবণাৎ। নাঽপি শ্রুতহান্যশ্রুতপরিকল্পনয়া কশ্চিদ্বিশেষো লভ্যতে। স্বশব্দেনাঽপি শক্যং বক্তুং—নিত্যকর্ম্মণাং ফলং নাস্তি। অকরণাচ্চ তেষাং নরকপাতঃ স্যাদিতি। তত্র ব্যাজেন পরব্যামোহরূপেণ কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদিত্যাদিনা কিং? তত্রৈবং ব্যাচক্ষাণেন ভগবতোক্তং বাক্যং লোকব্যামোহার্থমিতি ব্যক্তং কল্পিতং স্যাৎ। ন চৈতচ্ছদ্মরূপেণ বাক্যেন রক্ষণীয়ং বস্তু। নাঽপি শব্দান্তরেণ পুনঃ পুনরুচ্যমানং বস্তুত্বং সুবোধং স্যাদিত্যেব বক্তুং যুক্তম্। কর্ম্মণ্যেবাঽধিকারস্তে—ইত্যত্র হি স্ফুটতর উক্তোঽর্থো ন পুনর্ব্বক্তব্যো ভবতি। সর্ব্বত্র চ প্রশস্তং বোদ্ধব্যং চ কর্ত্তব্যমেব। ন নিষ্প্রয়োজনং বোদ্ধব্যমিত্যুচ্যতে। ন চ মিথ্যাজ্ঞানং বোদ্ধব্যং ভবতি। তৎপ্রত্যুপস্থাপিতং চ বস্ত্বাভাসম্। নাঽপি নিত্যানামকরণাদভাবাৎ প্রত্যবায়ভাবোৎপত্তিঃ। নাঽসতো বিদ্যতে ভাব ইতি বচনাৎ কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি (ক) চ দর্শিতম্। অসতঃ সজ্জন্মপ্রতিষেধাৎ। অসতঃ সদুৎপত্তিং ব্রুবতাঽসদেব সদ্ভবেৎ সচ্চাঽপ্যসদ্ভবেদিত্যুক্তং স্যাৎ। তচ্চাঽপ্যযুক্তং সর্ব্বপ্রমাণবিরোধাৎ। ন চ নিষ্ফলং বিদধ্যাৎ কর্ম্মশাস্ত্রং দুঃখস্বরূপত্বাৎ। দুঃখস্য চ বুদ্ধিপূর্ব্বকতয়া কার্য্যত্বাঽনুপপত্তেঃ। তদকরণে চ নরকপাতাঽভ্যুপগমেঽনর্থায়ৈব। উভয়থাঽপি করণেঽকরণে চ শাস্ত্রং নিষ্ফলং কল্পিতং স্যাৎ—স্বাঽভ্যুপগমবিরোধশ্চ নিত্যং নিষ্ফলং কর্ম্মেত্যভ্যুপগম্য মোক্ষফলায়েতি ব্রুবতঃ।

তস্মাদ্যথাশ্রুত এবাঽর্থঃ কর্ম্মণ্যকর্ম্ম য ইত্যাদেঃ। তথা চ ব্যাখ্যাতোঽয়মস্মাভিঃ শ্লোকঃ ॥১৮॥

(ক) ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৬।২।২।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেবং কর্ম্মাদীনাং দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্বং দর্শয়ন্নাহ—কর্ম্মণীতি। পরমেশ্বরারাধনলক্ষণে কর্ম্মণি কর্ম্মবিষয়ে। অকর্ম্ম কর্ম্মেদং ন ভবতীতি যঃ পশ্যেৎ। তস্য জ্ঞানহেতুত্বেন বন্ধকত্বাঽভাবাৎ। অকর্ম্মণি চ বিহিতাঽকরণে কর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ। প্রত্যবায়োৎপাদকত্বেন বন্ধহেতুত্বাৎ। মনুষ্যেষু কর্ম্ম কুর্ব্বাণেষু স বুদ্ধিমান্ ব্যবসায়াত্মকবুদ্ধিমত্বাচ্ছ্রেষ্ঠঃ। তং স্তৌতি—স যুক্তো যোগী। তেন কর্ম্মণা জ্ঞানযোগাবাপ্তেঃ। স এব কৃৎস্নকর্ম্মকর্ত্তা চ। সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকস্থানীয়ে চ তস্মিন্ কর্ম্মণি সর্ব্বকর্ম্মফলানামন্তর্ভাবাৎ। অদেবমারুরুক্ষোঃ কর্ম্মযোগাঽধিকারাঽবস্থায়াং—ন কর্ম্মণামনারম্ভাদিত্যাদিনোক্ত এব কর্ম্মযোগঃ স্পষ্টীকৃতঃ। তৎপ্রপঞ্চরূপত্বাচ্চাঽস্য প্রকরণস্য ন পৌনরুক্ত্যদোষঃ। অনেনৈব যোগারূঢ়াবস্থায়াং যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদিত্যাদিনা যঃ কর্ম্মাঽনুপযোগ উক্তস্তস্যাঽপ্যর্থাৎ প্রপঞ্চঃ কৃতো বেদিতব্যঃ। যদারুরুক্ষোরপি কর্ম্ম বন্ধকং ন ভবতি তদারূঢ়স্য কুতো বন্ধকং স্যাৎ—ইত্যত্রাঽপি শ্লোকো যুজ্যতে। যদ্বা কর্ম্মণি দেহেন্দ্রিয়াদিব্যাপারে বর্ত্তমানেঽপ্যাত্মনো দেহাদিব্যতিরেকাঽনুভবেনাঽকর্ম্ম স্বাভাবিকং নৈষ্কর্ম্ম্যমেব যঃ পশ্যেৎ তথাঽকর্ম্মণি চ জ্ঞানরহিতে দুঃখবুদ্ধ্যা কর্ম্মণাং ত্যাগে কর্ম্ম যঃ পশ্যেত্তস্য প্রযত্নসাধ্যত্বেন মিথ্যাচারত্বাৎ। তদুক্তং—কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্যেত্যাদিনা। য এবংভূতঃ স তু সর্ব্বেষু মনুষ্যেষু বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতঃ। তত্র হেতুঃ—যতঃ কৃৎস্নানি সর্ব্বাণি যদৃচ্ছয়া প্রাপ্তান্যাহারাদীনি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নপি স মুক্ত এব। অকত্রাত্মজ্ঞানেন সমাধিস্থ এবেত্যর্থঃ। অনেনৈব জ্ঞানিনঃ স্বভাবাদাপন্নং কলঞ্জভক্ষণাদিকং ন দোষায়। অজ্ঞস্য তু রাগতঃ কৃতং দোষায়েতি বিকর্ম্মণোঽপি তত্ত্বং নিরূপিতং দ্রষ্টব্যম্ ॥ ১৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যেমন নদীতীরস্থ বৃক্ষের গতি না থাকিলেও নৌকারোহী ব্যক্তি বৃক্ষে গমনক্রিয়ার এবং নৌকাতে গতির অভাব আরোপ করিয়া থাকে, তদ্রূপ কর্ম্ম অকর্ম্মাদি ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া হইলেও মূঢ় জীব ভ্রমবশতঃ তত্তাবৎ "অহং করোমি" বুদ্ধিতে অসঙ্গত ও নিষ্ক্রিয় আত্মাতে আরোপ করিয়া থাকে, এবং দেহেন্দ্রিয়াদিতে ক্রিয়ার অভাব অনুমান করে। আকাশের চন্দ্র তারা আদির গতি থাকিলেও দূরত্ব দোষে তাহাদিগকেও যেমন একস্থলেই স্থায়ী বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ ভ্রমক্রমে সর্ব্বদাই ক্রিয়াশীল দেহেন্দ্রিয় আদিকে অকর্ত্তা ও বস্তুতঃ ক্রিয়ানির্লিপ্ত অকর্ত্তা আত্মাকে কর্ত্তা বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়াদিতে মিথ্যারূপে আরোপিত "অকর্ম্ম" মধ্যে যিনি "কর্ম্ম" দেখিতে পান, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদিকেই "কর্ত্তা" বলিয়া বুঝিতে পারেন, এবং আত্মাতে বৃথারোপিত "কর্ম্ম" মধ্যে যিনি অকর্ম্ম বা ক্রিয়ার অভাব বুঝিতে পারেন, তিনিই সূক্ষ্মদর্শী বুদ্ধিমান্। যিনি আত্মাকে অহংকর্ত্তৃত্বাভিমান হইতে পৃথক্ দেখিয়াছেন, তিনিই যোগযুক্ত।

পক্ষান্তরে এ শ্লোকের এরূপ অর্থও হইতে পারে, যে প্রকৃতিবিরচিত এই প্রপঞ্চ জগৎই "কর্ম্ম," ও চৈতন্য স্বরূপ আত্মা "অকর্ম্ম"। যিনি জগতে (কর্ম্মে) ব্রহ্মসত্তা ভিন্ন আর কিছুই দেখেন না, এবং আত্মাতে (অকর্ম্মে) সমস্ত জগতেরই স্ফুরণ (কর্ম্ম) দেখিতে পান, তিনিই শ্রেষ্ঠ ও মহাযোগী। আবার এরূপ অর্থও হইতে পারে যে, শাস্ত্রীয়

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥ ১৯॥

অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের বৈধতা প্রযুক্ত উহাতে "বন্ধনভয়" রূপ দোষ নাই। বরং তত্তাবতের অনমুষ্ঠানে প্রত্যবায় আছে। অগ্নিহোত্রাদি "কর্ম্ম" হইলেও বন্ধনের কারণ নহে বলিয়া উহা "অকর্ম্ম," এবং তাহার ত্যাগ রূপ "অকর্ম্মে" প্রত্যবায় জন্য বন্ধনের কারণ থাকায় উহা "কর্ম্ম"। এইরূপ কর্ম্ম মধ্যে অকর্ম্ম ও অকর্ম্ম মধ্যে কর্ম্ম যিনি দর্শন করেন, তিনিই বুদ্ধিমান্ ও কর্ম্মকর্ত্তা। কর্ম্ম বিকর্ম্মের বিচার করিতে গিয়া অনেক বুদ্ধিমান্ই ভ্রমচক্রে বিঘূর্ণিত হয়েন। মনে কর, পশু হিংসা করা নিতান্ত অন্যায় বা "বিকর্ম্ম," কিন্তু উহাই আবার "অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত" ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যে "কর্ম্ম" বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। ভোজন করিবার জন্য হিংসা বৃত্তির বশীভূত হইয়া পশুবধ করিলে উহা "বিকর্ম্ম" হইত, কিন্তু যজ্ঞসঙ্কল্পে পশুবধ করিলে উহাকে আর "বিকর্ম্ম" বলা যায় না। সত্যকথন অতি উত্তম, এ জন্য উহা "কর্ম্ম" মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু যদি সত্য কথায় অন্যের প্রাণহানি বা অন্য কোন গুরুতর অসৎ ফল উৎপন্ন হয়, তবে উহা "বিকর্ম্ম" হইবে। আবার মিথ্যা কথন "বিকর্ম্ম" হইলেও যদি গো, ব্রাহ্মণ, মহাত্মাদির প্রাণ রক্ষার জন্য উহা আবশ্যক হয়, তবে উহা "কর্ম্ম" বলিয়া গণ্য হইবে। অসৎ সঙ্কল্পে সত্য কথা বলিলে উহা অসত্য কথনেরই ফল দান করে, আবার সৎসঙ্কল্পে অসত্য কহিলেও উহা সত্যকথনেরই শুভফল প্রসব করিয়া থাকে। এতাবতের গুহ্য রহস্য উত্তম রূপে বুঝিতে না পারিলে অনেক সময়েই মনুষ্য ভ্রমে পতিত হয়। কর্ম্মাকর্ম্ম বিচার করা কেবল লৌকিক দৃষ্টিতে হইবার সম্ভাবনা নাই। যেমন সুবর্ণ নির্ম্মিত কুণ্ডলে বুদ্ধিমান্ পুরুষ সুবর্ণকে কুণ্ডলরূপে ও কুণ্ডলকে সুবর্ণময় দেখিয়া থাকেন, সেই রূপ যিনি কর্ম্মে ও অকর্ম্মে উভয়ের আদর্শ দেখিতে পান, তিনিই বুদ্ধিমান্, যোগী ও কর্ম্মকর্ত্তা॥ ১৮॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। যস্য (যাঁহার) সর্ব্বে (সমস্ত) সমারম্ভাঃ (কর্ম্ম) কামসংকল্পবর্জ্জিতাঃ (কামসংকল্পবর্জ্জিত), বুধাঃ (জ্ঞানিগণ) জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং (জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মা) তং (তাঁহাকে) পণ্ডিতম্ (পণ্ডিত) আহুঃ (বলেন)॥ ১৯॥

বঙ্গানুবাদ। যাঁহার সমস্ত কর্ম্মই কামসঙ্কল্পবর্জ্জিত, এবং জ্ঞানাগ্নি দ্বারা বিদগ্ধ হইয়াছে, জ্ঞানিগণ তাঁহাকে পণ্ডিত বলেন॥ ১৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তদেতৎ কর্ম্মণ্যকর্ম্মাদিদর্শনং স্তূয়তে—যস্যেতি। যস্য যথোক্তদর্শিনঃ। সর্ব্বে যাবন্তঃ। সমারম্ভাঃ কর্ম্মাণি। সমারভ্যন্ত ইতি সমারম্ভাঃ। কামসংকল্পবর্জিতাঃ—কামৈস্তৎকারণৈশ্চ সংকল্পৈর্ব্বর্জিতাঃ। মুধৈব চেষ্টামাত্রা অনুষ্ঠীয়ন্তে। প্রবৃত্তেন চেল্লোকসংগ্রহার্থম্। নিবৃত্তেন চেজ্জীবনযাত্রার্থম্। তং জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণম্।

ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥২০॥

কর্ম্মাদাবকর্ম্মাদিদর্শনং জ্ঞানম্। তদেবাঽগ্নিঃ। তেন জ্ঞানাঽগ্নিনা দগ্ধানি শুভাঽশুভলক্ষণানি কর্ম্মাণি যস্য তম্। আহুঃ পরমার্থতঃ পণ্ডিতং বুধা ব্রহ্মবিদঃ॥ ১৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদিত্যনেন শ্রুত্যর্থাঽর্থাপত্তিভ্যাং যদুক্তমর্থদ্বয়ং তদেব স্পষ্টয়তি—যস্যেতি পঞ্চভিঃ। সম্যগারভ্যন্ত ইতি সমারম্ভাঃ কর্ম্মাণি। কাম্যত ইতি কামঃ ফলম্। তৎসংকল্পেন বর্জ্জিতা যস্য ভবন্তি তং পণ্ডিতমাহুঃ। তত্র হেতুঃ—যতস্তৈঃ সমারম্ভৈঃ শুদ্ধে চিত্তে সতি জাতেন জ্ঞানাঽগ্নিনা দগ্ধান্যকর্ম্মতাং নীতানি কর্ম্মাণি যস্য তম্। আরূঢাবস্থায়াং তু কামঃ ফলহেতুবিষয়ঃ। তদর্থমিদং কর্ত্তব্যমিতি কর্ত্তব্যবিষয়ঃ সংকল্পঃ। তাভ্যাং বর্জ্জিতাঃ। শেষং স্পষ্টম্ ॥ ১৯॥

গীতার্থসন্দীপনী। সঙ্কল্পই মনুষ্যের জন্মজন্মান্তর ভোগরূপ সংসারপাশের বীজ-স্বরূপ। ফলকামনা দ্বারা ইহা আরও পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। যিনি স্বর্গাদি ফলকামনা ও অহংকর্ত্তৃত্বাভিমানমূলক সংকল্প পরিহার পূর্ব্বক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, এবং সমস্ত প্রপঞ্চ-জগৎই ব্রহ্মময় এই রূপ জ্ঞানাগ্নিশিখায় শুভ এবং অশুভ কর্ম্মের ফল রাশি দগ্ধ করিয়াছেন, ব্রহ্মবেত্তা পুরুষগণ তাঁহাকে পণ্ডিত বলিয়া স্বীকার করেন। অন্তঃকরণের যে বৃত্তির দ্বারা সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মচৈতন্যোপলব্ধি হয় সেই বৃত্তির নাম পণ্ডা, তাদৃশ বৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিই পণ্ডিত ॥ ১৯॥

অন্বয়বোধিনী। সঃ (তিনি) কর্ম্মফলাসঙ্গং (কর্ম্মফলে আসক্তি) ত্যক্ত্বা (পরিত্যাগ পূর্ব্বক) নিত্যতৃপ্তঃ (সর্ব্বদা তুষ্ট) নিরাশ্রয়ঃ (নিরবলম্ব) [হইয়া] কর্ম্মণি (কর্ম্মে) অভিপ্রবৃত্তঃ অপি (প্রবৃত্ত থাকিলেও) কিঞ্চিৎ এব (কিছুই) ন করোতি (করেন না) ॥২০॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি কর্ম্ম ও ফলের আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সদাই সন্তুষ্টান্তঃকরণ ও নিরবলম্ব থাকেন, তিনি কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিলে ও কিছুই করেন না ॥ ২০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যস্ত্বকর্ম্মাদিদর্শী সোঽকর্ম্মাদিদর্শনাদেব নিষ্কর্ম্মা সংন্যাসী জীবনমাত্রার্থচেষ্টঃ সন্ কর্ম্মণি ন প্রবর্ত্ততে—যদ্যপি প্রাগ্বিবেকতঃ প্রবৃত্তঃ। যস্তু প্রারব্ধকর্ম্মা সন্নুত্তরকালমুৎপন্নাত্মসম্যগ্দর্শনঃ স্যাৎ স কর্ম্মণি প্রয়োজনমপশ্যন্ সসাধনং কর্ম্ম পরিত্যজত্যেব। স কুতশ্চিন্নিমিত্তাৎ কর্ম্মপরিত্যাগাঽসম্ভবে সতি কর্ম্মণি তৎফলে চ সঙ্গরহিততয়া স্বপ্রয়োজনা-ঽভাবাল্লোকসংগ্রহার্থং পূর্ব্ববৎ কর্ম্মণি প্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি। জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মত্বাৎ তদীয়ং কর্ম্মাঽকর্ম্মৈব সম্পদ্যত ইতি। এতমর্থং দর্শয়িষ্যন্নাহ—ত্যক্ত্বেতি। ত্যক্ত্বা কর্ম্মস্বভিমানং ফলাসঙ্গং চ। যথোক্তেন জ্ঞানেন নিত্যতৃপ্তঃ। নিরাকাঙ্ক্ষো বিষয়েষ্বিত্যর্থঃ। নিরাশ্রয় আশ্রয়রহিতঃ। আশ্রয়ো নাম যদাশ্রিত্য পুরুষার্থং সিসাধয়িষতি। দৃষ্টাঽদৃষ্টেষ্টফলসাধনাশ্রয়-

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ২১ ॥

রহিত ইত্যর্থঃ। বিদুষা ক্রিয়মাণং কর্ম্ম পরমার্থতোঽকর্ম্মৈব। তস্য নিষ্ক্রিয়াত্মদর্শনসম্পন্নত্বাৎ। তেনৈবংভূতেন প্রয়োজনাঽভাবাৎ সসাধনং কর্ম্ম পরিত্যক্তব্যমেবেতি প্রাপ্তে ততো নির্গমাঽসম্ভবাৎ লোকসংগ্রহচিকীর্ষয়া শিষ্টবিগর্হণাপরিজিহীর্ষয়া বা পূর্ব্ববৎ কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নিষ্ক্রিয়াত্মদর্শনসম্পন্নত্বান্নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥ ২০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিংচ—ত্যক্ত্বেতি। কর্ম্মণি তৎফলে চাসক্তিং ত্যক্ত্বা নিত্যেন নিজানন্দেন তৃপ্তঃ। অত এব যোগক্ষেমার্থমাশ্রয়ণীয়রহিতঃ। এবংভূতো যঃ স্বাভাবিকে বিহিতে বা কর্ম্মণ্যভিতঃ প্রবৃত্তোঽপি কিঞ্চিদপি নৈব করোতি। তস্য কর্ম্মাঽকর্ম্মতামাপদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যানুষ্ঠান কালে যে অহংকর্ত্তৃত্বাভিমান হয় তাহা। নাম "কর্ম্মাসঙ্গ" ও তজ্জন্য স্বর্গাদি ফলকামনার নাম "ফলাসঙ্গ"। যিনি এতদাসঙ্গদ্বয় ত্যাগ করিয়া আত্মাকে অকর্ত্তা, অভোক্তা ও অসঙ্গ জানিয়া সদাই পরিতৃপ্ত বা পরমানন্দযুক্ত থাকেন, এবং যিনি আত্মাকে দেহেন্দ্রিয়াদি কাহারও আশ্রিত মনে করেন না, তিনি লোকদৃষ্টিতে কার্য্য করিলেও সে কার্য্য তাঁহার অদৃষ্ট রচনা করিতে পারে না। ফলাসঙ্গ নিবৃত্তি জন্য তিনি সদাই "তৃপ্ত" ও কর্ম্মাসঙ্গের অভাব প্রযুক্ত তিনি সদাই "নিরাশ্রয়"। আসক্তি ও কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকিলেই কর্ম্মফলাস্বরূপ "অদৃষ্ট" রচিত হইয়া জীবকে আশ্রয় করে, জীবও তদনুসারে শুভাশুভ কর্ম্মের সুখদুঃখাদি ফল ভোগ করিতে বাধ্য হয়। অন্যথা পরমানন্দময় পুরুষকে কার্য্য ও ফল কিছুই স্পর্শ করিতে পারে না ॥ ২০ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। নিরাশীঃ (নিষ্কামী) যতচিত্তাত্মা (সংযতচিত্ত) ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ (সর্ব্বপ্রকারপরিগ্রহত্যাগী) কেবলং (কেবলমাত্র) শারীরং (শারীরিক) কর্ম্ম কুর্ব্বন্ (করিয়া) কিল্বিষং (পাপ) ন আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়েন না) ॥ ২১ ॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি তৃষ্ণারহিত, যাঁহার আত্মা ও চিত্ত সংযত হইয়াছে, সর্ব্বপ্রকার পরিগ্রহ যিনি ত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই কর্ত্তৃত্বাভিমানবর্জ্জিত হইয়া কেবল শরীর দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া পাপভাগী হয়েন না ॥ ২১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যঃ পুনঃ পূর্ব্বোক্তবিপরীতঃ প্রাগেব কর্ম্মারম্ভাদ্‌ব্রহ্মণি সর্ব্বান্তরে প্রত্যগাত্মনি নিষ্ক্রিয়ে সংজাতাত্মদর্শনঃ। স দৃষ্টাঽদৃষ্টেষ্ট বিষয়াশীর্ব্বিবর্জ্জিততয়া দৃষ্টাঽদৃষ্টার্থে কর্ম্মণি প্রয়োজনমপশ্যন্ সসাধনং কর্ম্ম সংন্যস্য শরীরযাত্রামাত্রচেষ্টো যতির্জ্ঞাননিষ্ঠো মুচ্যত ইতি। এতমর্থং দর্শয়িতুমাহ—নিরাশীরিতি। নিরাশীঃ—নির্গতাঃ আশিষো যস্মাৎ স নিরাশীঃ। যতচিত্তাত্মা—চিত্তমন্তঃকরণম্। আত্মা বাহ্যঃ কার্য্যকরণসংঘাতঃ। তাবুভাবপি যতৌ সংযতৌ

যেন স যতচিত্তাত্মা। ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ—ত্যক্তঃ সর্ব্বঃ পরিগ্রহো যেন স ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ। শারীরং শরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজনং কেবলং—তত্রাপ্যভিমানবর্জ্জিতং—কর্ম্ম কুর্ব্বন্। নাপ্নোতি ন প্রাপ্নোতি কিল্বিষমনিষ্টরূপং পাপং ধর্ম্মং চ। ধর্ম্মোঽপি মুমুক্ষোরনিষ্টরূপং কিল্বিষমেব। বন্ধাপাদকত্বাৎ। কিঞ্চ শারীরং কেবলং কর্ম্মেত্যত্র কিং শরীরনির্ব্বর্ত্ত্যং শারীরং কর্ম্মাঽভিপ্রেতম্? আহোস্বিচ্ছরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজনং শারীরং কর্ম্মেতি। কিঞ্চাঽতো যদি শরীরনির্ব্বর্ত্ত্যং শারীরং কর্ম্ম? যদি বা শরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজনং শারীরমিতি? উচ্যতে—যদা শরীরনির্ব্বর্ত্ত্যং কর্ম্ম শারীরমভিপ্রেতং স্যাত্তদা দৃষ্টাঽদৃষ্টপ্রয়োজনং কর্ম্ম প্রতিষিদ্ধমপি শরীরে কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষমিতি ব্রুবতো বিরুদ্ধাঽভিধানং প্রসজ্যেত। শাস্ত্রীয়ং চ কর্ম্ম দৃষ্টাদৃষ্টপ্রয়োজনং শরীরেণ কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষমিত্যপি ব্রুবতোঽপ্রাপ্তপ্রতিষেধপ্রসঙ্গঃ। শারীরং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নিতি বিশেষণাৎ কেবলশব্দপ্রয়োগাচ্চ বাঙ্মনসনির্ব্বর্ত্ত্যং কর্ম্ম বিধিপ্রতিষেধবিষয়ং ধর্ম্মাঽধর্ম্মশব্দবাচ্যং কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষমিত্যুক্তং স্যাৎ। তত্রাঽপি বাঙ্মনসাভ্যাং বিহিতাঽনুষ্ঠানপক্ষে কিল্বিষপ্রাপ্তিবচনম্ বিরুদ্ধমাপদ্যেত। প্রতিষিদ্ধসেবাপক্ষেঽপি ভূতার্থাঽনুবাদমাত্রমনর্থকং স্যাৎ। যদা তু শরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজনং শারীরং কর্ম্মাঽভিপ্রেতং ভবেত্তদা দৃষ্টাঽদৃষ্টপ্রয়োজনং কর্ম্ম বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রগম্যং শরীরবাঙ্মনসনির্ব্বর্ত্ত্যমন্যদকুর্ব্বংস্তৈরেব শরীরাদিভিঃ শরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজনং কেবলশব্দপ্রয়োগাদহং করোমীত্যভিমানবর্জ্জিতঃ শরীরাদিচেষ্টামাত্রং লোকদৃষ্ট্যা কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্। এবংভূতস্য পাপশব্দবাচ্যকিল্বিষপ্রাপ্ত্যসম্ভবাৎ কিল্বিষং সংসারং নাপ্নোতি। জ্ঞানাগ্নিদগ্ধসর্ব্বকর্ম্মত্বাদপ্রতিবন্ধেন মুচ্যত এবেতি। পূর্ব্বোক্তসম্যগ্দর্শনফলাঽনুবাদ এবৈষঃ। এবং শারীরং কেবলং কর্ম্মেত্যস্যাঽর্থস্য পরিগ্রহে নিরবদ্যং ভবতি ॥ ২১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিংচ—নিরাশীরিতি। নির্গতা আশিষঃ কামনা যস্মাৎ। যতং নিয়তং চিত্তমাত্মা শরীরং চ যস্য। ত্যক্তাঃ সর্ব্বে পরিগ্রহা যেন। স শারীরং শরীরমাত্রনির্ব্বর্ত্ত্যং কর্ত্তৃত্বাঽভিনিবেশরহিতং কুর্ব্বন্নপি কিল্বিষং বন্ধং ন প্রাপ্নোতি। যোগারূঢ়পক্ষে শরীরনির্ব্বাহমাত্রোপযোগী স্বাভাবিকং ভিক্ষাটনাদি কুর্ব্বন্নপি কিল্বিষং বিহিতাঽকরণনিমিত্তদোষং ন প্রাপ্নোতি ॥ ২১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। স্বর্গাদিতে যাঁহার কামনা নাই, অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ চিত্ত এবং বাহ্যেন্দ্রিয় সহিত দেহরূপ আত্মাকে যিনি নিগ্রহ করিয়াছেন, তিনি সহজেই সর্ব্বত্যাগী, কোন বস্তু গ্রহণেরই আকাঙ্ক্ষা রাখেন না, কেবল প্রারব্ধভোগার্থ শরীরের দ্বারা কর্ম্ম করেন মাত্র। যে শুভ ও অশুভ কর্ম্মানুষ্ঠানকালে মনের আসক্তি আকৃষ্ট না হয়, সে কর্ম্মের জন্য অনুষ্ঠাতা পাপ পুণ্যরূপে ফলভাগী হয়েন না ॥ ২১ ॥

:০:-

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাঽপি ন নিবধ্যতে ॥ ২২ ॥

অন্বয়বোধিনী। যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ (অনায়াসলভ্যদ্রব্যে সন্তুষ্ট), দ্বন্দ্বাতীতঃ (দ্বন্দ্বসহিষ্ণু), বিমৎসরঃ (মাৎসর্য্যবর্জ্জিত), সিদ্ধৌ (লাভে) অসিদ্ধৌ চ (ও অলাভে) সমঃ (সমভাবাপন্ন [পুরুষ] কৃত্বা অপি (কর্ম্ম করিয়াও) ন নিবধ্যতে বন্ধন প্রাপ্ত হয়েন না) ॥২২॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি যদৃচ্ছালব্ধ দ্রব্যে সন্তুষ্ট, দ্বন্দ্বসহিষ্ণু, মাৎসর্য্যবর্জ্জিত, লাভও অলাভে সমভাবাপন্ন, তিনি কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও বন্ধন প্রাপ্ত হয়েন না ॥২২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহস্য যতেরন্নাদেঃ শরীরস্থিতিহেতোঃ পরিগ্রহস্যাঽভাবাদ্যাচনাদিনা শরীরস্থিতিকর্ত্তব্যতায়াং প্রাপ্তায়াম্—অযাচিতমসংকৢপ্তমুপপন্নং যদৃচ্ছয়েত্যাদিনা (ক) বচনেনাঽনুজ্ঞাতং যতেঃ শরীরস্থিতিহেতোরন্নাদেঃ প্রাপ্তিদ্বারমাবিষ্কুর্ব্বন্নাহ—যদৃচ্ছেতি। যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ—অপ্রার্থিতোপনতো লাভো যদৃচ্ছালাভঃ। তেন সন্তুষ্টঃ সংজাতাঽলংপ্রত্যয়ঃ। দ্বন্দ্বাঽতীতঃ—দ্বন্দ্বৈঃ শীতোষ্ণাদিভির্হন্যমানোঽপ্যবিষণ্ণচিত্তো দ্বন্দ্বাঽতীত উচ্যতে। বিমৎসরো বিগতমৎসরো নির্ব্বৈরবুদ্ধিঃ। সমস্তুল্যো যদৃচ্ছয়া লাভস্য সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ। য এবংভূতো যতিরন্নাদেঃ শরীরস্থিতিহেতোর্লাভাঽলাভয়োঃ সমো হর্ষবিষাদবর্জ্জিতঃ কর্ম্মাদাবকর্ম্মাদিদর্শী যথাভূতাত্মদর্শননিষ্ঠঃ শরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজনে ভিক্ষাটনাদিকর্ম্মণি শরীরাদিনির্ব্বর্ত্ত্যে নৈব কিঞ্চিৎ করোম্যহং গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইত্যেবং সদা সংপরিচক্ষাণ আত্মনঃ কর্তৃত্বাঽভাবং পশ্যন্ নৈব কিঞ্চিদ্ভিক্ষাটনাদিকং কর্ম্ম করোতি। লোকব্যবহারসামান্যদর্শনেন তু লৌকিকৈরারোপিতকর্তৃত্বে ভিক্ষাটনাদৌ কর্ম্মণি কর্ত্তা ভবতি। ভিক্ষাটনাদিচেষ্টাস্বপ্যকর্তৃত্বাদাত্মসন্ধানমেব বিদুষঃ। স্বাঽনুভবেন তু শাস্ত্রপ্রমাণাদিজনিতেনাঽকর্ত্তৈব। স এবং পরাঽধ্যারোপিতকর্তৃত্বং শরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজনং ভিক্ষাঽটনাদিকং কর্ম্ম কৃত্বাঽপি ন নিবধ্যতে। বন্ধহেতোঃ কর্ম্মণঃ সহেতুকস্য জ্ঞানাঽগ্নিনা দগ্ধত্বাদিত্যুক্তাঽনুবাদ এবৈষঃ ॥ ২২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—যদৃচ্ছালাভেতি। অপ্রার্থিতোপস্থিতো লাভো যদৃচ্ছালাভঃ। তেন সন্তুষ্টঃ। দ্বন্দ্বানি শীতোষ্ণাদীন্যতীতোঽতিক্রান্তঃ। তৎসহনশীল ইত্যর্থঃ। বিমৎসরো নির্ব্বৈরঃ। যদৃচ্ছালাভস্যাঽপি সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ সমো হর্ষবিষাদরহিতঃ। য এবংভূতঃ স পূর্ব্বোত্তরভূমিকয়োর্যথাযথং বিহিতং স্বাভাবিকং বা কর্ম্ম কৃত্বাঽপি বন্ধং ন প্রাপ্নোতি ॥ ২২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা না করিয়াও যাহা অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায়, "অযাচিতমসংকৢপ্তমুপপন্নং যদৃচ্ছয়া" (ক)—প্রার্থনা ও উদ্যম ব্যতীত যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতেই যিনি সন্তুষ্ট থাকেন; যিনি ক্ষুধা, পিপাসা, শীত, উষ্ণ, বাত, বর্ষা আদি দ্বন্দ্বের মধ্যেও স্থিরভাবে অবিচলিত চিত্তে ব্রহ্মকে অনুভব করিয়া থাকেন, যিনি অন্যের মঙ্গল এবং নিজের মঙ্গলেও একভাবাপন্ন অর্থাৎ অন্যকে এবং আপনাকে একভাবে দেখিয়া থাকেন,

(ক) বৌধায়ন, ২।১৮।১২।

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥ ২৩॥

এবং কার্য্যকালে ফললাভ হইলে অথবা না হইলেও যাঁহার চিত্তে বিকার জন্মে না, তিনি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও বন্ধনদশাগ্রস্ত হয়েন না॥ ২২॥

—:০:—

অন্বয়বোধিনী। গতসঙ্গস্য (নিষ্কাম) মুক্তস্য (রাগবর্জ্জিত) জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ (জ্ঞানে অবিচলিতচিত্ত ব্যক্তির) যজ্ঞায় (যজ্ঞের জন্য) কর্ম্ম আচরতঃ (আচরণকারীর) সমগ্রং (সমস্ত কর্ম্ম) প্রবিলীয়তে (বিনষ্ট হয়)॥ ২৩॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি ফলকামনাবিহীন ও কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাধ্যাসবর্জ্জিত, যাঁহার চিত্ত জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে অবিচলিত ভাবে স্থিতি করিতেছে, তিনি যজ্ঞাদি কর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও সেই কর্ম্মসকল ফলসহিত বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ২৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গমিত্যনেন শ্লোকেন যঃ প্রারব্ধকর্ম্মা সন্ যদা নিষ্ক্রিয়ব্রহ্মাত্মদর্শনসম্পন্নঃ স্যাৎ তদা তস্যাত্মনঃ কর্তৃকর্ম্মপ্রয়োজনাভাবদর্শিনঃ কর্ম্মপরিত্যাগে প্রাপ্তে কুতশ্চিন্নিমিত্তাত্তদসম্ভবে সতি পূর্ব্ববৎ তস্মিন্ কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি স ইতি কর্ম্মাভাবঃ প্রদর্শিতঃ। যস্যৈবং কর্ম্মাভাবো দর্শিতস্তস্যৈব— গতসঙ্গস্যেতি। গতসঙ্গস্য সর্ব্বতো নিবৃত্তাসক্তেঃ। মুক্তস্য নিবৃত্তধর্ম্মাধর্ম্মাদিবন্ধনস্য। জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ। জ্ঞান এবাবস্থিতং চেতো যস্য সোঽয়ং জ্ঞানাবস্থিতচেতাঃ। তস্য। যজ্ঞায় যজ্ঞনির্বৃত্ত্যর্থমাচরতো নির্ব্বর্ত্তয়তঃ কর্ম্ম সমগ্রং। সহাগ্রেণ কর্ম্মফলেন বর্ত্তত ইতি সমগ্রং কর্ম্ম। তৎ সমগ্রং প্রবিলীয়তে বিনশ্যতীত্যর্থঃ॥ ২৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—গতসঙ্গস্যেতি। গতসঙ্গস্য নিষ্কামস্য রাগাদিভির্মুক্তস্য। জ্ঞানেঽবস্থিতং চেতো যস্য তস্য। যজ্ঞায় পরমেশ্বরার্থং কর্ম্মাচরতঃ সতঃ। সমগ্রং সবাসনং কর্ম্ম প্রবিলীয়তে। অকর্ম্মভাবমাপদ্যতে। আরূঢ়যোগপক্ষে—যজ্ঞায়েতি। যজ্ঞায় যজ্ঞরক্ষণার্থং লোকসংগ্রহার্থমেব কর্ম্ম কুর্ব্বত ইত্যর্থঃ॥ ২৩॥

গীতার্থসন্দীপনী। যাঁহার ফলভোগে বাসনা নাই; "আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা" এ অধ্যাসও যাঁহার নাই, "তত্ত্বমসি" (ক) মহাবাক্য প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম ও আত্মায় অভেদ বুদ্ধি দ্বারা যাঁহার চিত্তবৃত্তি আত্মবৃত্তিতে বিলীন হইয়াছে, তিনি যদি প্রারব্ধবশাৎ অথবা লোকানুগ্রহার্থ জ্যোতিষ্টোমাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে তাঁহার যজ্ঞাদি কর্ম্ম সমগ্র বিনষ্ট হইয়া যায়। "সমগ্র" এই শব্দের "অগ্র" পদের অর্থ "ফল"। অর্থাৎ ফল সহ কর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া যায়।

(ক) ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৬।৮।৭

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥ ২৪॥

"তদ্‌যথেষীকাতূলমগ্নৌ প্রোতং প্র দূয়েতৈবং হাস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্র দূয়ন্তে" (ক) ইতি শ্রুতি। যেমন ইষীকা তূল (কেশো ঘাসের তূলার ন্যায় ফুল) প্রজ্বলিত অগ্নিতে ইষীকার সহিত বিদগ্ধ হইয়া যায়, জ্ঞানাগ্নিদীপ্ত ব্রহ্মবেত্তা পুরুষের নিকট ফল সহিত কর্ম্মরাশি তদ্রূপ নষ্ট হইয়া যায় ॥ ২৩ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। অর্পণং (আহুতি দান) ব্রহ্ম, হবিঃ (ঘৃত) ব্রহ্ম, ব্রহ্মাগ্নৌ (ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে) ব্রহ্মণা (ব্রহ্মরূপ হোতা কর্ত্তৃক) হুতং (হোম হইতেছে), তেন (সেই) ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা (কর্ম্মে ব্রহ্মবুদ্ধিপরায়ণ ব্যক্তি কর্ত্তৃক) ব্রহ্ম এব (ব্রহ্মই) গন্তব্যম্ (লব্ধ হয়েন) ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। অর্পণ [আহুতি] ব্রহ্ম, ঘৃতও ব্রহ্ম, আবার ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ব্রহ্ম রূপ হোতা যে হোম করিতেছেন, তাহাও ব্রহ্ম, এবং যজ্ঞাদি দ্বারা লভ্য স্বর্গাদিও ব্রহ্ম, এইরূপ কর্ম্মে যাঁহার ব্রহ্মবুদ্ধি, তিনি ব্রহ্মকেই লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কস্মাৎ পুনঃ কারণাৎ ক্রিয়মাণং কর্ম্ম স্বকার্য্যারম্ভমকুর্ব্বৎ সমগ্রং প্রবিলীয়ত ইতি? উচ্যতে যতঃ—ব্রহ্মেতি। ব্রহ্মার্পণং যেন করণেন ব্রহ্মবিদ্ হবিরগ্নাবর্পয়তি তদ্‌ব্রহ্মৈবেতি পশ্যতি। তস্যাত্মব্যতিরেকেণাভাবং পশ্যতি। যথা শুক্তিকায়াং রজতাভাবং পশ্যতি। তদুচ্যতে ব্রহ্মৈবার্পণমিতি। যথা যদ্রজতং তচ্ছুক্তিকৈবেতি। ব্রহ্ম অর্পণমিত্যসমস্তে পদে যদর্পণবুদ্ধ্যা গৃহ্যতে লোকে তদস্য ব্রহ্মবিদো ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ। ব্রহ্ম হবিঃ—তথা যদ্ধবির্বুদ্ধ্যা গৃহ্যমাণং তদ্‌ব্রহ্মৈবাস্য। তথা ব্রহ্মাগ্নাবিতি সমস্তং পদম্। অগ্নিরপি ব্রহ্মৈব যত্র হূয়তে ব্রহ্মণা কর্ত্রা। ব্রহ্মৈব কর্ত্তেত্যর্থঃ। যত্তেন হুতং হবনক্রিয়া তদ্ ব্রহ্মৈব। যত্তেন গন্তব্যং ফলং তদপি ব্রহ্মৈব। ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা। ব্রহ্মৈব কর্ম্ম ব্রহ্মকর্ম্ম। তস্মিন্ সমাধির্যস্য স ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিঃ। তেন ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ব্রহ্মৈব গন্তব্যম্। এবং লোকসংগ্রহং চিকীর্ষুণাঽপি ক্রিয়মাণং কর্ম্ম পরমার্থতোঽকর্ম্ম। ব্রহ্মবুদ্ধ্যুপমৃদিতত্বাৎ। তদেবং সতি নিবৃত্তকর্ম্মণোঽপি সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসিনঃ সম্যগ্দর্শনস্তুত্যর্থং যজ্ঞত্বসম্পাদনং জ্ঞানস্য সুতরামুপপদ্যতে। যদর্পণাদ্যধিযজ্ঞে প্রসিদ্ধং তদস্যাধ্যাত্মং ব্রহ্মৈব পরমার্থদর্শিন ইতি। অন্যথা সর্ব্বস্য ব্রহ্মত্বেঽর্পণাদীনামেব বিশেষতো ব্রহ্মত্বাভিধানমনর্থকং স্যাৎ। তস্মাদ্‌ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বমিত্যভিজানতো বিদুষঃ সর্ব্বকর্ম্মাভাবঃ। কারকবুদ্ধ্যভাবাচ্চ। ন হি কারকবুদ্ধিরহিতং যজ্ঞাখ্যং কর্ম্ম

(ক) ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৫।২৪।৩।

দৃষ্টম্। সর্ব্বমেবাঽগ্নিহোত্রাদিকং কর্ম্ম শব্দসমর্পিতদেবতাবিশেষসম্প্রদানাদিকারকবুদ্ধিমৎ কর্ত্রভিমানফলাঽভিসন্ধিমচ্চ দৃষ্টম্। নোপমৃদিতক্রিয়াকারকফলভেদবুদ্ধিমৎ কর্তৃত্বাঽভিমানফলাঽভিসন্ধিরহিতং বা। ইদং তু ব্রহ্মবুদ্ধ্যুপমৃদিতাঽর্পণাদিকারকক্রিয়াফলভেদবুদ্ধি কর্ম্ম। অতোঽকর্ম্মৈব তৎ। তথা চ দর্শিতম্—কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ। কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ। গুণা গুণেষু বর্ত্তন্তে। নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিদিত্যাদিভিঃ। তথা চ দর্শয়ংস্তত্র তত্র ক্রিয়াকারকফলভেদবুদ্ধ্যুপমর্দ্দং করোতি। দৃষ্টা চ কাম্যাঽগ্নিহোত্রাদৌ কামোপমর্দ্দেন কাম্যাগ্নিহোত্রাদিহানিঃ। তথা মতিপূর্ব্বকাঽমতিপূর্ব্বকাদীনামেবংবিধানাং কারকাত্মনাং কর্ম্মণাং কার্য্যবিশেষস্যারম্ভকত্বং দৃষ্টম্। তথেহাঽপি ব্রহ্মবুদ্ধ্যুপমৃদিতাঽর্পণাদিকারকক্রিয়াফলভেদবুদ্ধের্ব্বাহ্যচেষ্টামাত্রেণ কর্ম্মাঽপি বিদুষোঽকর্ম্ম সম্পদ্যতে। অত উক্তং—সমগ্রং প্রবিলীয়ত ইতি।

অত্র কেচিদাহুঃ—যদ্ব্রহ্ম তদর্পণাদীনি। ব্রহ্মৈব কিলাঽর্পণাদিনা পঞ্চবিধেন কারকাত্মনা ব্যবস্থিতং সত্তদেব কর্ম্ম করোতি। তত্র নাঽর্পণাদিবুদ্ধির্নিবর্ত্ত্যতে। কিন্ত্বর্পণাদিষু ব্রহ্মবুদ্ধিরাধীয়তে। যথা প্রতিমাদৌ বিষ্ণ্বাদিবুদ্ধিঃ। যথা বা নামাদৌ ব্রহ্মবুদ্ধিরিতি। সত্যম্—এবমপি স্যাদ্যদি জ্ঞানযজ্ঞস্তুত্যর্থং প্রকরণং ন স্যাৎ। অত্র তু সম্যগ্দর্শনং জ্ঞানযজ্ঞশব্দিতমনেকান্ যজ্ঞশব্দিতান্ ক্রিয়াবিশেষানুপন্যস্য শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞ ইতি জ্ঞানং স্তৌতি। অত্র চ সমর্থমিদং বচনং ব্রহ্মাঽর্পণমিত্যাদি জ্ঞানস্য যজ্ঞত্বসম্পাদনে। অন্যথা সর্ব্বস্য ব্রহ্মত্বেঽর্পণাদীনামেব বিশেষতো ব্রহ্মত্বাঽভিধানমনর্থকং স্যাৎ। যে তু—অর্পণাদিষু প্রতিমায়াং বিষ্ণুবুদ্ধিবদ্ব্রহ্মবুদ্ধিঃ ক্ষিপ্যতে নামাদিষ্বিব চ—ইতি ব্রুবতে ন তেষাং ব্রহ্মবিদ্যোক্তেহ বিবক্ষিতা স্যাৎ। অর্পণাদিবিষয়ত্বাজ্জ্ঞানস্য। ন চ দৃষ্টিসম্পাদনজ্ঞানেন মোক্ষফলং প্রাপ্যতে। ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যমিতি চোচ্যতে। বিরুদ্ধং চ সম্যগ্দর্শনমন্তরেণ মোক্ষফলং প্রাপ্যত ইতি। প্রকৃতবিরোধশ্চ। সম্যগ্দর্শনং চ প্রকৃতম্। কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদিত্যত্রাঽন্তে চ সম্যগ্দর্শনং তস্যৈবোপসংহারাৎ। শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্যজ্ঞাজ্জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ। জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমিত্যাদিনা সম্যগ্দর্শনস্তুতিমেব কুর্ব্বন্নুপক্ষীণোঽধ্যায়ঃ। তত্রাঽকস্মাদর্পণাদৌ ব্রহ্মবুদ্ধিপ্রকরণে প্রতিমায়ামিব বিষ্ণুবুদ্ধিরুচ্যত ইত্যনুপপন্নম্। তস্মাদ্যথাব্যাখ্যাতার্থ এবাঽয়ং শ্লোকঃ ॥ ২৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেবং পরমেশ্বরারাধনলক্ষণং কর্ম্ম জ্ঞানহেতুত্বেন বন্ধকত্বাঽভাবাদকর্ম্মৈব। আরূঢ়াবস্থায়াং ত্বকর্ত্রাত্মজ্ঞানেন বাধিতত্বাৎ স্বাভাবিকমপি কর্ম্মাঽকর্ম্মৈবেতি কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদিত্যনেনোক্তঃ কর্ম্মপ্রবিলয়ঃ প্রপঞ্চিতঃ। ইদানীং কর্ম্মণি তদঙ্গেষু চ ব্রহ্মৈবাঽনুস্যূতং পশ্যতঃ কর্ম্মপ্রবিলয়মাহ—ব্রহ্মাঽর্পণমিতি। অর্প্যতেঽনেনেত্যর্পণং স্রুবাদি। তদপি ব্রহ্মৈব। অর্প্যমাণং হবিরপি ঘৃতাদিকং ব্রহ্মৈব। ব্রহ্মৈবাঽগ্নিঃ। তস্মিন্ ব্রহ্মণা কর্ত্রা হুতং হোমঃ। অগ্নিশ্চ কর্ত্তা চ ক্রিয়া চ ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ। এবং ব্রহ্মণ্যেব কর্ম্মাত্মকে সমাধিশ্চিত্তৈকাঽগ্র্যং যস্য তেন ব্রহ্মৈব গন্তব্যং প্রাপ্যম্। ন তু ফলান্তরমিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥ ২৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান ও অধিকরণ এই পাঁচ প্রকার কারকে যজ্ঞরূপ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশে ঘৃতাদি ত্যাগের নাম "যাগ"; ঘৃতাদি দ্রব্য অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইলে "হোম" নামে কথিত হয়। যে ইন্দ্রাদি দেবতাকে উদ্দেশ্য করিয়া ঘৃতাদি দান করা যায়, তাঁহাদের নাম "সম্প্রদান", যজ্ঞের ঘৃতাদি "হবিঃ" শব্দে প্রসিদ্ধ। ঘৃতাদি প্রক্ষেপই "কর্ম্ম", জুহূ আদি "করণ", অধ্বর্য্যু "কর্ত্তা", আহবনীয়াগ্নি "অধিকরণ"। এইরূপ কর্ম্মেতে ব্রহ্মদৃষ্টিরূপ সমাধি হইলে অনুষ্ঠাতার ব্রহ্মত্বই লাভ হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। অপরে (কোন কোন) যোগিনঃ (কর্ম্মযোগিগণ) দৈবম্ এব যজ্ঞং (দৈব যজ্ঞই) পর্য্যুপাসতে (অনুষ্ঠান করেন), অপরে (অন্য কেহ কেহ) ব্রহ্মাগ্নৌ (ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে) যজ্ঞেন এব (ব্রহ্মার্পণরূপ যজ্ঞের দ্বারাই) যজ্ঞম্ (আত্মাকে) উপজুহ্বতি (আহুতি প্রদান করেন) ॥২৫॥

বঙ্গানুবাদ। কতকগুলি যোগী পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দৈব যজ্ঞই করিয়া থাকেন, অপর তত্ত্ববেত্তা যোগিগণ ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে আত্মাকে আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তত্রাঽধুনা সম্যগ্দর্শনস্য যজ্ঞত্বং সম্পাদ্য তৎস্তুত্যর্থমন্যেঽপি যজ্ঞা উপক্ষিপ্যন্তে—দৈবমেবেত্যাদিনা। দৈবমেব—দেবা ইজ্যন্তে যেন যজ্ঞেনাঽসৌ দৈবো যজ্ঞঃ। তমেবাঽপরে যজ্ঞং যোগিনঃ কর্ম্মিণঃ পর্য্যুপাসতে। কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। ব্রহ্মাঽগ্নৌ—সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম (ক)। বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম (খ)। যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ব্রহ্ম য আত্মা সর্ব্বান্তরঃ (গ) ইত্যাদিবচনোক্তমশনায়াদিসর্ব্বসংসারধর্ম্মবর্জ্জিতং নেতি নেতীতি (ঘ) নিরস্তাশেষবিশেষং ব্রহ্মশব্দেনোচ্যতে। ব্রহ্ম চ তদগ্নিশ্চ স হোমাঽধিকরণত্ববিবক্ষয়া ব্রহ্মাঽগ্নিঃ। তস্মিন্ ব্রহ্মাঽগ্নাব পরেঽন্যে ব্রহ্মবিদো যজ্ঞম্। যজ্ঞশব্দবাচ্য আত্মা। আত্মনামসু যজ্ঞশব্দস্য পাঠাৎ। তমাত্মানং যজ্ঞং পরমার্থতঃ পরমেব ব্রহ্ম সন্তং বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিসংযুক্তমধ্যস্তসর্ব্বোপাধিধর্ম্মকমাহুতিরূপং যজ্ঞেনৈবাত্মনৈবোক্তলক্ষণেনোপজুহ্বতি প্রক্ষিপন্তি। সোপাধিকস্যাত্মনো নিরুপাধিকেন পরব্রহ্মস্বরূপেণৈব যদ্দর্শনং স তস্মিন্ হোমঃ। তং কুর্ব্বন্তি ব্রহ্মাত্মৈকত্বদর্শননিষ্ঠাঃ সংন্যাসিন ইত্যর্থঃ। সোঽয়ং সম্যগ্দর্শনলক্ষণো যজ্ঞো দৈবযজ্ঞাদিষু যজ্ঞেষূপক্ষিপ্যতে—ব্রহ্মার্পণমিত্যাদিশ্লোকৈঃ—শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্যজ্ঞাজ্জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ ইত্যাদিনা স্তুত্যর্থম্ ॥ ২৫ ॥

(ক) তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ২।১।১। (খ) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৩।৯।২৮।
(গ) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৩।৪।১। (ঘ) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৪।২।৪।

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এতদেব যজ্ঞত্বেন সম্পাদিতং সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শনলক্ষণং জ্ঞানং সর্ব্বযজ্ঞোপায়প্রাপ্যত্বাৎ সর্ব্বযজ্ঞেভ্যঃ শ্রেষ্ঠমিত্যেবং স্তোতুমধিকারিভেদেন জ্ঞানোপায়ভূতান্ বহূন্ যজ্ঞানাহ—দৈবমিত্যাদিভিরষ্টভিঃ। দেবা ইন্দ্রবরুণাদয় ইজ্যন্তে যস্মিন্। এবকারেণেন্দ্রাদিষু ব্রহ্মবুদ্ধিরাহিত্যং দর্শিতং। তং দৈবমেব যজ্ঞমপরে কর্ম্মযোগিণঃ পর্য্যুপাসতে শ্রদ্ধয়াহনুতিষ্ঠন্তি। অপরে তু জ্ঞানযোগিনো ব্রহ্মরূপেহগ্নৌ যজ্ঞেনৈবোপায়েন ব্রহ্মার্পণমিত্যাদ্যুক্তপ্রকারেণ যজ্ঞমুপজুহ্বতি। যজ্ঞাদিসর্ব্বকর্ম্মাণি প্রবিলাপয়ন্তীত্যর্থঃ। সোহয়ং জ্ঞানযজ্ঞঃ ॥ ২৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। দর্শ, পূর্ণমাস, জ্যোতিষ্টোমাদি যে, সকল যজ্ঞে ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু আদির তৃপ্তি সাধন করা হয়, তাহারই নাম দৈব যজ্ঞ, আর ব্রহ্ম বা "তৎ"রূপ জলন্ত অনলে "ত্বং"রূপ জীবাত্মাকে আহুতি প্রদান করিয়া যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়, তাহার নাম "জ্ঞানযজ্ঞ"। সন্ন্যাসিগণ এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। অন্যে (অন্যান্য লোকে) শ্রোত্রাদীনি (শ্রোত্রাদি) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গণকে) সংযমাগ্নিষু (সংযমরূপ অগ্নিতে) জুহ্বতি (আহুতি দেন)। অন্যে (অপরে) ইন্দ্রিয়াগ্নিষু (ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে) শব্দাদীন্ (শব্দাদি) বিষয়ান্ (বিষয়সমূহকে) জুহ্বতি (আহুতি দেন) · ২৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। অন্যান্য কতকগুলি পুরুষ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে সংযমরূপ অগ্নিতে, আর কতিপয় পুরুষ শব্দাদি বিষয়রাশিকে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে, আহুতি দান করিয়া থাকেন ॥২৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্। শ্রোত্রাদীনীতি। শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে যোগিনঃ সংযমাগ্নিষু। প্রতীন্দ্রিয়ং সংযমো ভিদ্যত ইতি বহুবচনম্। সংযমা এবাহগ্নয়ঃ। তেষু জুহ্বতি। ইন্দ্রিয়সংযমমেব কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি। ইন্দ্রিয়াণ্যেবাহগ্নয়ঃ। তেষ্বিন্দ্রিয়াহগ্নিষু জুহ্বতি। শ্রোত্রাদিভিরবিরুদ্ধবিষয়গ্রহণং হোমং মন্যন্তে ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। শ্রোত্রাদীনীতি। অন্যে নৈষ্ঠিকা ব্রহ্মচারিণস্তত্তদিন্দ্রিয়সংযমরূপেষ্বগ্নিষু শ্রোত্রাদীনি জুহ্বতি প্রবিলাপয়ন্তি। ইন্দ্রিয়াণি নিরুধ্য সংযমপ্রধানাস্তিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ। ইন্দ্রিয়াণ্যেবাহগ্নয়ঃ। তেষু শব্দাদীনন্যে গৃহস্থা জুহ্বতি। বিষয়ভোগসময়েহপ্যনাসক্তাঃ সন্তোহগ্নিত্বেন ভাবিতেষ্বিন্দ্রিয়েষু হবিষ্ট্বেন ভাবিতাঞ্ছব্দাদীন্ প্রক্ষিপন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাঽপরে।
আত্মসংযমযোগাঽগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম সাধন পূর্ব্বক প্রত্যাহার-পরায়ণ পুরুষ শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে শব্দাদি বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া সংযমরূপ অগ্নিতে হোম করেন। "ত্রয়মেকত্র সংযমঃ।" (ক)। ভগবান্ পতঞ্জলি ঋষি এক মাত্র বস্তুর ধারণা, ধ্যান ও সমাধিকে সংযম বলিয়াছেন। হৃদয়কমলে দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত অবিচলিত ভাবে মনঃসংস্থাপনের নাম ধারণা। এই রূপ ধারণাযুক্ত চিত্তে উত্তরোত্তর বিজাতীয় বৃত্তিসমূহকৃত ব্যবধানের সহিত ভগবদাকারে সজাতীয় বৃত্তি প্রবাহের নাম "ধ্যান"। এইরূপ ধ্যানযুক্ত চিত্তের বিজাতীয় বৃত্তিসমূহের ব্যবধান বিনষ্ট হইয়া যে কেবল মাত্র ভগবদাকারে সজাতীয় বৃত্তিপ্রবাহ হয় তাহার নাম "সমাধি"। চিত্তের অবস্থা (ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র, নিরুদ্ধ, এই পাঁচ প্রকার) ভেদানুসারে, সমাধি "সম্প্রজ্ঞাত" ও "অসম্প্রজ্ঞাত" এই দুই ভাগে বিভক্ত। রাগদ্বেষাদিদূষিত বিষয়াভিনিবিষ্ট চিত্ত "ক্ষিপ্ত"। নিদ্রাতন্দ্রাদিযুক্ত চিত্ত "মূঢ়"। বিষয়াসক্ত হইয়াও যে চিত্ত দৈবাৎ কোন কোন সময়ে ধ্যাননিষ্ঠ হয়, সে চিত্ত "বিক্ষিপ্ত"। চিত্তের প্রথম দুই অবস্থাতে সমাধি আদৌ হইতে পারে না। বিক্ষিপ্তাবস্থায় কখন কখন সমাধি হইলেও উহা যোগমধ্যে পরিগণিত হয় না। এ সমাধি আপনি হইয়া আপনিই ভঙ্গ হইয়া যায়। চিত্তের এক বস্তুতে ধারাবাহিক বৃত্তিপ্রবাহের নাম "একাগ্রাবস্থা"। এই অবস্থায় সত্ত্ব গুণের বৃদ্ধি বশতঃ তমোগুণ জনিত নিদ্রাতন্দ্রাদির এবং রজোগুণকৃত চাঞ্চল্যরূপ বিক্ষেপাদির অভাব হওয়ায় "সম্প্রজ্ঞাত সমাধি" হইয়া থাকে। এই সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অবস্থায় আপনাকে ধ্যেয়াকারাকারিত বলিয়া প্রতীতি জন্মে। কিন্তু যখন ঈদৃশ প্রতীতিরূপ বৃত্তিরও অভাব হয়, তখন চিত্তের "নিরুদ্ধাবস্থা"। এই অবস্থায় "অসম্প্রজ্ঞাত" সমাধি হইয়া থাকে। এইরূপে যোগ শাস্ত্রে ধারণাদি সংযমের বিষয় উক্ত হইয়াছে। এই সংযমরূপ অগ্নিরাশিতে কেহ কেহ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে আহুতি দান করেন; অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধি সিদ্ধির জন্য ইন্দ্রিয়গণকে নিজ নিজ বিষয় হইতে প্রত্যাহার করেন। আবার কোন কোন যোগী সমাধি অবস্থায় ইন্দ্রিয়গণের নিরোধরূপ যজ্ঞও করিয়া থাকেন ॥ ২৬ ॥

———:০:———

অন্বয়বোধিনী। অপরে (অন্য কেহ কেহ) সর্ব্বাণি (সমস্ত) ইন্দ্রিয়কর্ম্মাণি (ইন্দ্রিয়গণের কর্ম্ম) প্রাণকর্ম্মাণি চ (ও প্রাণাদির কর্ম্মরাশিকে) জ্ঞানদীপিতে (জ্ঞানকর্তৃক প্রদীপিত) আত্মসংযমযোগাঽগ্নৌ (আত্মসংযমযোগরূপ অগ্নিতে) জুহ্বতি (হোম করিয়া থাকেন) ॥ ২৭ ॥

(ক) পাতঞ্জল যোগসূত্র, ৩।৪।

বঙ্গানুবাদ। অপর কোন কোন যোগী ইন্দ্রিয়গণের কর্ম্ম ও প্রাণাদির কর্ম্মরাশিকে জ্ঞানোদ্দীপিত আত্মসংযমযোগরূপ অগ্নিতে হোম করিয়া থাকেন। ॥ ২৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—সর্ব্বাণীতি। সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি—ইন্দ্রিয়াণাং কর্ম্মাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি। তথা প্রাণকর্ম্মাণি। প্রাণো বায়ুরাধ্যাত্মিকঃ। তৎকর্ম্মাণ্যাকুঞ্চনপ্রসারণাদীনি। তানি চাঽপর আত্মসংযমযোগাঽগ্নৌ। আত্মনি সংযম আত্মসংযমঃ। স এব যোগাঽগ্নিঃ। তস্মিন্নাত্মসংযমযোগাগাঽগ্নৌ। জুহ্বতি প্রক্ষিপন্তি। জ্ঞানদীপিতে স্নেহেনেব প্রদীপিতে বিবেকবিজ্ঞানেনোজ্জ্বলভাবমাপাদিতে। জুহ্বতি প্রবিলাপয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—সর্ব্বাণীতি। অপরে ধ্যাননিষ্ঠাঃ। বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাং শ্রোত্রাদীনাং কর্ম্মাণি শ্রবণদর্শনাদীনি। কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং বাক্‌পাণ্যাদীনাং কর্ম্মাণি বচনোপাদানাদীনি। প্রাণানাং চ দশানাং কর্ম্মাণি। প্রাণস্য বহির্গমনম্। অপানস্যাঽধোনয়নম। ব্যানস্য ব্যানয়নমাকুঞ্চনপ্রসারণাদি। সমানস্যাঽশিতপীতাদীনাং সমুন্নয়নম্। উদানস্যোর্দ্ধনয়নম্। উদ্গারে নাগ আখ্যাতঃ কূর্ম্ম উন্মীলনে স্মৃতঃ। কৃকরঃ ক্ষুৎকরো জ্ঞেয়ো দেবদত্তো বিজৃম্ভণে ॥ ন জহাতি মৃতং চাঽপি সর্ব্বব্যাপী ধনঞ্জয়ঃ ॥ ইত্যেবংরূপাণি জুহ্বতি। আত্মনি সংযমো ধ্যানৈকাগ্র্যম্। স এব যোগঃ। স এবাঽগ্নিঃ। তস্মিন্। জ্ঞানেন ধ্যেয়বিষয়েণ দীপিতে প্রজ্বলিতে ধ্যেয়ং সম্যগ্‌জ্ঞাত্বা তস্মিন্মনঃ সংযম্য তানি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণ্যুপরময়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। সমাধি দ্বিবিধ—লয়পূর্ব্বক সমাধি ও বাধপূর্ব্বক সমাধি। লয়পূর্ব্বক সমাধি যথা—ব্যষ্টি কার্য্যকে সমষ্টিরূপ কারণে সমষ্টিরূপ পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতাত্মক কার্য্য অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূতরূপ কারণে—শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ যুক্ত পৃথিবী, শব্দ স্পর্শ রূপ রস যুক্ত জলে, জল, শব্দ স্পর্শ রূপ যুক্ত তেজে, তেজ, শব্দ স্পর্শ যুক্ত বায়ুতে, বায়ু, শব্দগুণ বিশিষ্ট আকাশে, আকাশ, মহাকাশে, মহাকাশ, সংকল্পরূপ অহঙ্কারে; অহঙ্কার, মহত্তত্ত্বে, মহত্তত্ত্ব, মায়াতে, এবং মায়া চৈতন্যে লয় করিতে হয়। এই লয়সমাধিতে অবিদ্যা বিনষ্ট হয় না, সুতরাং তত্ত্বমস্যাদিমহাবাক্যপ্রতিপাদিত ব্রহ্মাত্মবুদ্ধির উদয় হইবার সম্ভাবনা নাই। তত্ত্বসাক্ষাৎকারানন্তর অবিদ্যার পূর্ণ নিবৃত্তি হইয়া গেলে নির্বীজ বাধসমাধি প্রাপ্তি হয়। এই অবস্থায় অবিদ্যার পুনর্ব্বিকাশের সম্ভাবনা নাই। ভগবান্ এই শ্লোকে বাধসমাধির প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, ও পঞ্চ প্রাণ এবং মন, বুদ্ধি, এই সপ্তদশাত্মক সূক্ষ্মশরীর অন্য কোন কোন যোগী আত্মসংযমরূপ যোগাগ্নিতে হোম করিয়া থাকেন। নিরোধসমাধি রূপ যোগের নাম আত্মসংযম। "ব্যুত্থাননিরোধসংস্কারয়োরভিভবপ্রাদুর্ভাবৌ নিরোধলক্ষণচিত্তান্বয়ো নিরোধপরিণামঃ" (ক)। ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, এই তিন অবস্থার নাম ব্যুত্থান। ইহা যোগের বিরোধী, এবং জীব ক্ষণে

(ক) পাতঞ্জলযোগসূত্র, ৩.৯।

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাঽপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

ক্ষণে ইহাতে অভিভূত হইয়া থাকে। ব্যুত্থান সংস্কারের বিরোধী নিরোধ সংস্কারের দ্বারা জীব দিনে দিনে ও ক্ষণে ক্ষণে প্রাদুর্ভাব লাভ করিয়া থাকে। তদনন্তর নিরোধমাত্রক্ষণের সহিত চিত্তের অন্বয়ের নাম নিরোধপরিণাম। এই নিরোধপরিণামের পর প্রশান্ত অবস্থা উপস্থিত হয়। এইরূপ আত্মসংযমরূপ যোগাগ্নি যখন ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের দ্বারা উদ্দীপিত হয়, তখন কোন কোন যোগী তাহাতে লিঙ্গশরীরকে আহুতি দিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। [কোন কোন ব্যক্তি] দ্রব্যযজ্ঞাঃ (দ্রব্যযজ্ঞপরায়ণ), [কেহ কেহ] তপোযজ্ঞাঃ (তপোযজ্ঞপরায়ণ), [কেহ কেহ] যোগযজ্ঞাঃ (যোগযজ্ঞপরায়ণ), তথা (আর) অপরে (অন্য কেহ কেহ) সংশিতব্রতাঃ (দৃঢ়ব্রত) যতয়ঃ (যত্নশীল) স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাঃ চ (বেদাভ্যাস ও জ্ঞানযজ্ঞ পরায়ণ) (হয়েন] ॥ ২৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। কোন কোন ব্যক্তি দ্রব্যত্যাগরূপ যজ্ঞ, কোন কোন ব্যক্তি তপোরূপ যজ্ঞ, কোন কোন ব্যক্তি যোগরূপ যজ্ঞ, কোন কোন ব্যক্তি বেদাভ্যাসরূপ যজ্ঞ, কোন কোন ব্যক্তি জ্ঞানরূপ যজ্ঞ এবং কোন কোন যত্নশীল পুরুষ অত্যন্ত দৃঢ়ব্রতরূপ যজ্ঞ করিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। দ্রব্যেতি। দ্রব্যযজ্ঞাঃ—তীর্থেষু দ্রব্যবিনিয়োগং যজ্ঞবুদ্ধ্যা কুর্ব্বন্তি যে তে দ্রব্যযজ্ঞাঃ। তপোযজ্ঞাঃ—তপো যজ্ঞো যেষাং তপস্বিনাং তে তপোযজ্ঞাঃ। যোগযজ্ঞাঃ—প্রাণায়ামপ্রত্যাহারাদিলক্ষণো যোগো যজ্ঞো যেষাং তে যোগযজ্ঞাঃ। তথাঽপরে স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ। স্বাধ্যায়ো যথাবিধি ঋগাদ্যভ্যাসো যজ্ঞো যেষাং তে স্বাধ্যায়যজ্ঞাঃ। জ্ঞানযজ্ঞাঃ—জ্ঞানং শাস্ত্রার্থপরিজ্ঞানং যজ্ঞো যেষাং তে জ্ঞানযজ্ঞাঃ। স্বাধ্যায়যজ্ঞা জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ। যতয়ো যতনশীলাঃ। সংশিতব্রতাঃ সম্যক্ শিতানি তনূকৃতানি তীক্ষ্ণীকৃতানি ব্রতানি যেষাং তে সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—দ্রব্যযজ্ঞা ইত্যাদি। দ্রব্যদানমেব যজ্ঞো যেষাং তে দ্রব্যযজ্ঞাঃ। কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি তপ এব যজ্ঞো যেষাং তে তপোযজ্ঞাঃ। যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধলক্ষণঃ সমাধিঃ। স এব যজ্ঞো যেষাং তে যোগযজ্ঞাঃ। স্বাধ্যায়েন বেদেন শ্রবণমননাদিনা যত্তদর্থজ্ঞানং তদেব যজ্ঞো যেষাং তে স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাঃ। যদ্বা বেদপাঠযজ্ঞাস্তদর্থজ্ঞানযজ্ঞাশ্চেতি দ্বিবিধাঃ। যতয়ঃ প্রযত্নশীলাঃ। সম্যক্ শিতং তীক্ষ্ণীকৃতং ব্রতং যেষাং তে ॥ ২৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। কূপ তড়াগ খনন, দেবমন্দিরাদি নির্ম্মাণ, ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ, শরণাগত জীবের রক্ষণ এবং শ্রৌতবিধানোক্ত বিবিধ দানের নাম দ্রব্য

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাঽপরে।
প্রাণাঽপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥ ২৯ ॥

যজ্ঞ। কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি সাধনের ও ক্ষুধা তৃষ্ণা শীত উষ্ণ সহিষ্ণুতার নাম তপোযজ্ঞ। চিত্ত-বৃত্তির নিরোধরূপ অষ্টাঙ্গ যোগসাধনের নাম যোগযজ্ঞ। অষ্টাঙ্গ যোগ যথা—যম—যোগ-শাস্ত্র মতে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ (ক), এবং পুরাণের মতে অস্তেয়, করুণা, আর্জব, শান্তি, শৌচ, ধৃতি, মিতাহার, সত্যভাষণ, অহিংসা ও ব্রহ্মচর্য্য—যম বলিয়া কথিত হয়। নিয়ম—যোগশাস্ত্র মতে শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায়, ও ঈশ্বরপ্রণিধান (খ), এবং পৌরাণিক মতে আস্তিকত্ব, হর্ষ, তপ, দেবার্চনা, দান, লজ্জা, সৎজ্ঞান, হোম, সৎকথাশ্রবণ, ও জপ—নিয়ম বলিয়া কথিত হয়। আসন,—পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন, সিদ্ধাসন, ইত্যাদি প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। ব্রহ্মচর্য্য [স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগ] ধারণ করিয়া গুরু-শুশ্রূষা পূর্ব্বক শ্রদ্ধার সহিত ঋগাদি বেদাভ্যাসের নাম বেদযজ্ঞ। গূঢ়ার্থযুক্তিপূর্ব্বক বেদার্থ-নিশ্চয়াবধারণের নাম জ্ঞানযজ্ঞ। কোন নিয়মের কিঞ্চিদংশের ও ক্রটি না হয় তাহার নাম দৃঢ়ব্রতযজ্ঞ। এই রূপে ভিন্ন ভিন্ন যোগী ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে যজ্ঞ করিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। তথা (আবার) অপরে (অন্যান্য যোগিগণ) অপানে (অপান বায়ুতে) প্রাণং (প্রাণকে), প্রাণে (প্রাণবায়ুতে) অপানং (অপান বায়ুকে) জুহ্বতি (হোম করেন), অপরে (অন্য কেহ কেহ) প্রাণাপানগতী (প্রাণ ও অপানের গতি) রুদ্ধা (রোধ পূর্ব্বক) প্রাণায়ামপরায়ণাঃ (প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া) [থাকেন] ॥ ২৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। অন্যান্য যোগিগণ অপান বায়ুতে প্রাণের আহুতি প্রদান করেন, অপর কেহ কেহ প্রাণে অপানের হোম করেন, এবং অন্যান্য কোন কোন সংহতাহারী যোগী প্রাণ ও অপানের গতি রোধ পূর্ব্বক প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া প্রাণে জ্ঞানেন্দ্রিয়কে ও কর্ম্মেন্দ্রিয়কে আহুতি দিয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—অপান ইতি। অপানেঽপানবৃত্তৌ জুহ্বতি প্রক্ষি-পন্তি প্রাণং প্রাণবৃত্তিম্। পূরকাখ্যং প্রাণায়ামং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। প্রাণেঽপানং তথাঽপরে জুহ্বতি। রেচকাখ্যং চ প্রণায়ামং কুর্ব্বন্তীত্যেতৎ। প্রাণাঽপানগতী—মুখনাসিকাভ্যাং বায়োর্নির্গমনং প্রাণস্য গতিঃ। তদ্বিপর্য্যয়েণাধোগমনমপানস্য। তে প্রাণাঽপানগতী। এতে রুদ্ধা নিরুধ্য প্রাণায়ামপরায়ণাঃ প্রাণায়ামতৎপরাঃ কুম্ভকাখ্যং প্রাণায়ামং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—অপান ইতি। অপানেঽধোবৃত্তৌ প্রাণমূর্দ্ধ-বৃত্তিং পূরকেণ জুহ্বতি। পূরককালে প্রাণমপানেনৈকীকুর্ব্বন্তি। তথা কুম্ভকেন প্রাণাঽ-

(ক) পাতঞ্জলযোগসূত্র, ২।৩০। (খ) পাতঞ্জলযোগসূত্র, ২।৩৩।

অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি।
সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ ॥ ৩০ ॥
যজ্ঞশিষ্টাঽমৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।
নাঽয়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম ॥ ৩১ ।

পানয়োরূর্দ্ধাধোগতী রুদ্ধা রেচককালেঽপানং প্রাণে জুহ্বতি। এবং পূরককুম্ভকরেচকৈঃ প্রাণায়ামপরায়ণা অপর ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ—অপর ইতি। অপরে স্বাহারসঙ্কোচমভ্যস্তন্তঃ স্বয়মেব জীর্য্যমাণেম্বিন্দ্রিয়েষু তত্তদিন্দ্রিয়বৃত্তিলয়ং হোমং ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ। যদ্বা—অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপর ইত্যনেন পূরকরেচকয়োরাবর্ত্তমানয়োর্হংসঃ সোঽহমিত্যনুলোমতঃ প্রতিলোমতশ্চাঽভিব্যজ্যমানেনাঽজপামন্ত্রেণ তত্ত্বংপদার্থৈক্যং ব্যতীহারেণ ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ। তদুক্তং যোগশাস্ত্রে—সকারেণ বহির্যাতি হংকারেণ বিশেৎ পুনঃ। প্রাণস্তত্র স এবাঽহং হংস ইত্যনুচিন্তয়েৎ ॥ ইতি। প্রাণাঽপানগতী রুদ্ধেত্যনেন তু শ্লোকেন প্রাণায়ামযজ্ঞা অপরৈঃ কথ্যন্তে। তত্রাঽয়মর্থঃ—দ্বৌ ভাগৌ পূরয়েদন্নৈর্জ্জলেনৈকং প্রপূরয়েৎ। মারুতস্য প্রচারার্থং চতুর্থমবশেষয়েৎ ॥ ইতি। এবমাদিবচনোক্তো নিয়ত আহারো যেষাং তে। কুম্ভকেন প্রাণাঽপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ সন্তঃ প্রাণানিন্দ্রিয়াণি প্রাণেষু জুহ্বতি। কুম্ভকে হি সর্ব্বে প্রাণা একীভবন্তীতি তত্রৈব লীয়মানেম্বিন্দ্রিয়েষু হোমং ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ। তদুক্তং যোগশাস্ত্রে—যথা যথা সদাভ্যাসান্মনসঃ স্থিরতা ভবেৎ। বায়ুবাক্কায়দৃষ্টীনাং স্থিরতা চ তথা তথা ॥ ইতি ॥ ২৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। কেহ কেহ অপান বায়ুর প্রশ্বাসরূপ বৃত্তিতে প্রাণবায়ুর শ্বাসরূপ বৃত্তিকে আহুতি দান করেন, অর্থাৎ বাহ্য বায়ুকে শরীরের ভিতর প্রবেশ করাইয়া পূরক অভ্যাস করেন, এবং প্রাণের শ্বাসরূপ বৃত্তিতে অপানের প্রশ্বাসরূপ বৃত্তির হোম অর্থাৎ রেচক করিয়া থাকেন। এতদ্দ্বারা ভগবান্ অন্তরকুম্ভক ও বাহ্যকুম্ভক এই দ্বিবিধ কুম্ভকের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন। যথাশক্তি বাহ্যবায়ুকে নাসিকা দ্বারা শরীরের ভিতর প্রবেশপূর্ব্বক শ্বাস প্রশ্বাস রোধ করার নাম অন্তরকুম্ভক। আর শরীরের অভ্যন্তরস্থ বায়ুকে যথাশক্তি নাসা দ্বারা নির্গত করিয়া শ্বাস প্রশ্বাস নিরোধের নাম বাহ্যকুম্ভক। প্রাণ ও অপানের গতির নাম শ্বাস ও প্রশ্বাস্। পূরকের দ্বারা অপানের, এবং রেচকের দ্বারা প্রাণবায়ুর গতি নিরুদ্ধ হয়। কুম্ভককালে প্রাণ ও অপানের গতি নিরুদ্ধ হইয়া যায়। এই স্তম্ভনরূপ কুম্ভক অত্যন্ত স্থির হইলে যোগী ইন্দ্রিয়গণকে সেই নিগৃহীত প্রাণবায়ুতে লয় করিয়া থাকেন। প্রাণায়াম বাহ্যবৃত্তি বা পূরক, আন্তরবৃত্তি বা রেচক, স্তম্ভবৃত্তি বা কুম্ভক ও তুরীয় এই চারি ভাগে বিভক্ত। কোন কোন যোগী অজপা মন্ত্রের অনুলোম বিলোমে হংসঃ ও সোঽহমিতি দ্বারা তত্ত্বমসীতি বাক্যে জীবব্রহ্মের একতানুভব করিয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥

—:০:—

অন্বয়বোধিনী। অপরে (অন্য কেহ কেহ) নিয়তাহারাঃ (সংযত আহারী) প্রাণান্ (বায়ু সকলকে) প্রাণেষু (বায়ুসমূহে) জুহ্বতি (হোম করেন)। এতে সর্ব্বে অপি (এই সকল) যজ্ঞবিদঃ (যজ্ঞকারিগণ) যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ (যজ্ঞসম্পাদন পূর্ব্বক নিষ্পাপ হইয়া) যজ্ঞশিষ্টাঽমৃতভুজঃ (যজ্ঞশেষ অমৃতভোজনশীল) সনাতনং ব্রহ্ম যান্তি (নিত্য ব্রহ্মলোকে গমন করেন)। [হে] কুরুসত্তম! অযজ্ঞস্য (যজ্ঞানুষ্ঠানশূন্য ব্যক্তির) অয়ং লোকঃ (এই লোক) ন অস্তি (নাই), অন্যঃ (অন্যলোক) কুতঃ (কোথায়?) ॥৩০।৩১॥

বঙ্গানুবাদ। এই যজ্ঞকারিগণ যজ্ঞ সম্পাদন পূর্ব্বক নিষ্পাপ হইয়া যজ্ঞশেষ অমৃত ভোজন করিয়া সনাতন ব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন। এইরূপ যজ্ঞানুষ্ঠানবিহীন মনুষ্যগণ এই মনুষ্য লোকই প্রাপ্ত হয় না, স্বর্গাদিলাভ তো দূরের কথা ॥ ৩০।৩১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—অপর ইতি। অপরে নিয়তাহারাঃ—নিয়তঃ পরিমিত আহারো যেষাং তে নিয়তাহারাঃ সন্তঃ। প্রাণান্ বায়ুভেদান্ প্রাণভেদেষ্বেব জুহ্বতি। যস্য যস্য বায়োর্জয়ঃ ক্রিয়ত ইতরান্ বায়ুভেদাংস্তস্মিন্ তস্মিন্ জুহ্বতি। তে তত্র প্রবিষ্টা ইব ভবন্তি। সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ। যজ্ঞৈর্যথোক্তৈঃ ক্ষয়িতং নাশিতং কল্মষং যেষাং তে যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ ॥ ৩০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবং যথোক্তান্ যজ্ঞান্ নির্ব্বর্ত্ত্য—যজ্ঞশিষ্টাঽমৃতভুজ ইতি। যজ্ঞশিষ্টাঽমৃতভুজঃ—যজ্ঞানাং শিষ্টং যজ্ঞশিষ্টং। যজ্ঞশিষ্টং চ তদমৃতং চেতি যজ্ঞশিষ্টাঽমৃতম্। তদ্ভুঞ্জত ইতি যজ্ঞশিষ্টাঽমৃতভুজঃ। যথোক্তান্ যজ্ঞান্ কৃত্বা তচ্ছিষ্টেন কালেন যথাবিধিচোদিত-মন্নমমৃতাখ্যং ভুঞ্জত ইতি যজ্ঞশিষ্টাঽমৃতভুজঃ। যান্তি গচ্ছন্তি। ব্রহ্ম সনাতনং চিরন্তনম্। মুমুক্ষবশ্চেৎ কালাঽতিক্রমাঽপেক্ষয়েতি শব্দসামর্থ্যাদবগম্যতে। নাঽয়ং লোকঃ সর্ব্বপ্রাণি-সাধারণোঽপ্যস্তি। যথোক্তানাং যজ্ঞানামেকোঽপি যজ্ঞো যস্য নাঽস্তি সোঽযজ্ঞঃ। তস্য। কুতোঽন্যো বিশিষ্টসাধনসাধ্যঃ। হে কুরুসত্তম ॥ ৩১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবমুক্তানাং দ্বাদশানাং যজ্ঞবিদাং ফলমাহ—সর্ব্ব ইতি। যজ্ঞান্ বিন্দন্তি লভন্ত ইতি যজ্ঞবিদঃ। যজ্ঞজ্ঞা ইতি বা। যজ্ঞৈঃ ক্ষয়িতং নাশিতং কল্মষং যৈস্তে ॥ ৩০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যজ্ঞশিষ্টাঽমৃতভুজ ইতি। যজ্ঞান্ কৃত্বাঽবশিষ্টে কালেঽনিষিদ্ধমন্নমমৃতরূপং ভুঞ্জত ইতি তথা। তে সনাতনং নিত্যং ব্রহ্ম জ্ঞানদ্বারেণ প্রাপ্নুবন্তি। তদকরণে দোষমাহ—নাঽয়মিতি। অয়মল্পসুখোঽপি মনুষ্যলোকোঽযজ্ঞস্য যজ্ঞাঽনুষ্ঠানরহিতস্য নাঽস্তি। কুতোঽন্যো বহুসুখঃ পরলোকঃ? অতো যজ্ঞাঃ সর্ব্বথা কর্ত্তব্যা ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ প্রকার যজ্ঞ যিনি গুরুশাস্ত্রোপদেশে বিদিত আছেন, অথবা তত্তাবৎ শ্রদ্ধা পূর্ব্বক সম্পন্ন করেন তিনিই যজ্ঞবিৎ। যজ্ঞানুষ্ঠাতা

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥৩২॥
শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্‌যজ্ঞাজ্‌জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাঽখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩ ॥

যজ্ঞবিৎ ও যজ্ঞজন্য নিষ্পাপ মহাত্মাগণ অমৃতত্ব বা মুক্তিলাভ করেন। কিন্তু যাহারা যজ্ঞ ব্রত করে না, তাহাদের মুক্তি ও স্বর্গাদি সুখ সম্পৎ লাভ তো দূরের কথা, সামান্য সুখসাধক মনুষ্যলোক লাভও দুষ্কর হয় ॥ ৩০।৩১ ॥

অন্বয়বোধিনী। ব্রহ্মণঃ (বেদের) মুখে (দ্বারা) এবং (এই প্রকার) বহুবিধাঃ (বহুপ্রকার) যজ্ঞাঃ (যজ্ঞসমূহ) বিততাঃ (বিস্তৃত হইয়াছে), তান্ (সেই) সর্ব্বান্ (সকলকে) কর্ম্মজান্ (কর্ম্মজ) বিদ্ধি (জানিবে), এবং (এইরূপ) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) বিমোক্ষ্যসে (মুক্তিলাভ করিবে) ॥ ৩২ ॥

বঙ্গানুবাদ। এইপ্রকার বহুবিধ যজ্ঞ বেদমুখে বিস্তৃত হইয়াছে, তুমি তৎসমস্ত যজ্ঞকে "কর্ম্মজন্য" বিদিত হইয়া সংসার হইতে মুক্তি লাভ কর ॥ ৩২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবমিতি। এবং যথোক্তা বহুবিধা বহুপ্রকারা যজ্ঞাঃ। বিততা বিস্তীর্ণাঃ। ব্রহ্মণো বেদস্য। মুখে দ্বারে। বেদদ্বারেণাঽবগম্যমানা ব্রহ্মণো মুখে বিততা উচ্যন্তে। তদ্যথা—বাচি হি প্রাণং জুহুম ইত্যাদয়ঃ। কর্ম্মজান্ কায়িকবাচিকমানসকর্ম্মোদ্ভবান্। বিদ্ধি তান্ সর্ব্বাননাত্মজান্। নির্ব্যাপারো হ্যাত্মা। অত এবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসেঽশুভাৎ। ন মদ্ব্যাপারা ইমে—নির্ব্যাপারোঽহমুদাসীন ইত্যেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসেঽস্মাৎ সম্যগ্‌দর্শনাৎ। মোক্ষ্যসে সংসারবন্ধনাদিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। জ্ঞানযজ্ঞং স্তোতুমুক্তান্ যজ্ঞানুপসংহরতি—এবং বহুবিধা ইতি। ব্রহ্মণো বেদস্য মুখে বিততাঃ। বেদেন সাক্ষাদ্বিহিতা ইত্যর্থঃ। তথাপি তান্ সর্ব্বান্ বাঙ্মনঃকায়কর্ম্মজনিতানাত্মস্বরূপসংস্পর্শরহিতান্ বিদ্ধি জানীহি। আত্মনঃ কর্ম্মাঽগোচরত্বাৎ। এবং জ্ঞাত্বা জ্ঞাননিষ্ঠঃ সন্ সংসারাদ্বিমুক্তো ভবিষ্যসি ॥ ৩২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। পাছে অর্জ্জুন মনে করেন, ভগবান্ এই যজ্ঞবৃত্তান্ত নূতন কল্পনা করিয়া বলিলেন, তাই ভগবান্ বলিতেছেন, ঋগাদি বেদে এরূপ অনেক যজ্ঞের বিবরণ লিখিত হইয়াছে, এতাবৎ কল্পনামূলক নহে। কায়িক, বাচিক ও মানসিক ক্রিয়া হইতে এই যজ্ঞ সকল উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাতে আত্মার কর্তৃত্বভাবাদি নাই, এইরূপ স্থির জানিয়া তুমি মুক্ত হও ॥ ৩২ ॥

——:০:——

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। [হে] পরন্তপ! দ্রব্যময়াৎ (দ্রব্যসাধিত) যজ্ঞাৎ (যজ্ঞ অপেক্ষা) জ্ঞানযজ্ঞঃ শ্রেয়ান্ (শ্রেষ্ঠ), [কেন না] [হে] পার্থ! সর্ব্বম্ অখিলং কর্ম্ম (সমস্ত-নিরবশেষ কর্ম্ম) জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে (পর্য্যবসিত হইয়াছে) ॥ ৩৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে পার্থ! দ্রব্যযজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ; কেননা ফলসহ সমস্ত নিরবশেষ কর্ম্মই জ্ঞানে পর্য্যবসিত হইয়াছে ॥ ৩৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ব্রহ্মার্পণমিত্যাদিশ্লোকেন সম্যগ্দর্শনস্য যজ্ঞত্বং সম্পাদিতম্। যজ্ঞাশ্চানেকবিধা উপদিষ্টাঃ। তৈঃ সিদ্ধপুরুষার্থপ্রয়োজনৈর্জ্ঞানং স্তূয়তে। কথং?— শ্রেয়ানিতি। শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্দ্রব্যসাধনসাধ্যাদ্যজ্ঞাজ্জ্ঞানযজ্ঞঃ। হে পরন্তপ। দ্রব্যময়ো হি যজ্ঞঃ ফলস্যারম্ভকঃ। জ্ঞানযজ্ঞো ন ফলস্যারম্ভকঃ। অতঃ শ্রেয়ান্ প্রশস্ততরঃ। কথং? যতঃ সর্ব্বং কর্ম্ম সমস্তমখিলমপ্রতিবদ্ধম্। হে পার্থ। জ্ঞানে মোক্ষসাধনে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদক স্থানীয়ে পরিসমাপ্যতে। অন্তর্ভবতীত্যর্থঃ। যথা কৃতায় বিজিতায়াধরেয়াঃ সং যন্ত্যেবমেনং সর্ব্বং তদভি সমেতি যৎ কিঞ্চ প্রজাঃ সাধু কুর্ব্বন্তি যস্তদ্বেদ যৎ স বেদেতি শ্রুতেঃ (ক) ॥৩৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কর্ম্মযজ্ঞাজ্জ্ঞানযজ্ঞস্য শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—শ্রেয়ানিতি। দ্রব্যময়াদনাত্মব্যাপারজন্যাদ্দৈবাদিযজ্ঞাজ্জ্ঞানযজ্ঞঃ শ্রেয়াঞ্শ্রেষ্ঠঃ। যদ্যপি জ্ঞানযজ্ঞস্যাপি মনোব্যাপারাধীনত্বমস্ত্যেব তথাপ্যাত্মস্বরূপস্য জ্ঞানস্য মনঃপরিণামেঽভিব্যক্তিমাত্রম্। ন তজ্জন্যত্বমিতি দ্রব্যময়াদ্বিশেষঃ। শ্রেষ্ঠত্বে হেতুঃ—সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং ফলসহিতং জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে। অন্তর্ভবতীত্যর্থঃ। সর্ব্বং তদভি সমেতি যৎ কিঞ্চ প্রজাঃ সাধু কুর্ব্বন্তীতি শ্রুতেঃ (ক) ॥ ৩৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। শ্রুতি বলিয়াছেন "জ্ঞানাদেবতু কৈবল্যম্" জ্ঞানের দ্বারাই কৈবল্যমুক্তি লাভ হইয়া থাকে। সোমযজ্ঞ, চরুযজ্ঞ ও উপাসনাদি সমস্ত কর্ম্মই আত্মজ্ঞানে পর্য্যবসিত হইয়াছে ॥ ৩৩ ॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। প্রণিপাতেন (প্রণামদ্বারা) পরিপ্রশ্নেন (প্রশ্নদ্বারা) সেবয়া চ (ও সেবা করিয়া) তৎ (সেই) জ্ঞানং বিদ্ধি (শিক্ষা কর); তত্ত্বদর্শিনঃ (তত্ত্বদর্শী) জ্ঞানিনঃ (জ্ঞানিগণ) তে (তোমাকে) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) উপদেক্ষ্যন্তি (উপদেশ করিবেন) ॥ ৩৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। ব্রহ্মবেত্তা গুরুর চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক প্রশ্ন ও সেবা করিয়া আত্মজ্ঞান শিক্ষা কর। তত্ত্বদর্শী গুরুগণ জ্ঞান উপদেশ করিবেন ॥৩৪॥

(ক) ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৪।১।৪।

যজ্জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥ ৩৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তদেতদ্বিশিষ্টং জ্ঞানং তর্হি কেন প্রমাণেন প্রাপ্যত ইতি? উচ্যতে—তদ্বিদ্ধীতি। তদ্বিদ্ধি বিজানীহি। যেন বিধিনা প্রাপ্যত ইতি। আচার্য্যানভিগম্য। প্রণিপাতেন প্রকর্ষেণ নীচৈঃ পতনং প্রণিপাতো দীর্ঘনমস্কারঃ। তেন। কথং বন্ধঃ? কথং মোক্ষঃ? কা বিদ্যা? কা চাঽবিদ্যা? ইতি পরিপ্রশ্নেন। সেবয়া গুরুশুশ্রূষয়া। এবমাদিনা প্রশ্রয়েণাবর্জ্জিতা আচার্য্যা উপদেক্ষ্যন্তি কথয়িষ্যন্তি তে জ্ঞানং যথোক্তবিশেষণং জ্ঞানিনঃ। জ্ঞানবন্তোঽপি কেচিদ্‌যথাবত্তত্ত্বদর্শনশীলাশ্চ ন ভবন্তি। অপরে তু ভবন্তি। অতো বিশিনষ্টি—তত্ত্বদর্শিন ইতি। যে সম্যগ্‌দর্শিনস্তৈরুপদিষ্টং জ্ঞানং কার্য্যক্ষমং ভবতি। নেতরদিতি ভগবতো মতম্‌ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবংভূতাত্মজ্ঞানে সাধনমাহ—তদিতি। তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি জানীহি প্রাপ্নুহীত্যর্থঃ। জ্ঞানিনাং প্রণিপাতেন দণ্ডবন্নমস্কারেণ। ততঃ পরিপ্রশ্নেন। কুতোঽয়ং মম সংসারঃ? কথং বা নিবর্ত্তেত? ইতি পরিপ্রশ্নেন। সেবয়া গুরুশুশ্রূষয়া চ। জ্ঞানিনঃ শাস্ত্রজ্ঞাঃ। তত্ত্বদর্শিনোঽপরোক্ষাঽনুভবসম্পন্নাশ্চ। তে তুভ্যং জ্ঞানমুপদেশেন সম্পাদয়িষ্যন্তি ॥ ৩৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। গুরুসেবা না করিলে, গুরুমুখে উপদেশ না শুনিলে, কেবল নিজবুদ্ধিবিচারে কিম্বা জ্ঞানগ্রন্থ পাঠ করিলে তত্ত্বজ্ঞানের নিগূঢ় রহস্য বুঝিতে পারা যায় না। আমি কে? কিরূপে বন্ধনদশাগ্রস্ত হইলাম? কি উপায়েই বা মুক্তি পাইব? শ্রদ্ধাপূর্ব্বক করযোড়ে গুরুকে এইরূপ প্রশ্ন করিতে হয়। যে সে গুরুর নিকটে প্রশ্ন করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া, ভগবান্ তত্ত্বদর্শী আত্মসাক্ষাৎকারবান্ গুরুর নিকট উপদেশ লইতে আজ্ঞা করিলেন। শ্রুতিও বলিয়াছেন "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাঽভি গচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্" (ক) ইতি অর্থাৎ পরমাত্মার সাক্ষাৎকারার্থ সমিৎপাণি হইয়া (অর্থাৎ যথাসাধ্য উপঢৌকন লইয়া) শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকটে যাইবে ॥ ৩৪ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। [হে] পাণ্ডব। যৎ (যাহা) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) পুনঃ এবং (এই প্রকার) মোহং (মোহ) ন যাস্যসি (প্রাপ্ত হইবে না), যেন (যদ্দ্বারা) অশেষেণ (অশেষপ্রকারে) ভূতানি (সর্ব্ব প্রাণীকে) আত্মনি (আত্মাতে) অথো (অনন্তর) ময়ি (আমাতে) দ্রক্ষ্যসি (দেখিবে) ॥ ৩৫ ॥

(ক) মুণ্ডকোপনিষৎ, ১।২।১২।

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সংতরিষ্যসি ॥ ৩৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে পাণ্ডব ! যে জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে তুমি আর মোহাভিভূত হইবে না, এবং যে জ্ঞান দ্বারা সর্ব্ব প্রাণীতে স্বীয় আত্মা ও আমার [পরমাত্মার] সহিত অভিন্ন রূপ দর্শন করিবে ॥ ৩৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তথা চ সতীদমপি সমর্থং বচনং—যদিতি। যজ্জ্ঞাত্বা যজ্জ্ঞানং তৈরুপদিষ্টমধিগম্য প্রাপ্য পুনর্ভূয়ো মোহমেবং যথেদানীং মোহং গতোঽসি পুনরেবং ন যাস্যসি। হে পাণ্ডব। কিঞ্চ যেন জ্ঞানেন ভূতান্যশেষেণ ব্রহ্মাদীনি স্তম্বপর্য্যন্তানি দ্রক্ষ্যসি সাক্ষাদাত্মনি প্রত্যগাত্মনি মৎসংস্থানীমানি ভূতানীতি। অথো অপি ময়ি বাসুদেবে পরমেশ্বরে চেমানীতি। ক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরৈকত্বং সর্ব্বোপনিষৎসিদ্ধং দ্রক্ষ্যসীত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। জ্ঞানফলমাহ—যজ্জ্ঞাত্বেতি সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ। যজ্জ্ঞানং জ্ঞাত্বা প্রাপ্য পুনর্ব্বন্ধুবধাদিনিমিত্তং মোহং ন প্রাপ্স্যসি। তত্র হেতুঃ—যেন জ্ঞানেন ভূতানি পিতাপুত্রাদীনি স্বাঽবিদ্যাবিজৃম্ভিতানি স্বাত্মন্যেবাঽভেদেন দ্রক্ষ্যসি। অথো অনন্তরমাত্মানং ময়ি পরমাত্মন্যভেদেন দ্রক্ষ্যসীত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। এত যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া জ্ঞান শিক্ষা করিলে কি লাভ হইবে ? অর্জ্জুনের এই আশঙ্কা দূরীকরণার্থ ভগবান্ বলিতেছেন যে গুরূপদিষ্ট আত্মজ্ঞান লাভ করিলে দেখিতে পাইবে, যে ব্রহ্মা হইতে কীটানুকীট পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণীই এক আত্মারই ভিন্ন ভিন্ন লীলাময় বিকাশ মাত্র। তুমি ও অন্যান্য সমস্তই আমারই নিত্য সত্তায় বিদ্যমান রহিয়াছ। এতদ্দ্বারা তোমাকে বন্ধুবধাদি বৃথা পাপভয়ে ভীত ও মোহিত হইতে হইবে না ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়বোধিনী। চেৎ (যদি) সর্ব্বেভ্যঃ (সকল) পাপেভ্যঃ অপি (পাপিগণ হইতেও) পাপকৃত্তমঃ (অতিশয় পাপাচারী) অসি (হও), [তথাপি] জ্ঞানপ্লবেনৈব (জ্ঞানরূপ ভেলার দ্বারাই) সর্ব্বং (সকল) বৃজিনং (পাপ) সংতরিষ্যসি (উত্তীর্ণ হইবে) ॥ ৩৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। যদি তুমি অন্যান্য পাপী সকল হইতে অধিকতর পাপাচারীও হও, তথাপি সেই পাপরূপ সমুদ্র, এই জ্ঞানরূপনৌকা দ্বারা অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে ॥ ৩৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চৈতস্য জ্ঞানস্য মাহাত্ম্যম্—অপীতি। অপি চেদসি পাপেভ্যঃ পাপকৃদ্ভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ সকাশাদতিশয়েন পাপকৃৎ পাপকৃত্তমঃ। সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব। জ্ঞানমেব প্লবং কৃত্বা। বৃজিনং বৃজিনার্ণবং পাপং সংতরিষ্যসি। ধর্ম্মোঽপীহ মুমুক্ষোঃ পাপমুচ্যতে ॥ ৩৬ ॥

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—অপি চেদিতি। সর্ব্বেভ্যঃ পাপকারিভ্যো যদ্যপ্যতিশয়েন পাপকারী ত্বমসি। তথাপি সর্ব্বং পাপসমুদ্রং জ্ঞানপ্লবেনৈব জ্ঞানপোতেনৈব সম্যগনায়াসেন তরিষ্যসি ॥ ৩৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। অর্জ্জুন পাপাচারী নহেন; তথাপি ভগবান্ আত্মজ্ঞানের আশ্চর্য্য সামর্থ্য বুঝাইবার জন্ত "অপি চেৎ" পদ দ্বারা অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, যে জ্ঞানের দ্বারা নিষ্পাপ ব্যক্তির নিস্তারের তো কোন আশঙ্কাই নাই, তুমি পাপী হইতে মহাপাতকী হইলেও অনায়াসে জ্ঞানবলে পাপপয়োধি পার হইয়া যাইবে ॥ ৩৬ ॥

-:০:—

অন্বয়প্রবোধিনী। [হে] অর্জ্জুন! যথা (যেমন) সমিদ্ধঃ (প্রজ্বলিত) অগ্নিঃ (বহ্নি) এধাংসি (কাষ্ঠরাশিকে) ভস্মসাৎ (ভস্মীভূত) কুরুতে (করে), তথা (সেইরূপ) জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি (কর্ম্মসমূহকে) ভস্মসাৎ কুরুতে (ভস্মীভূত করে) ॥ ৩৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন! যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি কর্ম্মরাশিকে ভস্মসাৎ করিয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। জ্ঞানং কথং নাশয়তি পাপমিতি সদৃষ্টান্তমুচ্যতে—যথেতি। যথৈধাংসি কাষ্ঠানি সমিদ্ধঃ সম্যগিদ্ধো দীপ্তোঽগ্নির্ভস্মসাৎ ভস্মীভাবং কুরুতে। অর্জ্জুন। এবং জ্ঞানমেবাগ্নির্জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা। নির্ব্বীজীকরোতীত্যর্থঃ। ন হি সাক্ষাদেব জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণীন্ধনবদ্ভস্মীকর্ত্তুং শক্নোতি। তস্মাৎ সম্যগ্দর্শনং সর্ব্বকর্ম্মণাং নির্ব্বীজত্বে কারণমিত্যভিপ্রায়ঃ। সামর্থ্যাদ্যেন কর্ম্মণা শরীরমারব্ধং তৎ প্রবৃত্তফলত্বাদুপভোগেনৈব ক্ষীয়তে। অতো যান্যপ্রবৃত্তফলানি জ্ঞানোৎপত্তেঃ প্রাক্কৃতানি জ্ঞানসহভাবীনি চাঽতীতানেকজন্মকৃতানি চ তান্যেব কর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে ॥ ৩৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। সমুদ্রবৎ স্থিতস্যৈব পাপস্যাঽতিলঙ্ঘনমাত্রম্। ন তু পাপস্য নাশঃ। ইতি ভ্রান্তিং দৃষ্টান্তেন বারয়ন্নাহ—যথৈধাংসীতি। এধাংসি কাষ্ঠানি প্রদীপ্তোঽগ্নির্যথা ভস্মীভাবং নয়তি তথাত্মজ্ঞানস্বরূপোঽগ্নিঃ প্রারব্ধকর্ম্মফলব্যতিরিক্তানি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ভস্মীকরোতীত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। আত্মজ্ঞানরূপ নৌকারোহণে পুণ্যপাপকর্ম্মরূপ সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায় সত্য, কিন্তু তাহাতে কর্ম্মরূপ সমুদ্র তো বিনষ্ট বা শুষ্ক হয় না। অর্জ্জুনের এই আশঙ্কা নিবারণার্থ ভগবান্ বলিতেছেন যে, জ্ঞানবলে তুমি স্বয়ং তো উত্তীর্ণ হইবেই, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে জলন্ত অনলস্পর্শে কাষ্ঠরাশিদহনের ন্যায় জ্ঞানাগ্নিতে তোমার পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মরাশিও বিদগ্ধ হইয়া যাইবে। "তদধিগম উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৩৮ ॥

তদ্ব্যপদেশাৎ" (ক) আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির পূর্ব্বকৃত কর্ম্মরাশি নষ্ট হইয়া যায়, এবং ভবিষ্যতে যে যে পুণ্যপাপরূপ কার্য্য করিতে থাকেন তাহা পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায় তাঁহাকে লিপ্ত করিতে পারে না। কেবল প্রারব্ধ কর্ম্মানুসারে তিনি শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন মাত্র। বস্তুতঃ তিনি কোন কর্ম্মেরই কর্ত্তারূপে পরিগণিত হয়েন না ॥ ৩৭ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। ইহ (এই লোকে) জ্ঞানেন সদৃশং (জ্ঞানের ন্যায়) পবিত্রং (পবিত্রকারক) ন হি বিদ্যতে (আর কিছুই নাই), [মুমুক্ষু] কালেন (কালসহকারে) যোগসংসিদ্ধঃ (কর্ম্মযোগ দ্বারা সিদ্ধ হইয়া) স্বয়ম্ আত্মনি (আপনাতে) তৎ (সেই জ্ঞান) বিন্দতি (লাভ করেন) ॥ ৩৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। ইহলোকে জ্ঞানের ন্যায় পবিত্রকারক আর কিছুই নাই। কর্ম্মযোগ দ্বারা কালসহকারে মনুষ্যগণ আপনা আপনিই এই আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যত এবমতঃ—ন হীতি। ন হি জ্ঞানেন সদৃশং তুল্যং পবিত্রং পাবনং শুদ্ধিকরমিহ বিদ্যতে। তজ্জ্ঞানং স্বয়মেব যোগসংসিদ্ধো যোগেন কর্ম্ম-যোগেন সমাধিযোগেন চ সংসিদ্ধঃ সংস্কৃতো যোগ্যতামাপন্নো মুমুক্ষুঃ কালেন মহতাত্মনি বিন্দতি। লভত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তত্র হেতুমাহ—ন হীতি। পবিত্রং শুদ্ধিকরম্। ইহ তপোযোগাদিষু মধ্যে জ্ঞানতুল্যং নাস্ত্যেব। তর্হি সর্ব্বেঽপি কিমিত্যাত্মজ্ঞানমেব নাভ্যস্যন্ত ইতি? অত আহ—তৎ স্বয়মিতি সার্দ্ধেন। তদাত্মনি বিষয়ে জ্ঞানং কালেন মহতা কর্ম্মযোগেন সংসিদ্ধো যোগ্যতাং প্রাপ্তঃ সন্ স্বয়মেবাঽনায়াসেন লভতে। ন তু কর্ম্মযোগং বিনেত্যর্থঃ ॥৩৮॥

গীতার্থসন্দীপনী। সমস্ত সাধনের মধ্যে আত্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ, কেননা কর্ম্ম উপাসনাদি দ্বারা পাপ আদি নিবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা পাপাদির মূলভিত্তি স্বরূপ অজ্ঞানতা বিনষ্ট হয় না, সুতরাং পুনঃ পাপাচারের আশঙ্কা বিদ্যমান থাকে। আত্মজ্ঞান সেই অজ্ঞানরূপ মূল কারণ সহিত পাপাদি কার্য্যের বিনাশ করিয়া থাকে। আত্মজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হওয়ায় যদি বল, সকল লোকে অন্যান্য সাধন ছাড়িয়া কেবল আত্মজ্ঞানেরই সাধনা করে না কেন? তাই ভগবান্ বলিতেছেন যে কর্ম্মযোগাদিসিদ্ধিসম্পন্ন না হইলে আত্মজ্ঞানে অধিকার হয় না। এই জন্য আত্মজ্ঞানলিপ্সু পুরুষগণ অবশ্য অবশ্য নিষ্কাম কর্ম্মযোগ বা ভক্তিযোগ সাধনা করিবেন, এবং তদ্দ্বারা ক্রমশঃ আত্মজ্ঞানের বিকাশ হইবে ॥ ৩৮ ॥

——:০:——

(ক) বেদান্তসূত্র, ৪।১।১৩।

শ্রদ্ধাবাঁল্লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥
অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥৪০॥

অন্বয়বোধিনী। শ্রদ্ধাবান্ তৎপরঃ (তদেকনিষ্ঠ) সংযতেন্দ্রিয়ঃ (জিতেন্দ্রিয় পুরুষ) জ্ঞানং (জ্ঞান) লভতে (লাভ করেন); জ্ঞানং লব্ধ্বা (লাভ করিয়া) অচিরেণ (শীঘ্র) পরাং শান্তিম্ (মোক্ষ) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হয়েন) ॥ ৩৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি শ্রদ্ধাবান্, গুরুশুশ্রূষু ও জিতেন্দ্রিয়, তিনিই আত্ম-জ্ঞানলাভ করিয়া শীঘ্র কৈবল্যমুক্তি প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৩৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যেনৈকান্তেন জ্ঞানপ্রাপ্তির্ভবতি স উপায় উপদিশ্যতে—শ্রদ্ধাবানিতি। শ্রদ্ধাবান্ শ্রদ্ধালুর্লভতে জ্ঞানম্। শ্রদ্ধালুত্বেঽপি ভবতি কশ্চিন্মন্দপ্রস্থানঃ। অত আহ—তৎপরঃ। গুরূপাসনাদাবভিযুক্তঃ। জ্ঞানলব্ধ্যুপায়ে শ্রদ্ধাবাংস্তৎপরোঽপ্যজিতেন্দ্রিয়ঃ স্যাদিতি। অত আহ—সংযতেন্দ্রিয়ঃ। সংযতানি বিষয়েভ্যো নিবর্তিতানি যস্যেন্দ্রিয়াণি স সংযতেন্দ্রিয়ো যোগী। য এবংভূতঃ শ্রদ্ধাবাংস্তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়শ্চ সোঽবশ্যং জ্ঞানং লভতে। প্রণিপাতাদিস্তু বাহ্যোঽনৈকান্তিকোঽপি ভবতি। মায়াবিত্বাদিসম্ভবাৎ। ন তু তথা তচ্ছ্রদ্ধাবত্ত্বাদাবিত্যেকান্ততো জ্ঞানলব্ধ্যুপায়ঃ। কিং পুনর্জ্ঞানলাভাৎ স্যাদিতি? উচ্যতে—জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং মোক্ষাখ্যাং শান্তিমুপরতিমচিরেণ ক্ষিপ্রমেবাধিগচ্ছতি। সম্যগ্দর্শনাৎ ক্ষিপ্রমেব মোক্ষো ভবতীতি সর্বশাস্ত্রন্যায়প্রসিদ্ধঃ সুনিশ্চিতোঽর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—শ্রদ্ধাবানিতি। শ্রদ্ধাবান্ গুরূপদিষ্টেঽর্থে আস্তিক্যবুদ্ধিমান্। তৎপরস্তদেকনিষ্ঠঃ। সংযতেন্দ্রিয়শ্চ। তজ্জ্ঞানং লভতে। নান্যঃ। অতঃ শ্রদ্ধাদিসম্পত্ত্যা জ্ঞানলাভাৎ প্রাক্ কর্মযোগ এব শুদ্ধ্যর্থমনুষ্ঠেয়ঃ। জ্ঞানলাভানন্তরং তু ন তস্য কিঞ্চিৎ কর্তব্যম্—ইত্যাহ—জ্ঞানং লব্ধ্বা তু মোক্ষমচিরেণ প্রাপ্নোতি ॥ ৩৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ব্রহ্মবেত্তা গুরুর বাক্যে ও বেদান্তাদি শাস্ত্রে যাঁহার স্থিরবিশ্বাস, এবং বিশ্বাসযুক্ত চিত্তে জ্ঞানলাভের উদ্দেশে যিনি গুরুসেবায় তৎপর থাকেন, সঙ্গে সঙ্গে যিনি আপনার ইন্দ্রিয়বর্গকে নিজসাধনানুকূল করিয়া আনিতে পারেন, তিনিই আত্মজ্ঞানলাভে সমর্থ। যেমন অন্ধকারবিনাশকালে দীপশিখাকে অন্যের সাহায্য লইতে হয় না, সেইরূপ অবিদ্যাবিনাশের জন্য আত্মজ্ঞানকে অন্য সাধনের অপেক্ষা করিতে হয় না ॥৩৯॥

———:০:———

অন্বয়বোধিনী। অজ্ঞঃ (অজ্ঞানী) অশ্রদ্দধানঃ (শ্রদ্ধাহীন) সংশয়াত্মা চ (এবং সংশয়যুক্ত ব্যক্তি) বিনশ্যতি (বিনষ্ট হয়); সংশয়াত্মনঃ (সংশয়াত্মার) অয়ং লোকঃ (ইহলোক) ন অস্তি (নাই), ন পরঃ (পরলোক নাই), ন সুখম্ (সুখও নাই) ॥ ৪০ ॥

যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১ ॥

অজ্ঞানুবাদ। অজ্ঞানী, শ্রদ্ধাহীন ও সংশয়যুক্ত ব্যক্তি বিনষ্ট হয়। সংশয়াত্মার ইহলোক বা পরলোক কোথায়ও ই সুখও নাই ॥ ৪০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অত্র সংশয়ো ন কর্ত্তব্যঃ। পাপিষ্ঠো হি সংশয়ঃ। কথমিতি? উচ্যতে—অজ্ঞশ্চেতি। অজ্ঞশ্চানাত্মজ্ঞঃ। অশ্রদ্দধানশ্চ। সংশয়াত্মা চ। বিনশ্যতি। অজ্ঞাশ্রদ্দধানৌ যদ্যপি বিনশ্যতস্তথাপি ন তথা যথা সংশয়াত্মা। স তু পাপিষ্ঠঃ সর্ব্বেষাম্। কথম্? নায়ং সাধারণোঽপি লোকোঽস্তি। তথা পরো লোকো ন। তথা ন সুখম্। তত্রাঽপি সংশয়োপপত্তেঃ সংশয়াত্মনঃ সংশয়চিত্তস্য। তস্মাৎ সংশয়ো ন কর্ত্তব্যঃ ॥ ৪০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। জ্ঞানাধিকারিণমুক্ত্বা তদ্বিপরীতমনধিকারিণমাহ—অজ্ঞশ্চেতি। অজ্ঞো গুরূপদিষ্টাঽর্থানভিজ্ঞঃ। কথঞ্চিজ্জ্ঞানে জাতেঽপি তত্রাঽশ্রদ্দধানশ্চ। জাতায়ামপি শ্রদ্ধায়াং মমেদং সিধ্যেন্ন বেতি সংশয়াক্রান্তচিত্তশ্চ বিনশ্যতি। স্বার্থাদ্ভ্রশ্যতি। এতেষু ত্রিষ্বপি সংশয়াত্মা সর্ব্বথা নশ্যতি। যতস্তস্যাঽয়ং লোকো নাঽস্তি ধনার্জ্জনবিবাহাদ্যসিদ্ধেঃ। ন চ পরলোকো ধর্ম্মস্যাঽনিষ্পত্তেঃ। ন চ সুখং সংশয়েনৈব ভোগস্যাঽপ্যসম্ভবাৎ ॥ ৪০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যে ব্যক্তি বেদান্তাদি শাস্ত্রাধ্যয়নবিহীন হওয়ায় আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না সেই অজ্ঞ। গুরুকথিত শাস্ত্রার্থের প্রতি যাহার অনাস্থা সে ব্যক্তি অশ্রদ্দধান। লৌকিক বা শাস্ত্রীয় কোন বিষয়েই যাহার চিত্ত স্থিরনিশ্চয় করিতে পারে না সে ব্যক্তি সংশয়াত্মা। এই তিন প্রকার ব্যক্তিই সাধন হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি সদা সংশয়যুক্ত, তাহার ইহ পরলোকে অশান্তি। মনের দোষে সে মিত্রকে শত্রু মনে করিয়া ব্যাকুল হয়, কখন নিজ সাধ্বী নারীকে কুলটা বোধে ক্ষিপ্তবৎ হয়, কখন ভোজনদ্রব্য বিষমিশ্রিত বা দোষাশ্রিত বলিয়া ভাল করিয়া আহারও করিতে পারে না। এইরূপে লৌকিক সুখে সে বঞ্চিত থাকে। আবার গুরু বাক্যে ও শাস্ত্রাদিতে সংশয় হওয়ায় স্বর্গাদিফলসাধন ধর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করে না। সুতরাং তাহার পারলৌকিক সুখের আশাও নাই। অজ্ঞ ও শ্রদ্ধাহীনের পারলৌকিক সুখ না হইলেও ঐহিক সুখে কোন বাধা দৃষ্ট হয় না। শাস্ত্রবেত্তাগণ বলেন যে অজ্ঞের গতিলাভ সুসাধ্য, অশ্রদ্দধানের গতি লাভ বহুসাধ্য। কিন্তু সংশয়াত্মার গতিলাভ অসাধ্য ॥ ৪০ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। [হে] ধনঞ্জয়! যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং (যিনি যোগ ভগবানে কর্ম্ম অর্পণ করিয়াছেন) জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্ (আত্মজ্ঞান দ্বারা যাঁহার সমস্ত সংশয়

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাহসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে জ্ঞানযোগো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ছিন্ন হইয়াছে) আত্মবন্তং (সেই আত্মজ্ঞকে) কর্ম্মাণি (কর্ম্মরাশি) ন নিবধ্নন্তি (আবদ্ধ করিতে পারে না) ॥ ৪১ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে ধনঞ্জয়। সমত্ববুদ্ধিরূপ যোগ দ্বারা যিনি সমস্ত কর্ম্ম ভগবানকে অর্পণ করিয়াছেন, এবং আত্মজ্ঞান দ্বারা যাঁহার সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়াছে, কর্ম্মরাশি সেই আত্মজ্ঞকে আবদ্ধ করিতে পারে না ॥ ৪১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কস্মাৎ ?—যোগেতি। যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং পরমার্থদর্শন-লক্ষণেন যোগেন সংন্যস্তানি কর্ম্মাণি যেন পরমার্থদর্শিনা ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যানি তং যোগসংন্যস্ত-কর্ম্মাণম্। কথং যোগসংন্যস্তকর্ম্মেতি ? আহ—জ্ঞানেনাত্মেশ্বরৈকত্বদর্শনলক্ষণেন সংছিন্নঃ সংশয়ো যস্য স জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ঃ। য এবং যোগসংন্যস্তকর্ম্মা তমাত্মবন্তমপ্রমত্তং গুণচেষ্টারূপেণ দৃষ্টানি কর্ম্মাণি ন নিবধ্নন্তি। অনিষ্টাদিরূপং ফলং নারভন্তে। হে ধনঞ্জয় ॥ ৪১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অধ্যায়দ্বয়োক্তাং পূর্ব্বাপরভূমিকাভেদেন কর্ম্মজ্ঞান-ময়ীং দ্বিবিধাং ব্রহ্মনিষ্ঠামুপসংহরতি—যোগেতি দ্বাভ্যাম্। যোগেন পরমেশ্বরারাধনরূপেণ তস্মিন্ সংন্যস্তানি কর্ম্মাণি যেন তং কর্ম্মাণি স্বফলৈর্ন নিবধ্নন্তি। ততশ্চ জ্ঞানেনাহকর্ত্রাত্মবোধেন সংছিন্নঃ সংশয়ো দেহাদ্যভিমানলক্ষণো যস্য তম্। আত্মবন্তমপ্রমাদিনম্। কর্ম্মাণি লোক-সংগ্রহার্থানি স্বাভাবিকানি বা ন নিবধ্নন্তি ॥ ৪১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভক্তিপূর্ব্বক ভগবদারাধনা বা পরমার্থদর্শন দ্বারা যখন কর্ম্মবাসনা ক্ষয় হইয়া যায়, অথবা কর্ম্ম করিয়াও তৎফলরাশি ভগবদর্থে সমর্পিত হয় এবং যখন নিজ কর্তৃত্ববুদ্ধি সমূলে বিনষ্ট হইয়া সমস্তই আত্মস্বরূপ দৃষ্ট হয়, সে অবস্থায় বিদ্বান্ ব্যক্তিকে ভিক্ষাটনাদি কর্ম্মরাশি বন্ধন করিতে পারে না ॥ ৪১ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। [হে] ভারত। তস্মাৎ (অতএব) জ্ঞানাহসিনা (জ্ঞানরূপ খড়্গ দ্বারা) আত্মনঃ (নিজের) অজ্ঞানসম্ভূতং (অজ্ঞানজাত) হৃৎস্থম্ (হৃদয়স্থিত) এনং (এই) সংশয়ং (সংশয়কে) ছিত্ত্বা (ছেদন করিয়া) যোগম্ (যোগকে) আতিষ্ঠ (আশ্রয় কর), উত্তিষ্ঠ (যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হও) ॥ ৪২ ॥

বঙ্গানুবাদ। অতএব হে ভারত! জ্ঞানরূপ খড়্গ দ্বারা হৃদয়স্থিত অজ্ঞানসম্ভূত সংশয়রাশিকে ছেদন করিয়া তুমি যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হও ॥ ৪২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যস্মাৎ কর্ম্মযোগানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়হেতুকজ্ঞানসংছিন্নসংশয়ো ন নিবধ্যতে কর্ম্মভিঃ। জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মত্বাদেব। যস্মাচ্চ জ্ঞানকর্ম্মানুষ্ঠানবিষয়ে সংশয়বান্ বিনশ্যতি—তস্মাদিতি। তস্মাৎ পাপিষ্ঠমজ্ঞানসংভূতমজ্ঞানাদবিবেকাজ্জাতং। হৃৎস্থং হৃদি বুদ্ধৌ স্থিতং। জ্ঞানাসিনা—শোকমোহাদিদোষহরং সম্যগ্দর্শনং জ্ঞানম্। তদেবাসিঃ খড়্গঃ। তেন জ্ঞানাসিনা। আত্মনঃ স্বস্য। আত্মবিষয়ত্বাৎ সংশয়স্য। ন হি পরস্য সংশয়ঃ পরেণ ছেত্তব্যতাং প্রাপ্তঃ। যেন স্বস্যেতি বিশেষ্যেত। অত আত্মবিষয়োঽপি স্বস্যৈব ভবতি। জ্ঞানাসিনা ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং স্ববিনাশহেতুভূতম্। যোগং সম্যগ্দর্শনোপায়ং কর্ম্মানুষ্ঠানমাতিষ্ঠ। কুর্ব্বিত্যর্থঃ। উত্তিষ্ঠ চেদানীং যুদ্ধায় ভারতেতি ॥ ৪২ ॥

ইতি শাঙ্করে শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তস্মাদিতি। যস্মাদেবং তস্মাদাত্মনোঽজ্ঞানেন সংভূতং হৃদি স্থিতমেনং সংশয়ং শোকাদিনিমিত্তম্। দেহাত্মবিবেকজ্ঞানখড়্গেন ছিত্ত্বা। পরমাত্মজ্ঞানোপায়ভূতং কর্ম্মযোগমাতিষ্ঠাশ্রয়। তত্র চ প্রথমং প্রস্তুতায় যুদ্ধায়োত্তিষ্ঠ। হে ভারতেতি ক্ষত্রিয়ত্বেন যুদ্ধস্য ধর্ম্মত্বং দর্শিতম্ ॥ ৪২ ॥

পুম্ববস্থাদিভেদেন কর্ম্মজ্ঞানময়ী দ্বিধা।
নিষ্ঠোক্তা যেন তং বন্দে শৌরিং সংশয়সংছিদম্ ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াং ভগবদ্গীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং জ্ঞানযোগো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

গীতার্থসন্দীপনী। সংশয়ই সমস্ত অনর্থের মূল, কেননা উহা অবিবেকসম্ভূত। হে অর্জ্জুন! তুমি আত্মজ্ঞানলাভপূর্ব্বক দৃঢ়নিশ্চয়বুদ্ধি দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধ হও, এবং নিষ্কাম কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান কর। হৃদয়ে বৃথা সংশয় পোষণ করিও না। নিষ্কামচিত্তে যুদ্ধরূপ স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। উঠ উঠ, শীঘ্র প্রস্তুত হও। তুমি ভরতবংশাবতংস হইয়া অবিবেকীর ন্যায় ধর্ম্মভ্রষ্ট হইও না।

"স্বস্যাঽনীশত্ববাধেন ভক্তিশ্রদ্ধে দৃঢ়ীকৃতে।
ধীহেতুঃ কর্ম্মনিষ্ঠা চ হরিণেহোপসংহৃতা ॥"

চতুর্থাধ্যায়ে ভগবান্ নিজ ঈশ্বরত্ব স্থাপন পূর্ব্বক আপনাতে অর্জ্জুনের ভক্তি ও শ্রদ্ধা দৃঢ় করিলেন, এবং আত্মজ্ঞানের বীজস্বরূপ কর্ম্মনিষ্ঠার উপসংহার করিলেন ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামিমহোদয়প্রণীত
"গীতার্থ-সন্দীপনী" নামক ভাষা তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায়
চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

-*০*-

অর্জ্জুন উবাচ।

সংন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগং চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্‌ ॥ ১ ॥

অন্বয়বোধিনী। অর্জ্জুন উবাচ। [হে] কৃষ্ণ! কর্ম্মণাং (কর্ম্মসমূহের) সংন্যাসং (ত্যাগ) পুনঃ (আবার) যোগং চ (কর্ম্মযোগ) শংসসি (বলিতেছ); এতয়োঃ (এই উভয়ের) যৎ (যাহা) মে (আমার পক্ষে) শ্রেয়ঃ (মঙ্গলকর) তৎ একং (সেই একটি) সুনিশ্চিতং (নিশ্চয় করিয়া) ব্রূহি (বল) ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ। অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! কর্ম্মযোগ ও কর্ম্মসন্ন্যাস তুমি এ উভয়েরই ব্যাখ্যা করিলে। কিন্তু আমার পক্ষে এই দুইটির মধ্যে যাহা শ্রেয়ঃ তাহা আমাকে নিশ্চয় করিয়া বল ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌। কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদিত্যারভ্য স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ। জ্ঞানাঽগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণম্‌। শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্‌। যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ। ব্রহ্মাঽর্পণং ব্রহ্ম হবিঃ। কর্ম্মজান্‌ বিদ্ধি তান্‌ সর্ব্বান্‌। সর্ব্বং কর্ম্মাঽখিলং পার্থ। জ্ঞানাঽগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি। যোগসংন্যস্ত-কর্ম্মাণমিত্যন্তৈর্ব্বচনৈঃ সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসমবোচদ্ভগবান্‌। ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠেত্যনেন বচনেন যোগং চ কর্ম্মাঽনুষ্ঠানলক্ষণমনুতিষ্ঠেত্যুক্তবান্‌। তয়োরুভয়োশ্চ কর্ম্মাঽনুষ্ঠানকর্ম্মসংন্যাসয়োঃ স্থিতিগতিবৎ পরস্পরবিরোধাদেকেন সহ কর্ত্তুমশক্যত্বাৎ কালভেদেন চাঽনুষ্ঠান-বিধানাঽভাবাদর্থাদেতয়োরন্যতরকর্ত্তব্যতাপ্রাপ্তৌ সত্যাং যৎ প্রশস্ততরমেতয়োঃ কর্ম্মাঽনুষ্ঠান-কর্ম্মসংন্যাসয়োস্তৎ কর্ত্তব্যং। নেতরদিতি। এবং মন্যমানঃ প্রশস্ততরবুভুৎসয়াঽর্জ্জুন উবাচ— সংন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণেত্যাদি।

নন্বাত্মবিদো জ্ঞানযোগেন নিষ্ঠাং প্রতিপিপাদয়িষন্‌ পূর্ব্বোদাহৃতৈর্ব্বচনৈর্ভগবান্‌ সর্ব্বকর্ম্ম-সংন্যাসমবোচৎ। ন ত্বনাত্মজ্ঞস্য। অতশ্চ কর্ম্মাঽনুষ্ঠানকর্ম্মসংন্যাসয়োর্ভিন্নপুরুষবিষয়ত্বাদন্য-তরস্য প্রশস্ততরত্ববুভুৎসয়া প্রশ্নোঽনুপপন্নঃ।

সত্যমেব ত্বদভিপ্রায়েণ প্রশ্নো নোপপদ্যতে। প্রষ্টুঃ স্বাঽভিপ্রায়েণ পুনঃ প্রশ্নো যুজ্যত এবেতি বদামঃ।

কথম্‌?

পূর্ব্বোদাহৃতৈর্ব্বচনৈর্ভগবতা কর্ম্মসংন্যাসস্য কর্ত্তব্যতয়া বিবক্ষিতত্বাৎ প্রাধান্যম্‌। অন্তরেণ চ কর্ত্তারং তস্য কর্ত্তব্যত্বাঽসম্ভবাৎ। অনাত্মবিদপি কর্ত্তা পক্ষে প্রাপ্তোঽনূদ্যত এব। ন পুনরাত্ম-

বিৎকর্তৃকত্বমেব সংন্যাসস্য বিবক্ষিতমিতি। এবং যথানন্তরার্জুনস্য কর্মানুষ্ঠানকর্মসংন্যাসয়োরবিদ্বৎপুরুষকর্তৃকত্বমপ্যস্তীতি পূর্ব্বোক্তেন প্রকারেণ তয়োঃ পরস্পরবিরোধাদন্যতরস্য কর্ত্তব্যত্বে প্রাপ্তে প্রশস্ততরঞ্চ কর্ত্তব্যং নেতরদিতি প্রশস্ততরবিবিদিষয়া প্রশ্নো নানুপপন্নঃ। প্রতিবচনবাক্যার্থনিরূপণেনাপি প্রষ্টুরভিপ্রায় এবমেবেতি গম্যতে।

কথম্?

সংন্যাসকর্মযোগৌ নিঃশ্রেয়সকরৌ। তয়োস্তু কর্মসংন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যত ইতি প্রতিবচনম্। এতন্নিরূপ্যং—কিমনেনাত্মবিৎকর্তৃকয়োঃ সংন্যাসকর্মযোগয়োর্নিঃশ্রেয়সকরত্বং প্রয়োজনমুক্ত্বা তয়োরেব কুতশ্চিদ্বিশেষাৎ কর্মসংন্যাসাৎ কর্মযোগস্য বিশিষ্টত্বমুচ্যতে? আহোস্বিদনাত্মবিৎকর্তৃকয়োঃ সংন্যাসকর্মযোগয়োস্তদুভয়মুচ্যত ইতি। কিঞ্চাতো যদ্যাত্মবিৎকর্তৃকয়োঃ সংন্যাসকর্মযোগয়োর্নিঃশ্রেয়সকরত্বং তয়োস্তু কর্মসংন্যাসাৎ কর্মযোগস্য বিশিষ্টত্বমুচ্যতে? যদি বানাত্মবিৎকর্তৃকয়োঃ সংন্যাসকর্মযোগয়োস্তদুভয়মুচ্যত ইতি?

অত্রোচ্যতে—আত্মবিৎকর্তৃকয়োঃ সংন্যাসকর্মযোগয়োরসম্ভবাত্তয়োর্নিঃশ্রেয়সকরত্ববচনং তদীয়াচ্চ কর্মসংন্যাসাৎ কর্মযোগস্য বিশিষ্টত্বাভিধানমিত্যেতদুভয়মনুপপন্নম্। যদ্যনাত্মবিদঃ কর্মসংন্যাসস্তৎপ্রতিকূলশ্চ কর্মানুষ্ঠানলক্ষণঃ কর্মযোগঃ সম্ভবেতাং তদা তয়োর্নিঃশ্রেয়সকরত্বোক্তিঃ কর্মযোগস্য চ কর্মসংন্যাসাদ্বিশিষ্টত্বাভিধানমিত্যেতদুভয়মুপপদ্যেত। আত্মবিদস্তু সংন্যাসকর্মযোগয়োরসম্ভবাত্তয়োর্নিঃশ্রেয়সকরত্বাভিধানং কর্মসংন্যাসাচ্চ কর্মযোগো বিশিষ্যত ইতি চানুপপন্নম্।

অত্রাহ—কিমাত্মবিদঃ সংন্যাসকর্মযোগয়োরপ্যসম্ভবঃ? আহোস্বিদন্যতরস্যাসম্ভবঃ? যদা চান্যতরস্যাসম্ভবস্তদা কিং কর্মসংন্যাসস্য? উত কর্মযোগস্যেতি? অসম্ভবে কারণঞ্চ বক্তব্যমিতি।

অত্রোচ্যতে—আত্মবিদো নিবৃত্তমিথ্যাজ্ঞানত্বাদ্বিপর্য্যয়জ্ঞানমূলস্য কর্মযোগস্যাসম্ভবঃ স্যাৎ। জন্মাদিসর্ববিক্রিয়ারহিতত্বেন নিষ্ক্রিয়মাত্মানমাত্মত্বেন যো বেত্তি তস্যাত্মবিদঃ সম্যগ্দর্শনেনাপাস্তমিথ্যাজ্ঞানস্য নিষ্ক্রিয়াত্মস্বরূপাবস্থানলক্ষণং সর্বকর্মসংন্যাসমুক্ত্বা তদ্বিপরীতস্য মিথ্যাজ্ঞানমূলকর্তৃত্বাভিমানপুরঃসরস্য সক্রিয়াত্মস্বরূপাবস্থানরূপস্য কর্মযোগস্যেহ গীতাশাস্ত্রে তত্র তত্রাত্মস্বরূপনিরূপণপ্রদেশেষু সম্যগ্জ্ঞানমিথ্যাজ্ঞানতৎকার্য্যবিরোধাদভাবঃ প্রতিপাদ্যতে যস্মাত্তস্মাদাত্মবিদো নিবৃত্তমিথ্যাজ্ঞানস্য বিপর্য্যয়জ্ঞানমূলঃ কর্মযোগো ন সম্ভবতীতি যুক্তমুক্তং স্যাৎ।

কেষু কেষু পুনরাত্মস্বরূপনিরূপণপ্রদেশেষ্বাত্মবিদঃ কর্মাভাবঃ প্রতিপাদ্যত ইতি?

অত্রোচ্যতে—অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি প্রকৃত্য য এনং বেত্তি হন্তারং—বেদাবিনাশিনং নিত্যমিত্যাদৌ তত্র তত্রাত্মবিদঃ কর্মাভাব উচ্যতে। নন্বু চ কর্মযোগোঽপ্যাত্মস্বরূপনিরূপণপ্রদেশেষু তত্র তত্র প্রতিপাদ্যত এব। তদ্যথা—তস্মাদ্যুধ্যস্ব ভারত। স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য। কর্মণ্যেবাধিকারস্ত ইত্যাদৌ। অতশ্চ কথমাত্মবিদঃ কর্মযোগস্যাসম্ভবঃ স্যাদিতি?

অত্রোচ্যতে—সম্যগ্‌জ্ঞানমিথ্যাজ্ঞানতৎকার্য্যবিরোধাৎ। জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানামিত্যনেন সাংখ্যানামাত্মতত্ত্ববিদামনাত্মবিৎকর্ত্তৃককর্ম্মযোগনিষ্ঠাতো নিষ্ক্রিয়াত্মস্বরূপাঽবস্থানলক্ষণায়া জ্ঞানযোগনিষ্ঠায়াঃ পৃথক্করণাৎ কৃতকৃত্যত্বেনাত্মবিদঃ প্রয়োজনাঽন্তরাভাবাৎ। তস্য কার্য্যং ন বিদ্যত ইতি কর্ত্তব্যাঽন্তরাঽভাববচনাচ্চ। ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ—সংন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ—ইত্যাদিনা চাত্মজ্ঞানাঙ্গত্বেন কর্ম্মযোগস্য বিধানাৎ। যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যত ইত্যনেন চোৎপন্নসম্যগ্দর্শনস্য কর্ম্মযোগাঽভাববচনাৎ। শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষমিতি চ শরীরস্থিতিকারণাঽতিরিক্তস্য কর্ম্মণো নিবারণাৎ। নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিদিত্যনেন চ শরীরস্থিতিমাত্রপ্রযুক্তেষ্বপি দর্শনশ্রবণাদিকর্ম্মস্বাত্মযাথাত্ম্যবিদঃ করোমীতি প্রত্যয়স্য সমাহিতচেতস্তয়া সদাঽকর্ত্তব্যত্বোপদেশাদাত্মতত্ত্ববিদঃ সম্যগ্দর্শনবিরুদ্ধো মিথ্যাজ্ঞানহেতুকঃ কর্ম্মযোগঃ স্বপ্নেঽপি ন সম্ভাবয়িতুং শক্যতে যস্মাত্তস্মাদনাত্মবিৎকর্ত্তৃকয়োরেব সংন্যাসকর্ম্মযোগয়োর্নিঃশ্রেয়সকরত্ববচনং তদীয়াচ্চ কর্ম্মসংন্যাসাৎ পূর্ব্বোক্তাত্মবিৎকর্ত্তৃকসর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসবিলক্ষণাৎ সত্যেব কর্ত্তৃত্ববিজ্ঞানে কর্ম্মৈকদেশবিষয়াদ্‌যমনিয়মাদিসহিতত্বেন চ দুরনুষ্ঠেয়ত্বাৎ সুকরত্বেন চ কর্ম্মযোগস্য বিশিষ্টত্বাঽভিধানম্—ইত্যেবং প্রতিবচনবাক্যার্থনিরূপণেনাঽপি পূর্ব্বোক্তঃ প্রষ্টুরভিপ্রায়ো নিশ্চীয়ত ইতি স্থিতম্।

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে ইত্যত্র জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সহাঽসম্ভবে যচ্ছ্রেয় এতয়োস্তন্মে ব্রূহি—ইত্যেবং পৃষ্টোঽর্জ্জুনেন ভগবান্ জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং সংন্যাসিনাং নিষ্ঠা পুনঃ কর্ম্মযোগেন যোগিনাং নিষ্ঠা প্রোক্তেতি নির্ণয়ং চকার। ন চ সংন্যসনাদেব কেবলাৎ সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতীতি বচনাজ্জ্ঞানসহিতস্য তস্য সিদ্ধিসাধনত্বমিষ্টম্। কর্ম্মযোগস্য চ বিধানাৎ।

জ্ঞানরহিতস্তু সংন্যাসঃ শ্রেয়ান্? কিং বা কর্ম্মযোগঃ শ্রেয়ান্? ইত্যেতয়োর্ব্বিশেষবুভুৎসয়া অর্জ্জুন উবাচ—সংন্যাসমিতি। সংন্যাসং পরিত্যাগং কর্ম্মণাং শাস্ত্রীয়াণামনুষ্ঠানবিশেষাণাং শংসসি প্রশংসসি। কথয়সীত্যেতৎ। পুনর্যোগং চ তেষামেবাঽনুষ্ঠানমবশ্যকর্ত্তব্যং শংসসি। অতো মে কতরচ্ছ্রেয় ইতি সংশয়ঃ? কিং কর্ম্মাঽনুষ্ঠানং শ্রেয়ঃ? কিং বা তদ্ধানমিতি? প্রশস্ততরং চাঽনুষ্ঠেয়ম্। অতশ্চ যচ্ছ্রেয়ঃ প্রশস্ততরং তয়োঃ কর্ম্মসংন্যাসকর্ম্মাঽনুষ্ঠানয়োর্যদনুষ্ঠানাচ্ছ্রেয়োঽবাপ্তির্মম স্যাদিতি মন্যসে তদেকমন্যতরং সহৈকপুরুষাঽনুষ্ঠেয়ত্বাঽসম্ভবান্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতমভিপ্রেতং তবেতি॥ ১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।

নিবার্য্য সংশয়ং জিষ্ণোঃ কর্ম্মসংন্যাসযোগয়োঃ।
জিতেন্দ্রিয়স্য চ যতেঃ পঞ্চমে মুক্তিমব্রবীৎ॥

অজ্ঞানসম্ভূতং সংশয়ং জ্ঞানাঽসিনাচ্ছিত্ত্বা কর্ম্মযোগমাতিষ্ঠেত্যুক্তং। তত্র পূর্ব্বাঽপরবিরোধং মন্বানোঽর্জ্জুন উবাচ—সংন্যাসমিতি। যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদিত্যাদিনা সর্ব্বং কর্ম্মাঽখিলং পার্থেত্যাদিনা চ জ্ঞানিনঃ কর্ম্মসংন্যাসং কথয়সি। জ্ঞানাঽসিনা সংশয়ং ছিত্ত্বা যোগমাতিষ্ঠেতি পুনর্যোগং চ কথয়সি। ন চ কর্ম্মসংন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চৈকস্যৈকদৈব সংভবতঃ। বিরুদ্ধ-

স্বরূপত্বাৎ। তস্মাদেতয়োর্মধ্য একস্মিন্নুষ্ঠাতব্যে সতি মম যচ্ছ্রেয়ঃ সুনিশ্চিতং তদেকং ব্রূহি॥ ১॥

গীতার্থসন্দীপনী। তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে কর্ম্মের ও জ্ঞানের তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে কর্ম্ম ও কর্ম্মত্যাগ রূপ সন্ন্যাসতত্ত্ব নির্ণীত হইবে। অন্নাধিকারীর কর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যকতা ও আত্মজ্ঞ পুরুষের পক্ষে তাহার নিষ্প্রয়োজনীয়তা তৃতীয়াধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে। যেমন তিমির ও রৌদ্র একত্র থাকে না, তদ্রূপ জ্ঞান ও কর্ম্ম এক সঙ্গে থাকিতে পারে না। ভেদবুদ্ধি কর্ম্মের ভিত্তিভূমি, ও অভেদ ভাবই জ্ঞান লাভের লক্ষ্য ও ফল; সুতরাং দুইটি বিপর্য্যয় একত্র অবস্থিতি করিতে সমর্থ হয় না। আবার চতুর্থাধ্যায়ে ইহা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে, যে জ্ঞানীর কর্ম্মে ও কর্ম্মীর জ্ঞানে অধিকার নাই। জ্ঞানিগণ প্রারব্ধ কর্ম্ম রাশি ভোগ করিয়া থাকেন মাত্র। তাঁহাদের কর্ম্মপ্রবৃত্তি বা কর্ম্মফলে আকাঙ্ক্ষা নাই। অজ্ঞানিগণ কর্ম্মদ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ করিয়া তবে আত্মজ্ঞানের অধিকারী হইবে। আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইলেই কর্ম্মসন্ন্যাস করিবে। শ্রুতি বলিতেছেন—

"এবমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্র ব্রজন্তি।" (ক)

"শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ॥" (খ)

সন্ন্যাসিগণের উপযোগী আত্মারূপ লোক লাভের ইচ্ছা হইলে সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হয়। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধান এই ষট্ সম্পত্তি সম্পন্ন হৃদয়ে প্রত্যাগাত্মার দর্শন হয়। বস্তুতঃ কর্ম্মানুষ্ঠান ও কর্ম্ম সন্ন্যাস একাধিকারে কখনই থাকিতে পারে না। যদি বল কর্ম্ম ও কর্ম্মত্যাগ, এতদুভয়ের দ্বারাই আত্মজ্ঞান লাভ হয়, তবে উভয়ের একত্র সংস্থানের অসম্ভাবনা নাই। তাহাতে এই মাত্র বক্তব্য যে, পাপাদি কর্ম্ম আত্মবোধের বিরোধী; এই পাপনাশনার্থ নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ানুষ্ঠানের প্রয়োজন। লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মাদির অনুষ্ঠানে যাঁহার চিত্তবিক্ষেপ উপস্থিত হয়, তিনি আত্মজ্ঞানের অনধিকারী। কেবল সন্ন্যাস দ্বারাই উক্ত বিক্ষেপের নিবৃত্তি হয়। কর্ম্ম ও কর্ম্মসন্ন্যাস আত্মজ্ঞানের দ্বারস্বরূপ হইলেও কর্ম্মে চিত্তবিক্ষেপ ও সন্ন্যাসে বিক্ষেপনিবৃত্তি রূপ ফল দৃষ্ট হওয়ায়, উভয়ই একাধিকারে বর্ত্তমান থাকিতে পারে না। সন্ন্যাসী হইয়া কর্ম্ম করাও সম্ভব নহে; কেননা ত্যাগের আশ্রম গ্রহণ করিয়া যদি কর্ম্মই করিবেন, তবে সন্ন্যাসাশ্রম লওয়াই ব্যর্থ হইল। আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন না করা বেদবিরুদ্ধ ও প্রত্যবায়জনক। প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য, পরে গার্হস্থ্য, তদনন্তর বানপ্রস্থ ও সর্ব্বশেষে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে হয়। শাস্ত্রে ইহা "ক্রম সন্ন্যাস" বলিয়া উক্ত হইয়াছে। আর যদি কাহারও প্রথমেই তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হয়, তবে তিনি ব্রহ্মচর্য্য হইতেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু অজ্ঞানিগণ ক্রমানুসারে নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে থাকিবে। অবিরক্ত অবস্থা ও বৈরাগ্যাবস্থাভেদে কর্ম্ম ও সন্ন্যাসের কর্ত্তব্যতা

(ক) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৪।৪।২২। (খ) বৃহদারণ্যক, ৪।৪।২৩।

শ্রীভগবানুবাচ।

সংন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে॥ ২॥

ভগবান্ পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করিবেন। অর্জ্জুন দেখিলেন, ভগবান্ আত্মজ্ঞানেচ্ছুর জন্য কর্ম্ম ও সন্ন্যাস উভয়ই ব্যবস্থা করিলেন, অথচ কর্ম্ম ও সন্ন্যাস তেজ তিমিরবৎ পৃথক্ দেখাইলেন। এইক্ষণে আমার পক্ষে কর্ম্মের অনুষ্ঠান বা সন্ন্যাস কর্ত্তব্য?

এই সংশয় দূর করিবার জন্য ভগবান্‌কে বলিতেছেন, হে কৃষ্ণ! হে ভক্তবৎসল! একব্যক্তির একই সময়ে বসিয়া থাকা ও দাঁড়াইয়া থাকা যেমন সম্ভব নহে, সেই রূপ তোমার কথিত কর্ম্মযোগ ও সন্ন্যাস উভয়ই একজন অধিকারী এক সময়ে কখনও সাধন করিতে পারে না। অতএব এতদুভয়ের মধ্যে যে সাধনটী আমার পক্ষে নিতান্ত শ্রেয়ঃ, তাহাই আমাকে উপদেশ কর॥ ১॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। শ্রীভগবান্ উবাচ। সংন্যাসঃ কর্ম্মযোগঃ চ উভৌ (উভয়ে) নিঃশ্রেয়সকরৌ (মুক্তির হেতু), তয়োঃ তু (তন্মধ্যে) কর্ম্মসংন্যাসাৎ (কর্ম্মত্যাগ হইতে) কর্ম্মযোগঃ বিশিষ্যতে (শ্রেষ্ঠ)॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ। ভগবান্ কহিলেন, সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়ই মুক্তির হেতু। তন্মধ্যে কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ॥ ২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। স্বাভিপ্রায়মাচক্ষাণো নির্ণয়ায়—শ্রীভগবানুবাচ সংন্যাস ইতি। সংন্যাসঃ কর্ম্মণাং পরিত্যাগঃ। কর্ম্মযোগশ্চ তেষামনুষ্ঠানম্। তাবুভাবপি নিঃশ্রেয়সকরৌ নিঃশ্রেয়সং মোক্ষং কুর্ব্বাতে। জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বেন। উভৌ যদ্যপি নিঃশ্রেয়সকরৌ তথাপি তয়োস্তু নিঃশ্রেয়সহেত্বোঃ কর্ম্মসংন্যাসাৎ কেবলাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যত ইতি কর্ম্মযোগং স্তৌতি॥ ২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অত্রোত্তরং—শ্রীভগবানুবাচ সংন্যাস ইতি। অয়ং ভাবঃ—ন হি বেদান্তবেদ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞং প্রতি কর্ম্মযোগমহং ব্রবীমি। যতঃ পূর্ব্বোক্তেন সংন্যাসেন বিরোধঃ স্যাৎ। অপি তু দেহাত্মাভিমানিনং ত্বাং বন্ধুবধাদিনিমিত্তশোকমোহাদিকৃতমেনং সংশয়ং দেহাত্মবিবেকজ্ঞানাসিনা ছিত্ত্বা পরমাত্মজ্ঞানোপায়ভূতং কর্ম্মযোগমাতিষ্ঠেতি ব্রবীমি। কর্ম্মযোগেন শুদ্ধচিত্তস্যাত্মতত্ত্বজ্ঞানে জাতে সতি তৎপরিপাকার্থং জ্ঞাননিষ্ঠাঙ্গত্বেন সংন্যাসঃ পূর্ব্বমুক্তঃ। এবং সত্যঙ্গপ্রধানয়োর্ব্বিকল্পাসংযোগাৎ সংন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চেত্যেতাবুভাবপি ভূমিকাভেদেন সমুচ্চিতাবেব নিঃশ্রেয়সং সাধয়তঃ। তথাপি তু তয়োর্ম্মধ্যে কর্ম্মসংন্যাসাৎ সকাশাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্টো ভবতীতি। ২।

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসংন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। অর্জ্জুনের সংশয়াপনোদনার্থ ভগবান্ বলিলেন, সন্ন্যাস ও কর্ম্ম উভয়ই মুক্তির কারণ হইলেও যাহা সর্ব্বসাধারণের বা সামান্যাধিকারীর উপযোগী সেই নিষ্কাম কর্ম্মযোগই তোমার পক্ষে বিশেষ অনুকূল। কেননা অন্তঃকরণের সম্পূর্ণ শুদ্ধি না হইলে সন্ন্যাস কিছুমাত্র ফলদান করিতে পারে না, অধিকন্তু হানি করিয়া থাকে। সুতরাং উহা আপাততঃ তোমার কল্যাণকারক নহে ॥ ২ ॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। [হে] মহাবাহো ! যঃ (যিনি) ন দ্বেষ্টি দ্বেষ করেন না', ন কাঙ্ক্ষতি (আকাঙ্ক্ষা করেন না), সঃ (তিনি) নিত্যসংন্যাসী জ্ঞেয়ঃ (জানিবে) , নির্দ্বন্দ্বঃ হি (সেই নির্দ্বন্দ্ব পুরুষই) সুখং (অনায়াসে) বন্ধাৎ (বন্ধন হইতে) প্রমুচ্যতে (মুক্তিলাভ করেন) ॥৩॥

বঙ্গানুবাদ। হে মহাবাহো ! যাঁহার দ্বেষ ও আকাঙ্ক্ষা নাই, যিনি নির্দ্বন্দ্ব ও স্বর্গাদি সুখকামনা রহিত, তিনিই নিত্যসন্ন্যাসী। কেননা তাদৃশ পুরুষই অনায়াসে বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কস্মাদিতি ? আহ—জ্ঞেয় ইতি। জ্ঞেয়ো জ্ঞাতব্যঃ। স কর্ম্মযোগী নিত্যসংন্যাসীতি। যো ন দ্বেষ্টি কিঞ্চিৎ। ন কাঙ্ক্ষতি সুখদুঃখে তৎসাধনে চ। এবংবিধো যঃ কর্ম্মণি বর্ত্তমানোঽপি স নিত্যসংন্যাসীতি জ্ঞাতব্য ইত্যর্থঃ। নির্দ্বন্দ্বো দ্বন্দ্ববর্জ্জিতো হি যস্মান্মহাবাহো সুখং বন্ধাদনায়াসেন প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কুত ইত্যপেক্ষায়াং সংন্যাসিত্বেন কর্ম্মযোগিনং স্তুবংস্তস্য শ্রেষ্ঠত্বং দর্শয়তি—জ্ঞেয় ইতি। রাগদ্বেষাদিরাহিত্যেন পরমেশ্বরার্থং কর্ম্মাণি যোঽনুতিষ্ঠতি স নিত্যং কর্ম্মানুষ্ঠানকালেঽপি সংন্যাসীত্যেবং জ্ঞেয়ঃ। তত্র হেতুঃ—নির্দ্বন্দ্বো রাগদ্বেষাদিদ্বন্দ্বশূন্যো হি শুদ্ধচিত্তো জ্ঞানদ্বারা সুখমনায়াসেনৈব বন্ধাৎ সংসারাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। সমস্ত কর্ম্মফল ভগবানে অর্পণ পূর্ব্বক যিনি ফলকামনাবর্জ্জিত এবং আত্মানাত্মজ্ঞান বিচারের দ্বারা আত্মাকে রাগদ্বেষাদি হইতে মুক্ত রাখিয়াছেন,তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী। বেশভূষা বা আশ্রম ত্যাগ করিলেই সন্ন্যাস হয় না ; কিন্তু আত্মা যে "অহং মমেতি" বোধরূপ আবরণে আবদ্ধ আছে, সেই মলিন আবরণ ত্যাগের নামই প্রকৃত সন্ন্যাস। ফলতঃ নিষ্কাম কর্ম্মসাধন ও সন্ন্যাস একই পদার্থ ॥ ৩ ॥

——:o:——

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ॥৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। বালাঃ (অজ্ঞানিগণ) সাংখ্যযোগৌ (সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগকে) পৃথক্ প্রবদন্তি (ভিন্ন বলিয়া থাকে), [কিন্তু] পণ্ডিতাঃ (পণ্ডিতগণ) ন (তাহা বলেন না); একম্ অপি (একটিও) আস্থিতঃ (অনুষ্ঠান করিলে) উভয়োঃ (উভয়ের) ফলং (ফল) বিন্দতে (লাভ করিয়া থাকে) ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। পণ্ডিতগণ কর্ম্মযোগ ও সন্ন্যাসের একই ফল কহিয়া থাকেন। কেননা একতরের অনুষ্ঠানকারীও উভয়েরই (নিঃশ্রেয়সরূপ) ফল লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ননু সংন্যাসকর্ম্মযোগয়োর্ভিন্নপুরুষানুষ্ঠেয়য়োর্ব্বিরুদ্ধয়োঃ ফলেঽপি বিরোধো যুক্তঃ। ন তূভয়োর্নিঃশ্রেয়সকরত্বমেব—ইতি প্রাপ্ত ইদমুচ্যতে—সাংখ্যযোগাবিতি। সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্‌বিরুদ্ধভিন্নফলৌ বালাঃ প্রবদন্তি। ন পণ্ডিতাঃ। পণ্ডিতাস্তু জ্ঞানিন একং ফলমবিরুদ্ধমিচ্ছন্তি। কথম্? একমপি সাংখ্যযোগয়োঃ সম্যগাস্থিতঃ—সম্যগনুষ্ঠিতবানিত্যর্থঃ—উভয়োর্ব্বিন্দতে ফলম্। উভয়োস্তদেব হি নিঃশ্রেয়সং ফলম্। অতো ন ফলে বিরোধোঽস্তি।

ননু সংন্যাসকর্ম্মযোগশব্দেন প্রস্তুত্য সাংখ্যযোগশব্দয়োঃ ফলৈকত্বং কথমিহাঽপ্রকৃতং ব্রবীতি? নৈষ দোষঃ। যদ্যপ্যর্জ্জুনেন সংন্যাসং কর্ম্মযোগং চ কেবলমভিপ্রেত্য প্রশ্নঃ কৃতঃ। ভগবাংস্তু তদপরিত্যাগেনৈব স্বাঽভিপ্রেতং চ বিশেষং সংযোজ্য শব্দান্তরবাচ্যতয়া প্রতিবচনং দদৌ—সাংখ্যযোগাবিতি। তাবেব সংন্যাসকর্ম্মযোগৌ জ্ঞানতদুপায়সমবুদ্ধিত্বাদিসংযুক্তৌ সাংখ্যযোগশব্দবাচ্যাবিতি ভগবতো মতম্। অতো নাঽপ্রকৃতপ্রক্রিয়েতি ॥ ৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যস্মাদেবমঙ্গপ্রধানত্বেনোভয়োরবস্থাভেদেন ক্রমসমুচ্চয়ঃ—অতো বিকল্পমঙ্গীকৃত্যোভয়োঃ কঃ শ্রেষ্ঠ ইতি প্রশ্নোঽজ্ঞানিনামেবোচিতঃ। ন বিবেকিনামিত্যাহ—সাংখ্যযোগাবিতি। সাংখ্যশব্দেন জ্ঞাননিষ্ঠাবাচিনা তদঙ্গং সংন্যাসং লক্ষয়তি। সংন্যাসকর্ম্মযোগাবেকফলৌ সন্তৌ পৃথক্ স্বতন্ত্রাবিতি বালা অজ্ঞা এব প্রবদন্তি। ন তু পণ্ডিতাঃ। তত্র হেতুঃ—অনয়োরেকমপি সম্যগাস্থিত আশ্রিতবানুভয়োরপি ফলমাপ্নোতি। তথা হি কর্ম্মযোগং সম্যগনুতিষ্ঠঞ্ছুদ্ধচিত্তঃ সন্ জ্ঞানদ্বারা যদুভয়োঃ ফলং কৈবল্যং তদ্বিন্দতি। সংন্যাসং সম্যগাস্থিতোঽপি পূর্ব্বমনুষ্ঠিতস্য কর্ম্মযোগস্যাঽপি পরম্পরয়া জ্ঞানদ্বারা যদুভয়োঃ ফলং কৈবল্যং তদ্বিন্দতীতি ন পৃথক্‌ফলত্বমনয়োরিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। সংশয় ও বিপরীত ভাবনা বর্জ্জিত আত্মাকার বুদ্ধিযোগের নাম সাংখ্যযোগ। এই আত্মজ্ঞানের অন্তরঙ্গ সাধনের নাম সন্ন্যাস। মূঢ়গণ অজ্ঞানতাবশতঃ মনে করে সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগের ফল ভিন্ন ভিন্ন; কিন্তু পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত এই যে নিজ নিজ

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫ ॥

অধিকার অনুসারে কর্ম্মযোগ বা সন্ন্যাস যাহাই কেন সাধন কর না, উভয়ের সমানই ফল লাভ হইবে। নিত্যপ্র কর্ম্মযোগ কর্ম্মসন্ন্যাসের প্রকারান্তর মাত্র ॥ ৪ ॥

--:০:

অন্বয়বোধিনী। সাংখ্যৈঃ (জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণ কর্তৃক) যৎ স্থানং (যে স্থান) প্রাপ্যতে (লব্ধ হয়) যোগৈঃ অপি (কর্ম্মযোগিগণ কর্তৃকও) তৎ (সেই স্থান) গম্যতে (প্রাপ্ত হয়); যঃ (যিনি) সাংখ্যং চ (সন্ন্যাস) যোগং চ (ও কর্ম্মযোগ) একং (একরূপ) পশ্যতি (দেখেন) সঃ (তিনি) পশ্যতি (যথার্থ দর্শন করেন) ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। সাংখ্য পুরুষ (সন্ন্যাসী) গণ যে স্থান লাভ করেন, কর্ম্মযোগিগণও সেইস্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যিনি সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়ই একরূপ দেখেন, তিনিই যথার্থদর্শী ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। একস্যাঽপি সম্যগনুষ্ঠানাৎ কথমুভয়োঃ ফলং বিন্দত ইতি? উচ্যতে—যদিতি। যৎ সাংখ্যৈর্জ্ঞাননিষ্ঠৈঃ সংন্যাসিভিঃ প্রাপ্যতে স্থানং মোক্ষাখ্যং তদ্‌যোগৈরপি। জ্ঞানপ্রাপ্ত্যুপায়ত্বেনেশ্বরে সমর্প্য কর্ম্মাণ্যাত্মনঃ ফলমনভিসন্ধায়ানুতিষ্ঠন্তি যে তে যোগিনঃ। তৈরপি পরমার্থজ্ঞানসংন্যাসপ্রাপ্তিদ্বারেণ গম্যত ইত্যভিপ্রায়ঃ। অত একং সাখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি ফলৈকত্বাৎ স সম্যক্ পশ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এতদেব স্ফুটয়তি—যৎ সাংখ্যৈরিতি। সাংখ্যৈর্জ্ঞাননিষ্ঠৈঃ সংন্যাসিভির্যৎ স্থানং মোক্ষাখ্যং প্রকর্ষেণ সাক্ষাদবাপ্যতে। যোগৈরিত্যর্শআদিত্বান্মত্বর্থীয়োঽচ্প্রত্যয়ো দ্রষ্টব্যঃ। কর্ম্মযোগিভিরপি তদেব জ্ঞানদ্বারেণ গম্যতেঽবাপ্যতে। অতঃ সাংখ্যং চ যোগং চৈকফলত্বেনৈকং যঃ পশ্যতি স এব সম্যক্ পশ্যতি ॥ ৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যোগ এবং সন্ন্যাস এতদ্দ্বয়ের একতরের অনুষ্ঠানকারী কিরূপে উভয়ের অনুষ্ঠানসুলভ ফল লাভ করিবেন, অর্জ্জুনের এই সংশয় নিবারণার্থ ভগবান্ বলিতেছেন যে, সন্ন্যাসিগণ পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের প্রভাবে ইহজন্মে শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়াছেন, এবং এবার শ্রবণ মননাদি জ্ঞাননিষ্ঠার দ্বারা মুক্তিলাভ করিবেন। এই কৈবল্যস্থান প্রভাবে তাঁহাদের কখনও পুনরাবৃত্তি হইবে না। আর ফলকামনাবর্জ্জিত অর্থাৎ ভগবদর্পণবুদ্ধিতে যিনি কর্ম্মসাধন করিয়া থাকেন, সেই কর্ম্মযোগীই এজন্মে না হউক, পরজন্মে শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া জ্ঞানবলে মুক্তিলাভ করিবেন। সুতরাং কর্ম্মী ও সন্ন্যাসী উভয়েই সমফলভাগী। যাঁহারা এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাঁহারাই তত্ত্বদর্শী ॥ ৫ ॥

সংন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাঽধিগচ্ছতি ॥৬॥

অন্বয়বোধিনী। [হে] মহাবাহো! অযোগতঃ (কর্ম্মযোগব্যতীত) সংন্যাসঃ তু (কর্ম্মত্যাগ কেবল) দুঃখম্ আপ্তুং (দুঃখ পাইবার নিমিত্ত), যোগযুক্তঃ মুনিঃ (কর্ম্মযোগী) ন চিরেণ (শীঘ্রই) ব্রহ্ম অধিগচ্ছতি (ব্রহ্ম লাভ করেন) ॥৬॥

বঙ্গানুবাদ। কর্ম্মযোগ ব্যতীত সন্ন্যাস গ্রহণ করা নিতান্ত দুঃখজনক। কর্ম্মযোগিগণ সিদ্ধ হইয়া ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করেন ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবং তর্হি যোগাৎ সংন্যাস এব বিশিষ্যতে। কথং তর্হীদমুক্তং—তয়োস্তু কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যত ইতি? শৃণু তত্র কারণম্। ত্বয়া পৃষ্টং কেবলং কর্ম্মসংন্যাসং কর্ম্মযোগং চাঽভিপ্রেত্য তয়োরন্যতরঃ কঃ শ্রেয়ানিতি? তদনুরূপং প্রতিবচনং ময়োক্তং কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যত ইতি জ্ঞানমনপেক্ষ্য। জ্ঞানাঽপেক্ষস্তু সংন্যাসঃ সাংখ্যমিতি ময়াঽভিপ্রেতঃ। পরমার্থযোগশ্চ স এব। যস্তু কর্ম্মযোগো বৈদিকঃ স তাদর্থ্যাদ্যোগঃ সংন্যাস ইতি চোপচর্য্যতে। কথং তাদর্থ্যমিতি? উচ্যতে—সংন্যাস ইতি সংন্যাসস্তু পারমার্থিকো হে মহাবাহো দুঃখমাপ্তুং প্রাপ্তুম্। অযোগতো যোগেন বিনা। যোগযুক্তো বৈদিকেন কর্ম্মযোগেনেশ্বরসমর্পিতরূপেণ ফলনিরপেক্ষেণ যুক্তঃ। মুনিঃ—মননাদীশ্বর স্বরূপস্য মুনিঃ। ব্রহ্ম—পরমাত্মজ্ঞানলক্ষণত্বাৎ প্রকৃতঃ সংন্যাসো ব্রহ্মোচ্যতে। ন্যাস ইতি ব্রহ্মা ব্রহ্মা হি পর ইতি শ্রুতেঃ (ক)। ব্রহ্ম পরমার্থসংন্যাসং পরমাত্মজ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণং ন চিরেণ ক্ষিপ্রমেবাঽধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি। অতো ময়োক্তং—কর্ম্মযোগো বিশিষ্যত ইতি ॥ ৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যদি কর্ম্মযোগিনোঽপ্যন্ততঃ সংন্যাসেনৈব জ্ঞাননিষ্ঠা তর্হ্যাদিত এব সংন্যাসঃ কর্ত্তুং যুক্ত ইতি মন্বানং প্রত্যাহ—সংন্যাস ইতি। অযোগতঃ কর্ম্মযোগং বিনা সংন্যাসঃ প্রাপ্তুং দুঃখং দুঃখহেতুঃ। অশক্য ইত্যর্থঃ। চিত্তশুদ্ধ্যভাবেন জ্ঞাননিষ্ঠায়া অসম্ভবাৎ। যোগযুক্তস্তু শুদ্ধচিত্ততয়া মুনিঃ সংন্যাসী ভূত্বাঽচিরেণৈব ব্রহ্মাঽধিগচ্ছতি। অপরোক্ষং জানাতি। অতশ্চিত্তশুদ্ধেঃ প্রাক্ কর্ম্মযোগ এব সংন্যাসাদ্বিশিষ্যত ইতি পূর্ব্বোক্তং সিদ্ধম্। তদুক্তং বার্ত্তিককৃদ্ভিঃ—প্রমাদিনো বহিশ্চিত্তাঃ পিশুনাঃ কলহোৎসুকাঃ। সংন্যাসিনোঽপি দৃশ্যন্তে দৈবসংদূষিতাশয়াঃ ॥ (খ) ইতি ॥ ৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। শুদ্ধান্তঃকরণযুক্তব্যক্তিগণ যখন জ্ঞাননিষ্ঠার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তখন অশুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তিও জ্ঞাননিষ্ঠার জন্য সন্ন্যাস কেন না গ্রহণ করিবে? অর্জ্জুনের এই সন্দেহ নিবারণার্থ ভগবান্ বলিতেছেন যে, কর্ম্মযোগ সাধন ব্যতীত অন্তঃকরণের শুদ্ধি হয় না। অসিদ্ধকর্ম্মা, অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি হঠপূর্ব্বক সন্ন্যাসী হইলে তাহার ক্লেশমাত্রই

(ক) নারায়ণোপনিষৎ—৭৮। (খ) বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যবার্ত্তিক, ১।৪।১৫৮৩।

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭ ॥

সার হয়। শুদ্ধান্তঃকরণসুলভ নির্ম্মলানন্দ তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। কর্ম্মের দ্বারা চিত্তকে শুদ্ধ করিয়া যিনি সন্ন্যাসী হয়েন, তিনিই সত্বর ব্রহ্ম লাভ করেন ॥ ৬ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। যোগযুক্তঃ (কর্ম্মযোগী) বিশুদ্ধাত্মা (শুদ্ধচিত্ত) জিতেন্দ্রিয়ঃ (ইন্দ্রিয়জয়ী) সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা (সর্ব্বভূতের আত্মার নিজ আত্মভাবদর্শী) কুর্ব্বন্ অপি (কর্ম্ম করিয়াও) ন লিপ্যতে (লিপ্ত হন না) ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি যোগযুক্ত, শুদ্ধচিত্ত, জিতেন্দ্রিয় এবং সর্ব্বভূতের আত্মায় যাঁহার নিজাত্মভাব, তিনি কর্ম্ম করিলেও নির্লিপ্ত ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যদা পুনরয়ং সম্যগ্দর্শনপ্রাপ্ত্যুপায়ত্বেন—যোগযুক্ত ইতি। যোগেন যুক্তো যোগযুক্তঃ। বিশুদ্ধাত্মা বিশুদ্ধচিত্তঃ। বিজিতাত্মা বিজিতদেহঃ। জিতেন্দ্রিয়শ্চ। সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা—সর্ব্বেষাং ব্রহ্মাদীনাং স্তম্বপর্য্যন্তানাং ভূতানামাত্মভূত আত্মা প্রত্যক্‌চেতনো যস্য স সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা। সম্যগ্দর্শীত্যর্থঃ। স তত্রৈবং বর্ত্তমানো লোকসংগ্রহায় কর্ম্ম কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে। যোগযুক্তো ন কর্ম্মভির্ব্বধ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কর্ম্মযোগাদিক্রমেণ ব্রহ্মাঽধিগমে সত্যপি তদুপরিতনেন কর্ম্মণা বন্ধঃ স্যাদেবেত্যাশঙ্ক্যাহ—যোগযুক্ত ইতি। যোগেন যুক্তঃ। অত এব বিশুদ্ধ আত্মা চিত্তং যস্য। অত এব বিজিত আত্মা শরীরং যেন। অত এব জিতানীন্দ্রিয়াণি যেন। ততশ্চ সর্ব্বেষাং ভূতানামাত্মভূত আত্মা যস্য স লোকসংগ্রহার্থং স্বাভাবিকং বা কর্ম্ম কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে। তৈর্ন বধ্যতে ॥ ৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। কর্ম্মের দ্বারা জীবের বন্ধন হয়, অতএব কর্ম্মযোগী কিরূপে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিবে? অর্জ্জুনের এই সন্দেহ দূর করিবার জন্য ভগবান্ বলিতেছেন,—যিনি ফলকামনাবর্জ্জিত ও কর্ম্মানুষ্ঠানশীল, তাঁহার অন্তঃকরণ প্রথমে রজস্তমোগুণবর্জ্জিত হয়, শরীর বশীভূত হয়, ইন্দ্রিয় সকল তাঁহার আয়ত্তাধীন হয় অর্থাৎ তিনি মনোদণ্ড, কায়দণ্ড ও বাগ্দণ্ড যুক্ত হইয়া ত্রিদণ্ডী হয়েন। এখানে বাক্‌শব্দ বাগাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই উপলক্ষক বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মা হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত তাবৎ পদার্থেই নিষ্কাম কর্ম্মীর আত্মবুদ্ধির উদয় হয়। ঈদৃশ কর্ম্মযোগীর কর্ত্তৃত্বাভিমানাদি না থাকায় কোন কর্ম্মফলই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। অতএব বন্ধনের কারণ হইলেও কর্ম্ম নিষ্কামকর্ম্মযোগীকে বন্ধন করিতে পারে না ॥ ৭ ॥

——:০:——

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশঞ্জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥ ৮ ॥
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়বোধিনী। যুক্তঃ (যোগযুক্ত) তত্ত্ববিৎ (পরমার্থদর্শী পুরুষ) পশ্যন্ (দর্শন) শৃণ্বন্ (শ্রবণ) স্পৃশন্ (স্পর্শ) জিঘ্রন্ (ঘ্রাণ) অশ্নন্ (ভোজন) গচ্ছন্ (গমন) স্বপন্ (শয়ন) শ্বসন্ (নিশ্বাসগ্রহণ) প্রলপন্ (কথন) বিসৃজন্ (ত্যাগ) গৃহ্নন্ (গ্রহণ) উন্মিষন্ (উন্মেষ) নিমিষন্ (নিমেষ) অপি (করিয়াও) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গণ) ইন্দ্রিয়ার্থেষু (ইন্দ্রিয়বিষয়সমূহে) বর্ত্তন্তে (প্রবর্ত্তিত হইতেছে) ইতি (ইহ) ধারয়ন্ (নিশ্চয় করিয়া) [আমি] কিঞ্চিৎ এব (কিছুই) ন করোমি (করিতেছি না) ইতি মন্যেত (ইহা মনে করিবেন) ৷ ৮।৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। পরমার্থদর্শী কর্ম্মযোগিগণ দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, ঘ্রাণ, গমন, নিঃশ্বাসগ্রহণ, কথন, ত্যাগ, গ্রহণ, উন্মেষ ও নিমেষ করিয়াও মনে করেন, আমি কিছুই করিতেছি না, এ সমস্তই ইন্দ্রিয়বর্গের কার্য্য ॥ ৮।৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ন চাঽসৌ পরমার্থতঃ করোতি। অতঃ—নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি। যুক্তঃ সমাহিতঃ সন্ মন্যেত চিন্তয়েৎ তত্ত্ববিৎ। আত্মনো যাথাত্ম্যং তত্ত্বং বেত্তীতি তত্ত্ববিৎ। পরমার্থদর্শীত্যর্থঃ। কদা কথং বা তত্ত্বমবধারয়ন্ মন্যেতেতি ? উচ্যতে—পশ্যন্নিতি। মন্যেতেতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। তস্যৈবং তত্ত্ববিদঃ সর্ব্বকার্য্যকরণচেষ্টাসু কর্ম্মস্বকর্ম্মৈব পশ্যতঃ সম্যগ্দর্শিনঃ সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাস এবাধিকারঃ। কর্ম্মণোঽভাবদর্শনাৎ। ন হি মৃগতৃষ্ণিকায়ামুদকবুদ্ধ্যা পানায় প্রবৃত্ত উদকাঽভাবজ্ঞানেঽপি তত্রৈব পানপ্রয়োজনায় প্রবর্ত্ততে ॥ ৮।৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কর্ম্ম কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যত ইত্যেতদ্বিরুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্য কর্ত্তৃত্বাঽভিমানাঽভাবান্ন বিরুদ্ধমিত্যাহ—নৈবেতি দ্বাভ্যাম্। কর্ম্মযোগেন যুক্তঃ ক্রমেণ তত্ত্ববিদ্ভূত্বা দর্শনশ্রবণাদীনি কুর্ব্বন্নপীন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ বুদ্ধ্যা নিশ্চিন্বন্ কিঞ্চিদপ্যহং ন করোমীতি মন্যেত মন্যতে। তত্র দর্শনশ্রবণস্পর্শনাঘ্রাণাঽশনানি চক্ষুরাদিজ্ঞানেন্দ্রিয়ব্যাপারাঃ। গতিঃ পাদয়োঃ। স্বাপো বুদ্ধেঃ। শ্বাসঃ প্রাণস্য। প্রলপনং বাগিন্দ্রিয়স্য। বিসর্গঃ পায়ূপস্থয়োঃ। গ্রহণং হস্তয়োঃ। উন্মেষণনিমেষণে কূর্ম্মাখ্যপ্রাণস্যেতি বিবেকঃ। এতানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নপ্যনভিমানাভাবাদ্ব্রহ্মবিন্ন লিপ্যতে। তথাচ পারমর্ষং সূত্রং—তদধিগম উত্তরপূর্ব্বাঽঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাদিতি (ক) ॥ ৮।৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি নিরুদ্ধচিত্ত কর্ম্মযোগী, যিনি তত্ত্ববেত্তা, যিনি পরমার্থদর্শী, অথবা যিনি প্রথমতঃ নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়া তদনন্তর শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়াছেন, তিনি সমস্ত

(ক) ব্রহ্মসূত্রে, ৪।১।১৩।

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥ ১০॥
কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥১১॥

কর্ম্মরাশিকেই চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাগাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়, প্রাণাদি পঞ্চ প্রাণের ও বুদ্ধি আদি অন্তঃকরণবৃত্তিচতুষ্টয়ের কার্য্য বলিয়া মনে করেন, ও আত্মাকে অসঙ্গ নিষ্ক্রিয় বলিয়া জানেন॥ ৮।৯॥

-:০:

অন্বয়বোধিনী। যঃ (যিনি) ব্রহ্মণি (ঈশ্বরে) [ফল] আধায় (সমর্পণ করিয়া) সঙ্গং ত্যক্ত্বা (ফলকামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক) কর্ম্মাণি (কর্ম্মসমূহ) করোতি (করেন), সঃ (তিনি) অম্ভসা (জলদ্বারা) পদ্মপত্রম্ ইব (পদ্মপত্রের ন্যায়) পাপেন (পাপ দ্বারা) ন লিপ্যতে (লিপ্ত হন না)॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করিয়া কর্ম্মফলকামনা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, জলস্থিত কমলপত্রের ন্যায় তিনি পাপে লিপ্ত হয়েন না॥১০॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যস্তু পুনরতত্ত্ববিৎ প্রবৃত্তশ্চ কর্ম্মযোগে—ব্রহ্মণীতি। ব্রহ্মণীশ্বরে। আধায় নিক্ষিপ্য। তদর্থং করোমীতি ভৃত্য ইব স্বাম্যর্থং সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি—মোক্ষেঽপি ফলে সঙ্গং ত্যক্ত্বা—করোতি যঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি। লিপ্যতে ন স পাপেন ন সংবধ্যতে। পদ্মপত্রমিবাম্ভসোদকেন॥১০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তর্হি যস্য করোমীত্যভিমানোঽস্তি তস্য কর্ম্মলেপো দুর্ব্বারঃ। তথাঽবিশুদ্ধচিত্তত্বাৎ সংন্যাসোঽপি নাঽস্তীতি মহৎ সঙ্কটমাপন্নমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ব্রহ্মণীতি। ব্রহ্মণ্যাধায় পরমেশ্বরে সমর্প্য। তৎফলে চ সঙ্গং তক্ত্বা। যঃ কর্ম্মাণি করোতি। অসৌ পাপেন বন্ধহেতুতয়া পাপিষ্ঠেন পুণ্যপাপাত্মকেন কর্ম্মণা ন লিপ্যতে। যথা পদ্মপত্রমম্ভসি স্থিতমপি তেনাঽম্ভসা ন লিপ্যতে তদ্বৎ॥ ১০॥

গীতার্থসন্দীপনী। জল সকলবস্তুতেই প্রবিষ্ট হইয়া আর্দ্র করে, কিন্তু পদ্মপত্রের উপরে জলের সে শক্তি কার্য্যকরী হয় না। এইরূপ কর্ম্ম, অনুষ্ঠানকারীমাত্রকেই বন্ধন করে, কেবল ফলকামনাবর্জ্জিত কর্ম্মানুষ্ঠাতাকে লিপ্ত করিতে পারে না॥১০॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। যোগিনঃ (কর্ম্মযোগিগণ) সঙ্গং (ফলকামনা) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) আত্মশুদ্ধয়ে (অন্তঃকরণশুদ্ধির নিমিত্ত) কায়েন (শরীরদ্বারা) মনসা (মনদ্বারা)

যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥১২॥

বুদ্ধ্যা (বুদ্ধিদ্বারা) কেবলৈঃ (কেবল) ইন্দ্রিয়ৈঃ অপি (ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা) কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি (করিয়া থাকেন) ॥১১॥

বঙ্গানুবাদ। কর্ম্মযোগিগণ ফলকামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল অন্তঃকরণশুদ্ধির নিমিত্ত শরীর, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা কর্ম্ম করিয়া থাকেন ॥১১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কেবলং সত্ত্বশুদ্ধিমাত্রফলমেব তস্য কর্ম্মণঃ স্যাৎ। যস্মাৎ—কায়েনেতি। কায়েন দেহেন। মনসা। বুদ্ধ্যা চ। কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈর্ম্মমত্ববর্জ্জিতৈরীশ্বরায়ৈব কর্ম্ম করোমীতি ন মম ফলায়েতি মমত্ববুদ্ধিশূন্যৈরিন্দ্রিয়ৈরপি। কেবলশব্দঃ কায়াদিভিরপি প্রত্যেকং সংবধ্যতে। সর্ব্বব্যাপারেষু মমতাবর্জ্জনায়। যোগিনঃ কর্ম্মিণঃ। কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি। সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলবিষয়ম্। আত্মশুদ্ধয়ে সত্ত্বশুদ্ধয় ইত্যর্থঃ। তস্মাত্তত্রৈব তবাঽধিকার ইতি কুরু কর্ম্মৈব ॥১১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। বদ্ধকত্বাভাবমুক্ত্বা মোক্ষহেতুত্বং সদাচারেণ দর্শয়তি—কায়েনেতি। কায়েন স্নানাদি। মনসা ধ্যানাদি। বুদ্ধ্যা তত্ত্বনিশ্চয়াদি। কেবলৈঃ কর্ম্মাভিনিবেশরহিতৈরিন্দ্রিয়ৈশ্চ। শ্রবণকীর্ত্তনাদিলক্ষণং কর্ম্মফলসঙ্গং ত্যক্ত্বা চিত্তশুদ্ধয়ে কর্ম্মযোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি ॥ ১১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যাঁহারা নিষ্কাম, তাঁহাদের কর্ম্মানুষ্ঠানের অন্য কোন প্রয়োজন না থাকিলেও অন্তঃকরণবৃত্তিকে নির্ম্মল করিবার জন্য তত্তাবৎ অনুষ্ঠান করিতে হয়। ফলকামনা না থাকায় তাঁহাদিগের "অহং কর্ত্তেতি" অভিমান হয় না। বস্তুতঃ তাঁহারা সমস্ত কর্ম্মই ঈশ্বরার্থ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন ॥১১॥

—:০:—

অন্বয়বোধিনী। যুক্তঃ (কর্ম্মযোগী) কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা (পরিত্যাগ পূর্ব্বক) নৈষ্ঠিকীং (আত্যন্তিক) শান্তিম্ আপ্নোতি (লাভ করেন), অযুক্তঃ (অযোগী) কামকারেণ (কামনাবশতঃ) ফলে (ফললাভে) সক্তঃ (আসক্ত হইয়া] নিবধ্যতে (বন্ধনদশাগ্রস্ত হয়) ॥ ১২ ॥

বঙ্গানুবাদ। যুক্ত অর্থাৎ কর্ম্মযোগী কর্ম্মফল পরিত্যাগপূর্ব্বক মোক্ষরূপ শান্তি লাভ করিয়া থাকেন, এবং অযুক্ত ব্যক্তি কামনাবশতঃ ফললাভে আসক্ত হইয়া বন্ধন দশাগ্রস্ত হয়েন ॥ ১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যস্মাচ্চ—যুক্ত ইতি। যুক্ত ঈশ্বরায় কর্ম্মাণি করোমি। ন মম

সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ন কারয়ন্ ॥১৩॥

কলায়েত্যেবং সমাহিতঃ সন্ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা পরিত্যজ্য শান্তিং মোক্ষাখ্যামাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীং নিষ্ঠায়াং ভবাম্। সত্ত্বশুদ্ধিজ্ঞানপ্রাপ্তিসর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসজ্ঞাননিষ্ঠাক্রমেণেতি বাক্যশেষঃ। যস্তু পুনরযুক্তোঽসমাহিতঃ কামকারেণ। করণং কারঃ। কামস্ত কারঃ কামকারঃ। তেন কামকারেণ। কামপ্রেরিততয়েত্যর্থঃ। মম ফলায়েদং করোমি কর্ম্মেত্যেবং ফলে সক্তো নিবধ্যতে। অতস্ত্বং যুক্তো ভবেত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। নমু কথং তেনৈব কর্ম্মণা কশ্চিন্মুচ্যতে কশ্চিদ্বধ্যত ইতি ব্যবস্থা? অত আহ—যুক্ত ইতি। যুক্তঃ পরমেশ্বরৈকনিষ্ঠঃ সন্ কর্ম্মণাং ফলং ত্যক্ত্বা কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নাত্যন্তিকীং শান্তিং মোক্ষং প্রাপ্নোতি। অযুক্তস্তু বহির্মুখঃ কামকারেণ কামতঃ প্রবৃত্ত্যা ফল আসক্তো নিত্যাং বন্ধং প্রাপ্নোতি ॥১২॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভোগবাসনাই বন্ধনের কারণ। সুতরাং নিষ্কাম কর্ম্মযোগীর বন্ধনের আশঙ্কা নাই। তাঁহার ভগবদর্পিত নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ার দ্বারা প্রথমতঃ অন্তঃকরণের শুদ্ধি, তৎপরে নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক, তদনন্তর সন্ন্যাস পূর্ব্বক জ্ঞাননিষ্ঠার উদয় হইয়া মোক্ষ রূপ শান্তি লাভ হয়। কিন্তু কামী পুরুষগণ নিজ নিজ ভোগবাসনার বশবর্ত্তী হইয়া বারংবার বন্ধনদশাগ্রস্ত হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

-:*:

অন্বয়বোধিনী। বশী (জিতেন্দ্রিয়) দেহী (পুরুষ) মনসা (মন দ্বারা) সর্ব্বকর্ম্মাণি (সকল কর্ম্ম) সংন্যস্য (পরিত্যাগ পূর্ব্বক) নবদ্বারে (নবদ্বারযুক্ত) পুরে (দেহে) ন এব কুর্ব্বন্ (কিছুই না করিয়া) ন এব কারয়ন্ (অন্যকেও কিছু না করাইয়া) সুখম্ (সুখে) আস্তে (অবস্থান করেন) ॥১৩॥

বঙ্গানুবাদ। জিতেন্দ্রিয় আত্মদর্শী ব্যক্তি কর্ম্মরাশিকে মন হইতে পরিত্যাগ পূর্ব্বক নবদ্বারযুক্ত দেহে সুখে অবস্থান করেন তিনি স্বয়ং কোন কার্য্যে করেন না, এবং অন্যকেও কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করেন না ॥১৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যস্তু পরমার্থদর্শী সঃ—সর্ব্বকর্ম্মাণীতি। সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সর্ব্বকর্ম্মাণি। সংন্যস্য পরিত্যজ্য। নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং প্রতিষিদ্ধং চ তানি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি মনসা বিবেকবুদ্ধ্যা কর্ম্মাদাবকর্ম্মসংদর্শনেন সংত্যজ্যেত্যর্থঃ। আস্তে তিষ্ঠতি সুখং। ত্যক্তবাঙ্মনঃকায়চেষ্টো নিরায়াসঃ প্রসন্নচিত্ত আত্মনোঽন্যত্র নিবৃত্তবাহ্যসর্ব্বপ্রয়োজন ইতি সুখমাস্ত ইত্যুচ্যতে। বশী জিতেন্দ্রিয় ইত্যর্থঃ। ক কথমাস্ত ইতি? আহ—নবদ্বারে পুরে। সপ্ত শীর্ষণ্যান্যাত্মন উপলব্ধিদ্বারাণি। অর্ব্বাগ্দ্বে মূত্রপুরীষবিসর্গার্থে। তৈর্দ্বারৈর্নবদ্বারং পুরমুচ্যতে

শরীরম্। পুরমিব পুরমাত্মৈকস্বামিকম্। তদর্থপ্রয়োজনৈশ্চেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিবিষয়ৈরনেকফল-বিজ্ঞানস্যোৎপাদকৈঃ পৌরৈরিবাধিষ্ঠিতম্। তস্মিন্নবদ্বারে পুরে দেহী সর্ব্বং কর্ম্ম সংন্যস্যাস্তে।

কিং বিশেষণেন? সর্ব্বো হি দেহী সংন্যাস্যসংন্যাসী বা দেহ এবাস্তে। তত্রাঽনর্থকং বিশেষণমিতি? উচ্যতে—যস্ত্বজ্ঞো দেহী দেহেন্দ্রিয়সংঘাতমাত্রাত্মদর্শী স সর্ব্বোঽপি গেহে ভূমাবাসনে বাস ইতি মন্যতে। ন হি দেহমাত্রাত্মদর্শিনো গেহ ইব দেহ আস ইতি প্রত্যয়ঃ সংভবতি। দেহাদিসংঘাতব্যতিরিক্তাত্মদর্শিনস্তু দেহ আস ইতি প্রত্যয় উপপদ্যতে। পরকর্ম্মণাং চ পরস্মিন্নাত্মন্যবিদ্যয়াঽধ্যারোপিতানাং বিদ্যয়া বিবেকজ্ঞানেন মনসা সংন্যাস উপপদ্যতে। উৎপন্নবিবেকবিজ্ঞানস্য সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসিনোঽপি গেহ ইব দেহ এব নবদ্বারে পুর আসনং। প্রারব্ধফলকর্ম্মসংস্কারশেষাঽনুবৃত্ত্যা দেহ এব বিশেষবিজ্ঞানোৎপত্তেঃ। দেহ এবাস্ত ইত্যস্ত্যেব বিশেষণফলম্। বিদ্বদবিদ্বৎপ্রত্যয়ভেদাঽপেক্ষত্বাৎ।

যদ্যপি কার্য্যকরণকর্ম্মাণ্যবিদ্যয়াত্মন্যধ্যারোপিতানি সংন্যস্যাস্ত ইত্যুক্তং তথাপি কৃত-সংন্যাসস্যাত্মসমবায়ি তু কর্ত্তৃত্বং কারয়িতৃত্বং চ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—নৈব কুর্ব্বন্ স্বয়ং। ন চ কার্য্যকরণানি কারয়ন্ ক্রিয়াসু প্রবর্ত্তয়ন্। কিং যৎ তৎ কর্ত্তৃত্বং কারয়িতৃত্বং চ দেহিনঃ স্বাত্মসমবায়ি সৎ সংন্যাসায় সংভবতি—যথা গচ্ছতো গতির্গমনব্যাপারপরিত্যাগে ন স্যাৎ তদ্বৎ? কিং বা স্বত এবাত্মনো নাঽস্তীতি? অত্রোচ্যতে—নাঽস্ত্যাত্মনঃ স্বতঃ কর্ত্তৃত্বং কারয়িতৃত্বং চ। উক্তং হি—অবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে। শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যত ইতি। ধ্যায়তীব লেলায়তীবেতি শ্রুতেঃ (ক) ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবং তাবচ্চিত্তশুদ্ধিশূন্যস্য সংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যত ইত্যেতৎ প্রপঞ্চিতম্। ইদানীং শুদ্ধচিত্তস্য সংন্যাসঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—সর্ব্বকর্ম্মাণীতি। বশী যতচিত্তঃ। সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি বিক্ষেপকাণি মনসা বিবেকযুক্তেন সংন্যস্য সুখং যথা ভবত্যেবং জ্ঞাননিষ্ঠঃ সন্নাস্তে। কাস্ত ইতি? অত আহ—নবদ্বারে। নেত্রে নাসিকে কর্ণৌ মুখং চেতি সপ্ত শিরোগতানি। অধোগতে দ্বে পায়ূপস্থরূপে ইতি। এবং নব দ্বারাণি যস্মিংস্তস্মিন্ পুরে পুরবদহঙ্কারশূন্যে দেহে দেহবত্তিষ্ঠতে। অহঙ্কারাঽভাবাদেব স্বয়ং তেন দেহেন নৈব কুর্ব্বন্। মমকারাঽভাবাচ্চ ন কারয়ন্—ইত্যবিশুদ্ধচিত্তাদ্ব্যাবৃত্তিরুক্তা। অশুদ্ধচিত্তো হি সংন্যস্য পুনঃ করোতি কারয়তি চ। ন ত্বয়ং তথা। অতঃ সুখমাস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। আত্মস্বরূপদর্শী সন্ন্যাসী অহংকর্ত্তেতি বুদ্ধির পরিহার করায় নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ও প্রতিষিদ্ধ কোন কর্ম্মেরই তিনি কর্ত্তা নহেন। ইন্দ্রিয়গণ কর্ম্ম করিতে পায় না বলিয়া তাহাতে তাঁহার কোনরূপ দুঃখও হয়না, কেননা তত্তাবৎ তাঁহার বশীভূত। দুই নেত্র, দুই শ্রোত্র, দুই নাসারন্ধ্র, এক মুখ—এই সপ্ত ঊর্দ্ধদ্বার, এবং পায়ু ও উপস্থরূপ নিম্নদ্বারদ্বয়বিশিষ্ট স্থূলশরীররূপ পুরমধ্যে সন্ন্যাসী বিরাজ করিয়া থাকেন। দেহ হইতে আত্মা স্বতন্ত্র, এই জ্ঞান থাকায় সন্ন্যাসী প্রবাসীর ন্যায় যেন কোন বাসা বাটিতে কিয়ৎকালের

(ক) বৃহদারণ্যক, ৪।৩।৭।

ন কর্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে ॥১৪॥

জন্ত নিবাস করিতেছে এই রূপ অনুভব করেন। গৃহের রোগ, বিকার বা পতনে তিনি বিষণ্ণ বা প্রসন্ন হয়েন না। কিন্তু বিষয়িগণ "দেহই আমি" এই অজ্ঞান দোষে আপনাকে পুরমধ্যবাসী পুরুষ বলিয়া বুঝিতে পারে না। সন্ন্যাসী নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেন বলিয়া দেহাদির কার্য্য তাঁহার কর্তৃত্বাধীন নহে এবং কাহারও কোন কার্য্যের প্রবর্ত্তকও তিনি নহেন ॥১৩॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। প্রভুঃ (ঈশ্বর) লোকস্য (লোকের) কর্তৃত্বং (প্রভুভাব) কর্ম্মাণি (কর্ম্মসমূহ) ন সৃজতি (উৎপন্ন করেন না), কর্ম্মফলসংযোগং (কর্ম্মফলসম্বন্ধ) ন (রচনা করেন না); স্বভাবঃ তু (অজ্ঞান রূপ মায়াই) প্রবর্ত্ততে (প্রবৃত্ত হইয়া থাকে) ॥ ১৪॥

বঙ্গানুবাদ। জগৎপ্রভু লোকের দেহাদির কর্তৃত্ব বা কর্ম্ম উৎপন্ন করেন না, অথবা কর্ম্মফল সম্বন্ধও রচনা করেন না। অজ্ঞান রূপ মায়াই সমস্ত কার্য্যে কর্ত্তাদি রূপে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ন কর্তৃত্বমিতি। ন কর্তৃত্বং স্বতঃ কুর্ব্বিতি—নাঽপি কর্ম্মাণি রথঘটপ্রাসাদাদীনীপ্সিততমানি লোকস্য সৃজত্যুৎপাদয়তি প্রভুরাত্মা। নাঽপি রথাদি কৃতবতস্তৎফলেন সংযোগং কর্ম্মফলসংযোগম্। যদি কিঞ্চিদপি স্বতো ন করোতি ন কারয়তি চ দেহী কস্তর্হি কুর্ব্বন্ কারয়ংশ্চ প্রবর্ত্তত ইতি? উচ্যতে—স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে। স্বো ভাবঃ স্বভাবোঽবিদ্যালক্ষণা প্রকৃতির্মায়া প্রবর্ত্ততে—দৈবী হীত্যাদিনা বক্ষ্যমাণা ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। নন্বু—এষ হ্যেবৈনং সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্যো উন্নিনীষতে। এষ এবাঽসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতে ॥ (ক) ইত্যাদিশ্রুতেঃ পরমেশ্বরেণৈব শুভাশুভফলেষু কর্ম্মসু কর্তৃত্বেন প্রযুজ্যমানোঽস্বতন্ত্রঃ পুরুষঃ কথং তানি কর্ম্মাণি ত্যজেৎ? ঈশ্বরেণৈব জ্ঞানমার্গে প্রযুজ্যমানঃ শুভাশুভানি চ ত্যক্ষ্যতীতি চেৎ? এবং সতি বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যাভ্যামীশ্বরস্যাঽপি প্রযোজককর্তৃত্বাৎ পুণ্যাপাপসম্বন্ধঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন কর্তৃত্বমিতি দ্বাভ্যাম্। প্রভুরীশ্বরো জীবলোকস্য কর্তৃত্বাদিকং ন সৃজতি। কিন্তু জীবস্য স্বভাবোঽবিদ্যৈব কর্তৃত্বাদিরূপেণ প্রবর্ত্ততে। অনাদ্যবিদ্যাকামবশাৎ প্রবৃত্তিস্বভাবং জীবলোকমীশ্বরঃ কর্ম্মসু নিযুঙ্ক্তে। ন তু স্বয়মেব কর্তৃত্বাদিকমুৎপাদয়তীত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যদি আত্মা নির্লিপ্ত হওয়ায় কর্তৃত্বদোষে দূষিত না হয়েন, দেহাদি জড়ত্ব প্রযুক্ত যদি কর্ত্তা না হইল, তবে সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবান্‌কেই পাপ পুণ্যের বিধাতা, ফলদাতা ও ভোক্তা বলিতে হইবে। অর্জ্জুনের এই বিষমসংশয়াপনোদনার্থ ভগবান্ বলিতে-

(ক) কৌষীতকিব্রাহ্মণ, ৩।৮।

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥১৫॥

ছেন যে আত্মা স্বয়ং কর্ম্মের উৎপাদক নহেন, প্রেরকও নহেন, জীবের কর্ম্মসম্বন্ধবন্ধনের নিয়ামকও নহেন। তিনি ফলদাতাও নহেন, ফলভাগীও নহেন। অনাদি অবিদ্যাই জীবের পূর্ব্বকর্ম্মসংস্কারানুরূপ কার্য্যক্ষেত্রে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকেন। প্রকৃতিই ক্রিয়াশক্তির মূল। চৈতন্যের সহিত কার্য্যের কিছুমাত্র আপেক্ষিক সম্বন্ধ নাই॥ ১৪॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। বিভুঃ (পরমেশ্বর) কস্যচিৎ (কাহারও) পাপং (পাপ) সুকৃতং চ এব (পুণ্যও) ন আদত্তে (গ্রহণ করেন না), অজ্ঞানেন (অজ্ঞানের দ্বারা) জ্ঞানম্ আবৃতং (জ্ঞান আবৃত), তেন (সেই জন্য) জন্তবঃ (জীবগণ) মুহ্যন্তি (মুগ্ধ হইয়া থাকে)॥ ১৫॥

বঙ্গানুবাদ। পরমেশ্বর কোন জীবের পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না; অবিদ্যাবৃত জ্ঞানে জীব মোহমুগ্ধ হইয়া থাকে॥ ১৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্। পরমার্থতস্তু—নেতি। নাদত্তে ন চ গৃহ্লাতি ভক্তস্যাঽপি কস্যচিত পাপম্। ন চৈবাদত্তে সুকৃতং ভক্তৈঃ প্রযুক্তং বিভুঃ। কিমর্থং তর্হি ভক্তৈঃ পূজাদিলক্ষণং যাগদানহোমাদিকং চ সুকৃতং প্রযুজ্যত ইতি? আহ—অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং বিবেকবিজ্ঞানম্। তেন মুহ্যন্তি করোমি কারয়ামি ভোক্ষ্যে ভোজয়ামীত্যেবং মোহং গচ্ছন্ত্যবিবেকিনঃ সংসারিণো জন্তবঃ॥ ১৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যস্মাদেবং তস্মাৎ—নাদত্ত ইতি। প্রযোজকোঽপি সন্ প্রভুঃ কস্যচিৎ পাপং সুকৃতং চ নৈবাদত্তে ন ভজতে। তত্র হেতুঃ—বিভুঃ পরিপূর্ণঃ। আপ্তকাম ইত্যর্থঃ। যদি হি স্বার্থকামনয়া কারয়েত্তর্হি তথা স্যাৎ। ন ত্বেতদস্তি। আপ্তকামস্যৈবাঽচিন্ত্যনিজমায়য়া তত্তৎপূর্ব্বকর্ম্মানুসারেণ প্রবর্ত্তকত্বাৎ। নমু ভক্তাননুগৃহ্নতোঽভক্তান্নিগৃহ্নতশ্চ বৈষম্যোপলম্ভাৎ কথমাপ্তকামত্বমিতি? অত আহ—অজ্ঞানেনেতি। নিগ্রহোঽপি দণ্ডরূপোঽনুগ্রহ এবতি। এবমজ্ঞানেন সর্ব্বত্র সমঃ পরমেশ্বর ইত্যেবংভূতং জ্ঞানমাবৃতম্। তেন হেতুনা জন্তবো জীবা মুহ্যন্তি। ভগবতি বৈষম্যং মন্যন্ত ইত্যর্থঃ॥ ১৫॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবান্ প্রকৃতির স্কন্ধে কর্ত্তৃত্বের ভার বিন্যস্ত করিয়া আত্মাকে অকর্ত্তা করিলেন বটে, কিন্তু অর্জ্জুনের মনে এখনও সন্দেহ রহিল। তিনি শ্রুতিতে অবগত হইয়াছেন যে "এষ হ্যেবৈনং সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে। এষ এবাঽসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্যোঽধো নিনীষতে।" (ক) যাহাকে ভগবান্ স্বর্গলোকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে এখানে পুণ্যকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করেন, আর

(ক) কৌষীতকিব্রাহ্মণ, ৩.৯।

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎ পরম্ ॥১৬॥

যাহাকে নরকাদি নীচ লোকে পাঠাইতে চাহেন, তাহাকে পাপকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করেন। আবার স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে যে—

"অজ্ঞো জন্তুরনীশোঽয়মাত্মনঃ সুখদুঃখয়োঃ।
ঈশ্বরপ্রেরিতো গচ্ছেৎ স্বর্গং বা শ্বভ্রমেব বা ॥" (ক)

অজ্ঞানী জীব নিজ সুখ দুঃখ সাধনে স্বয়ং অসমর্থ, কেননা ভগবৎপ্রেরণাতেই জীব পুণ্যপাপকার্য্য দ্বারা স্বর্গে বা নরকে গমন করে। ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তৃত্বারোপ করিয়া অর্জ্জুন সন্দিগ্ধচিত্ত রহিলেন, তাই ভগবান্ কহিতেছেন যে যখন পরমার্থদৃষ্টিতে জীবেই পুণ্য পাপের কর্ত্তৃত্ব দৃষ্ট হয় না, তখন সর্ব্বত্র ব্যাপী নিষ্ক্রিয় পরমেশ্বরে কর্ত্তৃত্বারোপ করিবে কিরূপে? তিনি বস্তুতঃ পাপ পুণ্যের উৎপাদক বা ফলভাগী নহেন। আবরণবিক্ষেপাদি শক্তিযুক্ত অবিদ্যাজালে নিত্য প্রকাশস্বরূপ জ্ঞান মেঘাচ্ছন্নবৎ আবৃত থাকায় জীব নিজ স্বরূপ দর্শনে অসমর্থ হয়, এবং মায়ার মোহনমন্ত্রে বিমুগ্ধ হইয়া জীব এইরূপ ভ্রমে পতিত হয়। শ্রুতিবচনে যে ঈশ্বরের "ইচ্ছা" কথিত হইয়াছে, উহা প্রকৃতির নামান্তর, এবং স্মৃতিতে যে "ঈশ্বর-প্রেরণা" উক্ত হইয়াছে, উহাও প্রকৃতির উপলক্ষক। অতএব আত্মারূপ পরমেশ্বরে কর্ত্তৃত্বারোপ করা বিষম ভ্রম ॥ ১৫ ॥

—:০:—

অন্বয়বোধিনী। যেষাং তু (যাঁহাদিগের) তৎ অজ্ঞানং (সেই অজ্ঞান) আত্মনঃ জ্ঞানেন (আত্মবিচার দ্বারা) নাশিতং (বিনষ্ট হইয়াছে) তেষাং (তাঁহাদের) তৎ জ্ঞানং (সেই আত্মজ্ঞান) আদিত্যবৎ (সূর্য্যবৎ) পরং (পরব্রহ্মকে) প্রকাশয়তি (প্রকাশ করে) ॥১৬॥

বঙ্গানুবাদ। যাঁহাদের সেই অজ্ঞানতা আত্মবিচার দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদের সেই আত্মজ্ঞান সূর্য্যবৎ পরব্রহ্মকে প্রকাশ করিয়া দেয় ॥ ১৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। জ্ঞানেনেতি। জ্ঞানেন তু যেনাজ্ঞানেনাবৃতা মুহ্যন্তি জন্তবস্তদজ্ঞানং যেষাং জন্তূনাং বিবেকজ্ঞানেনাত্মবিষয়েণ নাশিতমাত্মনো ভবতি তেষামাদিত্যবদ্যথাদিত্যঃ সমস্তং রূপজাতমবভাসয়তি তদ্বজ্জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ বস্তু সর্ব্বং প্রকাশয়তি। তৎ পরং পরমার্থতত্ত্বম্ ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। জ্ঞানিনস্তু ন মুহ্যন্তীত্যাহ—জ্ঞানেনেতি। ভগবতো জ্ঞানেন যেষাং তদ্বিষয়োপলম্ভকমজ্ঞানং নাশিতম্। তজ্জ্ঞানং নাশয়িত্বা তৎ পরং পরিপূর্ণমীশ্বরস্বরূপং প্রকাশয়তি। যথাদিত্যস্তমো নিরস্য সমস্তং বস্তুজাতং প্রকাশয়তি তদ্বৎ ॥ ১৬ ॥

(ক) মহাভারত, বনপর্ব, ৩০.২৮।

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ ॥ ১৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যেমন অন্ধকার যে গৃহের আশ্রিত, সেই আশ্রয়দাতা গৃহকেই আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, সেই রূপ অনাদি অজ্ঞান যে আত্মার আশ্রয়ে অবস্থিতি করে, তাহাকেই অবাধে আবৃত করে। কিন্তু সাধনসুলভ জ্ঞানের উদয় হইলে সূর্য্যোদয়ে তিমির-তিরোভাবের ন্যায় সেই ঘোর আবরণ বিদূরিত হয়। আলোকে যেমন সমস্ত বস্তু সুন্দররূপ দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ জ্ঞানালোকে পরমাত্মাও অনুভূত হইয়া থাকেন। ভগবান্ অজ্ঞানকে আবরণশক্তি বলায় অজ্ঞানের পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকৃত হইল। ইহাতে নৈয়ায়িকদিগের "জ্ঞানের অভাবই অজ্ঞান" একথা খণ্ডিত হইল, কেননা অভাব বস্তু আবরণরূপ ক্রিয়াশক্তি-বিশিষ্ট হইতে পারে না। পরোক্ষ ও অপরোক্ষ ভেদে জ্ঞান দ্বিবিধ। অবান্তর বাক্য জনিত জ্ঞানই পরোক্ষ জ্ঞান। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (ক) ইহা পরোক্ষ জ্ঞান, কেননা ইহাতে পরমাত্মার আভাস বুঝিলাম বটে, কিন্তু তবু যেন তৎস্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিলাম না, যেন মাঝে কি একটি আবরণ রহিল। পক্ষান্তরে "তত্ত্বমসি" (খ) এই মহাবাক্য শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারা যে একটী অপূর্ব্ব—অনুভবাত্মক জ্ঞানের উদয় হয়, উহা অপরোক্ষ। এ অবস্থায় আমি ও ব্রহ্মে যেন কোন ব্যবধান থাকিল না, যেন গঙ্গাসাগরসঙ্গমে সব একাকার হইয়া গেল। জীব এই অপরোক্ষজ্ঞানেই ব্রহ্ম দর্শন করিয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

---:o:---

অন্বয়বোধিনী। তদ্বুদ্ধয়ঃ (যাঁহাদের বুদ্ধি ব্রহ্মনিষ্ঠ) তদাত্মানঃ (পরব্রহ্মেই যাঁহাদের আত্মভাব) তন্নিষ্ঠাঃ (ব্রহ্মনিষ্ঠাযুক্ত) তৎপরায়ণাঃ (ব্রহ্মপরায়ণ) জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ (জ্ঞানদ্বারা যাঁহাদের পাপ নিরস্ত হইয়াছে) [সেই সন্ন্যাসিগণ] অপুনরাবৃত্তিং (মুক্তিপদ) গচ্ছন্তি (লাভ করেন) ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। **যাঁহাদের বুদ্ধি ব্রহ্মনিষ্ঠ, পরব্রহ্মেই যাঁহাদের আত্মভাব, যাঁহারা ব্রহ্মনিষ্ঠাযুক্ত, যাঁহারা ব্রহ্মপরায়ণ, এবং জ্ঞানের দ্বারা যাঁহাদের পাপ পুণ্য নিরস্ত হইয়াছে, সেই বিদ্বান্ সন্ন্যাসিগণ অপুনরাবৃত্তিরূপ মুক্তিপদ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥**

শাঙ্করভাষ্যম্। যৎ পরং জ্ঞানং প্রকাশিতং—তদ্বুদ্ধয় ইতি। তস্মিন্ গতা বুদ্ধির্যেষাং তে তদ্বুদ্ধয়ঃ। তদাত্মানঃ—তদেব পরং ব্রহ্মাত্মা যেষাং তে তদাত্মানঃ। তন্নিষ্ঠাঃ—নিষ্ঠাঽভিনিবেশস্তাৎপর্য্যম্। সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্য তস্মিন্ ব্রহ্মণ্যেবাঽবস্থানং যেষাং তে তন্নিষ্ঠাঃ। তৎপরায়ণাশ্চ। তদেব পরময়নং পরা গতির্যেষাং ভবতি তে তৎপরায়ণাঃ।

(ক) তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ২।১।১। (খ) ছান্দোগ্য, ৬.৮.৭।

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৮ ॥

কেবলাত্মরতয় ইত্যর্থঃ। তে গচ্ছন্ত্যেবংবিধা অপুনরাবৃত্তিম্। পুনর্দেহসম্বন্ধং ন গৃহ্নন্তীত্যর্থঃ। জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ—যথোক্তেন জ্ঞানেন নির্ধূতো নিরস্তো নাশিতঃ কল্মষঃ পাপাদিসংসারকারণদোষো যেষাং তে জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ। যতয় ইত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবংভূতেশ্বরোপাসকানাং ফলমাহ—তদ্বুদ্ধয় ইতি। তস্মিন্নেব বুদ্ধির্নিশ্চয়াত্মিকা যেষাম্। তস্মিন্নেবাত্মা মনো যেষাম্। তস্মিন্নেব নিষ্ঠা তাৎপর্য্যং যেষাম্। তদেব পরমময়নমাশ্রয়ো যেষাম্। ততশ্চ তৎপ্রসাদলব্ধেনাত্মজ্ঞানেন নির্ধূতং নিরস্তং কল্মষং যেষাম্। তেঽপুনরাবৃত্তিং মুক্তিং যান্তি ॥ ১৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। বিবেকবিচার দ্বারা যাঁহাদের বুদ্ধি বাহ্য বিষয়ব্যাপার হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া অন্তর্মুখ বৃত্তিপ্রবাহে ব্রহ্মপদার্থেই স্থির হইয়াছে, অর্থাৎ যাঁহারা নির্ব্বিকল্প সমাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাঁহাদের আত্মা পরমাত্মায় ভেদবুদ্ধি ঘুচিয়া বোদ্ধৃ ও বোদ্ধব্য এ ভাব বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, যাঁহারা সমস্ত কার্য্যকালেই একমাত্র আত্মার প্রতি নিষ্ঠা রাখিয়াই অনুষ্ঠান করেন, কর্ম্মের ফলরূপ স্বর্গাদিতে যাঁহারা আস্থা না করিয়া এক মাত্র ব্রহ্মলাভেই তৎপর, তাঁহাদের আর জন্ম মরণ হয়না। কেননা জ্ঞান দ্বারা তাঁহাদের পুণ্য পাপরূপ জন্মজন্মান্তরের মূলসূত্র বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ১৭ ॥

-:o:——

অন্বয়বোধিনী। পণ্ডিতাঃ (জ্ঞানবান্ ব্যক্তিগণ) বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে (বিদ্যাবিনয়যুক্ত) ব্রাহ্মণে, গবি (গোরুতে), হস্তিনি (হস্তিতে), শুনি (কুকুরে) শ্বপাকে চ (ও চণ্ডালে) সমদর্শিনঃ (সমদর্শী) [হইয়া থাকেন] ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিগণ, বিদ্যাবিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুকুর ও চণ্ডাল, সকলেই সমদৃষ্টি করিয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যেষাং জ্ঞানেন নাশিতমাত্মনোঽজ্ঞানং তে পণ্ডিতাঃ কথং তত্ত্বং পশ্যন্তীতি? উচ্যতে—বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ইতি। বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে—বিদ্যা চ বিনয়শ্চ বিদ্যাবিনয়ৌ। বিদ্যাত্মনো বোধঃ। বিনয় উপশমঃ। তাভ্যাং বিদ্যাবিনয়াভ্যাং সম্পন্নো বিদ্যাবিনয়সম্পন্নঃ। বিদ্বান্ বিনীতশ্চ যো ব্রাহ্মণঃ। তস্মিন্ ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ। বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন উত্তমসংস্কারবতি ব্রাহ্মণে সাত্ত্বিকে। মধ্যমায়াং চ রাজস্যাং গবি। সংস্কারহীনায়ামত্যন্তমেব কেবলতামসে হস্ত্যাদৌ চ। সত্ত্বাদিগুণৈস্তজ্জৈশ্চ সংস্কারৈস্তথা রাজসৈস্তথা তামসৈশ্চ সংস্কারৈরত্যন্তমেবাস্পৃষ্টং সমমেকমবিক্রিয়ং ব্রহ্ম দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৮ ॥

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্‌ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কীদৃশাস্তে জ্ঞানিনো যেঽপুনরাবৃত্তিং গচ্ছন্তীতাপেক্ষায়ামাহ—বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ইতি। বিষমেষপি সমং ব্রহ্মৈব দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে পণ্ডিতাঃ। জ্ঞানিন ইত্যর্থঃ। তত্র বিদ্যাবিনয়াভ্যাং যুক্তে ব্রাহ্মণে চ। শুনো যঃ পচতি তস্মিন্ শ্বপাকে চেতি কর্ম্মণা বৈষম্যম্। গবি হস্তিনি শুনি চেতি জাতিতো বৈষম্যং দর্শিতম্ ॥ ১৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ব্রহ্মবিদ্যা ও তত্ত্বজ্ঞান জনিত নিরহঙ্কৃতিযুক্ত সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ, আর ব্রাহ্মণ হইতে মধ্যম ও সংস্কারবর্জ্জিত রজোগুণযুক্ত গো, এবং সর্ব্বনিকৃষ্ট তমোগুণযুক্ত হস্তী, কুকুর ও চণ্ডাল অর্থাৎ উত্তম, মধ্যম ও অধম অথবা সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস সকল প্রকার প্রাণীই তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতের চক্ষে সমান। ত্রিগুণাতীত পরব্রহ্মের নাম "সম"। যেমন কূপ, নদী বা পুষ্করিণীতে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির সম্মুখে একই প্রকার প্রতিভাত হয়; নদী, কূপাদি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন বোধ হয় না, তদ্রূপ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি, সকল প্রকার প্রাণীতেই একই "সম"—ব্রহ্ম দর্শন করিয়া থাকেন, কুকুর বা যোগীর আত্মায় কোন তারতম্য দৃষ্টি করেন না ॥ ১৮ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। যেষাং (যাঁহাদের) মনঃ সাম্যে (ব্রহ্মভাবে) স্থিতম্ (অবস্থিত), ইহ এব (এই লোকেই) তৈঃ (তাঁহাদের কর্ত্তৃক) সর্গঃ (সংসার) জিতঃ (জিত হয়), হি (যেহেতু) ব্রহ্ম সমং নির্দ্দোষং চ (সম ও নির্দ্দোষ স্বরূপ), তস্মাৎ (অতএব) তে (সেই সমদর্শী পুরুষগণ) ব্রহ্মণি এব (ব্রহ্মেই) স্থিতাঃ (অবস্থিতি করেন) ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। যাঁহাদের মন ব্রহ্মভাবে অবস্থিত, জীবিতাবস্থাতেই তাঁহারা দ্বৈতপ্রপঞ্চ অতিক্রম করেন; কেননা ব্রহ্ম নির্দ্দোষ ও সম স্বরূপ; সমদর্শী পুরুষগণ ব্রহ্মেই অবস্থিতি করিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। নন্বভোজ্যান্নাস্তে দোষবন্তঃ। সমাঽসমাভ্যাং বিষমসমে পূজাতঃ (ক) ইতি স্মৃতেঃ। ন তে দোষবন্তঃ। কথম্?—ইহেতি। ইহৈব জীবদ্ভিরেব তৈঃ সমদর্শিভিঃ পণ্ডিতৈর্জ্জিতো বশীকৃতঃ সর্গো জন্ম। যেষাং সাম্যে সর্ব্বভূতেষু ব্রহ্মণি সমভাবে স্থিতং নিশ্চলীভূতং মনোঽন্তঃকরণং। নির্দ্দোষং—যদ্যপি দোষবৎসু শ্বপাকাদিষু মূঢ়ৈস্তদ্দোষৈর্দোষবদিব বিভাব্যতে তথাঽপি তদ্দোষৈরস্পৃষ্টমিতি নির্দ্দোষং দোষবর্জ্জিতম্। হি যস্মাৎ। নাঽপি স্বগুণভেদভিন্নং। নির্গুণত্বাচ্চৈতন্যস্য। বক্ষ্যতি চ ভগবান্ ইচ্ছাদীনাং ক্ষেত্রধর্ম্মত্বম্। অনাদিত্বাৎ। নির্গুণত্বাদিতি চ। নাঽপ্যন্ত্যা বিশেষা আত্মনো ভেদকাঃ সন্তি। প্রতিশরীরং তেষাং সত্ত্বে প্রমাণাঽনুপপত্তেঃ। অতঃ সমং ব্রহ্মৈকং চ। তস্মাদ্‌ব্রহ্মণ্যেব তে স্থিতাঃ। তস্মান্ন

(ক) গৌতমধর্ম্মসূত্র, ১৭।২০।

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥ ২০ ॥

দোষগন্ধমাত্রমপি তান্ স্পৃশতি। দেহাদিসংঘাতাত্মদর্শনাহংভিমানাভাবাৎ তেষাম্। দেহাদিসংঘাতাত্মদর্শনাহংভিমানবদ্বিষয়ং তু তৎ সূত্রং সমাসমাভ্যাং বিষমসমে পূজাতঃ (ক) ইতি। পূজাবিষয়ত্বেন বিশেষণাৎ। দৃশ্যতে হি—ব্রহ্মবিৎ ষড়ঙ্গবিচ্চতুর্বেদবিদিতি পূজাদানাদৌ গুণবিশেষসম্বন্ধঃ কারণম্। ব্রহ্ম তু সর্ব্বগুণদোষসম্বন্ধবর্জ্জিতমিতি। অতো ব্রহ্মণি তে স্থিতা ইতি যুক্তম্। কর্ম্মিবিষয়ং চ সমাসমাভ্যামিত্যাদি (ক)। ইদং তু সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসিবিষয়ং প্রস্তুতম্। সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসেত্যারভ্যাধ্যায়পরিসমাপ্তেঃ ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। নমু বিষমেষু সমদর্শনং নিষিদ্ধং কুর্ব্বন্তোঽপি কথং তে পণ্ডিতাঃ? যথাহ গোতমঃ—সমাসমাভ্যাং বিষমসমে পূজাতঃ (ক) ইতি। অস্যার্থঃ—সমায় পূজয়া বিষমে প্রকারে কৃতে সতি বিষমায় চ সমে প্রকারে কৃতে সতি স পূজক ইহলোকাৎ পরলোকাচ্চ হীয়ত ইতি। তত্রাহ—ইহৈবেতি। ইহৈব জীবদ্ভিরেব তৈঃ। সৃজ্যত ইতি সর্গঃ সংসারঃ। জিতো নিরস্তঃ। কৈঃ? যেষাং মনঃ সাম্যে সমত্বে স্থিতম্। তত্র হেতুঃ—হি যস্মাদ্ব্রহ্ম সমং নির্দ্দোষং চ। তস্মাত্তে সমদর্শিনো ব্রহ্মণ্যেব স্থিতাঃ। ব্রহ্মভাবং প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ। গোতমোক্তস্তু দোষো ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তেঃ পূর্ব্বমেব। পূজাত ইতি পূজকাহংবস্থাশ্রবণাৎ ॥ ১৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যাঁহাদিগের মন ব্রহ্মমননবিশিষ্ট, তাঁহারা বিপুল বৈষম্যময় পঞ্চভূতাত্মক জগতের অণুপরমাণু মধ্যে ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুতেই দৃষ্টি করেন না, এইজন্য জীবিতাবস্থাতেই তাঁহারা মায়ামুক্ত হয়েন। রূপ, গুণ, অবস্থা ও উপাধি, এতৎ চতুষ্টয়ের ভিন্নতা বশতঃ দ্বৈতবুদ্ধির লীলাভিনয় হইয়া থাকে। কিন্তু সকলের অতীত কেবলমাত্র আত্মার মনোবৃত্তিপ্রবাহ পর্য্যবসিত হইলে দ্বৈতবুদ্ধির প্রকাশ হইতে পারে না। আত্মা দ্বৈতবোধাদি দোষবর্জ্জিত—তাহাতে বৈষম্যের বিকৃত ছায়া পড়িতেই পায় না; সুতরাং সমদর্শী বা ব্রহ্মদর্শী পুরুষগণ, নিরন্তর ব্রহ্মরতি দ্বারা ব্রহ্মেই স্থিতি করিয়া থাকেন। অবোধ ব্যক্তিগণ স্বর্ণসিংহাসনের উপর স্বর্ণপ্রতিমা দর্শনকালে প্রতিমা ও সিংহাসন দুইটি পৃথক্ বস্তু বলিয়া মনে করে, কিন্তু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির চক্ষে উভয়ই ধাতুগত এক, অর্থাৎ দুইটিই একমাত্র সুবর্ণ বলিয়া প্রতীতি হয়। সেইরূপ অজ্ঞানীর চক্ষে দ্বৈতপ্রপঞ্চ এবং তত্ত্বজ্ঞের সম্মুখে সমস্তই একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ॥ ১৯ ॥

———:o:———

অন্বয়বোধিনী। ব্রহ্মণি (ব্রহ্মে) স্থিতঃ (অবস্থিত) স্থিরবুদ্ধিঃ (স্থিরজ্ঞান) অসংমূঢ়ঃ (মোহবর্জ্জিত) [ব্যক্তি] প্রিয়ং (প্রিয়বস্তু) প্রাপ্য (পাইয়া) ন প্রহৃষ্যেৎ (হৃষ্ট হন না), অপ্রিয়ং চ (অপ্রিয় বস্তু) প্রাপ্য (পাইয়া) ন উদ্বিজেৎ (উদ্বিগ্ন হন না) ॥ ২০ ॥

(ক) গৌতমধর্ম্মসূত্র, ১৭২০।

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ২১ ॥

বঙ্গানুবাদ। বিদ্যাবান্ ব্যক্তি প্রিয়বস্তুলাভে প্রহৃষ্ট বা অপ্রিয়সমাগমে উদ্বিগ্ন হয়েন না। কেননা তিনি স্থিরবুদ্ধি, মোহবর্জ্জিত, ব্রহ্মবেত্তা ও ব্রহ্মেই অবস্থিত ॥ ২০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যস্মান্নির্দোষং সমং ব্রহ্মাত্মা তস্মাৎ—নেতি। ন প্রহৃষ্যেৎ প্রহর্ষং কুর্য্যাৎ প্রিয়মিষ্টং প্রাপ্য লব্ধ্বা। নোদ্বিজেৎ প্রাপ্যৈব চাপ্রিয়মনিষ্টং লব্ধ্বা। দেহমাত্রাত্মদর্শিনাং হি প্রিয়াপ্রিয়প্রাপ্তী হর্ষবিষাদৌ কুর্ব্বাতে। ন কেবলাত্মদর্শিনঃ। তস্য প্রিয়াপ্রিয়প্রাপ্ত্যসম্ভবাৎ। কিঞ্চ সর্ব্বভূতেষ্বেকঃ সমো নির্দোষ আত্মেতি স্থিরা নির্ব্বিচিকিৎসা বুদ্ধির্যস্য স স্থিরবুদ্ধিঃ। অসংমূঢ়ঃ সংমোহবর্জ্জিতশ্চ স্যাৎ। যথোক্তব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতোঽকর্ম্মকৃৎ সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসীত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ব্রহ্মপ্রাপ্তস্য লক্ষণমাহ—ন প্রহৃষ্যেদিতি। ব্রহ্মবিদ্ভূত্বা ব্রহ্মণ্যেব যঃ স্থিতঃ স প্রিয়ং প্রাপ্য ন প্রহৃষ্যেৎ প্রকৃষ্টহর্ষবান্ স্যাৎ। অপ্রিয়ং প্রাপ্য চ নোদ্বিজেৎ। ন বিষীদতীত্যর্থঃ। যতঃ স্থিরবুদ্ধিঃ। স্থিরা নিশ্চলা বুদ্ধির্যস্য। তৎ কুতঃ? যতোঽসংমূঢ়ো নিবৃত্তমোহঃ ॥ ২০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি সর্ব্বত্র সমদর্শী, সুতরাং তাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয় ভাব নাই, ভাল মন্দ বিচার নাই, ছোট বড় জ্ঞান নাই, সকলই তাঁহার সমান। এজন্য একটির লাভে প্রীতি ও অন্যটির জন্য ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। সর্ব্বথা যাহার এক দৃষ্টি ; সংশয়রহিত যাহার বিচারজ্ঞান , সেই স্থিরবুদ্ধি মোহমুক্ত ব্যক্তির অস্থির জগতে ভ্রম হইবে কেন? এবং 'অহং ব্রহ্মাস্মি" (ক) এইরূপ যাঁহার নিশ্চয় বুদ্ধি, তাঁহার আবার প্রিয় ও অপ্রিয় ভাবনার বিকার হইবে কোথা হইতে? ॥ ২০ ॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। বাহ্যস্পর্শেষু (বাহ্যশব্দাদিতে) অসক্তাত্মা (আসক্তিশূন্য ব্যক্তি) আত্মনি (অন্তঃকরণে) যৎ (যে) সুখং (সুখ) বিন্দতি (অনুভব করেন), সঃ (তিনি) ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা (ব্রহ্মযোগযুক্ত হইয়া) [সেই] অক্ষয়ং সুখম্ অশ্নুতে (লাভ করেন) ॥ ২১ ॥

বঙ্গানুবাদ। বাহ্য শব্দাদিতে আসক্তিশূন্য ব্যক্তি অন্তঃকরণে শান্তিসুখ অনুভব করেন; তৎপরে ব্রহ্মযোগযুক্ত হইয়া অক্ষয় সুখ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ ব্রহ্মণি স্থিতঃ—বাহ্যস্পর্শেষ্বিতি। বাহ্যস্পর্শেষু—বাহ্যাশ্চ

(ক) বৃহদারণ্যক, ১০.৪।১।১

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ২২ ॥

তে স্পর্শাশ্চ বাহ্যস্পর্শাঃ। স্পৃশ্যন্ত ইতি স্পর্শাঃ শব্দাদয়ো বিষয়াঃ। তেষু বাহ্যস্পর্শেষসক্ত আত্মাঽন্তঃকরণং যস্য সোঽয়মসক্তাত্মা। বিষয়েষু প্রীতিবর্জ্জিতঃ সন্ বিন্দতি লভতে। আত্মনি যৎ সুখং তদ্বিন্দতীত্যেতৎ। স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা—ব্রহ্মণি যোগঃ সমাধির্ব্রহ্মযোগঃ। তেন ব্রহ্মযোগেণ যুক্তঃ সমাহিতস্তস্মিন্ ব্যাপৃত আত্মাঽন্তঃকরণং যস্য স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে প্রাপ্নোতি। তস্মাদ্বাহ্যবিষয়প্রীতেঃ ক্ষণিকায়া ইন্দ্রিয়াণি নিবর্ত্তয়েদাত্মন্যক্ষয়সুখার্থীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। মোহনিবৃত্ত্যা বুদ্ধিস্থৈর্য্যে হেতুমাহ—বাহ্যস্পর্শেষ্বিতি। ইন্দ্রিয়ৈঃ স্পৃশ্যন্ত ইতি স্পর্শা বিষয়াঃ। বাহ্যেন্দ্রিয়বিষয়েষসক্তাত্মাঽনাসক্তচিত্তঃ। আত্মন্যন্তঃকরণে যদুপশমাত্মকং সাত্ত্বিকং সুখং তদ্বিন্দতি লভতে। স চোপশমসুখং লব্ধা ব্রহ্মণি যোগেন সমাধিনা যুক্তস্তদৈক্যং প্রাপ্ত আত্মা যস্য সোঽক্ষয়ং সুখমশ্নুতে প্রাপ্নোতি ॥ ২১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। সংসারের বাহ্য বিষয়ে আসক্তি থাকিলে মন সদাই বহির্মুখ ও বিচলিত হইয়া থাকে। মন যখন বাহ্য বিষয়সুখে অনাসক্ত হইয়া প্রত্যাহৃত ও নিশ্চল হয়, সে সময় তাহার শান্তিসুখের সীমা থাকে না। কেননা কামনাযুক্তচিত্ত সদাই অসুখী। চিত্ত নিষ্কাম হইলে সুখের পরাকাষ্ঠা লাভ করে। বাহ্যবিষয়চিন্তাবর্জ্জিত চিত্ত পরব্রহ্মে সমাহিত হইলে যে অবস্থার উদয় হয় তাহার নাম ব্রহ্মযোগ। এই ব্রহ্মযোগকালে "তৎ" ও "ত্বং" পদার্থ একীভূত হইয়া যায়। এই অবস্থায় অবিদ্যার পূর্ণ নিবৃত্তি হয়, অবিদ্যার সঙ্গে সঙ্গেই দুঃখও নির্ম্মূল হয় এবং যোগী কেবল পরম আনন্দই ভোগ করিতে থাকেন ॥ ২১ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। [হে] কৌন্তেয়! যে ভোগাঃ (যে সুখভোগ সমূহ) সংস্পর্শজাঃ (ইন্দ্রিয়বিষয় হইতে উৎপন্ন) তে (তাহারা) দুঃখযোনয়ঃ এব (নিশ্চয়ই দুঃখের কারণ), আদ্যন্তবন্তঃ (আদি ও অন্তযুক্ত), তেষু (তাহাতে) বুধঃ (পণ্ডিত ব্যক্তি) ন রমতে (প্রীতি লাভ করেন না) ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে কৌন্তেয়! পণ্ডিতগণ ইন্দ্রিয়বিষয়সমুৎপন্ন ভোগসুখে আসক্ত হয়েন না; কেন না তত্তাবৎ দুঃখকর ও ক্ষণবিধ্বংসী ॥ ২২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ইতশ্চ নিবর্ত্তয়েৎ—যে হীতি। যে হি—যস্মাৎ সংস্পর্শজাঃ—বিষয়েন্দ্রিয়সংস্পর্শেভ্যো জাতা ভোগা ভুক্তয়ো দুঃখযোনয় এব তে। অবিদ্যাকৃতত্বাৎ। দৃশ্যন্তে হ্যাধ্যাত্মিকাদীনি দুঃখানি তন্নিমিত্তান্যেব। যথেহ লোকে তথা পরলোকেঽপীতি গম্যত এবশব্দাৎ। ন সংসারে সুখস্য গন্ধমাত্রমপ্যস্তীতি বুদ্ধা বিষয়মৃগতৃষ্ণিকায়া ইন্দ্রিয়াণি নিবর্ত্তয়েৎ। ন কেবলং দুঃখযোনয়ঃ। আদ্যন্তবন্তশ্চ। আদির্বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগো ভোগানাম্। অন্তশ্চ তদ্বিয়োগ এব। অত আদ্যন্তবন্তোঽনিত্যাঃ। মধ্যক্ষণভাবিত্বাদিত্যর্থঃ। হে কৌন্তেয় ন তেষু

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥ ২৩ ॥

ভোগেষু রমতে বুধো বিবেক্যবগতপরমার্থতত্ত্বঃ। অত্যন্তমূঢ়ানামেব হি বিষয়েষু রতির্দৃশ্যতে যথা পশুপ্রভৃতীনাম্ ॥ ২২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। নহু প্রিয়বিষয়ভোগানামপি নিবৃত্তেঃ কথং মোক্ষঃ পুরুষার্থঃ স্যাৎ? তত্রাহ—যে হীতি। সংস্পর্শা বিষয়াঃ। তেভ্যো জাতা যে ভোগাঃ সুখানি। তে হি বর্ত্তমানকালেঽপি স্পর্দ্ধাসূয়াদিব্যাপ্তত্বাদ্দুঃখস্যৈব যোনয়ঃ কারণভূতাঃ। তথাদিমন্তোঽন্ত-বন্তশ্চ। অতো বিবেকী তেষু ন রমতে ॥ ২২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। শব্দরূপাদি সংস্পর্শে শ্রোত্রনেত্রাদি জনিত সুখ সদাই চঞ্চল ও মনোবিকারজনক। ইহা পণ্ডিতগণের ঈপ্সিত নহে। বিষ্ণুপুরাণেও লিখিত আছে—

"যাবতঃ কুরুতে জন্তুঃ সম্বন্ধান্ মনসঃ প্রিয়ান্।
তাবন্তোঽস্য নিখন্যন্তে হৃদয়ে শোকশঙ্কবঃ ॥" (ক)

জীব যতই বাহ্য বিষয় ভাল বাসিবে, ততই শোকরূপী শঙ্কু তাহার হৃদয়কে বিদ্ধ করিবে। অনুরাগবশতঃ ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ে আসক্ত হয়। ভোগ্য বিষয় লাভ করিতে পারিলে জীবের আনন্দের সীমা থাকেনা। কিন্তু বিষয় লাভে বাধা জন্মিলে আবার দুঃখের একশেষ হয়। এই জন্য সাধুগণ এরূপ দুর্দ্দশায় প্রীতি লাভ করেন না বিষয়ের প্রতি অনুরাগই দুঃখের কারণ ও এই অনুরাগের নিবৃত্তিই পরম সুখ। বিষয় ভোগ করিতে করিতে জীবের ভোগপিপাসার বৃদ্ধি হয়। সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের স্রোতও বহিতে থাকে। অবিদ্যাই এই দুঃখের কারণের মূল কারণ। স্বপ্নবৎ ক্ষণোৎপত্তিবিনাশযুক্ত সংসারে অনুরাগ, মৃগমরীচিকায় জলবোধের ন্যায় অনিত্য বিষয়ে বিশ্বাস, রজ্জুতে সর্পজ্ঞানের ন্যায় সংসারে সত্যবোধ, শুক্তিকায় রজত ভ্রমের ন্যায় মায়াময় সংসারের নিত্যত্ব জ্ঞানই অনন্ত দুঃখের দ্বার মুক্ত করিয়া দেয়। বুধগণ এই দুঃখময় বিষয়রাজ্যে প্রবেশ করেন না ॥ ২২॥

———:০:———

অন্বয়বোধিনী। যঃ (যিনি) শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাক্ (দেহ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই) কামক্রোধোদ্ভবং (কাম ও ক্রোধ হইতে উৎপন্ন) বেগম্ (বেগকে) ইহ এব (এই লোকেই) সোঢ়ুং (সহ্য করিতে) শক্নোতি (সমর্থ হয়েন) সঃ যুক্তঃ (তিনি যুক্ত), সঃ সুখী নরঃ (সেই ব্যক্তি সুখী) ॥ ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি দেহ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই কামক্রোধাদির বেগ বাহ্যেন্দ্রিয়ে প্রবর্ত্তিত হইতে না হইতেই সহ্য করিতে সমর্থ হয়েন, তিনিই যুক্ত ও তিনিই সুখী পুরুষ ॥ ২৩ ॥

(ক) বিষ্ণুপুরাণ, ১।১৭।৬৬।

শাঙ্করভাষ্যম্। অয়ং চ শ্রেয়োমার্গপ্রতিপক্ষী কষ্টতমো দোষঃ সর্ব্বানর্থপ্রাপ্তিহেতুর্দুর্নিবারশ্চেতি তৎপরিহারে যত্নাধিক্যং কর্ত্তব্যমিত্যাহ ভগবান্—শক্নোতীতি। শক্নোতি সহতে। ইহৈব জীবন্নেব। যঃ সোঢ়ুং প্রসহিতুম্। প্রাক্ পূর্ব্বং শরীরবিমোক্ষণাদা মরণাৎ। মরণসীমাকরণং—জীবতোঽবশ্যংভাবী হি কামক্রোধোদ্ভবো বেগঃ। অনন্তনিমিত্তবান্ হি স ইতি। যাবন্মরণং তাবন্ন বিস্রম্ভণীয় ইত্যর্থঃ। কামঃ—ইন্দ্রিয়গোচরপ্রাপ্তে ইষ্টে বিষয়ে শ্রূয়মাণে স্মর্য্যমাণে বাঽনুভূতে সুখহেতৌ যা তৃষ্ণা স কামঃ। ক্রোধশ্চ—আত্মনঃ প্রতিকূলেষু দুঃখহেতুষু দৃশ্যমানেষু শ্রূয়মাণেষু স্মর্য্যমাণেষু বা যো দ্বেষঃ স ক্রোধঃ। তৌ কামক্রোধাবুদ্ভবো যস্য বেগস্য স কামক্রোধোদ্ভবো বেগঃ। রোমাঞ্চনহৃষ্টনেত্রবদনাদিলিঙ্গোঽন্তঃকরণপ্রক্ষোভরূপঃ কামোদ্ভবো বেগঃ। গাত্রপ্রকম্পপ্রস্বেদসংদষ্টৌষ্ঠপুটরক্তনেত্রাদিলিঙ্গঃ ক্রোধোদ্ভবো বেগঃ। তং কামক্রোধোদ্ভবং বেগং য উৎসহতে সোঢ়ুং প্রসহিতুম্। স যুক্তো যোগী সুখী চেহ লোকে নরঃ॥২৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যস্মান্মোক্ষ এব পরমঃ পুরুষার্থঃ। তস্য চ কামক্রোধবেগোঽতিপ্রতিপক্ষঃ। অতস্তৎসহনসমর্থ এব মোক্ষভাগিত্যাহ—শক্নোতীতি। কামাৎ ক্রোধাচ্চোদ্ভবতি যো বেগো মনোনেত্রাদিক্ষোভাদিলক্ষণঃ। তমিহৈব তদুদ্ভবসময় এব যো নরঃ সোঢ়ুং প্রতিরোদ্ধুং শক্নোতি। তদপি ন ক্ষণমাত্রম্। কিন্তু শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাক্। যাবদ্দেহপাতমিত্যর্থঃ। য এবংভূতঃ স এব যুক্তঃ সমাহিতঃ সুখী চ ভবতি। নান্যঃ। যথা মরণাদূর্দ্ধং বিলপন্তীভির্যুবতিভিরালিঙ্গ্যমানোঽপি পুত্রাদিভির্দহ্যমানোঽপি যথা প্রাণশূন্যঃ কামক্রোধবেগং সহতে তথা মরণাৎ প্রাগপি জীবন্নেব যঃ সহতে স এব যুক্তঃ সুখী চেত্যর্থঃ। তদুক্তং বশিষ্ঠেন—প্রাণে গতে যথা দেহঃ সুখং দুঃখং ন বিন্দতি। তথা চেৎ প্রাণযুক্তোঽপি স কৈবল্যাশ্রয়ো ভবেৎ॥ (ক) ইতি॥২॥

গীতার্থসন্দীপনী। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থসমূহ লাভ করিবার জন্য যে লোভ ও তীব্র তৃষ্ণার উদয় হয়, তাহারই নাম কাম। কামপূর্ত্তির জন্য বাধা সমুৎপন্ন হইলে মনের যে উত্তেজনা হয়, তাহারই নাম ক্রোধ। এই দুইটি বৃত্তির বেগ নিতান্ত দুর্নিবার্য্য ও জ্ঞানের প্রতিকূল। যেমন বর্ষাকালীন প্রবল নদীর বেগ মনুষ্যকে ভাসাইয়া লইয়া যায়, এবং তাহার ইচ্ছা না থাকিলেও দুস্তর গহন গর্ত্ত মধ্যে ডুবাইয়া দেয়; সেইরূপ কামক্রোধাদির বেগরোধ করিবার ইচ্ছা থাকিলেও, মানব স্বভাবের দৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত তাহার অধীন হইয়া পড়ে। কিন্তু যিনি নিজ বিচারশক্তির দ্বারা ভোগসুখের অনিত্যতা ও অসারতা বুঝিতে পারিয়াছেন, বৈরাগ্যের প্রবল তাড়নায় তাঁহারই মনোবেগরাশি বিষয়বিমুখ হইয়া অন্তর্মুখ হয়। কোন কোন ব্যক্তি এই বেগ রোধ করিবার জন্য বাহ্যতঃ চক্ষুঃকর্ণনাসাদির ক্রিয়াপথ রুদ্ধ করিয়া দেয়। কিন্তু ইহাতে সাধকের শুভাভিপ্রায় সিদ্ধ হয় না। কেননা মনোবেগ ইন্দ্রিয়াভিমুখে ধাবিত ও তৎসহ সংযুক্ত হইলেই জীবের আধ্যাত্মিক বল বিনষ্ট হয়। সুন্দরী স্ত্রী দেখিলে যদি মনে বেগের সঞ্চার হয়, এবং যদি সেই বেগ চাক্ষুষী বৃত্তিকে অবলম্বন করে,

(ক) যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ,

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ॥ ২৪ ॥

তাহা হইলে তুমি স্ত্রী দর্শন করিতে পাও বা নাই পাও, তোমার আধ্যাত্মিকী শক্তি নিস্তেজ হইয়া পড়িবে। তাই ভগবান্ বলিতেছেন, মনোবেগ ইন্দ্রিয়শক্তিতে সঞ্চারিত হইবার পূর্ব্বেই যিনি সেই বেগ সংবরণ করিতে পারেন, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াভিমুখী গতিকে আত্মার দিকে ফিরাইয়া দিতে পারেন, তিনিই যোগযুক্ত ও সুখী। দুঃখের আশ্রয়ভূমি ভোগবাসনা হইতে যিনি যতই দূরে থাকিবেন, তিনি ততই সুখী হইবেন। প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ—কোন কোন টীকাকার "শরীরত্যাগের পূর্ব্বে" এইরূপ অর্থ করেন। কিন্তু বস্তুতঃ ভগবানের উদ্দেশ্য এই যে—শরীরত্যাগের পূর্ব্বে অর্থাৎ দেহে অহংভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রমের পূর্ব্বে—গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া, যিনি মনোবেগরাশির ক্রিয়ানিষ্পত্তি না করিয়া মনোমধ্যে বিলীন করিতে পারেন, তিনিই ধন্য, তিনিই সাধু ॥ ২৩ ॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। যঃ (যিনি) অন্তঃসুখঃ (আত্মাতেই সুখী) অন্তরারামঃ (আত্মাতেই প্রীতিযুক্ত), তথা (এবং) যঃ অন্তর্জ্যোতিঃ এব (আত্মদৃষ্টিযুক্ত), সঃ (সেই) যোগী ব্রহ্মভূতঃ (ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া) ব্রহ্মনির্ব্বাণম্ (মোক্ষ) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হয়েন) ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। যাঁহার আত্মাতেই সুখ, আত্মাতেই আরাম, আত্মাতেই যাঁহার প্রকাশ ; সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ যোগী পুরুষ নির্ব্বাণ ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হয়েন ॥ ২৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কথংভূতশ্চ ব্রহ্মণি স্থিতো ব্রহ্ম প্রাপ্নোতীতি? আহ ভগবান্—য ইতি। যোঽন্তঃসুখঃ অন্তরাত্মনি সুখং যস্য সোঽন্তঃসুখঃ। তথাঽন্তরেবাত্মন্যারাম আক্রীড়া যস্য সোঽন্তরারামঃ। তথৈবাঽন্তরাত্মৈব জ্যোতিঃ প্রকাশো যস্য সোঽন্তর্জ্যোতিরেব। য ঈদৃশঃ স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মণি নির্বৃতিং মোক্ষমিহ জীবন্নেব ব্রহ্মভূতঃ সন্নধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥২৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ন কেবলং কামক্রোধবেগসংহরণমাত্রেণ মোক্ষং প্রাপ্নোতি। অপি তু—যোঽন্তঃসুখ ইতি। অন্তরাত্মন্যেব সুখং যস্য। ন বিষয়েষু। অন্তরেবারাম আক্রীড়া যস্য। ন বহিঃ। অন্তরেব জ্যোতির্দৃষ্টির্যস্য। ন গীতনৃত্যাদিষু। স এবং ব্রহ্মণি ভূতঃ স্থিতঃ সন্ ব্রহ্মণি নির্ব্বাণং লয়মধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ২৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। বাহ্য বিষয়ের অপেক্ষা না করিয়া যিনি স্বরূপানুভূতিতে সুখী হয়েন, যিনি বাহ্য বিষয়সুখ ভুলিয়া অন্তরারাম হয়েন, যিনি বাহ্যপদার্থে দৃষ্টি না রাখিয়া বিজ্ঞানস্বরূপ আত্মাতেই জ্যোতিঃ বিলীন করিয়াছেন, অর্থাৎ যিনি সমাহিত হইয়া মনকে বাহ্য জগৎ হইতে—অবিদ্যার রাজ্য হইতে আকর্ষণ করিয়া আত্মাতে স্থাপিত করিয়াছেন তিনিই ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া জন্মমরণাতীত ব্রহ্মকেই লাভ করিয়া থাকেন ॥২৪॥

——:o:——

লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ২৫ ॥
কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥২৬॥

অন্বয়বোধিনী। ক্ষীণকল্মষাঃ (নিষ্পাপ) ছিন্নদ্বৈধাঃ (সংশয়বর্জ্জিত) যতাত্মানঃ (একাগ্রচিত্ত) সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ (সর্ব্বভূতহিতৈষী) ঋষয়ঃ (সম্যগ্দর্শী সন্ন্যাসিগণ) ব্রহ্মনির্ব্বাণং (মোক্ষ) লভন্তে (প্রাপ্ত হয়েন) ॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। যাঁহারা নিষ্পাপ, সন্ন্যাসযুক্ত, সংশয়বর্জ্জিত, একাগ্রচিত্ত ও সর্ব্বভূতহিতৈষী তাঁহারা নির্ব্বাণ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন ॥ ২৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—লভন্ত ইতি। লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণং মোক্ষম্। ঋষয়ঃ সম্যগ্দর্শিনঃ সংন্যাসিনঃ। ক্ষীণকল্মষাঃ ক্ষীণপাপাদিদোষাঃ। ছিন্নদ্বৈধাশ্ছিন্নসংশয়াঃ। যতাত্মনঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ। সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং হিত আনুকূল্যে রতাঃ। অহিংসকা ইত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—লভন্ত ইতি। ঋষয়ঃ সম্যগ্দর্শিনঃ। ক্ষীণং কল্মষং যেষাম্। ছিন্নং দ্বৈধং সংশয়ো যেষাম্। যতঃ সংযত আত্মা চিত্তং যেষাম্। সর্ব্বেষাং ভূতানাং হিতে রতাঃ কৃপালবঃ। তে ব্রহ্মনির্ব্বাণং মোক্ষং লভন্তে ॥ ৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। মুক্তি লাভের একমাত্র উপায় স্বরূপ আত্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্ত ভগবান্ অনেক সাধনের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন। এক্ষণে অন্তরূপ সাধনের কথা বলিতেছেন। যাঁহারা যজ্ঞ, দানাদি নিষ্কামকর্ম্ম করিয়া কল্মষধ্বংস করিয়াছেন, যাঁহারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ করিয়া বিবেক বিচার দ্বারা সন্ন্যাসী হইয়াছেন, যাঁহাদের বেদান্ত শাস্ত্র শ্রবণ মনন দ্বারা দ্বিধা বুদ্ধি বিনষ্ট হইয়াছে, নিদিধ্যাসনের পরিপাক বশতঃ যাঁহাদের চিত্ত একাগ্র হইয়াছে এবং অদ্বৈত বুদ্ধির দ্বারা যাঁহারা সর্ব্বভূতেই সমান প্রীতিযুক্ত তাঁহারাই ব্রহ্মলাভে সমর্থ। শ্রুতিও বলিয়াছেন—

যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ" ॥ (ক)

যে সময় সর্ব্বভূতে আত্মবুদ্ধির উদয় হয়, তখন জ্ঞানীর মোহ শোকাদি কিছুই থাকে না। সমস্তই একরূপ দৃষ্ট হয় ॥ ২৫ ॥

—:o:—

অন্বয়বোধিনী। কামক্রোধবিযুক্তানাং (কামক্রোধাদি হইতে বিযুক্ত) যতচেতসাং (সংযতচেতা) বিদিতাত্মনাং (আত্মজ্ঞ) যতীনাম্ (সন্ন্যাসীদিগের) অভিতঃ (উভয়ত্রই) ব্রহ্মনির্ব্বাণং (নির্ব্বাণপদ) বর্ত্ততে (হইয়া থাকে) ॥ ২৬ ॥

(ক) ঈশোপনিষৎ, ৭।

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবাঽন্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাঽপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাঽভ্যন্তরচারিণৌ ॥ ২৭ ॥
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ২৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। যাঁহাদিগের হৃদয়ে কাম ক্রোধাদি উৎপন্ন হয় না, যাঁহারা সংযতচেতা, এবং যে সন্ন্যাসিগণ আত্মসাক্ষাৎকারবান্, তাঁহারা সর্ব্বাবস্থাতেই নির্ব্বাণপদ পাইয়া থাকেন ॥ ২৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—কামেতি। কামক্রোধবিযুক্তানাং—কামশ্চ ক্রোধশ্চ কামক্রোধৌ। তাভ্যাং বিযুক্তানাম্। যতীনাং সংন্যাসিনাম্। যতচেতসাং সংযতান্তঃ-করণানাম্। অভিত উভয়তঃ। জীবতাং মৃতানাং চ। ব্রহ্মনির্ব্বাণং মোক্ষো বর্ত্ততে। বিদিতাত্মনাং—বিদিতো জ্ঞাত আত্মা যেষাং তে বিদিতাত্মানঃ। তেষাং বিদিতাত্মনাম্। সম্যগ্দর্শিনা-মিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—কামেত্যাদি। কামক্রোধাভ্যাং বিযুক্তানাং। যতীনাং সংন্যাসিনাং। সংযতচিত্তানাং জ্ঞাতাত্মতত্ত্বানামভিত উভয়তো জীবতাং মৃতানাং চ। ন দেহান্ত এব তেষাং ব্রহ্মণি লয়ঃ। অপি তু জীবতামপি বর্ত্তত ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যাঁহাদের হৃদয় হইতে কাম ক্রোধের বীজ বিনষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ যাঁহাদের সম্মুখে কাম ক্রোধের সামগ্রী সত্ত্বেও কামক্রোধাদির উৎপত্তি হয় না, এবং তজ্জন্ত যাঁহাদের চিত্ত সংযত হইয়াছে, এবং যাঁহাদের আত্মা ও পরমাত্মায় একত্ব বুদ্ধি জন্মিয়াছে, তাঁহারা জীবনে মরণে সর্ব্বথা মুক্ত ॥ ২৬ ॥

—:০:—

অন্বয়বোধিনী। বাহ্যান্ (বাহ্য) স্পর্শান্ (বিষয়সমূহ) বহিঃ কৃত্বা (বিদূরিত করিয়া) চক্ষুঃ চ (চক্ষুকে) ভ্রুবোঃ (ভ্রূযুগলের) অন্তরে এব (মধ্যেই) [সংস্থাপন পূর্ব্বক] নাসাভ্যন্তরচারিণৌ (নাসাভ্যন্তরবিহারী) প্রাণাঽপানৌ (প্রাণ ও অপান বায়ুকে) সমৌ কৃত্বা (স্থির করিয়া) যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ (ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে সংযম পূর্ব্বক) সদা (সকল সময়ে) বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ (ইচ্ছা ভয় ও ক্রোধকে বশীভূত করিয়া) যঃ (যিনি) মোক্ষপরায়ণঃ (বিষয়বিরাগী) সঃ (সেই) মুনিঃ (মননশীল পুরুষ) মুক্তঃ এব (মুক্তই) ॥ ২৭।২৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। মন হইতে বাহ্যবিষয়চিন্তাসকল বিদূরিত করিয়া, চক্ষুর্দ্বয়কে ভ্রূমধ্যে সংস্থাপন পূর্ব্বক, প্রাণ ও অপান বায়ুকে নাসামধ্যে অবরোধ করতঃ যিনি ইন্দ্রিয় ও মনকে জয় করিয়াছেন, এবং ইচ্ছা, ভয়, ক্রোধকে সকল সময়ের জন্ত বশীভূত করিয়াছেন ও যিনি বিষয়বিরাগী, সেই মননশীল সন্ন্যাসী মুক্ত ॥ ২৭।২৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সম্যগ্দর্শননিষ্ঠানাং সংন্যাসিনাং সদ্যো মুক্তিরুক্তা। কর্ম্ম যোগশ্চেশ্বরার্পিতসর্ব্বভাবেনেশ্বরে ব্রহ্মণ্যাধায় ক্রিয়মাণঃ সত্ত্বশুদ্ধিজ্ঞানপ্রাপ্তিসর্ব্বকর্ম্মসংন্যাস-ক্রমেণ মোক্ষায়েতি ভগবান্ পদে পদেঽব্রবীদ্বক্ষ্যতি চ। অথেদানীং ধ্যানযোগং সম্যগ্দর্শন-স্যান্তরঙ্গং বিস্তরেণ বক্ষ্যামীতি তস্য সূত্রস্থানীয়ান্ শ্লোকানুপদিশতি স্ম ভগবান্ বাসুদেবঃ—স্পর্শানিতি। স্পর্শান্ শব্দাদীন্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যান্—শ্রোত্রাদিদ্বারেণাঽন্তর্বুদ্ধৌ প্রবেশিতাঃ শব্দাদয়ো বিষয়াঃ। তানচিন্তয়তঃ শব্দাদয়ো বাহ্যা বহিরেব কৃতা ভবন্তি। তানেবং বহিঃ কৃত্বা চক্ষু-শ্চৈবাঽন্তরে ভ্রুবোঃ কুর্য্যেত্যনুষজ্যতে। তথা প্রাণাঽপানৌ নাসাঽভ্যন্তরচারিণৌ সমৌ কৃত্বা॥২৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যতেন্দ্রিয় ইতি। যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ—যতানি সংযতানীন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিশ্চ যস্য স যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ। মননান্মুনিঃ সংন্যাসী। মোক্ষপরায়ণঃ—এবং দেহ-সংস্থানো মোক্ষপরায়ণঃ। মোক্ষ এব পরময়নং পরা গতির্যস্য সোঽয়ং মোক্ষপরায়ণো মুনির্ভবেৎ। বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ—ইচ্ছা চ ভয়ং চ ক্রোধশ্চেচ্ছাভয়ক্রোধাঃ। তে বিগতা যস্মাৎ স বিগতেচ্ছা-ভয়ক্রোধঃ। য এবং বর্ত্ততে সদা সংন্যাসী মুক্ত এব সঃ। ন তস্য মোক্ষায়াঽন্যঃ কর্ত্তব্যোঽস্তি॥২৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণমিত্যাদিষু যোগী মোক্ষমবাপ্নো-তীত্যুক্তম্। তমেব যোগং সংক্ষেপেণাহ—স্পর্শানিতি দ্বাভ্যাম্। বাহ্যা এব স্পর্শা রূপরসাদয়ো বিষয়াশ্চিন্তিতাঃ সন্তোঽন্তঃ প্রবিশন্তি। তাংস্তচ্চিন্তাত্যাগেন বহিরেব কৃত্বা। চক্ষুর্ভ্রুবোরন্তরে ভ্রূমধ্য এব কৃত্বাঽত্যন্তং নেত্রয়োর্নিমীলনে। নিদ্রয়া মনো লীয়তে। উন্মীলনে চ বহিঃ প্রসরতি তদুভয়দোষপরিহারার্থমর্দ্ধনিমীলনেন ভ্রূমধ্যে দৃষ্টিং নিধায়েত্যর্থঃ। উচ্ছ্বাসনিঃশ্বাসরূপেণ নাসিকয়োরভ্যন্তরে চরন্তৌ প্রাণাঽপানাবূর্দ্ধাঽধোগতিনিরোধেন সমৌ কৃত্বা। কুম্ভকং কৃত্বেত্যর্থঃ যদ্বা প্রাণোঽয়ং যথা ন বহির্নির্যাতি। যথা চাঽপানোঽন্তর্ন প্রবিশতি। কিন্তু নাসামধ্য এব যাবপি যথা চরতস্তথা মন্দাভ্যামুচ্ছ্বাসনিঃশ্বাসাভ্যাং সমৌ কৃত্বেতি॥ ২৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যতেতি। অনেনোপায়েন যতাঃ সংযতা ইন্দ্রিয়মনো-বুদ্ধয়ো যস্য। মোক্ষ এব পরময়নং প্রাপ্যং যস্য। অত এব বিগতা ইচ্ছাভয়ক্রোধা যস্য। এবংভূতো যো মুনিঃ স সদা জীবন্নপি মুক্ত এবেত্যর্থঃ॥ ২৮॥

গীতার্থসন্দীপনী। ইন্দ্রিয়গণ স্বভাবতঃ বাহ্য ব্যাপারনিরত। ইন্দ্রিয়গণের দ্বারাই মনোমধ্যে বাহ্য বিষয়ের ভাবরাশি প্রবিষ্ট হয়, এবং তত্তাবৎ মনোমধ্যে সংস্কারবৎ রহিয়া যায়। এই সংস্কারাচ্ছন্ন চিত্তবৃত্তির ব্যাপারপ্রবাহসত্ত্বে আত্মজ্ঞানের উদয় হওয়া কঠিন। এই জন্য ভগবান্ এস্থানে মুক্তিলাভের আর এক উপায় স্বরূপ ধ্যানযোগের কথা বলিতেছেন। অর্দ্ধনেত্রে স্থিরদৃষ্টিতে ভ্রূযুগের সন্ধিস্থানে দৃষ্টি স্থির করিতে পারিলে চিত্তের একাগ্রতা বৃদ্ধি পায়; এই সঙ্গে সঙ্গে কুম্ভক অভ্যাস পূর্ব্বক বায়ুর সমতা সাধন করিতে পারিলে চিত্তবৃত্তি সংযত হয়; ধীরে ধীরে যোগী পুরুষের ইচ্ছা, ভয়, ক্রোধ তিরোহিত হইয়া যায়। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে সাধক মুক্ত হইয়া থাকেন॥ ২৭।২৮॥

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্‌।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে সংন্যাসযোগো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়বোধিনী। [মানবগণ] মাং (আমাকে) যজ্ঞতপসাং (যজ্ঞ ও তপস্যার) ভোক্তারং (ভোক্তা) সর্ব্বলোকমহেশ্বরং (সর্ব্বলোকের মহেশ্বর) সর্ব্বভূতানাং (সর্ব্বভূতের) সুহৃদং (সুহৃৎ) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) শান্তিম্‌ (মুক্তি) ঋচ্ছতি (লাভ করে)। ২৯।

বঙ্গানুবাদ। মানবগণ আমাকে যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা সর্ব্বলোক-মহেশ্বর এবং সকলের সুহৃৎ জানিয়া মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। ২৯।

শাঙ্করভাষ্যম্‌। এবং সমাহিতচিত্তেন কিং বিজ্ঞেয়মিতি? উচ্যতে—ভোক্তারমিতি। ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং যজ্ঞানাং তপসাং চ কর্ত্তৃরূপেণ দেবতারূপেণ চ। সর্ব্বলোক-মহেশ্বরং—সর্ব্বেষাং লোকানাং মহান্তমীশ্বরং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্‌। সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং সর্ব্ব-প্রাণিনাং প্রত্যুপকারনিরপেক্ষতয়োপকারিণম্‌। সর্ব্বভূতানাং হৃদয়েশয়ং সর্ব্বকর্ম্মফলাধ্যক্ষং সর্ব্বপ্রত্যয়সাক্ষিণং মাং নারায়ণং জ্ঞাত্বা শান্তিং সর্ব্বসংসারোপরতিমৃচ্ছতি প্রাপ্নোতি। ২৯॥

ইতি শাঙ্করে শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। নম্বেবমিন্দ্রিয়াদিসংযমমাত্রেণ কথং মুক্তিঃ স্যাৎ? ন তাবন্মাত্রেণ। কিন্তু জ্ঞানদ্বারেণেত্যাহ—ভোক্তারমিতি। যজ্ঞানাং তপসাং চৈব—মম ভক্তৈঃ সমর্পিতানাং—যদৃচ্ছয়া ভোক্তারং পালকমিতি বা। সর্ব্বেষাং লোকানাং মহান্তমীশ্বরম্‌। সর্ব্বভূতানাং সুহৃদং নিরপেক্ষোপকারিণম্‌। অন্তর্যামিণং মাং জ্ঞাত্বা মৎপ্রসাদেন শান্তিং মোক্ষমৃচ্ছতি প্রাপ্নোতি। ২৯॥

বিকল্পশঙ্কাপোহেন যেনৈবং সাংখ্যযোগয়োঃ।
সমুচ্চয়ঃ ক্রমেণোক্তঃ সর্ব্বজ্ঞং নৌমি তং হরিম্‌॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াং ভগবদ্গীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং সংন্যাসযোগো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥

গীতার্থসন্দীপনী। পাছে অর্জ্জুন মনে করেন যে মনুষ্যগণ যোগ, ধ্যান, ব্রত ইত্যাদি করিয়া কি অপূর্ব্ব ফল লাভ করেন, যে মুক্তিপদ তাঁহাদের এত সুলভ হয়? তাই ভগবান্‌ বলিতেছেন যে—জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি তপস্যা এবং তত্তাবতের যজমান আদি কর্ত্তা এবং ইন্দ্রাদি দেবতারূপ ভোক্তা সমস্তই "আমি" (ভগবান্‌)। মহাত্মাগণ ইহা জানিয়া আমি যে ত্রিলোকের বিধাতা এবং আত্মরূপে সকল প্রাণীর একমাত্র সুহৃৎ,

ইহা সাধুগণ বিদিত হইয়া সংসার পাশ হইতে বিমুক্ত হয়েন। শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ ভগবান্‌কে সম্মুখে দর্শন করিয়াও অর্জ্জুন যে অজ্ঞানপাশ হইতে, বিমুক্ত হয়েন নাই, সেই জন্য "যজ্ঞ-তপসাং ভোক্তারং সর্ব্বলোকমহেশ্বরং সর্ব্বভূতানাং সুহৃদং" বিশেষণে ভগবান্ আপনার গুণ আপনি ব্যাখ্যা করিলেন। কেননা ভগবান্‌কে এই রূপে বিদিত না হইয়া, কেবল তাঁহার স্থূলভাব দর্শন করিলে জীব মুক্তিলাভ করিতে পারে না।

"অনেকসাধনাভ্যাসনিষ্পন্নং হরিণেরিতম্।
স্বস্বরূপপরিজ্ঞানং সর্ব্বেষাং মুক্তিসাধনম্" ॥

অনেক প্রকার সাধন অভ্যাস করিয়া মুক্তি লাভের জন্য অধিকারিগণের যে স্বস্বরূপ জ্ঞানের উদয় হয়, তাহাই পঞ্চম অধ্যায়ে কথিত হইল ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামিমহোদয় প্রণীত
"গীতার্থ-সন্দীপনী" নামক ভাষা তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার
পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়

-ঃ০ঃ

শ্রীভগবানুবাচ।

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সংন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাঽক্রিয়ঃ ॥ ১ ॥

অন্বয়বোধিনী। শ্রীভগবান্ উবাচ। যঃ (যিনি) কর্ম্মফলম্ (কর্ম্মফলে) অনাশ্রিতঃ (আশা না রাখিয়া) কার্য্যং কর্ম্ম (কর্ত্তব্য কর্ম্ম) করোতি (করেন), ন নিরগ্নিঃ (অগ্নিসংস্পর্শত্যাগী না হইলেও) ন চাঽক্রিয়ঃ চ—(এবং কর্ম্মত্যাগী না হইলেও) সঃ চ (তিনিই) সংন্যাসী যোগী চ (সন্ন্যাসী ও যোগী)। ১ ॥

বঙ্গানুবাদ। **যিনি কর্ম্মফলের আশা না রাখিয়া নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি নিরগ্নি না হউন অথবা নিষ্ক্রিয় না হউন, তথাপি তিনি সন্ন্যাসী—তিনি যোগী ॥ ১ ॥**

শাঙ্করভাষ্যম্। অতীতাঽনন্তরাঽধ্যায়ান্তে ধ্যানযোগস্য সম্যগ্দর্শনং প্রত্যন্তরঙ্গস্য সূত্রভূতাঃ শ্লোকাঃ—স্পর্শান্ কৃত্বা বহিরিত্যাদয়ঃ—উপদিষ্টাঃ। তেষাং বৃত্তিস্থানীয়োঽয়ং ষষ্ঠোঽধ্যায় আরভ্যতে। তত্র ধ্যানযোগস্য বহিরঙ্গং কর্ম্মেতি যাবদ্ধ্যানযোগারোহণাঽসমর্থস্তাবদ্-গৃহস্থেনাঽধিকৃতেন কর্ত্তব্যং কর্ম্মেতি। অতস্তৎ স্তৌতি—অনাশ্রিত ইতি।

নমু কিমর্থং ধ্যানযোগারোহণসীমাকরণং ? যাবতাঽনুষ্ঠেয়মেব বিহিতং কর্ম্ম যাবজ্জীবম্। ন আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যত ইতি বিশেষণাৎ। আরূঢস্য চ শমেনৈব সম্বন্ধকরণাৎ। আরুরুক্ষোরারূঢস্য চ শমঃ কর্ম্ম চোভয়ং কর্ত্তব্যত্বেনাঽভিপ্রেতং চেৎ স্যাত্তদারুরুক্ষোরারূঢস্য চেতি শমকর্ম্মবিষয়ভেদেন বিশেষণং বিভাগকরণং চাঽনর্থকং স্যাৎ।

তত্রাশ্রমিণাং কশ্চিদ্যোগমারুরুক্ষুর্ভবতি। আরূঢশ্চ কশ্চিৎ। অন্যে নারুরুক্ষবো ন চারূঢাঃ। তানপেক্ষ্যারুরুক্ষোরারূঢস্য চেতি বিশেষণং বিভাগকরণং চোপপদ্যত এবেতি চেৎ ?

ন। তস্যৈবেতি বচনাৎ। পুনর্যোগগ্রহণাচ্চ যোগারূঢস্যেতি। য আসীৎ পূর্ব্বং যোগমারুরুক্ষুস্তস্যৈবারূঢস্য শম এব কর্ত্তব্যং কারণং যোগফলং প্রত্যুচ্যত ইতি। অতো ন যাবজ্জীবং কর্ত্তব্যত্বপ্রাপ্তিঃ কস্যচিদপি কর্ম্মণঃ।

যোগবিভ্রষ্টবচনাচ্চ গৃহস্থস্য চেৎ কর্ম্মিণো যোগো বিহিতঃ ষষ্ঠেঽধ্যায়ে ? স যোগবিভ্রষ্টোঽপি কর্ম্মগতিং কর্ম্মফলং প্রাপ্নোতীতি তস্য নাশাশঙ্কাঽনুপপন্না স্যাৎ। অবশ্যং হি কৃতং কর্ম্ম কাম্যং নিত্যং বা—মোক্ষস্য নিত্যত্বাদনারভ্যত্বে—স্বং ফলমারভত এব। নিত্যস্য চ কর্ম্মণো

বেদপ্রমাণাৎবধুত্বাৎ ফলেন ভবিতব্যমিত্যবোচাম। অন্যথা বেদস্যানর্থক্যপ্রসঙ্গাদিতি। ন চ কর্মণি সত্যুভয়বিভ্রষ্টবচনমর্থবৎ। কর্মণো বিভ্রংশকারণাঽনুপপত্তেঃ।

কর্ম কৃতমীশ্বরে সংন্যস্তেত্যতঃ কর্তরি কর্মফলং নারভত ইতি চেৎ?

ন। ঈশ্বরে সংন্যাসস্যাঽধিকতরফলহেতুত্বোপপত্তেঃ।

মোক্ষায়ৈবেতি চেৎ?

স্বকর্মণাং কৃতানামীশ্বরে ন্যাসো মোক্ষায়ৈব। ন ফলাঽন্তরায়।

যোগসহিতো যোগাচ্চ বিভ্রষ্টঃ—ইত্যতস্তং প্রতি নাশাশঙ্কা যুক্তৈবেতি চেৎ?

ন। একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ। ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিত ইতি কর্মসংন্যাস-বিধানাৎ। ন চাত্র ধ্যানকালে স্ত্রীসহায়ত্বাশঙ্কা যেনৈকাকিত্বং বিশীয়তে। ন চ গৃহস্থস্য নিরাশীরপরিগ্রহ ইত্যাদি বচনমনুকূলম্। উভয়বিভ্রষ্টপ্রশ্নানুপপত্তেশ্চ।

অনাশ্রিত ইত্যনেন কর্মিণ এব সংন্যাসিত্বং যোগিত্বং চোক্তম্। প্রতিষিদ্ধং চ নিরগ্নেরক্রিয়স্য চ সংন্যাসিত্বং যোগিত্বং চেতি চেৎ?

ন। ধ্যানযোগং প্রতি বহিরঙ্গস্য সতঃ কর্মণঃ ফলাকাঙ্ক্ষাসংন্যাসস্তুতিপরত্বাৎ। ন কেবলং নিরগ্নিরক্রিয় এব সংন্যাসী যোগী চ। কিং তর্হি? কর্ম্যপি। কর্মফলাসঙ্গং সংন্যস্য কর্মযোগমনুতিষ্ঠন্ সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থং সংন্যাসী যোগী চ ভবতীতি স্তূয়তে। ন চৈকেন বাক্যেন কর্মফলাসঙ্গসংন্যাসস্তুতিশ্চতুর্থাশ্রমপ্রতিষেধশ্চোপপদ্যতে। ন চ প্রসিদ্ধং নিরগ্নেরক্রিয়স্য পরমার্থসংন্যাসিনঃ শ্রুতিস্মৃতিপুরাণেতিহাসযোগশাস্ত্রেষু বিহিতং সংন্যাসিত্বং যোগিত্বং চ প্রতি-ষেধতি ভগবান্। স্ববচনবিরোধাচ্চ। সর্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্য নৈব কুর্বন্ন কারয়ন্নাস্তে। মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ। অনিকেতঃ স্থিরমতিঃ। বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ। সর্বারম্ভপরিত্যাগীতি চ—তত্র তত্র ভগবতা স্ববচনানি দর্শিতানি। তৈর্বিরুধ্যেত চতুর্থাশ্রমবিপ্রতিষেধঃ। তস্মান্মুনের্যোগমারুরুক্ষোঃ প্রতিপন্নগার্হস্থ্যস্যাঽগ্নিহোত্রাদি কর্ম ফল-নিরপেক্ষমনুষ্ঠীয়মানং ধ্যানযোগারোহণসাধনত্বং সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারেণ প্রতিপদ্যত ইতি স সংন্যাসী চ যোগী চেতি স্তূয়তে—অনাশ্রিত ইতি।

অনাশ্রিতো নাশ্রিতোঽনাশ্রিতঃ। কিং? কর্মফলম্। কর্মণঃ ফলং কর্মফলং যত্তদনাশ্রিতঃ। কর্মফলতৃষ্ণারহিত ইত্যর্থঃ। যো হি কর্মফলে তৃষ্ণাবান্ স কর্মফলমাশ্রিতো ভবতি। অয়ং তু তদ্বিপরীতঃ। অতোঽনাশ্রিতঃ কর্মফলম্। এবংভূতঃ সন্ কার্যং কর্তব্যং নিত্যং কাম্য-বিপরীতমগ্নিহোত্রাদিকং কর্ম করোতি নির্বর্তয়তি। যঃ কশ্চিদীদৃশঃ কর্মী স কর্ম্যন্তরেভ্যো বিশিষ্যত ইতি। এবমর্থমাহ—স সংন্যাসী চ যোগী চেতি। সংন্যাসঃ পরিত্যাগঃ। স যস্যাঽস্তি স সংন্যাসী। যোগী চ—যোগশ্চিত্তসমাধানম্। স যস্যাঽস্তি স যোগী চ। ইত্যেবংগুণসম্পন্নোঽয়ং মন্তব্যঃ। ন কেবলং নিরগ্নিরক্রিয় এব সংন্যাসী যোগী চেতি মন্তব্যঃ। নির্গতা অগ্নয়ঃ কর্মাঙ্গভূতা যস্মাৎ স নিরগ্নিঃ। অক্রিয়শ্চ—অনগ্নিসাধনা অপ্যবিদ্যমানাঃ ক্রিয়াস্তপোদানাদিকা যস্যাঽসাবক্রিয়ঃ॥ ১॥

যং সংন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন॥ ২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।

চিত্তে শুদ্ধেঽপি ন ধ্যানং বিনা সংন্যাসমাত্রতঃ।
মুক্তিঃ স্যাদিতি ষষ্ঠেঽস্মিন্ ধ্যানযোগো বিতন্যতে।

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে সংক্ষেপেণোক্তং যোগং প্রপঞ্চয়িতুং ষষ্ঠাঽধ্যায়ারম্ভঃ। তত্র তাবৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্তেত্যারভ্য সংন্যাসপূর্ব্বিকায়া জ্ঞাননিষ্ঠায়াস্তাৎপর্য্যেণাভিধানাদ্দুঃখরূপত্বাচ্চ কর্ম্মণঃ সহসা সংন্যাসাঽতিপ্রসঙ্গং প্রাপ্তং বারয়িতুং সংন্যাসাদপি শ্রেষ্ঠত্বেন কর্ম্মযোগং স্তৌতি—অনাশ্রিত ইতি দ্বাভ্যাম্। কর্ম্মফলমনাশ্রিতোঽনপেক্ষমাণঃ সন্নবশ্যং কার্য্যতয়া বিহিতং কর্ম্ম যঃ করোতি স এব সংন্যাসী যোগী চ। ন তু নিরগ্নিরগ্নিসাধ্যেষ্টাখ্যকর্ম্মত্যাগী। ন চাঽক্রিয়োঽনগ্নিসাধ্যপূর্ত্তাখ্যকর্ম্মত্যাগী চ॥ ১॥

গীতার্থসন্দীপনী।

"যোগসূত্রং ত্রিভিঃ শ্লোকৈঃ পঞ্চমাঽন্তে যদীরিতম্।
ষষ্ঠ আরভ্যতেঽধ্যায়স্তদ্ব্যাখ্যানায় বিস্তরাৎ॥"

পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে ভগবান্ যে তিনটী শ্লোকের দ্বারা যোগসূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহারই বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিবার জন্য এই ষষ্ঠ অধ্যায়ের অবতারণা করিলেন।

হে অর্জ্জুন। যিনি কর্ম্মফলবাসনা ত্যাগ করিয়া শাস্ত্রবিহিত অগ্নিহোত্রাদি নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করেন, তিনি কর্ম্মী হইয়াও যোগী ও সন্ন্যাসী। ত্যাগী পুরুষই প্রকৃত সন্ন্যাসী, ও যাঁহার মন বিক্ষেপবিহীন তিনিই প্রকৃত যোগী। তাই ভগবান্ বলিতেছেন যে, নিষ্কাম-কর্ম্মী পুরুষ ফলকামনাত্যাগ ও ত্যাগজন্য মনের বৃথা বিক্ষেপে উদ্বেজিত হয়েন না, এই জন্য তিনি সন্ন্যাসী ও যোগী। কর্ম্মরাশির সহিত ফলকামনাত্যাগ ও কামনাত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে মনের নাশ রূপ সন্ন্যাসী ও যোগীর মুখ্য সাধনও নিষ্কাম কর্ম্মীর শীঘ্রই সিদ্ধ হইয়া আসে। এই শ্লোকে যে "নিরগ্নি" ও "নিষ্ক্রিয়" পদদ্বয় ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা সাধারণ দৃষ্টিতে দোষ বলিয়া বোধ হয়। কেননা অগ্নিরক্ষাদি কর্ম্ম শ্রৌত ক্রিয়া বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট আছে। "নিষ্ক্রিয়" বলাতেই অগ্নিরক্ষণাদি শ্রৌত ও শাস্ত্রবিহিত সমস্ত ক্রিয়াই বুঝাইল। তবে আবার পৃথক্ করিয়া 'নিরগ্নি" পদ প্রয়োগের প্রয়োজন কি? ইহাতে বক্তব্য এই যে অগ্নিরক্ষণাদি ক্রিয়ার দ্বারা ভগবান্ বহিরনুষ্ঠানযোগ্য সমস্ত কার্য্যই গ্রহণ করিয়াছেন; এবং "নিষ্ক্রিয়" পদ দ্বারা মনের সংকল্প, বিক্ষেপাদি ক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন। শ্রৌত অগ্নি রক্ষিত না হইলে সন্ন্যাস হয় না, এবং নিষ্ক্রিয় না হইলেও যোগী হওয়া যায় না। নিষ্কাম কর্ম্মী এতল্লক্ষণযুক্ত না হইলেও তাঁহাকে সন্ন্যাসী ও যোগী বলিতে হইবে॥ ১॥

অন্বয়ী। [হে] পাণ্ডব! [শ্রুতি সকল] যং (যাহাকে) সংন্যাসম্ ইতি (সন্ন্যাস) প্রাহুঃ (বলেন) তং (তাহাকে) যোগং (যোগ বলিয়া) বিদ্ধি (জানিবে); হি (কেননা) অসংন্যস্তসংকল্পঃ (সংকল্পত্যাগী না হইলে) কশ্চন (কেহই) যোগী ন ভবতি (হইতে পারে না)॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ। হে পাণ্ডুপুত্র! শ্রুতি যাহাকে সন্ন্যাস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই যোগ। কেননা সংকল্প ত্যাগ না করিলে কখনই যোগী হওয়া সম্ভব নহে॥ ২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ননু চ নিরগ্নেরক্রিয়স্যৈব শ্রুতিস্মৃতিযোগশাস্ত্রেষু সংন্যাসিত্বং যোগিত্বং চ প্রসিদ্ধম্। কথমিহ সাগ্নেঃ সক্রিয়স্য সংন্যাসিত্বং যোগিত্বং চাঽপ্রসিদ্ধমুচ্যত ইতি? নৈষ দোষঃ। কয়াচিদ্গুণবৃত্ত্যোভয়স্য সংপিপাদয়িষিতত্বাৎ। তৎ কথং? কর্ম্মফলসংকল্পসংন্যাসাৎ সংন্যাসিত্বং যোগাঙ্গত্বেন চ কর্ম্মাঽনুষ্ঠানাৎ কর্ম্মফলসংকল্পস্য বা চিত্তবিক্ষেপহেতোঃ পরিত্যাগাদ্‌যোগিত্বং চেতি গৌণমুভয়ম্। ন পুনর্মুখ্যং সংন্যাসিত্বং যোগিত্বং চাঽভিপ্রেতমিতি। এতমর্থং দর্শয়িতুমাহ—যং সংন্যাসমিতি। যং সর্ব্বকর্ম্মতৎফলপরিত্যাগলক্ষণং পরমার্থসংন্যাসং সংন্যাসমিতি প্রাহুঃ শ্রুতিস্মৃতিবিদো যোগং কর্ম্মাঽনুষ্ঠানলক্ষণং তং পরমার্থসংন্যাসং বিদ্ধি জানীহি। হে পাণ্ডব। কর্ম্মযোগস্য প্রবৃত্তিলক্ষণস্য তদ্বিপরীতেন নিবৃত্তিলক্ষণেন পরমার্থসংন্যাসেন কীদৃশং সামান্যমঙ্গীকৃত্য তদ্ভাব উচ্যত ইত্যপেক্ষায়ামিদমুচ্যতে—অস্তি হি পরমার্থসংন্যাসেন সাদৃশ্যং কর্ত্তৃদ্বারকং কর্ম্মযোগস্য। যো হি পরমার্থসংন্যাসী স ত্যক্তসর্ব্বকর্ম্মসাধনতয়া সর্ব্বকর্ম্মতৎফলবিষয়ং সংকল্পং প্রবৃত্তিহেতুকামকারণং সংন্যস্যতি। অয়মপি কর্ম্মযোগী কর্ম্ম কুর্ব্বাণ এব ফলবিষয়ং সংকল্পং সংন্যস্যতীতি। এতমর্থং দর্শয়ন্নাহ—ন হি যস্মাদসংন্যস্তসংকল্পঃ—অসংন্যস্তোঽপরিত্যক্তঃ ফলবিষয়ঃ সংকল্পোঽভিসন্ধির্যেন সোঽসংন্যস্তসংকল্পঃ কশ্চন কশ্চিদপি কর্ম্মী যোগী সমাধানবান্ ভবতি। ন সম্ভবতীত্যর্থঃ। ফলসংকল্পস্য চিত্তবিক্ষেপহেতুত্বাৎ। তস্মাদ্যঃ কশ্চন কর্ম্মী সংন্যস্তফলসংকল্পো ভবেৎ স যোগী সমাধানবানবিক্ষিপ্তচিত্তো ভবেৎ। চিত্তবিক্ষেপহেতোঃ ফলসংকল্পস্য সংন্যস্তত্বাৎ—ইত্যভিপ্রায়ঃ। যোগাঙ্গত্বেন কর্ম্মাঽনুষ্ঠানাৎ কর্ম্মফলসংকল্পস্য বা চিত্তবিক্ষেপহেতোঃ পরিত্যাগাদ্‌যোগিত্বং চেতি সংন্যাসিত্বং চেত্যভিপ্রেতমুচ্যতে। এবং পরমার্থসংন্যাসকর্ম্মযোগয়োঃ কর্ত্তৃদ্বারকং সংন্যাসসামান্যমপেক্ষ্য যং সংন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডবেতি কর্ম্মযোগস্য স্তুত্যর্থং সংন্যাসত্বমুক্তম্॥ ২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কুত ইত্যপেক্ষায়াং কর্ম্মযোগস্যৈব সংন্যাসত্বং প্রতিপাদয়ন্নাহ—যমিতি। যং সংন্যাসমিতি প্রাহুঃ প্রকর্ষেণ শ্রেষ্ঠত্বেনাহুঃ। ন্যাস এবাত্যরেচয়ৎ (ক) ইত্যাদিশ্রুতেঃ। কেবলাৎ ফলসংন্যাসনাদ্ধেতোর্যোগমেব তং জানীহি। কুত ইত্যপেক্ষায়ামিতিশব্দোক্তো হেতুর্যোগস্যাপ্যস্তীত্যাহ—ন হীতি। ন সংন্যস্তঃ ফলসংকল্পো যেন স কর্ম্মনিষ্ঠো জ্ঞান-

(ক) মহানারায়ণোপনিষৎ, ২১।২।

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

নিষ্ঠো বা কশ্চিদপি ন হি যোগী ভবতি। অতঃ ফলসংকল্পত্যাগসাম্যাৎ সংন্যাসী চ ফলসংকল্পত্যাগাদেব চিত্তবিক্ষেপাঽভাবাদ্‌যোগী চ ভবত্যেব স ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। কামনাত্যাগই সন্ন্যাসের প্রধান লক্ষণ। নিষ্কাম কর্ম্মযোগী যখন ফলকামনাত্যাগী, তখন তাঁহাতে ও সন্ন্যাসীতে প্রভেদ কি? কর্ম্ম ও ফল উভয়ই যিনি ত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই মুখ্যতঃ সন্ন্যাসী। কিন্তু কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্মফলবাসনাত্যাগই পরমার্থতঃ শ্রেষ্ঠ। এই জন্য নিষ্কাম কর্ম্মযোগী সর্ব্বতোভাবে সন্ন্যাসলক্ষণযুক্ত না হইলেও কামনাত্যাগ জন্য তিনি পরমার্থতঃ সন্ন্যাসী। আবার মনোবৃত্তি নিরোধ করিবার সামর্থ্যই যোগীর প্রধান লক্ষণ। ফলকামনা না থাকা বশতঃ নিষ্কাম কর্ম্মযোগীর কিছুতেই প্রবৃত্তি থাকে না, অর্থাৎ মনোবেগের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি কোন কার্য্যই করেন না, বা কোন বস্তুরই আকাঙ্ক্ষা রাখেন না। এই জন্য কামনাবিহীন কর্ম্মীকে যোগীর সমান বলিতে হইবে। মহর্ষি পতঞ্জলি যোগসূত্রের প্রথমেই বলিয়াছেন "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" (ক)—মনের সমস্ত বৃত্তিনিরোধের নাম যোগ। চিত্তবৃত্তি পাঁচ প্রকার—প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা স্মৃতি। ১—ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা উপলব্ধি করিয়া মনের অনুভববিশেষের নাম প্রমাণ। ২—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশাদি বৃত্তিভেদে মিথ্যাজ্ঞানের নাম বিপর্য্যয়।৩—শব্দ শ্রবণপূর্ব্বক বিশেষ অর্থবাদশূন্য চিত্ত বিশেষের নাম বিকল্প। যেমন বন্ধ্যার পুত্র, ঘোড়ার ডিম ইত্যাদি শব্দ শ্রবণে তত্তাবতের প্রকৃতার্থ অভাবে কোন যথার্থ অনুভূতি না হওয়ায় একটী অলীক চিন্তা মাত্র উদয় হয়, সেইরূপ চিত্তবৃত্তির নাম বিকল্প। ৪—প্রমাণ বিপর্য্যয়, বিকল্প ও স্মৃতি এই বৃত্তিনিচয় যে তমোগুণের গভীর আবেশে স্ফুরিত হয় না, তাদৃশ চিত্তবৃত্তির নাম নিদ্রা। ৫—পূর্ব্বানুভূত সংস্কার হইতে যে জ্ঞানের উৎপত্তি হয় তাহার নাম স্মৃতি। এইরূপ তাবৎ চিত্তবৃত্তি যিনি নিরোধ করিতে সমর্থ, তিনিই যোগী। নিষ্কাম কর্ম্মীও সংকল্পাদিত্যাগ জন্য চিত্তবৃত্তি নিরোধে সমর্থ, এই জন্য তিনিও যোগী নামের যোগ্য ॥ ২ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। যোগম্ আরুরুক্ষোঃ (যোগারূঢ় হইতে ইচ্ছুক) মুনেঃ (মুনির) কর্ম্ম কারণম্ (সাধনের কারণ স্বরূপ) উচ্যতে (কথিত হয়)। যোগারূঢ়স্য (যোগারূঢ় হইলে) তস্য (তাঁহার) শমঃ এব (কর্ম্মত্যাগই) কারণম্ উচ্যতে (কথিত হয়)। ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে মুনি যোগারূঢ় হইতে চাহেন, যোগসাধনের পক্ষে কর্ম্মই তাঁহার কারণ স্বরূপ এবং যিনি যোগারূঢ় হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে কর্ম্মসন্ন্যাসই পরম সাধন ॥ ৩ ॥

(ক) পাতঞ্জলযোগসূত্র ১।২।

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসংকল্পসংন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ধ্যানযোগস্য ফলনিরপেক্ষঃ কর্ম্মযোগো বহিরঙ্গং সাধনমিতি তং সংন্যাসত্বেন স্তুত্বাঽধুনা কর্ম্মযোগস্য ধ্যানযোগসাধনত্বং দর্শয়তি—আরুরুক্ষোরিতি। আরুরুক্ষোঃ আরোঢুমিচ্ছতঃ। অনারূঢ়স্য ধ্যানযোগেঽবস্থাতুমশক্তস্যৈবেত্যর্থঃ। কস্যারুরুক্ষোঃ? মুনেঃ—কর্ম্মফলসংন্যাসিন ইত্যর্থঃ। কিমারুরুক্ষোঃ? যোগম্। কর্ম্ম কারণং সাধনমুচ্যত ইত্যর্থঃ। যোগারূঢ়স্য পুনস্তস্যৈব শম উপশমঃ সর্ব্বকর্ম্মভ্যো নিবৃত্তিঃ কারণং যোগারূঢ়ত্বস্য সাধনমুচ্যত ইত্যর্থঃ। যাবদ্যাবৎ কর্ম্মভ্য উপরমতে তাবত্তাবন্নিরায়াসস্য জিতেন্দ্রিয়স্য চিত্তং সমাধীয়তে। তথা সতি স ঝটিতি যোগারূঢ়ো ভবতি। তথা চোক্তং ব্যাসেন—নৈতাদৃশং ব্রাহ্মণস্যাঽস্তি বিত্তং যথৈকতা সমতা সত্যতা চ। শীলং স্থিতির্দণ্ডনিধানমার্জবং ততস্ততশ্চোপরমঃ ক্রিয়াভ্যঃ ॥ (ক) ইতি ॥ ৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তর্হি যাবজ্জীবং কর্ম্মযোগ এব প্রাপ্ত ইত্যাশঙ্ক্য তস্যাঽবধিমাহ—আরুরুক্ষোরিতি। জ্ঞানযোগমারোঢুং প্রাপ্তুমিচ্ছোঃ পুংসস্তদারোহে কারণং কর্ম্মোচ্যতে। চিত্তশুদ্ধিকরত্বাৎ। জ্ঞানযোগমারূঢ়স্য তু তস্যৈব ধ্যাননিষ্ঠস্য শমং সমাধিশ্চিত্তবিক্ষেপককর্ম্মোপরমো জ্ঞানপরিপাকে কারণমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। অন্তঃকরণশুদ্ধিজনিত বিষয়সুখে তীব্র বৈরাগ্যের নাম যোগ। যিনি এইরূপ যোগে আরূঢ় হইতে চাহেন, তিনি আরুরুক্ষু নামে অভিহিত হয়েন। ফলকামনাত্যাগী আরুরুক্ষু ব্যক্তিই এ শ্লোকে মুনি বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। বেদবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধি হইলেই সাধু যোগারূঢ় হয়েন। যোগারূঢ় হইয়া জ্ঞাননিষ্ঠায় পরিপক্ব হইলে তাঁহাকে আর কর্ম্ম করিতে হয় না। কিন্তু যাহাদের বৈরাগ্যের উদয় হয় না, তাহাদিগকে যাবজ্জীবনই কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়। চিত্তশুদ্ধি না হইলে কর্ম্ম কখনই ত্যাগ করিতে নাই। ৩ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। যদা (যখন) সর্ব্বসংকল্পসংন্যাসী (সর্ব্বসংকল্পত্যাগী ব্যক্তি) ইন্দ্রিয়ার্থেষু (ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে) কর্ম্মসু (কর্ম্মসমূহে) ন অনুষজ্জতে (আসক্ত হন না), তদা (তখন) যোগারূঢ়ঃ উচ্যতে (বলা যায়) ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। যখন মানব শব্দাদি বিষয়ে অনাসক্ত, কর্ম্মানুষ্ঠানে সম্পূর্ণ বিনিবৃত্ত, এবং সমস্ত প্রকার সঙ্কল্পবর্জ্জিত হয়েন তখনই তাঁহাকে যোগারূঢ় বলা যায় ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথেদানীং কদা যোগারূঢ়ো ভবতি? উচ্যতে—যদেতি। যদা

(ক) মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ১৭৫।৩৭।

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ ৫ ॥

সমাধীয়মানচিত্তো যোগী যদেন্দ্রিয়ার্থেষু—ইন্দ্রিয়াণামর্থাঃ শব্দাদয়ঃ। তেষু। কর্ম্মসু চ নিত্যনৈমিত্তিককাম্যপ্রতিষিদ্ধেষু চ। প্রয়োজনাভাববুদ্ধ্যা নানুষজ্জতেঽনুষঙ্গং কর্ত্তব্যতাবুদ্ধিং ন করোতীত্যর্থঃ। সর্ব্বসংকল্পসংন্যাসী—সর্ব্বান্ সংকল্পানিহামুত্রার্থকামহেতূন্ সংন্যসিতুং শীলমস্যেতি সর্ব্বসংকল্পসংন্যাসী। যোগারূঢ়ঃ প্রাপ্তযোগ ইত্যেতৎ। তদা তস্মিন্ কাল উচ্যতে। সর্ব্বসংকল্পসংন্যাসীতি বচনাৎ সর্ব্বাংশ্চ কামান্ সর্ব্বাণি চ কর্ম্মাণি সংন্যসেদিত্যর্থঃ। সংকল্পমূলা হি সর্ব্বে কামাঃ। সংকল্পমূলঃ কামো বৈ যজ্ঞাঃ সংকল্পসম্ভবাঃ (ক)॥ কাম জানামি তে মূলং সংকল্পাৎ কিল জায়সে। ন ত্বাং সংকল্পয়িষ্যামি সমূলো ন ভবিষ্যসি (খ) ॥ ইত্যাদি স্মৃতেঃ। সর্ব্বকামপরিত্যাগে চ সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসঃ সিদ্ধো ভবতি। স যথাকামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি। যৎক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ম্ম কুরুতে। (গ) ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ ॥ যদ্‌যদ্ধি কুরুতে কর্ম্ম তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতম (ঘ) ইত্যাদি স্মৃতিভ্যশ্চ। ন্যায়াচ্চ। ন হি সর্ব্বসংকল্পসংন্যাসে কশ্চিৎ স্পন্দিতুমপি শক্তঃ। তস্মাৎ সর্ব্বসংকল্পসংন্যাসীতি বচনাৎ সর্ব্বান্ কামান্ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি চ ত্যাজয়তি ভগবান্। ৪।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কীদৃশোঽসৌ যোগারূঢ়ো যস্য শমঃ কারণমুচ্যত ইতি? অত্রাহ—যদেতি। ইন্দ্রিয়ার্থেষিন্দ্রিয়ভোগ্যেষু শব্দাদিষু তৎসাধনেষু চ কর্ম্মসু যদা নানুষজ্জত আসক্তিং ন করোতি। তত্র হেতুঃ—আসক্তিমূলভূতান্ সর্ব্বান্ ভোগবিষয়ান্ কর্ম্মবিষয়াংশ্চ সংকল্পান্ সংন্যসিতুং ত্যক্তুং শীলং যস্য সঃ। তদা যোগারূঢ় উচ্যতে ॥ ৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যখন মানবের সাধনগুণে জগৎ মিথ্যা জ্ঞান হওয়ায় মনোবেগ ইন্দ্রিয়প্রাপ্ত বিষয়ে ধাবিত হয় না, যখন নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, নিষিদ্ধ কোন প্রকার কর্ম্মেই চিত্তবৃত্তি প্রবৃত্ত হয় না, অর্থাৎ নিজ কোন প্রয়োজন সিদ্ধিরই আবশ্যকতা থাকে না, এবং "অমুক কার্য্য করিতে হইবে," "অমুক কার্য্য করিলে অমুক ফল হইয়া থাকে," মনোবৃত্তির অন্তর্মুখতা বশতঃ অন্তঃকরণে যাঁহার এরূপ সংকল্পের তরঙ্গ উত্থিত না হয়, তিনিই সমাধিস্থ, তিনিই যোগারূঢ় ॥ ৪ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। আত্মনা (আপনার দ্বারাই) আত্মানম্ (আপনাকে) উদ্ধরেৎ (উদ্ধার করিবে), আত্মানং (আত্মাকে) ন অবসাদয়েৎ (অবসন্ন করিবে না); হি (কেননা) আত্মা এই (আত্মাই) আত্মনঃ (আত্মার) বন্ধুঃ, আত্মা এব (আত্মাই) আত্মনঃ (আত্মার) রিপুঃ (শত্রু) ॥ ৫ ॥

মূলানুবাদ। জীবাত্মা আপনিই আপনাকে সংসার হইতে উদ্ধার করিবে,

(ক) মনু, ২।৩। (খ) মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ১৭৭।২৫। (গ) বৃহদারণ্যক, ৪।৪।৫। (ঘ) মনু, ২।৪।

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥ ৬ ॥

আত্মাকে কখন অবসন্ন করিবে না। কেননা আত্মাই আত্মার সুহৃৎ, আত্মাই আত্মার শত্রু ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যদৈবং যোগারূঢ়স্তদা তেনাত্মাত্মনোদ্ধৃতো ভবতি সংসারাদনর্থজাতাৎ। অতঃ—উদ্ধরেদিতি। উদ্ধরেৎ সংসারসাগরে নিমগ্নমাত্মনাত্মানম্। তত উৎ ঊর্দ্ধং হরেদুদ্ধরেৎ। যোগারূঢ়তামাপাদয়েদিত্যর্থঃ। নাত্মানমবসাদয়েন্নাধোগময়েৎ। আত্মৈব হি যস্মাদাত্মনো বন্ধুঃ। ন হ্যন্যঃ কশ্চিদ্বন্ধুঃ সংসারমুক্তয়ে ভবতি। বন্ধুরপি তাবন্মোক্ষং প্রতি প্রতিকূল এব। স্নেহাদিবন্ধনায়তনত্বাৎ। তস্মাদ্যুক্তমবধারণম্—আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরিতি। আত্মৈব রিপুঃ শত্রুঃ। যোঽন্যোঽপকারী বাহ্যঃ শত্রুঃ সোঽপ্যাত্মপ্রযুক্ত এবেতি যুক্তমেবাবধারণমাত্মৈব রিপুরাত্মন ইতি ॥ ৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অতো বিষয়াসক্তিত্যাগে মোক্ষং তদাসক্তৌ চ বন্ধং পর্য্যালোচ্য রাগাদিস্বভাবং ত্যজেদিত্যাহ—উদ্ধরেদিতি। আত্মনা বিবেকযুক্তেনাত্মানং সংসারাদুদ্ধরেৎ। ন ত্ববসাদয়েদধো ন নয়েৎ। হি যত আত্মৈব মনঃসঙ্গাত্যুপরত আত্মনঃ স্বস্য বন্ধুরুপকারকঃ। রিপুরপকারকশ্চ ॥ ৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। স্ত্রী, পুত্র, মিত্র, সম্পত্তি আদি নক্র-আবর্ত্তাদি যুক্ত সংসার রূপ সমুদ্র পার হইবার জীবের অপর কেহ সহায় নাই। আপনিই বস্তুবিবেক-বিচারাদি রূপ নৌকাবলম্বনে পার হইতে হইবে। আপনি ভিন্ন আপনার প্রিয় বন্ধু আর কেহ নাই। আপনার হিতার্থে আপনি যত্ন না করিলে অন্যের দ্বারা কিছুই হইবে না। আপনি আপনাকে সাবধানে না চালাইলে তুমিই তোমার শত্রু হইবে। অমুক আমাকে কুপথে লইয়া গেল, নরকে ডুবাইল বলিয়া অন্যের গ্লানি করা ব্যর্থ ॥ ৫ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। যেন আত্মনা এব (যে আত্মা কর্ত্তৃক) আত্মা জিতঃ (বশীভূত হইয়াছে) আত্মা তস্য আত্মনঃ সেই (আত্মার) বন্ধুঃ (হিতকর), অনাত্মনঃ তু (অজিতাত্মার) আত্মা এব (আত্মাই) শত্রুত্বে শত্রুবৎ (শত্রুর ন্যায়) বর্ত্তেত (অবস্থান করে) ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে আত্মা আত্মাকে জয় করিয়াছে, সেই আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং যে আত্মা আত্মাকে জয় করিতে অসমর্থ সেই আত্মাই বাহ্য শত্রুর ন্যায় আত্মার পরম শত্রু ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। আত্মৈবাত্মনো বন্ধুঃ। আত্মৈব রিপুরাত্মন ইত্যুক্তম্। তত্র কিংলক্ষণ আত্মাত্মনো বন্ধুঃ? কিংলক্ষণো বাত্মাত্মনো রিপুরিতি? উচ্যতে—বন্ধুরিতি। বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭ ॥

তস্যাত্মনঃ স আত্মা বন্ধুর্যেনাত্মনাত্মৈব জিতঃ। আত্মা কার্য্যকরণসংঘাতো যেন জিতো বশীকৃতঃ। জিতেন্দ্রিয় ইত্যর্থঃ। অনাত্মনস্ত্বজিতাত্মনস্তু শত্রুত্বে শত্রুভাবে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ। যথাঽনাত্মা শত্রুরাত্মনোঽপকারী তথাত্মাত্মনোঽপকারে বর্ত্তেতেত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কথংভূতস্যাত্মৈব বন্ধুঃ? কথংভূতস্য চাত্মৈব রিপুরিত্যপেক্ষায়ামাহ—বন্ধুরিতি। যেনাত্মনৈবাত্মা কার্য্যকরণসংঘাতরূপো জিতো বশীকৃতস্তস্য তথাভূতস্যাত্মন আত্মৈব বন্ধুঃ। অনাত্মনোঽজিতাত্মনস্ত্বাত্মৈবাত্মনঃ শত্রুত্বে শত্রুবদপকারকারিত্বে বর্ত্তেত ॥ ৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যে বিজ্ঞানময়াখ্য আত্মার সূক্ষ্ম শক্তি প্রভাবে এই স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ ভাবে প্রকাশিত এই শরীর রূপ আত্মা বশীভূত হয়, সেই আত্মাই আত্মার বন্ধু। আর বিবেকবিচারহীন অবিদ্যান্ধীভূত আত্মাই শত্রুর ন্যায় মহা অপকারী হইয়া জীবকে জন্ম মরণ, জরা শোকাদি অন্ধকূপে নিক্ষেপ করিয়া থাকে ॥ ৬ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু (শীত উষ্ণ সুখ দুঃখে) তথা (এবং) মানাপমানয়োঃ (মান ও অপমানে) প্রশান্তস্য (রাগদ্বেষশূন্য) জিতাত্মনঃ (জিতাত্মার) [হৃদয়ে] পরমাত্মা সমাহিতঃ (নিশ্চলভাবে বিরাজ করেন) ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। শীতোষ্ণসুখদুঃখ সহিষ্ণু হইয়া ও মানাপমান সমান বোধ করিয়া যে আত্মা জিতাত্মা ও প্রশান্ত হইয়াছেন, সেই আত্মাতেই পরমাত্মা সমাহিত অর্থাৎ নিশ্চল ভাবে বিরাজিত থাকেন ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। জিতাত্মন ইতি। জিতাত্মনঃ—কার্য্যকরণাদিসংঘাত আত্মা জিতো যেন স জিতাত্মা। তস্য জিতাত্মনঃ। প্রশান্তস্য প্রসন্নান্তঃকরণস্য সতঃ সংন্যাসিনঃ। পরমাত্মা সমাহিতঃ সাক্ষাদাত্মভাবেন বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথামানেঽপমানে চ মানাপমানয়োঃ পূজাপরিভবয়োঃ। সমঃ স্যাদিত্যধ্যাহারঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। জিতাত্মনঃ স্বস্মিন্ বন্ধুত্বং স্ফুটয়তি—জিতাত্মন ইতি। জিত আত্মা যেন তস্য। প্রশান্তস্য রাগাদিরহিতস্যৈব। পরং কেবলমাত্মা শীতোষ্ণাদিষু সৎস্বপি সমাহিতঃ স্বাত্মনিষ্ঠো ভবতি। নাঽন্যস্য। যদ্বা তস্য হৃদি পরমাত্মা সমাহিতঃ স্থিতো ভবতি ॥ ৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। চিত্তের বিক্ষেপ নিবৃত্তি পাইলেও জীব শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু হয়। এইরূপ নির্দ্বন্দ্ব পুরুষের পক্ষে স্তুতি ও নিন্দা, মান ও অপমান সকলই সমান।

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮ ॥

ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে মন ধাবিত না হইলেই মানব প্রশান্ত হয়েন। নির্দ্বন্দ্ব ও প্রশান্তাত্মা হইলেই পরমাত্মানুভূতি নিত্য নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় আত্মাতে প্রকটিত হয়॥ ৭॥

—:০:—

অন্বয়বোধিনী। জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা (জ্ঞান বিজ্ঞানে পরিতৃপ্তচিত্ত) কূটস্থঃ (বিকারশূন্য) বিজিতেন্দ্রিয়ঃ (জিতেন্দ্রিয়) সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ (মৃৎ শিলা ও স্বর্ণে সমদর্শী) যোগী যুক্তঃ ইতি (যোগারূঢ়) উচ্যতে (কথিত হয়েন)॥ ৮॥

বঙ্গানুবাদ। যাঁহার চিত্ত জ্ঞান বিজ্ঞানে পরিতৃপ্ত, যিনি বিকারশূন্য ও জিতেন্দ্রিয়, এবং মৃৎ শিলা ও স্বর্ণে যাঁহার সমান জ্ঞান, সেই যোগী পুরুষই যোগারূঢ় বলিয়া কথিত হয়েন॥ ৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্। জ্ঞানেতি। জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা—জ্ঞানং শাস্ত্রোক্তপদার্থানাং পরিজ্ঞানম্। বিজ্ঞানং তু শাস্ত্রতো জ্ঞাতানাং তথৈব স্বাঽনুভবকরণম্। তাভ্যাং জ্ঞানবিজ্ঞানাভ্যাং তৃপ্তঃ সংজাতালংপ্রত্যয় আত্মাঽন্তঃকরণং যস্য স জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা। কূটস্থোঽপ্রকম্প্যো ভবতীত্যর্থঃ। বিজিতেন্দ্রিয়শ্চ। য ঈদৃশো যুক্তঃ সমাহিত ইতি স উচ্যতে কথ্যতে। স যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ। লোষ্টাঽশ্মকাঞ্চনানি সমানি যস্য স সমলোষ্টাঽশ্মকাঞ্চনঃ॥ ৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যোগারূঢ়স্য লক্ষণং শ্রৈষ্ঠ্যং চোক্তমুপসংহরতি—জ্ঞানেতি। জ্ঞানমৌপদেশিকং। বিজ্ঞানমপরোক্ষাঽনুভবঃ। তাভ্যাং তৃপ্তো নিরাকাঙ্ক্ষ আত্মা চিত্তং যস্য। অতঃ কূটস্থো নির্ব্বিকারঃ। অত এব বিজিতানীন্দ্রিয়াণি যেন। অত এব সমানি লোষ্টাদীনি যস্য। মৃৎপিণ্ডপাষাণসুবর্ণেষু হেয়োপাদেয়বুদ্ধিশূন্যঃ। স যুক্তো যোগারূঢ় ইত্যুচ্যতে॥ ৮॥

গীতার্থসন্দীপনী। গুরূপদেশমার্জ্জিত শাস্ত্রোক্ত পদার্থ বুঝিবার নির্ম্মলা বুদ্ধির নাম জ্ঞান, এবং সেই দিব্যবুদ্ধিবৃত্তির অনুমোদিত অপ্রমাণ্যাশঙ্কানিবারণক্ষম বিচারদ্বারা শাস্ত্রোক্ত পদার্থানুভব রূপ অপরোক্ষ জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান। এই জ্ঞান বিজ্ঞান পরিতৃপ্ত আত্মা কূটস্থ অর্থাৎ অবিচলিত। ইন্দ্রিয়ভোগ্য পদার্থ সম্মুখে থাকিতেও যাঁহার মন বিচলিত হয় না, যিনি রাগদ্বেষাদি বর্জ্জিত, তিনিই বিজিতেন্দ্রিয়। জ্ঞানবিজ্ঞানযুক্ত, জিতেন্দ্রিয়, নিঃস্পৃহ পুরুষের তীব্র বৈরাগ্য জন্য মৃৎকাঞ্চনাদিতে সমজ্ঞান হয়। এই অবস্থাতেই সাধু যোগারূঢ় বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন॥ ৮॥

সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥ ৯ ॥
যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়বোধিনী। সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু (সুহৃৎ, মিত্র, অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য ও বন্ধুতে) সাধুষু অপি (সাধুতেও) পাপেষু চ (ও অসাধুতে) সমবুদ্ধিঃ (সমান জ্ঞানবান্) বিশিষ্যতে (শ্রেষ্ঠ হয়েন) ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। সুহৃৎ, মিত্র, অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য ও বন্ধুতে, এবং সাধু, অসাধু যাঁহার সমবুদ্ধি, তিনিই শ্রেষ্ঠ ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—সুহৃদিতি। সুহৃদিত্যাদিশ্লোকার্দ্ধমেকং পদম্। সুহৃদিতি প্রত্যুপকারমনপেক্ষ্যোপকর্ত্তা। মিত্রং স্নেহবান্। অরিঃ শত্রুঃ। উদাসীনো ন কস্যচিৎ পক্ষং ভজতে। মধ্যস্থো যো বিরুদ্ধয়োরুভয়োর্হিতৈষী। দ্বেষ্য আত্মনোঽপ্রিয়ঃ। বন্ধুঃ সম্বন্ধী। ইত্যেতেষু। সাধুষু শাস্ত্রানুবর্ত্তিষু। অপি চ পাপেষু প্রতিষিদ্ধকারিষু। সর্ব্বেষ্বেতেষু সমবুদ্ধিঃ। কঃ কর্ত্তা কিং কর্ম্মেত্যব্যাপৃতবুদ্ধিরিত্যর্থঃ। বিশিষ্যতে। বিমুচ্যত ইতি বা পাঠান্তরম্। যোগারূঢ়ানাং সর্ব্বেষাময়মুত্তম ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। সুহৃন্মিত্রাদিষু সমবুদ্ধিযুক্তস্ত ততোঽপি শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ —সুহৃদিতি। সুহৃৎ স্বভাবেনৈব হিতাশংসী। মিত্রং স্নেহবশেনোপকারকঃ। অরির্ঘাতকঃ। উদাসীনো বিবদমানয়োরুভয়োরপ্যুপেক্ষকঃ। মধ্যস্থো বিবদমানয়োরুভয়োরপি হিতাশংসী। দ্বেষ্যো দ্বেষবিষয়ঃ। বন্ধুঃ সম্বন্ধী। সাধবঃ সদাচারাঃ। পাপা দুরাচারাঃ। এতেষু সমা রাগদ্বেষাদিশূন্যা বুদ্ধির্যস্ত স তু বিশিষ্টঃ ॥ ৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি উপকারের আশা না রাখিয়া অন্যের উপকার করেন ও যিনি নিজ উপকারের আশা রাখিয়া অন্যের উপকার করেন, যে নিজ অপকার না হইতেই অন্যের অপকার করে, অথবা যিনি লোকের হিত বা অহিত সাধনের কিছুতেই প্রবৃত্ত নহেন, বা যিনি বিবদমান ব্যক্তিদ্বয়ের বিবাদ মিটাইয়া দেন, ও যে অন্যে অপকার করিবে বলিয়া তাহার অপকার করে, কিংবা কিঞ্চিৎ সম্বন্ধ আছে বলিয়া যিনি উপকার করেন, এইরূপ সুহৃৎ, মিত্র, অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য ও বন্ধুকে, এবং শাস্ত্রবিহিত শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠানকর্ত্তাকে ও শাস্ত্রনিষিদ্ধ অশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠাতাকে, এবং সর্ব্ববিধ প্রাণীকেই রাগদ্বেষাদি বর্জ্জিত চিত্তে যিনি সমান জ্ঞান করেন. তিনিই শ্রেষ্ঠ পুরুষ। ৯ ॥

:o:-

অন্বয়বোধিনী। যোগী সততং (নিরন্তর) রহসি (নির্জ্জন স্থানে) স্থিতঃ (থাকিয়া) একাকী যতচিত্তাত্মা (চিত্ত ও দেহ সংযম পূর্ব্বক) নিরাশীঃ

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্ ॥১১॥

(নিরাকাঙ্ক্ষ) অপরিগ্রহঃ (পরিগ্রহশূন্য) [হইয়া] আত্মানং (চিত্তকে) যুঞ্জীত (সমাহিত করিবেন)। ১০।

বঙ্গানুবাদ। যোগারূঢ় ব্যক্তি নিরন্তর নির্জ্জন স্থানে থাকিয়া দেহ ও অন্তঃকরণের সংযম, এবং আশা ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিত্তকে সমাহিত করিবেন। ১০।

শাঙ্করভাষ্যম্। অত এবমুত্তমফলপ্রাপ্তয়ে—যোগী তি। যোগী ধ্যায়ী। যুঞ্জীত সমাদধ্যাৎ। সততং সর্ব্বদা। আত্মানমন্তঃকরণম্। রহস্যেকান্তে গিরিগুহাদৌ স্থিতঃ সন্। একাক্যসহায়ঃ। রহসি স্থিত একাকী চেতি বিশেষণাৎ সংন্যাসং কৃত্বেত্যর্থঃ। যতচিত্তাত্মা—চিত্তমন্তঃকরণমাত্মা দেহশ্চ সংযতৌ যস্য স যতচিত্তাত্মা। নিরাশীর্ব্বীততৃষ্ণঃ। অপরিগ্রহশ্চ পরিগ্রহরহিত ইত্যর্থঃ। সংন্যাসিত্বেঽপি সতি ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ সন্ যুঞ্জীতেত্যর্থঃ॥ ১০।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবং যোগারূঢ়স্য লক্ষণমুক্তেদানীং তস্য সাঙ্গং যোগং বিধত্তে—যোগীত্যাদিনা স যোগী পরমো মত ইত্যন্তেন গ্রন্থেন। যোগীতি। যোগী যোগারূঢ়ঃ। আত্মানং মনঃ। যুঞ্জীত সমাহিতং কুর্য্যাৎ। সততং নিরন্তরং। রহস্যেকান্তে স্থিতঃ সন্। একাকী সঙ্গশূন্যঃ। যতং সংযতং চিত্তমাত্মা দেহশ্চ যস্য। নিরাশীর্নিরাকাঙ্ক্ষঃ। অপরিগ্রহঃ পরিগ্রহশূন্যশ্চ। ১০।

গীতার্থসন্দীপনী। যোগারূঢ় ব্যক্তির লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়া এক্ষণে সম্পূর্ণ যোগাঙ্গলক্ষণ বলিতেছেন। ক্ষিপ্ত, মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত এই তিন অবস্থা অতিক্রম করিয়া চিত্তের একাগ্রনিরোধের নাম চিত্তসমাধান। এইরূপ চিত্তসমাধান করিতে হইলে গৃহ, পরিবার ও কোলাহলপূর্ণ জনসমাজ পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন পর্ব্বতগুহা বা বিজন বনে একাকী বাস করিতে হয়; অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়গণসহ শরীরের যোগবিরোধি কার্য্য হইতে বিমুখ করিতে হয়; বিষয়ে দোষদর্শন করিয়া বৈরাগ্যযুক্ত হইতে হয় ও যোগের প্রতিবন্ধক রূপ পদার্থ সংগ্রহে বিরত হইতে হয়। ১০॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। শুচৌ (পবিত্র) দেশে (স্থানে) স্থিরং (নিশ্চল) ন অত্যুচ্ছ্রিতং (অতি উচ্চ নয়) ন অতিনীচং (অতি নিম্ন নয়) চেলাজিনকুশোত্তরং (ক্রমান্বয়ে কুশ, অজিন ও বস্ত্র দ্বারা রচিত) আত্মনঃ (নিজের) আসনং প্রতিষ্ঠাপ্য (সংস্থাপনপূর্ব্বক)। ১১।

বঙ্গানুবাদ। পবিত্র স্থানে নিজ আসন নিশ্চল রাখিতে হয়; এই আসন যেন অতি উচ্চ অথবা অতি নিম্ন না হয়। প্রথমে কুশাসন, তদুপরি মৃগাজিন, তাহার উপরে বস্ত্র আচ্ছাদন করিতে হয়। ১১।

তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্‌যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথেদানীং যোগং যুঞ্জত আসনাহারবিহারাদীনাং যোগসাধনত্বেন নিয়মো বক্তব্যঃ। প্রাপ্তযোগস্য লক্ষণং তৎফলাদি চেত্যত আরভ্যতে। তত্রাসনমেব তাবৎ প্রথমমুচ্যতে—শুচাবিতি। শুচৌ শুদ্ধে বিবিক্তে স্বভাবতঃ সংস্কারতো বা। দেশে স্থানে। প্রতিষ্ঠাপ্য। স্থিরমচলমাত্মন আসনম্। নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতীবোচ্ছ্রিতং। নাপ্যতিনীচম্। তচ্চ চেলাজিনকুশোত্তরম্। চেলমজিনং কুশাশ্চোত্তরে যস্মিন্নাসনে তদাসনং চেলাজিনকুশোত্তরম্। পাঠক্রমাদ্বিপরীতোঽত্র ক্রমশ্চেলাদীনাম্ ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। আসননিয়মং দর্শয়ন্নাহ—শুচাবিতি দ্বাভ্যাং। শুদ্ধে স্থানে। আত্মনঃ স্বস্যাসনং স্থাপয়িত্বা। কীদৃশং ? স্থিরমচলং। নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতীবোন্নতম্। ন চাতিনীচম্। চেলং বস্ত্রম্। অজিনং ব্যাঘ্রাদিচর্ম্ম। চেলাজিনে কুশেভ্য উত্তরে যস্য। কুশানামুপরি চর্ম্ম তদুপরি বস্ত্রমাস্তীর্য্যেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যেখানকার স্থানীয় প্রকৃতি স্বাভাবিক শুদ্ধ, [গোময় মৃত্তিকাদিলেপনের দ্বারা স্থান শুদ্ধ করিয়া লইলেও হয়], যেখানে ভয় কোলাহলাদি নাই, এইরূপ নির্ম্মল ও নির্জ্জন স্থানে যোগার্থী আসন স্থাপন করিবেন। কাষ্ঠাদির উপর আসন না করিয়া মৃত্তিকা বা শিলাদির উপর আসন করিবেন। আসন সমতল স্থান হইতে অধিক উচ্চ বা নিম্ন না হয়। আসন উচ্চ হইলে পড়িয়া যাইবার এবং অত্যন্ত নিম্ন হইলে বর্ষাদি কালে ক্লেশ পাইবার সম্ভাবনা। প্রথমে মৃত্তিকা সমান করিয়া তাহার উপর কুশাসন, কুশাসনের উপর কোমল মৃগ বা ব্যাঘ্রচর্ম্ম, তাহার উপরে কোমল বস্ত্র বিছাইয়া যোগী উপবেশন করিবেন। গৃহস্থদিগের পক্ষে বস্ত্রাসন নিষিদ্ধ। যোগী অন্যের আসনে কখন উপবেশন করিবেন না ; এবং যোগীর বা সন্ন্যাসীর আসনেও অন্যের বসিতে নাই। ১১ ॥

:o:-

অন্বয়বোধিনী। তত্র (সেই আসনে) উপবিশ্য (বসিয়া) যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ (চিত্ত ইন্দ্রিয় ও ক্রিয়া সংযম পূর্ব্বক) [যোগী] মনঃ (মনকে) একাগ্রং কৃত্বা (এক পদার্থে স্থাপন করিয়া) আত্মবিশুদ্ধয়ে (অন্তঃকরণশুদ্ধির নিমিত্ত) যোগং (সমাধি) যুঞ্জ্যাৎ (অভ্যাস করিবেন) ॥ ১২ ।

বঙ্গানুবাদ। এইরূপ আসনে বসিয়া জিতচিত্ত, জিতেন্দ্রিয় ও জিতক্রিয় পুরুষ নিজ মনকে একাগ্র করিয়া অন্তঃকরণশুদ্ধির নিমিত্ত সমাধি অভ্যাস করিবেন ॥ ১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। প্রতিষ্ঠাপ্য কিম্ ?—তত্রেতি। তত্র তস্মিন্নাসন উপবিশ্য যোগং যুঞ্জ্যাৎ। কথং ? সর্ব্ববিষয়েভ্য উপসংহৃত্যৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা। যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ—চিত্তং

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥১৩॥

চেন্দ্রিয়াণি চ চিত্তেন্দ্রিয়াণি। তেষাং ক্রিয়া সংযতা যস্য স যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ। স কিমর্থং যোগং যুঞ্জ্যাদিতি? আহ—আত্মবিশুদ্ধয়ে। অন্তঃকরণস্য বিশুদ্ধ্যর্থমিত্যেতৎ ॥ ১২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তত্রেতি। তত্র তস্মিন্নাসন উপবিশ্যৈকাগ্রং বিক্ষেপরহিতং মনঃ কৃত্বা যোগং যুঞ্জ্যাদভ্যসেৎ। যতাঃ সংযতাশ্চিত্তস্যেন্দ্রিয়াণাং চ ক্রিয়া যস্য সঃ। আত্মনো মনসো বিশুদ্ধয় উপশান্তয়ে ॥ ১২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি চিত্ত, ইন্দ্রিয় ও ক্রিয়াসকলকে যোগবিরুদ্ধ পথ হইতে আকর্ষণ করিয়া আনিতে শিখিয়াছেন, তিনিই ঈদৃশ আসনের অধিকারী। যোগাসনোপবিষ্ট মহাত্মা প্রত্যাহৃত চিত্তকে আত্মসাক্ষাৎকারার্থ অন্তর্গতিশীল করিতে চেষ্টা করিবেন। এই সময়ে মনের বিজাতীয় বৃত্তি সকল বিনষ্ট হইয়া যাইবে। এই ক্রিয়াকৌশলে চিত্তের একাগ্রতাবৃদ্ধির নিমিত্ত, সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অভ্যাস হইবে। এই ব্রহ্মাকার মনোবৃত্তিপ্রবাহকেই নিদিধ্যাসন কহে ॥ ১২ ॥

———:০:———

অন্বয়বোধিনী। কায়শিরোগ্রীবং (শরীর, মস্তক ও গলদেশকে) সমম্ (সরল) অচলং (নিশ্চল ভাবে) ধারয়ন্ (রাখিয়া) স্থিরঃ (স্থির হইয়া) স্বং (নিজ) নাসিকাগ্রং (নাসাগ্র) সংপ্রেক্ষ্য (দর্শন করতঃ) দিশঃ (দিক্‌সমূহ) অনবলোকয়ন্ চ (অবলোকন না করিয়া) ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। যোগাভ্যাসী ব্যক্তি যত্নপূর্ব্বক কায়, শির, ও গ্রীবা সমান ও অচল ভাবে রাখিয়া স্থিরতার সহিত নাসাগ্র দর্শন করিবেন, অন্য কোন দিকে তাকাইবেন না ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। বাহ্যমাসনমুক্তম্। অধুনা শরীরস্য ধারণং কথমিতি? উচ্যতে—সমমিতি। সমং কায়শিরোগ্রীবং—কায়শ্চ শিরশ্চ গ্রীবা চ কায়শিরোগ্রীবম্। তৎ সমং ধারয়ন্। অচলং চ। সমং ধারয়তশ্চলনং সংভবতি। অতো বিশিনষ্টি—অচলমিতি। স্থিরঃ। স্থিরো ভূত্বেত্যর্থঃ। স্বং নাসিকাগ্রং সংপ্রেক্ষ্য সম্যক্ প্রেক্ষণং দর্শনং কৃত্বেবেতীবশব্দো লুপ্তো দ্রষ্টব্যঃ। ন হি স্বনাসিকাগ্রসংপ্রেক্ষণমিহ বিধিৎসিতম্। কিং তর্হি? চক্ষুষোর্দৃষ্টিসন্নিপাতঃ। স চান্তঃকরণসমাধানাপেক্ষো বিবক্ষিতঃ। স্বনাসিকাগ্রসংপ্রেক্ষণমেব চেদ্বিবক্ষিতং মনস্তত্রৈব সমাধীয়েত নাত্মনি। আত্মনি হি মনসঃ সমাধানং বক্ষ্যতি—আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বেতি। তস্মাদিবশব্দলোপেনাক্ষ্ণোর্দৃষ্টিসন্নিপাত এব সংপ্রেক্ষ্যেত্যুচ্যতে। দিশশ্চানবলোকয়ন্। দিশাং চাবলোকনমন্তরাঽকুর্ব্বন্নিত্যেতৎ ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। চিত্তৈকাগ্র্যোপযোগিনীং দেহাদিধারণাং দর্শয়ন্নাহ—সমমিতি দ্বাভ্যাম্। কায় ইতি দেহস্য মধ্যভাগো বিবক্ষিতঃ। কায়শ্চ শিরশ্চ গ্রীবা চ কায়-

প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ॥ ১৪॥

শিরোগ্রীবম্। মূলাধারাদারভ্য মূর্দ্ধাঽগ্রপর্য্যন্তং সমমবক্রং। অচলং নিশ্চলং। ধারয়ন্। স্থিরো দৃঢ়প্রযত্নো ভূত্বেত্যর্থঃ। স্বীয়ং নাসিকাগ্রং সংপ্রেক্ষ্যেত্যর্দ্ধনিমীলতনেত্র ইত্যর্থঃ। ইতস্ততো দিশশ্চাঽনবলোকয়ন্নাসীতেত্যুত্তরেণাঽন্বয়ঃ॥ ১৩॥

গীতার্থসন্দীপনী। আসনস্থ যোগাভ্যাসী কটিদেশ, মেরুদণ্ড, গ্রীবা ও মস্তক দণ্ডবৎ সরল রাখিবে। বামে দক্ষিণে বা সম্মুখে দৃষ্টি না পড়ে, এই জন্য নিজ নাসাগ্রবর্ত্তী আকাশে দৃষ্টি স্থির রাখিবে। নাসাগ্র শব্দে নাসার অগ্রভাগ দর্শন করিতে বলা ভগবানের উদ্দেশ্য নহে। চাক্ষুষী বৃত্তির দ্বারা মন নাসাগ্রে নিবিষ্ট হইলে উহা ব্রহ্মাকারাকারিত না হইয়া নাসাগ্রাকারাকারিত হইয়া যাইবে। ইহাতে যোগসিদ্ধির বিপর্য্যয় হইতে পারে। এই জন্য ভগবান্ নাসার অগ্র আকাশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চাক্ষুষী বৃত্তিকে অন্যান্য দিক্ হইতে আকর্ষণ করিবার ইঙ্গিত করিয়াছেন॥ ১৩॥

———:০:———

অন্বয়বোধিনী। প্রশান্তাত্মা (প্রশান্তচেতাঃ) বিগতভীঃ (ভয়বর্জ্জিত) ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ (ব্রহ্মচর্য্যশীল) মনঃ সংযম্য (মনঃ সংযম পূর্ব্বক) মচ্চিত্তঃ (মদ্গতচিত্ত) মৎপরঃ (মৎপরায়ণ) [হইয়া] যুক্তঃ (যোগাভ্যাসী পুরুষ) আসীত (অবস্থিতি করিবেন)॥ ১৪॥

বঙ্গানুবাদ। তৎপরে প্রশান্তাত্মা, ভয়বর্জ্জিত, ব্রহ্মচর্য্যশীল, নিগৃহীতমনাঃ, মদ্গতচিত্ত ও মৎপরায়ণ হইয়া যোগাভ্যাসী পুরুষ সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে অবস্থিতি করিবেন॥ ১৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—প্রশান্তেতি। প্রশান্তাত্মা—প্রকর্ষেণ শান্ত আত্মাঽন্তঃকরণং যস্য সোঽয়ং প্রশান্তাত্মা। বিগতভীর্বিগতভয়ঃ। ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ। ব্রহ্মচারিণো ব্রতং ব্রহ্মচারিব্রতং ব্রহ্মচর্য্যং গুরুশুশ্রূষা ভিক্ষান্নভুক্ত্যাদি। তস্মিন্ স্থিতঃ। তদনুষ্ঠাতা ভবেদিত্যর্থঃ। কিঞ্চ মনঃ সংযম্য। মনসো বৃত্তীরুপসংহৃত্যেত্যেতৎ। মচ্চিত্তঃ—ময়ি পরমেশ্বরে চিত্তং যস্য সোঽয়ং মচ্চিত্তঃ। যুক্তঃ সমাহিতঃ সন্নাসীতোপবিশেৎ। মৎপরঃ—অহং পরো যস্য সোঽয়ং মৎপরঃ। ভবতি কশ্চিদ্রাগী স্ত্রীচিত্তঃ। ন তু স্ত্রিয়মেব পরত্বেন গৃহ্নাতি। কিং তর্হি? রাজানং মহাদেবং বা। অয়ং তু মচ্চিত্তো মৎপরশ্চ॥ ১৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। প্রশান্তেতি। প্রশান্ত আত্মা চিত্তং যস্য। বিগতা ভীর্ভয়ং যস্য। ব্রহ্মচারিব্রতে ব্রহ্মচর্য্যে স্থিতঃ সন্। মনঃ সংযম্য প্রত্যাহৃত্য। ময্যেব চিত্তং যস্য। অহমেব পরঃ পুরুষার্থো যস্য স মৎপরঃ। এবং যুক্তো ভূত্বাসীত তিষ্ঠেৎ॥ ১৪॥

গীতার্থসন্দীপনী। যোগাভ্যাসীর আসন স্থির হইলে রাগ দ্বেষাদির পরিহার করিয়া শাস্ত্রসিদ্ধ নিশ্চয় বুদ্ধির দ্বারা সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মত্যাগ করা উচিত কিনা? এই ভয়ের হস্ত

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ১৫ ॥

হইতে মুক্ত হইয়া গুরুশুশ্রূষু ও ভিক্ষান্নভোজী হইয়া, বিষয় বৈরাগ্য পূর্ব্বক ভগবন্নিষ্ঠাযুক্ত হইয়া, এবং কোন ভোগ সুখের আশা না করিয়া কেবলমাত্র ভগবৎপ্রেমাসক্ত হইয়া যোগাধিকারী সমাধি অভ্যাস করিবেন ॥ ১৪ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। এবং (উক্তপ্রকারে) নিয়তমানসঃ (সংযতচিত্ত) যোগী সদা আত্মানং (মনকে) যুঞ্জন্ (নিরোধ করিয়া) মৎসংস্থাং (আমার স্বরূপভূত) নির্ব্বাণপরমাং (নির্ব্বাণরূপ পরম) শান্তিম্ (শান্তি) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হন) ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। সংযতচিত্ত যোগাভ্যাসী পুরুষ সর্ব্বদা মন নিরোধ করিয়া আমার স্বরূপভূত নির্ব্বাণরূপ পরম শান্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথেদানীং যোগফলমুচ্যতে—যুঞ্জন্নিতি। যুঞ্জন্ সমাধানং কুর্ব্বন্। এবং যথোক্তেন বিধানেন। সদাত্মানম্। যোগী। নিয়তমানসঃ—নিয়তং সংযতংমোনসং মনো যস্য সোঽয়ং নিয়তমানসঃ। স শান্তিমুপরতিং নির্ব্বাণপরমাং। নির্ব্বাণং মোক্ষঃ। তৎপরমা নিষ্ঠা যস্যাঃ শান্তেঃ সা নির্ব্বাণপরমা। তাং নির্ব্বাণপরমাম্। মৎসংস্থাং মদধীনাম্। অধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥১৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যোগাভ্যাসফলমাহ—যুঞ্জন্নেবমিতি। এবমুক্তপ্রকারেণ সদাত্মানং মনো যুঞ্জন্ সমাহিতং কুর্ব্বন্। নিয়তং নিরুদ্ধং মানসং চিত্তং যস্য সঃ। শান্তিং সংসারোপরমং প্রাপ্নোতি। কথংভূতাম্? নির্ব্বাণং পরমং প্রাপ্যং যস্যাং তাম্। [মৎসংস্থাং মদ্রূপেণাবস্থিতাম্ ॥ ১৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। পূর্ব্বোক্ত রীতিতে যোগীর চিত্ত সংযত এবং আত্মাতে সমাহিত হইলে মনের আর বহির্বিষয়ে বিচরণ করিবার প্রবৃত্তি হয় না। মনের এই রূপ বৃত্তি সমূহের নিবৃত্তি হইলে যোগীর পরম শান্তি লাভ হয়। ঈদৃশী শান্তির কালে কামনা, কর্ম্ম ও অবিদ্যার সম্পূর্ণ তিরোভাব হয়। সেই সময়েই যোগী একমাত্র আনন্দস্বরূপে বিরাজ করিতে থাকেন। অনাত্মবস্তুসাধক ঐশ্বর্য্যাদির দিকে ঈদৃশ যোগী দৃষ্টিপাতও করেন না। ভগবান্ পতঞ্জলি বলিয়াছেন যে, ঐশ্বর্য্যসিদ্ধিসকল ব্রহ্মসমাধিমার্গের উপসর্গস্বরূপ (ক)। ঐশ্বর্য্যসিদ্ধি কালে দেবত্ব, দেবকন্যা, অতুল বিভব, বিমান আদি যোগীর সেবা ও অভিরমণার্থ উপস্থিত হইতে থাকে। বিষয়মুখী চিত্ত তাহাতেই কৃতকৃত্য হইয়া আপনাকে সাধু ও সিদ্ধ মনে করিতে পারে বটে; কিন্তু নিরুদ্ধচিত্ত যোগীন্দ্র পুরুষ তত্তাবৎ তৃণবৎ তুচ্ছ করিয়া বিষয়রূপ মৃগতৃষ্ণায় বিমুগ্ধ না হইয়া একমাত্র স্বরূপানুভূতিতেই নিমগ্ন হইয়া যান। যে অনির্ব্বচনীয়

(ক) পাতঞ্জলযোগসূত্র, ৩।৩৭।

নাঽত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাঽতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চাঽর্জ্জুন ॥ ১৬ ॥

অবস্থা প্রাপ্ত হইলে জীবের বাসনা বিকাশের বীজ বিদগ্ধ হইয়া যায়, তাহারই নাম পরম নির্ব্বাণ। সেই নির্ব্বাণ, সাক্ষাৎ ভগবানের স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥ ১৫ ॥

—:০:—

অন্বয়বোধিনী। [হে] অর্জ্জুন! অত্যশ্নতঃ (অতিভোজীর) যোগঃ (সমাধি) ন অস্তি (হয় না); একান্তম্ (নিতান্ত) অনশ্নতঃ (অনাহারীর) ন চ (হয় না); অতিস্বপ্নশীলস্য চ (অত্যন্ত নিদ্রালুরও) ন (হয় না), জাগ্রতঃ এব চ (অনিদ্রাভ্যাসীরও) ন (হয় না) ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে ব্যক্তি অত্যন্ত অধিকভোজী বা নিতান্ত অনাহারী, এবং যে ব্যক্তি অত্যন্ত নিদ্রালু বা নিতান্ত অনিদ্রাভ্যাসী, হে অর্জ্জুন! তাহার যোগ সমাধি হয় না ॥ ১৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ইদানীং যোগিন আহারাদিনিয়ম উচ্যতে—নাঽত্যশ্নত ইতি। নাঽত্যশ্নত আত্মসংমিতমন্নপরিমাণমতীত্যাঽশ্নতোঽত্যশ্নতো ন যোগোঽস্তি। ন চৈকান্তমনশ্নতো যোগোঽস্তি। যদু হ বা আত্মসংমিতমন্নং তদবতি তন্ন হিনস্তি। যদ্ভূয়ো হিনস্তি তৎ। যৎ কনীয়ো ন তদবতীতি শ্রুতেঃ। তস্মাদ্‌যোগী নাত্মসংমিতাদন্নাদধিকং ন্যূনং বাঽশ্নীয়াৎ। অথ বা যোগিনো যোগশাস্ত্রে পরিপঠিতাদন্নপরিমাণাদতিমাত্রমশ্নতো যোগো নাঽস্তি। উক্তং হি—অর্দ্ধং সব্যঞ্জনাঽন্নস্য তৃতীয়মুদকস্য তু। বায়োঃ সঞ্চরণার্থং তু চতুর্থমবশেষয়েৎ ॥ ইত্যাদিপরিমাণম্। তথা ন চাঽতিস্বপ্নশীলস্য যোগো ভবতি। নৈব চাঽতিমাত্রং জাগ্রতো যোগো ভবতি চ। অর্জ্জুন ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যোগাঽভ্যাসনিষ্ঠস্যাহারাদিনিয়মমাহ—নাঽত্যশ্নত ইতি দ্বাভ্যাম্। অত্যন্তমধিকং ভুঞ্জানস্যৈকান্তমত্যন্তমভুঞ্জানস্যাঽপি যোগঃ সমাধির্ন ভবতি। তথাঽতিনিদ্রাশীলস্যাঽতিজাগ্রতশ্চ যোগো নৈবাঽস্তি ॥ ১৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। অতি ভোজনে শারীর ধাতুর বিকার উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র শক্তির হানি হওয়ায় যোগী সমাধি করিতে সমর্থ হয় না; আবার নিতান্ত অনাহারে থাকিলে ক্ষুধার তাড়নায় চিত্তবৃত্তি একাগ্র হইতে পারে না, ও শারীর রস ধাতু আদির পুষ্টি না হওয়ায় শরীর দুর্ব্বল হয় ও যোগাভ্যাসে অসামর্থ্য জন্মে। যথেচ্ছ ভোজন না করিয়া শাস্ত্রোক্ত আত্মসম্মিত—অষ্টগ্রাসপরিমাণ—অন্ন ভোজন করা আবশ্যক (ক)। শ্রুতি বলিয়াছেন—"যদু হ বা আত্মসংমিতমন্নং তদবতি তন্ন হিনস্তি। যদ্ভূয়ো হিনস্তি তৎ। যৎ কনীয়ো ন তদবতি॥" ইতি। যিনি আত্মসম্মিত অন্ন ভোজন করেন, তাঁহাতে সেই অন্ন বেদার্থানুষ্ঠান যোগ্য শক্তির সঞ্চার করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করে। অতএব ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য যোগী অবশ্যই শাস্ত্রবিহিত

(ক) বৌধায়ন, ২।৭।২২।

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ ১৭ ॥

অন্ন যথা পরিমাণে ভোজন করিবেন। যোগী পাকস্থলীর দুই ভাগ অন্নের দ্বারা, ও এক ভাগ জলের দ্বারা পূর্ণ করিবেন, অবশিষ্ট চতুর্থ ভাগ বায়ুর সরল গতিবিধির জন্য খালি রাখিবেন। অতিনিদ্রায় শরীর অবসন্ন হয়, তাহাতে যোগসাধনের সামর্থ্য থাকে না। আবার সর্ব্বদা জাগ্রৎ থাকিলে যোগাভ্যাস কালে নিদ্রা আসিবার সম্ভাবনা। এই জন্য যোগাভ্যাসী ব্যক্তি অতি নিদ্রা বা অনিদ্রা এতদুভয়েরই পরিহার করিবেন। দিবাভাগে জাগরণের ও রাত্রিকালে নিদ্রার সময়। তন্মধ্যে আবার রাত্রির প্রথম ও চতুর্থ প্রহর জাগ্রৎ থাকিয়া ভগবদারাধনা করিবে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহর নিদ্রা যাইবে ॥ ১৬ ॥

———:০:———

অন্বয়বোধিনী। যুক্তাহারবিহারস্য (নিয়মিত আহারবিহারকারী) কর্ম্মসু যুক্তচেষ্টস্য (কর্ম্মসমূহে নিয়মিতচেষ্ট) যুক্তস্বপ্নাববোধস্য (পরিমিত নিদ্রা ও জাগরণশীল ব্যক্তির) যোগঃ (সমাধি) দুঃখহা (দুঃখহরণক্ষম) ভবতি (হয়) ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি নিয়মিত আহার ও নিয়মিত বিহার করেন, প্রণবজপাদিতে যাঁহার নিয়মিত চেষ্টা থাকে, যিনি নিয়মপূর্ব্বক নিদ্রিত ও জাগ্রৎ থাকেন, সমাধিরূপ যোগ তাঁহারই দুঃখ নিবারণক্ষম হয় ॥ ১৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কথং পুনর্যোগো ভবতীতি? উচ্যতে—যুক্তেতি। যুক্তাহারবিহারস্য। আহ্রিয়ত ইত্যাহারোঽন্নম্। বিহরণং বিহারঃ পাদক্রমঃ। তৌ যুক্তৌ নিয়তপরিমাণৌ যস্য স যুক্তাহারবিহারঃ। তস্য। তথা যুক্তচেষ্টস্য যুক্তা নিয়তা চেষ্টা যস্য কর্ম্মসু। তথা যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যুক্তৌ স্বপ্নশ্চাববোধশ্চ তৌ নিয়তকালৌ যস্য তস্য। যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগিনো যোগো ভবতি দুঃখহা। দুঃখানি সর্ব্বাণি হন্তীতি দুঃখহা। সর্ব্বসংসারদুঃখক্ষয়কৃদ্‌যোগো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তর্হি কথম্ভূতস্য যোগো ভবতীতি? অত আহ—যুক্তাহারেতি। যুক্তো নিয়ত আহারো বিহারশ্চ গতির্যস্য। কর্ম্মসু কার্য্যেষু যুক্তা নিয়তা চেষ্টা যস্য। যুক্তৌ নিয়তৌ স্বপ্নাববোধৌ নিদ্রাজাগরৌ যস্য। তস্য দুঃখনিবর্ত্তকো যোগো ভবতি সিধ্যতি ॥ ১৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি অনিয়মিত ভোজন ও অনিয়মিত বিচরণ বর্জ্জিত, প্রণবাভ্যাসে বা উপনিষদাদি পাঠে যাঁহার নিয়মের ত্রুটী নাই, যিনি অযথা কালে নিদ্রা বা জাগরণ করেন না, সেই সাধনসম্পন্ন ব্যক্তিরই যোগসিদ্ধি হয়। এই সমাধিসিদ্ধির দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যার বিকাশ হয়—অবিদ্যার পূর্ণনিবৃত্তি হয়। অবিদ্যার তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে জীবের সকল দুঃখই বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ১৭ ॥

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাঽবতিষ্ঠতে।
নিঃস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥ ১৮ ॥
যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়বোধিনী। যদা (যখন) বিনিয়তং (সংযত) চিত্তম্ (মন) আত্মনি এব (আত্মাতেই) অবতিষ্ঠতে (স্থিতি করে), [এবং] সর্ব্বকামেভ্যঃ (সর্ব্ব কামনা হইতে) নিঃস্পৃহঃ (বিরত) [হয়], তদা (তখন) [সেইযোগী] যুক্তঃ (যোগসিদ্ধ) ইতি উচ্যতে (বলিয়া উক্ত হন) ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। চিত্ত সংযত হইয়া যখন আত্মাতে স্থিতি করিতে থাকে, কোন বিষয়েই যখন স্পৃহা থাকে না, তখনই যোগীর যোগ সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথাঽধুনা কদা যুক্তো ভবতীতি ? উচ্যতে—যদেতি। যদা বিনিয়তং চিত্তং বিশেষেণ নিয়তং সংযতমেকাগ্রতামাপন্নং চিত্তম্। হিত্বা বাহ্যার্থচিন্তামাত্মন্যেব কেবলেঽবতিষ্ঠতে। স্বাত্মনি স্থিতিং লভত ইত্যর্থঃ। নিঃস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো নির্গতা দৃষ্টাঽদৃষ্টবিষয়েভ্যঃ স্পৃহা তৃষ্ণা যস্য যোগিনঃ। স যুক্তঃ সমাহিত ইত্যুচ্যতে। তদা তস্মিন্ কালে ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কদা নিষ্পন্নযোগঃ পুরুষো ভবতীত্যপেক্ষায়ামাহ—যদেতি। বিনিয়তং বিশেষেণ নিরুদ্ধং সচ্চিত্তমাত্মন্যেব যদা নিশ্চলং তিষ্ঠতি। কিঞ্চ সর্ব্বকামেভ্য ঐহিকাঽমুষ্মিকভোগেভ্যো নিঃস্পৃহো বিগততৃষ্ণো ভবতি। তদা যুক্তঃ প্রাপ্তযোগ ইত্যুচ্যতে ॥ ১৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী যখন অন্তঃকরণের সকল বৃত্তিই অন্তর্নিবৃত্ত হইয়া আত্মাতে সমাহিত হয় তখন বৃত্তিসমূহের বহির্ব্যাপারে "চেষ্টা" বা "উদ্যম" না থাকিলেও স্পৃহা বা প্রবৃত্তি রূপ বীজ থাকা অসম্ভব নহে। এই জন্য ভগবান্ বলিতেছেন যে, যখন পূর্ণ বৈরাগ্য জন্য অন্তঃকরণবৃত্তির ক্রিয়া, চেষ্টা ও অন্তর্নিহিত স্পৃহা এই সমস্তেরই শেষ হইয়া যাইবে, তখনই যোগী যোগসম্পত্তি লাভে সমর্থ হইবেন ॥ ১৮ ॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। যথা (যেমন) নিবাতস্থঃ (নির্ব্বাত স্থানে স্থিত) দীপঃ ন ইঙ্গতে (বিচলিত হয় না), আত্মনঃ (আত্মবিষয়ক) যোগং (যোগ) যুঞ্জতঃ (অনুষ্ঠানশীল) যোগিনঃ (যোগীর) [পক্ষে] সা (সেই) উপমা (দৃষ্টান্ত) স্মৃতা (জানিবে) ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। নিরুদ্ধচিত্ত যোগানুষ্ঠানশীল পুরুষের অন্তঃকরণবৃত্তি নিবাতস্থানস্থিত দীপশিখার ন্যায় নিশ্চল থাকে ॥ ১৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তস্য যোগিনঃ সমাহিতং যচ্চিত্তং তস্যোপমোচ্যতে—যথেতি। যথা দীপঃ প্রদীপঃ। নিবাতস্থঃ—নিবাতে বাতবর্জ্জিতে স্থানে স্থিতঃ। নেঙ্গতে নৈজতি ন চলতি।

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥ ২০ ॥

সোপমা। উপমীয়তেঽনয়েত্যুপমা। যোগজ্ঞৈশ্চিত্তপ্রচারদর্শিভিঃ। স্মৃতা চিন্তিতা। যোগিনো যতচিত্তস্য সংযতান্তঃকরণস্য। যুঞ্জতো যোগমনুতিষ্ঠতঃ। আত্মনঃ সমাধিমনুতিষ্ঠত ইত্যর্থঃ ॥১৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। আত্মৈক্যাকারতয়াঽবস্থিতস্য চিত্তস্যোপমানমাহ—যথেতি। বাতশূন্যে দেশে স্থিতো দীপো যথা নেঙ্গতে ন বিচলতি। সোপমা দৃষ্টান্তঃ। কস্য? আত্মবিষয়ং যোগং যুঞ্জতোঽভ্যসতো যোগিনঃ; যতং নিয়তং চিত্তং যস্য তস্য। নিষ্কম্পতয়া প্রকাশকতয়া চাঽচঞ্চলং তচ্চিত্তং। তদ্বত্তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। বায়ুর তাড়নায় সরল দীপশিখা বক্র বা বিচলিত হয়। কিন্তু যেখানে বায়ুর গতি নাই, সেস্থানে দীপশিখা অচঞ্চল থাকে। সেইরূপ বাহ্যবিষয়-সংসর্গের অভাব জন্য যোগীর অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহ কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইতে পারে না। সদাই নিশ্চল ভাবে আত্মাতে অবস্থিতি করে ॥ ১৯ ॥

—-:০:—

অন্বয়বোধিনী। যত্র (যে অবস্থায়) যোগসেবয়া (যোগাভ্যাসের দ্বারা) নিরুদ্ধং চিত্তম্ (নিরুদ্ধ চিত্ত) উপরমতে চ (উপশম প্রাপ্ত হয়), যত্র চ আত্মনা (শুদ্ধান্তঃকরণ দ্বারা) আত্মানং (আত্মাকে) পশ্যন্ (সাক্ষাৎ করিয়া) আত্মনি (আত্মাতে) তুষ্যতি এব (তুষ্টি লাভ করে) ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে অবস্থায় যোগাভ্যাসের দ্বারা চিত্ত নিরুদ্ধ হইয়া উপশম প্রাপ্ত হয়, যে অবস্থায় শুদ্ধান্তঃকরণে আত্মসাক্ষাৎকার করিয়া আত্মতুষ্টি লাভ করে ॥ ২০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবং যোগাঽভ্যাসবলাদেকাগ্রীভূতং নিবাতপ্রদীপকল্পং সৎ—যত্রেতি। যত্র যস্মিন্ কালে। উপরমতে চিত্তমুপরতিং গচ্ছতি। নিরুদ্ধং সর্বতো নিবারিতপ্রচারম্। যোগসেবয়া যোগাঽনুষ্ঠানেন। যত্র চৈব যস্মিংশ্চ কালে। আত্মনা সমাধি-পরিশুদ্ধেনান্তঃকরণেন। আত্মানং পরং চৈতন্যং সর্বতো জ্যোতিঃস্বরূপম্। পশ্যন্নুপলভমানঃ। স্ব এবাত্মনি। তুষ্যতি তুষ্টিং ভজতে ॥ ২০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যং সংন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডবে-ত্যাদৌ কর্মৈব যোগশব্দেনোক্তম্। নাঽত্যশ্নতস্ত যোগোঽস্তীত্যাদৌ তু সমাধির্যোগশব্দেনোক্তঃ। তত্র মুখ্যো যোগঃ ক ইত্যপেক্ষায়াং সমাধিমেব স্বরূপতঃ ফলতশ্চ লক্ষয়ন্ স এব মুখ্যো যোগ ইত্যাহ—যত্রেতি সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ। যত্র যস্মিন্নবস্থাবিশেষে যোগাভ্যাসেন নিরুদ্ধং চিত্তমুপরতং ভবতীতি যোগস্য স্বরূপলক্ষণমুক্তম্। তথা চ পাতঞ্জলং সূত্রম্—যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ (ক)

(ক) পাতঞ্জলযোগসূত্র, ১৷২।

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ॥ ২১॥

ইতি। ইষ্টপ্রাপ্তিলক্ষণেন ফলেন তমেব লক্ষয়তি। যত্র চ যস্মিন্নবস্থাবিশেষে। আত্মনা শুদ্ধেন মনসা। আত্মানমেব পশ্যতি। ন তু দেহাদি। পশ্যংশ্চাত্মন্যেব তুষ্যতি। ন তু বিষয়েষু। যত্রেত্যাদীনাং যচ্ছব্দানাং তং যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাদিতি চতুর্থেন শ্লোকেনান্বয়ঃ॥ ২০॥

গীতার্থসন্দীপনী। যেমন অগ্নিকুণ্ডে ইন্ধন নিক্ষেপ না করিলে উহা ক্রমশঃ নির্ব্বাপিত হইয়া যায়, সেইরূপ যোগাভ্যাস বশতঃ বাহ্য বিষয়ের সংসর্গ না হওয়ায় যোগীর চিত্তবৃত্তি উপশম প্রাপ্ত হয়। এইরূপে চিত্তের উপরতি হইলে, রজঃ ও তমোগুণের তিরোভাব-বশতঃ শুদ্ধ সত্ত্বভাবের উদ্রেক হয়। চিত্তের এই নির্ম্মল স্বচ্ছাবস্থায় সৎ চিৎ আনন্দ ঘন পরমাত্মার প্রকাশ অনুভব হয়, এবং সেই সময়ে যোগী আত্মানন্দ লাভ করেন॥ ২০॥

:০:-

অন্বয়বোধিনী। যত্র (যে অবস্থায়) [যোগী] বুদ্ধিগ্রাহ্যম্ (শুদ্ধবুদ্ধিগ্রাহ্য) অতীন্দ্রিয়ম্ (ইন্দ্রিয়ের অতীত) আত্যন্তিকং (অত্যন্ত) যৎ সুখং (যে সুখ) তৎ বেত্তি (তাহা অনুভব করেন), [এবং যে অবস্থায়] স্থিতঃ (স্থিত হইলে) তত্ত্বতঃ (আত্মস্বরূপভাব হইতে) ন চলতি (বিচলিত হয়েন না)॥ ২১॥

বঙ্গানুবাদ। যে অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের অতীত ও কেবল শুদ্ধবুদ্ধিগ্রাহ্য অত্যন্ত সুখের অনুভব করেন, এবং যে অবস্থায় স্থিত হইলে যোগী আত্মস্বরূপ-ভাব হইতে কিছুতেই বিচলিত হয়েন না॥ ২১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—সুখমিতি। সুখমাত্যন্তিকম্। অত্যন্তমেব ভবতীত্যা-ত্যন্তিকম্। অনন্তমিত্যর্থঃ। যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যং। বুদ্ধ্যৈবেন্দ্রিয়নিরপেক্ষয়া গৃহ্যত ইতি বুদ্ধিগ্রাহ্যম্। অতীন্দ্রিয়মিন্দ্রিয়গোচরাতীতং। অবিষয়জনিতমিত্যর্থঃ। বেত্তি তদীদৃশং সুখমনুভবতি। যত্র যস্মিন্ কালে। ন চৈবায়ং বিদ্বানাত্মস্বরূপে স্থিতঃ। তস্মান্নৈব চলতি তত্ত্বতঃ। তত্ত্বস্বরূপান্ন প্রচ্যবত ইত্যর্থঃ॥ ২১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। আত্মন্যেব তোষে হেতুমাহ—সুখমিতি। যত্র যস্মিন্নবস্থাবিশেষে যত্তৎ কিমপি নিরতিশয়মাত্যন্তিকং নিত্যং সুখং বেত্তি। ননু তদা বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধাভাবাৎ কুতঃ সুখং স্যাৎ? তত্রাহ—অতীন্দ্রিয়ং বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধাতীতম্। কেবলং বুদ্ধ্যৈবাত্মাকারতয়া গ্রাহ্যম্। অত এব চ যত্র স্থিতঃ সংস্তত্ত্বত আত্মস্বরূপান্নৈব চলতি॥ ২১॥

গীতার্থসন্দীপনী। বিষয়াস্বাদে যত দূর সুখ হওয়া অসম্ভব, আত্মানন্দ তৎ-র্ব্বাপেক্ষা অধিক ও অবর্ণনীয়। চক্ষুঃ কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ বা মলিন বুদ্ধি দ্বারা সে আনন্দ গ্রহণ বা অনুভব করিবার সম্ভাবনা নাই। এবং সেই আনন্দ অনুভব কালে "আমি আনন্দ অনুভব

যং লব্ধ্বা চাঽপরং লাভং মন্যতে নাঽধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাঽপি বিচাল্যতে ॥ ২২ ॥
তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিণ্ণচেতসা ॥ ২৩ ॥

করিতেছি"—এরূপ বোধ হয় না। কেননা এ অবস্থায় অন্তঃকরণ বৃত্তি আত্মা হইতে কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইতে পায় না॥ ২১॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। যং (যে অবস্থা) লব্ধ্বা (লাভ করিয়া) [যোগী] অপরং লাভং (অন্য লাভকে) ততঃ (তাহা হইতে) অধিকং (অধিক বলিয়া) ন মন্যতে (বোধ করেন না); যস্মিন্ (যে অবস্থায়) স্থিতঃ (অবস্থিতি করিয়া) গুরুণা (দুঃসহ) দুঃখেন অপি (দুঃখের দ্বারাও) ন বিচাল্যতে (বিচালিত হয়েন না)॥ ২২॥

বঙ্গানুবাদ। যে অবস্থা লাভ করিয়া যোগী অন্য লাভকে অধিক বলিয়া বোধ করেন না, এবং যে অবস্থায় অবস্থিতি করিয়া কোন রূপ দুঃসহ দুঃখেই বিচলিত হয়েন না॥ ২২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—যং লব্ধ্বেতি। যং লব্ধ্বা—যমাত্মলাভং লব্ধ্বা প্রাপ্য চাঽপরং লাভমন্যল্লাভান্তরং ততোঽধিকমস্তীতি ন মন্যতে ন চিন্তয়তি। কিঞ্চ যস্মিন্নাত্মতত্ত্বে স্থিতো দুঃখেন শস্ত্রনিপাতাদিলক্ষণেন গুরুণা মহতাঽপি ন বিচাল্যতে॥ ২২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অচলত্বমেবোপপাদয়তি—যমিতি। যমাত্মসুখরূপং লাভং লব্ধ্বা ততোঽধিকমপরং লাভং ন মন্যতে। তস্যৈব নিরতিশয়সুখত্বাৎ। যস্মিংশ্চ স্থিতো মহতাঽপি শীতোষ্ণাদিদুঃখেন ন বিচাল্যতে নাঽভিভূয়তে। এতেনাঽনিষ্টনিবৃত্তিফলেনাঽপি যোগস্য লক্ষণমুক্তং দ্রষ্টব্যম্॥ ২২॥

গীতার্থসন্দীপনী। যোগী যখন এই আত্মানন্দ উপভোগ করিতে থাকেন, তখন তাঁহার স্বর্গভোগ, অষ্টসিদ্ধি ও ষড়ৈশ্বর্য্যাদি তুচ্ছাতিতুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। এই আত্মসংস্থিতিকালে শীত, আতপ, বায়ু, মশক, দংশকাদির উপদ্রব যোগীকে অনুভব করিতে হয় না। কেননা যে অন্তঃকরণবৃত্তির সহিত বাহ্য বিষয়ের সংযোগ হইলে সুখ দুঃখ অনুভব হয়, তাহা নিরুদ্ধ আত্মাতে সমাহিত থাকায় যোগীর বাহ্য কোন ক্লেশাদি ব্যাপার হইলেও তাহা তিনি জানিতে পারেন না, এবং তজ্জন্য তিনি বিচলিতও হয়েন না॥ ২২॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। তং (সেই) দুঃখসংযোগবিয়োগং (দুঃখসংযোগের বিয়োগকে) যোগসংজ্ঞিতং (যোগ বলিয়া) বিদ্যাৎ (জানিবে)। অনির্ব্বিণ্ণচেতসা (অবসাদ শূন্য হৃদয়

সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥ ২৪ ॥

কর্ত্তৃক) সঃ যোগঃ (সেই যোগ) নিশ্চয়েন (অধ্যবসায় সহকারে) যোক্তব্যঃ (অভ্যাস করা কর্ত্তব্য) ॥ ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। এই অবস্থার নামই যোগ। এ অবস্থায় দুঃখের লেশ মাত্রও নাই ইহা স্থির জানিবে, এবং নির্ব্বেদশূন্য হৃদয়ে ইহা অভ্যাস করা কর্ত্তব্য ॥ ২৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যত্রোপরমত ইত্যাদ্যারভ্য যাবদ্ভির্বিশেষণৈর্বিশিষ্ট আত্মাঽবস্থাবিশেষো যোগ উক্তঃ—তমিতি। তং বিদ্যাদ্বিজানীয়াৎ। দুঃখসংযোগবিয়োগং—দুঃখৈঃ সংযোগো দুঃখসংযোগঃ। তেন বিয়োগো দুঃখসংযোগবিয়োগঃ। তং দুঃখসংযোগবিয়োগম্। যোগ ইত্যেবংসংজ্ঞিতং বিপরীতলক্ষণেন বিদ্যাদ্বিজানীয়াদিত্যর্থঃ। যোগফলমুপসংহৃত্য পুনরন্বারম্ভেণ যোগস্য কর্ত্তব্যতোচ্যতে। নিশ্চয়াঽনির্ব্বেদয়োর্যোগসাধনত্ববিধানার্থম্। স যথোক্তফলো যোগো নিশ্চয়েনাঽধ্যবসায়েন যোক্তব্যঃ। অনির্ব্বিণ্ণচেতসা—ন নির্ব্বিণ্ণমনির্ব্বিণ্ণম্। কিং তৎ ? চেতঃ। তেন নির্বেদরহিতেন চেতসা চিত্তেনেত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তমিতি। য এবংভূতোঽবস্থাবিশেষস্তং দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাৎ। দুঃখশব্দেন দুঃখমিশ্রিতং বৈষয়িকং সুখমপি গৃহ্যতে। দুঃখস্য সংযোগেন সংস্পর্শমাত্রেণাঽপি বিয়োগো যস্মিংস্তমবস্থাবিশেষং যোগসংজ্ঞিতং যোগশব্দবাচ্যং জানীয়াৎ। পরমাত্মনা ক্ষেত্রজ্ঞস্য যোজনং যোগঃ। যদ্বা দুঃখসংযোগেন বিয়োগ এব শূরে কাতরশব্দবদ্বিরুদ্ধলক্ষণয়া যোগ উচ্যতে। কর্ম্মণি তু যোগশব্দস্তদুপায়ত্বাদৌপচারিক এবেতি ভাবঃ। যস্মাদেবং মহাফলো যোগস্তস্মাৎ স এব যত্নতোঽভ্যসনীয় ইত্যাহ—স ইতি সার্দ্ধেন। স যোগো নিশ্চয়েন শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজনিতেন যোক্তব্যোঽভ্যসনীয়ঃ। যদ্যপি শীঘ্রং ন সিধ্যতি তথাঽপ্যনির্ব্বিণ্ণেন নির্ব্বেদরহিতেন চেতসা যোক্তব্যঃ। দুঃখবুদ্ধ্যা প্রযত্নশৈথিল্যং নির্ব্বেদঃ ॥ ২৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। আত্মাতে চিত্তবৃত্তির এইরূপ প্রগাঢ় সমাধান হইলে সেই অবস্থাকেই প্রকৃত যোগ বলা যায়। মহর্ষি পতঞ্জলির কথিত—"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" (ক) এই সূত্রও ইহার পোষকতা করিতেছে। দুশ্চিন্তা ও হৃদয়ের সঙ্কোচ সম্পূর্ণ ভাবে পরিত্যাগ পূর্ব্বক শনৈঃ শনৈঃ এই যোগ অভ্যাস করিতে হয় ॥ ২৩ ॥

-:o:-

অন্বয়বোধিনী। সংকল্পপ্রভবান্ (সংকল্প হইতে জাত) সর্ব্বান্ কামান্ (কামনাসমূহকে) অশেষতঃ (নিঃশেষরূপে) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) মনসা এব (মনের দ্বারাই) ইন্দ্রিয়গ্রামং (ইন্দ্রিয়সমূহকে) সমন্ততঃ (সর্ব্ববিষয় হইতে) বিনিয়ম্য (নিবৃত্ত করিয়া) ॥ ২৪ ॥

(ক) পাতঞ্জলযোগসূত্র, ১।২।

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। সঙ্কল্পজাত কামনাসমূহকে পরিত্যাগ করিয়া এবং মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয় ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত করিয়া যোগী যোগ সাধন করিবেন ॥ ২৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—সংকল্পেতি। সংকল্পপ্রভবান্—সংকল্পঃ প্রভবো যেষাং কামানাং তে সংকল্পপ্রভবাঃ কামাঃ। তান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা পরিত্যজ্য সর্ব্বানশেষতো নির্লেপেন। কিঞ্চ মনসৈব বিবেকযুক্তেনেন্দ্রিয়গ্রামমিন্দ্রিয়সমুদায়ং। বিনিয়ম্য নিয়মনং কৃত্বা। সমন্ততঃ সমন্তাৎ ॥ ২৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—সংকল্পেতি। সংকল্পাৎ প্রভবো যেষাং তান্ যোগপ্রতিকূলান্ সর্ব্বান্ কামানশেষতঃ সবাসনাংস্ত্যক্ত্বা মনসৈব বিষয়দোষদর্শিনা সর্ব্বতঃ প্রসরন্তমিন্দ্রিয়সমূহং বিশেষেণ নিয়ম্য যোগো যোক্তব্য ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ২৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভোগবাসনাযুক্ত জীবের মনোমালিন্য প্রযুক্ত কখন স্রক্ চন্দন বনিতাদি ভোগের, কখন বা স্বর্গীয় অমৃত বা অপ্সরা সম্ভোগের সঙ্কল্প উদয় হয়। এই সঙ্কল্প হইতেই লোকের কাম্য কর্ম্মাদিতে প্রবৃত্তি জন্মে। বাহিরের কর্ম্মত্যাগ করিলেই যোগী হওয়া যায় না। সঙ্কল্পজ কামনা ত্যাগই যোগ সাধনের অনুকূল। চক্ষুঃ কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ বিষয় সংসর্গ করে বলিয়া কোন কোন সাধক ঔষধাদি প্রয়োগ দ্বারা চক্ষুকে অন্ধ, কর্ণকে বধির করিয়া ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা যোগসাধনার সাহায্য হয় না। যোগী চিত্তকেই অন্তর্মুখ করিয়া বিষয়ব্যাপার হইতে ইন্দ্রিয়বৃত্তি প্রত্যাহার করিয়া চক্ষুরাদির নিগ্রহ করিবেন। চক্ষুরাদির অভিমুখে মনের গতি না হইলে চক্ষুরাদি আপনিই নিরুদ্ধ হইয়া আসে ॥ ২৪ ॥

———:০:———

অন্বয়বোধিনী। ধৃতিগৃহীতয়া (ধৈর্য্যানুগত) বুদ্ধ্যা (বুদ্ধির দ্বারা) শনৈঃ শনৈঃ (ধীরে ধীরে) উপরমেৎ (মন নিরুদ্ধ করিবেন), মনঃ (মনকে) আত্মসংস্থং (আত্মাতে নিহিত) কৃত্বা (করিয়া) কিঞ্চিদপি (কিছুমাত্রও) ন চিন্তয়েৎ (চিন্তা করিবেন না) ॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। ধৈর্য্যানুগত বুদ্ধির দ্বারা যোগী ধীরে ধীরে মন নিরুদ্ধ করিবেন; এবং মনকে আত্মাতে নিহিত করিয়া আর কিছুমাত্র চিন্তা করিবেন না ॥ ২৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। শনৈরিতি। শনৈঃ শনৈর্ন সহসা। উপরমেদুপরতিং কুর্য্যাৎ। কয়া? বুদ্ধ্যা। কিংবিশিষ্টয়া? ধৃতিগৃহীতয়া। ধৃত্যা ধৈর্য্যেণ গৃহীতয়া। ধৈর্য্যেণ যুক্তয়েত্যর্থঃ।

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ ২৬ ॥

আত্মসংস্থমাত্মনি সংস্থিতম্। আত্মৈব সর্ব্বং ন ততোঽন্যৎ কিঞ্চিদস্তীত্যেবমাত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ। এষ যোগস্ত পরমো বিধিঃ ॥ ২৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যদি তু প্রাক্তনকর্ম্মসংস্কারেণ মনো বিচলেত্তর্হি ধারণয়া স্থিরীকুর্য্যাদিত্যাহ—শনৈরিতি। ধৃতির্ধারণা। তয়া গৃহীতয়া বশীকৃতয়া বুদ্ধ্যা। আত্ম-সংস্থমাত্মন্যেব সম্যক্ স্থিতং নিশ্চলং মনঃ কৃত্বোপরমেৎ। তচ্চ শনৈঃ শনৈরভ্যাসক্রমেণ। ন তু সহসা। উপরমস্বরূপমাহ—ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ। নিশ্চলে মনসি স্বয়মেব প্রকাশমান-পরমানন্দ-স্বরূপো ভূত্বাত্মধ্যানাদপি নিবর্ত্তেতেত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। বাহ্যব্যাপারবিমুখকারিণী মনোবৃত্তির নাম ধৃতি। যখন সাধকের পবিত্র চিত্ত এই ধৃতির অনুগত হয়, তখনই তাঁহার যোগাভ্যাসের সুফল ফলিয়া থাকে। যোগীর মন সংযত হইয়া আসিলেও, চিত্তের স্বাভাবিক চঞ্চলতা সাধককে সময়ে সময়ে স্বপ্নবৎ বহির্বিষয়ে প্রবর্ত্তনা করিলেও করিতে পারে। এই জন্ম সেই স্বভাবচঞ্চল অসংযত চিত্তকে ধীরে ধীরে নিরুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। বলপূর্ব্বক মনকে কেহ আত্মাতে নিহিত রাখিতে পারে না। যেমন মনুষ্যের প্রথম তন্দ্রা, তৎপরে স্বপ্নাবস্থা ও পরিশেষে সুষুপ্ত্যবস্থার উদয় হয়, সেইরূপে সাধকের ইন্দ্রিয়বৃত্তি মনে মন অহং তত্ত্বে, অহংতত্ত্ব মহত্তত্ত্বে, ধীরে ধীরে পর্য্যবসিত হইলে, তবে যোগীর মন আত্মাতে সংস্থিত ও আত্মাকারাকারিত হইয়া অবিচলিত ভাবে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে পরম বিশ্রাম লাভ করিতে পারে। এই কৌশলক্রমের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ভগবান্ যোগীর মনকে "শনৈঃ শনৈঃ উপরমেৎ" এই উপদেশ দান করিয়াছেন। এখানে এরূপ সংশয় হইতে পারে যে, মন "বিষয়চিন্তা" হইতে বিরত হইলেও, তাহার "আত্মচিন্তার" নিবৃত্তি কই? ভগবান্ যোগীর উপরত চিত্তকে যে কোন রূপ চিন্তা করিতে নিষেধ করিলেন, তাহা যেন নিষ্ফল বোধ হইতেছে। কিন্তু সাধক একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, ভগবান্ যোগীকে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই ত্রিনটী শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইবার উপদেশ দিয়াছেন। "আমি আত্মার ধ্যান করিতেছি" এই অভিমান পূর্ণ চিন্তার পরিহার করিতে বলাই ভগবদুপদেশের লক্ষ্য। যেমন স্বচ্ছ স্ফটিক, রক্ত জবার নিকটে থাকিলে উহা রক্তবর্ণাকার ধারণ করে, সেইরূপ যোগকৌশলে মন নির্ম্মল হইলে উহাতে আত্মার স্বরূপ প্রতিভাসিত হয়। "আমি আত্মদর্শন করিতেছি," অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিকালে মনে এ ভাবের উদয় হয় না। "আমি ঈশ্বর হইয়াছি" তাহাও অনুভব হয় না। তখন যে কি অবস্থা হয়, তাহা তদবস্থাপন্ন ব্যক্তিরও বুঝিবার বা বুঝাইবার সামর্থ্য থাকে না। উহা অনির্ব্বচনীয়। ২৫ ॥

:০:-

অন্বয়বোধিনী। চঞ্চলম্ অস্থিরং (চঞ্চল সেইজন্ত অস্থির) মনঃ (চিত্ত) যতঃ যতঃ (যে যে বিষয়ে) নিশ্চরতি (ধাবিত হয়), ততঃ ততঃ (সেই সেই বিষয় হইতে) নিয়ম্য (প্রত্যাহরণ করিয়া) এতৎ (এই মনকে) আত্মনি এব (আত্মাতেই) বশং নয়েৎ (বশীভূত করিবে) ॥ ২৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। স্বভাবগত চঞ্চলতা প্রযুক্ত মন যে যে বিষয়ে ধাবিত হইবে, সেই সেই বিষয় হইতে যত্ন পূর্ব্বক চিত্তকে প্রত্যাহৃত করিয়া দৃঢ়তর রূপে আত্মারই অনুগত করিয়া রাখিতে হইবে ॥ ২৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তত্রৈবমাত্মসংস্থং মনঃ কর্ত্তুং প্রবৃত্তো যোগী—যত ইতি। যতো যতো যস্মাদ্যস্মান্নিমিত্তাচ্ছব্দাদের্নিশ্চরতি নির্গচ্ছতি স্বভাবদোষাৎ। মনশ্চঞ্চলমত্যর্থং চলম্। অত এবাহস্থিরম্। ততস্ততস্তস্মাত্তস্মাচ্ছব্দাদের্নিমিত্তান্নিয়ম্য তত্তন্নিমিত্তযাথাত্ম্যানিরূপণেনাভাসী-কৃত্য। বৈরাগ্যভাবনয়া চৈতন্মন আত্মন্যেব বশং নয়েৎ। আত্মবশ্যতামাপাদয়েৎ। এবং যোগাভ্যাসবলাদ্যোগিন আত্মন্যেব প্রশাম্যতি মনঃ ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবমপি রজোগুণবশাদ্ যদি মনঃ প্রচলেত্তর্হি পুনঃ প্রত্যাহারেণ বশীকুর্য্যাদিত্যাহ—যতো যত ইতি। স্বভাবতশ্চঞ্চলং ধার্য্যমাণমপ্যস্থিরং মনো যং যং বিষয়ং প্রতি নির্গচ্ছতি ততস্ততঃ প্রত্যাহৃত্যাত্মন্যেব স্থিরং কুর্য্যাৎ ॥ ২৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। কৌশলক্রমে মন সংযত হইলেও তাহার স্বাভাবিক অস্থির ভাব শীঘ্র বিদূরিত হয় না। মনের এই চঞ্চল স্বভাব যে পর্য্যন্ত পূর্ণমাত্রায় অভিভূত বা তিরোহিত না হয়, সে পর্য্যন্ত যোগসিদ্ধির আশা অতি অল্প। যে নারী পিত্রালয়ে অবস্থিতি কালে প্রতিবাসিমণ্ডলীর গৃহে গৃহে বেড়াইয়া বেড়ায়, সে প্রথম প্রথম শ্বশুরালয়ে আসিলে তাহার গৃহে নিরুদ্ধ হইয়া বাস করা বড়ই কঠিন বলিয়া বোধ হয়। মধ্যে মধ্যে বহির্বিচরণে তাহার একান্ত ইচ্ছা হইলেও, শ্বশ্রূ ও ননদাদির তাড়নাভয়ে বাহিরে যাইবার সুবিধা হয় না। এই অবস্থায় মর্ম্মব্যথা পাইয়া, সেই নারী অত্যন্ত ব্যাকুল হয় বটে কিন্তু ক্রমশঃ যখন তাহার ইহপরলোকের একমাত্র গতি প্রাণপতির সহিত প্রণয় প্রগাঢ় হয়, তখন সে আর বাহিরে যাইতে চাহে না, পতির নিরুদ্ধ গৃহই তাহার আনন্দনিকেতন হইয়া উঠে। সেইরূপ জন্ম জন্মান্তরের বহির্বিষয়সুখসংস্কারাপন্ন ও বহির্বিচরণশীল চিত্তকে আত্মাতে নিরুদ্ধ করিয়া রাখিলেও সে নিজস্বভাবগুণে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, স্মৃতি, তন্দ্রা, অতিভোজন ও অতিশ্রম আদি সমাধিবিরোধী ব্যাপারে ধাবিত হইবে। কিন্তু সাধক ক্রমশঃ অভ্যাসদ্বারা মনকে আত্মার স্বরূপানন্দ অনুভব করিতে শিখাইবেন। অবশেষে মন আত্মাকারাকারিত হইয়া গেলে তাহার প্রকৃতিগত চাঞ্চল্যদোষের নিঃশেষ হইয়া হইবে। তখন নিবাত দীপশিখার ন্যায় মন আত্মাতে স্থির থাকিবে ॥ ২৬ ॥

—:০:—

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥ ২৭ ॥
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮ ॥

অন্বয়বোধিনী। শান্তরজসং (রজোবৃত্তিরহিত) প্রশান্তমনসং (প্রশান্তচিত্ত) অকল্মষং (নিষ্পাপ) ব্রহ্মভূতম্ (ব্রহ্মত্বপ্রাপ্ত) এনং হি (এই) যোগিনম (যোগীকে) উত্তমং সুখং (পরম সুখ, উপৈতি (আশ্রয় করে)॥ ২৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। প্রশান্তচিত্ত যোগীর মন যখন রজস্তমোগুণাদি হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া ব্রহ্মরূপত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন তিনি নিরতিশয় সুখ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। প্রশান্তমনসমিতি। প্রশান্তমনসং প্রকর্ষেণ শান্তং মনো যস্য স প্রশান্তমনাঃ। তং প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমং নিরতিশয়মুপৈত্যুপগচ্ছতি শান্তরজসং প্রক্ষীণমোহাদিক্লেশরজসমিত্যর্থঃ। ব্রহ্মভূতং জীবন্মুক্তম্। ব্রহ্মৈব সর্ব্বমিত্যেবংনিশ্চয়বন্তং ব্রহ্মভূতম্। অকল্মষং ধর্ম্মাধর্ম্মাদিবর্জ্জিতম্ ॥ ২৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবং প্রত্যাহারাদিভিঃ পুনঃ পুনর্ম্মনো বশীকুর্ব্বন্তং রজোগুণক্ষয়ে সতি যোগসুখং প্রাপ্নোতীত্যাহ—প্রশান্তমনসমিতি। এবমুক্তপ্রকারেণ শান্তং রজো যস্য তম্। অতএব প্রশান্তং মনো যস্য তমেনং নিষ্কল্মষং ব্রহ্মত্বং প্রাপ্তং যোগিনমুত্তমং সুখং সমাধিসুখং স্বয়মেবোপৈতি প্রাপ্নোতি ॥ ২৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যে সময়ে যোগীর চিত্ত রজোগুণাভাবে বহির্বিষয়ে বিক্ষেপযুক্ত হয় না, ও তমোগুণাভাবে তন্দ্রাদিতে আসক্ত হয় না, এবং সম্পূর্ণ চাঞ্চল্যবর্জ্জিত হইয়া আত্মাতেই অবিচলিত থাকে, তখন সংযোগ, ভোগ, বিয়োগ আদি দুঃখের হেতু সকল আর তাহাতে আদৌ প্রতিবিম্বিত হইতেই পায় না। চিত্তের সেই আত্মাকারাকারিতাবস্থায় অনির্ব্বচনীয় সুখের উদয় হইয়া থাকে। ২৭।

—:০:—

অন্বয়বোধিনী। এবং (এই প্রকারে) আত্মানং (মনকে) সদা যুঞ্জন্ (সর্ব্বদা যুক্ত করিয়া) বিগতকল্মষঃ (নিষ্পাপ) যোগী সুখেন (অনায়াসে) অত্যন্তং সুখং (নিরতিশয় সুখরূপ) ব্রহ্মসংস্পর্শম্ (ব্রহ্মসংস্থিতি) অশ্নুতে (লাভ করিয়া থাকেন)। ২৮।

বঙ্গানুবাদ। এই প্রকারে নিজ মনকে সর্ব্বদা বশীভূত করিয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম বর্জ্জিত নিষ্পাপ যোগী অনায়াসে ব্রহ্ম রূপ অবিচ্ছিন্ন সুখানুভব করিয়া থাকেন। ২৮।

শাঙ্করভাষ্যম্। যুঞ্জন্নিতি। যুঞ্জন্নেবং যথোক্তেন ক্রমেণ যোগী যোগান্তরায়-বর্জিতঃ। সদা সর্ব্বদাত্মানং। বিগতকল্মষো বিগতপাপঃ। সুখেনাঽনায়াসেন। ব্রহ্মসংস্পর্শং ব্রহ্মণা পরেণ সংস্পর্শো যস্য তদ্ব্রহ্মসংস্পর্শম্। সুখমত্যন্তমুৎকৃষ্টং নিরতিশয়সুখমশ্নুতে ব্যাপ্নোতি॥ ২৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ততশ্চ কৃতার্থো ভবতীত্যাহ—যুঞ্জন্নিতি। এবমনেন প্রকারেণ সর্ব্বদাত্মানং মনো যুঞ্জন্ বশীকুর্ব্বন্। বিশেষেণ সর্ব্বাত্মনা। বিগতং কল্মষং যস্য সঃ। যোগী সুখেনানায়াসেন ব্রহ্মণঃ সংস্পর্শোঽবিদ্যানিবর্ত্তকঃ সাক্ষাৎকারস্তদেবাঽত্যন্তং সর্ব্বোত্তমং সুখমশ্নুতে জীবন্মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ॥ ২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মনকে আত্মাতে সমাহিত করিতে পারিয়াছেন যাঁহার বিষয়দৃষ্টি জনিত সুখ দুঃখ পাপ, পুণ্য, আদি বিকার বুদ্ধি নাই। তিনি ঈশ্বর প্রণিধানরূপ সুগম উপায়ে ("সুখেন") সমাধির অন্তরায় সমস্ত নিবারণ করিয়া ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিয়া থাকেন। যোগসমাধির অন্তরায় যথা—১ ব্যাধি [জ্বরাদি বিকার], ২ স্ত্যান [যোগের আসনাদি করিবার অযোগ্যতা], ৩ সংশয় [আমি সিদ্ধ হইতে পারিব কি না ইত্যাদি ভাবনা], ৪ প্রমাদ [যোগসাধন করিবার সামর্থ্য সত্ত্বেও তাহা না করা], ৫ আলস্য [কফাদি জনিত শরীরের ও ঔদাস্যাদি জনিত মনের নিরুদ্যোগ], ৬ অবিরতি [বিষয়-বিশেষের জন্য নিরন্তর আকাঙ্ক্ষা], ৭ ভ্রান্তিদর্শন [যোগ করিয়া হয়ত সিদ্ধি হয় না এবং যোগ না করিয়া কৌশলে সিদ্ধি (ইন্দ্রজালাদির ন্যায়) হয় ইত্যাকার বুদ্ধি], ৮ অলব্ধভূমিকত্ব [যোগে একাগ্রতার অভাব], ৯ অনবস্থিতত্ব [যোগসাধনে যত্নের শৈথিল্য] এই অন্তরায় সকল উল্লঙ্ঘন করিয়া সিদ্ধি লাভ করা অতি তীব্রবৈরাগ্যবান্ পুরুষ ব্যতীত অন্যের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠা সুকঠিন। এই জন্য ভগবান্ পতঞ্জলি 'ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা" [অথবা ঈশ্বরপ্রণিধান দ্বারা] এই যোগসূত্রে ভক্তি পূর্ব্বক ভগবৎসেবা দ্বারা ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিবার সুগম উপায়ের সঙ্কেত করিয়াছেন। সকলে সমান অধিকারী হয় না। যাহার যেরূপ সামর্থ্য হইবে, তাহার তদনুরূপ সাধনকৌশল অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। যাঁহাদের চিত্তবৃত্তি কঠোর হইতে কঠোরতর সাধনার অনুকূল, তাঁহারা অষ্টাঙ্গযোগসাধন দ্বারা ব্রহ্ম লাভ করিবেন। কিন্তু যে সাধু মহাত্মাদিগের চিত্ত কোমলভাবরসামৃতসিক্ত, তাঁহারা ঈশ্বরপ্রণিধান রূপ ভক্তিযোগের সাধনা করিলে সমস্ত বাধাবিমুক্ত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে ("সুখেন") পরমানন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইবেন। অতএব মানব! যদি অনায়াসে ব্রহ্মানন্দ লাভ করিতে চাও, তবে ভক্তিযোগের সাধনা কর, ইহাই ভগবদুপদেশের লক্ষ্য॥ ২৮॥

-:০:-

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়বোধিনী। সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ (সর্ব্বত্র সমদর্শী) যোগযুক্তাত্মা (যোগ-নিরত পুরুষ) আত্মানং (আত্মাকে) সর্ব্বভূতস্থং (সর্ব্বভূতে স্থিত) সর্ব্বভূতানি চ (সর্ব্বভূত) আত্মনি (আত্মাতে) ঈক্ষতে (দর্শন করেন) ॥ ২৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। সর্ব্বত্র সমদর্শী যোগযুক্তাত্মা পুরুষ সর্ব্বভূতে আত্মাকে এবং আত্মাতে সর্ব্বভূত দর্শন করিয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ইদানীং যোগস্য যৎ ফলং ব্রহ্মৈকত্বদর্শনং সর্ব্বসংসারবিচ্ছেদ-কারণং তৎ প্রদর্শ্যতে—সর্ব্বেতি। সর্ব্বভূতস্থং সর্ব্বেষু ভূতেষু স্থিতং স্বমাত্মানম্। সর্ব্বভূতানি চাত্মনি ব্রহ্মাদীনি স্তম্বপর্য্যন্তানি চ সর্ব্বভূতান্যাত্মন্যেকতাং গতানি। ঈক্ষতে পশ্যতি। যোগ-যুক্তাত্মা সমাহিতাহন্তঃকরণঃ সন্। সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ সর্ব্বেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু বিষমেষু সর্ব্ব-ভূতেষু সমং নির্ব্বিশেষং বিক্রিয়ারহিতং ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিষয়ং দর্শনং জ্ঞানং যস্য স সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারমেব দর্শয়তি—সর্ব্বভূতস্থমিতি। যোগেনাহভ্যস্যমানেন যুক্তাত্মা সমাহিতচিত্তঃ। সর্ব্বত্র সমং ব্রহ্মৈব পশ্যতীতি সমদর্শনঃ। তথা স স্বমাত্মানমবিদ্যাকৃতদেহাদিপরিচ্ছেদশূন্যং সর্ব্বভূতেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষবস্থিতং পশ্যতি। তানি চাত্মন্যভেদেন পশ্যতি ॥ ২৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। নির্ব্বিঘ্নযোগসমাধি কালে যোগীর মন যখন আত্মাকারা-কারিত হইয়া যায়, তখন তাহার পূর্ব্বাবস্থায় (মলিনাবস্থায়—আত্মযোগ-বিরহিতাবস্থায়) যে জগৎপ্রপঞ্চ প্রতিভাসিত হইত, এবং মনোবৃত্তির বৈষম্য গুণে এক ব্রহ্মের অনন্ত বিকাশ-স্বরূপ দৃশ্যমান সংসারে সমস্ত বস্তুই স্বতন্ত্র, এইরূপ যে ভেদবুদ্ধির উদয় হইত, এক্ষণে আর সেরূপ হইতে পারে না। মনোবৃত্তি যখন বিষয়াকারাকারিত থাকে, তখন জীবের ব্রহ্মদৃষ্টি হয় না। আবার যখন সেই বৃত্তি যোগের সুকৌশলে ব্রহ্মাকারাকারিত হইয়া যায়, তখন বিষয়দৃষ্টি হয় না। ইন্ধন যেমন প্রজ্বলিতহুতাশনকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইলে সে ইন্ধন রূপ পরিত্যাগ করিয়া অগ্নিরূপ ধারণ করে, সেইরূপ মন আত্মাতে সংস্থিতিকালে তাহার স্বভাবগত জড়-মলিন ভাব পরিহার করিয়া চৈতন্যাংশমাত্রে আত্মার সহিত একীভূত হইয়া যায়। এই অবস্থায় যোগীন্দ্র পুরুষ সূত্রজালে বস্ত্রত্ব এবং বস্ত্রে সূত্রত্ব দর্শনের ন্যায় আত্মাতেই সর্ব্ব প্রপঞ্চ-জগৎ, এবং জগৎ একমাত্র আত্মারই বিকাশ, এই রূপ দর্শন করিয়া থাকেন। স্বাতন্ত্র্যদৃষ্টি বা বৈষম্যবুদ্ধি যোগযুক্তাবস্থায় বিদূরিত হইয়া যায় ॥ ২৯ ॥

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৩০ ॥

অন্বয়বোধিনী। যঃ (যিনি) সর্ব্বত্র (জগতের সকল পদার্থে) মাং (আমাকে) পশ্যতি (দেখেন) ময়ি চ (আমাতেও) সর্ব্বং (সমস্ত প্রপঞ্চ) পশ্যতি (দেখেন), তস্য (তাঁহার পক্ষে) অহং (আমি) ন প্রণশ্যামি (পরোক্ষ হই না), স চ (তিনিও) মে (আমার) ন প্রণশ্যতি (পরোক্ষ হন না)। ৩০ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে যোগী পুরুষ সর্ব্ব প্রপঞ্চ মধ্যে আমাকে (আত্মারূপ ভগবান্‌কে) দর্শন করেন, এবং আমার মধ্যে সমস্ত প্রপঞ্চকে দেখিতে পান, সেই যোগী পুরুষের পক্ষে আমি পরোক্ষ হই না, এবং সেই যোগী পুরুষও আমার পরোক্ষ হন না। ৩০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এতস্যাত্মৈকত্বদর্শনস্য ফলমুচ্যতে—যো মামিতি। যো মাং পশ্যতি বাসুদেবং সর্ব্বস্যাত্মানং সর্ব্বত্র সর্ব্বেষু ভূতেষু। সর্ব্বং চ ব্রহ্মাদিভূতজাতং ময়ি সর্ব্বাত্মনি পশ্যতি। তস্যৈবমাত্মৈকত্বদর্শিনোঽহমীশ্বরো ন প্রণশ্যামি ন পরোক্ষতাং গমিষ্যামি। স চ মে ন প্রণশ্যতি স চ বিদ্বান্ মে মম বাসুদেবস্য ন প্রণশ্যতি। ন পরোক্ষো ভবতি। তস্য চ মম চৈকাত্মকত্বাৎ। স্বাত্মা হি মমাত্মনঃ প্রিয় এব ভবতি ॥ ৩০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবংভূতাত্মজ্ঞানে চ সর্ব্বভূতাত্ময়া মদুপাসনং মুখ্যং কারণমিত্যাহ—যো মা মতি। মাং পরমেশ্বরং সর্ব্বত্র ভূতমাত্রে যঃ পশ্যতি। সর্ব্বং চ প্রাণিমাত্রং ময়ি যঃ পশ্যতি। তস্যাহং ন প্রণশ্যামি। অদৃশ্যো ন ভবামি স চ মমাঽদৃশ্যো ন ভবতি। প্রত্যক্ষো ভূত্বা কৃপাদৃষ্ট্যা তং বিলোক্যাঽনুগৃহ্নামীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। পূর্ব্ব শ্লোকে তত্ত্বমসি মহাবাক্যের শুদ্ধ "ত্বং" পদ নিরূপিত হইয়াছে। এই শ্লোকে "তৎ" পদ নিরূপিত হইতেছে। "তৎ" পদ-প্রতিপাদ্য চৈতন্যস্বরূপ পরমেশ্বর সচ্চিদানন্দঘন হইয়াও মায়োপহিত সমস্ত প্রপঞ্চের কারণস্বরূপ। যে যোগী পুরুষ প্রপঞ্চ জগতের দিকে তাকাইলে তাহাকেই সত্তারূপে দেখিয়া থাকেন, এবং তাঁহার দিকে তাকাইলে তৎশক্তিরূপিণী মহামায়ার মহাতরঙ্গ মধ্যে জগৎ-প্রপঞ্চকে নৃত্য করিতে দেখিতে পান, সেই যোগী তাঁহাকে সাধারণ জীববুদ্ধি-গম্য পরোক্ষ বিষয় মনে না করিয়া অপরোক্ষ ভাবে দর্শন করিয়া থাকেন; সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও পরোক্ষ ভাব বিনষ্ট হইয়া যায়। শ্রুতিতে কথিত আছে "স এনমবিদিতো ন ভুনক্তি" (ক) পরমাত্মা জীবের আত্মা রূপেই বিরাজ করিয়া থাকেন; কিন্তু জীবের অজ্ঞতাবশতঃ তাঁহাতে পরোক্ষ জ্ঞান থাকায় তিনি জীবকে জন্ম মরণ রূপ সংসার হইতে রক্ষা করেন না। গৃহমধ্যে যদি

(ক) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ১।৪।১৫।

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে ॥ ৩১ ॥
আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ ৩২ ॥

গুপ্তধন থাকে, তাহা জানিতে না পারিলে সে ধন থাকায় গৃহস্বামীর কিছুমাত্র ফল হয় না ॥ ৩০ ॥

অন্বয়বোধিনী। যঃ (যে যোগী) সর্ব্বভূতস্থিতং (সর্ব্বভূতস্থিত) মাং (আমাকে) একত্বম্ আস্থিতঃ (অভিন্নরূপে অবধারণ পূর্ব্বক) ভজতি (আরাধনা করেন) সঃ (সেই) যোগী সর্ব্বথা বর্ত্তমানঃ অপি (সকল প্রকার অবস্থায় বর্ত্তমান থাকিয়াও) ময়ি (আমাতে) বর্ত্ততে (অবস্থিতি করেন) ॥ ৩১ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে যোগী পুরুষ সর্ব্বভূতস্থিত আমাকে ("তৎ" পদার্থকে) আপনার ("ত্বং" পদার্থের) সহিত অভিন্নরূপে অবধারণ পূর্ব্বক অপরোক্ষ জ্ঞান করেন; সেই যোগী পুরুষ যে কোন প্রকারে যে কোন অবস্থায় থাকুন না কেন, তিনি আমাতেই অভেদ স্বরূপে অবস্থিতি করিয়া থাকেন ॥ ৩১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যস্মাচ্চাহমেব সর্ব্বাত্মৈকত্বদর্শী—ইত্যেতৎ পূর্ব্বশ্লোকার্থং সম্যগ্দর্শনমনূদ্য তৎফলং মোক্ষোঽভিধীয়তে—সর্ব্বেতি। সর্ব্বথা সর্ব্বপ্রকারৈর্ব্বর্ত্তমানোঽপি সম্যগ্দর্শী যোগী ময়ি বৈষ্ণবে পরমে পদে বর্ত্ততে। নিত্যমুক্ত এব সঃ। ন মোক্ষং প্রতি কেনচিৎ প্রতিবধ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ন চৈবংভূতো বিধিকিঙ্করঃ স্যাদিত্যাহ—সর্ব্বভূতস্থিতমিতি। সর্ব্বভূতেষু স্থিতং মামভেদমাস্থিত আশ্রিতো যো ভজতি স যোগী জ্ঞানী সন্ সর্ব্বথা কর্ম্মপরিত্যাগেনাঽপি বর্ত্তমানো ময্যেব বর্ত্ততে মুচ্যতে। ন তু ভ্রশ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকদ্বারা ত্বং ও তৎ পদার্থের নির্ণয় করিয়া এই শ্লোকে তদ্দ্বয়ের অভেদ ভাব দেখাইয়া "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যার্থ নিরূপণ করিতেছেন। সূক্ষ্ম পরমাত্মার সত্তারূপ পরব্রহ্মের মায়োপহিত বিকাশ বিশেষের নাম ঈশ্বর, এবং মায়োপাধি ঘনীভূত হইলেই সেই চিদংশজের নাম জীব। এইরূপ বস্তুবিচার পূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে "অহং ব্রহ্মাস্মি" এইরূপে অপরোক্ষানুভব করিয়া জীব আপনাতে ও ব্রহ্মেতে অভিন্ন বোধ করিয়া থাকে। তখন উপাস্য উপাসক আদি পরোক্ষ বুদ্ধি তিরোহিত হয় ॥ ৩১ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। [হে] অর্জ্জুন! যঃ (যে ব্যক্তি) সর্ব্বত্র আত্মৌপম্যেন (নিজের ন্যায়) [অন্যের] সুখং বা যদি বা দুঃখং (সুখ বা দুঃখকে) সমং (সমভাবে) পশ্যতি (দেখেন) স (সেই) যোগী পরমঃ মতঃ (সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যোগী)॥ ৩২ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি নিজের ন্যায় অন্যেরও সুখ দুঃখের প্রতি সমভাবে দৃষ্টি রাখেন সেই যোগী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥৩২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চান্যৎ—আত্মেতি। আত্মৌপম্যেনাত্মা স্বয়মেবোপমীয়ত ইত্যুপমা। তস্যা উপমায়া ভাব ঔপম্যম্। তেনাত্মৌপম্যেন। সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতেষু। সমং তুল্যং। পশ্যতি যোঽর্জ্জুন। স চ কিং সমং পশ্যতীতি? উচ্যতে—যথা মম সুখমিষ্টং তথা সর্ব্বপ্রাণিনাং সুখমনুকূলম্। বাশব্দশ্চার্থে। যদি বা যচ্চ দুঃখং মম প্রতিকূলমনিষ্টং যথা তথা সর্ব্বপ্রাণিনাং দুঃখমনিষ্টং প্রতিকূলমিত্যেবমাত্মৌপম্যেন সুখদুঃখে অনুকূলপ্রতিকূলে তুল্যতয়া সর্ব্বভূতেষু সমং পশ্যতি। ন কস্যচিৎ প্রতিকূলমাচরতি। অহিংসক ইত্যর্থঃ। য এবমহিংসকঃ সম্যগ্দর্শননিষ্ঠঃ স যোগী পরম উৎকৃষ্টো মতোঽভিপ্রেতঃ সর্ব্বযোগিনাং মধ্যে ॥ ৩২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবংচ মাং ভজতাং যোগিনাং মধ্যে সর্ব্বভূতানুকম্পী শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—আত্মৌপম্যেনেতি। আত্মৌপম্যেন স্বসাদৃশ্যেন। যথা মম সুখং প্রিয়ং দুঃখংচাঽপ্রিয়ম্ তথাঽন্যেষামপীতি সর্ব্বত্র সমং পশ্যন্ সুখমেব সর্ব্বেষাং যো বাঞ্ছতি। ন তু কস্যাঽপি দুঃখম্। স যোগী শ্রেষ্ঠো মমাঽভিমত ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। এই ব্রহ্মসমাধির অবস্থা লাভ করিলেই যে সাধনার শেষ হইল তাহা নহে। মূর্চ্ছাকালে যেমন রোগী সমস্ত বিস্মৃত হইয়া যায়, সেই রূপ যোগের সুকৌশলে এই মহামূর্চ্ছারূপ সমাধি কালে যোগীর সাময়িক ব্রহ্মানন্দ উপভোগ হইতে পারে, সাময়িক আত্মপর ভেদ বুদ্ধির তিরোভাব হইতে পারে, সাময়িক আপনাকে ব্রহ্ম স্বরূপ বোধ হইতে পারে, কিন্তু মনের সম্পূর্ণ বিনাশ ও বাসনার সম্পূর্ণ ক্ষয় না হইলে এ অবস্থা নিত্য নিরবচ্ছিন্নরূপে যোগীর আয়ত্ত হইতে পারে না। সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মসমাধি করিলে সংসারের বীজ স্বরূপ সংস্কারময় বাসনারাশি ও ভেদবুদ্ধির আধারভূমি মন সম্পূর্ণরূপে বিশীর্ণ ও নষ্ট হইয়া যায়। এই অবস্থায় তুমি, আমি, তিনি, এ ভেদবুদ্ধি থাকে না। তখন সমস্ত সংসার একটি সূক্ষ্ম সত্তায়, দৃশ্যমান বিরাট প্রকৃতি বলিয়া বোধ হয়। যেমন তোমার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ থাকিলে শরীরের যে কোন অঙ্গে বা প্রত্যঙ্গে শুশ্রূষা বা আঘাত হইলে, তোমার হৃদয়ে সুখ বা দুঃখের বোধ হইয়া থাকে; সেইরূপ আত্মজ্ঞান কালে সমস্ত প্রাণীই আত্মার সত্তারূপ বিরাটদেহের এক একটী অঙ্গ বা অংশবিশেষ বলিয়া প্রতীত হয়। জগতের কোথাও কোন প্রাণীর কোন সুখ বা দুঃখ হইলে, যখন সূক্ষ্মশক্তিসূত্রযোগে যোগীর হৃদয়েও নিজ সুখ বা দুঃখ তরঙ্গের আঘাত আসিয়া পৌঁছিবে এবং যে যোগী সেই সুখ দুঃখ নিজ সুখ দুঃখেরই ন্যায় অনুভব করিবেন, তিনিই যোগীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ৩২ ॥

:০:-

অর্জ্জুন উবাচ।

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥ ৩৩ ॥
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। অর্জ্জুন উবাচ। (হে) মধুসূদন। ত্বয়া (তোমা কর্ত্তৃক) সাম্যেন (সমতারূপ) অয়ং (এই) যঃ (যে) যোগঃ (যোগতত্ত্ব) প্রোক্তঃ (উক্ত হইল), এতস্য (ইহার) স্থিরাং (অচল) স্থিতিং (অবস্থান) চঞ্চলত্বাৎ (চঞ্চলতাবশতঃ) অহং (আমি) ন পশ্যামি (দেখিতেছি না) ॥ ৩৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। অর্জ্জুন বলিলেন, হে মধুসূদন! তুমি যে আত্মার সমতা-রূপ যোগতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিলে, মন যেরূপ চঞ্চল, তাহাতে তাদৃশ ভাব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় বলিয়া আমার বোধ হইতেছে না ॥ ৩৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এতস্য যথোক্তস্য সম্যগ্দর্শনলক্ষণস্য যোগস্য দুঃখসম্পাদ্যতামালক্ষ্য শুশ্রূষুর্ধ্রুবং তৎপ্রাপ্ত্যুপায়মর্জ্জুন উবাচ—যোঽয়মিতি। যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন সমত্বেন হে মধুসূদন। এতস্য যোগস্যাহং ন পশ্যামি নোপলভে। চঞ্চলত্বান্মনসঃ। কিং? স্থিরামচলাং স্থিতিম্। প্রসিদ্ধমেতৎ ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। উক্তলক্ষণস্য যোগস্যাসম্ভবং মন্বানোঽর্জ্জুন উবাচ—যোঽয়মিতি। সাম্যেন মনসো লয়বিক্ষেপশূন্যতয়া কেবলাত্মাকারাঽবস্থানেন। যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ। এতস্য যোগস্য স্থিরাং দীর্ঘকালাং স্থিতিং ন পশ্যামি। মনসশ্চঞ্চলত্বাৎ ॥ ৩৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। মনোনিরোধশক্তির পরাকাষ্ঠা পর্য্যন্ত বিখ্যাত হইলেও সমস্ত সংশয় নিরসনার্থ অর্জ্জুন বলিতেছেন যে, মনের প্রকৃতি যেরূপ চঞ্চল, তাহাতে এই স্থির ভাব চিরস্থায়ী হইবার সম্ভাবনা নাই। কেন, তাহা বলিতেছেন ॥ ৩৩ ॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। [হে] কৃষ্ণ। হি (যেহেতু) মনঃ চঞ্চলং (চঞ্চল) প্রমাথি—(ইন্দ্রিয়সমূহের ক্ষোভ কারক) বলবৎ (বলবান্) দৃঢ়ং (দৃঢ়) অহং (আমি) তস্য (তাহার) নিগ্রহং (নিগ্রহ) বায়োঃ ইব (বায়ুর নিগ্রহের ন্যায়) সুদুষ্করং (কঠিন) মন্যে (বোধ করিতেছি) ॥ ৩৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে কৃষ্ণ! মন স্বভাবতঃ অতি চঞ্চল, প্রমাথী, বলবান্ এবং দৃঢ়। সেই মনের নিগ্রহ করা আমার পক্ষে বায়ুনিগ্রহের ন্যায় কঠিন বলিয়া বোধ হইতেছে ॥ ৩৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥ ৩৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। চঞ্চলমিতি। চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণেতি কৃষতের্বিলেখনার্থস্য রূপম্। ভক্তজনপাপাদিদোষকর্ষণাৎ কৃষ্ণঃ। যস্মান্মনশ্চঞ্চলম্। ন কেবলমত্যর্থং চঞ্চলং প্রমাথি চ প্রমথনশীলম্। প্রমথ্নাতি শরীরমিন্দ্রিয়াণি চ বিক্ষিপতি পরবশীকরোতি। কিঞ্চ বলবৎ প্রবলম্। ন কেনচিন্নিয়ন্তুং শক্যম্। দুর্নিবারত্বাৎ। কিঞ্চ দৃঢ়ং তন্তুনাগবদচ্ছেদ্যম্। তস্যৈবম্ভূতস্য মনসোঽহং নিগ্রহং নিরোধং মন্যে বায়োরিব। যথা বায়োর্দুষ্করো নিগ্রহস্ততোঽপি মনসো দুষ্করং মন্য ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এতৎ স্ফুটয়তি চঞ্চলমিতি। চঞ্চলং স্বভাবেনৈব চপলম্। কিঞ্চ প্রমাথি প্রমথনশীলম্। দেহেন্দ্রিয়ক্ষোভকরমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ বলবদ্বিচারেণাঽপি জেতুমশক্যম্। কিঞ্চ দৃঢ়ং বিষয়বাসনাঽনুবদ্ধতয়া দুর্ভেদম্। অতো যথাকাশে দোধূয়মানস্য বায়োঃ কুম্ভাদিষু নিরোধনমশক্যং তথাঽহং তস্য মনসো নিগ্রহং নিরোধং সুদুষ্করং সর্ব্বথা কর্ত্তুমশক্যং মন্যে ॥ ৩৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। একেত চঞ্চল পদার্থকেই ধরিয়া রাখা কঠিন, মন কেবল চঞ্চল নহে, তাহার উপদ্রবে ইন্দ্রিয় ও শরীর পর্য্যন্ত সদাই ক্ষুব্ধ হইয়া থাকে। কেবল তাহাই নহে, মনের যাহাতে আগ্রহ হইবে সে তাহাই করিতে যাইবে। সে এমনি বলবান্ যে কেহই তাহাকে সে দিক্ হইতে ফিরাইতে পারেনা। তাহার সঙ্গে সঙ্গে জন্মজন্মান্তরের সংস্কার রাশি মনকে এত দৃঢ় করিয়া রাখিয়াছে যে, তাহাকে ছেদন বা মর্দ্দন করা অতিশয় কঠিন বলিয়া বোধ হয়। যখন অত্যন্ত ঝড় বহিয়া যায়, তখন সেই প্রবল বায়ুকে ধরিয়া রাখা যেমন কঠিন, অব্যাহতগতি চঞ্চল মনকে নিরুদ্ধ করাও সেইরূপ দুষ্কর। কৃষ্ণ, এই পদের দ্বারা ভক্ত বর্গের পাপ দৌর্ব্বল্যবারকত্ব ও সর্ব্বপুরুষার্থসিদ্ধির সামর্থ্য সূচিত হইয়াছে। হে কৃষ্ণ! এই সম্বোধন দ্বারা এই অসম্ভব কার্য্য সিদ্ধির তুমিই একমাত্র উপায় বিধান কর্ত্তা, ইহাই অর্জ্জুন প্রকাশ করিলেন ॥৩৪॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। শ্রীভগবান্ উবাচ। (হে) মহাবাহো! মনঃ দুর্নিগ্রহং চলং (চঞ্চল মন নিরোধে অক্ষম) [তাহাতে] অসংশয়ং (সন্দেহ নাই), তু (কিন্তু) [হে] কৌন্তেয়! [উহা] অভ্যাসেন (অভ্যাস দ্বারা) বৈরাগ্যেণ চ (এবং বৈরাগ্যের দ্বারা) গৃহ্যতে (নিগৃহীত হয়) ॥ ৩৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। ভগবান্ বলিলেন—হে মহাবাহো! মন যে দুর্নিগ্রহ ও চঞ্চল তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু হে কৌন্তেয়! অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা উহা নিগৃহীত হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। শ্রীভগবানুবাচ—এবমেতদ্‌যথা ব্রবীষি—অসংশয়মিতি। অসংশয়ং নাস্তি সংশয়ো মনো দুর্নিগ্রহং চঞ্চলমিত্যত্র হে মহাবাহো। কিন্ত্বভ্যাসেন তু—অভ্যাসো নাম চিত্তভূমৌ কস্যাংচিৎ সমানপ্রত্যয়া বৃত্তিশ্চিত্তস্য। বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে। বৈরাগ্যং নাম দৃষ্টাদৃষ্টেষ্টভোগেষু দোষদর্শনাভ্যাসাদ্বৈতৃষ্ণ্যম্। তেন চ বৈরাগ্যেণ গৃহ্যতে বিক্ষেপরূপঃ প্রচারশ্চিত্তস্য। এবং তন্মনো গৃহ্যতে নিগৃহ্যতে। নিরুধ্যত ইত্যর্থঃ॥ ৩৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদুক্তং চঞ্চলত্বাদিকমঙ্গীকৃত্যৈব মনোনিগ্রহোপায়ং শ্রীভগবানুবাচ—অসংশয়মিতি। চঞ্চলত্বাদিনা মনো নিরোদ্ধুমশক্যমিতি যদ্বদসি—এতন্নিঃসংশয়মেব। তথাপি ত্বভ্যাসেন পরমাত্মাকারপ্রত্যয়াবৃত্ত্যা বিষয়বৈতৃষ্ণ্যেন চ গৃহ্যতে। অভ্যাসেন লয়প্রতিবন্ধাদ্বৈরাগ্যেণ চ বিক্ষেপপ্রতিবন্ধাদুপরতবৃত্তিকং সৎ পরমাত্মাকারেণ পরিণতং তিষ্ঠতীতার্থঃ। তদুক্তং যোগশাস্ত্রে—মনসো বৃত্তিশূন্যস্য ব্রহ্মাকারতয়া স্থিতিঃ। যাঽসংপ্রজ্ঞাতনামাঽসৌ সমাধিরভিধীয়তে॥ ইতি॥ ৩৫॥

গীতার্থসন্দীপনী। অর্জ্জুন রুদ্রাদিকে ও পরাভব করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার কোন প্রকার শক্তি ও সামর্থ্যের অভাব নাই, এই জন্য "মহাবাহো" সম্বোধনের দ্বারা তুমি মনকে জয় করিতে পারিবে, নিরাশ হইওনা—এইরূপ সঙ্কেত করিলেন। এবং "কৌন্তেয়" সম্বোধন দ্বারা, তুমি আমার পিতৃষসৃপুত্র—পরমাত্মীয়, সুতরাং আমি উপদেশাদি দ্বারা তোমার কার্য্যার্থ যথোচিত সাহায্য করিব, এই আভাস প্রকাশ করিলেন। হঠকারিতা দ্বারা অনেকে মনোনিগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন। যেমন সুন্দরী স্ত্রী দেখিলে ভোগেচ্ছার উদয় হয় বলিয়া, কেহ কেহ রূপবতী স্ত্রীর দিকে দৃষ্টিপাত করেন না। এইরূপ হঠকারিতা দ্বারা মনোবৃত্তিকে নিরুদ্ধ করা নিতান্ত মূঢ়ের চেষ্টা। মন শাসন করিতে হইলে অধ্যাত্মবিদ্যালাভ, সজ্জনসমাগম, বাসনাত্যাগ ও প্রাণস্পন্দননিরোধ এই চারিটি উৎকৃষ্ট উপায়। অধ্যাত্মবিদ্যা লাভ করিলে প্রপঞ্চ জগতের মিথ্যাত্ব অনুভূত হইয়া, চিত্তবৃত্তি পরমাত্মার অভিমুখে ধাবিত ও আত্মানন্দ উপভোগে অনুরক্ত হয়। সজ্জনসমাগমে পুনঃ পুনঃ তত্ত্বোপদেশশ্রবণে চিত্ত প্রবুদ্ধ হয়, এবং তাঁহাদের দেখাদেখি বিষয় ভোগ স্পৃহা কমিয়া আসে। সংসারবাসনা ক্ষীণ হইয়া আসিলে মনে নিত্য নূতন সংকল্পের ঢেউ উঠেনা। তাহাতে মনের চঞ্চলতা কমিয়া যায়, এবং প্রাণায়ামাদি দ্বারা প্রাণস্পন্দন রোধ করিতে পারিলে মনের ক্রিয়াশক্তি বাহিরের দিকে স্ফুরিত হয় না। আত্মাতে মনের সমাধি ক্রমশঃ স্থির হইয়া আসে। ভগবান্ দুর্জ্জয় মনকে নিগৃহীত করিবার বহু সদুপায়ের বিস্তৃত ব্যাখ্যা না করিয়া কেবল মাত্র অভ্যাস ও বৈরাগ্যকেই মনরূপ মত্তমাতঙ্গশাসনের অঙ্কুশস্বরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। ভগবান্ পতঞ্জলিও যোগসূত্রে "অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ" (ক) অভ্যাস ও বৈরাগ্যদ্বারাই মন নিরোধ করিতে হয়, ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ" (খ) শুদ্ধ চিদাত্মাতে প্রশান্তভাবে

(ক) যোগসূত্র ১।১২। (খ) যোগসূত্র ১।১৩।

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ ॥ ৩৬ ॥

চিত্তবৃত্তিকে স্থির রাখিবার জন্য মানসিক উৎসাহরূপ যত্ন দৃঢ় করিবার জন্য বারংবার চেষ্টার নাম অভ্যাস। এই অভ্যাসকে বিষয়বাসনা বিচলিত করিতে পারে না। এই অভ্যাস প্রবল থাকিলে যোগসিদ্ধির বিঘ্ন হইবার ভয় থাকেনা। "দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্" (ক) স্ত্রী, অন্ন, পান, মৈথুন, ঐশ্বর্য্যাদি জনিত দৃষ্ট বিষয়সুখ, এবং শাস্ত্রমুখে বিশ্রুত স্বর্গাদির সুখ (আনুশ্রবিক), এই উভয় প্রকার সুখে বিতৃষ্ণাকেই বশীকার নামক পরম বৈরাগ্য কহে। এই বশীকার বৈরাগ্যের উদয় হইলে ত্রিগুণাত্মক কোন বিষয় ব্যবহারে চিত্তে তৃষ্ণা উদয় হয় না। এই জন্যই ভগবান্ মনোনিগ্রহের বিবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপায়ের কথা উল্লেখ না করিয়া অভ্যাস ও বৈরাগ্যকেই প্রধান বলিয়া বর্ণন করিলেন ॥ ৩৫ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। অসংযতাত্মনা (অসংযতচিত্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক) যোগঃ দুষ্প্রাপঃ (দুষ্প্রাপ্য) ইতি (ইহা) মে (আমার) মতিঃ (মত)। তু (কিন্তু) যততা (যত্নশীল) বশ্যাত্মনা (বশীভূতচিত্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক) উপায়তঃ (সদুপায়ের দ্বারা) [যোগ] অবাপ্তুম (লাভ করিতে) শক্যঃ (সমর্থ) ॥ ৩৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। অসংযতাত্মা ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ যোগ দুষ্প্রাপ্য। কেবল যে ব্যক্তি যত্নশীল ও যাঁহার চিত্ত বশীভূত হইয়াছে, তিনিই সদুপায় দ্বারা ইহা লাভ করিতে পারেন ॥ ৩৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যঃ পুনরসংযতাত্মা তেন—অসংযতেতি। অসংযতাত্মনা—অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যামসংযত আত্মাঽন্তঃকরণং যস্য সোঽসংযতাত্মা—যোগো দুষ্প্রাপো দুঃখেন প্রাপ্যত ইতি মে মতিঃ। যস্য পুনর্বশ্যাত্মা—অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং বশ্যত্বমাপাদিত আত্মা মনো যস্য স বশ্যাত্মা। তেন বশ্যাত্মনা তু যততা ভূয়োঽপি প্রযত্নং কুর্ব্বতা শক্যোঽবাপ্তুং যোগ উপায়তো যথোক্তাদুপায়াৎ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এতাবাংস্ত্বিহ নিশ্চয় ইত্যাহ—অসংযতেতি। উক্তপ্রকারেণাঽভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যামসংযত আত্মা চিত্তং যস্য তেন যোগো দুষ্প্রাপঃ প্রাপ্ত মশক্যঃ। অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং বশ্যো বশবর্ত্তী আত্মা চিত্তং যস্য তেন পুরুষেণ পুনশ্চাং নৈনৈবোপায়েন প্রযত্নং কুর্ব্বতা যোগঃ প্রাপ্তুং শক্যঃ ॥ ৩৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তকে আত্মাতে সংযত করিতে না পারেন, তাঁহার এ যোগসিদ্ধি হওয়া সম্ভব নয়। বৈরাগ্যের পরিপাকদ্বারা যাঁহার চিত্ত বাসনা হইতে বিমুক্ত হইয়াছে, তিনিই কেবল পুরুষার্থ সাধন দ্বারা যোগসিদ্ধি লাভ

(ক) যোগসূত্র ১।১৫।

অর্জ্জুন উবাচ।

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥

করিতে পারেন। অনেক লোক বেদান্ত শাস্ত্রাদি পাঠানন্তর ব্রহ্মতত্ত্ব বিদিত হইয়াও আলস্য বা অযত্ন বশতঃ ব্রহ্মানন্দ লাভে বঞ্চিত থাকেন। তাঁহাদের মতে প্রারব্ধই বলবান্। "আমার প্রারব্ধে নাই, তাই হইল না" এই বলিয়াই মনকে প্রবোধ দেন। কিন্তু বুদ্ধিমান্ পুরুষগণ চিরদিনই পুরুষার্থ সাধনের দ্বারা কার্য্যসিদ্ধ করিয়া আসিয়াছেন্। সাংসারিক সুখ ও দুঃখ-ভোগ শুভ ও অশুভ কর্ম্মের ফল স্বরূপ—প্রারব্ধজনিত বলিয়া স্বীকার করা যায়। প্রারব্ধে যাহা আছে, তাহাই হইবে—এই কথার উপর নির্ভর করিয়া সংসারের সুখ দুঃখ ভোগ কর তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু যে সকল কর্ম্মে (নিষ্কাম কর্ম্ম, ভগবদ্ভক্তি, তপ, যোগাদি) ভোগার্থ অদৃষ্ট বিরচিত হয় না, তাহার উন্নতি, পুরুষার্থ সাধন ব্যতীত প্রারব্ধের উপর নির্ভর করা নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য। এ বিষয়ে যোগবাশিষ্ঠে ভূরি ভূরি উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। "উপায়তঃ" এই পদের দ্বারা ভগবান্ পুরুষার্থ সাধনের পরামর্শ দিয়াছেন ॥ ৩৬ ॥

—:o:—

অন্বয়বোধিনী। অর্জ্জুন উবাচ। [হে] কৃষ্ণ! শ্রদ্ধয়া উপেতঃ (শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক যোগ সাধনে প্রবৃত্ত) অযতিঃ (যত্নহীন পুরুষ) যোগাৎ (যোগ হইতে) চলিতমানসঃ (ভ্রষ্টচিত্ত হইয়া) যোগসংসিদ্ধিং (যোগসিদ্ধি) অপ্রাপ্য (লাভ না করিয়া) কাং গতিং (কি প্রকার গতি) গচ্ছতি (প্রাপ্ত হইয়া থাকে)? ॥ ৩৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। অর্জ্জুন বলিলেন—হে কৃষ্ণ! যিনি শ্রদ্ধাবান্ হইয়াও যোগ সাধনে বিশেষ যত্ন করেন নাই, অথবা যোগ সাধন করিতে করিতে চিত্ত চাঞ্চল্য দোষে ভ্রষ্ট হইয়াছেন, তিনি যোগ সিদ্ধি লাভ করিয়া কি প্রকার গতি প্রাপ্ত হইবেন? ॥ ৩৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তত্র যোগাঽভ্যাসাঙ্গীকরণেন পরলোকেহলোকপ্রাপ্তিনিমিত্তানি কর্ম্মাণি সংন্যস্তানি। যোগসিদ্ধফলং চ মোক্ষসাধনং সম্যগ্দর্শনং ন প্রাপ্তমিতি যোগী যোগমার্গান্মরণকালে চলিতচিত্ত ইতি তস্য নাশমাশঙ্ক্যার্জ্জুন উবাচ—অযতিরিতি। অযতির-প্রযত্নবান্ যোগমার্গে শ্রদ্ধয়াস্তিক্যবুদ্ধ্যা চোপেতঃ। যোগাদন্তকালেঽপি চলিতং মানসং মনো যস্য স চলিতমানসো ভ্রষ্টস্মৃতিঃ। সোঽপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং যোগফলং সম্যগ্দর্শনং কাং গতিং হে কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অভ্যাসবৈরাগ্যাঽভাবেন কথঞ্চিদপ্রাপ্তসম্যগ্জ্ঞানঃ কিং ফলং প্রাপ্নোতীতি অর্জ্জুন উবাচ—অযতিরিতি। প্রথমং শ্রদ্ধয়োপেত এব যোগে প্রবৃত্তঃ।

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥ ৩৮ ॥

ন তু মিথ্যাচারতয়া। ততঃ পরং স্বযতিঃ সম্যঙ্ন যততে। শিথিলাভ্যাস ইত্যর্থঃ। তথা যোগাচ্চলিতং মানসং বিষয়প্রবণং চিত্তং যস্য। মন্দবৈরাগ্য ইত্যর্থঃ। এবমভ্যাসবৈরাগ্য-শৈথিল্যাদ্যোগস্য সংসিদ্ধিং ফলং জ্ঞানমপ্রাপ্য কাং গতিং প্রাপ্নোতি ॥ ৩৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে পরম যোগীদিগের যোগসিদ্ধির কথা ব্যাখ্যাত ও মীমাংসিত হইয়াছে। এক্ষণে অর্জ্জুনের জিজ্ঞাস্য এই যে, যিনি নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক, ইহামুত্র ফলভোগবৈরাগ্য, শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা, সমাধান আদি সাধনসম্পন্ন হইয়া শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট বেদান্তবাক্য শ্রবণ মননাদি করিয়াও যদি পরমায়ুর অল্পতা বশতঃ যোগসিদ্ধির সম্যক্ যত্ন করিতে অবকাশ না পান, অথবা চিত্ত-বৈকল্য বশতঃ যদি যোগভ্রষ্ট হন, তাহা হইলে তত্ত্বসাক্ষাৎকারের ফলস্বরূপ অপুনরাবৃত্তি, ও অবিদ্যাবীজের বিনাশ তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে বলিয়া বোধ হয় না। হে অগতির গতি শ্রীকৃষ্ণ! তাঁহার তবে কি প্রকার গতি হইবে? ॥ ৩৭ ॥

———:০:———

অন্বয়বোধিনী। [হে] মহাবাহো। ব্রহ্মণঃ পথি (ব্রহ্মপ্রাপ্তিমার্গে) বিমূঢ়ঃ (বিমূঢ় হইয়া) অপ্রতিষ্ঠঃ (নিরাশ্রয়) উভয়বিভ্রষ্টঃ (উভয় হইতেই ভ্রষ্ট) [ব্যক্তি] ছিন্নাভ্রম্ ইব (ছিন্ন ভিন্ন মেঘের ন্যায়) কচ্চিৎ (কি) ন নশ্যতি (বিনষ্ট হয় না)? ॥ ৩৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে মহাবাহো! তত্ত্বজ্ঞানবিমূঢ় এবং কর্ম্ম ও উপাসনা এতদুভয় হইতেই ভ্রষ্ট ব্যক্তি কি ছিন্ন ভিন্ন মেঘের ন্যায় বিনষ্ট হয় না? ॥ ৩৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কচ্চিদিতি। কচ্চিৎ কিমুভয়বিভ্রষ্টঃ কর্ম্মমার্গাদ্যোগমার্গাচ্চ বিভ্রষ্টঃ সংশ্ছিন্নাভ্রমিব ন নশ্যতি? কিং বা নশ্যতি? অপ্রতিষ্ঠো নিরাশ্রয়ঃ। হে মহাবাহো বিমূঢঃ সন্ ব্রহ্মণঃ পথি ব্রহ্মপ্রাপ্তিমার্গে ॥ ৩৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। প্রশ্নাভিপ্রায়ং বিবৃণোতি—কচ্চিদিতি। কর্ম্মণা-মীশ্বরেঽর্পিতত্বাদননুষ্ঠানাচ্চ তাবৎ কর্ম্মফলং স্বর্গাদিকং ন প্রাপ্নোতি। যোগানিষ্পত্তেশ্চ মোক্ষং ন প্রাপ্নোতি। এবমুভয়স্মাদ্ভ্রষ্টোঽপ্রতিষ্ঠো নিরাশ্রয়ঃ। অত এব ব্রহ্মণঃ প্রাপ্ত্যুপায়ে পথি মার্গে বিমূঢ়ঃ সন্ কচ্চিৎ কিং নশ্যতি? কিং বা ন নশ্যতীত্যর্থঃ। নাশে দৃষ্টান্তঃ—যথা ছিন্নমভ্রং পূর্ব্বস্মাদভ্রাদ্বিশ্লিষ্টমভ্রান্তরং চাপ্রাপ্তং সন্মধ্য এব বিলীয়তে তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবান্ ভক্তগণের বিঘ্ন বিপদ্ রাশি নিজ ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষফলপ্রদ মঙ্গলময় ভুজবলে নিবারণ করিয়া থাকেন বলিয়া অর্জ্জুন "হে মহাবাহো" এই সম্বোধন করিলেন। যিনি অপ্রতিষ্ঠ অর্থাৎ পিতৃযান মার্গে গমনের সাধনরূপ "কর্ম্মের" অনুষ্ঠান করেন না, এবং দেবযান মার্গে গমনের সাধনরূপ "উপাসনা" পরিত্যাগ করিয়াছেন,

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণচ্ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাঽস্যচ্ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥ ৩৯ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

পার্থ নৈবেহ নাঽমুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ ৪০ ॥

অথচ যোগ সাধন করিতে করিতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিলেন না, এইরূপে কর্ম্ম ও জ্ঞান এতদুভয়েরই ফল লাভে যিনি বঞ্চিত, তিনি কি বায়ুবিতাড়িত ছিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘখণ্ডের ন্যায় বিনষ্ট হয়েন না ? ॥ ৩৮ ॥

--- :০:---

অন্বয়বোধিনী। [হে] কৃষ্ণ ! মে (আমার) এতৎ সংশয়ম্ (এই সংশয়) অশেষতঃ (সর্ব্বতোভাবে) ছেত্তুম্ (ছেদ করিতে) [তুমি] অর্হসি (সমর্থ), হি (যেহেতু ত্বদন্যঃ (তুমি ভিন্ন) অস্য (এই) সংশয়স্য (সংশয়ের) ছেত্তা (নিবারক) ন উপপদ্যতে (পাওয়া যায় না) ॥ ৩৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে কৃষ্ণ ! আমার এই সংশয় তুমি সর্ব্বতোভাবে নিবৃত্ত করিয়া দাও ; কেননা তুমি ভিন্ন আমার এ সংশয় আর কেহই ছেদন করিতে পারিবে না ॥ ৩৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এতদিতি। এতন্মে মম সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমপনেতুমর্হস্যশেষতঃ। ত্বদন্যস্ত্বত্তোঽন্য ঋষির্দ্দেবো বা ছেত্তা নাশয়িতা সংশয়স্যাঽস্য ন হি যস্মাদুপপদ্যতে ন সম্ভবতি। অতস্ত্বমেব ছেত্তুমর্হসীত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ত্বয়ৈব সর্ব্বজ্ঞেনাঽয়ং মম সন্দেহো নিরসনীয়ঃ। ত্বত্তোঽন্যস্ত্বেতৎসন্দেহনিবর্ত্তকো নাঽস্তীত্যাহ—এতদিতি। এতদেনম্। ছেত্তা নিবর্ত্তকঃ স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৩৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। অর্জ্জুন ভাবিলেন, ভগবানের ন্যায় সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, পরমকৃপালু জগদ্গুরু আর কোথায় পাইব ? অন্য ঋষি বা দেবতার কাছে প্রার্থনা করিলে তাঁহারা আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন বটে, কিন্তু আমার মনের বিকলতা বশতঃ অথবা প্রশ্ন করিবার ভাষার অপটুতা ও অপূর্ণতা জন্য যে সংশয় আমি ব্যক্ত করিতে পারিব না, আমার মনের কথা মনেই রহিয়া যাইবে, সেই সকল কথার বিচারপূর্ব্বক সদুত্তর দান করা অন্তর্য্যামী ভগবান্ ব্যতীত আর কাহারওই সামর্থ্য নাই। তাই ভগবান্কে বলিলেন, তুমি ভিন্ন আমার এ সংশয় আর কেহ দূর করিতে পারিবে না ॥ ৩৯ ॥

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥ ৪১ ॥

অন্বয়বোধিনী। শ্রীভগবান্ উবাচ। [হে] পার্থ! তস্য (তাঁহার) ইহ এব (ইহলোকে) বিনাশঃ ন বিদ্যতে (নাই), অমুত্র (পরলোকে) ন (বিনাশ নাই), [হে] তাত! হি (যেহেতু) কল্যাণকৃৎ (শুভানুষ্ঠায়ী) কশ্চিৎ (কেহই) দুর্গতিং (দুর্গতি) ন গচ্ছতি (প্রাপ্ত হন না)॥ ৪০॥

বঙ্গানুবাদ। ভগবান্ কহিলেন, হে পার্থ! যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি ইহলোকে বা পরলোকে বিনষ্ট হন না। হে তাত! শাস্ত্রবিহিতকার্য্যের অনুষ্ঠানকারী কোন ব্যক্তিরই দুর্গতি হয় না॥ ৪০॥

শাঙ্করভাষ্যম্। পার্থেতি। হে পার্থ নৈবেহ লোকে নাঽমুত্র পরস্মিন্ বা লোকে বিনাশস্তস্য বিদ্যতে নাঽস্তি। নাশো নাম পূর্ব্বস্মাদ্ধীনজন্মপ্রাপ্তিঃ। স তস্য যোগভ্রষ্টস্য নাঽস্তি। ন হি যস্মাৎ কারণাৎ কল্যাণকৃচ্ছুভকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং কুৎসিতাং গতিম্। হে তাত। তনোত্যাত্মানং পুত্ররূপেণেতি পিতা তাত উচ্যতে। পিতৈব পুত্র ইতি পুত্রোঽপি তাত উচ্যতে। শিষ্যোঽপি পুত্রবদিত্যপুত্রোঽপি তাত উচ্যতে। গচ্ছতি॥ ৪০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ পার্থেতি সার্দ্ধৈশ্চতুর্ভিঃ। ইহ লোকে নাশ উভয়ভ্রংশাৎ পাতিত্যম্। অমুত্র পরলোকে নাশো নরকপ্রাপ্তিঃ। তদুভয়ং তস্য নাঽস্ত্যেব। যতঃ কল্যাণকৃচ্ছুভকারী কশ্চিদপি দুর্গতিং ন গচ্ছতি। অয়ং চ শুভকারী শ্রদ্ধয়া যোগে প্রবৃত্তত্বাৎ তাতেতি লোকরীত্যোপলালয়ন্ সম্বোধয়তি॥ ৪০॥

গীতার্থসন্দীপনী। যাহারা স্বেচ্ছাচার পূর্ব্বক কর্ম্ম বা উপাসনা পরিত্যাগ করে, তাহারা পিতৃযানের বা দেবযানের অধিকারী নহে, তাহারা ইহলোকে নিন্দিত ও পরলোকে নিরয়গামী হয়। কিন্তু যোগিগণ শাস্ত্রবিহিত ব্যবস্থানুসারেই যোগ সাধনার্থ কর্ম্ম ও উপাসনা মার্গ পরিত্যাগ করেন; শাস্ত্রবিহিত একটি মাত্র কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেও যখন জীবের সদ্গতি হয়, তখন যে যোগী কার্য্যারম্ভ হইতে মরণ পর্য্যন্ত শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠান করিলেন, তাঁহার দুর্গতি হইবে কেন? শ্রদ্ধা, সত্য, ব্রহ্মবিচার ও সন্ন্যাস, ইহার অন্যতম একটীরও সাধন করিলে জীবের ব্রহ্মলোকে গতি হয়। যোগী যখন এই এই চারিটিরই সাধন করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়াছেন, তখন তাঁহার যে কোন দুর্গতিই হইবে না তাহাতে সংশয় নাই। অর্জ্জুন ভগবান্‌কে পরমগুরু জানিয়া প্রশ্ন করিয়াছেন, এই জন্য এই শ্লোকে জগদ্গুরু ভগবান্ অর্জ্জুনকে ভ্রাতা বা সখা সম্বোধন না করিয়া, শিষ্যের ন্যায় "হে তাত" এইরূপ বাৎসল্যভাবে সম্বোধন করিলেন॥ ৪০॥

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্ ।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়বোধিনী। যোগভ্রষ্টঃ (যোগভ্রষ্টপুরুষ) পুণ্যকৃতাং (পুণ্যাত্মাদিগের) লোকান্ (লোক) প্রাপ্য (লাভ করিয়া) শাশ্বতীঃ সমাঃ (বহু বর্ষ) উষিত্বা (নিবাস করিয়া) শুচীনাং (পবিত্র) শ্রীমতাং (ধনবান্‌দিগের) গেহে (গৃহে) অভিজায়তে (জন্মগ্রহণ করেন) ॥ ৪১ ॥

বঙ্গানুবাদ। যোগভ্রষ্ট পুরুষ পুণ্যাত্মাদিগের প্রাপ্য লোক লাভ করিয়া তথায় বহুবর্ষ নিবাস করেন এবং তদনন্তর পৃথিবীতে পবিত্র শ্রীমন্তের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৪১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিং তস্য ভবতি ?—প্রাপ্যেতি । যোগমার্গেষু প্রবৃত্তঃ সংন্যাসী সামর্থ্যাৎ প্রাপ্য গত্বা পুণ্যকৃতামশ্বমেধাদিযাজিনাং লোকান্ । তত্র চোষিত্বা বাসমনুভূয় শাশ্বতীর্নিত্যাঃ সমাঃ সংবৎসরান্ । তদ্ভোগক্ষয়ে শুচীনাং যথোক্তকারিণাম্ । শ্রীমতাং বিভূতিমতাম্ । গেহে গৃহে । যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥ ৪১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তর্হি কিমসৌ প্রাপ্নোতীত্যপেক্ষায়ামাহ—প্রাপ্যেতি । পুণ্যকারিণামশ্বমেধাদিযাজিনাং লোকান্ প্রাপ্য তত্র শাশ্বতীঃ সমা বহূন্ সংবৎসরানুষিত্বা বাসসুখমনুভূয় শুচীনাং সদাচারাণাম্ । শ্রীমতাং ধনিনাম্ । গেহে স যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে জন্ম প্রাপ্নোতি ॥ ৪১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। কোন কোন যোগী বিষয়বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া মনোবৈকল্য বশতঃ যোগভ্রষ্ট হয়েন, আর কেহ বা অল্পকালে মৃত্যুসমাগম জন্য বিষয়বৈরাগ্যসত্ত্বেও যোগসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন না। ভগবান্ এই শ্লোকে প্রথম প্রকার যোগভ্রষ্টদিগের কিরূপ গতি হইবে তাহাই বলিতেছেন, তাঁহারা অর্চ্চিরাদি মার্গের দ্বারা ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া ব্রহ্মার আয়ু পরিমাণে সংবৎসরকাল তথায় বাস করেন, তথাকার ভোগাবসান হইলে পৃথিবীস্থ কোন পবিত্র রাজকুলে জনকাদি মহারাজের ন্যায়, অথবা কোন ধনাঢ্য বংশে জন্মগ্রহণ করেন। অসদ্বৃত্তিশীল ধনাঢ্যগণ সম্পত্তি পাইয়া অনেক দুষ্কার্য্য করিয়া থাকেন। এই জন্য যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি সেরূপ দুষ্টকুলে না জন্মিয়া সদাচারসম্পন্ন শ্রীমন্তের গৃহে জন্মিয়া থাকেন ॥ ৪১ ॥

———:o:———

অন্বয়বোধিনী। অথবা যোগিনাং (যোগনিষ্ঠ) ধীমতাম্ এব (জ্ঞানিগণের) কুলে (কুলে) ভবতি (জন্মগ্রহণ করেন), ঈদৃশং (এইরূপ) যৎ জন্ম (যে জন্ম) এতৎ হি [ইহ] লোকে (জগতে) দুর্লভতরম্ (অতি দুর্লভ) ॥ ৪২ ॥

বঙ্গানুবাদ। অথবা যোগভ্রষ্ট পুরুষ ব্রহ্মবিদ্যাবিশিষ্ট যোগীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন; এরূপ জন্ম জগতে অতি দুর্লভ ॥ ৪২ ॥

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥ ৪৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথবেতি। অথবা শ্রীমতাং কুলাদন্যস্মিন্ যোগিনামেব দরিদ্রাণাং কুলে ভবতি জায়তে। ধীমতাং বুদ্ধিমতাম্। এতদ্ধি জন্ম যদ্দরিদ্রাণাং যোগিনাং কুলে দুর্লভতরং দুঃখেন লভ্যতরং পূর্ব্বমপেক্ষ্য। লোকে জন্ম যদীদৃশং যথোক্তবিশেষণে কুলে ॥ ৪২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অল্পকালাভ্যস্তযোগভ্রংশে গতিরিয়মুক্তা। চিরাভ্যস্তযোগভ্রংশে তু পক্ষান্তরমাহ—অথবেতি। যোগনিষ্ঠানাং ধীমতাং জ্ঞানিনামেব কুলে জায়তে। ন তু পূর্ব্বোক্তানামনারূঢ়যোগানাং কুলে। এতজ্জন্ম স্তৌতি—ঈদৃশং যজ্জন্ম—এতদ্ধি লোকে দুর্লভতরং। মোক্ষহেতুত্বাৎ ॥ ৪২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। এই শ্লোকে ভগবান্ দ্বিতীয় প্রকার যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির কিরূপ গতি হইবে তাহারই ব্যাখ্যান করিতেছেন। তিনি মরণান্তে ক্ষণবিধ্বংসী স্বর্গসুখ বা পার্থিব ঐশ্বর্য্যসুখ রূপ মহাগর্ত্তে নিপতিত হয়েন না, তাঁহার সাধনকালীন শ্রদ্ধা ও বৈরাগ্যসূত্র ব্রহ্মবেত্তা দরিদ্র যোগীর গৃহে তাঁহাকে আবির্ভূত করে। পৃথিবীতে যোগীর গৃহে জন্ম হওয়া বড়ই দুর্লভ। শ্রীমন্তের গৃহে জন্মাপেক্ষা যোগীর গৃহে জন্ম শ্রেষ্ঠতর। কেননা শ্রীমন্তের গৃহে জন্মিলে উত্তম ভোজন, উত্তম বস্ত্রালঙ্কার, সুন্দরী স্ত্রীর সমাগম ইত্যাদি চিত্তবিক্ষেপকর অনেক কারণ আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু যোগীর গৃহে সে সকল উপদ্রব নাই, কেবল কিরূপে ব্রহ্মলাভ হইবে, কিরূপে হারান ধন পুনর্লাভ হইবে, তাহারই সদ্ব্যবস্থা হইয়া থাকে ॥ ৪২ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। [হে] কুরুনন্দন। [সেই যোগভ্রষ্ট পুরুষ] তত্র (সেই জন্মে) পৌর্ব্বদেহিকম্ (পূর্ব্বজন্মকৃত) তং (সেই) বুদ্ধিসংযোগং (জ্ঞানসাধিনী বুদ্ধি) লভতে (লাভ করেন), ততঃ চ (তদনন্তর) ভূয়ঃ (পুনর্ব্বার) সংসিদ্ধৌ (মুক্তির নিমিত্ত) যততে (যত্ন করেন) ॥ ৪৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে কুরুনন্দন! যোগভ্রষ্ট পুরুষ জন্মগ্রহণ করিলে তাঁহার পূর্ব্বদেহের সংস্কারানুরূপ জ্ঞানসাধিনী বুদ্ধি লাভ করেন; এবং তদনন্তর মুক্তির নিমিত্ত অধিকতর যত্ন করিতে থাকেন ॥ ৪৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যস্মাৎ—তত্রেতি। তত্র যোগিনাং কুলে তং বুদ্ধিসংযোগং বুদ্ধ্যা সংযোগং বুদ্ধিসংযোগং লভতে। পৌর্ব্বদেহিকং পূর্ব্বস্মিন্ দেহে ভবং পৌর্ব্বদেহিকম্। যততে চ প্রযত্নং করোতি। ততস্তস্মাৎ পূর্ব্বকৃতাৎ সংস্কারাদ্ভূয়ো বহুতরং সংসিদ্ধিনিমিত্তং। হে কুরুনন্দন ॥ ৪৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ততঃ কিম্? অত আহ—তত্রেতি সার্দ্ধেন। স তত্র দ্বিপ্রকারেঽপি জন্মনি পূর্ব্বদেহে ভবং পৌর্ব্বদেহিকং। তমেব ব্রহ্মবিষয়য়া বুদ্ধ্যা সংযোগং লভতে। ততশ্চ ভূয়োঽধিকং সংসিদ্ধৌ মোক্ষে প্রযত্নং করোতি ॥ ৪৩ ॥

পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে ॥ ৪৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। মহারাজ কুরু ভারতবর্ষের অতি পুণ্যশ্লোক ও চক্রবর্ত্তী রাজা ছিলেন। ভগবান্ অর্জ্জুনকে কুরুনন্দন বলিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক এই সঙ্কেত করিলেন যে, তুমি ও যোগভ্রষ্ট, তুমি যত্ন করিলেই আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে। আমরা লোককে যে কুকর্ম্মে ও সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত দেখি, তাহা লোকের কেবলমাত্র ইহজন্ম কৃত ইচ্ছার উচ্ছ্বাস নহে, তাহার পূর্ব্বজন্মের সংস্কারানুরূপ প্রবৃত্তিই এজন্মে সৎ বা অসৎ কার্য্যক্ষেত্রে প্রেরণা করে। মৃত্যু হইলে স্থূল দেহ নষ্ট হয় বটে, কিন্তু মনোময় সূক্ষ্ম শরীর বিনষ্ট হয় না। দেহধারণ কালে জীব কার্য্যক্ষেত্রে যে শুভ ও অশুভ সঙ্কল্প পূর্ব্বক কার্য্য করিয়া থাকে, সেই কর্ম্মফলগুলি সংস্কার-স্বরূপে লিঙ্গশরীরকে বেষ্টন করিয়া ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম রূপ অদৃষ্ট রচনা করে। এই সংস্কারই পর-জন্মের প্রবৃত্তিরাশির নিয়ন্তা। মনে কর, তুমি কলিকাতা হইতে কাশী আসিতেছ—প্রথম দিন বাষ্পীয় যান হইতে বৈদ্যনাথ দর্শনার্থ অবতরণ করিলে, তৎপর দিন যখন কাশী আসিতে থাকিবে, তখন কি তুমি বৈদ্যনাথ হইতে যাত্রা না করিয়া আবার কলিকাতা হইতে যাত্রা করিতে পার? অর্থাৎ যতটুকু পথ আসিয়াছ, তথা হইতেই চলিতে হইবে। সেইরূপ যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি জন্মজন্মান্তরে যতটুকু সাধন করিয়া আসিয়াছেন, এজন্মে তাহারই পর হইতে সাধন আরম্ভ করিবেন, তাঁহাকে জ্ঞান সাধনের প্রথম সূত্রপাত করিতে হইবে না ॥ ৪৩ ॥

:০:-

অন্বয়বোধিনী। সঃ (তিনি) অবশঃ (যত্ন না করিলেও) তেন এব (সেই) পূর্ব্বাভ্যাসেন (পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ) হ্রিয়তে (অভিভূত হন), যোগস্য (তত্ত্বজ্ঞানের) জিজ্ঞাসুঃ অপি (জিজ্ঞাসু হইলেও) শব্দব্রহ্ম (বেদকে) অতিবর্ত্ততে (অতিক্রম করেন) ॥ ৪৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি যত্ন না করিলেও পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ তাঁহার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। তিনি আত্মতত্ত্বজ্ঞানের জিজ্ঞাসু হইলেও বেদোক্ত কর্ম্মফলের অপেক্ষা অধিকতর ফললাভ করিয়া থাকেন ॥ ৪৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কথংভূতং পূর্ব্বদেহবুদ্ধিসংযোগমিতি? উচ্যতে—পূর্ব্বেতি। যঃ পূর্ব্বজন্মনি কৃতোঽভ্যাসঃ স পূর্ব্বাভ্যাসঃ। তেনৈব বলবতা হ্রিয়তে সংসিদ্ধৌ। হি যস্মাদবশোঽপি স যোগভ্রষ্টঃ। ন কৃতং চেদ্যোগাভ্যাসজাৎ সংস্কারাৎ বলবত্তরমধর্ম্মাদিলক্ষণং কর্ম্ম তদা যোগাভ্যাসজনিতেন সংস্কারেণ হ্রিয়তে। অধর্ম্মশ্চেদ্বলবত্তরঃ কৃতস্তেন যোগজোঽপি সংস্কারোঽভিভূয়ত এব। তৎক্ষয়ে তু যোগজঃ সংস্কারঃ স্বয়মেব কার্য্যমারভতে। ন দীর্ঘকাল-স্থস্যাপি বিনাশস্তস্যাস্তীতি। অতো জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য স্বরূপং জ্ঞাতুমিচ্ছন্নপি যোগমার্গে প্রবৃত্তঃ—সংন্যাসী যোগভ্রষ্টঃ সামর্থ্যাৎ—সোঽপি শব্দব্রহ্ম বেদোক্তকর্ম্মানুষ্ঠানফলমতিবর্ত্ততেঽ-পাকরিষ্যতি। কিমুত বুদ্ধা যো যোগং তন্নিষ্ঠোঽভ্যাসং কুর্য্যাৎ ॥ ৪৪ ॥

প্রযত্নাদ্‌যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ৪৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তত্র হেতুঃ—পূর্ব্বেতি। তেনৈব পূর্ব্বদেহকৃতাভ্যাসেনাঽবশোঽপি কুতশ্চিদন্তরায়াদনিচ্ছন্নপি সংহ্রিয়তে বিষয়েভ্যঃ পরাবর্ত্ত্য ব্রহ্মনিষ্ঠঃ ক্রিয়তে। তদেবং পূর্ব্বাঽভ্যাসবশেন প্রযত্নং কুর্ব্বন্নৈর্মুচ্যত ইতীমমর্থং কৈমুত্যন্যায়েন স্ফুটয়তি—জিজ্ঞাসুরিতি সার্দ্ধেন। যোগস্য স্বরূপং জিজ্ঞাসুরেব কেবলম্। ন তু প্রাপ্তযোগঃ। এবংভূতো যোগে প্রবিষ্টমাত্রোঽপি পাপবশাদযোগভ্রষ্টোঽপি শব্দব্রহ্ম বেদমতিবর্ত্ততে। বেদোক্তকর্ম্মফলাতিক্রামতি। তেভ্যোঽধিকং ফলং প্রাপ্য মুচ্যত ইত্যর্থঃ। ৪৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি দরিদ্র যোগীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিলে কামিনী কাঞ্চন আদির অভাব বশতঃ তাঁহার জ্ঞানলাভের বিঘ্ন না হইতে পারে, কিন্তু যিনি আমোদপ্রমোদ ও উৎসব পূর্ণ ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ব্যক্তির গৃহে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার জ্ঞান লাভ করা সুদূরপরাহত, কেননা বিষয়রাশি তাঁহাকে ভোগাসক্ত করিয়া তুলে। অর্জ্জুনের মনোগত এই রূপ আশঙ্কা নিবারণ করিবার জন্য ভগবান্ এই শ্লোকে বলিতেছেন যে, শ্রীমন্তের গৃহজাত যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির পূর্ব্ব জ্ঞানাভ্যাসের সংস্কার এতই প্রবল ও তীব্র যে, বিষয়রাশি সম্মুখে আসিলেও পূর্ব্বসংস্কারের তীব্রতেজের সম্মুখে ভোগবাসনারূপ তিমিররাশি কিছুতেই উপস্থিত হইতে পারে না। বিনা যত্নে তাঁহার মন তত্ত্বজ্ঞানলাভের জন্য ধাবিত হইবে। বেদোক্ত কর্ম্মরাশির ফল তত্ত্বজিজ্ঞাসার অপরিমেয় পবিত্র বলকে অভিভূত করিতে পাবে না। তাই যোগীর পূর্ব্ববাসনানুরূপ ভোগার্থ বিষয় উপস্থিত হইয়াও তাঁহার তত্ত্বজ্ঞানসংস্কারকে অভিভূত করিতে পারে না। অর্জ্জুনই ইহার সাক্ষীস্বরূপ। আজ কোথায় ভারতসাম্রাজ্য লাভ করিবার জন্য বীরদর্পে মহা সমরানল প্রজ্বলিত করিবেন, রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া আজ কোথায় বৈরিশোণিতে অবগাহন করিবেন, তাহা না করিয়া বিষয়সুখে জলাঞ্জলি দিতে উদ্যত। আজ তাঁহার পূর্ব্বজ্ঞানসংস্কার ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের প্রভাবে উত্তেজিত হওয়ায় তিনি ভগবানের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে যোগতত্ত্বজিজ্ঞাসা করিতেছেন, আজ সাম্রাজ্যসুখও অর্জ্জুনের তত্ত্বজ্ঞানচিন্তাকে অভিভূত করিতে পারিতেছে না ॥ ৪৪ ॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। তু (কিন্তু) প্রযত্নাৎ (প্রযত্নপূর্ব্বক) [অধিক] যতমানঃ (যত্ন করিয়া) সংশুদ্ধকিল্বিষঃ (নিষ্পাপ হইয়া) যোগী অনেকজন্মসংসিদ্ধঃ (বহুজন্মে সিদ্ধ হইয়া) ততঃ (অনন্তর) পরাং গতিং (পরমা গতি) যাতি (লাভ করেন)। ৪৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে যোগী পুরুষ পূর্ব্ব প্রযত্ন হইতেও অধিক প্রযত্ন করেন, এবং নিষ্পাপ হইয়া জন্মাজন্মান্তরীয় পুণ্য ফলে ঐরূপ জন্মগ্রহণ করেন, সাধনপরিপাকদ্বারা তিনি মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৪৫ ॥

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন ॥ ৪৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কুতশ্চ যোগিত্বং শ্রেয় ইতি?—প্রযত্নাদিতি। প্রযত্নাদ্‌যতমানোঽধিকতরং যতমান ইত্যর্থঃ। তত্র যোগী বিদ্বান্ সংশুদ্ধকিল্বিষো বিশুদ্ধকিল্বিষঃ সংশুদ্ধপাপঃ। অনেকেষু জন্মসু কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সংস্কারজাতমুপচিত্য তেনোপচিতেনানেকজন্মকৃতেন সংসিদ্ধোঽনেকজন্মসংসিদ্ধঃ। ততো লব্ধসম্যগ্‌দর্শনঃ সন্ যাতি পরাং প্রকৃষ্টাং গতিম্ ॥ ৪৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যদৈবং মন্দপ্রযত্নোঽপি যোগী পরাং গতিং যাতি তদা যস্তু যোগী প্রযত্নাদুত্তরোত্তরমধিকং যোগে যতমানো যত্নং কুর্ব্বন্ যোগেনৈব সংশুদ্ধকিল্বিষো বিধূতপাপঃ সোঽনেকেষু জন্মসূপচিতেন যোগেন সংসিদ্ধঃ সম্যগ্‌জ্ঞানী ভূত্বা ততঃ শ্রেষ্ঠাং গতিং যাতীতি কিং বক্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। জন্মে জন্মে পুণ্য করিতে করিতে জীবের পাপবাসনা বিনষ্ট হয়, তৎপরে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের নিমিত্ত বিমল বুদ্ধির উদয় হয়। অতঃপর তত্ত্বজিজ্ঞাসার দ্বার' যোগাভ্যাসে প্রবৃত্তি হয়। এই যোগাভ্যাসক্রমে জীবের আত্মজ্ঞানের উদয় হয়। এই রূপে ক্রমে ক্রমে সাধনার পরিপাক হইলে মুক্তি লাভ হয় ॥ ৪৫ ॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। যোগী তপস্বিভ্যঃ (তপস্বিগণ অপেক্ষা) অধিকঃ (শ্রেষ্ঠ), জ্ঞানিভ্যঃ অপি (পরোক্ষ জ্ঞানিগণ অপেক্ষাও) অধিকঃ (শ্রেষ্ঠ), যোগী কর্ম্মিভ্যঃ চ (কর্ম্মিগণ অপেক্ষাও) অধিকঃ (শ্রেষ্ঠ), [ইহা আমার] মতঃ (মত), তস্মাৎ (অতএব) [হে] অর্জ্জুন! [তুমি] যোগী ভব (হও) ॥ ৪৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। তত্ত্ববেত্তা যোগী তপস্বিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, পরোক্ষজ্ঞানিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, এবং কর্ম্মিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। অতএব হে অর্জ্জুন তুমি যোগী হও ॥ ৪৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যস্মাদেবং তস্মাৎ—তপস্বিভ্য ইতি। তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী। জ্ঞানিভ্যোঽপি। জ্ঞানমত্র শাস্ত্রার্থপাণ্ডিত্যম্। তদ্বদ্ভ্যোঽপি মতো জ্ঞাতোঽধিকঃ শ্রেষ্ঠ ইতি। কর্ম্মিভ্যঃ—অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম। তদ্বদ্ভ্যোঽধিকো যোগী বিশিষ্টো যস্মাত্তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন ॥ ৪৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যস্মাদেবং তস্মাৎ—তপস্বিভ্য ইতি। তপস্বিভ্যঃ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিতপোনিষ্ঠেভ্যঃ। জ্ঞানিভ্যঃ শাস্ত্রজ্ঞানবদ্ভ্যোঽপি। কর্ম্মিভ্য ইষ্টাপূর্ত্তাদিকর্ম্মকারিভ্যোঽপি। যোগী শ্রেষ্ঠো মমাভিমতঃ; তস্মাত্ত্বং যোগী ভব ॥ ৪৬ ॥

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনাহন্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে ধ্যানযোগো নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ।

গীতার্থসন্দীপনী। যাঁহারা কেবল কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি তপোব্রত করিয়া থাকেন এবং যাঁহারা যাগ যজ্ঞাদি কার্য্যে ব্যস্ত, আর যে সকল জ্ঞানী আত্মাকে পরোক্ষ বোধ করেন, তৎসমস্ত অপেক্ষা একমাত্র মুক্তিপিপাসু যোগী শ্রেষ্ঠ, কেননা তাদৃশ যোগী তত্ত্বজ্ঞান, মনোনাশ ও বাসনাক্ষয়দ্বারা জীবন্মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন ॥ ৪৬ ॥

:o:-

অন্বয়বোধিনী। সর্ব্বেষাং (সকল) যোগিনাম্ অপি (যোগিগণের মধ্যেও) যঃ (যিনি) শ্রদ্ধাবান্ (শ্রদ্ধাযুক্ত) মদ্গতেন অন্তরাত্মনা (মদ্গত চিত্ত দ্বারা) মাং (আমাকে) ভজতে (আরাধনা করেন), সঃ (সেই যোগী) মে যুক্ততমঃ মতঃ (আমার মতে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ) ॥ ৪৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। যোগিগণের মধ্যে যিনি মদ্গতচিত্ত হইয়া কেবলমাত্র আমাকে আরাধনা করিয়া থাকেন, তিনি সকল অপেক্ষা পরম শ্রেষ্ঠ ॥ ৪৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যোগিনামিতি। যোগিনামপি সর্ব্বেষাং রুদ্রাদিত্যাদিধ্যান-পরাণাং মধ্যে মদ্গতেন ময়ি বাসুদেবে সমাহিতেনাহন্তরাত্মনাহন্তঃকরণেন। শ্রদ্ধাবাঞ্ছ্রদ্দধানঃ সন্ ভজতে সেবতে যো মাম্। স মে মম যুক্ততমোহতিশয়েন যুক্তো মতোহভিপ্রেত ইতি ॥৪৭॥

ইতি শাঙ্করে শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যোগিনামপি যমনিয়মাদিপরাণাং মধ্যে মদ্ভক্তঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—যোগিনামপীতি। মদ্গতেন ময্যাসক্তেন। অন্তরাত্মনা মনসা। যো মাং পরমেশ্বরং বাসুদেবং। শ্রদ্ধাযুক্তঃ সন্ ভজতে। স যোগযুক্তেষু শ্রেষ্ঠো মম সংমতঃ। অতো মদ্ভক্তো ভবেতি ভাবঃ ॥ ৪৭ ॥

আত্মযোগমবোচদ্যো ভক্তিযোগশিরোমণিম্।
তং বন্দে পরমানন্দং মাধবং ভক্তশেবধিম্ ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াং ভগবদ্গীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং ধ্যানযোগো নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি জন্মজন্মান্তরে পুণ্যপুঞ্জ সাধন করিয়া সজ্জনসঙ্গ ও যোগাভ্যাস করিয়া ভগবদ্গতপ্রাণ ও ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ হয়েন, তিনিই অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি

পরায়ণ যোগীই সকল সাধক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি ভক্তিহীন হইয়া যোগাভ্যাস করে, সে বিশুষ্ক নীরস ইক্ষুদণ্ড চর্ব্বণ করে মাত্র। এই শ্লোকে ভগবান্ ভক্তিযোগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ এবং অর্জ্জুনকে ভক্তিযোগের নির্ম্মল পথের পথিক হইতে সঙ্কেত করিলেন।

ষষ্ঠাধ্যায়ের প্রথমে ভগবান্ চিত্তশুদ্ধির হেতুভূত কর্ম্মযোগের ব্যাখ্যা করিলেন। তদনন্তর কর্ম্মসন্ন্যাস এবং সাঙ্গোপাঙ্গ যোগতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তৎপরে অর্জ্জুনের আক্ষেপ নিবারণ পূর্ব্বক মনোনিগ্রহের উপায় বলিয়াছেন। তদনন্তর যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির পুরুষার্থশূন্যতার সংশয় নিবারণ করিয়াছেন। এই সকল উপদেশ দ্বারা কর্ম্মকাণ্ড এবং "ত্বং" পদ নিরূপণ করিয়া প্রথম ছয় অধ্যায় সমাপ্ত করিলেন। "শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাম্" এই বচনে দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে যে ভক্তিযোগ ব্যাখ্যা দ্বারা "তৎ" পদার্থ নিরূপণ করিবেন তাহারই সূচনা করিলেন ॥ ৪৭ ॥

:o: --

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামিমহোদয়-
প্রণীত "গীতার্থসন্দীপনী" নামক ভাষা তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার
ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

॥ প্রথম ষট্‌ক

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

মষ্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥ ১ ॥

অন্বয়বোধিনী। শ্রীভগবান্ উবাচ। [হে] পার্থ! ময়ি (আমাতে) আসক্তমনাঃ (আসক্তচিত্ত) মদাশ্রয়ঃ (আমার শরণাগত হইয়া) [তুমি] যোগং যুঞ্জন্ (যোগাভ্যাস করিয়া) সমগ্রং (সর্ব্ববিভূতিসম্পন্ন) মাং (আমাকে) যথা (যেরূপে) অসংশয়ং (নিঃসংশয়রূপে) জ্ঞাস্যসি (বিদিত হইবে) তৎ (তাহা) শৃণু (শ্রবণ কর) ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ। ভগবান্ বলিলেন—হে পার্থ! তুমি আমাতে (পরমেশ্বরে) একান্ত আসক্তচিত্ত ও আমার নিতান্ত শরণাগত, অতএব পূর্ব্বোক্ত যোগাভ্যাস করিয়া তুমি নিঃসংশয়রূপে সর্ব্ববিভূতিসম্পন্ন আমাকে (পরমেশ্বরকে) কি প্রকারে বিদিত হইবে, তাহা শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদগতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ইতি প্রশ্নবীজমুপন্যস্য স্বয়মেবেদৃশং মদীয়ং তত্ত্বমেবং মদগতান্তরাত্মা স্যাদিত্যেতদ্বিবক্ষুর্ভগবানুবাচ—ময়ীতি। ময়ি বক্ষ্যমাণবিশেষণে পরমেশ্বর আসক্তং মনো যস্য স মষ্যাসক্তমনাঃ। হে পার্থ যোগং যুঞ্জন্ মনঃসমাধানং কুর্ব্বন্। মদাশ্রয়োঽহমেব পরমেশ্বর আশ্রয়ো যস্য স মদাশ্রয়ঃ। যো হি কশ্চিৎ পুরুষার্থেন কেনচিদর্থী ভবতি স তৎসাধনং কর্ম্মাগ্নিহোত্রাদি তপো দানং বা কিঞ্চিদাশ্রয়ং প্রতিপদ্যতে। অয়ং তু যোগী মামেবাশ্রয়ং প্রতিপদ্যতে। হিত্বান্যৎ সাধনান্তরং ময্যেবাসক্তমনা ভবতি। যস্ত্বমেবংভূতঃ সন্নসংশয়ং সমগ্রং সমস্তং বিভূতিবলশক্ত্যৈশ্বর্য্যাদিগুণসম্পন্নং মাং যথা যেন প্রকারেণ জ্ঞাস্যসি সংশয়মন্তরেণ—এবমেব ভগবানিতি—তচ্ছৃণু চামানং ময়া ॥ ১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।

বিজ্ঞেয়মাত্মনস্তত্ত্বং সযোগং সমুদীরিতম্।
ভজনীয়মথেদানীমৈশ্বরং রূপমীর্য্যতে ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে মদগতেনান্তরাত্মনা যো মাং ভজতে স মে যুক্ততমো মত ইত্যুক্তম্। তত্র কীদৃশস্ত্বং যস্য ভক্তিঃ কর্ত্তব্যেত্যপেক্ষায়াং স্বস্বরূপং নিরূপয়িষ্যন্ শ্রীভগবানুবাচ—ময়ীতি। ময়ি পরমেশ্বর আসক্তমতিনিবিষ্টং মনো যস্য সঃ। মদাশ্রয়োঽহমেবাশ্রয়ো যস্য। অনন্যশরণঃ সন্। যোগং যুঞ্জন্নভ্যসন্। অসংশয়ং যথা ভবত্যেবং। মাং সমগ্রং বিভূতিবলৈশ্বর্য্যাদিসহিতং যথা জ্ঞাস্যসি তদিদং ময়া বক্ষ্যমাণং শৃণু ॥ ১ ॥

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্‌জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্‌জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে॥ ২॥

গীতার্থসন্দীপনী। গীতার প্রথম ষট্‌কে সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসরূপ সাধনের বিষয় বিশেষরূপে কথিত হইয়াছে; উহারই মধ্যে যোগ ও "ত্বং" পদের লক্ষ্য স্বরূপ জ্ঞেয় বস্তু প্রতিপাদিত হইয়াছে। এক্ষণে দ্বিতীয় [মধ্য] ষট্‌কে ভগবান্ ধ্যেয় ব্রহ্ম প্রতিপাদনপূর্ব্বক "তৎ" পদার্থের লক্ষ্য স্বরূপ পরমাত্মার ব্যাখ্যা করিবেন। ভগবান্ ইতিপূর্ব্বে "যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥" শ্লোকে যে ভগবদ্ভক্তিমার্গের সূচনা করিয়াছেন, সপ্তমাধ্যায়ে তাহারই বিশেষরূপ ব্যাখ্যা করিবেন। ভগবানের কি প্রকার স্বরূপের আরাধনা করিতে হইবে, কি প্রকারে তাঁহাতে মন সন্নিবিষ্ট করিতে হইবে, অর্জ্জুন একথা প্রকাশ্যভাবে জিজ্ঞাসা না করিলেও ভক্তের প্রাণসখা কৃপালু ভগবান্ তাঁহার মনোগত ভাব জানিয়াই এতৎ প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর দিতেছেন।

ভৃত্য প্রভুর আশ্রিত হইয়াও তাঁহাতে আসক্ত না হইয়া স্ত্রী পুত্রাদিতেই আসক্ত হয়, কিন্তু অর্জ্জুনকে আশ্রিত ও আসক্ত উভয়তঃ অনুগত জানিয়াই কৃপা ও প্রেমের বশীভূত হইয়া ভগবান্ কহিতেছেন, যে আমার পূর্ব্বোক্ত মনোনিরোধাদি যোগকৌশলের কথা শুনিয়াছ, কিন্তু তদভ্যাসের কোন প্রকার অঙ্গভঙ্গ হইলে হয় তো পরমাত্মাকে নাও জানিতে পার। কিন্তু যে উপায়ে সর্ব্ববিভূতিসম্পন্ন আমাকে "নিঃসংশয়" জানিতে পারিবে, তাহা তোমাকে কহিতেছি, শ্রবণ কর॥ ১॥

অন্বয়বোধিনী। অহং (আমি) তে (তোমাকে) সবিজ্ঞানম্ (অনুভব সহিত) ইদং (এই) জ্ঞানম্ অশেষতঃ (অশেষপ্রকারে) বক্ষ্যামি (বলিব), যৎ (যাহা) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) ইহ (শ্রেয়োবিষয়ে) ভূয়ঃ অন্যৎ (আর কিছু) জ্ঞাতব্যং (জানিবার) ন অবশিষ্যতে (অবশিষ্ট থাকিবে না)॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ। আমি তোমাকে যে সাধন ফলাদি সহিত জ্ঞানবিজ্ঞানের কথা বলিতেছি, সেই চৈতন্যরূপ জ্ঞানকে বিদিত হইলে আর কিছুই জানিবার অবশিষ্ট থাকিবে না॥ ২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তচ্চ মদ্বিষয়ং—জ্ঞানমিতি। জ্ঞানং তে তুভ্যমহং সবিজ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং স্বানুভবসংযুক্তমিদং বক্ষ্যামি কথয়িষ্যামি। অশেষতঃ কার্ৎস্ন্যেন। তজ্‌জ্ঞানং বিবক্ষিতং স্তৌতি শ্রোতুরভিমুখীকরণায়। যজ্‌জ্ঞাত্বা যজ্‌জ্ঞানং জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়ঃ পুনর্জ্ঞাতব্যং পুরুষার্থসাধনমবশিষ্যতে। নান্যদবশেষো ভবতীতি। মত্তত্ত্বজ্ঞো যঃ স সর্ব্বজ্ঞো ভবতীত্যর্থঃ। অতো বিশিষ্টফলত্বাদ্দুর্লভতরং জ্ঞানম্॥ ২॥

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্‌যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। বক্ষ্যমাণং জ্ঞানং স্তৌতি—জ্ঞানমিতি। জ্ঞানং শাস্ত্রীয়ম্। বিজ্ঞানমনুভবঃ। তৎসহিতমিদং মদ্বিষয়মশেষতঃ সাকল্যেন বক্ষ্যামি। যজ্জ্ঞাত্বেহ শ্রেয়োমার্গে বর্ত্তমানস্য পুনরন্যজ্‌জ্ঞাতব্যমবশিষ্টং ন ভবতি। তেনৈব কৃতার্থো ভবতীত্যর্থঃ ॥২॥

গীতার্থসন্দীপনী। পরমেশ্বর অদ্বিতীয় পূর্ণস্বরূপ, এইরূপ বুঝিতে পারার নাম "জ্ঞান," এবং শ্রবণ মনন বিচারাদি দ্বারা আত্মাতে পরমাত্মাকে অনুভব করার নাম "বিজ্ঞান"। এই জ্ঞান বিজ্ঞানের সাধনা কিরূপে করিতে হয়, ও তত্তাবতের ফলই বা কিরূপ, তাহা সমস্তই ভগবান্ বলিবেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, এই জন্ত অর্জ্জুনের জ্ঞাতব্য কোন বিষয়ই তিনি উপেক্ষা করিবেন না। জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মবস্তুকে বুঝিলে ও বিজ্ঞানের দ্বারা তাঁহাকে অনুভব করিলে আর জীবের জানিবার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না ॥ ২ ॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। মনুষ্যাণাং সহস্রেষু (সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে) কশ্চিৎ (কেহ) সিদ্ধয়ে (জ্ঞানলাভের জন্য) যততি (চেষ্টা করে), [সেই] সিদ্ধানাং (সিদ্ধি-লাভার্থিসাধকদিগের) যততাং (প্রযত্নশীলদিগের মধ্যেও) কশ্চিৎ (কেহ) মাং (আমাকে) তত্ত্বতঃ (স্বরূপতঃ) বেত্তি (বিদিত হয়) ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে একজন হয় তো জ্ঞানলাভের জন্য যত্ন করে, আর তাদৃশ সহস্র সহস্র প্রযত্নকারীর মধ্যে কেহ হয় তো আমার (পরমেশ্বরের) স্বরূপতত্ত্ব বিদিত হয় ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কথমিতি? উচ্যতে—মনুষ্যাণাং মধ্যে সহস্রেষনেকেষু কশ্চিদ্‌যততি প্রযত্নং করোতি সিদ্ধয়ে সিদ্ধ্যর্থং। তেষাং যততামপি সিদ্ধানাং। সিদ্ধা এব হি তে যে মোক্ষায় যতন্তে। তেষাং কশ্চিদেব মাং বেত্তি তত্ত্বতো যথাবৎ ॥ ৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। মদ্ভক্তিং বিনা তু যজ্‌জ্ঞানং দুর্লভমিত্যাহ—মনুষ্যাণা-মিতি। অসংখ্যাতানাং জীবানাং মধ্যে মনুষ্যব্যতিরিক্তানাং শ্রেয়সি প্রবৃত্তিরেব নাস্তি। মনুষ্যাণাং তু সহস্রেষু মধ্যে কশ্চিদেব পুণ্যবশাৎ সিদ্ধয় আত্মজ্ঞানায় প্রযততে। প্রযত্নং কুর্ব্বতা-মপি সহস্রেষু কশ্চিদেব প্রকৃষ্টপুণ্যবশাদাত্মানং বেত্তি। তাদৃশানাং চাত্মজ্ঞানাং সহস্রেষু কশ্চিদেব মাং পরমাত্মানং মৎপ্রসাদেন তত্ত্বতো বেত্তি। তদেবমতিদুর্লভমপি মজ্জ্ঞানং তুভ্যমহং বক্ষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। জন্ম জন্মান্তরের পুণ্যপুঞ্জফলে জীব মনুষ্যদেহ লাভ করে। তন্মধ্যে যোগাধিকারী দ্বিজদেহ লাভ করা আবার সকলের সম্ভব নহে। দ্বিজ হইলেও সকলেই যে বিবেকী ও শুদ্ধান্তঃকরণ হইবে, তাহারও নিশ্চিততা নাই। এই জন্ত ভগবান্

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪ ॥

বলিতেছেন যে, কর্ম্ম ও যোগানুষ্ঠান পূর্ব্বক আত্মজ্ঞানের অধিকারী অতি বিরল। আবার অনুষ্ঠান করিতে করিতেও বিপুল বিঘ্নবশাৎ অনেকেই আত্মাকে জানিতেও পারে না। পাছে অর্জ্জুনের এরূপ আশঙ্কা হয়, যে দেব, দানব মানব, গন্ধর্ব্বাদি সকলেই তো রামকৃষ্ণাদিরূপী ভগবান্কে বিদিত আছে, তবে "সহস্রের মধ্যে কোনও ব্যক্তি" এরূপ বলিলেন কেন? এই সংশয় পরিহার করিবার জন্যই ভগবান্ "তত্ত্বতঃ" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন অর্থাৎ ভগবান্কে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী রাম কৃষ্ণ আদিরূপে অনেকে জানিতে পারে বটে, কিন্তু তাহা তো তাঁহার নিত্য সিদ্ধ স্বরূপ নহে—এ গাবৎ নিজ মায়াকল্পিত বিগ্রহ মাত্র। তাঁহাকে স্বরূপতঃ জানিতে হইলে গুরুর নিকট মহাবাক্যাদির উপদেশ না পাইলে উপায় নাই। এই জন্য অতি অল্প মনুষ্যই প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী ॥ ৩ ॥

——:০:——

অন্বয়প্রবোধিনী। ভূমিঃ (পৃথিবী) আপঃ (জল) অনলঃ (তেজ) বায়ুঃ (বায়ু) খং (আকাশ) মনঃ বুদ্ধিঃ অহংকারঃ এব চ—ইতি ইয়ং (এই) মে (আমার) অষ্টধা (অষ্টবিধ) ভিন্না প্রকৃতিঃ ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার আমার (পরমেশ্বরের) এই অষ্টবিধ ভিন্ন প্রকৃতি ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। শ্রোতারং প্ররোচনেনাঽভিমুখীকৃত্যাহ—ভূমিরিতি। ভূমিরিতি পৃথিবী তন্মাত্রমুচ্যতে। ন স্থূলা। ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধেতি বচনাৎ। তথাঽবাদয়োঽপি তন্মাত্রাণ্যেবোচ্যন্তে—আপোঽনলো বায়ুঃ খম্। মন ইতি মনসঃ কারণমহংকারো গৃহ্যতে। বুদ্ধিরিত্যহংকারকারণং মহত্তত্ত্বং। অহংকার ইত্যবিদ্যাসংযুক্তমব্যক্তম্। যথা বিষসংযুক্তমন্নং বিষমুচ্যতে। এবমহংকারবাসনাবদব্যক্তং মূলকারণমহংকার ইত্যুচ্যতে। প্রবর্ত্তকত্বাদহংকারস্য। অহংকার এব হি সর্ব্বস্য প্রবৃত্তিবীজং দৃষ্টং লোকে। ইতীয়ং যথোক্তা প্রকৃতির্মে মমৈশ্বরী মায়া শক্তিরষ্টধা ভিন্না ভেদমাগতা ॥ ৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবং শ্রোতারমভিমুখীকৃত্যেদানীং প্রকৃতিদ্বারা সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃত্বেনেশ্বরতত্ত্বং প্রতিজ্ঞাতং নিরূপয়িষ্যন্ পরাঽপরভেদেন প্রকৃতিদ্বয়মাহ—ভূমিরিতি দ্বাভ্যাম্। ভূম্যাদিশব্দৈঃ পঞ্চ গন্ধাদিতন্মাত্রাণ্যুচ্যন্তে। মনঃশব্দেন তৎকারণভূতোঽহংকারঃ। বুদ্ধিশব্দেন তৎকারণং মহত্তত্ত্বম্। অহংকারশব্দেন তৎকারণমবিদ্যা। ইত্যেবমষ্টধা ভিন্না। যদ্বা ভূম্যাদিশব্দৈঃ পঞ্চ মহাভূতানি সূক্ষ্মৈঃ সহৈকীকৃত্য গৃহ্যন্তে। অহংকারশব্দেনৈবাঽহংকারঃ। তেনৈব তৎকার্য্যাণীন্দ্রিয়াণ্যপি গৃহ্যন্তে। বুদ্ধিরিতি মহত্তত্ত্বম্। মনঃশব্দেন তু মনসৈবোন্নেয়মব্যক্তরূপং প্রধানমিতি। অনেন প্রকারেণ মে প্রকৃতির্মায়াখ্যা শক্তিরষ্টধা ভিন্না বিভাগং প্রাপ্তা।

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৫ ॥

চতুর্ব্বিংশতিভেদভিন্নাহপ্যষ্টস্বেবাহন্তর্ভাববিবক্ষয়াহষ্টধা ভিন্নেত্যুক্তম্। তথা চ ক্ষেত্রাধ্যায় ইমামেব প্রকৃতিং চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাত্মনা প্রপঞ্চয়িষ্যতি —মহাভূতান্যহংকারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ। ইন্দ্রিয়াণি দশৈকং চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ॥ ইতি ॥ ৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। সাংখ্যমতে পঞ্চতন্মাত্র, অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব ও অব্যক্ত এই অষ্টবিধ প্রকৃতি। এই অষ্ট প্রকৃতি ও ষোড়শ বিকার একত্র গণনায় চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব কথিত হয়। পৃথিব্যাদি ভূতের উল্লেখ করিয়াও ভগবান্ এ শ্লোকে তন্মাত্রকে [গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, ও শব্দ] লক্ষ্য করিয়াছেন। মন অব্যক্তবোধক এবং বুদ্ধি ও অহঙ্কার স্বনামপ্রসিদ্ধ অর্থ প্রকাশক। বেদান্তমতে বুদ্ধি ঐশী মায়ার পরিণাম "ঈক্ষণ" এবং অহঙ্কার "সঙ্কল্প" রূপে কথিত হইয়াছে ॥ ৪॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। [হে] মহাবাহো ! ইয়ং (এই) তু অপরা (অপরা প্রকৃতি), ইতঃ (ইহা হইতে) পরাম্ (শ্রেষ্ঠ) অন্যাং (অন্য) জীবভূতাং (জীবরূপ) মে প্রকৃতিং (প্রকৃতি) বিদ্ধি (জানিও), যয়া (যদ্দ্বারা) ইদং (এই) জগৎ ধার্য্যতে (ধৃত রহিয়াছে) ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। পূর্ব্বোক্ত অষ্টধা প্রকৃতি অপরা বলিয়া কথিত হয়। হে মহাবাহো ! এই অপরা প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন যে জীবরূপ পরা প্রকৃতি সমস্ত জগৎকে ধারণ করিয়া আছে, তাহাকে তুমি বিদিত হও ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অপরেতি। অপরা —ন পরা নিকৃষ্টাহশুদ্ধাহনর্থকরী সংসারবন্ধনাত্মিকেয়ম্। ইতোহন্যা যথোক্তায়াস্ত্বন্যাং বিশুদ্ধাং প্রকৃতিং মমাত্মভূতাং বিদ্ধি। মে পরাং প্রকৃষ্টাং জীবভূতাং ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণাং প্রাণধারণনিমিত্তভূতাং হে মহাবাহো। যয়া প্রকৃত্যেদং ধার্য্যতে জগদন্তঃপ্রবিষ্টয়া ॥ ৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অপরামিমাং প্রকৃতিমুপসংহরন্ পরাং প্রকৃতিমাহ— অপরেয়মিতি। অষ্টধা যা প্রকৃতিরুক্তেয়মপরা নিকৃষ্টা জড়ত্বাৎ পরার্থত্বাচ্চ। ইতঃ সকাশাৎ পরাং প্রকৃষ্টামন্যাং জীবভূতাং জীবস্বরূপাং মে প্রকৃতিং বিদ্ধি জানীহি। পরত্বে হেতুঃ—যয়া চেতনয়া ক্ষেত্রজ্ঞরূপয়া স্বকর্ম্মদ্বারেণেদং জগদ্ধার্য্যতে ॥ ৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। অপরা প্রকৃতি জড়ত্ব, পরাধীনত্ব ও সংসারবন্ধনকারিত্ব-দোষ জন্য নিকৃষ্ট ও ক্ষেত্রস্বরূপ, এবং চেতন জীবাত্মক ক্ষেত্রজ্ঞ পরা প্রকৃতিই শ্রেষ্ঠ ও শুদ্ধ। চেতন প্রকৃতিই অচেতন প্রকৃতিকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। জীবচৈতন্যকে জানিতে পারিলে পরমাত্মাকে বিদিত হওয়া যায়। শ্রুতিও বলিতেছেন—

"অনেন জীবেনাত্মনাহনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" (ক)। "আমি (পরমাত্মা) জীবে প্রবিষ্ট

(ক)—ছান্দোগ্য, ৬।৩।২।

এতদ্যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৬ ॥
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭ ॥

হইয়া নাম রূপ (জগৎ) প্রকাশ করি।" চেতন প্রকৃতিই [পরা] অচেতন প্রকৃতির [অপরার] আধারভূমি। অপরা প্রকৃতি বা জড় প্রবাদ লইয়া চিন্তা করিলে মানব বন্ধনদশাপ্রাপ্ত হয়, ও পরা প্রকৃতি বা চেতন প্রকৃতিকে বিদিত হইলে জীব মায়ামুক্ত হয় ॥ ৫ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। সর্ব্বাণি ভূতানি (ভূত সমূহ) এতদ্যোনীনি (এই প্রকৃতিদ্বয় হইতে উৎপন্ন), ইতি (ইহা) উপধারয় (বিদিত হও), অহং (আমি) কৃৎস্নস্য (সমগ্র) জগতঃ (জগতের) প্রভবঃ (উৎপত্তির কারণ), তথা (ও) প্রলয়ঃ (প্রলয়ের কারণ) ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। সমস্ত ভূতই এই প্রকৃতিদ্বয় হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এই জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের একমাত্র কারণ আমিই ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এতদিতি। এতদ্যোনীনি—এতে পরাঽপরে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণে প্রকৃতী যোনী যেষাং ভূতানাং তান্যেতদ্যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যেবমুপধারয় জানীহি। যস্মান্মম প্রকৃতির্যোনিঃ কারণং সর্ব্বভূতানাম্। অতোঽহং কৃৎস্নস্য সমস্তস্য জগতঃ প্রভব উৎপত্তিঃ। তথা প্রলয়ো বিনাশঃ। প্রকৃতিদ্বয়দ্বারেণাহং সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরো জগতঃ কারণমিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অনয়োঃ প্রকৃতিত্বং দর্শয়ন্ স্বস্য তদ্দ্বারা সৃষ্ট্যাদি-কারণত্বমাহ—এতদিতি। এতে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞরূপে প্রকৃতী যোনী কারণভূতে যেষাং তান্যেতদ্-যোনীনি। স্থাবরজঙ্গমাত্মকানি সর্ব্বাণি ভূতানীত্যুপধারয় বুধ্যস্ব। তত্র জড়া প্রকৃতির্দেহরূপেণ পরিণমতে। চেতনা তু মদংশভূতা ভোক্তৃত্বেন দেহেষু প্রবিশ্য স্বকর্ম্মণা তানি ধারয়তি। তে চ মদীয়ে প্রকৃতী মত্তঃ সংভূতে। অতোঽহমেব কৃৎস্নস্য সপ্রকৃতিকস্য জগতঃ প্রভবঃ। প্রকর্ষেণ ভবত্যস্মাদিতি প্রভবঃ। পরং কারণমহমিত্যর্থঃ। তথা প্রলীয়তেঽনেনেতি প্রলয়ঃ, সংহর্ত্তাঽপ্যহমেবেত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। পরা প্রকৃতি জন্য জীব ভোক্তারূপে, ও অপরা প্রকৃতি জন্য জড়দেহ ভোগভূমি রূপে জগতে প্রকাশিত হইয়াছে। কেবল প্রকৃতির গুণেই যে জগতের উৎপত্তি ও লয় হয়, তাহা নহে, ভগবানের সত্তাই তাহার মূল কারণ। তাঁহারই প্রকৃতি-যোগে তিনিই জগদুৎপত্তিবিনাশের হেতুভূত হইয়া, তিনিই মায়িক জগতে মায়ালীলা করিয়া থাকেন। যাহা কিছু দৃষ্ট হইতেছে, সমস্তই তদাত্মক ॥ ৬ ॥

——:০:——

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাঽস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥ ৮॥

অন্বয়বোধিনী। [হে] ধনঞ্জয়। মত্তঃ (আমা হইতে) পরতরম্ (স্বতন্ত্র) অন্যৎ (অন্য) কিঞ্চিৎ (কিছু) ন অস্তি (নাই), সূত্রে মণিগণাঃ ইব (সূত্রে গ্রথিত মণিসমূহের ন্যায়) ইদং সর্ব্বং (এই সমস্ত জগৎ) ময়ি (আমাতে) প্রোতম্ (গ্রথিত)॥ ৭॥

বঙ্গানুবাদ। হে ধনঞ্জয়! আমা হইতে কোন পদার্থই পরমার্থতঃ সত্য বা স্বতন্ত্র নহে। মণিসমূহ যেমন সূত্রে গ্রথিত থাকে, তদ্রূপ সকল পদার্থই আমাকে অবলম্বন করিয়া স্থিতি করিতেছে॥ ৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যস্মাদেবং তস্মাৎ—মত্ত ইতি। মত্তঃ পরমেশ্বরাৎ পরতরমন্যৎ কারণান্তরং কিঞ্চিন্নাঽস্তি ন বিদ্যতে। অহমেব জগৎকারণমিত্যর্থঃ। হে ধনঞ্জয় যস্মাদেবং তস্মান্ময়ি পরমেশ্বরে সর্ব্বাণি ভূতানি সর্ব্বমিদং জগৎ প্রোতমনুস্যূতমনুগতমনুবিদ্ধং গ্রথিতমিত্যর্থঃ। দীর্ঘতন্তুষু পটবৎ। সূত্রে চ মণিগণা ইব॥ ৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যস্মাদেবং তস্মাৎ—মত্ত ইতি। মত্তঃ সকাশাৎ পরতরং শ্রেষ্ঠং জগতঃ সৃষ্টিসংহারয়োঃ স্বতন্ত্রং কারণং কিঞ্চিদপি নাঽস্তি। স্থিতিহেতুরপ্যহমেবেত্যাহ—ময়ীতি। ময়ি সর্ব্বমিদং জগৎ প্রোতং গ্রথিতমাশ্রিতমিত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তঃ স্পষ্টঃ॥ ৭॥

গীতার্থসন্দীপনী। মায়ার অধিষ্ঠানভূত একমাত্র সত্তাস্বরূপ চিদ্ঘনানন্দ পরমাত্মা ভিন্ন নিত্য সত্য বিদ্যমান পদার্থ আর কিছুই নাই। স্বপ্নকালে মনুষ্য যাহা কিছু দেখে বস্তুতঃ স্বপ্নদ্রষ্টা স্বয়ং ভিন্ন অন্য কেহ স্বপ্নদৃষ্ট কোন বস্তুকেই পরমার্থতঃ সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না। পরমাত্মারই—প্রকাশ—স্ফুরণেই জগতের অস্তিত্ব ও প্রকাশ। মণিমালার দৃষ্টান্তে ভগবান্ সূত্ররূপে ও জগৎ মণিরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। কোন কোন টীকাকার এই আভাসে সূত্র হইতে মণির ভিন্ন অস্তিত্বের ন্যায় ভগবান্ হইতে জগতের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেন কিন্তু তাহা হইলে ভগবানের "সর্ব্বময়ত্বে" দোষ স্পর্শ করে। মণিমালার দৃষ্টান্তের স্বরূপার্থ এই হিরণ্যগর্ভ রূপ স্বপ্নদ্রষ্টা তৈজস আত্মার নাম "সূত্র'। স্বপ্নে যদি মণিসমূহ দৃষ্ট হয়, তাহা যেমন ঐ সূত্রাত্মাতেই প্রতিবিম্বিত, প্রকাশিত ও স্বতন্ত্র বলিয়া তখন বোধ হয়, কিন্তু বস্তুতঃ স্বপ্নদ্রষ্টা সূত্রাত্মাই সত্য ও মণি মিথ্যা। সেইরূপ এই জগৎ—পদার্থসূত্রাবলম্বী মণিসমূহের ন্যায় সর্ব্বৈব অসৎ ও ভগবানের লীলাময়ী মায়ার বিকাশ মাত্র। সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারে ভগবানই কারণ ও কার্য্য রূপে সংস্থিত ও প্রকাশিত হইয়া থাকেন॥ ৭॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। [হে] কৌন্তেয়! অহম্ অপ্সু (জলমধ্যে) রসঃ; শশিসূর্য্যয়োঃ (চন্দ্র ও সূর্য্যে) প্রভা; সর্ব্ববেদেষু (সর্ব্ব বেদে) প্রণবঃ (ওঙ্কার); খে (আকাশে) শব্দঃ; নৃষু (মনুষ্যগণের মধ্যে) পৌরুষম্ (পৌরুষ) [রূপে] অস্মি (বিদ্যমান আছি)॥ ৮॥

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাং চ তেজশ্চাঽস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাঽস্মি তপস্বিষু ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। জল মধ্যে রসরূপে ও চন্দ্রসূর্য্যে প্রভারূপে আমিই বিরাজ করি। বেদের মূলস্বরূপ প্রণব (ওঁ) আমি। আকাশের শব্দ রূপে আমি, ও আমিই পুরুষের পৌরুষ তেজ স্বরূপে বিদ্যমান থাকি ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কেন কেন ধর্ম্মেণ বিশিষ্টে ত্বয়ি সর্ব্বমিদং প্রোতমিতি? উচ্যতে - রস ইতি। রসোঽহম্। অপাং যঃ সারঃ স রসঃ। তস্মিন্ রসভূতে ময্যাপঃ প্রোতা ইত্যর্থঃ। এবং সর্ব্বত্র। যথাঽহমপ্সু রস এবং প্রভাঽস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ। প্রণব ওঙ্কারঃ সর্ব্ববেদেষু। তস্মিন্ প্রণবভূতে ময়ি সর্ব্বে বেদাঃ প্রোতাঃ। তথা খে আকাশে শব্দঃ সারভূতঃ। তস্মিন্ ময়ি খং প্রোতং। তথা পৌরুষং পুরুষস্য ভাবঃ পৌরুষং—যতঃ পুংবুদ্ধিঃ—নৃষু। তস্মিন্ ময়ি পুরুষাঃ প্রোতাঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। জগতঃ স্থিতিহেতুত্বমেব প্রপঞ্চয়তি—রসোঽহমিতি পঞ্চভিঃ। অপ্সু রসোঽহং রসতন্মাত্ররূপয়া বিভূত্যা। তদাশ্রয়ত্বেনাঽপ্সু স্থিতোঽহমিত্যর্থঃ। তথা শশিসূর্য্যয়োঃ প্রভাঽস্মি। চন্দ্রে সূর্য্যে চ প্রকাশরূপয়া বিভূত্যা তদাশ্রয়ত্বেন স্থিতোঽহমিত্যর্থঃ। উত্তরত্রাঽপ্যেবং দ্রষ্টব্যম্। সর্ব্বেষু বেদেষু বৈখরীরূপেষু তন্মূলভূতঃ প্রণব ওঙ্কারোঽস্মি। খে আকাশে শব্দতন্মাত্ররূপোঽস্মি। নৃষু পুরুষেষু পৌরুষমুদ্যমোঽস্মি। উদ্যমে হি পুরুষাস্তিষ্ঠন্তি ॥ ৮॥

গীতার্থসন্দীপনী। এই শ্লোকে ভগবান্ অর্জ্জুনকে সর্ব্বত্র পরমাত্মদৃষ্টি করিবার ইঙ্গিত করিতেছেন। যেখানে দেখ, সেই স্থানেই, ও যাহা দেখ, তাহাতেই ভগবৎসত্তা ভিন্ন কিছুই নাই। রসই জলের মূলতত্ত্ব, তন্মাত্রা ও রসই জলের সার, ভগবান্ বলিলেন, উহা আমিই। প্রভাই চন্দ্রসূর্য্যের সার, ও প্রভাই উহাদের মূলতত্ত্ব, তাহাও ভগবৎসত্তা। আকাশের তন্মাত্র শব্দ, এবং শব্দই আকাশের সার, উহাও ভগবৎসত্তারই স্ফুরণ। ওঁকারই বেদসমূহের মূল, ওঁকার ব্যতীত বেদের কোন মন্ত্রেরই শক্তি থাকে না, সেই ওঁকাররূপী তিনিই। এবং মনুষ্য পৌরুষ তেজের দ্বারাই সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকে, ভগবান্ই সেই সর্ব্বকার্য্যমূলাধার তেজরূপে বিদ্যমান। অর্থাৎ সর্ব্বথা পরমাত্মসত্তারই বিকাশ ভিন্ন আর কিছুই নাই ॥ ৮ ॥

—:o:—

অন্বয়বোধিনী। [আমি] পৃথিব্যাং চ (পৃথিবীতে) পুণ্যো গন্ধঃ (পবিত্র গন্ধ); বিভাবসৌ চ (অগ্নিতে) তেজঃ অস্মি (হই), সর্ব্বভূতেষু (সর্ব্বভূতে) জীবনং (জীবন); তপস্বিষু চ (ও তপস্বিসমূহে) তপঃ অস্মি (তপঃরূপে বিদ্যমান আছি) ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। আমিই পৃথিবীর পুণ্য পবিত্র গন্ধ, অগ্নিতে তেজরূপে আমিই দেদীপ্যমান, সর্ব্বভূতের জীবনও আমি, এবং তপস্বীদিগের তপঃস্বরূপে আমিই স্থিতি করিয়া থাকি ॥ ৯ ॥

বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্ব্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্॥ ১০॥

শাঙ্করভাষ্যম্। পুণ্য ইতি। পুণ্যঃ সুরভির্গন্ধঃ পৃথিব্যাং চাহহং। তস্মিন্ ময়ি গন্ধভূতে পৃথিবী প্রোতা। পুণ্যত্বং গন্ধস্য স্বভাবত এব। পৃথিব্যাং দর্শিতমবাদিষু রসাদেঃ পুণ্যত্বোপলক্ষণার্থম্। অপুণ্যত্বং তু গন্ধাদীনামবিদ্যাধর্ম্মাদ্যপেক্ষং সংসারিণাং ভূতবিশেষসংসর্গ-নিমিত্তং ভবতি। তেজো দীপ্তিশ্চাহস্মি বিভাবসাবগ্নৌ। তথা জীবনং সর্ব্বভূতেষু। যেন জীবন্তি সর্ব্বাণি ভূতানি তজ্জীবনং। তপশ্চাহস্মি তপস্বিষু। তস্মিংস্তপতি ময়ি তপস্বিনঃ প্রোতাঃ॥ ৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—পুণ্য ইতি। পুণ্যোঽবিকৃতো গন্ধো গন্ধ-তন্মাত্রং। পৃথিব্যা আশ্রয়ভূতোঽহমিত্যর্থঃ। যদ্বা বিভূতিরূপেণাশ্রয়ত্বস্য বিবক্ষিতত্বাৎ সুরভিগন্ধস্যৈবোৎকৃষ্টতয়া বিভূতিত্বাৎ পুণ্যো গন্ধ ইত্যুক্তম্। তথা বিভাবসাবগ্নৌ যত্তেজো দুঃসহা সহজা দীপ্তিস্তদহম্। সর্ব্বভূতেষু জীবনং প্রাণধারণমায়ুরহমিত্যর্থঃ। তপস্বিষু বান-প্রস্থাদিষু দ্বন্দ্বসহনরূপং তপোঽস্মি॥ ৯॥

গীতার্থসন্দীপনী। পৃথিবীর তন্মাত্র গন্ধই মূল ও সার, গন্ধ মৌলিকাবস্থায় সুরভি ও পবিত্রই থাকে, প্রকৃতির জড় বিকার দোষে উহা ক্রমশঃ দূষিত হইয়া আসে। ভগবান্ বলিলেন যে, পৃথিবীর সার সর্ব্বস্ব পবিত্র গন্ধরূপে আমিই বিরাজমান। "পৃথিব্যাং চ" এই পদান্তস্থ "চকার" গন্ধের পবিত্রতার ন্যায় শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রসেরও পুণ্য পবিত্রতার সূচনা করিতেছে, অর্থাৎ সমস্ত পদার্থের মূল, সার ও পবিত্রতা স্বরূপ তিনিই। অগ্নির যে তেজে সমস্ত দগ্ধ হয়, প্রকাশিত হয়, লোক উত্তপ্ত হয় ও পদার্থসমূহ উজ্জ্বল হয়, সে তেজ ভগবানেরই সত্তা। "তেজশ্চ" এই পদের চকার দ্বারা ভগবান্ উষ্ণতা উপশম করিবার বায়ুর শীতল স্পর্শশক্তিও যে তাঁহারই সত্তা, তাহাই লক্ষ্য করিয়াছেন। স্থাবর জঙ্গমাদি সমস্ত জীবের জীবনীশক্তি, পরমায়ু, জীবনরক্ষক অন্নাদি সমস্তই ভগবানের বিভূতি। আবার তপস্বিগণ যে তপস্তেজে শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বসহিষ্ণু হয়েন, সে পবিত্র তপস্তেজও ভগবানের দিব্য বিভূতিস্বরূপ। "তপশ্চ" পদান্তস্থ চকার দ্বারা অন্তরনিগ্রহশীল যোগীদিগের যোগশক্তিও যে তিনিই, তাহাই লক্ষ্য করিয়াছেন। অর্থাৎ অন্তর্ব্বাহ্য নিগ্রহ করিবার সমস্ত শক্তিই তিনি॥ ৯॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। [হে] পার্থ! মাং (আমাকে) সর্ব্বভূতানাং (সর্ব্বভূতের সনাতনং (মূল) বীজং (কারণ) বিদ্ধি (জানিও); অহং বুদ্ধিমতাং (বুদ্ধিমান্‌দিগের) বুদ্ধিঃ (জ্ঞান), তেজস্বিনাং চ (ও তেজস্বীদিগের) তেজঃ অস্মি (তেজঃরূপে বর্ত্তমান আছি)॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ। হে পার্থ! আমাকে সর্ব্বভূতের মূল বীজ বলিয়া অবগত হও। আমিই বুদ্ধিমান্‌দিগের বুদ্ধি ও তেজস্বীদিগের তেজঃস্বরূপ॥ ১০॥

বলং বলবতাং চাঽহং কামরাগবিবর্জিতং।
ধর্ম্মাঽবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। বীজমিতি। বীজং প্ররোহকারণং মাং বিদ্ধি সর্ব্বভূতানাম্। হে পার্থ সনাতনং চিরন্তনম্। কিঞ্চ বুদ্ধির্বিবেকশক্তিরন্তঃকরণস্য বুদ্ধিমতাং বিবেকশক্তিমতামস্মি। তেজঃ প্রাগল্‌ভ্যং তদ্বতাং তেজস্বিনামহম্ ॥ ১০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—বীজমিতি। সর্ব্বেষাং চরাঽচরাণাং ভূতানাং বীজং সজাতীয়কার্য্যোৎপাদনসামর্থ্যং। সনাতনং নিত্যমুত্তরোত্তরসর্ব্বকার্য্যেষনুস্যূতম্। তদেব বীজং মদ্বিভূতিং বিদ্ধি। ন তু প্রতিব্যক্তি বিনশ্যৎ। তথা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিঃ প্রজ্ঞাঽহমস্মি। তেজস্বিনাং প্রগল্‌ভানাং তেজঃ প্রাগল্‌ভ্যমহম্ ॥ ১০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবান্ সকল পদার্থেরই বীজস্বরূপ। অন্যান্য বীজ যেমন অঙ্কুরোৎপাদন করিয়া স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া যায়, ভগবদ্বীজ সেরূপ নহে। এতদ্বীজ হইতে স্ফবিত ব্রহ্মাণ্ডবৃক্ষই কালে বিনষ্ট হয়; কিন্তু বীজভূত ভগবান্ স্বরূপাবস্থাতেই থাকেন। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ আদির উৎপত্তি প্রকরণ যে শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, তথায় আকাশরূপী তিনিই, এবং বায়ুরূপীও তিনিই এইরূপ বুঝিতে হইবে। যে সূক্ষ্মবুদ্ধিবলে বুদ্ধিমান্‌গণ বস্তু বিচার করিয়া থাকেন, সে বুদ্ধিও তিনি, এবং যে তেজের গুণে তেজস্বিগণ লোকের বল খর্ব্ব করিয়া থাকেন, সে তেজও ভগবদ্বিভূতি ॥ ১০ ॥

—:০:—

অন্বয়বোধিনী। হে] ভরতর্ষভ। অহং (আমি) কামরাগবিবর্জ্জিতং কামরাগরহিত) বলবতাং (বলবান্‌দিগের) বলং (বল ভূতেষু (প্রাণীদিগের মধ্যে) ধর্ম্মাঽবিরুদ্ধঃ (ধর্ম্মের অবিরোধী) কামঃ (অভিলাষ) অস্মি (হই) ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ। বলবান্‌দিগের কামরাগরহিত বল আমিই, এবং সমস্ত প্রাণীর ধর্ম্মের অবিরোধী কামও আমিই ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। বলমিতি। বলং সামর্থ্যমোজো বলবতামহম্। তচ্চ বলং কামরাগবিবর্জ্জিতম্। কামশ্চ রাগশ্চ কামরাগৌ। কামস্তৃষ্ণাঽসন্নিকৃষ্টেষু বিষয়েষু। রাগো রঞ্জনা প্রাপ্তেষু বিষয়েষু। তাভ্যাং কামরাগাভ্যাং বিবর্জ্জিতং দেহাদিধারণমাত্রার্থং বলং সত্ত্বমহমস্মি। ন তু সংসারিণাং তৃষ্ণারাগকারণমস্মি। কিঞ্চ ধর্ম্মাঽবিরুদ্ধো ধর্ম্মেণ শাস্ত্রার্থেনাঽবিরুদ্ধো যঃ প্রাণিষু ভূতেষু কামঃ—যথা দেহধারণমাত্রাদ্যর্থোঽশনপানাদিবিষয়ঃ—স কামোঽস্মি হে ভরতর্ষভ ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—বলমিতি। কামোঽপ্রাপ্তে বস্তুন্যভিলাষো রাজসঃ। রাগঃ পুনরভিলষিতেঽর্থে প্রাপ্তেঽপি পুনরধিকেঽর্থে চিত্তরঞ্জনাত্মকস্তৃষ্ণাঽপরপর্য্যায় স্তামসঃ। তাভ্যাং বিবর্জ্জিতং বলবতাং বলমহমস্মি। সাত্ত্বিকং স্বধর্ম্মাঽনুষ্ঠানসামর্থ্যমহমিত্যর্থঃ। ধর্ম্মেণাঽবিরুদ্ধঃ স্বদারেষু পুত্রোৎপাদনমাত্রোপযোগী কামোঽহমিতি ॥ ১১ ॥

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥ ১২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। অপ্রাপ্তবিষয় প্রাপ্তির ইচ্ছার নাম কাম, এবং প্রাপ্ত-বিষয়ের নশ্বরত্ব সত্ত্বেও তাহার রঞ্জকত্বে বিমোহিত হইয়া তাহার চিরস্থায়িত্বে বিশ্বাস পূর্ব্বক তাহাতে ভালবাসাবৃত্তির নাম রাগ। মানবের যে বল এই রাগকামাদি মালিন্যশূন্য—পবিত্র এবং যে বলে স্বধর্ম্মসাধনাদি জন্য মনুষ্য শরীর, মন ও আত্মাকে রক্ষা করিয়া থাকে, তাহা ভগবানেরই সত্তা। আবার ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত যে কামচেষ্টা দ্বারা পুত্রদারাদির রক্ষা হয়, তাহাও ভগবানের সত্তা। অথবা যে কামবৃত্তি নিজ ধর্ম্মপত্নীতে মাত্র উপগত করায়, তাহাও ভগবানের স্বরূপ ॥ ১১ ॥

———:০:———

অন্বয়বোধিনী। যে চ এব (যে সকল) সাত্ত্বিকাঃ (সাত্ত্বিক) রাজসাঃ (রাজসিক) তামসাঃ (তামসিক) ভাবাঃ (পদার্থ) তান্ (সেই) সর্ব্বান্ (সমস্ত) মত্তঃ এব (আমা হইতেই) [উৎপন্ন] ইতি (ইহা) বিদ্ধি (জানিবে), তেষু (সেই সকলে) অহং (আমি) ন তু (নাই); তে (তাহারা) ময়ি (আমাতে) [রহিয়াছে] ॥ ১২ ॥

বঙ্গানুবাদ। সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস যত প্রকার পদার্থ আছে, তৎ-সমস্ত আমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে; কিন্তু আমি তদ্ভাবতের অধীন নহি, তাহা-রাই আমাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে ॥ ১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ — যে চৈবেতি। সাত্ত্বিকাঃ সত্ত্বনির্বৃত্তা ভাবাঃ পদার্থাঃ। রাজসা রজোনির্বৃত্তাঃ। তামসাস্তমোনির্বৃত্তাশ্চ। যে কেচিৎ প্রাণিনাং স্বকর্ম্মবশাজ্জায়ন্তে ভাবাস্তান্ মত্ত এব জায়মানানিত্যেবং বিদ্ধি সর্ব্বান্ সমস্তানেব। যদ্যপি তে মত্তো জায়ন্তে তথাঽপি ন ত্বহং তেষু তদধীনস্তদ্বশঃ। যথা সংসারিণঃ। তে পুনর্ময়ি মদ্বশা মদধীনাঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—যে চৈবেতি। যে চান্যেঽপি সাত্ত্বিক-ভাবাঃ শমদমাদয়ঃ। রাজসাশ্চ হর্ষদর্পাদয়ঃ। তামসাশ্চ যে শোকমোহাদয়ঃ। প্রাণিনাং স্বকর্ম্ম-বশাজ্জায়ন্তে তান্ সর্ব্বান্ মত্ত এব জাতানিতি বিদ্ধি। মদীয়প্রকৃতিগুণত্রয়কার্য্যত্বাৎ। এবমপি তেষ্বহং ন বর্ত্তে। জীববত্তদধীনোঽহং ন ভবামীত্যর্থঃ। তে তু মদধীনাঃ সন্তো ময়ি বর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। শমদমাদি সাত্ত্বিক ভাব, হর্ষদর্পাদি রাজস ভাব, ও শোক-মোহাদি তামস ভাব লোকের কর্ম্ম গুণে প্রকাশিত হইলেও বস্তুতঃ এ সমস্ত ভগবান হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। অথবা সত্ত্বগুণপ্রধান ঋষি, ব্রাহ্মণ, শর্করাদি, রজঃপ্রধান গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, ক্ষত্রিয়াদি; তমঃপ্রধান রাক্ষস, ক্রব্যাদ, শূদ্র, গৃঞ্জন আদি ভগবান্ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু তিনি সেই জড়পদার্থাদির অধীন নহেন, অর্থাৎ তদ্ভাবতে তাঁহার প্রকাশ দৃষ্ট হয় না।

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

যেমন সর্পবুদ্ধি রজ্জুতেই আরোপিত হইলে রজ্জু সর্পত্ব বিকারদোষে দূষিত হয় না, তদ্রূপ সমস্ত বস্তুর অস্তিত্ব তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকিলেও তিনি নির্ব্বিকারই থাকেন ॥ ১২ ॥

—:০:—

অন্বয়বোধিনী। এভিঃ (এই) ত্রিভিঃ (তিন) গুণময়ৈঃ (গুণময়) ভাবৈঃ (ভাবের দ্বারা) মোহিতম্ (মোহিত) ইদং (এই) সর্ব্বং জগৎ (সর্ব্ব জগৎ)। এভ্যঃ (এই সকল ভাব হইতে) পরম্ (শ্রেষ্ঠ) অব্যয়ং (অক্ষয়) মাং (আমাকে) ন অভিজানাতি (জানিতে পারে না) ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ গুণময় ভাবই জগৎকে মোহিত করিয়া রাখিয়াছে। আমাকে তুমি এতাবতের অতীত ও অব্যয় বলিয়া জানিবে ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবংভূতমপি পরমেশ্বরং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং সর্ব্বভূতাত্মানং নির্গুণং সংসারদোষবীজপ্রদাহকারণং মাং নাভিজানাতি জগদিত্যনুক্রোশং দর্শয়তি ভগবান্। তচ্চ কিংনিমিত্তং জগতোঽজ্ঞানমিতি ? উচ্যতে—ত্রিভিরিতি। ত্রিভির্গুণময়ৈর্গুণবিকারৈ রাগদ্বেষমোহাদিপ্রকারৈর্ভাবৈঃ পদার্থৈরেভির্যথোক্তৈঃ সর্ব্বমিদং প্রাণিজাতং জগন্মোহিতমবিবেকতামাপাদিতং সন্নাভিজানাতি মামেভ্যো যথোক্তেভ্যো গুণেভ্যঃ পরং ব্যতিরিক্তং বিলক্ষণং চাব্যয়ং ব্যয়রহিতং জন্মাদিসর্ব্বভাববিকারবর্জ্জিতমিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবংভূতমীশ্বরং ত্বাময়ং জনঃ কিমিতি ন জানাতীতি ? অত আহ—ত্রিভিরিতি। ত্রিভিস্ত্রিবিধৈরেভিঃ পূর্ব্বোক্তৈর্গুণময়ৈঃ কামলোভাদিভির্গুণবিকারৈর্ভাবৈঃ স্বভাবৈর্মোহিতমিদং জগৎ। অতো মাং নাভিজানাতি। কথংভূতম্ ? এভ্যো ভাবেভ্যঃ পরম্—এভিরস্পৃষ্টম্—এতেষাং নিয়ন্তারম্। অত এবাব্যয়ং নির্ব্বিকারমিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবান্ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব, স্বতন্ত্র, তবে এই মিথ্যা অজ্ঞানময় জগৎ কিরূপে তাঁহার বিভূষণ হইল ? অর্জ্জুনের এই সন্দেহ নিরাকরণার্থ ভগবান্ বলিতেছেন—জীব ত্রিগুণময়ী মায়ায় মোহিত ও আত্মানাত্মবিবেকবিহীন হইয়া আমাকে জানিতে পারে না। যেমন গ্রীষ্মের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের তীব্র তেজের দিকে তাকাইলে লোক তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া যায়, প্রকৃত সূর্য্যকে দেখিতে পায় না, তদ্রূপ ত্রিগুণ ব্যাপারে বিমোহিত হইয়া জীব, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া এই গুণের প্রকাশ হইয়াছে, সেই ভগবান্‌কে লক্ষ্য করিতে পারে না। তিনি ত্রিগুণের অতীত ও ত্রিগুণের অধিষ্ঠানভূত। তিনি জীবের আত্মারূপে বিরাজ করিতেছেন। তিনি নিকট হইতেও অতি নিকটে আছেন, কিন্তু জীব মায়ায় মোহিত হইয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছে না। যেমন স্বর্ণকুণ্ডলে "কুণ্ডল" দৃষ্টিসত্ত্বে "স্বর্ণ" দৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ ব্রহ্মে অবভাসিত ত্রিগুণময়ী "মায়া" দৃষ্টিসত্ত্বে "ব্রহ্ম" দৃষ্ট হয় না ॥ ১৩ ॥

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। এষা (এই) গুণময়ী (ত্রিগুণময়ী) দৈবী (অলৌকিক) মম (আমার) মায়া হি দুরত্যয়া (নিতান্ত দুরতিক্রমা); যে (যাহারা) মাম্ এব (আমাকেই) প্রপদ্যন্তে (ভজনা করে) তে (তাহারা) এতাং (এই) মায়াং (মায়া) তরন্তি (উত্তীর্ণ হইয়া থাকে)। ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। আমার সত্ত্বাদি ত্রিগুণময়ী মায়া (ভেজ) নিতান্ত দুরতিক্রম্য যে সকল ব্যক্তি কেবল আমারই শরণাগত হইয়া ভজনা করে, তাহারাই কেবল আমার এই সুদুস্তর মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। ১৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কথং পুনর্দৈবীমেতাং ত্রিগুণাত্মিকাং বৈষ্ণবীং মায়ামতিক্রামন্তীতি? উচ্যতে—দৈবীতি। দৈবী দেবস্য মমেশ্বরস্য বিষ্ণোঃ স্বভাবভূতা। হি যস্মাদেষা যথোক্তা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। দুঃখেনাঽত্যয়োঽতিক্রমণং যস্যাঃ সা দুরত্যয়া। তত্রৈবং সতি সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেব মায়াবিনং স্বাত্মভূতং সর্ব্বাত্মনা যে প্রপদ্যন্তে তে মায়ামেতাং সর্ব্বভূতচিত্তমোহিনীং তরন্ত্যতিক্রামন্তি। সংসারবন্ধনান্মুচ্যন্ত ইত্যর্থঃ। ১৪।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কে তর্হি ত্বাং জানন্তীতি? অত আহ—দৈবীতি। দৈব্যলৌকিকী। অত্যদ্ভুতেত্যর্থঃ। গুণময়ী সত্ত্বাদিগুণবিকারাত্মিকা। মম পরমেশ্বরস্য। শক্তির্মায়া দুরত্যয়া দুস্তরা হি। প্রসিদ্ধমেতৎ। তথাঽপি মামেবেত্যেবকারেণাঽব্যভিচারিণ্যা ভক্ত্যা যে প্রপদ্যন্তে ভজন্তি মায়ামেতাং সুদুস্তরামপি তে তরন্তি। ততো মাং জানন্তীতি ভাবঃ ॥ ১৪।

গীতার্থসন্দীপনী। সনাতনী মায়া যেরূপ দুরতিক্রম, তাহাতে তাহা হইতে কোনরূপে বুঝি মুক্ত হওয়া যায় না, অর্জ্জুনের এই আশঙ্কা নিবারণার্থ ভগবান্ বলিতেছেন—যে মায়াকে বিশুদ্ধ চৈতন্যাশ্রিতা ও বিষয়ের মূলপ্রকৃতি বলিয়া কল্পনা করা যায়, তাহার নাম দৈবী মায়া। যেমন অন্ধকার যে গৃহকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহাকেই আবৃত করে, সেইরূপ দৈবী মায়া যে আত্মার আশ্রিত, সেই আত্মাকেই আবৃত করিয়া রাখে। অর্থাৎ অন্তর দর্শনের অন্তরাল হইয়া থাকে। যেমন তিনগাছি রজ্জুতে দৃঢ় গুণ প্রস্তুত করিলে তদ্দারা মনুষ্যকে অতিশয় বন্ধন করা যায়, তদ্রূপ ভগবানের ত্রিগুণময়ী মায়াতেও জীব দৃঢ়তররূপে আবদ্ধ হইয়াছে। মনুষ্য কর্ম্মের দ্বারা, যোগের দ্বারা, বা জ্ঞানসাধনার দ্বারা, অথবা কোনরূপ পুরুষার্থ দ্বারা যদি মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করে, তাহাতে সহজে সিদ্ধমনোরথ হইতে পারে না। যেমন কাহারও হস্ত রজ্জু দ্বারা বাঁধা থাকিলে সে যদি খুলিবার জন্য স্বয়ং চেষ্টা বা বল প্রকাশ করে, তবে তাহার হাতে বেদনা হয় ও ফাঁস আরও অধিক লাগিয়া যায়, সেইরূপ নিজ কৌশলে ইন্দ্রিয় জয় করিব, মায়া অতিক্রম করিব, এরূপ যাহার অভিলাষ,

न মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াঽপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥ ১৫॥

মায়া তাহাকে আরও দৃঢ়রূপে বন্ধন করে। কিন্তু যিনি ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ আদির আশা ভরসা ছাড়িয়া আপনার অভিমান অহঙ্কার দূরে ফেলিয়া নিতান্ত নিরাশ্রয়ের ন্যায় ভগবান্‌কে অগতির গতি জানিয়া ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার শরণাপন্ন হয়েন, ভগবান্ দয়া করিয়া তাঁহাকেই মুক্ত করিয়া দেন। যাঁহার অচ্ছেদ্য মায়াময় পাশে জীব আবদ্ধ, তিনি ভিন্ন এ মায়া-গ্রন্থি খুলিবার কৌশল আর কেহই জানে না। ভগবানের একান্ত শরণাগত হওয়াই তীব্র ভক্তিযোগ—ইহাই যোগীর নিরালম্ব সমাধি। সর্ব্বাবরণ ভেদ পূর্ব্বক আত্মার ও পরমাত্মার সাক্ষাৎ না হইলে মায়াবন্ধন মোচন হয় না॥ ১৪॥

———:o:———

অন্বয়বোধিনী। দুষ্কৃতিনঃ (পাপকর্ম্মা) মূঢ়াঃ (মূঢ়গণ) মায়য়া (মায়ার দ্বারা) অপহৃতজ্ঞানাঃ (নষ্টবুদ্ধি) নরাধমাঃ (নরাধমেরা) আসুরং ভাবম্ (আসুরভাব) আশ্রিতাঃ (আশ্রয় পূর্ব্বক) মাং (আমাকে) ন প্রপদ্যন্তে (ভজনা করে না)॥ ১৫॥

বঙ্গানুবাদ। যাহারা পাপকর্ম্মা, মূঢ় ও নরাধম, যাঁহাদের জ্ঞান মায়া কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে, যাহারা দম্ভদর্পাদি দ্বারা আসুর ভাব লাভ করিয়াছে, তাহারা আমার ভজনা করে না॥ ১৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যদি ত্বাং প্রপন্না মায়ামেতাং তরন্তি কস্মাৎত্বামেব সর্ব্বে ন প্রপদ্যন্ত ইতি? উচ্যতে—ন মামিতি। ন মাং পরমেশ্বরং দুষ্কৃতিনঃ পাপকারিণো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে। নরাধমা নরাণাং মধ্যেঽধমা নিকৃষ্টাঃ। তে চ মায়য়াঽপহৃতজ্ঞানা সংমুষিতজ্ঞানা আসুরং ভাবং হিংসাঽনৃতাদিলক্ষণমাশ্রিতাঃ॥ ১৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যদ্যেবং তর্হি সর্ব্বে ত্বামেব কিমিতি ন ভজন্তি? তত্রাহ—ন মামিতি। নরেষু যেঽধমাস্তে মাং ন প্রপদ্যন্তে ন ভজন্তি। অধমত্বে হেতুঃ—মূঢ়া বিবেকশূন্যাঃ। তৎ কুতঃ? দুষ্কৃতিনঃ পাপশীলাঃ। অতো মায়য়াঽপহৃতং নিরস্তং শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাভ্যাং জাতমপি জ্ঞানং যেষাং তে তথা। অত এব দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চেত্যাদিনা বক্ষ্যমাণমাসুরং ভাবং স্বভাবং প্রাপ্তাঃ সন্তো ন মাং ভজন্তি॥ ১৫॥

গীতার্থসন্দীপনী। সকল মনুষ্যই কি তবে মায়ামুক্ত হইতে পারে? অর্জ্জুনের এই সন্দেহ নিবারণার্থ ভগবান্ বলিতেছেন, যে যাহারা পাপাসক্ত ও মলিন কার্য্যেই যাহাদের রতি মতি, তাহারা অতি নরাধম। তাহারা আমার উপাসনা করে না; কেন না তাহারা নিজ নিজ ইষ্টানিষ্ট বুঝিতে অসমর্থ ও নিতান্ত মূঢ়। তাহাদের বিবেকবুদ্ধি অবিদ্যা-দোষে দূষিত হওয়ায় চিত্তবৃত্তি দম্ভ দর্পে উন্মত্ত ও প্রকৃতি আসুর ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহারা

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ১৬ ॥
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্ব্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

সংসারসুখভোগেই আসক্ত। সংসার ছাড়িয়া তাহারা আমাকে প্রেম করিতে চাহে না ॥ ১৫ ॥

—:o:—

অন্বয়বোধিনী। [হে] ভরতর্ষভ! (অর্জ্জুন), আর্ত্তঃ (ক্লিষ্ট), জিজ্ঞাসুঃ (জ্ঞানলাভেচ্ছুক), অর্থার্থী (ইহপরলোকের সুখাকাঙ্ক্ষী), জ্ঞানী চ (ও জ্ঞানী), [এই] চতুর্ব্বিধাঃ (চতুর্ব্বিধ) সুকৃতিনঃ (পুণ্যাত্মা) জনাঃ (ব্যক্তিগণ) মাং (আমাকে) ভজন্তে (ভজনা করেন) ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। **হে ভরতর্ষভ অর্জ্জুন! আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চতুর্ব্বিধ ব্যক্তিই আমার ভজনা করে ॥ ১৬ ॥**

শাঙ্করভাষ্যম্। যে পুনর্নরোত্তমাঃ পুণ্যকর্ম্মাণঃ—চতুর্ব্বিধা ইতি। চতুর্ব্বিধাশ্চতুষ্প্রকারাঃ। ভজন্তে সেবন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনঃ পুণ্যকর্ম্মাণঃ। হে অর্জ্জুন। আর্ত্ত আর্ত্তিপরিগৃহীতস্তস্করব্যাঘ্ররোগাদিনাঽভিভূতঃ। জিজ্ঞাসুর্ভগবত্তত্ত্বং জ্ঞাতুমিচ্ছতি যঃ। অর্থার্থী ধনকামঃ। জ্ঞানী বিষ্ণোস্তত্ত্ববিচ্চ। হে ভরতর্ষভ ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। সুকৃতিনস্তু মাং ভজন্ত্যেব। তে চ সুকৃততারতম্যেন চতুর্ব্বিধা ইত্যাহ—চতুর্ব্বিধা ইতি। পূর্ব্বজন্মসু যে কৃতপুণ্যাস্তে মাং ভজন্তি। তে চতুর্ব্বিধাঃ। আর্ত্তো রোগাদ্যভিভূতঃ। স যদি পূর্ব্বং কৃতপুণ্যস্তর্হি মাং ভজতি। অন্যথা ক্ষুদ্রদেবতাভজনেন সংসরতি। এবমুত্তরত্রাঽপি দ্রষ্টব্যম্। জিজ্ঞাসুরাত্মজ্ঞানেচ্ছুঃ। অর্থার্থী—অত্র বা পরত্র বা ভোগসাধনভূতাঽর্থলিপ্সুঃ। জ্ঞানী চাত্মবিৎ ॥ ১৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। সকাম ও নিষ্কাম ভেদে ভগবদ্ভক্তগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থী এই ত্রিবিধ ভক্ত সকাম, ও জ্ঞানী নিষ্কাম। ভয়ে ভীত হইয়া—বিপদে পড়িয়া রক্ষা লাভের জন্য যে ব্যক্তি ভগবানের আরাধনা করে, সে ব্যক্তি আর্ত্ত ভক্ত। আত্মজ্ঞান লাভের জন্য যাঁহারা ভগবদারাধনা করেন, তাঁহারা জিজ্ঞাসু। যাঁহারা ধনপ্রাপ্তির বা সিদ্ধির নিমিত্ত ভগবানের আরাধনা করেন, তাঁহারা অর্থার্থী। যিনি ভোগত্যাগী—ফলাভিসন্ধিবর্জ্জিত, সেই স্বাত্মানন্দ পুরুষই জ্ঞানী ভক্ত। অর্জ্জুনকে ভগবান্ "ভরতর্ষভ" সম্বোধন দ্বারা সনক, শুক, প্রহ্লাদ, নারদাদির ন্যায় জ্ঞানী ভক্ত মধ্যে গ্রহণ করিলেন। প্রকৃত সুকৃতিমান্ পুরুষ ব্যতীত কেহই এতচ্চতুর্ব্বিধভক্তশ্রেণীভুক্ত হইতে পারে না ॥ ১৬ ॥

—:o:—

উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবাঽনুত্তমাং গতিম্॥ ১৮॥

অন্বয়বোধিনী। তেষাং (তাহাদিগের মধ্যে) নিত্যযুক্তঃ একভক্তিঃ (একনিষ্ঠ ভক্ত) জ্ঞানী বিশিষ্যতে (পরম উৎকৃষ্ট), অহং জ্ঞানিনঃ (জ্ঞানীর) অত্যর্থং (অত্যন্ত) প্রিয়ঃ, স চ (তিনিও) মম প্রিয়ঃ (আমার প্রিয়)॥ ১৭॥

বঙ্গানুবাদ। এই চতুর্ব্বিধ ভক্তের মধ্যে নিত্যযুক্ত জ্ঞানীই পরম উৎকৃষ্ট; কেননা আমি জ্ঞানীর অতিশয় প্রিয় ও জ্ঞানীও আমার অত্যন্ত প্রিয়॥১৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তেষামিতি। তেষাং চতুর্ণাং মধ্যে জ্ঞানী তত্ত্ববিত্ত্বান্নিত্যযুক্তো ভবতি। একভক্তিশ্চ। অন্যস্য ভজনীয়স্যাঽদর্শনাৎ। অতঃ স একভক্তির্বিশিষ্যতে বিশেষমাধিক্যমাপদ্যতে। অতিরিচ্যত ইত্যর্থঃ। প্রিয়ো হি যস্মাদহমাত্মা জ্ঞানিনোঽত স্তস্যাঽহমত্যর্থং প্রিয়ঃ। প্রসিদ্ধং হি লোক আত্মা প্রিয়ো ভবতীতি। তস্মাজ্জ্ঞানিন আত্মত্বাদ্বাসুদেবঃ প্রিয়ো ভবতীত্যর্থঃ। স চ জ্ঞানী মম বাসুদেবস্যাত্মৈবেতি মমাঽত্যর্থং প্রিয়ঃ॥ ১৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তেষাং মধ্যে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—তেষামিতি। তেষাং মধ্যে জ্ঞানী বিশিষ্টঃ। অত্র হেতবঃ—নিত্যযুক্তঃ সদা মন্নিষ্ঠঃ। একস্মিন্ ময্যেব ভক্তির্যস্য সঃ। জ্ঞানিনো দেহাদ্যভিমানাঽভাবেন চিত্তবিক্ষেপাঽভাবান্নিত্যযুক্তত্বমেকান্তভক্তিত্বং চ সম্ভবতি। নাঽন্যস্য। অত এব হি তস্যাঽহমত্যন্তং প্রিয়ঃ। স চ মম। তস্মাদেতৈর্নিত্যযুক্তত্বাদিভিশ্চতুর্ভির্হেতুভিঃ স উত্তম ইত্যর্থঃ॥ ১৭॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি সর্ব্বত্র পরমাত্মাকে দর্শন করেন, যিনি সদাই ব্রহ্মভাবে সমাহিত, তিনিই নিত্যযুক্ত, তিনিই একমাত্র পরমাত্মানুরক্ত। যিনি ভগবানকে ভিন্ন আর কিছু দেখেন না—আর কিছু জানেন না—আর কিছু ভাবেন না, অর্থাৎ ভগবান্ ভিন্ন যাঁহার আর কিছু দ্রষ্টব্য, জ্ঞাতব্য ও ধ্যাতব্য আছে বলিয়া আদৌ অনুভবই হয় না, ভগবান্ তাঁহার অতিশয় প্রিয়, এবং তিনিও ভগবানের পরম প্রীতির আস্পদ। আর্ত্ত ভক্ত পীড়ামুক্তির জন্য সূর্য্যের উপাসনা করেন, জিজ্ঞাসু ভক্ত তত্ত্বজ্ঞানের জন্য সরস্বতীর আরাধনা করেন, অর্থার্থী ভক্ত অর্থ ও সিদ্ধি লাভের জন্য কুবের আদি নানা দেবতার আরাধনা করেন; কিন্তু জ্ঞানী ভক্ত সকল অবস্থাতেই আমারই আরাধনা করেন। জ্ঞানী ভক্ত আমাকে ভিন্ন আর কোন কিছুতেই মনোভিনিবেশ করেন না॥ ১৭॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। এতে (এই) সর্ব্বে এব (সকলেই) উদারাঃ (শ্রেষ্ঠ), তু (কিন্তু) জ্ঞানী আত্মা এব (আত্মার স্বরূপ) [ইহা] মে (আমার) মতং (মত), হি (যেহেতু) যুক্তাত্মা (মদ্গতচিত্ত) সঃ (সেই জ্ঞানী) অনুত্তমাং (পরমা) গতিং (গতি) মাম্ এব (আমাকেই) আস্থিতঃ (আশ্রয় করিয়া থাকেন)॥ ১৮॥

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ॥ ১৯॥

বঙ্গানুবাদ। উক্ত চারিপ্রকার ভক্তই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু জ্ঞানী ভক্ত আমার আত্মার স্বরূপ; জ্ঞানী সদাই আমাতে সমাহিত থাকেন, ও আমা ভিন্ন উৎকৃষ্ট ফল কামনা তাঁহার নাই॥ ১৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ন তর্হ্যার্ত্তাদয়স্ত্রয়ো বাসুদেবস্য প্রিয়াঃ? ন। কিং তর্হি?— উদারা ইতি। উদারা উৎকৃষ্টাঃ সর্ব্বে এবৈতে। ত্রয়োঽপি মম প্রিয়া এবেত্যর্থঃ। ন হি কশ্চিন্মদ্ভক্তো মম বাসুদেবস্যাঽপ্রিয়ো ভবতীতি। জ্ঞানী ত্বত্যর্থং প্রিয়ো ভবতীতি বিশেষঃ। তৎ কস্মাদিতি? আহ—জ্ঞানী ত্বাত্মৈব নাঽন্যো মত্তঃ—ইতি মে মম মতং নিশ্চয়ঃ। আস্থিত আরোঢ়ুং প্রবৃত্তঃ স জ্ঞানী হি যস্মাদহমেব ভগবান্ বাসুদেবো নাঽন্যোঽস্মীত্যেবং যুক্তাত্মা সমাহিতচিত্তঃ সন্ মামেব পরং ব্রহ্ম গন্তব্যম্। অনুত্তমাং গতিং গন্তুং প্রবৃত্ত ইত্যর্থঃ॥ ১৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তর্হি কিমিতরে ত্রয়স্তদ্ভক্তাঃ সংসরন্তি ন হি? ন হীত্যাহ—উদারা ইতি। সর্ব্বেঽপ্যেত উদারা মহান্তো মোক্ষভাজ এবেত্যর্থঃ। জ্ঞানী তু পুনরাত্মৈবেতি মে মতং নিশ্চয়ঃ। হি যস্মাৎ স জ্ঞানী যুক্তাত্মা মদেকচিত্তঃ সন্ ন বিদ্যত উত্তমা যস্যাস্তামনুত্তমাং সর্ব্বোত্তমাং গতিং মামেবাস্থিত আশ্রিতবান্। মদ্ব্যতিরিক্তমন্যৎ ফলং ন মন্যত ইত্যর্থঃ॥ ১৮॥

গীতার্থসন্দীপনী। যাহারা অভক্ত, তদপেক্ষা ভগবানের ত্রিবিধ সকাম ভক্ত শ্রেষ্ঠ; কেননা তাঁহাদের জন্মজন্মার্জ্জিত পুণ্য না থাকিলে ভগবানের প্রতি তাঁহাদের মতি গতি হইত না। যে ব্যক্তি ভগবানকে যেরূপ প্রীতি করে, তিনিও তাঁহার প্রতি তদ্রূপ প্রসন্ন হইয়া থাকেন। সকাম ব্যক্তির কাম্যবিষয়েই অধিক প্রীতি থাকে, কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তির সর্ব্বাত্মবুদ্ধিতা বশতঃ ব্রহ্ম ভিন্ন বিষয়ান্তরে তাঁহার চিত্ত কিছুতেই আকৃষ্ট হইতে পারে না। এই জন্য জ্ঞানী ভক্তের সঙ্গে ভগবানের অতিশয় ঘনিষ্ঠ প্রিয় ভাব লক্ষিত হয়॥ ১৮॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। বহূনাং (অনেক) জন্মনাম্ (জন্মের) অন্তে (পরে) জ্ঞানবান্ সর্ব্বং (সমস্ত জগৎ) বাসুদেবঃ (বাসুদেবরূপ) ইতি (এই প্রকারে) মাং প্রপদ্যতে (আমাকে লাভ করেন), [সুতরাং] সঃ মহাত্মা (সেই মহাত্মা) সুদুর্লভঃ (অতি দুর্লভ)॥১৯॥

বঙ্গানুবাদ। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি বহু জন্ম অতিক্রম পূর্ব্বক সমস্ত জগৎই বাসুদেবরূপ, এই প্রকার বিচারে অভেদ দর্শন করেন, সুতরাং তাদৃশ মহাত্মা বড় দুর্লভ॥ ১৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্। জ্ঞানী পুনরপি স্তূয়তে—বহূনামিতি। বহূনাং জন্মনাং

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০ ॥

জ্ঞানার্থসংস্কারাশ্রয়াণামন্তে সমাপ্তৌ জ্ঞানবান্ প্রাপ্তপরিপাকজ্ঞানো মাং বাসুদেবং প্রত্যগাত্মানং প্রত্যক্ষতঃ প্রপদ্যতে। কথং? বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি। য এবং সর্ব্বাত্মানং মাং প্রতিপদ্যতে স মহাত্মা। ন তৎসমোঽন্যোঽস্তি। অধিকো বা। অতঃ সুদুর্লভো মনুষ্যাণাং সহস্রেম্বিত্যুক্তং ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবংভূতো মদ্ভক্তোঽতিদুর্লভ ইত্যাহ—বহুনামিতি। বহুনাং জন্মনাং কিঞ্চিৎকিঞ্চিৎপুণ্যোপচয়েনান্তে চরমে জন্মনি জ্ঞানবান্ সন্ সর্ব্বমিদং চরাঽচরং বাসুদেব এবেতি সর্ব্বাত্মদৃষ্ট্যা মাং প্রপদ্যতে ভজতি। অতঃ স মহাত্মাঽপরিচ্ছিন্নদৃষ্টিঃ সুদুর্লভঃ ॥ ১৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। জন্মে জন্মে পুণ্য সঞ্চয় করিয়া পরিশেষে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি ভগবৎপ্রেমে বিহ্বল হইয়া সমস্তই ভগবন্ময় দর্শন করেন। জ্ঞানবান্ যে দিকে দৃষ্টি করেন, সে দিকে ভগবান্ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান না। এই জন্য জ্ঞানপূর্ব্বক যিনি তাঁহাকে ভক্তি করেন তিনি অতি মহাত্মা। এরূপ ব্যক্তি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না ॥ ১৯ ॥

—:০:—

অন্বয়বোধিনী। তৈঃ তৈঃ (বিবিধ—যথা, পুত্র, স্ত্রী, ধন, যশ আদি) কামৈঃ (কামনা দ্বারা) হৃতজ্ঞানাঃ (বিনষ্ট জ্ঞান হইয়া), [প্রাকৃত জনগণ] তং তং (প্রচলিত) নিয়মম্ (নিয়ম) আস্থায় (আশ্রয় পূর্ব্বক) স্বয়া (নিজ) প্রকৃত্যা (স্বভাব কর্তৃক) নিয়তাঃ (বশীভূত হইয়া) অন্যদেবতাঃ প্রপদ্যন্তে (ভজনা করে) ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ। কামনা দ্বারা যাহাদের তত্ত্বজ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে, তাহারা তাহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাসনানুসারে নিয়মাদির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অন্য দেবতার উপাসনা করিয়া থাকে ॥ ২০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। আত্মৈব সর্ব্বং বাসুদেব ইত্যেবমপ্রতিপত্তৌ কারণমুচ্যতে—কামৈরিতি। কামৈস্তৈস্তৈঃ পুত্রপশুস্বর্গাদিবিষয়ৈঃ। হৃতজ্ঞানা অপহৃতবিবেকবিজ্ঞানাঃ। প্রপদ্যন্তে প্রাপ্নুবন্তি। অন্যদেবতা বাসুদেবাদাত্মনোঽন্যা দেবতাঃ। তং তং নিয়মং দেবতারাধনে প্রসিদ্ধো যো যো নিয়মস্তং তমাস্থায়াশ্রিত্য। প্রকৃত্যা স্বভাবেন। জন্মান্তরাঽর্জ্জিতসংস্কারবিশেষেণ। নিয়তা নিয়মিতাঃ। স্বয়াত্মীয়য়া ॥ ২০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেবং কামিনোঽপি সন্তঃ কামপ্রাপ্তয়ে পরমেশ্বরমেব যে ভজন্তি তে কামান্ প্রাপ্য শনৈর্মুচ্যন্ত ইত্যুক্তং। যে ত্বত্যন্তং রাজসাস্তামসাশ্চ কামাভিভূতাঃ ক্ষুদ্রদেবতাঃ সেবন্তে তে সংসরন্তীত্যাহ—কামৈরিতি চতুর্ভিঃ। যে তু তৈস্তৈঃ পুত্রকীর্ত্তিশত্রুজয়াদিবিষয়ৈঃ কামৈরপহৃতবিবেকাঃ সন্তোঽন্যাঃ ক্ষুদ্রা ভূতপ্রেতযক্ষাদ্যা দেবতা

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥২১॥

ভজন্তি। কিং কৃত্বা? তত্তদ্দেবতারাধনে যো যো নিয়ম উপবাসাদিলক্ষণস্তং তং নিয়মং স্বীকৃত্য। তত্রাঽপি স্বয়া স্বীয়য়া প্রকৃত্যা পূর্ব্বাভ্যাসবাসনয়া নিয়তা বশীকৃতাঃ সন্তঃ॥ ২০॥

গীতার্থসন্দীপনী। জীব মারণ, উচ্চাটন, স্তম্ভন আদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া হরিবিমুখ হইয়া উঠে। এইরূপ আত্মজ্ঞানহারা মূঢ় ব্যক্তি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপদেবতার প্রীতির জন্য উপবাস, জপাদি করিয়া থাকে। জীব। যদি সেবা করিতেই হইল, উপদেবতার সেবা না করিয়া পরমদেবতার সেবা করিলে না কেন? ॥ ২০॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। যঃ যঃ (যে যে) ভক্তঃ শ্রদ্ধয়া (ভক্তিযুক্ত হইয়া) যাং যাং (যে যে) তনুং (দেবমূর্ত্তি) অর্চ্চিতুম্ (অর্চ্চনা করিতে) ইচ্ছতি (ইচ্ছা করে) তস্য তস্য (সেই সেই ভক্তের) তাম্ এব (সেই) অচলাং (অচলা) শ্রদ্ধাম্ (শ্রদ্ধা) অহং বিদধামি (দৃঢ় করিয়া দিই)॥ ২১॥

বঙ্গানুবাদ। যে যে সকাম ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত হইয়া যে যে দেবমূর্ত্তির প্রতি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হয়, আমিই অন্তর্যামী রূপে সেই সেই ব্যক্তির ভক্তি, তত্তন্মূর্ত্তিতে দৃঢ় করিয়া দিই॥ ২১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তেষাং চ কামিনাং—য ইতি। যো যঃ কামী যাং যাং দেবতা-তনুং শ্রদ্ধয়া সংযুক্তো ভক্তশ্চ সমর্চ্চিতুং পূজয়িতুমিচ্ছতি তস্য তস্য কামিনোঽচলাং স্থিরাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধামি স্থিরীকরোমি॥ ২১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। দেবতাবিশেষং যে ভজন্তি তেষাং মধ্যে—যো য ইতি। যো যো ভক্তো যাং যাং তনুং দেবতারূপাং মদীয়ামেব মূর্ত্তিং শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি প্রবর্ত্ততে তস্য তস্য ভক্তস্য তত্তন্মূর্ত্তিবিষয়াং তামেব শ্রদ্ধামচলাং দৃঢ়ামহমন্তর্যামী বিদধামি করোমি॥ ২১॥

গীতার্থসন্দীপনী। যে যে ভাবেই ও যে যে মূর্ত্তিতেই কেন পূজা করুক না, অন্তর্যামী ভগবান্ সেই ভাবেই ও সেই মূর্ত্তিতেই তাহার ভক্তিপ্রবাহের পথ মুক্ত করিয়া দেন। লোকে স্থূল বুদ্ধি বশতঃ ভগবান্কে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখে বটে, কিন্তু ভগবানের চক্ষে এ ভিন্ন দৃষ্টি নাই। সমস্ত পূজারই ফলদাতা একমাত্র তিনি। যে ভাবেই জীব পূজা করুক না কেন, সর্ব্বথা তাঁহারই পূজা হইয়া থাকে। তিনি সেই ভাবেই তাহার অর্চ্চনার পথ উন্মুক্ত করিয়া থাকেন॥ ২১॥

——:০:——

দৈবেন চ সহাধিযজ্ঞেন চ সহ মাং যে জানন্তি তে যুক্তচেতসো মধ্যাসক্তমনসঃ প্রয়াণকালেঽপি মরণসময়েঽপি মাং বিদুর্জানন্তি। ন তু তদাপি ব্যাকুলীভূয় মাং বিস্মরন্তি। অতো মদ্ভক্তানাং ন যোগভ্রংশশঙ্কেতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥

কৃষ্ণভক্তৈরযত্নেন ব্রহ্মজ্ঞানমবাপ্যতে।

ইতি বিজ্ঞানযোগাখ্যো সপ্তমে সংপ্রকাশিতম্ ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াং ভগবদ্গীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং বিজ্ঞানযোগো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। মরণকাল উপস্থিত হইলে ইন্দ্রিয় সকল বিবশ হইয়া আসে। নানা যাতনা ও ক্লেশে অভিভূত হইয়া তাহাদের স্ফূর্ত্তি শক্তি বিনষ্ট হইয়া যায়। ইন্দ্রিয়গণ নিতান্ত ক্ষীণ ও কার্য্যকারিণী শক্তি নষ্ট হইলে, মনও অভিভূত হইয়া পড়ে। তখন তোমার ভগবৎকথা বলিবার এবং ভগবৎকথা শুনিয়া ভগবদনুরাগী হইবার শক্তি সামর্থ্যও থাকে না। যে মন চিরদিন বিষয় চিন্তা করিয়া আসিয়াছে, সে মনও তখন স্বয়ং ব্রহ্মচিন্তা করিতে সমর্থ হয় না। তাহার চিরদিনের অভ্যস্ত সংস্কারের তরঙ্গরাশি সেই সময়ে একে একে উঠিতে থাকে; যদি তুমি চিরদিনই পুত্র কলত্র আদিকে স্নেহ করিয়া আসিয়া থাক, তবে মরণকালে তোমার চিরাভ্যস্ত সেই বিষয়গুলি ক্রমান্বয়ে মনোমধ্যে উদিত হইতে থাকিবে। আর যদি চিরদিন শ্রদ্ধা পূর্ব্বক ভগবচ্চিন্তন করিয়া থাক, তবে মরণকালে তুমি ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে না পারিলেও—কেহ তোমাকে ভগবানের কথা না শুনাইলেও ভগবত্তত্ত্ববিষয় তোমার চিরাভ্যস্ত বলিয়া উহা আপনা আপনিই তোমার মনোমধ্যে উদিত হইতে থাকিবে। ভগবদ্ভক্ত অজ্ঞান—অচেতন—মূর্চ্ছিত অবস্থাতেও ভগবদ্ভাবভ্রষ্ট হয়েন না। ভক্ত অচেতন হইয়া যদি ভগবান্‌কে স্মরণ করিতে নাও পারেন, চির আরাধিত ভক্তবৎসল ভগবান্ তখন স্বয়ং ভক্তের প্রতি দয়া করিয়া তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন। শিশু যেমন মাতার অঞ্চল ধরিয়া যাইতে যাইতে অকস্মাৎ যদি পিচ্ছিল ভূমিতে পতিত ও মূর্চ্ছিত হয়, তখন মাতা যেমন সেই চেষ্টা-চৈতন্যহারা শিশুকে স্বয়ং উদ্যত হইয়া ক্রোড়ে তুলিয়া লয়েন, সেইরূপ ভক্ত স্বভাবের নিয়মে মরণ মূর্চ্ছায় অচেতন হইলেও চৈতন্য স্বরূপ ভগবান্ ভক্তের চিরাভ্যস্ত অনুরাগের আকর্ষণে মুমূর্ষু হৃদয়ে প্রকাশিত হয়েন ॥ ৩০ ॥

ভগবান্ এতৎ সপ্তমাধ্যায়ে উত্তমাধিকারিগণের প্রতি লক্ষণা বৃত্তি দ্বারা তৎপদপ্রতিপাদ্য জ্ঞেয় ব্রহ্ম ব্যাখ্যা করিলেন, এবং মধ্যমাধিকারীদিগের জন্য শক্তিরূপ মুখ্য বৃত্তি দ্বারা তৎপদ-প্রতিপাদ্য ধ্যেয় ব্রহ্ম ব্যাখ্যা করিলেন।

—:০:—

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামিমহোদয়-প্রণীত "গীতার্থ-সন্দীপনী" নামক ভাষা তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ।

অর্জ্জুন উবাচ।

কিং তদ্ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥ ১ ॥
অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়বোধিনী। অর্জ্জুন উবাচ। [হে] পুরুষোত্তম! তৎ (সেই) ব্রহ্ম কিম্ (কি)? অধ্যাত্মং কিং? কর্ম্ম কিম্? অধিভূতং চ কিং প্রোক্তং (কাহাকে বলে)? কিং চ অধিদৈবম্ (অধিদৈবই বা কাহাকে) উচ্যতে (বলা যায়)? [হে] মধুসূদন! অধিযজ্ঞঃ কঃ (অধিযজ্ঞ কি)? অত্র (এই দেহে) কথং (কি প্রকারে অবস্থিত)? প্রয়াণকালে চ (মরণকালেও) নিয়তাত্মভিঃ (সমাহিতচিত্ত পুরুষগণ কর্ত্তৃক) কথং (কিরূপে) [তুমি] জ্ঞেয়ঃ (জ্ঞানগম্য) অসি (হও)? ॥ ১২ ॥

বঙ্গানুবাদ। অর্জ্জুন বলিলেন, হে পুরুষোত্তম মধুসূদন! ব্রহ্ম কি? অধ্যাত্মই বা কাহাকে বলে?। কর্ম্মই বা কি? অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞই বা কি রূপে চিন্তা করিতে হয়? অধিযজ্ঞ এই দেহের মধ্যে বা বাহিরে অবস্থিত? আর মরণকালে সমাহিতচিত্ত পুরুষগণের নিকট তুমি কি উপায়েই বা জ্ঞানগম্য হও?॥১২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমিত্যাদিনা ভগবতাঽর্জ্জুনস্য প্রশ্নবীজা ন্যুপদিষ্টানি। অতস্তৎপ্রশ্নার্থমর্জ্জুন উবাচ—কিং তদিতি। ১২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।

ব্রহ্মকর্ম্মাঽধিভূতাদি বিদুঃ কৃষ্ণৈকচেতসঃ।
ইত্যুক্তং ব্রহ্মকর্ম্মাদি স্পষ্টমষ্টম উচ্যতে॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে ভগবতোপক্ষিপ্তানাং ব্রহ্মাঽধ্যাত্মাদিসপ্তানাং পদার্থানাং তত্ত্বং জিজ্ঞাসুরর্জ্জুন উবাচ—কিং তদ্ব্রহ্মেতি দ্বাভ্যাম্। স্পষ্টোঽর্থঃ। ১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—অধিযজ্ঞ ইতি। অত্র দেহে যো যজ্ঞো নির্ব্বর্ত্ততে তস্মিন্ কোঽধিযজ্ঞোঽধিষ্ঠাতা? প্রয়োজকঃ ফলদাতা চ ক ইত্যর্থঃ। স্বরূপং পৃষ্ট্বাঽধিষ্ঠানপ্রকারং পৃচ্ছতি—কথং কেন প্রকারেণাঽসাবস্মিন্ দেহে স্থিতো যজ্ঞমধিতিষ্ঠতীত্যর্থঃ। যজ্ঞগ্রহণং সর্ব্বকর্ম্মণামুপলক্ষণার্থং। অন্তকালে চ নিয়তচিত্তৈঃ পুরুষৈঃ কথং কেনোপায়েন জ্ঞেয়োঽসি? ॥ ২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবান্ সপ্তমাধ্যায়ের শেষে "তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নম্" ইত্যাদি শ্লোকার্দ্ধে যে জ্ঞেয় সপ্ত পদার্থের সূচনা করিয়াছেন, অষ্টম অধ্যায়ে তাহাই বিশেষ করিয়া ব্যাখ্যাত হইবে।

সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান্ যে সকল গুহ্য রহস্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই নিঃসন্দিগ্ধরূপে বুঝিবার জন্য অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে ভগবন্! ব্রহ্ম কি? তিনি সোপাধিক অথবা নিরুপাধিক? এই দেহরূপ আত্মাকে অবলম্বন করিয়া যিনি অবস্থিতি করিতেছেন সেই অধ্যাত্ম ভৌতিক অথবা চৈতন্য স্বরূপ? কর্ম্ম, যজ্ঞাদি অথবা তাহা হইতে কোন স্বতন্ত্র পদার্থ? অধিভূত বলিয়া তুমি পৃথিব্যাদি কার্য্যকেই লক্ষ্য করিয়াছ, অথবা ক্রিয়া মাত্রকেই বুঝাইয়াছ? দেবতাগণের ধ্যানকে তুমি অধিদৈব বলিয়াছ, অথবা আদিত্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তি জীবচৈতন্যের নাম অধিদৈব? যজ্ঞকে আশ্রয় করিয়া যিনি অবস্থান করেন তিনিই অধিযজ্ঞ, কিংবা উহা কোন দেবতাবিশেষের নাম, অথবা পরব্রহ্মকেই অধিযজ্ঞ বলিয়া লক্ষ্য করিয়াছ? সেই অধিযজ্ঞকে কিরূপে চিন্তা করিতে হয়—তাদাত্ম্যরূপে অথবা অভেদরূপে? সেই অধিযজ্ঞ দেহের ভিতরে থাকেন, অথবা বাহিরে? যদি ভিতরে থাকেন, তবে তিনি বুদ্ধি আদি রূপে বিরাজিত, অথবা স্বতন্ত্র? মৃত্যুকালে চিত্ত বিবশ হইয়া পড়িলে, অর্থাৎ ভক্ত ব্যাধির বেদনায় অজ্ঞান অচেতন হইয়া পড়িলে, যদি শেষকালে তোমাকে ডাকিতে না পারে বা ভুলিয়া যায়, তাহা হইলে হে কৃষ্ণ! তুমি কিরূপে তোমার চিরানুগত ভক্তের হৃদয়ে উদিত হও? ভগবান্ সমস্ত অগোচর বিষয় বিদিত আছেন, এই জন্য তাঁহাকে "পুরুষোত্তম" এবং তিনি পরম কারুণিক, এই জন্য "মধুসূদন' বলিয়া অর্জ্জুন সম্বোধন করিয়াছেন ॥ ১।২ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। শ্রীভগবান্ উবাচ। অক্ষরং (অব্যয়স্বরূপই) পরমং ব্রহ্ম (পরব্রহ্ম), স্বভাবঃ অধ্যাত্মম্ উচ্যতে (অধ্যাত্ম বলিয়া কথিত হয়), ভূতভাবোদ্ভবকরঃ (প্রাণিগণের উৎপত্তিবৃদ্ধিকর) বিসর্গঃ (দেবোদ্দেশে ত্যাগ) কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ (কর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়) ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। ভগবান্ কহিলেন, যিনি পরম অক্ষর তিনিই ব্রহ্ম, স্বভাবই অধ্যাত্ম, প্রাণিগণের উৎপত্তি ও বৃদ্ধিকর যজ্ঞাদিই কর্ম্ম বলিয়া কথিত হয় ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এষাং প্রশ্নানাং যথাক্রমং নির্ণয়ায় শ্রীভগবানুবাচ—অক্ষরমিতি। নিং—ন ক্ষরতীত্যক্ষরং পরমাত্মা। এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গীতি শ্রুতেঃ (ক)। ওঁকারস্য চোমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্মেতি পরেণ বিশেষণাদগ্রহণং। পরমমিতি চ নিরতিশয়ে ব্রহ্মণ্যক্ষর

(ক) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৩।৮।৯।

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর ॥ ৪ ॥

উপপন্নতরং বিশেষণম্। তস্যৈব পরস্য ব্রহ্মণঃ প্রতিদেহং প্রত্যগাত্মভাবঃ স্বভাবঃ—স্বো ভাবঃ স্বভাবঃ—অধ্যাত্মমুচ্যতে। আত্মানং দেহমধিকৃত্য প্রত্যগাত্মতয়া প্রবৃত্তং পরমার্থব্রহ্মাবসানং বস্তু স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতেঽধ্যাত্মশব্দেনাভিধীয়তে। ভূতভাবোদ্ভবকরঃ—ভূতানাং ভাবো ভূতভাবঃ। তস্যোদ্ভবো ভূতভাবোদ্ভবঃ। তং করোতীতি ভূতভাবোদ্ভবকরঃ। ভূতবস্তূৎপত্তিকর ইত্যর্থঃ। বিসর্গো বিসর্জনং দেবতোদ্দেশেন চরুপুরোডাশাদের্দ্রব্যস্য পরিত্যাগঃ। স এষ বিসর্গলক্ষণো যজ্ঞঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ কর্ম্মশব্দিত ইত্যেতৎ। এতস্মাদ্বীজভূতাদ্বৃষ্ট্যাদিক্রমেণ স্থাবরজঙ্গমানি ভূতান্যুদ্ভবন্তি ॥ ৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। প্রশ্নক্রমেণৈবোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—অক্ষরমিতি ত্রিভিঃ। ন ক্ষরতি ন চলতীত্যক্ষরম্। নন্বু জীবোঽপ্যক্ষরঃ। তত্রাহ—পরমং যদক্ষরং জগতো মূলকারণং তদ্ব্রহ্ম। এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভি বদন্তীতিশ্রুতেঃ (ক)। স্বস্যৈব ব্রহ্মণ এবাংশতয়া জীবরূপেণ ভবনং স্বভাবঃ। স এবাত্মানং দেহমধিকৃত্য ভোক্তৃত্বেন বর্ত্তমানোঽধ্যাত্মশব্দেনোচ্যত ইত্যর্থঃ। ভূতানাং জরায়ুজাদীনাং ভাব উৎপত্তিঃ। উদ্ভবশ্চ—অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ ॥ (খ) ইত্যুক্তক্রমেণ বৃদ্ধিঃ। তৌ ভাবোদ্ভবৌ করোতি যো বিসর্গো দেবতোদ্দেশেন দ্রব্যত্যাগরূপো যজ্ঞঃ। সর্ব্বকর্ম্মণামুপলক্ষণমেতৎ। স চ কর্ম্মশব্দবাচ্যঃ ॥ ৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি অবিনশ্বর, যিনি অন্তর্ব্বাহ্যব্যাপী এবং ওতপ্রোত ভাবে যিনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান, তিনিই অক্ষর। যিনি উৎপত্তি বিনাশ বর্জ্জিত, যিনি সকলের দ্রষ্টা, যিনি সকলের মূল এবং শেষগতি, যিনি কার্য্যের উপক্রম ও উপসংহার স্বরূপ, তিনিই অক্ষর, তিনিই ব্রহ্ম। এই অক্ষর চৈতন্যের স্বরূপভূত প্রত্যক্ চৈতন্য দেহরূপ মিথ্যা আত্মাকে আশ্রয় করিয়া অধ্যাত্ম নামে কথিত হইয়া থাকেন। ইন্দ্রাদির উদ্দেশে যাগযজ্ঞ, হোম, দানাদি যাহা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহাই কর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই যাগযজ্ঞাদি শস্যাদি উৎপত্তির কারণ এবং জীবগণের পীড়াদিসন্তাপহারক ॥ ৩ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। [হে] দেহভৃতাং বর (প্রাণিশ্রেষ্ঠ) ক্ষরঃ (নশ্বর) ভাবঃ (পদার্থই) অধিভূতং (অধিভূত), পুরুষঃ (হিরণ্যগর্ভই) অধিদৈবতং চ (অধিদৈব), অহমেব (আমিই) অত্র দেহে (এই দেহে) অধিযজ্ঞঃ (অধিযজ্ঞরূপে আছি) ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে জীবসত্তম! নশ্বর পদার্থ অধিভূত, হিরণ্যগর্ভনামা

(ক) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৩।৮।৮। (খ) মনু, ৩।৭৬।



অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫ ॥

পুরুষ অধিদৈব এবং বিষ্ণুর স্বরূপ অধিযজ্ঞ পুরুষ আমিই, এই অধিযজ্ঞ পুরুষই মনুষ্যদেহে বিদ্যমান থাকেন ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অধিভূতমিতি। অধিভূতং প্রাণিজাতমধিকৃত্য ভবতীতি। কোঽসৌ? ক্ষরঃ। ক্ষরতীতি ক্ষরো বিনাশী। ভাবো যৎ কিঞ্চিজ্জনিমদ্বস্ত্বিত্যর্থঃ। পুরুষঃ পূর্ণমনেন সর্ব্বমিতি। পুরি শয়নাদ্বা পুরুষঃ। আদিত্যান্তর্গতো হিরণ্যগর্ভঃ সর্ব্বপ্রাণিকরণানামনুগ্রাহকঃ। সোঽধিদৈবতম। অধিযজ্ঞঃ সর্ব্বযজ্ঞাভিমানিনী বিষ্ণ্বাখ্যা দেবতা। যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতি শ্রুতেঃ (ক)। স হি বিষ্ণুরহমেব। অত্রাঽস্মিন্ দেহে যো যজ্ঞস্তস্যাহমধিযজ্ঞঃ। যজ্ঞো হি দেহনির্ব্বর্ত্ত্যত্বেন দেহসমবায়ীতি দেহাঽধিকরণো ভবতি দেহভৃতাং বর ॥ ৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—অধিভূতমিতি। ক্ষরো বিনশ্বরো ভাবো দেহাদিপদার্থঃ। ভূতং প্রাণিমাত্রমধিকৃত্য ভবতীত্যধিভূতমুচ্যতে। পুরুষো বৈরাজঃ সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী স্বাংশভূতসর্ব্বদেবতানামধিপতিরধিদৈবতমুচ্যতে। অধিদৈবতমধিষ্ঠাত্রী দেবতা। স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে। আদিকর্ত্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাঽগ্রে সমবর্ত্তত ॥ ইতি শ্রুতেঃ। অত্রাঽস্মিন্ দেহেঽন্তর্যামিত্বেন স্থিতোঽহমেবাঽধিযজ্ঞো যজ্ঞাদিকর্ম্মপ্রবর্ত্তকস্তৎফলদাতা চ। কথমিত্যস্তাঽপ্যুত্তরমনেনৈবোক্তং দ্রষ্টব্যম্। অন্তর্যামিণোঽসঙ্গত্বাদিভির্গুণৈর্জীববৈলক্ষণ্যেন দেহান্তর্বর্ত্তিত্বস্য প্রসিদ্ধত্বাৎ। তথাচ শ্রুতিঃ—দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভি চাকশীতি ॥ (খ)। দেহভৃতাং মধ্যে শ্রেষ্ঠেতি সম্বোধয়ংস্ত্বমপ্যেবংভূতমন্তর্যামিণং পরাধীনস্বপ্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং বোদ্ধমর্হসীতি সূচয়তি ॥ ৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। বিনাশোৎপত্তিযুক্ত পদার্থমাত্রই অধিভূত। যিনি সমষ্টি লিঙ্গ স্বরূপ এবং সূর্য্যাদি রূপে ব্যষ্টি ভাব ধারণ করিয়া চক্ষুরাদিতে প্রকাশশক্তি বিধান করেন, সেই হিরণ্যগর্ভাখ্য পুরুষই অধিদৈব ও সর্ব্বযজ্ঞের অধিষ্ঠাতা, সর্ব্বযজ্ঞের ফলপ্রদাতা এবং সর্ব্বযজ্ঞের অভিমানিরূপ বিষ্ণু অধিযজ্ঞ নামে কথিত হয়েন। ভগবান্ বাসুদেবই এই অধিযজ্ঞ। এই অধিযজ্ঞ পুরুষ দেহমধ্যে থাকিয়াও বুদ্ধি আদি হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ। ভগবান্ অর্জ্জুনকে "দেহভৃতাং বর" সম্বোধন দ্বারা ভগবত্তত্ত্বাবগতির জন্য যে তাঁহার পূর্ণ অধিকার ও সামর্থ্য আছে—তাহারই সঙ্কেত করিয়াছেন ॥ ৪ ॥

———:০:———

অন্বয়বোধিনী। অন্তকালে চ (মৃত্যুকালে) মাম্ এব (আমাকেই) স্মরন্ (চিন্তা করিয়া) কলেবরং (দেহ) মুক্ত্বা (পরিত্যাগ পূর্ব্বক) যঃ (যিনি) প্রয়াতি (প্রয়াণ

(ক) কৃষ্ণযজুর্ব্বেদতৈত্তিরীয়সংহিতা, ১।৭।৪।৪। (খ) মুণ্ডকোপনিষৎ, ৩।১।১।

যং যং বাঽপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ৬ ॥

করেন) সঃ (তিনি) মদ্ভাবং (আমার স্বরূপ) যাতি (লাভ করেন), অত্র (ইহাতে) সংশয়ঃ নাস্তি (নাই) ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে ব্যক্তি মৃত্যুকালেও ভগবানের চিন্তা করিয়া এ দেহ পরিত্যাগ করিয়া প্রয়াণ করে, সে ব্যক্তি আমারই স্বরূপ লাভ করিয়া থাকে, ইহাতে কিছু মাত্র সংশয় নাই ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অন্তকাল ইতি। অন্তকালে মরণকালে চ মামেব পরমেশ্বরং বিষ্ণুং স্মরন্ মুক্ত্বা পরিত্যজ্য কলেবরং শরীরং যঃ প্রয়াতি গচ্ছতি স মদ্ভাবং বৈষ্ণবং তত্ত্বং যাতি। নাঽস্তি ন বিদ্যতেঽত্রাঽস্মিন্নর্থে সংশয়ঃ—যাতি বা ন বেতি ॥ ৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসীত্যনেন পৃষ্টমন্তকালে জ্ঞানোপায়ং তৎফলং চ দর্শয়তি—অন্তকাল ইতি। মামেবোক্তলক্ষণমন্তর্যামিরূপং পরমেশ্বরং স্মরন্ দেহং ত্যক্ত্বা যঃ প্রকর্ষেণাঽর্চিরাদিমার্গেণোত্তরায়ণপথা যাতি স মদ্ভাবং মদ্রূপতাং যাতি। অত্র সংশয়ো নাস্তি। স্মরণং জ্ঞানোপায়ঃ। মদ্ভাবাপত্তিশ্চ ফলমিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যে ব্যক্তি দুর্ভাগ্যদোষে জীবিতকালে ভোগাসক্ত হইয়া ভগবদ্ভাবনায় অশক্ত হয়, সেও যদি মরণ কালে ইন্দ্রিয়গণ অবশ হইয়া পড়িলে মনে মনে ভগবান্‌কে স্মরণ করিতে করিতে কলেবর ত্যাগ করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তিও ভগবানের স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। সগুণ বা নির্গুণ যে রূপই হউক, ভগবানের চিন্তা করিলেই ব্রহ্মপদ-প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

অন্বয়বোধিনী। [হে] কৌন্তেয়! [জীব] অন্তে (মরণকালে) যং যং বা অপি (যে যে) ভাবং (ভাব) স্মরন্ (স্মরণ করিয়া) কলেবরং (দেহ) ত্যজতি (ত্যাগ করে), সদা তদ্ভাবভাবিতঃ (সর্ব্বদা সেই ভাব চিন্তাপরায়ণ পুরুষ) তং তম্ এব (সেই সেই ভাবই) এতি (প্রাপ্ত হয়) ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে কৌন্তেয়! চিরজীবনে সর্ব্বদা চিন্তা জন্য মরণ কালে যে যাহা ভাবনা করিয়া দেহ ত্যাগ করে, সে সেই ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ন মদ্বিষয় এবাঽয়ং নিয়মঃ। কিং তর্হি? যং যমিতি। যং যং বাঽপি—যং যং ভাবং দেবতাবিশেষং স্মরংশ্চিন্তয়ংস্ত্যজতি পরিত্যজত্যন্তে প্রাণবিয়োগকালে কলেবরং। তং তমেব স্মৃতং ভাবমেবৈতি। নাঽন্যম্। হে কৌন্তেয় সদা সর্ব্বদা। তদ্ভাবভাবিতঃ—তস্মিন্ ভাবস্তদ্ভাবঃ। স ভাবিতঃ স্মর্য্যমাণতয়াঽভ্যস্তো যেন স তদ্ভাবভাবিতঃ। তাদৃশঃ সন্ ॥৬॥

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ন কেবলং মাং স্মরন্ মদ্ভাবং প্রাপ্নোতীতি নিয়মঃ। কিং তর্হি? যং যমিতি। যং যং ভাবং দেবতান্তরং বান্যদপি বান্তকালে স্মরন্ দেহং ত্যজতি তং তমেব স্মর্য্যমাণং ভাবং প্রাপ্নোতি। অন্তকালে ভাববিশেষস্মরণে হেতুঃ—সদা তদ্ভাবভাবিত ইতি সর্ব্বদা তস্য ভাবো ভাবনাঽনুচিন্তনম্। তেন ভাবিতো বাসিতচিত্তঃ ॥ ৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যে ব্যক্তি যে বস্তু চিরদিন অনুরাগসহ তীব্র ভাবে ভাবনা করে, জীবিতাবস্থাতেও তাহার অন্তঃকরণ সেই সেই বস্তুর ভাবানুরূপ সংগঠিত হইয়া যায়। তৈলপায়িকা অত্যন্ত ভয় জন্ত ভ্রমর কীটের [কাঁচপোকা] চিন্তাবশতঃ ২।৩ ঘণ্টার মধ্যেই নিজদেহ পরিহারপূর্ব্বক ভ্রমররূপী হইয়া যায়। নন্দিকেশ্বর সর্ব্বদা সদাশিবের ভাবনা করিতে করিতে সেই দেহেই শিবরূপী হইয়াছিলেন। যে বিষয়ের তীব্রচিন্তা সর্ব্বদা মনোমধ্যে ক্রিয়া করিতে থাকে, মলিন হউক বা সুন্দর হউক, মনোময় সূক্ষ্মশরীর তদ্ভাবাপন্ন হইয়া যায়। যেমন স্বরূপপ্রতিবিম্ব [ফটোগ্রাফ] উঠাইবার সময়ে যে যেরূপ ভাবে থাকে, তাহার প্রতিকৃতিও তদ্রূপ চিত্রিত হইয়া যায়, সেইরূপ মরণ সময়ে—স্থূলদেহ পরিত্যাগকালে—পূর্ব্বকৃত পাপ পুণ্যের ভোগায়তন স্বরূপ ভৌতিক দেহকে সূক্ষ্ম শরীর যখন পরিহার করিয়া যায়, (সঙ্কল্প বিকল্পের ক্ষয় না হওয়া বশতঃ) মনের সঙ্কল্প শক্তি তখন যে ভাবকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে, সূক্ষ্ম শরীর সেই সময়ে তদনুরূপ স্থূল ভাবায়তন রচনা করিয়া লয়। মরণকালে যে ব্যক্তি সংসারের ভোগ্য বিষয় চিন্তা করে, সে পুনঃ পার্থিব দেহ ধারণ করিয়া থাকে। যিনি শিব, বিষ্ণু আদি চিন্তা করেন, তিনি তত্তদ্রূপত্ব প্রাপ্ত হন। আর যে ব্যক্তি ঐকান্তিক প্রেমের আবেশে আত্মসমাধান পূর্ব্বক সঙ্কল্প-বিকল্প বর্জ্জিত হইয়া ঊর্দ্ধবেগে প্রাণবায়ু পরিত্যাগ করেন, তিনি পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিত হইয়া মুক্তি পদ লাভ করেন। মরণমুহূর্ত্তের চিন্তাশক্তির প্রকৃতি-বলেই জীবের পুনর্জন্ম বা মুক্তি হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। তস্মাৎ (অতএব) সর্ব্বেষু কালেষু (সকল সময়ে) মাম্ (আমাকে) অনুস্মর (চিন্তাকর), যুধ্য চ (ও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও), ময়ি (আমাতে) অর্পিত-মনোবুদ্ধিঃ (মন বুদ্ধি অর্পণ করিয়া) মাম্ এব (আমাকেই) এষ্যসি (প্রাপ্ত হইবে) অসংশয়ঃ (ইহাতে সন্দেহ নাই) ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। অতএব সর্ব্বদা আমাকে চিন্তা কর ও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, এবং মনোবুদ্ধি সমস্ত আমাতে অর্পণ কর। তাহা হইলে আমাকে প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যস্মাদেবমন্ত্যা ভাবনা দেহান্তরপ্রাপ্তৌ কারণং—তস্মাদিতি।

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥ ৮ ॥

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর। যথাশাস্ত্রং যুধ্য চ যুদ্ধং চ স্বধর্ম্মং কুরু। ময়ি বাসুদেবেঽর্পিতে মনোবুদ্ধী যস্য তব স ত্বং মর্য্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ সন্ মামেব যথাস্মৃতমেষ্যস্যাগমিষ্যসি। অসংশয়ো ন সংশয়োঽত্র বিদ্যতে ॥ ৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যস্মাৎ পূর্ব্ববাসনৈবান্তকালে স্মৃতিহেতুঃ। ন তু তদা বিবশস্য স্মরণোদ্যমঃ সংভবতি—তস্মাদিতি। তস্মাৎ সর্ব্বদা মামনুস্মর চিন্তয়। সততং স্মরণং চ চিত্তশুদ্ধিং বিনা ন ভবতি। অতো যুধ্য চ যুধ্যস্ব। চিত্তশুদ্ধ্যর্থং যুদ্ধাদিকং স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠেত্যর্থঃ। এবং মর্য্যর্পিতং মনঃ সংকল্পাত্মকং বুদ্ধিশ্চ ব্যবসায়াত্মিকা যেন ত্বয়া স ত্বং মামেব প্রাপ্স্যসি। অসংশয়ঃ সংশয়োঽত্র নাস্তি ॥ ৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যুদ্ধ করা অর্জ্জুনের বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্ম। উহা পালন না করিলে চিত্তশুদ্ধি হয় না। চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত ভগবচ্চিন্তাও অসম্ভব। সর্ব্বদা ভগবচ্চিন্তা না হইলে মরণকালে অন্য চিন্তার উদয় হইয়া অর্জ্জুনকে বারংবার জন্মমরণাধীন হইতে হইবে। এই জন্য ভগবান্ অর্জ্জুনকে স্বধর্ম্ম পালন, এবং পাছে "আমি কর্ত্তা" এই অভিমান উদয় হইলে অর্জ্জুন কর্ম্মজালে আবদ্ধ হয়েন, তজ্জন্য তাঁহার মনোবুদ্ধিকে বাসুদেবে অর্পণ করিতে উপদেশ করিলেন। ব্রহ্মচিন্তন পূর্ব্বক যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করনা কেন, ব্রহ্মভাব বলবৎ থাকায় কর্ম্মচিন্তা মনকে অধিকার করিতে পারেনা। তাই অর্জ্জুনকে বলিলেন, তুমি আমার স্বরূপের চিন্তা কর। যে বিষয় তীব্র ভাবে চিন্তা করা যায়, তাহাই মনোমধ্যে "সংস্কার"রূপে অবস্থিতি করে। স্মরণ মনন ব্যতীতও সংস্কার অতর্কিত ভাবে, সম্পদ্‌বিপদ্ সকল সময়েই স্বয়মেব সমুদিত হয়। শৈশবে "মা" "বাবা" শব্দ অত্যভ্যস্ত ও সংস্কার হইয়া যাওয়ায় আকস্মিক ভয়ের উদয় হইলে লোকের মুখ হইতে বিনা চেষ্টায় অতর্কিত ভাবে আপনিই "মাগো বাপ্‌রে!" ইত্যাদি শব্দ বহির্গত হয়। এইরূপ যিনি শৈশবসুলভ সরল ভাবে চিরদিন ভগবান্‌কে স্মরণ বা মনন করেন, অথবা রাম, কৃষ্ণ, দুর্গা, শিব, হরি, আদি ব্রহ্মনাম জপ করেন, তাহা হইলে মরণ কালে তিনি বিহ্বল বা অচেতন হইলেও, স্মরণাদি মনের ক্রিয়া না থাকিলেও, ভগবৎস্মৃতি পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ আপনা আপনি উদয় হইবে, এবং হরি, কৃষ্ণ আদি নামও আপনা আপনি উচ্চারিত হইতে থাকিবে। পূর্ব্বাভ্যাসবশতঃ সংস্কার না জন্মিলে মরণমূর্চ্ছাকালে ভগবৎস্মরণ হওয়া অসম্ভব ॥ ৭ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। [হে] পার্থ! অভ্যাসযোগযুক্তেন (অভ্যাসরূপ যোগযুক্ত) নান্যগামিনা (অনন্যগামী) চেতসা (মন দ্বারা) অনুচিন্তয়ন্ (চিন্তা করিয়া) [সাধক] পরমং (পরম) দিব্যং পুরুষং (দিব্য পুরুষকে) যাতি (প্রাপ্ত হয়েন) ॥ ৮ ॥

কবিং পুরাণমনুশাসিতার-
মণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপ-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। সর্ব্বদা পরমাত্মচিন্তনের দ্বারা অভ্যাসরূপ যোগযুক্ত ও অনন্যচিত্ত হইয়া পরম দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—অভ্যাসেতি। অভ্যাসযোগযুক্তেন ময়ি চিত্তসমর্পণবিষয়ভূত একস্মিংস্তুল্যপ্রত্যয়াবৃত্তিলক্ষণো বিলক্ষণপ্রত্যয়াঽনন্তরিতোঽভ্যাসঃ। স চাঽভ্যাসো যোগঃ। তেন যুক্তং তত্রৈব ব্যাপৃতং প্রবৃত্তং যোগিনশ্চেতঃ। তেন চেতসা নাঽন্যগামিনা। নাঽন্যত্র বিষয়ান্তরে গন্তুং শীলমস্যেতি নাঽন্যগামি। তেন নাঽন্যগামিনা। পরমং নিরতিশয়ং পুরুষং। দিব্যং দিবি সূর্য্যমণ্ডলে ভবং। যাতি গচ্ছতি। হে পার্থ। অনুচিন্তয়ঞ্ছাস্ত্রাচার্য্যোপদেশমনুধ্যায়ন্নিত্যেতৎ ॥ ৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। সংতস্মরণস্য চাঽভ্যাসোঽন্তরঙ্গং সাধনমিতি দর্শয়ন্নাহ—অভ্যাসযোগেতি। অভ্যাসঃ সজাতীয়প্রত্যয়প্রবাহঃ। স এব যোগ উপায়ঃ। তেন যুক্তেনৈকাগ্রেণ। অত এব নাঽন্যং বিষয়ং গন্তুং শীলং যস্য। তেন চেতসা। দিব্যং দ্যোতনাত্মকং পরমং পুরুষং পরমেশ্বরমনুচিন্তয়ন্ হে পার্থ তমেব যাতীতি ॥ ৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যদি বিষয়ের চিন্তা বা অন্য কোন দেবতার চিন্তা চিত্তকে অধিকার না করে, তবে চিত্ত অবিচলিত ভাবে পরমাত্মভাবনা করিতে পারে। এইরূপ নিরন্তর পরমাত্মচিন্তনাভ্যাসই সমাধিযোগ। নিত্য নিয়মিতাভ্যাস ব্যতীত সংস্কার জন্মে না, সংস্কার ব্যতীতও বাহিরের স্বভাবশক্তির উপর আধিপত্য জন্মে না। অভ্যাসজনিত সংস্কারই মরণকালে ভগবদাবির্ভাবের কারণ হয়। পরমাত্মার চিন্তা করিতে করিতে জীবের জীবত্ব বিদূরিত হয়, এবং জীবন থাকিতে এবং জীবনাবসানেও স্বপ্রকাশ পরমাত্মস্বরূপে স্থিতি করে ॥৮॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। যঃ (যিনি) কবিং (সর্ব্বজ্ঞ) পুরাণম্ (অনাদি) অনুশাসিতারম্ (সর্ব্বনিয়ন্তা) অণোঃ (অণু হইতেও) অণীয়াংসং (অতিসূক্ষ্ম) সর্ব্বস্য (সকলের) ধাতারম্ (বিধাতা) অচিন্ত্যরূপম্ (অচিন্ত্যরূপ) আদিত্যবর্ণং (আদিত্যবৎ স্বপ্রকাশ) তমসঃ (প্রকৃতির) পরস্তাৎ (অতীত) [পুরুষকে] অনুস্মরেৎ (স্মরণ করেন) ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি সর্ব্বজ্ঞ, অনাদি ও সর্ব্বনিয়ন্তা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, যিনি সকলের বিধাতা ও অচিন্ত্যস্বরূপ এবং যিনি আদিত্যবৎ স্বপ্রকাশ ও প্রকৃতির অতীত ॥ ৯ ॥

প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্ম্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিংবিশিষ্টং চ পুরুষং যাতীতি? উচ্যতে—কবিমিতি। কবিং ক্রান্তদর্শিনং সর্ব্বজ্ঞং। পুরাণং চিরন্তনম্। অনুশাসিতারং সর্ব্বস্য জগতঃ প্রশাসিতারম্। অণোঃ সূক্ষ্মাদপ্যণীয়াংসং সূক্ষ্মতরম্। অনুস্মরেদনুচিন্তয়েৎ। যঃ কশ্চিৎ। সর্ব্বস্য কর্ম্মফলজাতস্য ধাতারং বিচিত্রতয়া প্রাণিভ্যো বিভক্তারং বিভজ্য দাতারম্। অচিন্ত্যরূপং—নাস্য রূপং নিয়তং বিদ্যমানমপি কেনচিচ্চিন্তয়িতুং শক্যত ইত্যচিন্ত্যরূপঃ। তম্। আদিত্যবর্ণমাদিত্যস্যেব নিত্যচৈতন্যপ্রকাশো বর্ণো যস্য তমাদিত্যবর্ণং। তমসঃ পরস্তাদজ্ঞানলক্ষণান্মোহান্ধকারাৎ পরং। তমনুচিন্তয়ন্ যাতীতি পূর্ব্বেণৈব সম্বন্ধঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। পুনরপ্যনুচিন্তনীয়ং পুরুষং বিশিনষ্টি—কবিমিতি দ্বাভ্যাং। কবিং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্ববিদ্যানির্ম্মাতারং। পুরাণমনাদিসিদ্ধম্। অনুশাসিতারং নিয়ন্তারম্। অণোঃ সূক্ষ্মাদপ্যণীয়াংসম্। অতিসূক্ষ্মমাকাশকালদিগ্ভ্যোঽপ্যতিসূক্ষ্মতরং। সর্ব্বস্য ধাতারং পোষকম্। অপরিমিতমহিমত্বাদচিন্ত্যরূপং মলীমসরোমনোবুদ্ধ্যোরগোচরম্। আদিত্যবৎ স্বপরপ্রকাশাত্মকো বর্ণঃ স্বরূপং যস্য তং। তমসঃ প্রকৃতেঃ পরস্তাদ্বর্ত্তমানম্। বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাদিতি শ্রুতেঃ (ক) ॥ ৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। মোক্ষার্থিগণ যে দিব্য পরমপুরুষের চিন্তা করিয়া থাকেন, ভগবান্ বিবিধ বিশেষণ দ্বারা তাঁহারই আভাস প্রকাশ করিতেছেন। পরমাত্মা, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বিষয়ের দ্রষ্টা, এই জন্য তনি কবি বা সর্ব্বজ্ঞ। তিনি সর্ব্ব জগতের মূল কারণ অথচ স্বয়ং অনাদি। তিনি, সূর্য্য চন্দ্রাদি সর্ব্ব জগতের নিয়ন্তা, এবং সর্ব্ব প্রাণীর অন্তরাত্মা হইয়া প্রাণিগণকে নিজ নিজ কর্ম্মানুরূপ প্রবৃত্তি দিয়া শুভাশুভ কার্য্যে প্রেরণা করিয়া থাকেন। তিনি আকাশ বা কালাদি সূক্ষ্ম বস্তু অপেক্ষাও অত্যন্ত সূক্ষ্ম, অথবা দুর্ব্বিজ্ঞেয়। তিনি সকলের শুভাশুভকর্ম্মফলবিধাতা। তিনি মনের চিন্তাশক্তির অতীত, তিনি জগতের প্রকাশক, অথচ তাঁহার প্রকাশক কেহ নাই। অবিদ্যার রাজ্য অতিক্রম না করিলে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না ॥ ৯ ॥

:০:-

অন্বয়বোধিনী। সঃ (তিনি) প্রয়াণকালে (মৃত্যুকালে) অচলেন (একাগ্র) মনসা (মনের দ্বারা) ভক্ত্যা (ভক্তিপূর্ব্বক) যোগবলেন চ এব (যোগবলের দ্বারা) যুক্তঃ

(ক) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৩।৮।

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি
বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে॥ ১১॥

(যুক্ত হইয়া) ভ্রুবোঃ মধ্যে (ভ্রুর মধ্যে) প্রাণং (প্রাণকে) সম্যক্ (সম্যক্‌রূপে) আবেশ্য (স্থাপন করিয়া) তং (সেই) পরং দিব্যং পুরুষম্ (পুরুষকে) উপৈতি (প্রাপ্ত হয়েন)॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি মৃত্যুকালে মনকে একাগ্র করিয়া সেই পরম দিব্য পুরুষকে স্মরণ করেন, যিনি ভক্তিযুক্ত এবং যোগবলে বলীয়ান্, তিনিই ভ্রূযুগল মধ্যে প্রাণবায়ুকে রক্ষা করিয়া সেই দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হয়েন॥ ১০॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—প্রয়াণেতি। প্রয়াণকালে মরণকালে। মনসা। অচলেন চলনবর্জ্জিতেন। ভক্ত্যা যুক্তঃ—ভজনং ভক্তিঃ। তয়া যুক্তঃ। যোগবলেন চৈব—যোগস্য বলং যোগবলং। তেন। সমাধিজসংস্কারপ্রচয়জনিতং চিত্তস্থৈর্য্যলক্ষণং যোগবলং। তেন চ যুক্ত ইত্যর্থঃ। পূর্ব্বং হৃদয়পুণ্ডরীকে বশীকৃত্য চিত্তং তত ঊর্দ্ধগামিন্যা নাড্যা ভূমিজয়ক্রমেণ ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য স্থাপয়িত্বা সম্যগপ্রমত্তঃ সন্ স এবং বুদ্ধিমান্ যোগী কবিং পুরাণমিত্যাদিলক্ষণং তং পরং পুরুষমুপৈতি প্রতিপদ্যতে। দিব্যং দ্যোতনাত্মকম্॥ ১০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। প্রয়াণকাল ইতি। সপ্রপঞ্চপ্রকৃতিং ভিত্ত্বা যত্তিষ্ঠতি। এবংভূতং পুরুষমন্তকালে ভক্তিযুক্তো নিশ্চলেন বিক্ষেপরহিতেন মনসা যোঽনুস্মরেৎ। মনোনৈশ্চল্যে হেতুঃ—যোগবলেন সম্যক্ সুষুম্নামার্গেণ ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্যেতি। স তং পরং পুরুষং পরমাত্মস্বরূপং দিব্যং দ্যোতনাত্মকং প্রাপ্নোতি॥ ১০॥

গীতার্থসন্দীপনী। যে সাধু পুরুষ দেহান্তকালে মরণযাতনায় কাতর না হইয়া একাগ্রচিত্তে পরমাত্মাকে স্মরণ করেন, যিনি ভক্তিযোগে পরমাত্মাকে আরাধনা করিয়াছেন, এবং যিনি সমাধি অভ্যাসপূর্ব্বক জীবদ্দশায় কর্ম্মজালজনিত সংস্কাররাশিকে বিস্মৃত হইয়া প্রাণবায়ুকে সুষুম্না নাড়ীমার্গ দ্বারা উত্থাপিত করিয়া ভ্রূযুগল মধ্যে দ্বিদল কমলে স্তম্ভনপূর্ব্বক দশ দ্বার ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া উৎক্রমণ করেন, তিনিই সেই দিব্য পুরুষকে লাভ করিয়া থাকেন। এই শ্লোকে জ্ঞানী, ভক্ত ও যোগী আদি সর্ব্বপ্রকার সাধকই যে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন, তাহাই প্রদর্শিত হইল॥ ১০॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। বেদবিদঃ (বেদবেত্তাগণ) যৎ (যাঁহাকে) অক্ষরং (অক্ষর পুরুষ) বদন্তি (বলেন), বীতরাগাঃ (নিঃস্পৃহ) যতয়ঃ (সন্ন্যাসিগণ) যৎ (যাঁহাতে) বিশন্তি (প্রবেশ করেন), যৎ (যাঁহাকে) ইচ্ছন্তঃ (পাইবার জন্য) ব্রহ্মচর্য্যং (ব্রহ্মচর্য্য) চরন্তি

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥ ১২ ॥
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৩ ॥

(পালন করেন), তৎ (সেই) পদং (বিষ্ণুপদ) তে (তোমাকে) সংগ্রহেণ (সংক্ষেপে) প্রবক্ষ্যে (বলিতেছি) ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ। বেদবেত্তাগণ যে অক্ষর পুরুষের বিষয় ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, নিঃস্পৃহ সন্ন্যাসিগণ যাঁহাকে লাভ করেন, এবং সাধকগণ যাঁহাকে পাই-বার জন্য ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, আমি সংক্ষেপে তাঁহারই কথা বলিতেছি ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যোগমার্গাঽনুগমনেনৈব ব্রহ্মবিদ্যামন্তরেণাঽপি ব্রহ্ম প্রাপ্যত ইত্যেবং প্রাপ্ত ইদমুচ্যতে। পুনরপি বক্ষ্যমাণেনোপায়েন প্রতিপিৎসিতস্য ব্রহ্মণো বেদ-বিদ্বদনাদিবিশেষণবিশেষ্যস্যাঽভিধানং করোতি ভগবান্—যদক্ষরমিতি। যদক্ষরং—ন ক্ষরতীত্য-ক্ষরমবিনাশি। বেদবিদো বেদার্থজ্ঞাঃ। বদন্তি। এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভি বদন্তীতি শ্রুতেঃ (ক)। সর্ব্ববিশেষনিবর্ত্তকত্বেনাঽভিবদন্ত্যস্থূলমনণ্বিত্যাদি। কিঞ্চ বিশন্তি প্রবিশন্তি সম্যগ্-দর্শনপ্রাপ্তৌ সত্যাং। যদ্ যতয়ো যতনশীলাঃ সংন্যাসিনঃ। বীতরাগাঃ—বিগতো রাগো যেভ্যস্তে বীতরাগাঃ। যচ্চাঽক্ষরমিচ্ছন্তো জ্ঞাতুমিতি বাক্যশেষঃ। ব্রহ্মচর্য্যং গুরৌ চরন্ত্যাচরন্তি। তত্তে পদং তদক্ষরাখ্যং পদং পদনীয়ং তে তুভ্যং সংগ্রহেণ—সংগ্রহঃ সংক্ষেপস্তেন—সংক্ষেপেণ প্রবক্ষ্যে কথয়িষ্যামি ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কেবলাদভ্যাসযোগাদপি প্রণবাধারমভ্যাসমন্তরঙ্গং বিধিৎসুঃ প্রতিজানীতে—যদক্ষরমিতি। যদক্ষরং বেদার্থজ্ঞা বদন্তি। এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত ইতি শ্রুতেঃ (খ)। বীতো রাগো যেভ্যস্তে বীত-রাগাঃ। যতয়ঃ প্রযত্নবন্তো যদ্বিশন্তি। যচ্চ জ্ঞাতুমিচ্ছন্তো গুরুকুলে ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি। তত্তে তুভ্যং পদং। পদ্যতে গম্যত ইতি পদং প্রাপ্যং। সংগ্রহেণ সংক্ষেপেণ প্রবক্ষ্যে। তৎপ্রাপ্ত্যু-পায়ং কথয়িষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। প্রপঞ্চতত্ত্বরাশি নিবারণ পূর্ব্বক বেদবেত্তা পুরুষগণ যে প্রণবাত্মক অক্ষর ব্রহ্মের প্রতিপাদন করিয়া থাকেন, মুক্তি লাভ করিয়া মহাত্মগণ যাঁহাকে অনুভব করেন ও যাঁহাতে প্রবিষ্ট হয়েন, এবং যে ব্রহ্মস্বরূপকে জানিবার জন্য সর্ব্বত্যাগিসন্ন্যাসিগণ ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের আচরণ করেন, নিঃসংশয় রূপে অর্জ্জুন যাহাতে সেই অক্ষর ব্রহ্মকে জানিতে পারেন, ভগবান্ তাহাই সহজে ও সংক্ষপে কহিতেছেন ॥ ১১ ॥

-:০:-

(ক) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৩।৮।৮। (খ) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৩।৮।৯।

অন্বয়বোধিনী। সর্ব্বদ্বারাণি (সমস্ত ইন্দ্রিয়রূপদ্বার) সংযম্য (অবরুদ্ধ করিয়া) মনঃ (মনকে) হৃদি (হৃদয়ে) নিরুধ্য (নিরোধপূর্ব্বক) মূর্দ্ধ্নি (মস্তকে) প্রাণম্ (প্রাণবায়ুকে) আধায় (স্থাপন করিয়া) আত্মনঃ যোগধারণাম্ (আত্মসমাধিতে) আস্থিতঃ (অবস্থিত) ওঁ ইতি (এই) একাক্ষরং (একাক্ষর) ব্রহ্ম ব্যাহরন্ (উচ্চারণ করিতে করিতে) মাম্ (আমাকে) অনুস্মরন্ (চিন্তা করতঃ) দেহং ত্যজন্ (পরিত্যাগ পূর্ব্বক) যঃ (যিনি) প্রয়াতি (প্রস্থান করেন) সঃ (তিনি) পরাং গতিং যাতি (প্রাপ্ত হয়েন)॥ ১২।১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে উপাসক সমস্ত ইন্দ্রিয় অবরুদ্ধ এবং মনকে হৃদয় মধ্যে নিরুদ্ধ করিয়া প্রাণবায়ুকে মূর্দ্ধদেশে স্থাপন ও আত্মসমাধি করেন, এবং ওঁ এই ব্রহ্মরূপ একাক্ষর উচ্চারণ করিতে করিতে আমাকে (পরমেশ্বরকে) চিন্তা করেন, সেই উপাসক দেহান্তকালে পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥১২।১৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। স যো হ বৈ তদ্ভগবন্ মনুষ্যেষু প্রায়ণান্তমোঙ্কারমভি ধ্যায়ীত। কতমং বাব স তেন লোকং জয়তীতি। তস্মৈ স হোবাচ। এতদ্বৈ সত্যকাম পরং চাপরং চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ (ক)—ইত্যুপক্রম্য যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণৈবোমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভি ধ্যায়ীত * * * * * স সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকম্ (খ) – ইত্যাদিনা বচনেন অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাৎ (গ)—ইতি চোপক্রম্য সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি। যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ (ঘ)।—ইত্যাদিভিশ্চ বচনৈঃ পরস্য ব্রহ্মণো বাচকরূপেণ প্রতিমাবৎ প্রতীকরূপেণ বা পরব্রহ্মপ্রতিপত্তিসাধনত্বেন মন্দমধ্যমবুদ্ধীনাং বিবক্ষিতস্যোঙ্কারস্যোপাসনং কালান্তরে মুক্তিফলমুক্তং যত্তদেবেহাপি। কবিং পুরাণমনুশাসিতারং। যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তীতি চোপন্যস্তস্য পরস্য ব্রহ্মণঃ পূর্ব্বোক্তরূপেণ প্রতিপত্ত্যুপায়ভূতস্যোঙ্কারস্য কালান্তরমুক্তিফলমুপাসনং যোগধারণাসহিতং বক্তব্যং। প্রসক্তানুপ্রসক্তং চ যৎকিঞ্চিদিত্যেবমর্থ উত্তরো গ্রন্থ আরভ্যতে—সর্ব্বেতি। সর্ব্বদ্বারাণি—সর্ব্বাণি চ তানি দ্বারাণি চ সর্ব্বদ্বারাণ্যুপলব্ধৌ। তানি সর্ব্বাণি সংযম্য সংযমনং কৃত্বা। মনো হৃদি হৃদয়পুণ্ডরীকে নিরুধ্য নিরোধং কৃত্বা। নিষ্প্রচারমাপাদ্য। তত্র বশীকৃতেন মনসা হৃদয়াদূর্দ্ধগামিন্যা নাড্যোর্দ্ধমারুহ্য মূর্দ্ধন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতঃ প্রবৃত্তো যোগধারণাং ধারয়িতুম্ ॥ ১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তত্রৈব চ ধারয়ন্—ওমিতি। ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্রহ্মণোঽভিধানভূতমোঙ্কারং ব্যাহরন্নুচ্চারয়ংস্তদর্থভূতং মামীশ্বরমনুস্মরন্ননুচিন্তয়ন্ যঃ প্রয়াতি ম্রিয়তে স ত্যজন্ পরিত্যজন্ দেহং শরীরং। ত্যজন্ দেহমিতি প্রয়াণবিশেষণার্থম্। দেহত্যাগেন প্রয়াণমাত্মনো ন স্বরূপনাশেনেত্যর্থঃ। স এবং ত্যজন্ যাতি গচ্ছতি পরমাং প্রকৃষ্টাং গতিম্ ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। প্রতিজ্ঞাতমুপায়ং সাঙ্গমাহ দ্বাভ্যাং—সর্ব্বেতি।

(ক) প্রশ্নোপনিষৎ, ৫।১। (খ) প্রশ্নোপনিষৎ, ৫।৫।
(গ) কঠোপনিষৎ, ২।১৪। (ঘ) কঠোপনিষৎ, ২।১৫।

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ১৪ ॥

সর্ব্বাণীন্দ্রিয়দ্বারাণি সংযম্য প্রত্যাহৃত্য। চক্ষুরাদিভির্ব্বাহ্যবিষয়গ্রহণমকুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ। মনশ্চ হৃদি নিরুধ্য। বাহ্যবিষয়স্মরণমকুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ। মূর্দ্ধ্নি ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাধায় যোগস্য ধারণাং স্থৈর্য্যমাস্থিত আশ্রিতবান্ সন্ ॥ ১২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ওমিতি। ওমিত্যেকং যদক্ষরং তদেব ব্রহ্মবাচকত্বাৎ প্রতিমাদিবদ্ব্রহ্মপ্রতীকত্বাৎ ব্রহ্ম। তদ্ব্যাহরন্নুচ্চারয়ংস্তদ্বাচ্যং চ মামনুস্মরন্নেব দেহং ত্যজন্ যঃ প্রকর্ষেণ যাত্যর্চ্চিরাদিমার্গেণ স পরমাং শ্রেষ্ঠাং গতিং মদ্গতিং যাতি প্রাপ্নোতি ॥ ১৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি শব্দাদি বিষয়ের দোষ দর্শন করিয়া বিচার এবং অভ্যাস দ্বারা শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় বৃত্তিকে অন্তর্ম্মুখ করিয়াছেন, এবং পাছে মন কর্ত্তৃক বহির্বিষয়ে ইন্দ্রিয়গণ পুনর্ধাবিত হয় সেই জন্য মনকে আত্মচিন্তনার্থ হৃদয়কন্দরে নিরুদ্ধ রাখিয়াছেন এবং পাছে মন ও ইন্দ্রিয়াদিতে ক্রিয়া স্ফুরণার্থ সংবেগের সঞ্চার হয়, সেই জন্য প্রাণ বায়ুকে মূর্দ্ধদেশে স্থির করিয়া রাখেন, এবং যিনি প্রত্যগাত্মবিষয়ক সমাধি করিয়া স্থিতি করেন এবং যিনি ওঁ এই ব্রহ্মপ্রতিপাদ্য ও ব্রহ্মস্বরূপ একাক্ষরকে চিন্তা ও উচ্চারণ করিয়া স্থির থাকেন, সেই উপাসক দেহান্তে দেবযানমার্গ দ্বারা ব্রহ্মলোকের সুখ সৌভাগ্য ভোগ করিয়া অবশেষে ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করিয়া থাকেন। শ্রুতি বলিয়াছেন—

"এষাঽস্য পরমা গতিরেষাঽস্য পরমা সম্পৎ...এষোঽস্য পরম আনন্দঃ।" (ক)

এই অদ্বিতীয় পরব্রহ্মই এতদ্বিদ্বান্ পুরুষের পরম গতি, পরম সম্পৎ এবং পরম আনন্দ স্বরূপ ॥ ১২।১৩ ॥

—:০:—

অন্বয়বোধিনী। [হে] পার্থ! যঃ সততম্ (সর্ব্বদা) অনন্যচেতাঃ (অনন্যচিত্ত হইয়া) মাং (আমাকে) নিত্যশঃ (চিরদিন) স্মরতি (চিন্তা করে), তস্য (সেই) নিত্যযুক্তস্য (সমাহিতচিত্ত) যোগিনঃ (যোগীর পক্ষে) অহং সুলভঃ (সুলভ) ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে ব্যক্তি অনন্যচিত্ত হইয়া চিরদিন আমাকে চিন্তা করে, সেই সমাহিতচিত্ত যোগীর পক্ষে আমি অতি সুলভ ॥ ১৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—অনন্যেতি। অনন্যচেতাঃ—নান্যবিষয়ে চেতো যস্য সোঽয়মনন্যচেতা যোগী। সততং সর্ব্বদা যো মাং পরমেশ্বরং স্মরতি নিত্যশঃ। সততমিতি নৈরন্তর্য্যমুচ্যতে। নিত্যশ ইতি দীর্ঘকালত্বমুচ্যতে। ন ষণ্মাসং সংবৎসরং বা। কিং তর্হি? যাবজ্জীবং নৈরন্তর্য্যেণ যো মাং স্মরতীত্যর্থঃ। তস্য যোগিনোঽহং সুলভঃ সুখেন লভ্যঃ। পার্থ

(ক) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৪।৩।৩২।

মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ১৫

নিত্যযুক্তস্য সদা সমাহিতস্য যোগিনঃ। যস্ত এবমতোঽনন্যচেতাঃ সন্ ময়ি সদা সমাহিতো ভবেৎ॥ ১৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবং চাঽন্তকালে ধারণয়া মৎপ্রাপ্তির্নিত্যাঽভ্যাসবত এব ভবতি। নাঽনন্যেতি পূর্ব্বোক্তমেবাঽনুস্মারয়তি—অনন্যেতি। নাঽন্যস্মিংশ্চেতো যস্য। তথাভূতঃ সন্। যো মাং সততং নিরন্তরং। নিত্যশঃ প্রতিদিনং স্মরতি। তস্য নিত্যযুক্তস্য সমাহিতস্যাঽহং সুখেন লভ্যোঽস্মি। নাঽন্যস্য॥ ১৪॥

গীতার্থসন্দীপনী। প্রাণায়াম ও ধ্যানাদি দ্বারা যোগিগণ যে ভগবানকে লাভ করিয়া থাকেন, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে ভগবান্ বলিতেছেন যে প্রাণায়াম যোগাদি না করিয়াও যদি কোন ব্যক্তি চিরদিন অবিচ্ছেদে, খাইতে, শুইতে, উঠিতে, বসিতে সর্ব্বদা আমাকেই স্মরণ করেন, অর্থাৎ জীবনের সকল কার্য্যেই সাধক যদি আমাকে না ছাড়িয়া অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে তিনি আমাকে অনায়াসে লাভ করিতে পারেন। যাঁহার অন্তঃকরণে সুখে, দুঃখে, সম্পদে ও বিপদে ভগবদ্ভাবের প্রতীতি হইয়া থাকে, ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য তাঁহার কঠোর তপোব্রত প্রাণায়াম যোগাদির আর কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই॥১৪॥

———:০:———

অন্বয়বোধিনী। পরমাং (পরমা) সংসিদ্ধিং (সিদ্ধি) গতাঃ (প্রাপ্ত) মহাত্মানঃ (মহাত্মগণ) মাম্ (আমাকে) উপেত্য (পাইয়া) পুনঃ (আর) দুঃখালয়ম্ (দুঃখের আলয়) অশাশ্বতং চ (ও অনিত্য) জন্ম ন আপ্নুবন্তি (গ্রহণ করেন না)॥ ১৫॥

বঙ্গানুবাদ। এবংবিধ উপাসকগণ আমাকে প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার সর্ব্ব দুঃখের আলয় স্বরূপ জন্ম গ্রহণ করেন না। কেননা, উক্ত মহাত্মগণ পরম সিদ্ধি স্বরূপ মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন॥ ১৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তব সৌলভ্যেন কিং স্যাদিতি? উচ্যতে। শৃণু তন্মম সৌলভ্যেন যদ্ভবতি—মামিতি। মামুপেত্য মামীশ্বরমুপেত্য মদ্ভাবমাপদ্য পুনর্জ্জন্ম পুনরুৎপত্তিং। ন প্রাপ্নুবন্তি। কিংবিশিষ্টং পুনর্জ্জন্ম ন প্রাপ্নুবন্তীতি? তদ্বিশেষণমাহ—দুঃখালয়ং। দুঃখানামাধ্যাত্মিকাদীনামালয়মাশ্রয়ম্। আলীয়ন্তে যস্মিন্ দুঃখানীতি দুঃখালয়ং জন্ম। ন কেবলং দুঃখালয়ম্—অশাশ্বতমনবস্থিতস্বরূপং চ। নাপ্নুবন্তীদৃশং পুনর্জ্জন্ম মহাত্মানো যতয়ঃ। সংসিদ্ধিং মোক্ষাখ্যাং। পরমাং প্রকৃষ্টাং। গতাঃ প্রাপ্তাঃ। যে পুনর্মাং ন প্রাপ্নুবন্তি তে পুনরাবর্ত্তন্তে॥ ১৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যদ্যেবং ত্বং সুলভোঽসি ততঃ কিম্? অত আহ—মামিতি। উক্তলক্ষণা মহাত্মানো মদ্ভক্তা মাং প্রাপ্য পুনর্দুঃখাশ্রয়মনিত্যং চ জন্ম ন প্রাপ্নুবন্তি।

আ ব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১৬ ॥

যতস্তে পরমাং সম্যক্ সিদ্ধিং মোক্ষমেব প্রাপ্তাঃ। পুনর্জন্মনো দুঃখানাং চালয়ং স্থানং তে মামুপেত্য ন প্রাপুবন্তীতি বা ॥ ১৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যাঁহারা চিরদিন ভক্তিপূর্ব্বক ভগবানের ভাবনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা ইহকালে তো কোন দুঃখই ভোগ করেন না, সঙ্গে সঙ্গে পুনর্জন্মভোগ হইতেও অব্যাহতি লাভ করেন। ভগবচ্চিন্তন জন্য ত্রিগুণময় মায়াবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। তাঁহারা চির কৈবল্যানন্দ ভোগ করিতে থাকেন। এই আনন্দধামকেই শৈবগণ রুদ্রলোক ও বৈষ্ণবগণ বৈকুণ্ঠপুরী বলিয়া জানেন। এই আনন্দধামে গমন করিলে মায়াবিরচিত সংসারমধ্যে পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা থাকে না ॥ ১৫ ॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। [হে] অর্জ্জুন! আ ব্রহ্মভুবনাৎ (ব্রহ্মলোকাদি সমস্ত লোক হইতে) লোকাঃ (জীবগণ) পুনঃ আবর্ত্তিনঃ (প্রতিনিবৃত্ত হয়), তু (কিন্তু) [হে] কৌন্তেয় মাম্ (আমাকে) উপেত্য (প্রাপ্ত হইয়া) পুনঃ জন্ম (পুনর্জন্ম) ন বিদ্যতে (থাকে না) ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মলোকাদি সমস্ত লোকনিবাসিগণেরই পুনরাবর্ত্তন হইয়া থাকে; কেবল একমাত্র আমাকে লাভ করিলে পুনর্জন্ম হয় না ॥ ১৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিং পুনস্ত্বত্তোঽন্যৎ প্রাপ্তাঃ পুনরাবর্ত্তন্ত ইতি? উচ্যতে—আ ব্রহ্মেতি। আ ব্রহ্মভুবনাৎ—ভবন্ত্যস্মিন্ ভূতানীতি ভুবনং। ব্রহ্মণো ভুবনং ব্রহ্মভুবনং। ব্রহ্মলোক ইত্যর্থঃ। আ ব্রহ্মভুবনাৎ সহ ব্রহ্মভুবনেন লোকাঃ সর্ব্বে পুনরাবর্ত্তিনঃ পুনরাবর্ত্তন-স্বভাবাঃ। হেঽর্জ্জুন। মামেকমুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম পুনরুৎপত্তির্ন বিদ্যতে ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এতদেব সর্ব্বেষ্বপি লোকেষু পুনরাবৃত্তিং দর্শয়ন্ নির্ধারয়তি—আ ব্রহ্মভুবনাদিতি। ব্রহ্মণো ভুবনং বাসস্থানং ব্রহ্মলোকঃ তমভিব্যাপ্য সর্ব্বে লোকাঃ পুনরাবর্ত্তনশীলাঃ। ব্রহ্মলোকস্যাপি বিনাশিত্বাৎ। তত্রত্যানামনুৎপন্নজ্ঞানানামবশ্যং-ভাবি পুনর্জন্ম। য এবং ক্রমমুক্তিফলাভিরুপাসনাভির্ব্রহ্মলোকং প্রাপ্তাস্তেষামেব তত্রোৎপন্ন-জ্ঞানানাং ব্রহ্মণা সহ মোক্ষঃ। নান্যেষাম্। তথা চ—ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সংপ্রাপ্তে প্রতি-সঞ্চরে। পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্ ॥ পরস্যান্তে ব্রহ্মণঃ পরমায়ুষোঽন্তে। কৃতাত্মানো ব্রহ্মভাবাপাদিতমনোবৃত্তয়ঃ। কর্ম্মদ্বারেণ যেষাং ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিস্তেষাং ন মোক্ষ ইতি পরিনিষ্ঠিতিঃ। মামুপেত্য বর্ত্তমানানাং তু পুনর্জন্ম নাস্ত্যেবেতি ॥ ১৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। পঞ্চাগ্নিবিদ্যাদি দ্বারাও ব্রহ্মলোকাদিতে জীবের গতি হইয়া থাকে। ঈদৃশ ব্রহ্মলোকবাসিগণের ভোগাবসানে সংসারে পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে।

সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥ ১৭ ॥

কিন্তু যাঁহারা একমাত্র ভগবান্‌কে চিন্তা করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহারা ব্রহ্মার সহিত পরম কৈবল্য লাভ করিয়া থাকেন। প্রাণগত ভগবদ্ভক্তিই একমাত্র মুক্তির কারণ। অন্যথা ব্রহ্মলোকই প্রাপ্ত হও, অথবা যে কোন সুখনিবাসেই গমন কর, পুনরাবৃত্তির হস্ত হইতে নিস্তার নাই। এই শ্লোকে "অর্জ্জুন" সম্বোধন দ্বারা তাঁহার স্বগত মহত্ব, এবং "কৌন্তেয়" সম্বোধন দ্বারা অর্জ্জুনের মাতৃকুলগত মহত্ত্বের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। অর্জ্জুন সর্ব্বতোভাবে মহান্ হইয়া যে কৈবল্যানন্দভাগী হইবেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, ইহাই ভগবানের গূঢ় লক্ষ্য ॥ ১৬ ॥

-:o:-

অন্বয়বোধিনী। সহস্রযুগপর্য্যন্তং (দেবপরিমিত সহস্রযুগে) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মার) যৎ অহঃ (যে দিন) যুগসহস্রান্তাং (সহস্র দিব্য যুগ পরিমিত) রাত্রিং [যাঁহারা] বিদুঃ (জানেন), তে জনাঃ (সেই যোগীরাই) অহোরাত্রবিদঃ (দিবারাত্রি জানেন) ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি ব্রহ্মার চতুর্যুগসহস্রপর্য্যন্ত দিন এবং চতুর্যুগসহস্র-পর্য্যন্ত রাত্রি বিদিত আছেন, সেই যোগী ব্যক্তিই দিবারাত্রির জ্ঞাতা ॥ ১৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ব্রহ্মলোকসহিতা লোকাঃ কস্মাৎ পুনরাবর্ত্তিনঃ? কালপরিচ্ছিন্নত্বাৎ। কথং?—সহস্রেতি। সহস্রযুগপর্য্যন্তং—সহস্রাণি যুগানি পর্য্যন্তং পর্য্যবসানং যস্যাহ্নস্তদহঃ সহস্রযুগপর্য্যন্তং ব্রহ্মণঃ প্রজাপতের্বিরাজো বিদুঃ। রাত্রিমপি যুগসহস্রান্তামহঃপরিমাণামেব। কে বিদুরিতি? আহ—তেঽহোরাত্রবিদঃ। কালসংখ্যাবিদো জনা ইত্যর্থঃ। যত এবং কাল-পরিচ্ছিন্নাস্তেঽতঃ পুনরাবর্ত্তিনো লোকাঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। নমু চ—তপস্বিনো দানশীলা বীতরাগাস্তিতিক্ষবঃ। ত্রৈলোক্যস্যোপরি স্থানং লভন্তে লোকবর্জ্জিতম্॥ ইত্যাদিপুরাণবাক্যৈস্ত্রৈলোক্যস্য সকাশান্মহর্লোকাদীনামুৎকৃষ্টত্বং গম্যতে। বিনাশিত্বে চ সর্ব্বেষামবিশিষ্টে কথমসৌ বিশেষঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য বহুতরকালাবস্থায়িত্বনিমিত্তোঽসৌ বিশেষ ইত্যাশয়েন স্বমানেন শতবর্ষায়ুষো ব্রহ্মণোঽহন্যহনি ত্রৈলোক্যস্যোৎপত্তির্নিশি নিশি চ প্রলয়ো ভবতীতি দর্শয়িষ্যন্ ব্রহ্মণোঽহোরাত্রয়োঃ প্রমাণমাহ—সহস্রেতি। সহস্রযুগানি পর্য্যন্তোঽবসানং যস্য তদ্ব্রহ্মণো যদহস্তদ্ যে বিদুঃ। যুগসহস্রমন্তো যস্যাস্তাং রাত্রিং চ যোগবলেন যে বিদুঃ। ত এব সর্ব্বজ্ঞা জনা অহোরাত্রবিদঃ। যেষাং তু কেবলং চন্দ্রাদিত্যগত্যৈব জ্ঞানং তে তথাঽহোরাত্রবিদো ন ভবন্তি। অল্পদর্শিত্বাৎ। যুগশব্দেনাত্র চতুর্যুগমভিপ্রেতং। চতুর্যুগসহস্রং তু ব্রহ্মণো দিনমুচ্যত ইতি পুরাণোক্তেঃ॥ ব্রহ্মণ ইতি মহর্লোকাদিবাসিনামপ্যুপলক্ষণার্থম্। তত্রায়ং কালগণনাপ্রকারঃ—মনুষ্যাণাং যদ্বর্ষং তদ্দেবানামহোরাত্রং।

অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ১৮ ॥

তাদৃশৈরহোরাত্রৈঃ পক্ষমাসাদিকল্পনয়া দ্বাদশভির্বর্ষসহস্রৈশ্চতুর্যুগং ভবতি। চতুর্যুগসহস্রং তু ব্রহ্মণো দিনং। তাবৎপরিমাণৈব রাত্রিঃ। তাদৃশৈশ্চাহোরাত্রৈঃ পক্ষমাসাদিক্রমেণ বর্ষশতং ব্রহ্মণঃ পরমায়ুরিতি ॥ ১৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ১৭২৮০০০ বর্ষ সত্যযুগের পরিমাণ এবং ১২৯৬০০০ বর্ষ ত্রেতাযুগের পরিমাণ, ৮৬৪০০০ বর্ষ দ্বাপর যুগের পরিমাণ এবং ৪৩২০০০ বর্ষ কলিযুগের পরিমাণ। এইরূপ চতুর্যুগ সহস্রবার অতিক্রান্ত হইলে প্রজাপতি ব্রহ্মার এক দিন হয়, এবং এই রূপ চতুর্যুগ পুনঃ সহস্রবার অতিক্রান্ত হইলে ব্রহ্মার এক রাত্রি হয়। যিনি এইরূপ দিবারাত্রি অতিক্রম হইতে দেখেন, তিনিই অহোরাত্রিবেত্তা। যাঁহারা কেবল সূর্য্যের উদয় অস্ত দেখিয়া দিন রাত্রি গণনা করেন, তাঁহারা অল্পদর্শী—অহোরাত্রিবেত্তা নহেন। এই রূপ পঞ্চদশ দিবসে ব্রহ্মার এক পক্ষ, এইরূপ দুই পক্ষে এক মাস এবং দ্বাদশ মাসে এক বর্ষ। এই পরিমাণে একশত বর্ষ ব্রহ্মার পরমায়ুঃ। তদনন্তর ব্রহ্মাও বিনষ্ট হয়েন। সুতরাং ব্রহ্মলোকের প্রসাদভোগী জীবগণের এবং তন্নিম্নশ্রেণীর ইন্দ্রাদিলোকনিবাসিগণের যে অধঃপতন ও পুনরাবৃত্তি হইবে, তাহাতে আর সংশয় কি? "ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ।" ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত সমস্তই মায়াবিরচিত। মায়ারাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিতে কেহই মুক্তি লাভ করিতে পারেন না ॥ ১৭ ॥

-:o:-

অন্বয়বোধিনী। অহরাগমে (ব্রহ্মার দিন সমাগত হইলে) অব্যক্তাৎ (অব্যক্ত হইতে) সর্ব্বাঃ (সকল) ব্যক্তয়ঃ (ব্যক্ত চরাচর পদার্থ) প্রভবন্তি (উৎপন্ন হয়), রাত্র্যাগমে (ব্রহ্মার রাত্রির সমাগমে) তত্র এব (সেই) অব্যক্তসংজ্ঞকে (অব্যক্তরূপ কারণে) প্রলীয়ন্তে (লয় পায়) ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। ব্রহ্মার দিন সমাগত হইলে অব্যক্ত হইতে এই সকল ব্যক্ত চরাচর পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং তাঁহার রাত্রি সমাগমে সেই ব্যক্ত বস্তু মাত্রই অব্যক্তরূপ কারণে লয় প্রাপ্ত হয় ॥ ১৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। প্রজাপতেরহনি যদ্ভবতি রাত্রৌ চ তদুচ্যতে—অব্যক্তেতি। অব্যক্তাৎ—অব্যক্তং প্রজাপতেঃ স্বাপাবস্থা। তস্মাদব্যক্তাৎ। ব্যক্তয়ঃ—ব্যজ্যন্ত ইতি ব্যক্তয়ঃ—স্থাবরজঙ্গমলক্ষণাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ প্রভবন্ত্যভিব্যজ্যন্তে। অহ্ন আগমোঽহরাগমঃ। তস্মিন্নহরাগমে কালে ব্রহ্মণঃ প্রবোধকালে। তথা রাত্র্যাগমে ব্রহ্মণঃ স্বাপকালে। প্রলীয়ন্তে সর্ব্বা ব্যক্তয়স্তত্রৈব পূর্ব্বোক্তেঽব্যক্তসংজ্ঞকে। ৮ ॥

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ততঃ কিম্? অত আহ—অব্যক্তাদিতি। কার্য্যস্যাঽব্যক্তং রূপং কারণাত্মকং। তস্মাদব্যক্তাৎ কারণরূপাদ্ব্যক্তয় ইতি ব্যক্তয়শ্চরাচরাণি ভূতানি প্রাদুর্ভবন্তি। কদা? অহরাগমে ব্রহ্মণো দিনস্যোপক্রমে। তথা রাত্রেরাগমে ব্রহ্মশয়নে। তস্মিন্নেবাঽব্যক্তসংজ্ঞকে কারণরূপে। প্রলয়ং যান্তি। যদ্বা তেঽহোরাত্রবিদ ইত্যেতন্ন বিধীয়তে। কিন্তু তে প্রসিদ্ধা অহোরাত্রবিদো জনা ব্রহ্মণো যদহর্বিদুস্তস্যাঽহ্ন আগমেঽব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ প্রভবন্তি। যাং চ রাত্রিং বিদুস্তস্যা রাত্রেরাগমে প্রলীয়ন্তে—ইতি দ্বয়োরন্বয়ঃ ॥ ১৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ব্রহ্মার সুষুপ্তি অবস্থার নাম অব্যক্ত, এবং তাঁহার জাগ্রৎ দশার নাম ব্যক্ত। ব্রহ্মার জাগ্রৎ দশায় অর্থাৎ চেতনা শক্তির স্ফূরণের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ জগৎ ব্যবহারদশায় পরিণত হইয়া অভিব্যক্ত হয়, এবং তাঁহার সুষুপ্ত্যবস্থায় সমস্ত বস্তুরই অস্তিত্ব কারণস্বরূপে বিলীন হয়। তখন আর প্রত্যক্ষব্যবহারোপযোগি জগৎ দৃষ্ট হয় না ॥ ১৮ ॥

অন্বয়বোধিনী। [হে] পার্থ। সঃ এব (সেই) অয়ং (এই) ভূতগ্রামঃ (প্রাণিসকল) ভূত্বা ভূত্বা (পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইয়া) রাত্র্যাগমে (রাত্রিসমাগমে) প্রলীয়তে (লয় পায়), [পুনর্বার] অহরাগমে (ব্রহ্মার দিবাগমে) অবশঃ (কর্ম্মাদিপরতন্ত্র হইয়া) প্রভবতি (প্রাদুর্ভূত হয়) ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে পার্থ! সেই প্রাণিসকল (যাহারা পূর্ব্বকল্পে ছিল) উত্তর কল্পে (ব্রহ্মার দিবাগমে) উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মার রাত্রিসমাগমে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এবং তাহারাই পুনর্ব্বার ব্রহ্মার দিবাগমে স্ব স্ব কর্ম্মের বশীভূত হইয়া প্রাদুর্ভূত হয় ॥ ১৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অকৃতাঽভ্যাগমকৃতবিপ্রণাশদোষপরিহারার্থং বন্ধমোক্ষশাস্ত্রপ্রবৃত্তিসাফল্যপ্রদর্শনার্থমবিদ্যাদিক্লেশমূলকর্ম্মাশয়বশাচ্চাঽবশো ভূতগ্রামো ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়ত ইতি। অতঃ সংসারে বৈরাগ্যপ্রদর্শনার্থং চেদমাহ—ভূতগ্রাম ইতি। ভূতগ্রামো ভূতসমুদয়ঃ স্থাবরজঙ্গমলক্ষণো যঃ পূর্ব্বস্মিন্ কল্প আসীৎ। স এবায়ং। নাঽন্যঃ। ভূত্বা ভূত্বাঽহরাগমে। প্রলীয়তে পুনঃ পুনা রাত্র্যাগমেঽহ্নঃ ক্ষয়েঽবশোঽস্বতন্ত্র এব। হে পার্থ। প্রভবতি জায়তে সোঽবশ এবাঽহরাগমে ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তত্র চ কৃতনাশাঽকৃতাভ্যাগমশঙ্কাং বারয়ন্ বৈরাগ্যার্থং সৃষ্টিপ্রলয়প্রবাহস্যাঽবিচ্ছেদং দর্শয়তি—ভূতগ্রাম ইতি। ভূতানাং চরাচর-

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥ ২০ ॥

প্রাণিনাং। গ্রামঃ সমূহঃ। যঃ প্রাগাসীৎ স এবাহ্রয়মহরাগমে ভূত্বা ভূত্বা রাত্রেরাগমে প্রলীয় প্রলীয় পুনরপ্যহরাগমেঽবশঃ কর্ম্মাদিপরতন্ত্রঃ প্রভবতি। নাঽন্য ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। সংসারে বারংবার উৎপত্তি বিনাশ সত্ত্বেও অবিদ্যার প্রভাব জন্ম জীবের সংসারনিবৃত্তি হয় না। জীবের কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানই পুনঃ পুনঃ সংসার প্রবাহের এক মাত্র হেতু। তাহা হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য ভগবান্ বলিতেছেন যে, যাহারা নিষ্কামকর্ম্মানুষ্ঠানের অভাবে পূর্ব্ব কল্পে সূক্ষ্মরূপে কারণাবস্থায় স্থিতি করিতেছিল, তাহাদের সুখ দুঃখ রূপ ভোগাবসান হয় নাই বলিয়া উত্তর কল্পে তাহাদিগকে অবশ্যই ভোগ্যভূমি দেহায়তন অধিকার করিতে হয়।

"অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাঽশুভম্।
নাঽভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটীশতৈরপি ॥"

আত্মজ্ঞানবর্জ্জিত অজ্ঞানী ব্যক্তি যে শুভাশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তজ্জন্য তাহাকে অবশ্যই ফল ভোগ করিতে হয়। বস্তুতঃ কোন নূতন জীবের সৃষ্টি হয় না। যাহা পূর্ব্বে ছিল, তাহাই কল্পান্তে পুনঃ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। শ্রুতিও বলিয়াছেন—

"সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবং চ পৃথিবীং চাঽন্তরিক্ষমথো স্বঃ ॥" (ক)।

সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও স্বর্গ আদি সমস্ত জগৎ যাহা যেরূপ পূর্ব্বকল্পে ছিল, বিধাতা উত্তরকল্পেও সেইরূপ রচনা করেন। ব্রহ্মার দিবাগমে অভিব্যক্তি বা প্রাদুর্ভাব এবং রাত্রি সমাগমে সমস্ত বস্তুরই তিরোভাব বা কারণ স্বরূপে স্থিতি হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। তস্মাৎ তু (সেই) অব্যক্তাৎ (অব্যক্ত হইতে) পরঃ (বিলক্ষণ) অন্যঃ (স্বতন্ত্র) অব্যক্তঃ (ইন্দ্রিয়গণের অগোচর) সনাতনঃ (নিত্য) যঃ (যে) ভাবঃ সঃ (তাহা) সর্ব্বভূতেষু (ভূত সকল) নশ্যৎসু (বিনষ্ট হইলেও) ন বিনশ্যতি (বিনষ্ট হয় না) ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ। সেই অব্যক্তেরও অতীত, ইন্দ্রিয়গণেরও অগোচর ও স্বতন্ত্র সত্তা মাত্র পদার্থই নিত্য। ভূত সকল বিনষ্ট হইলেও উহা স্বয়ং বিনষ্ট হয় না ॥ ২০ ॥

(ক) ঋগ্বেদ, ১০।১৯০।৩।

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ২১

শাঙ্করভাষ্যম্। যদুপন্যস্তমক্ষরং তস্য প্রাপ্ত্যুপায়ো নির্দ্দিষ্ট ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্মেত্যাদিনা। অথেদানীমক্ষরস্যৈব স্বরূপনির্দ্দিদিক্ষয়েদমুচ্যতে। অনেন যোগমার্গেণেদং গন্তব্যমিতি—পরস্তস্মাদিতি। পরো ব্যতিরিক্তো ভিন্নঃ। কুতঃ? তস্মাৎ পূর্ব্বোক্তাদব্যক্তাৎ। তুশব্দোঽক্ষরস্য বিবক্ষিতস্যাঽব্যক্তাদ্বৈলক্ষণ্যবিশেষণার্থঃ। ভাবোঽক্ষরাখ্যং পরং ব্রহ্ম। ব্যতিরিক্তত্বে সত্যপি সালক্ষণ্যপ্রসঙ্গোঽস্তীতি তদ্বিনিবৃত্ত্যর্থমাহ—অন্য ইতি। অন্যো বিলক্ষণঃ। স চাঽব্যক্তোঽনিন্দ্রিয়গোচরঃ। পরস্তস্মাদিত্যুক্তং। কস্মাৎ পুনঃ পরঃ? পূর্ব্বোক্তাদ্ভূতগ্রামবীজভূতাদবিদ্যালক্ষণাদব্যক্তাৎ। অন্যো বিলক্ষণো ভাব ইত্যভিপ্রায়ঃ। সনাতনশ্চিরন্তনো যঃ স ভাবঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু ব্রহ্মাদিষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি। ২০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। লোকানামনিত্যত্বং প্রপঞ্চ্য পরমেশ্বরস্বরূপস্য নিত্যত্বং প্রপঞ্চয়তি—পর ইতি দ্বাভ্যাং। তস্মাচ্চরাচরকারণভূতাদব্যক্তাৎ পরস্তস্যাঽপি কারণভূতো যোঽন্যস্তদ্বিলক্ষণোঽব্যক্তশ্চক্ষুরাদ্যগোচরো ভাবঃ সনাতনোঽনাদিঃ। স তু সর্ব্বেষু কার্য্যকরণলক্ষণেষু ভূতেষু নশ্যৎস্বপি ন বিনশ্যতি॥ ২০॥

গীতার্থসন্দীপনী। সত্তাস্বরূপ পরমাত্মা, হিরণ্যগর্ভ নামক অব্যক্ত কারণেরও কারণস্বরূপ এবং তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ ও স্বতন্ত্র। অভিব্যক্ত চরাচর জগতের কারণ স্বরূপ অব্যক্ত রূপের নাশ আছে। কিন্তু সত্তাস্বরূপের উৎপত্তি বা বিনাশ নাই, উহা সনাতন এবং সমস্ত হইতে স্বতন্ত্র। ইন্দ্রিয়গণ সেই সত্তাস্বরূপকে ধারণা করিতে পারে না। বুদ্ধি বা বিচার শক্তি, তর্ক বা অনুভববলে, তাহা কদাপি গ্রহণ করিতে পারে না। সত্তার আদি নাই, অন্ত নাই, রূপ, নাম, গুণ বা অবস্থাও নাই। তিনি ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ অযোগ্য॥ ২০॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। [যাহা] অব্যক্তঃ অক্ষরঃ ইতি (এই শব্দে) উক্তঃ (কথিত হইয়াছে) তং (তাহাকে) পরমাং গতিম্ (শ্রেষ্ঠগতি) আহুঃ (বলে), যং (যাহা) প্রাপ্য (পাইয়া) [জীবগণ] ন নিবর্ত্তন্তে (প্রত্যাবৃত্ত হয় না) তৎ (তাহা) মম (আমার) পরমং (পরম) ধাম (স্বরূপ)॥ ২১॥

বঙ্গানুবাদ। সেই অক্ষর অব্যক্ত সত্তাস্বরূপকে শ্রুতি স্মৃতি জীবের পরম গতি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেই সত্তারূপ ভাব প্রাপ্ত হইলে জীবের পুনর্জ্জন্ম হয় না; উহাই আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধাম। ২১।

শাঙ্করভাষ্যম্। অব্যক্ত ইতি। যোঽসাবব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমেবাঽক্ষরসংজ্ঞকমব্যক্তং ভাবমাহুঃ পরমাং প্রকৃষ্টাং গতিং। যং ভাবং প্রাপ্য গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে সংসারায়। তদ্ধাম স্থানং পরমং প্রকৃষ্টং মম। বিষ্ণোঃ পরমং পদমিত্যর্থঃ॥ ২১॥

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ॥ ২২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অবিনাশে প্রমাণং দর্শয়ন্নাহ—অব্যক্ত ইতি। যো ভাবোঽব্যক্তোঽতীন্দ্রিয়ঃ। অক্ষরঃ প্রদেশনাশশূন্য ইতি। তথাঽক্ষরাৎ সংভবতীহ বিশ্বম্ (ক) ইত্যাদিশ্রুতিষ্বক্ষর ইত্যুক্তঃ। তং পরমাং গতিং গম্যং পুরুষার্থমাহুঃ—পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ (খ) ইত্যাদিশ্রুতয়ঃ। পরমগতিত্বমেবাহ—যং প্রাপ্য ন পুনর্নিবর্ত্তন্ত ইতি। তচ্চ মমৈব ধাম স্বরূপং। মমেত্যুপচারে ষষ্ঠী। রাহোঃ শির ইতিবৎ। অতোঽহমেব পরমা গতিরিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। মুমুক্ষুগণ আত্মজ্ঞান দ্বারা যে পুরুষার্থ স্বরূপ পরমানন্দধাম প্রাপ্ত হয়েন, তাহারই নাম "পরমগতি"। শ্রুতি বলিয়াছেন—

"এষাঽস্য পরমা গতিঃ॥" (গ)

"পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥" (ঘ)।

সৎ চিৎ আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মাই বিদ্যাবান্‌দিগের পরম গতি, উহা কোন বস্তুবিশেষ নহে। সমস্ত আবেগ, সংবেগ, মতি, রতি ও গতি যেখানে গিয়া পর্য্যবসিত হইয়াছে, তাহাই পরম গতি, তাহাই পরমাত্মা। সেই পরম গতি স্বরূপ পরমাত্মাকে লাভ করিলে জীবের গতায়াতের শেষ হইয়া যায়। "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" ঙ) ইহাই বিষ্ণুর পরম পদ, অর্থাৎ উহাই বিষ্ণুর স্বরূপাবস্থা ॥ ২১ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। [হে] পার্থ। ভূতানি (সমস্ত ভূত) যস্য (যাঁহার) অন্তঃস্থানি (অভ্যন্তরে স্থিত) যেন (যাঁহার দ্বারা) ইদং (এই) সর্ব্বং (সমস্ত জগৎ) ততং (ব্যাপ্ত হইয়া আছে), সঃ (সেই) পরঃ পুরুষঃ (পরম পুরুষ) তু (কেবল) অনন্যয়া (অনন্য) ভক্ত্যা (ভক্তির দ্বারা) লভ্যঃ (লাভ করা যায়) ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে পার্থ! সেই পরম পুরুষকে অনন্য ভক্তির দ্বারা লাভ করা যায়। সমস্ত ভূতই তাঁহার অভ্যন্তরে স্থিতি করিতেছে, এবং তিনিও সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন ॥ ২২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তল্লব্ধেরুপায় উচ্যতে—পুরুষ ইতি। পুরুষঃ পুরি শয়নাৎ। পূর্ণত্বাদ্বা। স পরঃ পার্থ। পরো নিরতিশয়ঃ। যস্মাৎ পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ। স ভক্ত্যা লভ্যস্তু জ্ঞানলক্ষণয়াঽনন্যয়াত্মবিষয়য়া। যস্য পুরুষস্যাঽন্তঃস্থানি মধ্যস্থানি ভূতানি কার্য্যভূতানি। কার্য্যং হি কারণস্যাঽন্তর্বর্ত্তি ভবতি। যেন পুরুষেণ সর্ব্বমিদং জগত্ততং ব্যাপ্তম্। আকাশেনেব ঘটাদি ॥২২॥

(ক) মুণ্ডকোপনিষৎ, ১।১।৭। (খ) কঠোপনিষৎ, ৩।১১। (গ) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৪।৩।৩২।
(ঘ) কঠোপনিষৎ, ৩।১১। (ঙ) কঠোপনিষৎ, ৩।৯।

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিং চৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তৎপ্রাপ্তৌ চ ভক্তিরন্তরঙ্গোপায় ইত্যুক্তমেবেত্যাহ—পুরুষ ইতি। স চাহং পরঃ পুরুষোঽনন্যয়া—ন বিদ্যতেঽন্যঃ শরণত্বেন যস্যাং তয়ৈকান্তভক্ত্যৈব লভ্যঃ। নান্যথা। পরত্বমেবাহ—যস্য কারণভূতস্যান্তর্মধ্যে ভূতানি স্থিতানি। যেন চ কারণভূতেনেদং সর্ব্বং জগৎ ততং ব্যাপ্তম্ ॥ ২২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। প্রপঞ্চ বিষয় হইতে অন্তঃকরণবৃত্তিকে প্রত্যাহার করিয়া অনন্য ভাবে ভগবানে চিত্ত অর্পণ না করিলে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রপঞ্চ ভাব বিদূরিত হইলেই তখন তিনি ব্যতীত অন্য কোন বস্তুরই অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না। যেমন সূত্রায়তনকে বস্ত্র বলা যায়, বস্তুতঃ সাধারণ বুদ্ধিতে বস্ত্র ও সূত্র একত্র দুইটী বুঝিতে পারা যায় না। যখন বস্ত্র বলিয়া দেখি তখন সূত্রভাব ভুলিয়া যাই, আবার সূত্র দেখিতে গেলে বস্ত্রভাব বিস্মৃত হই। কিন্তু যিনি বস্ত্রে সূত্রবুদ্ধি এবং সূত্রসমূহে বস্ত্রবুদ্ধি করেন, তিনিই তত্ত্বদর্শী। শ্রুতিও বলিয়াছেন—

"যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ।
বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্ ॥" (ক),
"যচ্চ কিঞ্চিজ্জগত্যস্মিন্ দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা
অন্তর্ব্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ ॥" (খ)।

যাহা হইতে কোন বস্তুই পর বা অপর নহে, যাঁহা হইতে কোন বস্তুই অণু বা মহৎ নহে, সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মা বিশাল বৃক্ষের ন্যায় অচল, তাঁহার দ্বারাই এই জগৎ পরিপূর্ণ রহিয়াছে। যাহা কিছু দেখা যায় বা শুনা যায়, নারায়ণ তত্তাবতের অন্তর্ব্বাহ্য ব্যাপিয়া স্থিতি করিতেছেন ॥ ২২ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। [হে] ভরতর্ষভ! যত্র (যে কালে) প্রয়াতাঃ (মৃত হইলে) যোগিনঃ (যোগিগণ) অনাবৃত্তিম্ আবৃত্তিং চ এব (অনাবৃত্তি ও আবৃত্তি) যান্তি (প্রাপ্ত হয়েন) তং (সেই) কালং (কালের বিষয়) বক্ষ্যামি (বলিতেছি) ॥ ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে ভরতর্ষভ! যে কালে গমন করিলে যোগিগণ অনাবৃত্তি বা আবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, আমি সেই কালের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি ॥ ২৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। প্রকৃতানাং যোগিনাং প্রণবাবেশিতব্রহ্মবুদ্ধীনাং কালান্তরমুক্তিভাজাং ব্রহ্মপ্রতিপত্তয় উত্তরো মার্গো বক্তব্য ইতি যত্র কাল ইত্যাদি বিবক্ষিতার্থসমর্পণার্থ

(ক) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৩।৯ (খ) মহানারায়ণোপনিষৎ, ১১।৬।

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥ ২৪ ॥

মুচ্যতে। আবৃত্তিমার্গোপন্যাস ইতরমার্গস্তুত্যর্থঃ। যত্রেতি। যত্র কালে প্রয়াতা ইতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ। যত্র যস্মিন্ কালে ত্বনাবৃত্তিমপুনর্জন্মাবৃত্তিং তদ্বিপরীতং চৈব। যোগিন ইতি যোগিনঃ কর্ম্মিণশ্চোচ্যন্তে। কর্ম্মিণস্তু গুণতঃ—কর্ম্মযোগেণ যোগিনামিতি বিশেষণাৎ—যোগিনঃ। যত্র কালে প্রয়াতা মৃতা যোগিনোঽনাবৃত্তিং যান্তি। যত্র কালে চ প্রয়াতা আবৃত্তিং যান্তি। তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেবং পরমেশ্বরোপাসকাস্তৎ পদং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে। অন্যে ত্বাবর্ত্তন্ত ইত্যুক্তং। তত্র কেন মার্গেণ গতা নাবর্ত্তন্তে ? কেন বা গতাশ্চাবর্ত্তন্তে ? ইত্যপেক্ষায়ামাহ—যত্রেতি। যত্র যস্মিন্ কালে প্রযাতা যোগিনোঽনাবৃত্তিং যান্তি যস্মিংশ্চ কালে প্রযাতা আবৃত্তিং যান্তি তং কালং বক্ষ্যামীত্যন্বয়ঃ। অত্র চ রশ্ম্যনুসারী—অতশ্চায়নেঽপি দক্ষিণে—ইতি সূত্রিতন্যায়েনোত্তরায়ণাদিকালবিশেষমরণস্য ত্ববিবক্ষিতত্বাৎ। কালশব্দেন কালাভিমানিনীভিরাতিবাহিকীভির্দেবতাভিঃ প্রাপ্যো মার্গ উপলক্ষ্যতে। অতোঽয়মর্থঃ—যস্মিন্ কালাভিমানিদেবতোপলক্ষিতে মার্গে প্রয়াতা যোগিন উপাসকাঃ কর্ম্মিণশ্চ যথাক্রমমনাবৃত্তিমাবৃত্তিং চ যান্তি তং কালাভিমানিদেবতোপলক্ষিতং মার্গং কথয়িষ্যামীতি। অগ্নিজ্যোতিষোঃ কালাভিমানিত্বাভাবেঽপি ভূয়সামহরাদিশব্দোক্তানাং কালাভিমানিত্বাৎ তৎসাহচর্য্যাদাম্রবণমিত্যাদিবৎ কালশব্দেনোপলক্ষণমবিরুদ্ধম্ ২৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। এই শ্লোকে "কাল" পদের দ্বারা দিবা রাত্রি আদি কালের অভিমানযুক্ত দেবতা বা মার্গ বিশেষ উপলক্ষিত হইয়াছে। যোগিনঃ পদটী দ্বারা কর্ম্মী এবং উপাসক, উভয়ই পরিগৃহীত হইয়াছে। শরীর হইতে প্রাণ উৎক্রান্ত হইবার সময়ে কোন্ পথে উপাসকের গতি হইলে তাঁহার সংসারে পুনরাবর্ত্তন হয়, এবং কোন পথে গতি হইলে পুনরাবৃত্তি হয় না, ভগবান্ অর্জ্জুনকে তাহাই বলিবেন বলিয়া স্বীকার করিলেন ॥ ২৩ ॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। [যে স্থানে] অগ্নিঃ জ্যোতিঃ (জ্যোতিঃপদার্থ অগ্নি) অহঃ (দিন) শুক্লঃ (শুকপক্ষ) উত্তরায়ণং ষণ্মাসাঃ (ছয় মাস) [স্থিতি করিতেছে] তত্র (সেই মার্গে) প্রয়াতাঃ (গমন করিয়া) ব্রহ্মবিদঃ (সগুণ ব্রহ্ম উপাসক) জনাঃ (ব্যক্তিগণ) ব্রহ্ম (সগুণ ব্রহ্মকে) গচ্ছন্তি (লাভ করিয়া থাকেন) ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে স্থানে জ্যোতিঃস্বরূপ অগ্নি, দিন, শুক্লপক্ষ, ছয় মাস, উত্তরায়ণ আদি স্থিতি করিতেছে, সেই দেবযান মার্গে গমন করিয়া ব্রহ্মোপাসনাশীল পুরুষ সগুণ ব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে ॥ ২৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তং কালমাহ—অগ্নির্জ্যোতিরিতি। অগ্নিঃ কালাঽভিমানিনী দেবতা। তথা জ্যোতিরপি দেবতৈব কালাঽভিমানিনী। অথবা অগ্নিজ্যোতিষী যথাশ্রুতে এব দেবতে। ভূয়সাং তু নির্দ্দেশো যত্র কালে তং কালমিতি। আম্রবণবৎ। তথাঽহর্দ্দেবতাঽহর-ভিমানিনী। শুক্লঃ শুক্লপক্ষদেবতা। ষণ্মাসা উত্তরায়ণং। তত্রাঽপি দেবতৈব মার্গভূতেতি। স্থিতোঽন্যত্রাঽয়ং ন্যায়ঃ। তত্র তস্মিন্ মার্গে প্রয়াতা মৃতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো ব্রহ্মোপাসকা ব্রহ্মোপাসনপরা জনাঃ। ক্রমেণেতি বাক্যশেষঃ। ন হি সদ্যোমুক্তিভাজাং সম্যগ্দর্শননিষ্ঠানাং গতিরাগতির্বা কচিদস্তি। ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি। (ক)—ইতি শ্রুতেঃ। ব্রহ্মসংলীন-প্রাণা এব তে ব্রহ্মময়াঃ। ব্রহ্মভূতা এব তে ॥ ২৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তত্রাঽনাবৃত্তিমার্গমাহ—অগ্নিরিতি। অগ্নির্জ্যোতিঃ-শব্দাভ্যাং—তেঽর্চ্চিরভি সং ভবন্তি (খ)—ইতি শ্রুত্যুক্তাঽর্চ্চিরভিমানিনী দেবতোপলক্ষ্যতে। অহরিতি দিবসাঽভিমানিনী। শুক্ল ইতি শুক্লপক্ষাঽভিমানিনী। উত্তরায়ণরূপাঃ ষণ্মাসা ইত্যুত্তরায়ণাঽভিমানিনী। এতচ্চাঽন্যাসামপি শ্রুত্যুক্তানাং সংবৎসরদেবলোকাদিদেবতা-নামুপলক্ষণার্থম্। এবংভূতো যো মার্গস্তত্র প্রয়াতা গতা ভগবদুপাসকা জনা ব্রহ্ম প্রাপ্নুবন্তি। যতস্তে ব্রহ্মবিদঃ। তথাচ শ্রুতিঃ—তেঽর্চ্চিরভি সং ভবন্ত্যর্চ্চিষোঽহরহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষমাপূর্য্য-মাণপক্ষাদ্যান্ ষণ্মাসানুদঙ্ঙাদিত্য এতি মাসেভ্যো দেবলোকম্ (গ)—ইতি ॥ ২৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। শ্রুতি বলিয়াছেন—অথ যদু চৈবাঽস্মিঞ্ছব্যং কুর্ব্বন্তি যদি চ নাঽর্চ্চিষমেবাঽভি সং ভবন্ত্যর্চ্চিষোঽহরহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষমাপূর্য্যমাণপক্ষাদ্যান্ ষড়ুদঙ্ঙেতি মাসাংস্তান্ মাসেভ্যঃ সংবৎসরং সংবৎসরাদাদিত্যমাদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতং তৎ পুরুষোঽমানবঃ। স এনান্ ব্রহ্ম গময়ত্যেষ দেবপথো ব্রহ্মপথ এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে নাবর্ত্তন্তে (ঘ)—ইতি।

উপাসক ব্যক্তি প্রথমতঃ অর্চ্চিরভিমানিনী দেবতাকে, তৎপরে দিনাভিমানিনী দেবতাকে, তদনন্তর শুক্লপক্ষাভিমানিনী দেবতাকে, তদনন্তর ছয়মাস উত্তরায়ণাভিমানিনী দেবতাকে, তৎপশ্চাৎ সংবৎসরাভিমানিনী দেবতাকে, তদনন্তর সূর্য্যকে, সূর্য্যের পর চন্দ্রকে, চন্দ্রের পর গ্রহকে প্রাপ্ত হয়েন। সেইখানে অমানব পুরুষ আসিয়া উপাসককে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। ইহাই দেবযান বা ব্রহ্মমার্গ বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ২৪ ॥

-:০:-

(ক) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৪।৪।৬।
(খ) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৬.২।১৫।
(গ) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৬।৭।১৫।
(ঘ) ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৪।১৫।৫—৬।

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়বোধিনী। [যে স্থানে] ধূমঃ রাত্রিঃ কৃষ্ণঃ (কৃষ্ণপক্ষ), তথা (ও) ষণ্মাসাঃ (ছয় মাস) দক্ষিণায়নং [স্থিতি করিতেছে], তত্র (সেইখানে) যোগী (কর্ম্মী পুরুষ) চান্দ্রমসং (চন্দ্রসম্বন্ধীয়) জ্যোতিঃ (স্বর্গলোক) প্রাপ্য (পাইয়া) নিবর্ত্ততে (পুনরাবৃত্ত হয়েন) ॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে স্থানে ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ ও ছয় মাস দক্ষিণায়ন ইত্যাদি স্থিতি করিতেছে, সেইখানে গমন করিয়া কর্ম্মী পুরুষ চন্দ্রমাকে লাভ করেন, এবং কর্ম্মফল ভোগ করিয়া সংসারে পুনরাবৃত্ত হয়েন ॥ ২৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ধূম ইতি। ধূমো রাত্রির্ধূমাভিমানিনী রাত্র্যভিমানিনী চ দেবতা। তথা কৃষ্ণঃ কৃষ্ণপক্ষদেবতা। ষণ্মাসা দক্ষিণায়নমিতি চ পূর্ব্ববদ্দেবতৈব। তত্র চন্দ্রমসি ভবং চান্দ্রমসং জ্যোতিস্তৎফলমিষ্টাদিকারী যোগী কর্ম্মী প্রাপ্য ভুক্ত্বা তৎক্ষয়াদিহ নিবর্ত্ততে পুনঃ ॥ ২৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। আবৃত্তিমার্গমাহ—ধূম ইতি। ধূমো ধূমাভিমানিনী দেবতা। রাত্র্যাদিশব্দৈশ্চ পূর্ব্ববদেব রাত্রিকৃষ্ণপক্ষদক্ষিণায়নরূপষণ্মাসাভিমানিন্যস্তিস্রো দেবতা উপলক্ষ্যন্তে। এতাভির্দেবতাভিরুপলক্ষিতো যো মার্গস্তত্র প্রয়াতঃ কর্ম্মযোগী চান্দ্রমসং জ্যোতিস্তদুপলক্ষিতং স্বর্গলোকং প্রাপ্য তত্রেষ্টাপূর্ত্তকর্ম্মফলং ভুক্ত্বা পুনরাবর্ত্ততে। অত্রাপি শ্রুতিঃ—তে ধূমমভি সং ভবন্তি ধূমাদ্রাত্রিং রাত্রেরপক্ষীয়মাণপক্ষমপক্ষীয়মাণপক্ষাদ্‌যান্ ষণ্মাসান্ দক্ষিণাদিত্য এতি মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাচ্চন্দ্রং তে চন্দ্রং প্রাপ্যান্নং ভবন্তি (ক)—ইতি। তদেবং নিবৃত্তিকর্ম্মসহিতোপাসনয়া ক্রমমুক্তিঃ। কাম্যকর্ম্মভিশ্চ স্বর্গভোগানন্তরমাবৃত্তিঃ। নিষিদ্ধকর্ম্মভিস্তু নরকভোগানন্তরমাবৃত্তিঃ। ক্ষুদ্রকর্ম্মণাং তু জন্তূনামত্রৈব পুনঃ পুনর্জন্মেতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ২৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। এ শ্লোকেও ধূম, রাত্রি ইত্যাদি শব্দ তত্তদভিমানিনী দেবতার উপলক্ষণ। চন্দ্রলোক, পুণ্যভোগের স্থান। যাঁহারা সৎকর্ম্ম আদি করিয়া প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহারা চন্দ্রলোকে অতুল স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া বাসনাসূত্রযোগে সংসারে পুনরাবৃত্ত হইয়া থাকেন। এই পুনরাবৃত্তিমার্গের নাম পিতৃযান। পিতৃযান হইতে দেবযান শ্রেষ্ঠ ॥ ২৫ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। জগতঃ (জগতের) এতে (এই) শুক্লকৃষ্ণে (শুক্ল ও কৃষ্ণ) গতী (দুই পথ) শাশ্বতে (নিত্য) হি মতে (নির্দ্দিষ্ট আছে); [উপাসক] একয়া (একটীর দ্বারা) অনাবৃত্তিং (মোক্ষ) যাতি (প্রাপ্ত হয়েন), অন্যয়া (অন্যটীর দ্বারা) পুনঃ আবর্ত্ততে (প্রত্যাবৃত্ত হয়েন) ॥ ২৬ ॥

(ক) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৬।২।১৬।

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন ।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন ॥ ২৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। শুক্ল ও কৃষ্ণ এই দুই পথ জগতে নিত্যসিদ্ধ। শুক্ল মার্গের দ্বারা উপাসক অপুনরাবৃত্তি এবং কৃষ্ণ মার্গের দ্বারা পুনরাবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ২৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। শুক্লেতি। শুক্লকৃষ্ণে—শুক্লা চ কৃষ্ণা চ শুক্লকৃষ্ণে। জ্ঞানপ্রকাশকত্বাচ্ছুক্লা। তদভাবাৎ কৃষ্ণা। এতে শুক্লকৃষ্ণে হি গতী জগত ইত্যধিকৃতানাং জ্ঞানকর্ম্মণোঃ। ন জগতঃ সর্ব্বস্যৈবৈতে গতী সংভবতঃ। শাশ্বতে নিত্যে। সংসারস্য নিত্যত্বাদিত্যে মতে অভিপ্রেতে। তত্রৈকয়া শুক্লয়া যাত্যনাবৃত্তিম্। অন্যয়েতরয়াবর্ত্ততে পুনর্ভূয়ঃ ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। উক্তৌ মার্গাবুপসংহরতি—শুক্লেতি। শুক্লার্চ্চিরাদিগতিঃ। প্রকাশময়ত্বাৎ। কৃষ্ণা ধূমাদিগতিঃ। তমোময়ত্বাৎ। এতে গতী মার্গৌ জ্ঞানকর্ম্মাধিকারিণো জগতঃ শাশ্বতে অনাদী সংমতে। সংসারস্যানাদিত্বাৎ। তয়োরেকয়া শুক্লয়ানাবৃত্তিং মোক্ষং যাতি। অন্যয়া কৃষ্ণয়া তু পুনরাবর্ত্ততে ॥ ২৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। দেবযান শুক্ল অর্থাৎ জ্ঞানালোকে প্রদীপ্ত ও স্বয়ংপ্রকাশ। পিতৃযান তমোময় অর্থাৎ ভোগ ও অজ্ঞানযুক্ত। সুতরাং ধূম রাত্রি আদি অপ্রকাশ স্বরূপ। এস্থানে আত্মার বিকাশ না হওয়াতে জীবের পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। [হে] পার্থ! এতে (এই) সৃতী (মার্গদ্বয়) জানন্ (অবগত হইয়া) কশ্চন (কোনও) যোগী ন মুহ্যতি (মোহ প্রাপ্ত হন না, তস্মাৎ (অতএব) [হে] অর্জ্জুন! সর্ব্বেষু কালেষু (সর্ব্বদা) যোগযুক্তঃ ভব (হও) ॥ ২৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন! পূর্ব্বোক্ত মার্গদ্বয় অবগত হইয়া যোগী ব্যক্তি মোহ প্রাপ্ত হয়েন না। তুমিও সর্ব্বদা যোগযুক্ত হইয়া থাক ॥ ২৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। নৈতে ইতি। এতে যথোক্তে সৃতী মার্গৌ পার্থ জানন্—সংসারায়ৈকা। অন্যা মোক্ষায় চেতি—যোগী ন মুহ্যতি। কশ্চন কশ্চিদপি। তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তঃ সমাহিতো ভবার্জ্জুন ॥ ২৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। মার্গজ্ঞানফলং দর্শয়ন্ ভক্তিযোগমুপসংহরতি—নৈতে ইতি। এতে সৃতী মার্গৌ মোক্ষসংসারপ্রাপকৌ জানন্ কশ্চিদপি যোগী ন মুহ্যতি। সুখবুদ্ধ্যা স্বর্গাদিফলং ন কাময়তে। কিন্তু পরমেশ্বরনিষ্ঠ এব ভবতীত্যর্থঃ। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ২৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। দেবযান বা শুক্লমার্গ মুক্তিপ্রদ। পিতৃযান বা কৃষ্ণমার্গ পুনরাবৃত্তির কারণ। ইহা বিদিত হইয়া সগুণব্রহ্মধ্যানপরায়ণ যোগী সংসারমায়ায় বিমুগ্ধ

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্ব্বমিদং বিদিত্বা
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণাঽর্জ্জুন-সংবাদে তারকব্রহ্মযোগো নামাঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

হয়েন না। তাঁহারা যোগবলে দেবযানের অধিকারী হয়েন। সেই জন্য বলিতেছি, হে অর্জ্জুন! তুমিও সমাহিতচিত্ত হইয়া এই অপুনরাবৃত্তি লোকের অধিকারী হও॥ ২৭ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। বেদেষু (বেদে) যজ্ঞেষু (যজ্ঞে) তপঃসু চ (তপস্যায়) দানেষু এব (দানসমূহে) যৎ (যে) পুণ্যফলং (পুণ্যফল) প্রদিষ্টম্ (নিরূপিত হইয়াছে), ইদং (এই তত্ত্ব) বিদিত্বা (জানিয়া) যোগী তৎ সর্ব্বম্ (সেই সমস্ত ফল) অত্যেতি (অতিক্রম করেন), চ (ও) আদ্যং (কারণরূপ) পরং (সর্ব্বোৎকৃষ্ট) স্থানম্ (পদ) উপৈতি (লাভ করেন)॥ ২৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। বেদে, যজ্ঞে, তপস্যায়, দানে ও পুণ্যকার্য্যে যে সকল ফল উৎপন্ন হয়, ধ্যাননিষ্ঠ যোগিগণ সেই ফলরাশি অতিক্রম করিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট কারণ-রূপ স্থান লাভ করিয়া থাকেন॥ ২৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। শৃণু যোগস্য মাহাত্ম্যং—বেদেষ্বিতি। বেদেষু সম্যগধীতেষু যজ্ঞেষু চ সাদগুণ্যেনাঽনুষ্ঠিতেষু। তপঃসু চ সুতপ্তেষু। দানেষু চ সম্যগ্দত্তেষু। যদেতেষু পুণ্যফলং প্রদিষ্টং শাস্ত্রেণাঽত্যেত্যতীত্য গচ্ছতি তৎ সর্ব্বং ফলজাতম্। ইদং বিদিত্বা সপ্তপ্রশ্ননির্ণয়দ্বারেণোক্তং সম্যগবধার্য্যাঽনুষ্ঠায় যোগী পরং প্রকৃষ্টমৈশ্বরং স্থানমুপৈতি প্রতিপদ্যতে। আদ্যমাদৌ ভবং কারণং। ব্রহ্মেত্যর্থঃ॥ ২৮ ॥

ইতি শাঙ্করে শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যেঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অধ্যায়ার্থমষ্টপ্রশ্নাঽর্থনির্ণয়ং সফলমুপসংহরতি—বেদেষ্বধ্যয়নাদিভিঃ। যজ্ঞেষনুষ্ঠানাদিভিঃ। তপঃসু কায়শোষণাদিভিঃ। দানেষু সৎপাত্রেঽর্পণাদিভিঃ। যৎ পুণ্যফলমুপদিষ্টং শাস্ত্রেষু তৎসর্ব্বমত্যেতি। ততোঽপি শ্রেষ্ঠং যোগৈশ্বর্য্যং প্রাপ্নোতি। কিং কৃত্বা? ইদমষ্টপ্রশ্নাঽর্থনির্ণয়েনোক্তং তত্ত্বং বিদিত্বা। ততশ্চ যোগী জ্ঞানী ভূত্বা পরমুৎকৃষ্টমাদ্যং জগন্মূলভূতং স্থানং বিষ্ণোঃ পরমং পদং প্রাপ্নোতি॥ ২৮ ॥

অষ্টমেঽষ্টবিশিষ্টৈঃসংপৃষ্টার্থাঽষ্টনির্ণয়ৈঃ।
অক্লিষ্টমিষ্টধামাপ্তিঃ স্পষ্টতাঽষ্টমবর্ণ্যতে॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াং ভগবদ্গীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং
তারকব্রহ্মযোগো নামাঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

গীতার্থসন্দীপনী। বেদাধ্যয়ন কালে ব্রহ্মচর্য্যাদি পালনে, শাস্ত্র যে শুভ ফল হয় লিখিয়াছেন, আর সাঙ্গোপাঙ্গ অশ্বমেধাদি যজ্ঞ শ্রদ্ধা পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিলে যে ফল লাভ হয়, চিত্তশুদ্ধির কারণ শ্রদ্ধা পূর্ব্বক কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি তপস্যা সম্পাদনে যে ফল লাভ হয়, এবং উত্তম দেশ কাল পাত্র বিশেষে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শাস্ত্রবিধানানুরূপ গো স্বুবর্ণ আদি দান করিলে যে ফল লাভ হয়, যোগিগণ এ সমস্ত ফল হইতেও মহাফল লাভ করিয়া থাকেন; অর্থাৎ ধ্যাননিষ্ঠ যোগিগণ স্বর্গাদি ফলভোগ তুচ্ছ করিয়া সর্ব্বকারণের কারণ স্বরূপ পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন॥ ২৮॥

এই অষ্টম অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ বাসুদেব "তৎ" পদার্থকে ধ্যেয়রূপে ব্যাখ্যা করিলেন।

-:০:-

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামিমহোদয়
প্রণীত "গীতার্থ-সন্দীপনী" নামক ভাষা তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার
অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥ ১॥

অন্বয়বোধিনী। শ্রীভগবান্ উবাচ। ইদং (এই) গুহ্যতমং তু (অতিগূঢ়) বিজ্ঞানসহিতং (বিজ্ঞানের সহিত) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) অনসূয়বে (অসূয়াশূন্য) তে (তোমাকে) প্রবক্ষ্যামি (বলিব), যৎ (যাহা) জ্ঞাত্বা (অবগত হইয়া) [তুমি] অশুভাৎ (সংসার বন্ধন হইতে) মোক্ষ্যসে (মুক্ত হইবে)॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ। ভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি অসূয়াশূন্য, এই জন্য তোমাকে বিজ্ঞানপূর্ণ জ্ঞানতত্ত্ব কহিতেছি; ইহা অবগত হইলে তুমি সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে॥ ১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অষ্টমে নাড়ীদ্বারেণ ধারণাযোগঃ সগুণ উক্তঃ। তস্য চ ফলমগ্ন্যর্চ্চিরাদিক্রমেণ কালান্তরে। ব্রহ্মপ্রাপ্তিলক্ষণমেবাঽনাবৃত্তিরূপং নির্দ্দিষ্টং। তত্রাঽনেনৈব প্রকারেণ মোক্ষপ্রাপ্তিফলমধিগম্যতে। নাঽন্যথেতি। তদাশঙ্কাব্যাবিবৃৎসয়া ভগবানুবাচ— ইদমিতি। ইদং ব্রহ্মজ্ঞানং বক্ষ্যমাণমুক্তং চ পূর্ব্বেষ্বধ্যায়েষু। তদ্বুদ্ধৌ সংনিধীকৃত্যেদমিত্যাহ। তুশব্দো বিশেষনির্দ্ধারণার্থঃ। ইদমেব তু সম্যগ্‌জ্ঞানং সাক্ষান্মোক্ষপ্রাপ্তিসাধনং। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি (ক)—আত্মৈবেদং সর্ব্বম্ (খ)—একমেবাদ্বিতীয়ম্ (গ)—ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ। নাঽন্যৎ। অথ যেঽন্যথাঽতো বিদুরন্যরাজানস্তে ক্ষয্যলোকা ভবন্তি (ঘ) ইত্যাদিশ্রুতিভ্যশ্চ। তে তুভ্যং গুহ্যতমং গোপ্যতমং প্রবক্ষ্যামি কথয়িষ্যামি। অনসূয়বেঽসূয়ারহিতায়। কিং তৎ? জ্ঞানং। কিংবিশিষ্টং? বিজ্ঞানসহিতমনুভবযুক্তং। যজ্‌জ্ঞানং জ্ঞাত্বা প্রাপ্য মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ সংসারবন্ধনাৎ॥ ১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।

পরেশঃ প্রাপ্যতে শুদ্ধভক্ত্যেতি স্থিতমষ্টমে।
নবমে তু তদৈশ্বর্য্যমত্যাশ্চর্য্যং প্রপঞ্চ্যতে॥

এবং তাবৎ সপ্তমাষ্টময়োঃ স্বীয়ং পারমেশ্বরং তত্ত্বং ভক্ত্যৈব সুলভং নাঽন্যথেত্যুক্তেদা-নীমচিন্ত্যং স্বকীয়মৈশ্বর্য্যং ভক্তেশ্চাঽসাধারণং প্রভাবং প্রপঞ্চয়িষ্যন্ ভগবানুবাচ—ইদমিতি। বিশেষেণ জ্ঞায়তেঽনেনেতি বিজ্ঞানমুপাসনম্। তৎসহিতং জ্ঞানমীশ্বরবিষয়ম্। ইদং ত্বনসূয়বে—

(ক) গীতা, ৭।১৯। (খ) ছান্দোগ্য, ৭।২৫।২। (গ) ছান্দোগ্য, ৬।২।১। (ঘ) ছান্দোগ্য, ৭।২৫।২।

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্ ॥ ২ ॥

পুনঃ পুনঃ স্বমাহাত্ম্যমেবোপদিশতীত্যেবং পরমকারুণিকে ময়ি দোষদৃষ্টিরহিতায়। তুভ্যং বক্ষ্যামি। তুশব্দো বৈশিষ্ট্যে। তদেবাহ—গুহ্যতমমিত্যাদিনা। গুহ্যং ধর্ম্মজ্ঞানং। ততো দেহাদিব্যতিরিক্তাত্মজ্ঞানং গুহ্যতরং। ততোঽপি পরমাত্মজ্ঞানমতিরহস্যত্বাদ্গুহ্যতমং। যজ্জ্ঞাত্বাঽশুভাৎ সংসারবন্ধান্মোক্ষ্যসে সদ্য এব মুক্তো ভবিষ্যসি ॥ ১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যোগমার্গ অবলম্বন করিয়া প্রাণ উৎক্রমণ পূর্ব্বক কিরূপে মুক্তি লাভ হয়, এবং ভগবানে অনন্যভক্তি যে তাদৃশী মুক্তি লাভের অসাধারণ হেতু ইত্যাদি বিষয় অষ্টম অধ্যায়ে ভগবান্ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ধ্যেয় ব্রহ্ম নিরূপণ পূর্ব্বক ধ্যানপরায়ণ পুরুষের কিরূপ গতি হয়, তাহাও পূর্ব্বাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে। এক্ষণে জ্ঞেয় ব্রহ্ম নিরূপণ পূর্ব্বক জ্ঞাননিষ্ঠ পুরুষের কিরূপ গতি হয়, এবং ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ এবং তন্নিষ্ঠ অনুরাগ আদি বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিবার জন্য নবম অধ্যায়ের অবতারণা হইল।

এই শ্লোকের "ইদং তু" পদের "তু" শব্দ দ্বারা পূর্ব্বাধ্যায়ে কথিত সগুণ ব্রহ্মের "ধ্যান" এবং এতদধ্যায়ে বক্তব্য "জ্ঞান" বিষয়ের পার্থক্য সূচিত হইয়াছে। আত্মজ্ঞানই মুক্তির প্রধান হেতু। ধ্যান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত অজ্ঞানের পূর্ণ নিবৃত্তি হয় না। ধ্যান আত্মজ্ঞান লাভের অনুকূল উপায় মাত্র। বিজ্ঞান সহিত জ্ঞানতত্ত্ব অতীব গুহ্যতম। রাগদ্বেষাদিবর্জ্জিত না হইলে এই জ্ঞানতত্ত্বের কেহ অধিকারী হইতে পারে না। ভগবান্ অর্জ্জুনকে আর্জ্জব ও সংযমাদি গুণযুক্ত উপযুক্ত শিষ্য বোধে এই বিজ্ঞানপূর্ণ জ্ঞানতত্ত্বের গুহ্য রহস্য কহিতেছেন। অনধিকারীকে জ্ঞানতত্ত্ব উপদেশ করিলে বিপরীত ফল হইয়া থাকে। অনধিকারী ব্যক্তি নিগূঢ় তত্ত্বের গুহ্য প্রদেশে প্রবেশ করিতে পারে না, এজন্য সাধারণের সমক্ষে জ্ঞানতত্ত্বের গুহ্য রহস্য প্রকাশ করিতে শাস্ত্রে নিষেধ আছে ॥ ১ ॥

——:০:——

অন্বয়প্রবোধিনী। ইদং (এই আত্মজ্ঞান) রাজগুহ্যং (অতি গুহ্যতম) রাজবিদ্যা (বিদ্যাশ্রেষ্ঠ) উত্তমং পবিত্রং প্রত্যক্ষাবগমং (প্রত্যক্ষফলপ্রদ) ধর্ম্ম্যং (ধর্ম্মসঙ্গত) কর্ত্তুং সুসুখম্ (সুখসাধ্য) অব্যয়ং চ (ও অক্ষয়ফলপ্রদ) ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ। এই আত্মজ্ঞান সকল বিদ্যার রাজা, সকল গুহ্য পদার্থের রাজা এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট, পবিত্র ও প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ। ইহা সর্ব্ব ধর্ম্মের ফলস্বরূপ ও সুখসাধ্য, এবং অক্ষয়ফলপ্রদ ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তচ্চ যোতি—রাজবিদ্যেতি। রাজবিদ্যা—বিদ্যানাং রাজা দীপ্ত্যতিশয়ত্বাৎ। দীপ্যতে হীয়মতিশয়েন ব্রহ্মবিদ্যা সর্ব্ববিদ্যানাং। তথা রাজগুহ্যং—গুহ্যানাং রাজা। পবিত্রং পাবনমিদমুত্তমং সর্ব্বেষাং পাবনানাং শুদ্ধিকারণমিদং ব্রহ্মবিজ্ঞানমুৎকৃষ্টতমম্।

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥ ৩ ॥

অনেকজন্মসহস্রসঞ্চিতমপি ধর্ম্মাধর্ম্মাদি সমূলং কর্ম্ম ক্ষণমাত্রাত্তস্মীকরোতি যতোঽতঃ কিং তস্য পাবনত্বং বক্তব্যং ? কিঞ্চ প্রত্যক্ষাঽবগমং প্রত্যক্ষেণ সুখাদেরিবাঽবগমো যস্য তৎ প্রত্যক্ষাঽবগমম্। অনেকগুণবতোঽপি ধর্ম্মবিরুদ্ধত্বং দৃষ্টং। শ্যেনযাগ ইব। ন তথাত্মজ্ঞানং। কিন্তু ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতম্। এবমপি স্যাদ্দুঃখসংপাদ্যমিতি। অত আহ—সুসুখং কর্ত্তুং। যথা রত্নবিবেকবিজ্ঞানং। তত্রাঽল্পায়াসানামন্যেষাং কর্ম্মণাং সুখসংপাদ্যানামল্পফলত্বং দুষ্করাণাং চ মহাফলত্বং দৃষ্টমিতি। ইদং তু সুখসংপাদ্যত্বাৎ ফলক্ষয়াদ্ব্যেতীতি প্রাপ্তম্। অত আহ—অব্যয়ং। নাঽস্য ফলতঃ কর্ম্মবদ্ব্যয়োঽস্তীত্যব্যয়ম্। অতঃ শ্রদ্ধেয়মাত্মজ্ঞানম্ ॥ ২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—রাজবিদ্যেতি। ইদং জ্ঞানং রাজবিদ্যা বিদ্যানাং রাজা। রাজগুহ্যং গুহ্যানাং চ রাজা। বিদ্যাসু গোপ্যেষু চাঽতিরহস্যং শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ। রাজদন্তাদিত্বাদুপসর্জনস্য পরত্বং। রাজ্ঞাং বিদ্যা। রাজ্ঞাং গুহ্যমিতি বা। উত্তমং পবিত্রমিদমত্যন্তপাবনং। জ্ঞানিনাং প্রত্যক্ষাঽবগমং চ। প্রত্যক্ষঃ স্পষ্টোঽবগমোঽববোধো যস্য তৎ প্রত্যক্ষাঽবগমং। দৃষ্টফলমিত্যর্থঃ। ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতং। বেদোক্তসর্ব্বধর্ম্মফলত্বাৎ। কর্ত্তুং চ সুসুখং। সুখেন কর্ত্তুং শক্যমিত্যর্থঃ। অব্যয়ং চাঽক্ষয়ফলত্বাৎ ॥ ২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। লৌকিক ও শাস্ত্রীয় সকল প্রকার বিদ্যার মধ্যে আত্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। কার্য্য সহিত অবিদ্যা ইহারই দ্বারা নিবৃত্ত হইয়া থাকে। ধর্ম্মতত্ত্ব মাত্রেই গুহ্য-রহস্যযুক্ত; কিন্তু আত্মজ্ঞান তৎসমস্ত হইতে অতীব গুহ্যতম। কেন না জন্ম জন্মান্তর নিষ্কাম পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে আত্মজ্ঞানের উদয় হয় না। প্রায়শ্চিত্ত আদি জীবের পাপবিশেষের নাশ করিয়া থাকে, কিন্তু আত্মজ্ঞান সঞ্চিত হইলে জীবের পূর্ব্বজন্মকৃত ও বর্ত্তমান-দেহকৃত পাপ বিনষ্ট হয়, এবং ভবিষ্যৎ জন্ম জন্ম কর্ম্ম পাশের সূচনা করিতে দেয় না। এই জন্য আত্মজ্ঞান পবিত্র হইতেও পবিত্রতম। আত্মজ্ঞান দ্বারা যে পরমানন্দ উপলব্ধ হয়, তাহা জ্ঞানিগণ প্রত্যক্ষই অনুভাব করিয়া থাকেন। যাগ, যজ্ঞ ও বহুবর্ষব্যাপী তপস্যা যেরূপ ক্লেশকর, আত্মজ্ঞান তাদৃশ ক্লেশসাধ্য নহে। ইহা শ্রবণ, মনন, বিচারণাদি দ্বারা অনায়াসে লাভ হইয়া থাকে। আত্মজ্ঞান অনায়াসে লাভ হয় বলিয়া উহার ফল সামান্য নহে। অন্যান্য কৃচ্ছ্র ব্রতাদিতে যেমন বহু পরিশ্রমে বহু ফল, এবং অল্প শ্রমে অল্প ফল হইয়া থাকে, আত্মজ্ঞান সাধনা সেরূপ নহে। ইহা অল্পায়াসসাধ্য হইলেও অক্ষয় ফল প্রসব করিয়া থাকে। অর্থাৎ পুণ্য কর্ম্মাদি যেমন স্বর্গসুখভোগাদিতে ক্ষয় হইয়া যায়, ইহার তাদৃশ ক্ষয় হইবার সম্ভাবনা নাই ॥ ২ ॥

-:০:—

অন্বয়বোধিনী। [হে] পরন্তপ! অস্য (এই) ধর্ম্মস্য (ধর্ম্মের প্রতি) অশ্রদ্দধানাঃ (শ্রদ্ধাবিহীন) পুরুষাঃ (ব্যক্তিগণ) মাম্ (আমাকে) অপ্রাপ্য (না পাইয়া) মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি (মৃত্যুসমাকীর্ণ সংসারপথে) নিবর্ত্তন্তে (ভ্রমণ করিয়া থাকে)॥ ৩॥

মযা ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষবস্থিতঃ॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ। এই আত্মজ্ঞানরূপধর্ম্মে যাহাদের শ্রদ্ধা নাই, তাহারা আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া মৃত্যুসমাকীর্ণ সংসারপথে নিরন্তর ভ্রমণ করিয়া থাকে॥৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যে পুনঃ—অশ্রদ্দধানা ইতি। অশ্রদ্দধানাঃ শ্রদ্ধাবিরহিতাঃ। আত্মজ্ঞানস্য ধর্ম্মস্যাস্য স্বরূপে তৎফলে চ নাস্তিকাঃ পাপকারিণোঽসুরাণামুপনিষদং দেহমাত্রাত্মদর্শনমেব প্রতিপন্না অসুতৃপঃ পাপাঃ পুরুষাঃ পরন্তপাঽপ্রাপ্য মাং পরমেশ্বরং—মৎপ্রাপ্তৌ নৈবাশঙ্কেতি মৎপ্রাপ্তিমার্গসাধনভেদভক্তিমাত্রমপ্যপ্রাপ্যেত্যর্থঃ—নিবর্ত্তন্তে নিশ্চয়েনাবর্ত্তন্তে। ক? মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি। মৃত্যুযুক্তঃ সংসারো মৃত্যুসংসারঃ। তস্য বর্ত্ম নরকতির্য্যগাদিপ্রাপ্তিমার্গঃ। তস্মিন্নেব বর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ॥ ৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। নম্বেবমস্যাঽতিসুকরত্বে কে নাম সংসারিণঃ স্যুঃ? তত্রাহ—অশ্রদ্দধানা ইতি। অস্য ভক্তিসহিতজ্ঞানলক্ষণস্য। ধর্ম্মস্যেতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী। ইমং ধর্ম্মমশ্রদ্দধানা আস্তিক্যেনাঽস্বীকুর্ব্বন্ত উপায়ান্তরৈর্মৎপ্রাপ্তয়ে কৃতপ্রযত্না অপি মামপ্রাপ্য মৃত্যুযুক্তে সংসারবর্ত্মনি নিমিত্তে নিবর্ত্তন্তে। মৃত্যুব্যাপ্তে সংসারমার্গে পরিভ্রমন্তীত্যর্থঃ॥ ৩॥

গীতার্থসন্দীপনী। আত্মজ্ঞান সকল অপেক্ষা পবিত্র, শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ হইলেও মনুষ্যগণ তাহাতে প্রবৃত্ত হয় না কেন? অর্জ্জুনের এই সংশয় দূর করিবার জন্ত ভগবান্ বলিতেছেন, অশ্রদ্ধাই এই অপ্রবৃত্তির হেতু। যাহারা বেদবিরুদ্ধ কুৎসিত কার্য্যপরায়ণ, যাহারা দম্ভ দর্পাদি আসুর সম্পদে মোহিত, তাহাদের অন্তঃকরণে শ্রদ্ধার উদয় হইবার সম্ভাবনা নাই। শ্রদ্ধাবিহীন ব্যক্তি পরমাত্মাকে কোন মতেই লাভ করিতে পারে না। যে পর্য্যন্ত শ্রদ্ধার উদয় না হয়, সে পর্য্যন্ত জীব কীটপতঙ্গাদি নারকীয় যোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে॥ ৩॥

———:০:———

অন্বয়বোধিনী। অব্যক্তমূর্ত্তিনা (অব্যক্তরূপ) ময়া (মৎকর্ত্তৃক) ইদং (এই) সর্ব্বং জগৎ ততং (ব্যাপ্ত), সর্ব্বভূতানি (সমস্ত ভূতই) মৎস্থানি (আমাতে স্থিত), অহং চ (আমি) তেষু (তাহাতে) ন অবস্থিতঃ (অবস্থিত নহি)॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ। অব্যক্তরূপে আমি জগতের সর্ব্বত্রই ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছি। সমস্ত ভূতই আমাতে স্থিতি করিতেছে; কিন্তু আমি কিছুতেই অবস্থিত নহি॥ ৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্। স্তুত্যাঽর্জ্জুনমভিমুখীকৃত্যাহ—ময়েতি। ময়া মম যঃ পরো ভাবস্তেন ততং ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা। ন ব্যক্তা মূর্ত্তিঃ স্বরূপং যস্য মম সোঽহমব্যক্তমূর্ত্তিঃ। তেন ময়াঽব্যক্তমূর্ত্তিনা। করণাঽগোচরস্বরূপেণেত্যর্থঃ। তস্মিন্নব্যক্তমূর্ত্তৌ স্থিতানি মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ব্রহ্মাদীনি স্তম্বপর্য্যন্তানি। ন হি নিরাত্মকং কিঞ্চিদ্ভূতং ব্যবহারায়াঽবকল্পতে। অতো মৎস্থানি ময়াত্মনাত্মবত্ত্বেন স্থিতানি। অতো ময়ি স্থিতানীত্যু-

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৫ ॥

চ্যন্তে। তেষাং ভূতানামহমেবাত্মেতি। অতস্তেষু স্থিত ইতি মূঢ়বুদ্ধীনামবভাসতে। অতো ব্রবীমি—ন চাহহং তেষু ভূতেষবস্থিতঃ। মূর্ত্তবৎ সংশ্লেষাহভাবেনাকাশস্যাহপ্যন্তরতমো হ্যহং। ন হ্যসংসর্গি বস্তু ক্বচিদাধেয়ভাবেনাহবস্থিতং ভবতি ॥ ৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেবং বক্তব্যতয়া প্রস্তুতস্য জ্ঞানস্য স্তুত্যা শ্রোতারমভিমুখীকৃত্য তদেব জ্ঞানং কথয়তি—ময়েতি দ্বাভ্যাম্। অব্যক্তাহতীন্দ্রিয়া মূর্ত্তিঃ স্বরূপং যস্য। তাদৃশেন ময়া কারণভূতেন সর্ব্বমিদং জগত্ততং ব্যাপ্তং। তৎ সৃষ্ট্বা তদেবাহনু প্রাবিশৎ (ক) —ইত্যাদিশ্রুতেঃ। অত এব কারণভূতে ময়ি তিষ্ঠন্তীতি মৎস্থানি সর্ব্বাণি ভূতানি চরাহচরাণি। এবমপি ঘটাদিষু কার্য্যেষু মৃত্তিকেব তেষু ভূতেষু নাহহমবস্থিতঃ। আকাশবদসঙ্গত্বাৎ ॥ ৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। অজ্ঞানকল্পিত সমস্ত জগৎই পরমাত্মার সত্তায় প্রকাশমান বোধ হইতেছে। তিনি না থাকিলে কোন বস্তুরই অস্তিত্ব থাকে না, তাই তিনি সর্ব্বতোব্যাপী। তাঁহার এই সত্তা চক্ষুরাদির বিষয়ীভূত নহে, এই জন্য উহা অব্যক্ত। তাঁহার সত্তায় বস্তু সত্তাবান্ সত্য, কিন্তু বস্তুর সত্তায় তিনি সত্তাবান্ নহেন। বস্তুর উৎপত্তি ও বিনাশ আছে, কিন্তু তিনি নিত্য। বস্তু সকল তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে, কিন্তু তিনি কোন বস্তুবিশেষকে অবলম্বন করিয়া নাই। তিনি স্বপ্রকাশ ॥ ৪ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। [তুমি] মে (আমার) ঐশ্বরং (অদ্ভুত) যোগং (প্রভাব) পশ্য (দেখ), ভূতানি চ (ভূত সকল) মৎস্থানি ন (আমাতে স্থিতি করিতেছে না), মম (আমার) আত্মা ভূতভৃৎ (ভূতধারক) ভূতভাবনঃ চ (ও ভূতপালক), ন ভূতস্থঃ (ভূতমধ্যে অবস্থিত নহে) ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। তুমি আমার অদ্ভুত প্রভাব দর্শন কর। এই ভূত সকল আমাতে স্থিতি করিতেছে না। আমার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, ভূত সকলকে ধারণ এবং উৎপন্ন করিয়াও ভূত মধ্যে স্থিতি করিতেছে না ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অত এবাহসংসর্গিত্বান্মম—ন চেতি। ন চ মৎস্থানি ভূতানি ব্রহ্মাদীনি। পশ্য মে যোগং যুক্তিং ঘটনং। মে মমৈশ্বরং যোগমাত্মনো যাথাত্ম্যমিত্যর্থঃ। তথা চ শ্রুতিরসংসর্গিত্বাদসঙ্গতাং দর্শয়তি—অসঙ্গো ন হি সজ্জতে (খ)। ইদং চাশ্চর্য্যমন্যৎ পশ্য—ভূতভৃদসঙ্গোহপি সন্ ভূতানি বিভর্ত্তি। ন চ ভূতস্থঃ। যথোক্তেন ন্যায়েন দর্শিতত্বাদ্ভূতস্থত্বানুপপত্তেঃ। কথং পুনরুচ্যতে—অসৌ মমাত্মেতি? বিভজ্য দেহাদিসংঘাতং তস্মিন্নহংকার

(ক) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৩।১।২৬। (খ) তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ২।৬।১।

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৬ ॥

মনারোপ্য লোকবুদ্ধিমনুসরন্ ব্যপদিশতি মমাত্মেতি। ন পুনরাত্মন আত্মাহস্ত ইতি লোকবদ-জানন্। তথা ভূতভাবনঃ। ভূতানি ভাবয়ত্যুৎপাদয়তি বর্দ্ধয়তি বা ভূতভাবনঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—ন চেতি। ন চ ময়ি স্থিতানি ভূতানি। অসঙ্গত্বাদেব মম। নমু তর্হি ব্যাপকত্বমাশ্রয়ত্বং চ পূর্ব্বোক্তং বিরুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ—পশ্যেতি। মে মম। ঐশ্বরমসাধারণং যোগং যুক্তিমঘটনঘটনাচাতুর্য্যং পশ্য। মদীয়যোগমায়াবৈভবস্যা-ঽবিতর্ক্যত্বান্ন কিঞ্চিদ্বিরুদ্ধমিত্যর্থঃ। অন্যদপ্যাশ্চর্য্যং পশ্যেত্যাহ—ভূতেতি। ভূতানি বিভর্ত্তি ধারয়তীতি ভূতভৃৎ। ভূতানি ভাবয়তি পালয়তীতি ভূতভাবনঃ। এবংভূতোঽপি মমাত্মা পরং স্বরূপং ভূতস্থো ন ভবতীতি। অয়ং ভাবঃ—যথা দেহং বিভ্রৎ পালয়ংশ্চ জীবোঽহংকারেণ তৎসংশ্লিষ্টস্তিষ্ঠত্যেবমহং ভূতানি ধারয়ন্ পালয়ন্নপি তেষু ন তিষ্ঠামি। নিরহংকারত্বাদিতি ॥ ৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবান্ নির্ব্বিকার পূর্ণ পরব্রহ্ম হইয়া সসীম ভূতসমূহে অধিষ্ঠিত না থাকিতে পারেন, কিন্তু প্রাণিগণ তাঁহাতে স্থিতি করিতে না পারিবে কেন? অর্জ্জুনের এই আশঙ্কা দূরীকরণার্থ ভগবান্ বলিতেছেন যে তুমি স্থূলদৃষ্টি পরিহার করিয়া সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে আমার যোগৈশ্বর্য্য অবলোকন কর। আমি বস্তুতঃ কিছুরই আধার নহি ও কোন বস্তুতেই আমি অধিষ্ঠান করি না। কেবল কনকে কুণ্ডলবুদ্ধির ন্যায় ভূত সকলের স্থিতি আমাতে আরোপিত হইয়া থাকে। আমার নিত্য একরস বিদ্যমান, সচ্চিদানন্দ ঘন পরমার্থ স্বরূপই উপাদান কারণরূপে সমস্ত ভূতকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে ও পোষণ করিতেছে। এই জন্য ভগবানের নাম ভূতভৃৎ। আবার ঐ স্বরূপই কর্ত্তা রূপে ভূত সকলকে উৎপাদন করিয়া থাকে, এই জন্য ভগবানের নাম ভূতভাবন। ভগবানের এই স্বরূপ অসঙ্গ ও অদ্বিতীয়। স্বরূপতঃ ভগবান্ সমস্ত হইতে নির্লিপ্ত ॥ ৫ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। সর্ব্বত্রগঃ (সর্ব্বত্র গমনশীল) মহান্ বায়ুঃ যথা নিত্যম্ (সদা) আকাশস্থিতঃ, তথা (সেইরূপ) সর্ব্বাণি ভূতানি (ভূত সমস্ত) মৎস্থানি (আমাতে অবস্থিত) ইতি (ইহা) উপধারয় (অবধারণ কর) ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। সর্ব্বতোগমনশীল, মহান্ ও সর্ব্বদা বেগবান্ বায়ু যেরূপ আকাশে স্থিতি করে, ভূত সমস্ত সেইরূপ আমাতে অবস্থিতি করিয়া থাকে; ইহাই তুমি অবধারণ কর ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যথোক্তেন শ্লোকদ্বয়েনোক্তমর্থং দৃষ্টান্তেনোপপাদয়ন্নাহ—যথেতি। যথা—লোক আকাশস্থিত আকাশে স্থিতো নিত্যং সদা বায়ুঃ সর্ব্বত্র গচ্ছতীতি

সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥

সর্ব্বত্রগঃ। মহান্ পরিমাণতঃ। তথাকাশবৎ সর্ব্বগতে ময্যসংশ্লেষেণৈব স্থিতানি মৎস্থানীত্যেব-মুপধারয় জানীহি ॥ ৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অসংশ্লিষ্টয়োরপ্যাধারাধেয়ভাবং দৃষ্টান্তেনাহ—যথেতি। অবকাশং বিনাঽবস্থানাঽসম্ভবাৎ নিত্যমাকাশে স্থিতো বায়ুঃ সর্ব্বত্রগোঽপি মহানপি নাকাশেন সংশ্লিষ্যতে। নিরবয়বত্বেন সংশ্লেষাঽযোগাৎ। তথা সর্ব্বাণি ভূতানি ময়ি স্থিতানীতি জানীহি ॥ ৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। আকাশ অতি সূক্ষ্ম পদার্থ, বায়ু তাহাতে আধেয়রূপে চিরদিন অধিষ্ঠান করিতেছে; কিন্তু আকাশের নির্লিপ্ততা বশতঃ উহা বায়ুর সহিত কখনই সর্ব্বতোভাবে মিলিত হইয়া যায় না। এইরূপ ভূতসমষ্টি পরমাত্মাতে অবস্থিতি করিতেছে, তথাচ পরমাত্মা চিরদিন নির্লিপ্ত—স্বতন্ত্র ॥ ৬ ॥

-:o:—

অন্বয়বোধিনী। [হে] কৌন্তেয়। কল্পক্ষয়ে (প্রলয়কালে; সর্ব্বাণি (সমস্ত) ভূতানি (ভূত) মামিকাং (আমার ত্রিগুণাত্মিকা) প্রকৃতিং (প্রকৃতিতে) যান্তি (বিলীন হয়), পুনঃ কল্পাদৌ (সৃষ্টিকালে) তানি (সেই ভূতসকলকে) [আমি] বিসৃজামি (সৃষ্টি করিয়া থাকি) ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে কৌন্তেয়! প্রলয়কালে এই ভূত সমস্ত আমার শক্তি-রূপিণী ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিতে বিলীন হয়। পুনঃসৃষ্টিকালে আমি সেই সকল ভূত উৎপাদন করিয়া থাকি ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবং বায়ুরাকাশ ইব ময়ি স্থিতানি সর্ব্বভূতানি স্থিতিকালে। তানি—সর্ব্বভূতানীতি। সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং ত্রিগুণাত্মিকামপরাং নিকৃষ্টাং যান্তি। মামিকাং মদীয়াং। কল্পক্ষয়ে প্রলয়কালে। পুনর্ভূয়স্তানি ভূতাগ্যুৎপত্তিকালে কল্পাদৌ বিসৃজাম্যুৎপাদয়াম্যহং পূর্ব্ববৎ ॥ ৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেবমসঙ্গস্যৈব যোগমায়য়া স্থিতিহেতুত্বমুক্তং। তয়ৈব সৃষ্টিপ্রলয়হেতুত্বং চাহ—সর্ব্বেতি। কল্পক্ষয়ে প্রলয়কালে সর্ব্বাণি ভূতানি মদীয়াং প্রকৃতিং যান্তি। ত্রিগুণাত্মিকায়াং মায়ায়াং লীয়ন্তে। পুনঃ কল্পাদৌ সৃষ্টিকালে তানি বিসৃজামি বিশেষেণ সৃজামি ॥ ৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। সৃষ্টি ও স্থিতিকালে পরমাত্মা যে ভৌতিক পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র থাকেন, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে কথিত হইল, একণে তাঁহার প্রলয়কালীন স্বতন্ত্রতা

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যাত হইতেছে। ভগবানের যে মায়া হইতে জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে, জগৎ বিনষ্ট হইলে সমস্ত পদার্থই সেই মূলকারণস্বরূপিণী ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিতে প্রবিষ্ট হয়। চৈতন্যরূপ পরমাত্মা তখনও স্বতন্ত্র থাকেন। ভগবান্ এই কারণরূপ বীজ হইতে তত্ত্ব সকল সংগ্রহ করিয়া সৃষ্টি-কালে পুনর্ব্বার আকাশাদি ভূত সকল রচনা করিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

:০:-

অন্বয়বোধিনী। [আমি] স্বাং (নিজ) প্রকৃতিম্ (প্রকৃতিকে) অবষ্টভ্য (আশ্রয় করিয়া) প্রকৃতেঃ বশাৎ (স্বভাব বশে) ইমং (এই) কৃৎস্নম্ (সমস্ত) অবশং (কর্ম্মাদিপরতন্ত্র) ভূতগ্রামং (ভূত সমস্ত) পুনঃ পুনঃ বিসৃজামি (উৎপাদন করিয়া থাকি) ॥৮॥

বঙ্গানুবাদ। আমি নিজে মায়ারূপ প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া তাহার প্রভাবে আকাশাদি ভূতসকল উৎপাদন করিয়া থাকি ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবমবিদ্যালক্ষণাং—প্রকৃতিমিতি। প্রকৃতিং স্বাং স্বীয়ামবষ্টভ্য বশীকৃত্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ প্রকৃতিতো জাতং ভূতগ্রামং ভূতসমুদায়ম্। ইমং বর্ত্তমানং। কৃৎস্নং সমগ্রম্। অবশমস্বতন্ত্রমবিদ্যাদিদোষৈঃ পরবশীকৃতং। প্রকৃতের্বশাৎ স্বভাববশাৎ ॥ ৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। নম্বসঙ্গো নির্বিকারশ্চ ত্বং কথং সৃজসীত্যপেক্ষায়া-মাহ—প্রকৃতিমিতি। স্বাং স্বীয়াং স্বাধীনাং প্রকৃতিমবষ্টভ্যাঽধিষ্ঠায়। প্রলয়ে লীনং সন্তং চতুর্বিধমিমং সর্ব্বং ভূতগ্রামং কর্ম্মাদিপরবশং পুনঃ পুনর্বিবিধং সৃজামি। বিশেষেণ সৃজামীতি বা। কথং? প্রকৃতের্বশাৎ প্রাচীনকর্ম্মনিমিত্ততত্তৎস্বভাববশাৎ ॥ ৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। পরমাত্মা নির্লিপ্ত। তিনি কিরূপে জগৎ রচনা করেন? তাঁহার জগৎ রচনার অভিপ্রায় কি? জগৎ কি তাঁহার নিজ বা অন্যের ভোগার্থেই বিরচিত হয়? জগৎ তো কাহারও মুক্তির জন্য সৃষ্ট হয় না, তবে কোন্ বিশেষ অভিপ্রায়ে ভগবান্ জগৎ রচনা করেন? অর্জ্জুনের এই সকল সংশয় দূরীকরণার্থ ভগবান্ প্রপঞ্চমায়াময়ত্বহেতু জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। যে সকল ভূত প্রলয়কালে অনির্ব্বচনীয় প্রকৃতিতে বিলীন থাকে, প্রকৃতির নিজ সত্তাস্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা নিজ নিজ পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মানুরূপ আকৃতি প্রকৃতির সহিত প্রকাশিত হইয়া পড়ে। স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষ যেমন প্রপঞ্চের কল্পনা পূর্ব্বক স্বপ্নের উৎপাদন করিয়া থাকেন, সেইরূপ মায়ার স্বাভাবিক উন্মেষ বশতঃ জগতের পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি হইয়া থাকে। চৈতন্যরূপ পরমাত্মা তাহার সাক্ষী মাত্র। জগৎ বস্তুতঃ মায়িক কল্পনা ॥ ৮ ॥

ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু ॥ ৯ ॥

অন্বয়বোধিনী। [হে] ধনঞ্জয় ! তেষু (সেই সকল) কর্ম্মসু (কর্ম্মে) অসক্তং চ (অনাসক্ত) উদাসীনবৎ (আসক্তিশূন্যের ন্যায়) আসীনং (অবস্থিত) মাং (আমাকে) তানি (সেই সমস্ত) কর্ম্মাণি (কর্ম্ম) ন নিবধ্নন্তি (বন্ধন করিতে পারে না) ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে ধনঞ্জয় ! উদাসীন পুরুষের ন্যায় কর্ম্মাদিতে আসক্ত না থাকায় সৃষ্টি আদি ক্রিয়া সকল আমাকে বন্ধন করিতে পারেনা ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তর্হি তস্য তে পরমেশ্বরস্য ভূতগ্রামং বিষমং বিদধতস্তন্নিমিত্তাভ্যাং ধর্ম্মাধর্ম্মাভ্যাং সম্বন্ধঃ স্যাদিতি ? ইদমাহ ভগবান্—ন চ মামিতি। ন চ মামীশ্বরং তানি ভূতগ্রামস্য বিষমবিসর্গনিমিত্তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়। তত্র কর্ম্মণামসম্বন্ধত্বে কারণমাহ—উদাসীনবদাসীনং। যথোদাসীন উপেক্ষকঃ কশ্চিৎ তদ্বদাসীনম্। আত্মনোঽবিক্রিয়ত্বাৎ। অসক্তং ফলাসঙ্গরহিতমভিমানবর্জ্জিতমহং করোমীতি তেষু কর্ম্মসু। অতোঽন্যস্যাপি কর্তৃত্বাভিমানাভাবঃ। ফলাসঙ্গাভাবশ্চাবন্ধকারণম্। অন্যথা কর্ম্মভির্বধ্যতে মূঢ়ঃ কোশকারবদিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। নন্বেবং নানাবিধানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বতস্তব জীববদ্বন্ধঃ কথং ন স্যাদিতি ? অত আহ—ন চ মামিতি। তানি বিশ্বসৃষ্ট্যাদীনি কর্ম্মাণি মাং ন নিবধ্নন্তি। কর্ম্মাসক্তির্হি বন্ধহেতুঃ। সা চাপ্তকামত্বান্মম নাস্তি। অত উদাসীনবদ্বর্ত্তমানস্য মে বন্ধং নাপাদয়ন্তি। উদাসীনত্বে কর্তৃত্বানুপপত্তেঃ। কর্তৃত্বে চোদাসীনত্বানুপপত্তেরুদাসীনবৎ স্থিতমিত্যুক্তম্ ॥ ৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। মায়াবী পুরুষগণ (ইন্দ্রজালবিদ্যাবিশারদ) যেমন অনেক পদার্থের সৃষ্টি স্থিতি লয় করিয়া থাকে, তদ্দর্শনে অন্যান্য লোক মোহিত এবং আকৃষ্ট হইলেও সে যেমন মোহিত ও আকৃষ্ট হয় না, ভগবানের দ্বারা সেইরূপ মায়াময় জগৎ প্রকাশিত হইলেও ভগবান্ তাহাতে আবদ্ধ হয়েন না। যিনি মায়াতীত, মায়াময় মিথ্যা জগৎ তাঁহাকে বন্ধন করিবে কিরূপে ? সৃষ্টি আদি ক্রিয়াতে তাঁহার কোন যত্ন, অভিনিবেশ ও উদ্দেশ্যসাধন আদি নাই, তিনি সর্ব্বথা আসক্তিশূন্য উদাসীনের ন্যায়। তাঁহাতে কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব আদি অভিমান নাই। অর্জ্জুন পাছে মনে করেন, যে জীবের মধ্যে কেহ সুখী, কেহ দুঃখী হয় কেন ? সেই জন্য ভগবান্ বলিতেছেন যে তিনি কাহারও প্রতি অনুরাগ বা দ্বেষ করেন না।

যেমন মেঘ কাহারও প্রতি বৈষম্যবুদ্ধি না করিয়া জল বর্ষণ করিয়া যায়, তৎপরে বীজের নিজ নিজ প্রকৃতি—ধর্ম্ম অনুসারে কটু বা মিষ্ট ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে, ভগবান্ সেইরূপ

ময়াঽধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্‌।
হেতুনাঽনেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে ॥ ১০

সমান ভাবে সকলকে সৃষ্টি করেন, কিন্তু জীব সকল নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে সুখদুঃখরূপ ফল ভোগ করিয়া থাকে। বস্তুতঃ ঈশ্বরের বৈষম্যদোষ আদৌ নাই, তিনি নির্ব্বিকার ॥ ৯ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। [হে] কৌন্তেয়! অধ্যক্ষেণ ময়া (মৎকর্তৃক) প্রকৃতিঃ সচরাচরং (স্থাবরজঙ্গমাত্মক) জগৎ সূয়তে (প্রসব করে), অনেন (এই) হেতুনা (কারণে) জগৎ বিপরিবর্ত্ততে (বারংবার উৎপন্ন হইয়া থাকে) ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে কৌন্তেয়! আমার অধিষ্ঠান বশতঃই প্রকৃতি এই সচরাচর জগৎ প্রসব করিয়া থাকেন; এবং আমার অধিষ্ঠান জন্যই এই জগৎ নানারূপে বারংবার উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌। তত্র ভূতগ্রামমিমং বিসৃজাম্যুদাসীনবদাসীনমিতি চ বিরুদ্ধমুচ্যত ইতি? তৎপরিহারার্থমাহ—ময়েতি। ময়া সর্ব্বতো দৃশিমাত্রস্বরূপেণাঽবিক্রিয়াত্মনাঽধ্যক্ষেণ মম মায়া ত্রিগুণাত্মিকাঽবিদ্যালক্ষণা প্রকৃতিঃ সূয়ত উৎপাদয়তি সচরাচরং জগৎ। তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ—একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাঽধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাঽধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ ॥ (ক) ইতি। সাক্ষিমাত্রেণ হেতুনা নিমিত্তেনাঽনেনাঽধ্যক্ষত্বেন কৌন্তেয় জগৎ সচরাচরং ব্যক্তাঽব্যক্তাত্মকং বিপরিবর্ত্ততে সর্ব্বাবস্থাসু। দৃশিকর্ম্মত্বাপত্তিনির্মিত্তা হি জগতঃ সর্ব্বা প্রবৃত্তিঃ—অহমিদং ভোক্ষ্যে—পশ্যামীদং—শৃণোমীদং—সুখমনুভবামি—দুঃখমনুভবামি—তদর্থমিদং করিষ্যে—ইদং জ্ঞাস্যামি—ইত্যাদ্যাঽবগতিনিষ্ঠাঽবগত্যবসানৈব। যোঽস্যাঽধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্‌ (খ)—ইত্যাদয়শ্চ মন্ত্রা এতমর্থং দর্শয়ন্তি। ততশ্চৈকস্য দেবস্য সর্ব্বাঽধ্যক্ষভূতচৈতন্যমাত্রস্য পরমার্থতঃ সর্ব্বভোগাঽনভিসম্বন্ধিনোঽন্যস্য চেতনাঽন্তরস্যাঽভাবে ভোক্তৃত্বস্যাঽভাবাৎ কিংনিমিত্তেয়ং সৃষ্টিরিত্যত্র প্রশ্নপ্রতিবচনে অনুপপন্নে। কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রাবোচৎ। কুত আ জাতাঃ কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ ॥ (খ) ইত্যাদিমন্ত্রবর্ণেভ্যঃ। দর্শিতং চ ভগবতা—অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥ ইতি ॥ ১০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেবোপপাদয়তি—ময়েতি। ময়াঽধ্যক্ষেণাঽধিষ্ঠাত্রা নিমিত্তভূতেন প্রকৃতিঃ সচরাচরং বিশ্বং সূয়তে জনয়তি। অনেন মদধিষ্ঠানেন হেতুনেদং জগদ্বিপরিবর্ত্ততে পুনঃ পুনর্জায়তে। সন্নিধিমাত্রেণাঽধিষ্ঠাতৃত্বাৎ কর্ত্তৃত্বমুদাসীনত্বং চাঽবিরুদ্ধমিতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

(ক) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৬।১১। (খ) তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণম্‌ ২।৮।৯।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ১১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি স্বয়ং জড়া, চৈতন্যও নিষ্ক্রিয়। এতদ্দ্বয়ের কেহই স্বতন্ত্র ভাবে সৃষ্টি করিতে পারে না। চৈতন্যের সত্তাসন্নিকর্ষবশতঃ প্রকৃতি হইতে জগৎ রূপ ক্রিয়ার স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। সূর্য্যের উদয় হইলে যেমন জগৎ প্রকাশিত হয় এবং সেই প্রকাশ গুণে লোকে ভাল মন্দ কার্য্য সম্পাদন করিলে সূর্য্যকে যেমন সেই সেই কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া গণনা করা যায় না, সেইরূপ পরমাত্মার সত্তায় জগৎ বিকাশিত হইলে এবং সুখ দুঃখাদি নানা ক্রিয়া সম্পাদিত হইলেও তিনি তত্তাবতের কর্ত্তা বলিয়া গৃহীত হন না ॥ ১০ ॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। মূঢ়াঃ (অবিবেকী ব্যক্তিগণ) মম (আমার) ভূতমহেশ্বরং (সর্ব্বভূতমহেশ্বরস্বরূপ) পরং ভাবম্ (তত্ত্ব) অজানন্তঃ (না জানিয়া) মানুষীং তনুম্ (মনুষ্য-দেহ) আশ্রিতং মাম্ (আমাকে) অবজানন্তি (অবজ্ঞা করে) ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ। অবিবেকী ব্যক্তিগণ আমার সর্ব্বভূতমহেশ্বরস্বরূপ পরমার্থ তত্ত্ব না জানিয়া আমার মনুষ্যমূর্ত্তিতে অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকে ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবং মাং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং সর্ব্বজন্তূনামাত্মানমপি সন্তম্—অবজানন্তীতি। অবজানন্ত্যবজ্ঞাং পরিভবং কুর্ব্বন্তি মাং মূঢ়া অবিবেকিনো মানুষীং মনুষ্যসম্বন্ধিনীং তনুং দেহমাশ্রিতং। মনুষ্যদেহেন ব্যবহরন্তমিত্যেতৎ। পরং প্রকৃষ্টং ভাবং পরমাত্মতত্ত্বমাকাশকল্পমাকাশাদপ্যন্তরতমমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরং সর্ব্বভূতানাং মহান্তমীশ্বরং স্বমাত্মানং। ততশ্চ তস্য মমাহবজ্ঞানভাবনেনাহতা বরাকাস্তে ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। নন্বেবংভূতং পরমেশ্বরং ত্বাং কিমিতি কেচিন্না-দ্রিয়ন্তে? তত্রাহ—অবজানন্তীতি দ্বাভ্যাং। সর্ব্বভূতমহেশ্বররূপং মদীয়ং পরং ভাবং তত্ত্বমজা-নন্তো মূঢ়া মূর্খা মামবজানন্তি মামবমন্যন্তে। অবজ্ঞানে হেতুঃ—শুদ্ধসত্ত্বময়ীমপি তনুং ভক্তেচ্ছাবশান্মনুষ্যাকারামাশ্রিতবন্তমিতি ॥ ১১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া ভগবান্ স্বয়ং নিজ যোগমায়াবলে মনুষ্যাদি বিগ্রহ ধারণ পূর্ব্বক ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। মূঢ়গণ ভগবানের অলৌকিক লীলা তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া রাম কৃষ্ণ আদিকে সাধারণ মনুষ্য বোধে অনাদর করিয়া থাকে, কিন্তু সূক্ষ্মবুদ্ধি সাধকগণ সেই চিদ্ঘনানন্দ মূর্ত্তির আরাধনা করিয়া পরম পদ লাভ করিয়া থাকেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সম্মুখে সামান্য মানববেশে থাকিলেও তিনি সমস্ত প্রাণীর একমাত্র মহেশ্বর ॥ ১১ ॥

——:o:——

মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীং চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়বোধিনী। মোঘাশাঃ (নিষ্ফলকাম) মোঘকর্ম্মাণঃ (নিষ্ফলকর্ম্মা) মোঘজ্ঞানাঃ (বিফলজ্ঞান) বিচেতসঃ (বিচারবিহীন পুরুষগণ) মোহিনীং (মোহজনক) রাক্ষসীম্ (তমঃপ্রধান) আসুরীং চ (ও রজঃপ্রধান) প্রকৃতিং (স্বভাব) শ্রিতাঃ (প্রাপ্ত হইয়া থাকে) ॥১২॥

বঙ্গানুবাদ। নিষ্ফলকাম নিষ্ফলকর্ম্মা এবং বিফলজ্ঞান ও বিচারবিহীন পুরুষগণ রাক্ষসী, আসুরী ও মোহিনী প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কথং?—মোঘাশা ইতি। মোঘাশাঃ—বৃথাশা আশিষো যেষাং তে মোঘাশাঃ। তথা মোঘকর্ম্মাণঃ—যানি চাগ্নিহোত্রাদীনি তৈরনুষ্ঠীয়মানানি কর্ম্মাণি তানি চ তেষাং ভগবৎপরিভবাৎ স্বাত্মভূতস্যাঽবজ্ঞানান্মোঘান্যেব নিষ্ফলানি কর্ম্মাণি ভবন্তীতি মোঘকর্ম্মাণঃ। তথা মোঘজ্ঞানাঃ—মোঘং নিষ্ফলং জ্ঞানং যেষাং তে মোঘজ্ঞানাঃ। জ্ঞানমপি তেষাং নিষ্ফলমেব স্যাৎ। বিচেতসো বিগতবিবেকাশ্চ তে ভবন্তীত্যভিপ্রায়ঃ। কিঞ্চ তে ভবন্তি রাক্ষসীং রক্ষসাং প্রকৃতিং স্বভাবম্। আসুরীমসুরাণাং চ প্রকৃতিং। মোহিনীং মোহকরীং দেহাত্মবাদিনীং। শ্রিতা আশ্রিতাঃ। ছিন্ধি ভিন্ধি পিব খাদ পরস্বমপহরেত্যেবং-বদনশীলাঃ ক্রূরকর্ম্মাণো ভবন্তীত্যর্থঃ। অসুর্য্যা নাম তে লোকাঃ (ক)—ইতি শ্রুতেঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—মোঘাশা ইতি। মত্তোঽন্যদ্দেবতান্তরং ক্ষিপ্রং ফলং দাস্যতীত্যেবংভূতা মোঘা নিষ্ফলৈবাশা যেষাং তে। অত এব মদ্বিমুখত্বান্মোঘানি নিষ্ফলানি কর্ম্মাণি যেষাং তে। মোঘমেব নানাকুতর্কাশ্রিতং শাস্ত্রজ্ঞানং যেষাং তে। অত এব বিচেতসো বিক্ষিপ্তচিত্তাঃ। সর্ব্বত্র হেতুঃ—রাক্ষসীং তামসীং হিংসাদিপ্রচুরাম্। আসুরীং চ রাজসীং কামদর্পাদিবহুলাং। মোহিনীং বুদ্ধিভ্রংশকরীং। প্রকৃতিং স্বভাবং। শ্রিতা আশ্রিতাঃ সন্তঃ। মামবজানন্তীতি পূর্ব্বেণৈবাঽন্বয়ঃ ॥ ১২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যাহারা মনে করে সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্‌কে পরিহার করিয়া অন্য দেবতার পূজা দ্বারা কামনা পরিপূর্ণ করিবে, তাহাদের আশা নিষ্ফল। যাহারা ভগবান্‌কে ছাড়িয়া অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ফল কামনা করে, তাহাদিগের কর্ম্ম নিষ্ফল—তাহাদের পরিশ্রম মাত্রই সার হয়। যাহারা ধর্ম্মশাস্ত্র বা জ্ঞানশাস্ত্র পাঠ করিয়া ঈশ্বরকে পাইবার জন্য ইচ্ছা করে না, তাহাদের কুতর্কপূর্ণ পঠন ও পরিশ্রম নিতান্ত নিষ্ফল। এইরূপে যাহারা ঈশ্বরকে অনাদর করে, তাহাদের প্রকৃতি শাস্ত্রনিষিদ্ধ হিংসাদ্বেষাদি দ্বারা রাক্ষস ভাব লাভ করে, শাস্ত্রনিষিদ্ধ বিষয়-

(ক) ঈশোপনিষৎ, ৩।

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥
সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ১৪ ॥

ভোগাদিতে অনুরাগবশতঃ আসুর ভাব প্রাপ্ত হয়, এবং সৎ শাস্ত্র জনিত জ্ঞানমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হওয়ায় তাহাদের প্রকৃতি মোহনভাবযুক্ত, অর্থাৎ তাহারা মুগ্ধচিত্ত হয়। এই সকল দোষে সেই সকল জীব নরকে গমন পূর্ব্বক বহু যাতনা ভোগ করিয়া থাকে ॥ ১২ ॥

অন্বয়বোধিনী। [হে] পার্থ! দৈবীং (সত্ত্বপ্রধান) প্রকৃতিম্ (প্রকৃতিকে) আশ্রিতাঃ (আশ্রয় করিয়া) অনন্যমনসঃ (অনন্যমনা) মহাত্মানঃ তু (মহাত্মগণ) মাং (আমাকে) ভূতাদিম্ (সর্ব্বভূতের কারণ) অব্যয়ং (অবিনাশী) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) ভজন্তি (ভজনা করেন) ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে পার্থ! যাঁহারা দৈব প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া আমার প্রতি অনন্যচিত্ত হয়েন, সেই মহাত্মা পুরুষগণ আমাকে সর্ব্ব ভূতের কারণ, এবং অবিনাশী জানিয়া ভজনা করেন ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যে পুনঃ শ্রদ্দধানা ভগবদ্ভক্তিলক্ষণে মোক্ষমার্গে প্রবৃত্তাঃ— মহাত্মান ইতি। মহাত্মানস্ত্বক্ষুদ্রচিত্তাঃ। মামীশ্বরং পার্থ দৈবীং দেবানাং প্রকৃতিং শমদমদয়া-শ্রদ্ধাদিলক্ষণামাশ্রিতাঃ সন্তো ভজন্তি সেবন্তে। অনন্যমনসোঽনন্যচিত্তাঃ। জ্ঞাত্বা ভূতাদিং ভূতানাং বিয়দাদীনাং প্রাণিনাং চাদিং কারণমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কে তর্হি ত্বামারাধয়ন্তীতি? অত আহ—মহাত্মান ইতি। মহাত্মানঃ কামাদ্যনভিভূতচিত্তাঃ। অত এব—অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিরিত্যাদিনা বক্ষ্যমাণাং দৈবীং প্রকৃতিং স্বভাবমাশ্রিতাঃ। অত এব মদ্ব্যতিরেকেণ নাস্ত্যন্যস্মিন্মনো যেষাং। তে তু ভূতাদিং জগৎকারণমব্যয়ং নিত্যং চ মাং জ্ঞাত্বা ভজন্তি ॥ ১৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যাঁহারা জন্ম জন্মান্তরকৃত তপস্যা দ্বারা নিজ নিজ অন্তঃ-করণকে শুদ্ধ করিয়াছেন তাঁহারাই দৈবী—সাত্ত্বিকী প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারাই গুরুবাক্যে ও শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস করিয়া ভগবান্‌কে ভজনা করেন। মলিনমনা গণের ঈশ্বরে ভক্তি হইবার সম্ভাবনা নাই, কেননা চিত্তশুদ্ধি না হইলে ভগবদ্ভক্তির উদয় হয় না ॥ ১৩ ॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। [তাঁহারা] সততং (সর্ব্বদা) মাং কীর্ত্তয়ন্তঃ (আমার নাম কীর্ত্তন করতঃ) যতন্তঃ (প্রযত্নপূর্ব্বক) দৃঢ়ব্রতাঃ চ (ও দৃঢ়ব্রত হইয়া) মাং (আমাকে)

নমস্যন্তঃ (নমস্কার পূর্ব্বক) ভক্ত্যা চ (এবং ভক্তিপূর্ব্বক) নিত্যযুক্তাঃ (সমাহিত হইয়া) উপাসতে (উপাসনা করেন) ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। তাঁহারা সর্ব্বদা আমার নাম সংকীর্ত্তন, প্রযত্নপূর্ব্বক দৃঢ়ব্রত হইয়া আমাকে নমস্কার এবং ভক্তিপূর্ব্বক নিষ্ঠাযুক্তচিত্তে আমার উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ১৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কথং ?—সততমিতি। সততং সর্ব্বদা ভগবন্তং ব্রহ্মস্বরূপং মাং কীর্ত্তয়ন্তঃ। যতন্তশ্চেন্দ্রিয়োপসংহারশমদমদয়াহহিংসাদিলক্ষণৈর্ধর্ম্মৈঃ প্রযতন্তশ্চ। দৃঢ়ব্রতাঃ—দৃঢ়ং স্থিরমচঞ্চলং ব্রতং যেষাং তে দৃঢ়ব্রতাঃ। নমস্যন্তশ্চ মাং হৃদয়েশয়মাত্মানং ভক্ত্যা। নিত্যযুক্তাঃ সন্ত উপাসতে সেবন্তে ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তেষাং ভজনপ্রকারমাহ—সততমিতি দ্বাভ্যাম্। সততং সর্ব্বদা স্তোত্রমন্ত্রাদিভিঃ কীর্ত্তয়ন্তঃ কেচিন্মামুপাসতে সেবন্তে। দৃঢ়ানি ব্রতানি নিয়মা যেষাং তাদৃশাঃ সন্তঃ। যতন্তশ্চেশ্বরপূজাদিষিন্দ্রিয়োপসংহারাদিষু প্রযত্নং কুর্ব্বন্তঃ। কেচিদ্ভক্ত্যা নমস্যন্তঃ প্রণমন্তশ্চ। অন্যে নিত্যযুক্তা অনবরতমবহিতাঃ সেবন্তে। ভক্ত্যেতি নিত্যযুক্তা ইতি চ কীর্ত্তনাদিষ্বপি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ১৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। মহাত্মগণ উপনিষদাদি বিচার দ্বারা এবং প্রণবাদি মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ভগবানের নাম গান করিয়া থাকেন, কুটিল তর্কজাল পরিহার পূর্ব্বক অনুকূল বিচার দ্বারা ভূমানুসন্ধানে প্রযত্ন করেন, এবং বারংবার মনন দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভে দৃঢ়ব্রত হয়েন, অর্থাৎ শম দম সাধন করিয়া থাকেন। ভগবান্‌কে সকলের বন্দনীয় এবং একমাত্র কল্যাণকারী জানিয়া শ্রদ্ধা পূর্ব্বক তাঁহাকে বারংবার নমস্কার করিয়া থাকেন।

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥"

সর্ব্বব্যাপী ভগবানের কথা ও গুণানুবাদ শ্রবণ, তাঁহার নাম সংকীর্ত্তন, তাঁহাকে স্মরণ, তাঁহার পাদসেবন, অর্চ্চনা, বন্দনা, তাঁহাকে প্রভু জানিয়া আপনাকে দাস বলিয়া মনে করা, সুখে দুঃখে তিনি একমাত্র বন্ধু এইরূপ বিশ্বাস করা এবং তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করা, ভগবদুপাসনার লক্ষণ। সগুণ ব্রহ্মেরই এইরূপ উপাসনা হইয়া থাকে। প্রতিমাদিতে চন্দন পুষ্পাদি সহ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পূজা করা, এই উপাসনার অন্তর্গত। সাধু ও গুরুকে বিষ্ণুর সচল মূর্ত্তি জ্ঞান করিয়া অভিবাদনাদি করিতে হয়।

"দেবতাপ্রতিমাং দৃষ্ট্বা যতিং দৃষ্ট্বা চ দণ্ডিনম্।
প্রণিপাতমকুর্ব্বাণো রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥"

যে ব্যক্তি বিষ্ণু শিবাদির প্রতিমা ও দণ্ডী সন্ন্যাসী দেখিয়া নমস্কার না করে, তাহার রৌরব

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১৫ ॥

নরকে গতি হয়। যে মহাত্মা একান্ত ভক্তিপূর্ব্বক ভগবানের আরাধনা করেন, তিনি শীঘ্রই আত্মজ্ঞানলাভ করিয়া থাকেন। শ্রুতি বলেন—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" (ক)

যাঁহার ঈশ্বরে অত্যন্ত ভক্তি, এবং ঈশ্বরের ন্যায় গুরুতে ভক্তি থাকে, তাঁহারই বুদ্ধিতে বেদান্তপ্রতিপাদিত অর্থ প্রকাশমান হয়। মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন—

"ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাঽধিগমোঽপ্যন্তরায়াঽভাবশ্চ"। (খ)

ভগবানের অনন্তভক্তিরূপ প্রণিধান দ্বারা সাধকের "প্রত্যক্ চেতন" সাক্ষাৎ হইয়া থাকে॥১৪॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। অন্যে অপি চ (অন্য কেহ কেহ) জ্ঞানযজ্ঞেন (জ্ঞানরূপ-যজ্ঞ দ্বারা) যজন্তঃ (পূজা করিয়া) মাম্ (আমাকে) উপাসতে (আরাধনা করেন), [কেহ কেহ] একত্বেন (অভিন্নভাবে), পৃথক্ত্বেন (স্বতন্ত্রভাবে), বিশ্বতোমুখং (সর্ব্বাত্মক-ভাবে) বহুধা (নানারূপে) [আমার আরাধনা করিয়া থাকেন] ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। কোন কোন মহাত্মা জ্ঞানরূপ যজ্ঞ করিয়া আমার পূজা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বা আমার সহিত আপনাকে অভিন্ন বোধে চিন্তা করেন। কেহ কেহ বা আমাকে স্বতন্ত্র ভাবে ভাবনা করিয়া থাকেন, এবং ভিন্ন ভিন্ন লোকে নানা ভিন্ন ভিন্ন রূপে আমার আরাধনা করিয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তে কেন কেন প্রকারেণোপাসত ইতি? উচ্যতে—জ্ঞানেতি। জ্ঞানযজ্ঞেন—জ্ঞানমেব ভগবদ্বিষয়ং যজ্ঞঃ। তেন জ্ঞানযজ্ঞেন। যজন্তঃ পূজয়ন্তো মামীশ্বরং চাপ্যন্যেঽন্যামুপাসনাং পরিত্যজ্যোপাসতে। তচ্চ জ্ঞানমেকত্বেন। একমেব পরং ব্রহ্ম (গ)—ইতি পরমার্থদর্শনেন যজন্ত উপাসতে। কেচিচ্চ পৃথক্ত্বেনাদিত্যচন্দ্রাদিভেদেন। স এব ভগবান্ বিষ্ণুরাদিত্যাদিরূপেণাঽবস্থিত ইত্যুপাসতে। কেচিদ্বহুধাঽবস্থিতঃ স এব ভগবান্ সর্ব্বতোমুখো বিশ্বতোমুখো বিশ্বরূপ ইতি তং বিশ্বরূপং সর্ব্বতোমুখং বহুধা বহুপ্রকারেণোপাসতে ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—জ্ঞানেতি। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিত্যেবং সর্ব্বাত্মত্ব দর্শনং জ্ঞানং। তদেব যজ্ঞঃ। তেন জ্ঞানযজ্ঞেন মাং যজন্তঃ পূজয়ন্তোঽন্যেঽপ্যুপাসতে। তত্রাঽপি কেচিদেকত্বেনাঽভেদভাবনয়া। কেচিৎ পৃথক্ত্বেন পৃথগ্‌ভাবনয়া দাসোঽহমিতি। কেচিত্তু বিশ্বতোমুখং সর্ব্বাত্মকং মাং বহুধা ব্রহ্মরুদ্রাদিরূপেণোপাসতে ॥ ১৫ ॥

(ক) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৬।২৩। (খ) পাতঞ্জলযোগসূত্র, ১২৯। (গ) ব্রহ্মোপনিষৎ, ২।

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্॥ ১৬॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবান্‌কে কত লোকে কত প্রকারে যে সাধনা করে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কেহ বা জ্ঞানরূপ যজ্ঞের দ্বারা, কেহ বা উপাস্য উপাসক ভেদ ছাড়িয়া "ব্রহ্মাহহম্" (ক)—এই রূপ ভাবিয়া, কেহ বা তাঁহাকে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পুরুষ এবং আপনাকে দাস জানিয়া, এবং এইরূপ যাহার যে রূপে প্রীতি উৎপন্ন হয়, সে সেই রূপেই তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকে॥ ১৫॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। অহং (আমি) ক্রতুঃ (বেদবিহিত কর্ম্ম), অহং যজ্ঞঃ (স্মৃতিবিহিত কর্ম্ম), অহং স্বধা (পিতৃযজ্ঞ—শ্রাদ্ধ) অহম্ ঔষধম্, অহং মন্ত্রঃ, অহম্ আজ্যম্, (হোমের ঘৃত), অহম্ অগ্নিঃ, অহং হুতম্ (হোম)॥ ১৬॥

বঙ্গানুবাদ। আমিই ক্রতু, আমিই যজ্ঞ, আমিই স্বধা, আমিই ঔষধ, আমিই মন্ত্র, আমিই ঈশ্বর, আমিই আজ্য, আমিই অগ্নি, এবং আমিই হবনস্বরূপ॥ ১৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যদি বহুভিঃ প্রকারৈরুপাসতে কথং ত্বামেবোপাসত ইতি? অত আহ—অহমিতি। অহং ক্রতুঃ—শ্রৌতকর্ম্মভেদোঽহমেব। অহং যজ্ঞঃ স্মার্ত্তঃ। কিঞ্চ স্বধাহহমহং। পিতৃভ্যো যদ্দীয়তে তৎ স্বধা। অহমৌষধং। সর্ব্বপ্রাণিভির্যদদ্যতে তদৌষধশব্দবাচ্যং ব্রীহিযবাদি সাধারণম। অথবা স্বধেতি সর্ব্বপ্রাণিসাধারণমন্নম্। ঔষধমিতি ব্যাধ্যুপশমার্থং ভেষজং। মন্ত্রোঽহং। যেন পিতৃভ্যো দেবতাভ্যশ্চ হবির্দীয়তে। অহমেবাজ্যং হবিশ্চ। অহমগ্নিঃ। যস্মিন্ হূয়তে সোঽপ্যগ্নিরহমেব। অহং হুতং হবনকর্ম্ম চ॥ ১৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। সর্ব্বাত্মতাং প্রপঞ্চয়তি—অহং ক্রতুরিতি চতুর্ভিঃ। ক্রতুঃ শ্রৌতোঽগ্নিষ্টোমাদিঃ। যজ্ঞস্তু স্মার্ত্তঃ পঞ্চমহাযজ্ঞাদিঃ। স্বধা পিত্রর্থে শ্রাদ্ধাদিঃ। ঔষধমোষধিপ্রভবমন্নং। ভেষজং বা। মন্ত্রো যাজ্যাপুরোধোবাক্যাদিঃ। আজ্যং হোমাদি-সাধনম্। অগ্নিরাহবনীয়াদিঃ। হুতং হোমঃ। এতৎ সর্ব্বমহমেব॥ ১৬॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবানের আরাধনার নানাবিধ ক্রম শুনিয়া পাছে অর্জ্জুনের এইরূপ মনে হয় যে তবে কোন্ ক্রমানুসারে আরাধনা করিলে ভগবান্‌কে লাভ করা যায়? এই জন্য ভগবান্ বলিতেছেন যে অগ্নিষ্টোমাদি কর্ম্মই কর, অথবা বৈশ্বদেবাদি যজ্ঞই কর, আর পিতৃলোকের জন্য অন্ন দানই (স্বধা) কর, অথবা প্রাণিবর্গের ভোজন বা ঔষধ দানই কর, কিংবা "ইন্দ্রায় স্বাহা" "পিতৃভ্যঃ স্বধা" ইত্যাদি যে মন্ত্র উচ্চারণ কর, এবং অগ্নিতে যে ঘৃত (আজ্য) দান কর, এবং অন্য অন্য আহবনীয় যাহা কিছু অগ্নিতে দান কর, সে সমস্তই আমি॥ ১৬॥

-:০:-

(ক) ব্রহ্মবিন্দূপনিষৎ, ৮।

পিতাহহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ ॥ ১৭ ॥
গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়বোধিনী। অহম্ (আমি) অস্য (এই) জগতঃ (জগতের) পিতা, মাতা, ধাতা, পিতামহঃ, বেদ্যং (জ্ঞেয়), পবিত্রম্ ওঁকারঃ, ঋক্, (ঋগ্বেদ), সাম (সামবেদ), যজুঃ এব চ (ও যজুর্ব্বেদ স্বরূপ) ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। আমিই এই জগতের পিতা ও মাতা, বিধাতা ও পিতামহ, আমিই বেদ্য ও পবিত্র বস্তু, এবং আমিই ওঁকার ও ঋক্, সাম, যজুর্ব্বেদ স্বরূপ ॥ ১৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—পিতেতি। পিতা জনয়িতাহহমস্য জগতঃ। মাতা জনয়িত্রী। ধাতা কর্ম্মফলস্য প্রাণিভ্যো বিধাতা। পিতামহঃ পিতুঃ পিতা। বেদ্যং বেদিতব্যং। পবিত্রং পাবনম্। ওঁকারশ্চ। ঋক্ সাম যজুরেব চ ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—পিতেতি। ধাতা কর্ম্মফলবিধাতা। বেদ্যং জ্ঞেয়ং বস্তু। পবিত্রং শোধকং। প্রায়শ্চিত্তাত্মকং বা। ওঁকারঃ প্রণবঃ। ঋগাদয়ো বেদা-শ্চাহহমেব। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ১৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবান্ই জগৎ উৎপাদন করিয়াছেন এবং জগৎ তাঁহা হইতে উৎপন্ন; এই জন্য তিনি জগতের পিতা ও মাতা, অর্থাৎ তিনিই কর্তৃকারণ ও উপাদান-কারণ। তিনিই জগতের রক্ষাকর্ত্তা ও পুণ্য পাপের ফলদাতা, এই জন্য তিনি বিধাতা। তিনি জগতের মূল কারণের কারণ, অর্থাৎ ব্যক্ত ও অব্যক্তের অতীত, এই জন্য তিনি পিতামহ। জগতের সমস্ত বস্তু পরিহার করিয়া তাঁহাকে জানিলেই জীবের মুক্তি হয়, এই জন্য তিনি বেদ্য। তাঁহাকে জানিলে জীব শুদ্ধি লাভ করে; এই জন্য তিনি পবিত্র। ব্রহ্মজ্ঞানের প্রধান সাধন প্রণবও তিনি। ঋক্, সাম, যজুঃ আদি বেদ সকলের সারভূতও তিনি। "যজুরেব চ" বাক্যে চকার দ্বারা অথর্ব্ববেদ উপলক্ষিত হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। [আমিই] গতিঃ (কর্ম্মফল), ভর্ত্তা (পোষণকর্ত্তা) প্রভুঃ (স্বামী), সাক্ষী (দ্রষ্টা), নিবাসঃ (ভোগস্থান), শরণং (রক্ষক), সুহৃৎ (অপ্রার্থিত উপকারক), প্রভবঃ (উৎপত্তির কারণ), প্রলয়ঃ, স্থানং (আধার), নিধানম্ (লয়স্থান), অব্যয়ং (অবিনাশি) বীজম্ (কারণ) ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। আমিই গতি, আমিই ভর্ত্তা, আমিই প্রভু, আমিই সাক্ষী,

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্লাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতং চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন ॥ ১৯ ॥

আমিই নিবাসস্থান, আমিই রক্ষক, আমিই সুহৃৎ, আমিই প্রভব, আমিই প্রলয়, আমিই স্থান, আমিই নিধান, এবং আমিই অবিনাশি বীজস্বরূপ ॥ ১৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—গতিরিতি। গতিঃ কর্ম্মফলং। ভর্ত্তা পোষ্টা। প্রভুঃ স্বামী। সাক্ষী প্রাণিনাং কৃতাঽকৃতস্য। নিবাসো যস্মিন্ প্রাণিনো নিবসন্তি। শরণমার্ত্তানাং মৎপ্রপন্নানামার্ত্তিহরঃ। সুহৃৎ প্রত্যুপকারাঽনপেক্ষঃ সন্নুপকারী। প্রভব উৎপত্তির্জগতঃ। প্রলয়ঃ—প্রলীয়তে যস্মিন্নিতি। তথা স্থানং—তিষ্ঠত্যস্মিন্নিতি। নিধানং নিক্ষেপঃ—কালান্তরোপভোগ্যং প্রাণিনাং। বীজং প্ররোহকারণং প্ররোহধর্ম্মিণাম্। অব্যয়ং যাবৎ সংসারভাবিত্বাদব্যয়ং। ন হ্যবীজং কিঞ্চিৎ প্ররোহতি। নিত্যং চ প্ররোহদর্শনাদ্বীজসন্ততির্ন ব্যেতীত্যেব গম্যতে ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—গতিরিতি। গম্যত ইতি গতিঃ ফলং। ভর্ত্তা পোষণকর্ত্তা। প্রভুর্নিয়ন্তা। সাক্ষী শুভাঽশুভদ্রষ্টা। নিবাসো ভোগস্থানম্। শরণং রক্ষকঃ। সুহৃদ্ধিতকর্ত্তা। প্রকর্ষেণ ভবত্যনেনেতি প্রভবঃ স্রষ্টা। প্রলীয়তেঽনেনেতি প্রলয়ঃ সংহর্ত্তা। তিষ্ঠত্যস্মিন্নিতি স্থানমাধারঃ। নিধীয়তেঽস্মিন্নিতি নিধানং লয়স্থানং। বীজং কারণং। তথাঽপ্যব্যয়মবিনাশি। ন তু ব্রীহ্যাদিবীজবন্নশ্বরমিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। কর্ম্ম, উপাসনা, যোগ ও জ্ঞান আদি সাধন করিলে জীব যে গতি প্রাপ্ত হয়, ভগবান্ সেই স্বর্গ ও মুক্তি আদি গতি স্বরূপ। সুখ সাধনাদির পর জীবের যে পুষ্টি ও তুষ্টি সাধিত হয়, ভগবান্ই তাহার ব্যবস্থাপক, এই জন্য তিনি ভর্ত্তা। তাঁহারই প্রতাপে মেঘ, বায়ু, সূর্য্যাদি সর্ব্বদা নিজ নিজ কার্য্য করিয়া থাকে, এই জন্য তিনি প্রভু। তিনিই সকলের শুভাশুভকর্ম্মদর্শী, অর্থাৎ তাঁহাকে লুকাইয়া কেহ কোন কার্য্য করিতে পারে না, এই জন্য তিনি সাক্ষী। আনন্দ ভোগ জন্য বিশ্রামভূমি তিনিই, এই জন্য তিনি নিবাস। তাঁহার অরাধনা করিলে তিনি শরণাগত জীবকে দুঃখ বিপত্তি হইতে রক্ষা করেন, এই জন্য তিনি শরণ। তিনি প্রত্যুপকারের আশা না করিয়া জীবের কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন, এই জন্য তিনি সুহৃৎ। তিনি প্রভব, কেননা তিনি উৎপত্তির মূল কারণ; তিনি প্রলয়, কারণ তিনি জগৎ বিনাশের হেতু, এবং তিনিই স্থান, কেননা জগৎ তাঁহাতেই স্থিতি করিতেছে;—অর্থাৎ ভগবান্ই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা। প্রলয় হইয়া গেলেও জীবসমূহ সূক্ষ্ম বীজভূত অবস্থায় তাঁহাতেই অবস্থিতি করে; এই জন্য তিনি নিধান। তিনিই বীজ; কেননা তিনি সকল কার্য্যের মূল কারণ। এবং সমস্ত বিনষ্ট হইলেও তিনি বিনষ্ট হয়েন না, এই জন্য তিনি অব্যয় ॥ ১৮ ॥

——:০:——

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়বোধিনী। [হে] অর্জ্জুন! অহং (আমি) তপামি (উত্তাপ দান করি), অহং বর্ষং নিগৃহ্ণামি (জল আকর্ষণ করি), উৎসৃজামি চ (ও পুনর্ব্বার বর্ষণ করি), [আমিই] অমৃতং মৃত্যুঃ চ (জীবন ও মৃত্যুস্বরূপ), সৎ অসৎ চ (সৎ ও অসৎ স্বরূপ) ॥১৯॥

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন! আমিই উত্তাপ দান করি, আমিই জল আকর্ষণ করি, আমিই পুনর্ব্বার ভূমিতে জল বর্ষণ করি; আমিই অমৃত ও মৃত্যু স্বরূপ, এবং আমিই সৎ ও অসৎ স্বরূপ ॥ ১৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—তপামীতি। তপাম্যহমাদিত্যো ভূত্বা কৈশ্চিদ্রশ্মিভিঃ-রুল্বণৈঃ। অহং বর্ষং কৈশ্চিদ্রশ্মিভিরুৎসৃজামি। উৎসৃজ্য পুনর্নিগৃহ্ণামি কৈশ্চিদ্রশ্মিভিরষ্টভি-র্মাসৈঃ। পুনরুৎসৃজামি প্রাবৃষি। অমৃতং চৈব দেবানাং। মৃত্যুশ্চ মর্ত্ত্যানাং। সদযস্ত যৎ সম্বন্ধিতয়া বিদ্যমানং তৎ। তদ্বিপরীতমসচ্চৈবাহমহম্। অর্জ্জুন। ন পুনরত্যন্তমেবাহসদ্ভগবান্ স্বয়ং। কার্য্যকারণে বা সদসতী। যে পূর্ব্বোক্তৈর্নিবৃত্তিপ্রকারৈরেকত্বপৃথক্ত্বাদিবিজ্ঞানৈ-র্যজ্ঞৈর্মাং পূজয়ন্ত উপাসতে জ্ঞানবিদস্তে যথাবিজ্ঞানং মামেব প্রাপ্নুবন্তি ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—তপাম্যহমিতি। আদিত্যাত্মনা স্থিত্বা নিদাঘ-কালে তপামি জগত্তাপং করোমি। বৃষ্টিসময়ে চ বর্ষমুৎসৃজামি বিমুঞ্চামি। কদাচিত্তু বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যাকর্ষামি। অমৃতং জীবনং। মৃত্যুশ্চ নাশঃ। সৎ স্থূলং দৃশ্যম্। অসচ্চ সূক্ষ্মমদৃশ্যম্। এতৎ সর্ব্বমহমেবেতি। এবং মত্বা মামেব বহুধোপাসত ইতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ ॥ ১৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। সর্ব্বাত্মা সর্ব্বান্তর্যামী ভগবানই সূর্য্যরূপে এ জগৎকে উত্তপ্ত করেন; কার্ত্তিকাদি আট মাস সমুদ্রাদি হইতে জল আকর্ষণ করেন, এবং আষাঢ়াদি চারি মাস বর্ষণ দ্বারা পৃথিবীকে সরস ও অন্নাদি উৎপাদন করিবার শক্তি দান করেন। ভগবদুদ্দেশে শুভ কর্ম্ম সাধিত হইলে সাধক তাঁহাকে অমৃতরূপে দর্শন করেন, এবং দুষ্কর্ম্মকারীর পক্ষে তিনি ভয়ঙ্কর মৃত্যু স্বরূপ অর্থাৎ দণ্ডধর যম। নিত্য বিদ্যমান আত্মা তিনি, এই জন্য তিনি সৎ; এবং অনিত্য ব্যক্ত রূপ জগৎও তিনি, এই জন্য তিনি অসৎ ॥ ১৯ ॥

:০:-

অন্বয়বোধিনী। ত্রৈবিদ্যাঃ (ত্রিবেদোক্তক্রিয়ানুষ্ঠানপরায়ণ) সোমপাঃ (সোমপায়ী) পূতপাপাঃ (নিষ্কলুষ ব্যক্তিগণ) যজ্ঞৈঃ (যজ্ঞ দ্বারা) মাম্ (আমাকে) ইষ্ট্বা (পূজা করিয়া) স্বর্গতিং (স্বর্গ) প্রার্থয়ন্তে (কামনা করেন); তে (তাঁহারা) পুণ্যং (পবিত্র)

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ ২১ ॥

সুরেন্দ্রলোকম্ (দেবলোক) আসাদ্য (প্রাপ্ত হইয়া) দিবি (স্বর্গে) দিব্যান্ (উত্তম) দেব ভোগান্ (দিব্য সুখ) অশ্নন্তি (ভোগ করেন) ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে ঋগাদিবেদবেত্তাগণ কাম্য যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান পূর্ব্বক আমার পূজা করিয়া সোম পানের দ্বারা নিষ্পাপ হয়েন, এবং স্বর্গ কামনা করেন,সেই সকাম পুরুষগণ স্বর্গ লাভ করিয়া দিব্য সুখ ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ২০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যে পুনরজ্ঞাঃ কামকামাঃ—ত্রৈবিদ্যা ইতি। ত্রৈবিদ্যা ঋগ্‌যজুঃসামবিদঃ। মাং বস্বাদিদেবরূপিণং। সোমপাঃ—যজ্ঞশেষং সোমং পিবন্তীতি সোমপাঃ। তেনৈব সোমপানেন পূতপাপাঃ শুদ্ধকিল্বিষাঃ। যজ্ঞৈরগ্নিষ্টোমাদিভিরিষ্ট্বা পূজয়িত্বা। স্বর্গতিং স্বর্গগমনং—স্বরেব গতিঃ স্বর্গতিস্তাং—প্রার্থয়ন্তে যাচন্তে। তে চ পুণ্যং পুণ্যফলমাসাদ্য সংপ্রাপ্য সুরেন্দ্রলোকং শতক্রতোঃ স্থানমশ্নন্তি ভুঞ্জতে। দিব্যান্ দিবি ভবান্ অপ্রাকৃতান্। দেবভোগান্ দেবানাং ভোগান্ ॥ ২০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেবমবজানন্তি মাং মূঢ়া ইত্যাদিশ্লোকদ্বয়েন ক্ষিপ্রফলাশয়া দেবতান্তরং যজন্তো মাং নাদ্রিয়ন্ত ইত্যভক্তা দর্শিতাঃ। মহাত্মানস্তু মাং পার্থেত্যাদিনা চ মদ্ভক্তা উক্তাঃ। তত্রৈকত্বেন পৃথক্ত্বেন বা যে পরমেশ্বরং ন ভজন্তি তেষাং জন্মমৃত্যুপ্রবাহো দুর্ব্বার ইত্যাহ—ত্রৈবিদ্যা ইতি দ্বাভ্যাং। ঋগ্‌যজুঃসামলক্ষণাস্তিস্রো বিদ্যা যেষাং তে ত্রিবিদ্যাঃ। ত্রিবিদ্যা এব ত্রৈবিদ্যাঃ। স্বার্থে তদ্ধিতঃ। তিস্রো বিদ্যা অধীয়তে জানন্তীতি বা। ত্রৈবিদ্যা বেদত্রয়োক্তকর্ম্মপরা ইত্যর্থঃ। বেদত্রয়বিহিতৈর্যজ্ঞৈর্মামিষ্ট্বা মমৈব রূপং দেবতান্তরমিত্যজানন্তোঽপি বস্তুত ইন্দ্রাদিরূপেণ মামেবেষ্ট্বা সংপূজ্য। যজ্ঞশেষং সোমং পিবন্তীতি সোমপাঃ। তেনৈব পূতপাপাঃ শোধিতকল্মষাঃ সন্তঃ স্বর্গতিং স্বর্গং প্রতি গতিং যে প্রার্থয়ন্তে তে পুণ্যফলরূপং সুরেন্দ্রলোকং স্বর্গমাসাদ্য প্রাপ্য। দিবি স্বর্গে। দিব্যানুত্তমান্ দেবানাং ভোগান্। অশ্নন্তি ভুঞ্জতে ॥ ২০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। হোতাকৃত অধ্বর্য্যুকৃত ও উদ্গাতাকৃত কর্ম্মাদির শিক্ষা-ভূমি ঋগাদি বেদ, ত্রৈবিদ্য নামে কথিত হয়। এই ত্রৈবিদ্যবিদ্যাবিৎ যে সকল সাধক অগ্নিষ্টোমাদি কাম্য যজ্ঞের দ্বারা ইন্দ্র বসু রুদ্র আদিত্য স্বরূপে আমারই পূজা করেন ও সোমরস বৈদিক অগ্নিতে হবন করিয়া অবশিষ্টাংশ পান করেন, তাঁহাদিগের পাপ দূরীভূত হয়। এই নিষ্পাপ সকাম পুরুষগণ স্বর্গভোগের ইচ্ছা করিলে ইন্দ্রাদিলোক গিয়া সুরসেব্য সুখভোগ

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ ২২॥

করিয়া থাকেন। ভগবানের নানাবিধ উপাসকের মধ্যে সকাম সাধকগণ কিরূপ গতিলাভ করেন, ভগবান্ অর্জ্জুনকে তাহাই কহিতেছেন॥ ২০॥

—:০:—

অন্বয়বোধিনী। তে (তাঁহারা) তং (সেই) বিশালং (বিপুল) স্বর্গলোকং (স্বর্গসুখ) ভুক্ত্বা (ভোগ করিয়া) পুণ্যে ক্ষীণে (পুণ্য ক্ষয় পাইলে) মর্ত্ত্যলোকং (মর্ত্ত্যলোকে) বিশন্তি (প্রবেশ করেন) এবং (এইরূপে) ত্রয়ীধর্ম্মম্ (বেদত্রয় বিহিত ধর্ম্ম) অনুপ্রপন্নাঃ (অনুষ্ঠানতৎপর) কামকামাঃ (ভোগেচ্ছু ব্যক্তিগণ), গতাগতং (সংসারে গমনাগমন) লভন্তে (করিয়া থাকেন)॥ ২১॥

বঙ্গানুবাদ। তৎপরে নানা প্রকার স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইয়া আসিলে তাঁহাদের পুনর্ব্বার মর্ত্ত্য ভূমিতে জন্ম হয়। এইরূপে স্বর্গ কামনায় বেদ-প্রতিপাদ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে সংসারে বারংবার গমনাগমন করিতে হয়॥ ২১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তে তমিতি। তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং। বিশালং বিস্তীর্ণং। ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকমিমং বিশন্ত্যাবিশন্তি। এবং হি যথোক্তেন প্রকারেণ ত্রয়ীধর্ম্মং কেবলং বৈদিকং কর্ম্মানুপ্রপন্নাঃ। গতাগতং—গতং চাগতং চ গতাগতং গমনাগমনং। কামকামাঃ—কামান্ কাময়ন্ত ইতি কামকামাঃ। লভন্তে। গতাগতমেব ন তু স্বাতন্ত্র্যং কচিল্লভন্ত ইত্যর্থঃ॥ ২১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ততশ্চ—তে তমিতি। তে স্বর্গকামাস্তং প্রার্থিতং বিপুলং স্বর্গলোকং তৎসুখং ভুক্ত্বা ভোগপ্রাপকে পুণ্যে ক্ষীণে সতি মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি। পুনরপ্যেবমেব বেদত্রয়বিহিতং ধর্ম্মমনুগতাঃ কামকামা ভোগান্ কাময়মানা গতাগতং যাতায়াতং লভন্তে॥ ২১॥

গীতার্থসন্দীপনী। সকাম পুরুষগণ চিরকাল স্বর্গসুখ ভোগ করিতে পারেন না। যে পরিমাণ পুণ্যের অনুষ্ঠান করেন, তদনুরূপ কিছুকাল স্বর্গভোগ করিয়া তাঁহাদিগকে আবার সংসারে আসিয়া দেহধারণ করিতে হয়। সকাম কর্ম্মরূপ ভেলার দ্বারা জীব সংসার সমুদ্র পার হইতে পারে না—ইহা দ্বারা পুনরাবৃত্তির নিবৃত্তি হয় না॥ ২১॥

—:০:—

অন্বয়বোধিনী। অনন্যাঃ (একাগ্রচিত্ত) মাং (আমাকে) চিন্তয়ন্তঃ (চিন্তা-নিরত) যে জনাঃ (যে ব্যক্তিগণ) পর্য্যুপাসতে (উপাসনা করেন), তেষাং (সেই) নিত্যাভিযুক্তানাং (নিত্য যোগযুক্তপুরুষদিগের) যোগক্ষেমম্ (যোগ ও ক্ষেম) অহং (আমি) বহামি (বহন করি)॥ ২২॥

বঙ্গানুবাদ। যাঁহারা অনন্যচিত্তে চিন্তা করিয়া আমার সাক্ষাৎকার লাভ

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা* যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ২৩ ॥

করেন, সেই নিত্যযুক্ত পুরুষদিগকে আমি যোগ ও ক্ষেম প্রদান করিয়া থাকি ॥ ২২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যে পুনর্নিষ্কামাঃ সম্যগ্দর্শিনঃ—অনন্যা ইতি। অনন্যা অপৃথগ্‌ভূতাঃ। পরং দেবং নারায়ণমাত্মত্বেন গতাঃ সন্তশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ সংন্যাসিনঃ পর্য্যুপাসতে। তেষাং পরমার্থদর্শিনাং। নিত্যাঽভিযুক্তানাং সততাঽভিযোগিনাং। যোগক্ষেমং—যোগোঽপ্রাপ্তস্য প্রাপণং। ক্ষেমস্তদ্রক্ষণং। তদুভয়ং—বহামি প্রাপয়াম্যহং। জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতং। স চ মম প্রিয়ো যস্মাত্তস্মাত্তে মমাত্মভূতাঃ প্রিয়াশ্চেতি। নন্বন্যেষামপি ভক্তানাং যোগক্ষেমং বহত্যেব ভগবান্। সত্যমেবং—বহত্যেব। কিন্ত্বয়ং বিশেষঃ—অন্যে যে ভক্তাস্তে স্বাত্মার্থং স্বয়মপি যোগক্ষেমমীহন্তে। অনন্যদর্শিনস্তু নাত্মার্থং যোগক্ষেমমীহন্তে। ন হি তে জীবিতে মরণে বাত্মনো গৃধিং কুর্ব্বন্তি। কেবলমেব ভগবচ্ছরণাস্তে। অতো ভগবানেব তেষাং যোগক্ষেমং বহতীতি ॥ ২২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। মদ্ভক্তাস্তু মৎপ্রসাদেন কৃতার্থা ভবন্তীত্যাহ—অনন্যা ইতি। অনন্যাঃ—নাঽস্তি মদ্ব্যতিরেকেণাঽন্যৎ কাম্যং যেষাং তে। তথাভূতা যে জনা মাং চিন্তয়ন্তঃ সেবন্তে। তেষাং নিত্যাঽভিযুক্তানাং সর্ব্বথা মদেকনিষ্ঠানাং। যোগং ধনাদিলাভং। ক্ষেমং চ তৎপালনং। মোক্ষং বা। তৈরপ্রার্থিতমপ্যহমেব বহামি প্রাপয়ামি ॥ ২২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি জগতের সমস্ত চিন্তা পরিহার করিয়া কেবলমাত্র সচ্চিদাত্মাতেই সর্ব্বদা অভিনিবিষ্টচিত্ত থাকেন, তিনিই পরব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বোধ বশতঃ মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভগবান্ ব্যতীত আর কোন বিষয়েরই—এমন কি, নিজ দেহযাত্রা নির্ব্বাহের ভাবনাও করেন না, ভগবান্ তাঁহার সমস্ত সদ্ব্যবস্থা করিয়া দেন। অপ্রাপ্য অন্ন বস্ত্রাদির সংস্থান, এবং তত্তাবৎ রক্ষণাবেক্ষণের ভার ভক্তের জন্য ভগবান্ স্বয়ং গ্রহণ করিয়া থাকেন। ভক্ত সাধকগণ ভগবানের নিকট এতাবৎ প্রার্থনা না করিলেও ভগবান্ স্বয়ং তাহার সঙ্কুলন করিয়া থাকেন। জীব মাত্রেই নিজ অন্নাচ্ছাদনাদি প্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু তদুপার্জ্জনের প্রযত্ন ও চেষ্টা করা তাহাদের আবশ্যক হইয়া পড়ে। আর ব্রহ্মৈকনিষ্ঠ ভক্ত বিনা চেষ্টায় ও বিনা যত্নে, উহা ভগবৎকৃপায় লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২২ ॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। [হে] কৌন্তেয়! শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ (শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া) যে ভক্তাঃ (যে সকল ভক্ত) অন্যদেবতাঃ অপি (অন্য দেবতাগণকেও) যজন্তে (পূজা করে) তে অপি (তাহারাও) অবিধিপূর্ব্বকং (অজ্ঞানপূর্ব্বক) মাম্ এব (আমাকেই) যজন্তি (পূজা করিয়া থাকে) ॥ ২৩ ॥

* যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা ইতি শ্রীধরস্বামিধৃতঃ পাঠঃ।

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাঽতশ্চ্যবন্তি তে ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে কৌন্তেয়! যাহারা ভক্তি ও শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া অন্য দেবতার পূজা করে, তাহারাও অজ্ঞান পূর্ব্বক আমারই পূজা করিয়া থাকে ॥২৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। নম্বন্যা অপি দেবতাস্ত্বমেব চেত্তদ্ভক্তাশ্চ ত্বামেব ভজন্তে; সত্যমেবং। যেঽপীতি। যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তাঃ—অন্যাসু দেবতাসু ভক্তা অন্যদেবতাভক্তাঃ সন্তো যজন্তে পূজয়ন্তি। শ্রদ্ধয়াস্তিক্যবুদ্ধ্যা। অন্বিতা অনুগতাঃ। তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্। অবিধিরজ্ঞানং। তৎপূর্ব্বকমজ্ঞানপূর্ব্বকং যজন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। নমু চ ত্বদ্ব্যতিরিকেণ বস্তুতো দেবতান্তরস্যাঽভাবাদিন্দ্রাদিসেবিনোঽপি ত্বদ্ভক্তা এবেতি কথং তে গতাগতং লভেরন্? তত্রাহ—যেঽপীতি। শ্রদ্ধয়োপেতাঃ ভক্তাঃ সন্তো যে জনা অন্যদেবতা ইন্দ্রাদিরূপা যজন্তে তেঽপি মামেব যজন্তীতি সত্যং। কিন্ত্ববিধিপূর্ব্বকং। মোক্ষপ্রাপকং বিধিং বিনা যজন্তি। অতস্তে পুনরাবর্ত্তন্তে ॥ ২৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবান্ ব্যতীত যখন আর কোন বস্তুরই অস্তিত্ব নাই, তখন ইন্দ্রাদি দেবতার পূজা করিলে তো ভগবানেরই পূজা করা হয়—ভগবানের পূজা করিলে যদি জীবের মুক্তি হয়, তবে ইন্দ্রাদি দেবতার পূজা কবিলে মুক্তি না হইবে কেন? অর্জ্জুনের এই সংশয় দূর করিবার জন্য ভগবান্ বলিতেছেন যে, জীব অবিধিপূর্ব্বক অর্থাৎ আমার স্বরূপ না জানিয়া ভেদবুদ্ধিতে পূজা করে বলিয়া ইন্দ্রাদি দেবতার ভক্তগণকে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। অন্য দেবতার ভক্ত অজ্ঞানী হইলেও তাহার পূজা আমিই গ্রহণ করিয়া থাকি, কিন্তু জ্ঞানহীন ভক্তি জীবকে পরম পদের অধিকারী করিতে পারে না ॥ ২৩ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। হি (যে হেতু) অহম্ এব (আমিই) সর্ব্বযজ্ঞানাং (সর্ব্ব যজ্ঞের) ভোক্তা প্রভুঃ চ (ও ফলপ্রদাতা), তু (কিন্তু) তে (তাহাবা) মাং (আমাকে) তত্ত্বেন (স্বরূপতঃ) ন অভিজানন্তি (জানে না); অতঃ (এই জন্য) চ্যবন্তি (প্রত্যাবর্ত্তন করে) ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। আমিই সর্ব্ব যজ্ঞের ভোক্তা ও ফলপ্রদাতা; ইহা জানিতে না পারায় জীবগণ পুনরাবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কস্মাত্তেঽবিধিপূর্ব্বকং যজন্ত ইতি? উচ্যতে। যস্মাৎ—অহমিতি। অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং শ্রৌতানাং স্মার্ত্তানাং চ সর্ব্বেষাং যজ্ঞানাং দেবতাত্বেন ভোক্তা চ প্রভুরেব চ। মৎস্বামিকো হি যজ্ঞঃ। অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্রেতি হ্যুক্তং। তথা ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেন যথাবৎ। অতশ্চাঽবিধিপূর্ব্বকমিষ্ট্বা যাগফলাচ্চ্যবন্তি প্রচ্যবন্তে তে ॥ ২৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এতদেব বিবৃণোতি—অহমিতি। সর্ব্বেষাং যজ্ঞানাং

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্ ॥ ২৫ ॥

তত্তদ্দেবতারূপেণাঽহমেব ভোক্তা। প্রভুশ্চ স্বামী। ফলদাতা চাঽপ্যহমেবেত্যর্থঃ। এবংভূতং মাং তে তত্ত্বেন যথাবন্নাঽভিজানন্তি। অতশ্চ্যবন্তি প্রচ্যবন্তে পুনরাবর্ত্তন্তে। যে তু সর্ব্বদেবতাসু মামেবাঽন্তর্যামিণং পশ্যন্তো যজন্তি তে তু নাবর্ত্তন্তে ॥ ২৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ইন্দ্রাদিদেবতারূপে, শ্রৌত ও স্মার্ত্ত সকল যজ্ঞেরই ভোক্তা ভগবান্, অন্তর্যামী রূপে ফলদাতাও তিনি। ইহা শ্রুতি ও স্মৃতি সিদ্ধ। ভগবান্‌কে এইরূপ সর্ব্বাত্মা ও সর্ব্বান্তর্যামী স্বরূপে না জানিতে পারায় জীবের মুক্তির পরিবর্ত্তে স্বর্গে গতি ও তাহা হইতে চ্যুতি হইয়া থাকে। ভগবানের সহিত অভেদাত্মবুদ্ধি না হইলে—প্রেমে উন্মত্ত হইয়া তাঁহার যথার্থ স্বরূপের প্রজ্বলিত কুণ্ডে আপনাকে আহুতি প্রদান না করিতে পারিলে —জীবের জগতে গতায়াত বন্ধ হয় না ॥ ২৪ ॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। দেবব্রতাঃ (দেবতাপূজকগণ) দেবান্ (দেবগণকে) যান্তি (লাভ করেন), পিতৃব্রতাঃ (পিতৃপূজক ব্যক্তিরা) পিতৄন্ (পিতৃগণকে) যান্তি (প্রাপ্ত হয়েন), ভূতেজ্যাঃ (ভূতপূজকেরা) ভূতানি (ভূত সমূহকে) যান্তি (লাভ করেন), মদ্যাজিনঃ অপি (আমার পূজকগণ) মাং (আমাকে) যান্তি (লাভ করেন) ॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি দেবতাদিগের পূজা করেন, মরণান্তে তিনি দেবতাদিগকে লাভ করিয়া থাকেন; যিনি পিতৃগণের পূজা করেন তিনি পিতৃগণকে, যিনি ভূতগণের পূজা করেন তিনি ভূতগণকে, এবং যিনি আমার পূজা করেন তিনি আমাকেই লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তিমন্তোঽবিধিপূর্ব্বকং যজন্তে তেষামপি যাগফলমবশ্যংভাবি। কথং?—যান্তীতি। যান্তি গচ্ছন্তি। দেবব্রতাঃ—দেবেষু ব্রতং নিয়মো ভক্তিশ্চ যেষাং তে দেবব্রতাঃ। দেবান্ যান্তি। পিতৄনগ্নিষ্বাত্তাদীন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ শ্রাদ্ধাদি-ক্রিয়াপরাঃ পিতৃভক্তাঃ। ভূতানি বিনায়কমাতৃগণচতুর্ভগিন্যাদীনি যান্তি ভূতেজ্যা ভূতানাং পূজকাঃ। যান্তি মদ্যাজিনো মদ্যজনশীলা বৈষ্ণবা মামেব। সমানেঽপ্যায়াসে মামেব ন ভজন্তেঽজ্ঞানাৎ। তেন তেঽল্পফলভাজো ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেবোপপাদয়তি—যান্তীতি। দেবেষিন্দ্রাদিষু ব্রতং নিয়মো যেষাং তে। অস্তবতো দেবান্ যান্তি। অতঃ পুনরাবর্ত্তন্তে। পিতৃষু ব্রতং যেষাং শ্রাদ্ধাদিক্রিয়াপরাণাং তে পিতৄন্ যান্তি। ভূতেষু বিনায়কমাতৃগণাদিষিজ্যা পূজা যেষাং তে ভূতেজ্যা ভূতানি যান্তি। মাং যষ্টুং শীলং যেষাং তে মদ্যাজিনঃ। তে তু মামেবাঽক্ষয়ং পরমানন্দস্বরূপং নারায়ণং যান্তি ॥ ২৫ ॥

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ ২৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভেদে উপাসক ত্রিবিধ। যে সাত্ত্বিকগণ ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে পূজা করেন, তাঁহারা দেবব্রত। যাঁহারা রজোগুণ-প্রভাবে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণকে আরাধনা করেন, তাঁহারা পিতৃব্রত। তমোগুণ প্রভাবে যাহারা যক্ষ, রক্ষঃ, বিনায়ক, মাতৃগণাদি ভূত সকলকে ভজনা করে, তাহারা ভূতেজ্য। উপাসনার গুণে উপাসকগণ নিজ নিজ উপাস্য দেবতাদিগকে প্রাপ্ত হয়েন। শ্রুতিতে লিখিত আছে—"তং যথা যথোপাসতে তদেব ভবতি।" আর যে সকল ব্যক্তি সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম বাসুদেবের আরাধনা করেন, তাঁহারা তাঁহাকে পাইয়া পরমানন্দ লাভ করেন, এবং পুনরাবৃত্তি হইতে অব্যাহতি পান॥ ২৫॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। যঃ (যিনি) মে (আমাকে) ভক্ত্যা (ভক্তিপূর্ব্বক) পত্রং (পত্র) পুষ্পং ফলং তোয়ং (ফুল, ফল ও জল) প্রযচ্ছতি (দান করেন), অহং (আমি) প্রযতাত্মনঃ (শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির) ভক্ত্যুপহৃতং (শ্রদ্ধাপ্রদত্ত) তৎ (সেই উপহার) অশ্নামি (গ্রহণ করি)॥ ২৬॥

বঙ্গানুবাদ। পত্র, পুষ্প, ফল, বা জল, যিনি যাহা ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে দান করেন, আমি সেই শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির শ্রদ্ধাপ্রদত্ত পদার্থ প্রীতিপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া থাকি॥ ২৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ন কেবলং মদ্ভক্তানামনাবৃত্তিলক্ষণমনন্তফলমুক্তং। সুখারাধনশ্চাহং। কথং?—পত্রমিতি। পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়মুদকং যো মে মহ্যং ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি তদহং পত্রাদি—ভক্ত্যোপহৃতং ভক্তিপূর্ব্বকং প্রাপিতং—ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি গৃহ্লামি। প্রযতাত্মনঃ শুদ্ধবুদ্ধেঃ॥ ২৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেবং স্বভক্তানামক্ষয়ফলমুক্তম্। অনায়াসত্বং চ স্বভক্তের্দর্শয়তি—পত্রমিতি। পত্রপুষ্পাদিমাত্রমপি মহ্যং ভক্ত্যা প্রীত্যা যঃ প্রযচ্ছতি তস্য প্রযতাত্মনঃ শুদ্ধচিত্তস্য নিষ্কামভক্তস্য। তৎ পত্রপুষ্পাদিকং ভক্ত্যা তেনোপহৃতং সমর্পিতমহমশ্নামি প্রীত্যা গৃহ্লামি। ন হি মহাবিভূতিপতেঃ পরমেশ্বরস্য মম ক্ষুদ্রদেবতানামিব বহুবিত্তসাধ্যযাগাদিভিঃ পরিতোষঃ স্যাৎ। কিন্তু ভক্তিমাত্রেণ। অতো ভক্তেন সমর্পিতং যৎকিঞ্চিৎ পত্রাদিমাত্রমপি তদনুগ্রহার্থমেবাহমশ্নামীতি ভাবঃ॥ ২৬॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভ্রমান্ধগণ বহু আয়াস ও ব্যয় সাধ্য যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ইন্দ্রাদি দেবতার আরাধনা করে, অথচ চরমে পরম ফল প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥ ২৭ ॥

পরিণামে পরম সুখ প্রাপ্ত হয়েন, অথচ তাঁহার আরাধনা কালে অধিক পরিশ্রম বা ব্যয় করিতে হয় না। কেন না তিনি কোন বস্তুরই ভিখারী নহেন। তাঁহাকে অতুল সাম্রাজ্য নিবেদন করিয়া দাও, অথবা একটি তুলসীদলই নিবেদন কর, তিনি উভয়ই অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। ভক্তির সহিত তাঁহাকে যাহাই দান করিবে, তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট। যিনি যত পরিমাণে ভক্তিসহ ভগবানের পূজা করিয়া থাকেন, তিনি তত পরিমাণে অধিক ফল লাভ করেন। ভগবান্ ভক্তি ব্যতীত কেবল প্রচুর নৈবেদ্য দর্শনে সন্তুষ্ট হয়েন না। ভক্তিই ভগবদুপাসনার মূল উপাদান। তুমি হয় তো মনে করিবে, ফল পুষ্পাদি ভগবানের নির্ম্মিত পদার্থ, তাঁহাকে তাহা দিলে তিনি সুখী হইবেন কেন? এবং বলিবে যে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিলে তবে তাঁহার প্রকৃত পূজা হয়। আমি বলি—সাধক। তোমার মনঃপ্রাণ কি তাঁহার নির্ম্মিত নহে? তুমি যাহা দিয়া পূজা করিবে, তাহাই তো তাঁহার। তাঁহার নহে এমন সামগ্রী পাইবে কোথায়? ভক্তিপূর্ব্বক যাহা দিবে, তাহাই তিনি ভক্তের উপহার বলিয়া প্রীতিপূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন ॥ ২৬ ॥

—:০:—

অন্বয়বোধিনী। [হে] কৌন্তেয়! [তুমি] যৎ (যাহা) করোষি (অনুষ্ঠান কর), যৎ অশ্নাসি (ভোজন কর), যৎ জুহোষি (হোম কর), যৎ দদাসি (দান কর), যৎ তপস্যসি (তপস্যা কর), তৎ (তাহা) মদর্পণং (আমাতে অর্পণ) কুরুষ্ব (করিবে) ॥ ২৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে কৌন্তেয়! তুমি যাহা কিছু কর—ভোজন কর বা হোম কর, দান কর বা তপস্যা কর, সমস্তই আমাতে অর্পণ করিবে ॥ ২৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যত এবমতঃ—করোষীতি। যৎ করোষি যদাচরসি শাস্ত্রীয়ং কর্ম্ম। স্বতঃ প্রাপ্তং যদশ্নাসি যৎ খাদসি। যচ্চ জুহোষি হবনং নির্ব্বর্ত্তয়সি শ্রৌতং স্মার্ত্তং বা। যদ্দদাসি প্রযচ্ছসি ব্রাহ্মণাদিভ্যো হিরণ্যান্নরত্নাদি। যত্তপস্যসি তপশ্চরসি। কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণং মৎসমর্পণম্ ॥ ২৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ন চ পত্রপুষ্পাদিকমপি যজ্ঞার্থপশুসোমাদিদ্রব্যবন্ম-দর্থমেবোদ্যমৈরাপাদ্য সমর্পণীয়ং। কিং তর্হি?—যৎ করোষীতি। স্বভাবতঃ শাস্ত্রতো বা যৎ-কিঞ্চিৎ কর্ম্ম করোষি। তথা যদশ্নাসি। যজ্জুহোষি। যদ্দদাসি। যচ্চ তপস্যসি তপঃ করোষি। তৎ সর্ব্বং ময্যর্পিতং যথা ভবত্যেবং কুরুষ্ব ॥ ২৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। কিরূপে ভগবানের আরাধনা করিলে জীবের ভগবৎপদ লাভ হয়, এই শ্লোকে তাহাই কথিত হইয়াছে। মনুষ্যের যত কিছু কর্ত্তব্য কার্য্য আছে,

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥ ২৮ ॥

শাস্ত্রীয়ই হউক বা লৌকিকই হউক, সমস্তই ঈশ্বরে অর্পণ করিতে হয়। জীব যে গমনাগমন করে, নিজ তৃপ্তির জন্য ভোজনাদি বা পরিচ্ছদাদি ধারণ করে, অথবা নিত্য অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠান করে, কিংবা অতিথি ব্রাহ্মণাদিকে অন্ন স্বর্ণাদি দান করে, বা নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্তার্থ চান্দ্রায়ণাদি ব্রত করে, অথবা আত্মসাক্ষাৎকারার্থ ইন্দ্রিয়াদির নিগ্রহ করে, অর্থাৎ শ্রৌত স্মার্ত্ত বা লৌকিক যে কোন কর্ত্তব্য কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করুক না কেন, তৎসমস্তই ঈশ্বরে সমর্পিত হইলে ভগবান্ তাহাকে মুক্তি দান করিয়া থাকেন। এই শ্লোকাভিপ্রায়ে কেহ যেন মনে করিবেন না, যে চুরি করিয়া, অভক্ষ্য ভোজন করিয়া, অথবা বেশ্যাগমনাদি করিয়া "কৃষ্ণায় অর্পণমস্তু" বলিলে তিনি অব্যাহতি পাইবেন। লোকতঃ বা শাস্ত্রতঃ যাহা কিছু "কর্ত্তব্য" তাহাই ভগবানে সমর্পিত হইলে মুক্তি লাভ হয়। "অকর্ত্তব্য" কার্য্যের ফল সমর্পণ করিতে গেলে বিপরীত হইয়া উঠে ॥ ২৭ ॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। এবং (এইরূপে) শুভাশুভফলৈঃ (শুভাশুভফলরূপ) কর্ম্মবন্ধনৈঃ (কর্ম্মবন্ধন হইতে) মোক্ষ্যসে (মুক্ত হইবে), বিমুক্তঃ (এইরূপে মুক্ত হইয়া) সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা (কর্ম্মফলত্যাগরূপযোগযুক্ত হইয়া) মাম্ (আমাকে) উপৈষ্যসি (প্রাপ্ত হইবে) ॥ ২৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। এইরূপে সাধনা করিলে জীব শুভাশুভ কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। তুমি এইরূপ সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা হইয়া কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভপূর্ব্বক আমাকে প্রাপ্ত হইবে ॥ ২৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবং কুর্ব্বতস্তব যদ্ভবতি তচ্ছৃণু—শুভাশুভফলৈরিতি। শুভাশুভফলৈঃ - শুভাশুভে ইষ্টানিষ্টে ফলে যেষাং তানি শুভাশুভফলানি কর্ম্মাণি। তৈঃ শুভাশুভফলৈঃ। কর্ম্মবন্ধনৈঃ—কর্ম্মাণ্যেব বন্ধনানি তৈঃ কর্ম্মবন্ধনৈঃ। এবং মৎসমর্পণং কুর্ব্বন্ মোক্ষ্যসে। সোঽয়ং সংন্যাসযোগো নাম। সংন্যাসশ্চাঽসৌ মৎসমর্পণতয়া—কর্ম্মত্বাদ্‌যোগশ্চাঽসাবিতি। তেন সংন্যাসযোগেন যুক্ত আত্মাঽন্তঃকরণং যস্য তব স ত্বং সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা সন্। বিমুক্তঃ কর্ম্মবন্ধনৈর্জীবন্নেব। পতিতে চাঽস্মিঞ্শরীরে মামুপৈষ্যাগমিষ্যসি ॥ ২৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবং চ যৎ ফলং প্রাপ্স্যসি তচ্ছৃণু—শুভাশুভেতি। এবং কুর্ব্বন্ কর্ম্মবন্ধনৈঃ কর্ম্মনিমিত্তৈরিষ্টানিষ্টফলৈর্মুক্তো ভবিষ্যসি। কর্ম্মণাং ময়ি সমর্পিতত্বেন তব তৎফলসম্বন্ধাঽনুপপত্তেঃ। তৈশ্চ বিমুক্তঃ সন্। সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা—সংন্যাসঃ কর্ম্মণাং মদর্পণং। স এব যোগঃ। তেন যুক্ত আত্মা চিত্তং যস্য। তথাভূতস্ত্বং মাং প্রাপ্স্যসি ॥ ২৮ ॥

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাঽপ্যহম্ ॥ ২৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। সমস্ত অনুষ্ঠানই ভগবানে অর্পণ করিতে শিক্ষা করিলে জীবের ইষ্টানিষ্ট বুদ্ধি ক্রমশঃ বিলুপ্ত হয়। ভগবান্ ব্যতীত যাহার অন্য লক্ষ্য নাই, তাহার কার্য্যাকার্য্য বোধও নাই। সাধকের এই অবস্থায় যদি কোন সুকার্য্য বা কুকার্য্য সম্পাদিত হয়, তবে তাঁহার সদসদভিসন্ধির অভাব বশতঃ ফল ভোগ করিতে হয় না। ভগবান্ তাঁহাকে কর্ম্মপাশ হইতে মুক্ত করেন। এই সম্পূর্ণ ত্যাগরূপ যোগ সিদ্ধ হইলেই সাধক পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

——:০:-

অন্বয়বোধিনী। অহং সর্ব্বভূতেষু (সর্ব্বজীবের পক্ষে) সমঃ (একরূপ), মে (আমার) দ্বেষ্যঃ (অপ্রিয়) প্রিয়ঃ চ (ও প্রিয়) ন অস্তি (নাই), যে তু (যাহারা) মাং (আমাকে) ভক্ত্যা (ভক্তিপূর্ব্বক) ভজন্তি (ভজনা করে) তে (তাহারা) ময়ি (আমাতে) [অবস্থিতি করে], অহম্ অপি (আমিও) তেষু (তাহাদিগের মধ্যে) [থাকি] ॥ ২৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। আমি সর্ব্বজীবের পক্ষেই একরূপ ; আমার কেহ প্রিয় বা কেহই অপ্রিয় নাই। যাহারা আমাকে ভক্তি পূর্ব্বক ভজনা করে, তাহারা আমাতে অবস্থিতি করে ; এবং আমি তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া থাকি ॥ ২৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। রাগদ্বেষবাংস্তর্হি ভগবান্। যতো ভক্তাননুগৃহ্লাতি নেতরানিতি। তন্ন—সমোঽহমিতি। সমস্তুল্যোঽহং সর্ব্বভূতেষু। ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি। ন প্রিয়ঃ। অগ্নিবদহং। দূরস্থানাং যথাঽগ্নিঃ শীতং নাঽপনয়তি সমীপমুপসর্পতামপনয়তি। তথাঽহং ভক্তাননুগৃহ্লামি। নেতরান্। যে ভজন্তি তু মামীশ্বরং ভক্ত্যা ময়ি তে স্বভাবত এব—ন মম রাগনিমিত্তং—বর্ত্তন্তে। তেষু চাঽপ্যহং স্বভাবত এব বর্ত্তে। নেতরেষু। নৈতাবতা তেষু দ্বেষো মম ॥ ২৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যদি ভক্তেভ্য এব মোক্ষং দদাসি নাঽভক্তেভ্যস্তর্হি তবাঽপি কিং রাগদ্বেষাদিকৃতং বৈষম্যমস্তি ? নেত্যাহ—সমোঽহমিতি। সমোঽহং সর্ব্বেষ্বপি ভূতেষু। অতো মে মম প্রিয়শ্চ দ্বেষ্যশ্চ নাঽস্ত্যেব। এবং সত্যপি যে মাং ভজন্তি তে ভক্ত্যা ময়ি বর্ত্তন্তে। অহমপি তেষ্বনুগ্রাহকতয়া বর্ত্তে। অয়ং ভাবঃ—যথাগ্নেঃ স্বসেবকেষ্বেব তমঃশীতাদিদুঃখমপাকুর্ব্বতোঽপি ন বৈষম্যং। যথা বা কল্পবৃক্ষস্য। তথৈব ভক্তপক্ষপাতিনোঽপি মম বৈষম্যং নাঽস্ত্যেব। কিন্তু মদ্ভক্তেরেবায়ং মহিমেতি ॥ ২৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। সত্তা, স্ফুরণ ও আনন্দ ভেদে ভগবানের স্বভাবিক রূপ

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৩০ ॥

ত্রিবিধ। কেহ ভক্ত হউক বা অভক্ত হউক, ভগবান্ এতৎ ত্রিবিধরূপে সকলের মধ্যেই সমানভাবে বিদ্যমান। নিজ নিজ সত্তার সঙ্গে, নিজ নিজ বিকাশের সঙ্গে, এবং নিজ নিজ আনন্দের সঙ্গে, সকলেই ভগবানের সত্তা স্ফুরণ ও আনন্দের সমান অধিকারী। তাঁহার কাহারও প্রতি স্নেহ বা কাহারও প্রতি বিদ্বেষ নাই। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক ভগবান্কে ভজনা করেন, তাঁহার ভক্তির গুণে অন্তঃকরণ অত্যন্ত নির্ম্মল হইলে তিনি ভগবদ্ভাব লাভ করেন। স্বচ্ছ স্ফটিক যেমন জবার নিকট থাকিলে রক্তবর্ণ দেখায়, কিন্তু একটি লৌহপিণ্ড জবার নিকটে থাকিলে সেরূপ দেখায় না; সেইরূপ ভক্তির জন্য শুদ্ধান্তঃকরণে ব্রহ্মানন্দের উপলব্ধি হয়, এবং অভক্ত জন তাহাতে বঞ্চিত থাকে। ইহাতে ভগবানের পক্ষপাত নাই। কেবল সাধকের নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে এই রূপ হইয়া থাকে মাত্র। ভক্তের প্রেমের গুণে ভগবান্ আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। ভক্তি তাঁহাকে আকর্ষণ করিবার মূল মন্ত্র। ভক্তের প্রতি ভগবানের যে একটু বিশেষ টান দেখা যায়, তাহা ভক্তের ভক্তির গুণে, ভগবানের পক্ষপাতের দোষে নহে ॥ ২৯ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। চেৎ (যদি) সুদুরাচারঃ অপি (নিতান্ত দুরাচারও) অনন্যভাক্ (অনন্যচিত্ত হইয়া) মাং (আমাকে) ভজতে (ভজনা করে), সঃ (সে ব্যক্তি) সাধুঃ এব (সাধু বলিয়াই) মন্তব্যঃ (পরিগণিত হয়), হি (যেহেতু) সঃ সম্যক্ ব্যবসিতঃ (যত্নশীল) ॥ ৩০ ॥

বঙ্গানুবাদ। যদি কোন ব্যক্তি নিতান্ত দুরাচার হইয়াও অনন্যচিত্তে আমার ভজনা করে, তাহাকে সাধু বলিয়া জানিবে; কেননা তাহার যত্ন অতি সাধু ॥ ৩০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। শৃণু মদ্ভক্তের্মাহাত্ম্যম্—অপি চেদিতি। অপি চেদ্যদ্যপি। সুষ্ঠু দুরাচারঃ সুদুরাচরোঽতীব কুৎসিতাচারোঽপি। ভজতে মামনন্যভাগনন্যভক্তিঃ সন্। সাধুরেব সম্যগ্বৃত্ত এব স মন্তব্যো জ্ঞাতব্যঃ। সম্যগ্যথাবদ্ব্যবসিতো হি যস্মাৎ সাধুনিশ্চয়ঃ সঃ ॥ ৩০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অপি চ মদ্ভক্তেরেবাঽয়মবিতর্ক্যঃ প্রভাব ইতি দর্শয়ন্নাহ—অপি চেদিতি। অত্যন্তং দুরাচারোঽপি নরো যদ্যপ্যপৃথক্ত্বেন পৃথগ্দেবতাঽপি বাসুদেব এবেতি বুদ্ধ্যা দেবতান্তরভক্তিমকুর্ব্বন্ মামেব পরমেশ্বরং ভজতে তর্হি সাধুঃ শ্রেষ্ঠ এব

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৩১ ॥

স মন্তব্যঃ। যতোঽসৌ সম্যগ্ব্যবসিতঃ পরমেশ্বরভজনেনৈব কৃতার্থো ভবিষ্যামীতি শোভনমধ্যবসায়ং কৃতবান্ ॥ ৩০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। পাপের শান্তির জন্য ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে কৃচ্ছ্র অতিকৃচ্ছ্র ও মহাকৃচ্ছ্র আদি প্রায়শ্চিত্তের, এবং রাজপের রাজসূয় ও অশ্বমেধ আদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হয়। এক একটি প্রায়শ্চিত্ত এক একটি পাপের শান্তি করিতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি অতি দুরাচার, যাহার পাপের সীমা নাই, প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাহার নিষ্পাপ হওয়া সুকঠিন। মনে কর, একজন দুরাত্মা এমন দশটি পাপ করিয়াছে, যাহার প্রত্যেকটি হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে, তুষানলপ্রায়শ্চিত্ত বা অগ্নিপ্রবেশ করিতে হয়, কিন্তু একজন মনুষ্য এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত এক জীবনে একটির অধিক করিতে পারে না। একটি প্রায়শ্চিত্তে একটি পাপের বিনাশ হইতে পারে, কিন্তু অবশিষ্ট নয়টি পাপের ধ্বংস হইবার উপায় কি? সমস্ত প্রায়শ্চিত্তের এবং যজ্ঞানুষ্ঠানের একমাত্র লক্ষ্য ভগবানের প্রতি একান্ত অনুরাগ জন্মিলে অপ্রায়শ্চিত্তার্হ পাতকরাশিও বিনষ্ট হইয়া যায়।

অতিপাপপ্রসক্তোঽপি ধ্যায়ন্নিমিষমচ্যুতম্।
ভূয়স্তপস্বী ভবতি পঙ্ক্তিপাবনপাবনঃ ॥
প্রায়শ্চিত্তান্যশেষাণি তপঃকর্ম্মাত্মকানি বৈ।
যানি তেষামশেষাণাং কৃষ্ণানুস্মরণং পরম্ ॥

অত্যন্ত পাপাসক্ত ব্যক্তি যদি অনন্যচিত্তে নিমেষ মাত্রও ভগবানের আরাধনা করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া তপস্বী পরিগণিত হয়। সে ব্যক্তি যে লোকমণ্ডলীর মধ্যে উপবেশন করে, সে সকল লোক পবিত্র হয়; এবং তাহার দর্শনে লোক সকল কৃতার্থ হয়। একান্ত ভগবদ্ভক্তি সর্ব্বপাপবিনাশের ও পরম সুখের কারণ ॥ ৩০ ॥

:০:-

অন্বয়বোধিনী। [সে ব্যক্তি] ক্ষিপ্রং (শীঘ্র) ধর্ম্মাত্মা ভবতি (হয়), শশ্বৎ (নিত্য) শান্তিং নিগচ্ছতি (লাভ করে)। [হে] কৌন্তেয়! মে (আমার) ভক্তঃ ন প্রণশ্যতি (বিনাশ প্রাপ্ত হয় না)——[ইহা] প্রতিজানীহি (নিশ্চয় জানিও) ॥ ৩১ ॥

বঙ্গানুবাদ। সে ব্যক্তি শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হয়, এবং নিত্য শান্তি লাভ করে। হে কৌন্তেয়! আমার ভক্ত কখনই বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, তুমি ইহা নিশ্চয় ॥ ৩১ ॥

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥৩২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। উৎসৃজ্য চ বাহ্যাং দুরাচারতামন্তঃসম্যগ্ব্যবসায়সামর্থ্যাৎ—ক্ষিপ্রমিতি। ক্ষিপ্রং শীঘ্রং। ভবতি ধর্মাত্মা ধর্মচিত্ত এব। শশ্বন্নিত্যং। শান্তিং চোপশমং। নিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি। শৃণু পরমার্থং—কৌন্তেয় প্রতিজানীহি নিশ্চিতাং প্রতিজ্ঞাং কুরু। ন মে মম ভক্তো মযি সমর্পিতান্তরাত্মা। মদ্ভক্তো ন প্রণশ্যতীতি ॥ ৩১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। নমু কথং সমীচীনাধ্যবসায়মাত্রেণ সাধুর্মন্তব্যঃ? তত্রাহ—ক্ষিপ্রমিতি। সুদুরাচারোঽপি মাং ভজন্ শীঘ্রং ধর্মচিত্তো ভবতি। ততশ্চ শশ্বচ্ছান্তিং চিত্তোপশমোপরমরূপাং পরমেশ্বরনিষ্ঠাং নিতরাং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি। কুতর্ককর্কশবাদিনো নৈতন্মন্যেরন্নিতিশঙ্কাকুলমর্জুনং প্রোৎসাহয়তি—হে কৌন্তেয় পটহাদিমহাঘোষপূর্বকং বিবদমানানাং সভাং গত্বা বাহুমুৎক্ষিপ্য নিঃশঙ্কং প্রতিজানীহি প্রতিজ্ঞাং কুরু। কথং? মে পরমেশ্বরস্য ভক্তঃ সুদুরাচারোঽপি ন প্রণশ্যতি। অপি তু কৃতার্থ এব ভবতীতি। ততশ্চ তে ত্বৎপ্রৌঢ়িবিজৃম্ভবিধ্বংসিতকুতর্কাঃ সন্তো নিঃসংশয়ং ত্বামেব গুরুত্বেনাশ্রয়েরন্ ॥ ৩১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবদারাধনার এমনি আশ্চর্য্য মহিমা যে, তদ্দ্বারা মহাপাতকীও শীঘ্র ধর্ম্মাত্মা হয়, এবং তীব্র বৈরাগ্যবেগে তাহার বিষয় ভোগ বাসনা বিদূরিত হয়। পাছে অর্জ্জুন মনে করেন যে, ঈদৃশ ভক্ত পূর্ব্বাভ্যস্ত দুষ্ক্রিয়াদোষে বিনাশ প্রাপ্ত হয়—এই জন্যই ভগবান্ ভক্তগণকে যেন বাম হস্তে ক্রোড়ের দিকে টানিয়া, দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী উঠাইয়া অর্জ্জুনকে বলিতেছেন যে, তাঁহার ভক্ত কিছুতেই বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞানের দ্বারা পাপক্ষয় হয় সত্য, কিন্তু তত্তাবৎ সাঙ্গোপাঙ্গ সম্পূর্ণ রূপে অনুষ্ঠিত না হইলে সুফল দান করে না। অনুষ্ঠানের ত্রুটি হইলে কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞান পণ্ড হইয়া যায়। কিন্তু ভক্তি সেরূপ নয়। ভক্ত সম্পূর্ণরূপে না হউক, তাহার প্রাণপণে যতদূর সামর্থ্য থাকে, ততখানি ভক্তিপূর্ব্বক যদি ভগবানকে আরাধনা করে, ভগবান্ সেই ঐকান্তিকতায় বশীভূত হইয়া তাহার কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন। মৃত্যুকালে ভক্ত যদি অজ্ঞানাভিভূত হইয়া ভগবান্‌কে ডাকিতে না পারে, তথাপি ভক্তবৎসল দীনবন্ধু স্বয়ংই আসিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসেন। অজ্ঞান বা মোহ বশতঃ ভগবদ্ভক্তের কখন পতন বা বিনাশ হয় না ॥ ৩১ ॥

:০:-

অন্বয়বোধিনী। [হে] পার্থ! স্ত্রিয়ঃ (স্ত্রীগণ), বৈশ্যাঃ (বৈশ্যগণ), তথা শূদ্রাঃ অপি (ও শূদ্রগণ) যে (যাহারা) পাপযোনয়ঃ (পাপযোনিসম্ভূত) স্যুঃ (হয়), তে

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥৩৩॥

অপি (তাহারাও) মাং ব্যপাশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) পরাং গতিং হি (পরম গতিই) যান্তি (লাভ করে) ॥ ৩২ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে পার্থ! আমার আশ্রয় গ্রহণ করিলে পাপযোনিসম্ভূত জীবগণ, এবং স্ত্রী বৈশ্য ও শূদ্র সকলেই পরম গতি লাভ করিয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—মাং হীতি। মাং হি যস্মাৎ পার্থ ব্যপাশ্রিত্য মামাশ্রিত্যাশ্রয়ত্বেন গৃহীত্বা। যেঽপি স্যুর্ভবেয়ুঃ। পাপযোনয়ঃ—পাপা যোনির্যেষাং তে পাপযোনয়ঃ পাপজন্মানঃ। কে ত ইতি? আহ—স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাঃ। তেঽপি যান্তি পরাং গতিং প্রকৃষ্টাং গতিম্ ॥ ৩২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। স্বাচারভ্রষ্টং মদ্ভক্তিঃ পবিত্রীকরোতীতি কিমত্র চিত্রং? যতো মদ্ভক্তির্দুষ্কুলানপ্যনধিকারিণোঽপি সংসারান্মোচয়তীত্যাহ—মাং হীতি। যেঽপি পাপযোনয়ঃ স্যুর্নিকৃষ্টজন্মানোঽন্ত্যজাদয়ো ভবেয়ুঃ। যেঽপি বৈশ্যাঃ কেবলং কৃষ্যাদিনিরতাঃ। স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাশ্চাঽপ্যধ্যয়নাদিরহিতাঃ। তেঽপি মাং ব্যপাশ্রিত্য সংসেব্য পরাং গতিং যান্তি। হি নিশ্চিতম ॥ ৩২

গীতার্থসন্দীপনী। শুদ্ধাধিকারী ব্যক্তিকে ভক্তি যে পরম পদ দান করে, তাহার ত সন্দেহই নাই। যাহারা পূর্ব্বজন্মকৃত পাপ জন্য চণ্ডাল অথবা সর্প বা তির্য্যক্ কুলে জন্ম গ্রহণ করে, এবং বেদাধ্যয়ন বর্জ্জিত স্ত্রীজাতি, কৃষিবাণিজ্যাদি লৌকিক ব্যাপারে সর্ব্বদা ব্যস্ত বৈশ্যজাতি, অথবা বৈদিক জ্ঞানের অভাব প্রযুক্ত মুক্তির অযোগ্য শূদ্রও ভক্তির প্রভাবে অনায়াসে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। অর্থাৎ যে যেমনই কেন পাপ করুক না, তীব্র ভগবদ্ভক্তির উদয় হইলে, দীপশিখায় তুলারাশি দহনের ন্যায় সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। কর্ম্মের বা উপাসনার অথবা যোগের কিংবা জ্ঞানের অধিকারী, সকলে সকল সময়ে হইতে পারে না; কিন্তু জীব মাত্রেই—জাতি, বর্ণ, বয়ঃক্রম, গুণ, অবস্থা আদি নির্ব্বিশেষে ভক্তির অধিকারী হইতে পারে। ভক্তি সকল অপেক্ষা সুখসাধ্য ও সকলের কল্যাণকারিণী ॥ ৩২ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। পুণ্যাঃ (পবিত্র) ব্রাহ্মণাঃ (ব্রাহ্মণগণ) তথা ভক্তাঃ রাজর্ষয়ঃ (ভক্ত ক্ষত্রিয়গণ) [পরম গতি লাভ করিবেন] কিং পুনঃ (তাহাতে আর কথা কি?); [অতএব তুমি] অনিত্যম্ অসুখম্ (দুঃখকর) ইমং (এই) লোকং (মনুষ্য দেহ) প্রাপ্য (পাইয়া) মাং ভজস্ব (আরাধনা কর) ॥ ৩৩ ॥

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥৩৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।

বঙ্গানুবাদ। বর্ণোত্তম ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় আমার ভক্তির প্রভাবে যে পরমগতি লাভ করিবেই করিবে, তাহা বলাই বাহুল্য। অতএব তুমি এই অনিত্য ও দুঃখায়তন মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইয়া আমারই আরাধনা কর ॥ ৩৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিং পুনরিতি। কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যাঃ পুণ্যযোনয়ঃ। ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা। রাজানশ্চ ত ঋষয়শ্চেতি রাজর্ষয়ঃ। যত এবমতোঽনিত্যং ক্ষণভঙ্গুরমসুখং চ সুখবর্জিতমিমং লোকং মনুষ্যলোকং প্রাপ্য। পুরুষার্থসাধনং দুর্লভং মনুষ্যত্বং লব্ধ্বা। ভজস্ব সেবস্ব মাম্ ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যদৈবং তদা সৎকুলাঃ সদাচারাশ্চ মদ্ভক্তাঃ পরাং গতিং যান্তীতি কিং বক্তব্যমিত্যাহ—কিং পুনরিতি। পুণ্যাঃ সুকৃতিনো ব্রাহ্মণাঃ। তথা রাজানশ্চ ত ঋষয়শ্চ ক্ষত্রিয়াঃ। এবংভূতাঃ পরাং গতিং যান্তীতি কিং পুনর্বক্তব্যমিত্যর্থঃ। অতস্ত্বমিমং রাজর্ষিরূপং দেহং প্রাপ্য লব্ধ্বা মাং ভজস্ব। কিঞ্চাঽনিত্যমধ্রুবমসুখং সুখরহিতং চেমং মর্ত্ত্যলোকং প্রাপ্যাঽনিত্যত্বাদ্বিলম্বমকুর্ব্বন্নসুখত্বাচ্চ সুখার্থমুদ্যমং হিত্বা মামেব ভজস্বেত্যর্থঃ ॥৩৩॥

গীতার্থসন্দীপনী। যখন অন্ত্যজ জাতি এবং মুক্তির অনধিকারিগণই ভক্তি-যোগে পরম পদলাভ করিতে পারে, তখন ভক্তিমান্ হইলে সদ্বংশজাত সদাচারযুক্ত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ যে মুক্তিলাভ করিবে, তাহাতে সংশয় নাই। তাই ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিলেন, গর্ভযাতনাদি সহিয়া রোগাদির আশ্রয়ভূমি এবং ক্ষণবিধ্বংসী মানব শরীর পাইয়া তুমি তত্ত্ব-জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছে। আর বিলম্ব করিও না, শীঘ্রই রাজর্ষি জনকাদির ন্যায় ভক্তিমান্ হইয়া আমার আরাধনা কর; আমি সম্মুখে বিদ্যমান, এবং গুরু রূপে ভক্তিযোগ শিক্ষা দিতেছি। ভক্তিপ্রবণ হইবার ইহাই শুভ অবসর। এমন সুযোগ ও শুভ লগ্ন চলিয়া গেলে ভক্তি লাভ করা কঠিন হইবে। অতএব আর বিলম্ব করিও না, ভক্তিপরায়ণ হও ॥ ৩৩ ॥

—:o:—

অন্বয়বোধিনী। মন্মনাঃ (মদগতচিত্ত) মদ্ভক্তঃ [ও] মদ্যাজী (আমার পূজা-পরায়ণ) ভব (হও), মাং নমস্কুরু (আমাকে নমস্কার কর), এবং (এইরূপে) মৎপরায়ণঃ

(আমার শরণাগত হইয়া) আত্মানং (মনকে) যুক্ত্বা (আমাতে সমর্পণ পূর্ব্বক) মাম্ এব (আমাকেই) এষ্যসি (প্রাপ্ত হইবে)॥ ৩৪॥

বঙ্গানুবাদ। তুমি মদ্‌গতচিত্ত, মদ্ভক্ত ও আমার পূজাপরায়ণ হও, এবং আমাকে নমস্কার কর। এইরূপে আমার শরণাগত হইয়া তোমার নিজ অন্তঃকরণ আমাকে সমর্পণ পূর্ব্বক আমাকে প্রাপ্ত হও॥ ৩৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কথং ?—মন্মনা ইতি। মন্মনাঃ—ময়ি মনো যস্য সঃ। ত্বং মন্মনা ভব। তথা মদ্ভক্তো ভব। মদ্‌যাজী মদ্‌যজনশীলো ভব। মামেব চ নমস্কুরু। মামেবেশ্বরমেব,স্ত্যাগমিষ্যসি যুক্ত্বা সমাধায় চিত্তমাত্মানম্—অহং হি সর্ব্বেষাং ভূতানামাত্মা। পরা চ গতিঃ পরময়নং। তং মামেবংভূতম্—এষ্যসীত্যতীতেন পদেন সম্বন্ধঃ। মৎপরায়ণঃ সন্নিত্যর্থঃ॥ ৩৪॥

ইতি শাঙ্করে শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যে নবমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ভজনপ্রকারং দর্শয়ন্নুপসংহরতি—মন্মনা ইতি। ময্যেব মনো যস্য স মন্মনাঃ। তাদৃশস্ত্বং ভব। তথা মমৈব ভক্তঃ সেবকো ভব। মদ্‌যাজী মৎপূজনশীলো ভব। মামেব চ নমস্কুরু। এবমেভিঃ প্রকারৈর্ম্মৎপরায়ণঃ সন্নাত্মানং মনো ময়ি যুক্ত্বা সমাধায় মামেব পরমানন্দরূপমেষ্যসি প্রাপ্স্যসি॥ ৩৪॥

নিজমৈশ্বর্য্যমাশ্চর্য্যং ভক্তেশ্চাদ্ভুতবৈভবম্।
নবমে রাজগুহ্যাখ্যে কৃপয়াঽবোচদচ্যুতঃ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াং ভগবদ্গীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।

গীতার্থসন্দীপনী। যাঁহারা সংসারের সর্ব্বত্র হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া একমাত্র ভগবানে অর্পণ করেন, যাঁহারা রাজা মহারাজ ও দেবতাদি হইতে সমস্ত শ্রদ্ধা আকর্ষণ পূর্ব্বক একমাত্র ভগবান্‌কে ভক্তি করেন, অর্থাৎ কাহারও সেবা না করিয়া কেবল ভগবানের সেবা করেন, এবং কায়মনোবাক্যে তাঁহাকে পূজা ও নমস্কার করেন, তাঁহাদেরই অন্তঃকরণে পরমানন্দঘন পরমেশ্বরের প্রকাশ হইয়া থাকে। নদী যেমন সমুদ্রে গিয়া মিশ্রিত হয়, সেইরূপ সাধকও ভক্তির প্রবলবেগে ভগবৎসত্তায় একীভূত হইয়া তদ্ভাব প্রাপ্ত হয়েন। শ্রুতিও বলিয়াছেন—

"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥" (ক)

(ক) মুণ্ডকোপনিষৎ, ৩।২।৮।

যেমন গঙ্গাযমুনাদি নদী নিজ নিজ নাম ও রূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে মিশিয়া সমুদ্রাকারাকারিত হইয়া যায়, সেইরূপ বিদ্বান্ পুরুষ নামরূপবর্জ্জিত হইয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বয়ংজ্যোতিঃ পরমাত্মা পুরুষে অভিন্নরূপে মিশ্রিত হইয়া যান॥ ৩৪॥

-:০:-

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্যপরমহংসপরিব্রাজকশ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামিমহোদয়-
প্রণীত "গীতার্থ-সন্দীপনী" নামক ভাষা তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায়
নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥১॥

অন্বয়বোধিনী। শ্রীভগবান্ উবাচ। [হে] মহাবাহো! ভূয়ঃ এব (পুনর্ব্বার) মে (আমার) পরমং (উৎকৃষ্ট) বচঃ (বচন) শৃণু (শ্রবণ কর), যৎ (য.হা) প্রীয়মাণায় (প্রীতিযুক্ত) তে (তোমাকে) অহং হিতকাম্যয়া (হিতকামনায়) বক্ষ্যামি (বলিব) ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ। ভগবান্ কহিলেন, হে মহাবাহো! তুমি আমার উৎকৃষ্ট বচন শ্রবণ কর। তোমারই হিত কামনায় আমি প্রীতিপূর্ব্বক তাহা বলিতেছি ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সপ্তমেঽধ্যায়ে ভগবতত্ত্বং বিভূতয়শ্চ প্রকাশিতা নবমে চ। অথেদানীং যেষু যেষু ভাবেষু চিন্ত্যো ভগবাংস্তে তে ভাবা বক্তব্যাঃ। তত্ত্বং চ ভগবতো বক্তব্য-মুক্তমপি। দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্বাদিতি। অতঃ—শ্রীভগবানুবাচ—ভূয় ইতি। ভূয় এব ভূয়ঃ পুনর্হে মহাবাহো শৃণু মে মদীয়ং পরমং প্রকৃষ্টং নিরতিশয়বস্তুনঃ প্রকাশকং বচো বাক্যং। যৎ পরমং তে তুভ্যং প্রীয়মাণায়—মদ্বচনাৎ প্রীয়সে ত্বমতীবাঽমৃতমিব পিবংস্ততঃ—বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া হিতেচ্ছয়া ॥ ১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।

উক্তাঃ সংক্ষেপতঃ পূর্ব্বং সপ্তমাদৌ বিভূতয়ঃ।
দশমে তা বিতন্যন্তে সর্ব্বত্রেশ্বরদৃষ্টয়ে ॥

এবং তাবৎ সপ্তমাদিভিস্ত্রিভিরধ্যায়ৈর্ভজনীয়ং পরমেশ্বরতত্ত্বং নিরূপিতং। তদ্বিভূতয়শ্চ সপ্তমে রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয়েত্যাদিনা সংক্ষেপতো দর্শিতাঃ। অষ্টমে চাঽধিযজ্ঞোঽহমেবা-ত্রেত্যাদিনা। নবমে চাঽহং ক্রতুরহং যজ্ঞ ইত্যাদিনা। ইদানীং তা এব বিভূতীঃ প্রপঞ্চয়িষ্যন্ স্বভক্তেশ্চাঽবশ্যকরণীয়ত্বং বর্ণয়িষ্যন্ ভগবানুবাচ—ভূয় এবেতি। মহান্তৌ যুদ্ধাদিস্বধর্ম্মাঽনুষ্ঠানে মহৎপরিচর্য্যায়াং বা কুশলৌ বাহূ যস্য তথা। হে মহাবাহো ভূয় এব পুনরপি মে বচঃ শৃণু। কথংভূতং? পরমং পরমাত্মনিষ্ঠং। মদ্বচনাঽমৃতেনৈব প্রীতিং প্রাপ্নুবতে তে তুভ্যং হিতকাম্যয়া হিতেচ্ছয়া যদহং বক্ষ্যামি তৎ ॥ ১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। সপ্তম, অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে "তৎ" পদার্থ স্বরূপ পর-মেশ্বরের সোপাধিক ও নিরুপাধিক উভয় স্বরূপই প্রদর্শিত হইয়াছে। "তৎ" পদার্থের বিভূতি-রাশি সোপাধিক স্বরূপ ধ্যানের এবং নিরুপাধিক স্বরূপ জ্ঞানের উপায়ভূত। সপ্তম অধ্যায়ে

न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः।
अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्व्वशः ॥ २ ॥

"রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয়" বচন দ্বারা, এবং নবম অধ্যায়ে "অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ" বচন দ্বারা বিভূতিরাশি সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এক্ষণে দুর্ব্বিজ্ঞেয় ভগবানের ধ্যানসুগমার্থ উহা বিস্তৃতরূপে কথিত হইবে। কঠিন বিষয় বিস্তরপূর্ব্বক না বলিলে সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় না, এই জন্য দশম অধ্যায় কথিত হইতেছে।

অর্জ্জুন প্রীতিপূর্ব্বক ভগবানের সকল কথা শুনিতেছেন ও হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন বলিয়া, অর্জ্জুনকে ভগবান্ আরও সদুপদেশ দিয়া তাঁহার পূর্ণমঙ্গলসাধনার্থ স্নেহযুক্তচিত্তে আগ্রহ পূর্ব্বক আরও উত্তমোত্তম তত্ত্বকথা বলিতেছেন ॥ ১ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। সুরগণাঃ (দেবতাগণ) মহর্ষয়ঃ চ (ও মহর্ষিগণ) মে প্রভবং (প্রভাব) ন বিদুঃ (জানেন না), হি (কেননা) অহং দেবানাং (দেবতাদিগের) মহর্ষীণাং চ (ও মহর্ষিদিগের) সর্ব্বশঃ (সকল প্রকারে) আদিঃ (আদি কারণ) ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ। দেবতাগণ এবং মহর্ষিগণ আমার প্রভাব পরিজ্ঞাত নহেন; কেননা আমি দেবতা ও মহর্ষিগণের আদি কারণ ॥২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিমর্থমহং বক্ষ্যামীতি ? অত আহ—ন মে ইতি। ন মে বিদুর্ন জানন্তি সুরগণা ব্রহ্মাদয়ঃ। কিং তে ন বিদুঃ ? মম প্রভবং প্রভাবং প্রভুশক্ত্যতিশয়ম্। উৎপত্তিং বা। নাঽপি মহর্ষয়ো ভৃগ্বাদয়ো বিদুঃ। কস্মাত্তে ন বিদুরিতি ? উচ্যতে—অহমাদিঃ কারণং হি যস্মাদ্দেবানাং মহর্ষীণাং চ। সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈঃ ॥ ২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। উক্তস্যাঽপি পুনর্ব্বচনে দুর্জ্ঞেয়ত্বং হেতুমাহ—ন মে বিদুরিতি। মে মম প্রকৃষ্টং ভবং জন্মরহিতস্যাঽপি নানাবিভূতিভিরাবির্ভাবং সুরগণা অপি মহর্ষয়োঽপি ভৃগ্বাদয়ো ন জানন্তি। তত্র হেতুঃ—অহং হি দেবানাং মহর্ষীণাং চাদিঃ কারণং। সর্ব্বশঃ সর্ব্বৈঃ প্রকারৈঃ—উৎপাদকত্বেন বুদ্ধ্যাদিপ্রবর্ত্তকত্বেন চ। অতো মদনুগ্রহং বিনা মাং কেঽপি ন জানন্তীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। তাঁহারই প্রভাবে যে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহার হইতেছে, ইহা ইন্দ্রাদি দেবতাগণ ও ভৃগু আদি মহর্ষিগণও বিদিত নহেন। কেননা, তিনিই তাঁহাদিগের উৎপাদক ও বুদ্ধির প্রবর্ত্তক। বস্তুতঃ ভগবান্ স্বয়ং কাহারও নির্ম্মল বুদ্ধিতে আরূঢ় না হইলে বুদ্ধিবিচার দ্বারা কেহ তাঁহাকে জানিতে পারে না। তিনি মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য ও অপার ॥ ২ ॥

——:০:——

যো মামজমনাদিং চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ৩॥
বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ং চাঽভয়মেব চ॥ ৪॥

অন্বয়বোধিনী। যঃ (যিনি) মাম্ (আমাকে) অজম্ (জন্মরহিত) অনাদিং (অনাদি) লোকমহেশ্বরং চ (ও সর্ব্বলোক মহেশ্বর বলিয়া) বেত্তি (জানেন) সঃ (তিনি) মর্ত্ত্যেষু (জীবলোকে) অসংমূঢ়ঃ (মোহবর্জ্জিত হইয়া) সর্ব্বপাপৈঃ (সমস্ত পাপ কর্তৃক) প্রমুচ্যতে (বিমুক্ত হয়েন)॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি আমাকে জন্মরহিত, অনাদি এবং সর্ব্বলোকমহেশ্বর বলিয়া বিদিত হয়েন, তিনিই মোহবর্জ্জিত হইয়া সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হয়েন॥ ৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—যো মামিতি। যো মামজমনাদিং চ—যস্মাদহমাদির্দেবানাং মহর্ষীণাং চ। ন মমাঽন্য আদির্বিদ্যতে। অতোঽহমজোঽনাদিশ্চ। অনাদিত্বমজত্বে হেতুঃ। তং মামজমনাদিং চ যো বেত্তি বিজানাতি। লোকমহেশ্বরং লোকানাং মহান্তমীশ্বরং তুরীয়মজ্ঞানতৎকার্য্যবর্জিতম্। অসংমূঢ়ঃ সংমোহবর্জ্জিতঃ। স মর্ত্ত্যেষু মনুষ্যেষু। সর্ব্বপাপৈঃ সর্ব্বৈঃ পাপৈর্মতিপূর্ব্বাঽমতিপূর্ব্বকৃতৈঃ। প্রমুচ্যতে প্রমোক্ষ্যতে॥ ৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবংভূতাত্মজ্ঞানে ফলমাহ—যো মামিতি। সর্ব্বকারণত্বাদেব ন বিদ্যত আদিঃ কারণং যস্য তমনাদিম্। অত এবাঽজং জন্মশূন্যং। লোকানাং মহেশ্বরং চ মাং যো বেত্তি স মনুষ্যেষসংমূঢ়ঃ সংমোহরহিতঃ সন্ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ৩॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি ভগবান্‌কে মনুষ্য বুদ্ধিতে না দেখিয়া তাঁহাকে অজ, সমস্ত কারণের কারণ, এবং অনাদি পরমেশ্বর বলিয়া জানিতে পারেন, তিনি পূর্ব্বকৃত, বর্ত্তমান, এবং ভবিষ্যৎ পাপ হইতে মুক্ত হয়েন। প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা পাপ রাশি নষ্ট হয় বটে, কিন্তু অজ্ঞানের বীজ স্বরূপ "অহংমমেতি" অভিমান বিদূরিত হয় না। "প্রমুচ্যতে" এই পদের "প্র" শব্দ দ্বারা ভগবান্ ইহাই দেখাইয়াছেন যে, তাঁহাকে ব্রহ্মস্বরূপে দর্শন করিলে জীবের কায়, মন ও বচন কৃত ত্রিবিধ পাপ এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, এই ত্রিকালকৃত পাতকরাশি, এবং পাপ বুদ্ধির বীজভূমি অবিদ্যা, এবং মহামোহ, এই সমস্তই নিবৃত্ত হইয়া যায়॥ ৩॥

———:০:———

অন্বয়বোধিনী। বুদ্ধিঃ, জ্ঞানম্ (জ্ঞান), অসংমোহঃ, ক্ষমা, সত্যং, দমঃ, শমঃ, সুখং, দুঃখং, ভবঃ (উৎপত্তি), অভাবঃ (বিনাশ), ভয়ম্ অভয়ং চ (ভয় ও অভয়), অহিংসা, সমতা, তুষ্টিঃ, তপঃ, দানং, যশঃ, অযশঃ, ভূতানাং (প্রাণিবর্গের) [এই সমস্ত]

অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥ ৫ ॥

পৃথগ্বিধাঃ (ভিন্ন ভিন্ন) ভাবাঃ (ভাবসমূহ) মত্তঃ এব (আমা হইতেই) ভবন্তি (উৎপন্ন হয়)॥ ৪। ৫॥

বঙ্গানুবাদ। বুদ্ধি, জ্ঞান, অসংমোহ, ক্ষমা, সত্য, দম, শম, সুখ, দুঃখ, ভব, অভাব, ভয়, অভয়, অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপ, দান, এবং যশ ও অযশ—প্রাণিবর্গের এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন ভাব আমা হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে॥ ৪।৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ইতশ্চাহং মহেশ্বরো লোকানাম্—বুদ্ধিরিতি। বুদ্ধিরন্তঃকরণস্য সূক্ষ্মাদ্যর্থাববোধনসামর্থ্যং। তদ্বন্তং বুদ্ধিমানিতি হি বদন্তি। জ্ঞানমাত্মাদিপদার্থানামবরোধঃ। অসংমোহঃ প্রত্যুপপন্নেষু বোদ্ধব্যেষু বিবেকপূর্ব্বিকা প্রবৃত্তিঃ। ক্ষমা—আক্রুষ্টস্য তাড়িতস্য বাঽবিকৃতচিত্ততা। সত্যং—যথাদৃষ্টস্য যথাশ্রুতস্য বাত্মানুভবস্য পরবুদ্ধিসংক্রান্তয়ে তথৈবোচ্চার্য্যমাণা বাক্ সত্যমুচ্যতে। দমো বাহ্যেন্দ্রিয়োপশমঃ। শমোঽন্তঃকরণস্যোপশমঃ। সুখমাহ্লাদঃ। দুঃখং সন্তাপঃ। ভব উদ্ভবঃ। অভাবস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ। ভয়ং চ ত্রাসঃ। অভয়মেব চ তদ্বিপরীতম্॥৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অহিংসেতি। অহিংসাঽপীড়া প্রাণিনাম্। সমতা সমচিত্ততা। তুষ্টিঃ সন্তোষঃ পর্য্যাপ্তবুদ্ধির্লাভেষু। তপ ইন্দ্রিয়সংযমপূর্ব্বকং শরীরপীড়নং। দানং যথাশক্তি সংবিভাগঃ। যশো ধর্ম্মনিমিত্তা কীর্ত্তিঃ। অযশস্ত্বধর্ম্মনিমিত্তাঽকীর্ত্তিঃ। ভবন্তি ভাবা যথোক্তা বুদ্ধ্যাদয়ঃ। ভূতানাং প্রাণিনাং। মত্ত এবেশ্বরাৎ। পৃথগ্বিধা নানাবিধাঃ স্বকর্ম্মানুরূপেণ॥ ৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। লোকমহেশ্বরত্বমেব স্ফুটয়তি—বুদ্ধিরিতি ত্রিভিঃ। বুদ্ধিঃ সারাঽসারবিবেকনৈপুণ্যং। জ্ঞানমাত্মবিষয়ম্। অসংমোহো ব্যাকুলত্বাঽভাবঃ। ক্ষমা সহিষ্ণুত্বং। সত্যং যথার্থভাষণং। দমো বাহ্যেন্দ্রিয়সংযমঃ। শমোঽন্তঃকরণসংযমঃ। সুখং মনোঽনুকূলসংবেদনীয়ং। দুঃখং চ তদ্বিপরীতং। ভব উদ্ভবঃ। অভাবস্তদ্বিপরীতঃ। ভয়ং ত্রাসঃ। অভয়ং তদ্বিপরীতম্। অস্য শ্লোকস্য মত্ত এব ভবন্তীত্যুত্তরেণাঽন্বয়ঃ॥ ৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—অহিংসেতি। অহিংসা পরপীড়ানিবৃত্তিঃ। সমতা রাগদ্বেষাদিরাহিত্যং। তুষ্টির্দৈবলব্ধেন সন্তোষঃ। তপঃ শারীরাদি বক্ষ্যমাণং। দানং ন্যায়ার্জ্জিতস্য ধনাদেঃ পাত্রেঽর্পণং। যশঃ সৎকীর্ত্তিঃ। অযশো দুষ্কীর্ত্তিঃ। এতে বুদ্ধিজ্ঞানমিত্যাদয়স্তদ্বিপরীতাশ্চাঽবুদ্ধ্যাদয়ো নানাবিধা ভাবাঃ প্রাণিনাং মত্তঃ সকাশাদেব ভবন্তি॥ ৫॥

গীতার্থসন্দীপনী। নিঃসংশয়রূপে সূক্ষ্মার্থ বুঝিবার জন্য অন্তঃকরণের শক্তিবিশেষের নাম বুদ্ধি। আত্ম অনাত্ম পদার্থের বিচার পূর্ব্বক বোধের নাম জ্ঞান। জ্ঞাতব্য বা কর্ত্তব্য পদার্থ জন্য অব্যাকুলভাব অর্থাৎ ইষ্টানিষ্ট ফলবিচারযুক্ত স্থিরভাবের নাম

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ৬ ॥

অসংমোহ। অন্যকর্ত্তৃক তিরস্কৃত বা পীড়নযুক্ত হইলে তাহাকে দণ্ড দিবার ক্ষমতা সত্ত্বেও অন্তঃকরণের যে বৃত্তি তাহাকে নিবৃত্ত করে, তাহার নাম ক্ষমা। অন্তঃকরণের যে বৃত্তির দ্বারা পদার্থের অবিকৃত স্বরূপ নিরূপিত বা ব্যাখ্যাত হয়, তাহার নাম সত্য। শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে শব্দাদি বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিবার শক্তি যে বৃত্তিতে আছে, তাহার নাম দম। যে বৃত্তির দ্বারা শব্দাদি বিষয় অন্তঃকরণে স্থান না পায়, তাহার নাম শম। যে অবস্থায় মনুষ্যচিত্ত প্রসাদ বা আনন্দলাভ করে, এবং যাহা ধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়, তাহার নাম সুখ। যাহা অধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন এবং জীবের বিবিধ পরিতাপের কারণ, তাহা দুঃখ। উৎপত্তির নাম ভব, সত্তার নাম ভাব, অসত্তার নাম অভাব। ত্রাসের নাম ভয়, ত্রাসাভাবের নাম অভয়। স্থাবর জঙ্গমাদি কোন জীবকে দুঃখ না দিবার ইচ্ছার নাম অহিংসা। ইষ্টানিষ্ট রাগ দ্বেষাদি রহিত অবস্থার নাম সমতা। প্রারব্ধভোগ্য প্রাপ্ত বস্তুমাত্রেই তৃপ্তি লাভের নাম সন্তোষ। শাস্ত্রানুমোদিত কৃচ্ছ চান্দ্রায়ণাদি ব্রত সাধনের নাম তপঃ। উত্তম দেশ কাল বিচার করিয়া সৎপাত্রে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক অন্ন সুবর্ণাদি প্রদানের নাম দান। ধর্ম্মাদি জনিত প্রশংসার নাম যশঃ। অধর্ম্মজন্য লোকাপবাদের নাম অযশঃ। এইরূপ সমস্ত বৃত্তিরই উৎপাদনের মূলাধার এক মাত্র ভগবান্। বস্তুতঃ তাঁহা হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৪।৫ ॥

--:০:-

অন্বয়বোধিনী। সপ্ত মহর্ষয়ঃ (সপ্ত মহর্ষি), পূর্ব্বে (পূর্ব্ববর্ত্তী) [অপর] চত্বারঃ (সনকাদি চারিজন), তথা মনবঃ (ও মনুগণ), মদ্ভাবাঃ (আমার প্রভাবসম্পন্ন) মানসাঃ জাতাঃ (আমার মন হইতে উৎপন্ন), লোকে (এই লোকে) যেষাং (যাঁহাদিগের) ইমাঃ (এই) প্রজাঃ (প্রজাসমূহ) [সৃষ্ট হইয়াছে] ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। সৃষ্টির আদিতে ভৃগু আদি সপ্ত ও সনকাদি চারি মহর্ষি, এবং মনুগণ আমারই প্রভাবসম্পন্ন এবং আমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন। আমারই আদেশ ক্রমে তাঁহারা এই লোক ও প্রজাসকল সৃষ্টি করিয়াছেন ॥৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—মহর্ষয় ইতি। মহর্ষয়ঃ সপ্ত ভৃগ্বাদয়ঃ। পূর্ব্বেঽতীতকালসম্বন্ধিনশ্চত্বারঃ। মনবস্তথা সাবর্ণা ইতি প্রসিদ্ধাঃ। তে চ মদ্ভাবা মদ্গতভাবনা বৈষ্ণবেন সামর্থ্যেনোপেতাঃ। মানসা মনসৈবোৎপাদিতা ময়া। জাতা উৎপন্নাঃ। যেষাং মনূনাং মহর্ষীণাং চ সৃষ্টিলোক ইমাঃ স্থাবরজঙ্গমলক্ষণাঃ প্রজাঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—মহর্ষয় ইতি। সপ্ত মহর্ষয়ো ভৃগ্বাদয়ঃ। সপ্ত ব্রহ্মাণ ইত্যেতে পুরাণে নিশ্চয়ং গতাঃ। ইত্যাদিপুরাণপ্রসিদ্ধাঃ। তেভ্যোঽপি পূর্ব্বেঽন্যে

এতাং বিভূতিং যোগং চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাঽত্র সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥
অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥ ৮ ॥

চত্বারো মহর্ষয়ঃ সনকাদয়ঃ। তথা মনবঃ স্বায়ম্ভুবাদয়ঃ। মদ্ভাবাঃ—মদীয়ো ভাবঃ প্রভাবো যেষু তে। হিরণ্যগর্ভাত্মনো মমৈব মনসঃ সংকল্পমাত্রাজ্জাতাঃ। প্রভাবমেবাহ—যেষামিতি। যেষাং ভৃগ্বাদীনাং সনকাদীনাং মনূনাং চেমা ব্রাহ্মণাদ্যা লোকে বর্দ্ধমানা যথাযথং পুত্রপৌত্রাদিরূপাঃ শিষ্যপ্রশিষ্যাদিরূপাশ্চ প্রজা জাতাঃ প্রবর্ত্তন্তে ॥ ৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। কেবল সাধারণ জীব সকলই যে ভগবানের বিভূতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা নহে। প্রজাসকলের সৃষ্টিকর্ত্তা চতুর্দ্দশ মনু এবং বেদপ্রচার-কর্ত্তা মহর্ষিগণ প্রভৃতি সমস্তই ভগবৎসত্তা হইতে সমুদ্ভূত, অর্থাৎ ভগবান্ সকলেরই আদি। ৬ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। যঃ (যিনি) মম (আমার) এতাং (এই) বিভূতিং (বিভূতি) যোগং চ (ও যোগ) তত্ত্বতঃ (যথার্থরূপে) বেত্তি (বিদিত আছেন), সঃ অবিকম্পেন (নিঃসংশয়) যোগেন (যোগদ্বারা) যুজ্যতে (যুক্ত হয়েন), অত্র (এই বিষয়ে) ন সংশয়ঃ (সন্দেহ নাই) ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। আমার এই বিভূতি এবং যোগ যিনি যথার্থরূপে বিদিত আছেন, তিনি নিঃসন্দেহ সম্যগ্দর্শনযুক্ত হইয়া থাকেন ॥৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এতামিতি। এতাং যথোক্তাং বিভূতিং বিস্তারং যোগং চ যুক্তিং চাত্মনো ঘটনম্। অথবা যোগৈশ্বর্য্যসামর্থ্যং সর্ব্বজ্ঞত্বং যোগজং যোগ উচ্যতে। মম মদীয়ং যোগং যো বেত্তি। তত্ত্বতত্ত্বেন যথাবদিত্যেতৎ। সোঽবিকম্পেনাঽপ্রচলিতেন যোগেন সম্যগ্দর্শনস্থৈর্য্যলক্ষণেন। যুজ্যতে সংবধ্যতে। নাঽত্র সংশয়ঃ। নাঽস্মিন্নর্থে সংশয়োঽস্তি ॥ ৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যথোক্তবিভূত্যাদিতত্ত্বজ্ঞানস্য ফলমাহ—এতামিতি। এতাং ভৃগ্বাদিলক্ষণাং মম বিভূতিং। যোগং চৈশ্বর্য্যলক্ষণং। তত্ত্বতো যো বেত্তি। সোঽবিকম্পেন নিঃসংশয়েন যোগেন সম্যগ্দর্শনেন যুক্তো ভবতি নাঽস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি গুরু ও শাস্ত্র উপদেশের দ্বারা ভগবানের এই বিভূতিতত্ত্ব এবং ঐশ্বর্য্যপ্রভাব বিদিত হয়েন, তাঁহার বুদ্ধি নিশ্চল ও সমাধিযুক্ত হয়। তাঁহার অজ্ঞাত কিছুই থাকে না ॥ ৭ ॥

——:০:——

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ ৯ ॥

অন্বয়বোধিনী। অহং (আমি) সর্ব্বস্য (সমস্ত জগতের) প্রভবঃ (উৎপত্তির কারণ), মত্তঃ (আমা হইতে) সর্ব্বং (সমস্ত) প্রবর্ত্ততে (প্রবর্ত্তিত হয়),—ইতি (ইহা) মত্বা (জানিয়া) বুধাঃ (বুদ্ধিমান্‌গণ) ভাবসমন্বিতাঃ (প্রীতিযুক্ত হইয়া) মাং (আমাকে) ভজন্তে (আরাধনা করেন) ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। আমিই সমস্ত জগতের উৎপত্তির কারণ, এবং আমা হইতেই সকলের বুদ্ধি ও জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে, এইরূপ জ্ঞাত হইয়া বুদ্ধিমান্‌গণ প্রেমপূর্ব্বক আমার আরাধনা করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কীদৃশেনাঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যত ইতি? উচ্যতে—অহমিতি। অহং পরং ব্রহ্ম বাসুদেবাখ্যং সর্ব্বস্য জগতঃ প্রভব উৎপত্তিঃ। মত্ত এব স্থিতিনাশক্রিয়াফলোপভোগলক্ষণং বিক্রিয়ারূপং সর্ব্বং জগৎ প্রবর্ত্ততে ইতি। এবং মত্বা ভজন্তে সেবন্তে মাং বুধা অবগতপরমার্থতত্ত্বা ভাবসমন্বিতাঃ। ভাবো ভাবনা পরমার্থতত্ত্বাঽভিনিবেশঃ। তেন সমন্বিতাঃ সংযুক্তা ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যথা চ বিভূতিযোগয়োর্জ্ঞানেন সম্যগ্‌জ্ঞানাঽবাপ্তিস্তদ্দর্শয়তি—অহমিত্যাদিচতুর্ভিঃ। অহং সর্ব্বস্য জগতঃ প্রভবো ভূথাদিমদাদিরূপবিভূতিদ্বারেণোৎপত্তিহেতুঃ। মত্ত এব চ সর্ব্বস্য বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহ ইত্যাদি সর্ব্বং প্রবর্ত্তত ইতি। এবং মত্বাঽববুধ্য বুধা বিবেকিনো ভাবসমন্বিতাঃ প্রীতিযুক্তাঃ মাং ভজন্তে ॥ ৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবান্‌ই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, ভগবানেরই প্রেরণাতে লোকের বুদ্ধি, প্রবৃত্তি এবং চন্দ্রসূর্য্যাদির গতি বিধি চালিত হইতেছে, অর্থাৎ তিনিই সর্ব্বময় কর্ত্তা—এইরূপ যাঁহার স্থির বিশ্বাস, তিনিই প্রীতিযুক্ত হইয়া মনের সাধে ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

—:o:—

অন্বয়বোধিনী। মচ্চিত্তাঃ (মদ্গতচিত্ত) মদ্গতপ্রাণাঃ (মদ্গতপ্রাণ) [ব্যক্তিগণ] মাং (আমাকে) পরস্পরং বোধয়ন্তঃ (বুঝাইয়া) নিত্যং কথয়ন্তঃ চ (ও কীর্ত্তনপূর্ব্বক) তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ (সন্তোষ ও শান্তি লাভ করেন) ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। যাঁহারা মন প্রাণ আমাতে সমর্পণ করিয়া আমাকে বিদিত হয়েন, তাঁহারা পরস্পর আমারই কথা কীর্ত্তন করিয়া পরম সন্তোষ ও সুখ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—মচ্চিত্তা ইতি। মচ্চিত্তাঃ—ময়ি চিত্তং যেষাং তে মচ্চিত্তাঃ। মদ্গতপ্রাণাঃ—মাং গতাঃ প্রাপ্তাশ্চক্ষুরাদয়ঃ প্রাণা যেষাং তে মদ্গতপ্রাণাঃ।

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ ১০॥

মদ্গুণসংহৃতকরণা ইত্যর্থঃ। অথবা মদ্গতপ্রাণা মদ্গতজীবনা ইত্যেতৎ। বোধয়ন্তোঽব-গময়ন্তঃ। পরস্পরমন্যোঽন্যং। কথয়ন্তশ্চ জ্ঞানবলবীর্য্যাদিধর্মৈর্ব্বিশিষ্টং মাং। তুষ্যন্তি চ পরিতোষমুপযান্তি। রমন্তি চ রতিং চ প্রাপ্নুবন্তি প্রিয়সংগত্যেব॥ ৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। প্রীতিপূর্ব্বকং ভজনমাহ—মচ্চিত্তা ইতি। ময্যেব চিত্তং যেষাং তে মচ্চিত্তাঃ। মামেব গতাঃ প্রাপ্তাঃ প্রাণা ইন্দ্রিয়াণি যেষাং তে মদ্গতপ্রাণাঃ। মদর্পিতজীবনা ইতি বা। এবংভূতাস্তে বুধা অন্যোঽন্যং মাং ন্যায়োপেতৈঃ শ্রুত্যাদিপ্রমাণৈ-র্বোধয়ন্তো বুদ্ধা চ মাং কথয়ন্তঃ সংকীর্ত্তয়ন্তঃ সন্তো নিত্যং তুষ্যন্ত্যনুমোদনেন তুষ্টিং যান্তি। রমন্তি চ নির্বৃতিং যান্তি॥ ৯॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবান্ ব্যতীত আর কিছুতেই যাঁহাদিগের চিত্তবৃত্তি ধাবিত হয় না, যাঁহাদের চক্ষু কর্ণাদি ভগবৎপ্রসঙ্গ ব্যতীত আর কিছুতেই তৃপ্তি লাভ করে না, অর্থাৎ যাঁহারা তাঁহাকে ভিন্ন আর কিছুই চান না; এইরূপ সমান সমান ব্যক্তিতে এবং গুরু শিষ্যে ভগবদ্বার্ত্তালাপ করিয়া পরমানন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। ভগবদ্ভক্তগণের পরস্পর আলাপে পরস্পরে বিমুগ্ধ ও গদ্গদচিত্ত হয়েন॥ ৯॥

-:o:-

অন্বয়বোধিনী। সততযুক্তানাং (নিত্যযুক্ত) প্রীতিপূর্ব্বকং ভজতাং (ভজনশীল) তেষাং (তাঁহাদিগের) তং (সেই) বুদ্ধিযোগং দদামি (প্রদান করি), যেন (যদ্দারা) তে (তাঁহারা) মাম্ (আমাকে) উপযান্তি (লাভ করিয়া থাকেন)॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ। **যাঁহারা এইরূপে একাগ্রচিত্তে প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজনা করিয়া থাকেন, আমি তাঁহাদিগকে বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যদ্দারা তাঁহারা আমাকে অনায়াসে লাভ করিয়া থাকেন॥ ১০॥**

শাঙ্করভাষ্যম্। যে যথোক্তৈঃ প্রকারৈর্ভজন্তে মাং ভক্তাঃ সন্তঃ প্রীতিপূর্ব্বকং —তেষামিতি। তেষাং সততযুক্তানাং নিত্যাভিযুক্তানাং। নিবৃত্তসর্ব্ববাহ্যৈষণানাং ভজতাং সেবমানানাং। কিমর্থিত্বাদিনা কারণেন? নেত্যাহ—প্রীতিপূর্ব্বকং। প্রীতিঃ স্নেহঃ। তৎপূর্ব্বকং মাং ভজতামিত্যর্থঃ। দদামি প্রযচ্ছামি বুদ্ধিযোগং। বুদ্ধিঃ সম্যগ্দর্শনং মত্তত্ত্ববিষয়ং। তেন যোগো বুদ্ধিযোগঃ। তং বুদ্ধিযোগং। যেন বুদ্ধিযোগেন সম্যগ্দর্শনলক্ষণেন মাং পরমেশ্বরমাত্ম-ভূতমাত্মত্বেনোপযান্তি প্রতিপদ্যন্তে। কে তে? যে মচ্চিত্তত্বাদিপ্রকারৈর্মাং ভজন্তে॥ ১০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবংভূতানাং চ সম্যগ্জ্ঞানমহং দদামীত্যাহ—তেষামিতি। এবং সততযুক্তানাং মধ্যাসক্তচিত্তানাং প্রীতিপূর্ব্বকং ভজতাং তেষাং তং বুদ্ধিরূপং যোগমুপায়ং দদামি। তমিতি কং? যেনোপায়েন তে মদ্ভক্তা মাং প্রাপ্নুবন্তি॥ ১০॥

তেষামেবাঽনুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ ১১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যাঁহাদের চিত্ত ভগবানে একাগ্র হইয়াছে, সেই ভক্তগণের প্রতি ঈশ্বরের কৃপাদৃষ্টি হয়। সেই কৃপাদৃষ্টির গুণে সাধকের হৃদয়ে নির্ম্মলা বুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে, এবং সেই ভগবদ্বোধিনী বুদ্ধির দ্বারাই সাধক পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন। আমাদিগের সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা ভগবৎসত্তার অনুভব করা যায় না। যে বুদ্ধির দ্বারা তাঁহাকে অবগত হওয়া যায়, তাহা তাঁহারই সাধনার দ্বারা সাধক প্রাপ্ত হয়েন। ভগবান্‌কে দর্শন করিবার জন্য মনঃ প্রাণ সম্পূর্ণ লালায়িত হইলে ভগবান্ স্বয়ং সাধকের বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করিয়া দেন ॥ ১০ ॥

—:০:—

অন্বয়বোধিনী। তেষাম্ (তাঁহাদিগের প্রতি) অনুকম্পার্থম্ এব (অনুগ্রহার্থই) অহম (আমি) আত্মভাবস্থঃ (বুদ্ধিবৃত্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়া) ভাস্বতা (দীপ্তিশীল) জ্ঞানদীপেন (জ্ঞানরূপ দীপদ্বারা) অজ্ঞানজং (অজ্ঞানপ্রসূত) তমঃ (অন্ধকার) নাশয়ামি (নাশ করি) ॥১১॥

বঙ্গানুবাদ। সেই ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া আমি তাঁহাদের আত্মাকার বৃত্তিতে স্থিত হইয়া জ্ঞানরূপ দীপদ্বারা অজ্ঞানাবরণরূপ অন্ধকার নাশ করিয়া থাকি ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিমর্থং কস্য বা ত্বৎপ্রাপ্তিপ্রতিবন্ধহেতোর্নাশকং বুদ্ধিযোগং তেষাং ত্বদ্ভক্তানাং দদাসীত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—তেষামিতি। তেষামেব কথং নু নাম শ্রেয়ঃ স্যাদিত্যনুকম্পার্থং দয়াহেতোরহমজ্ঞানজমবিবেকতো জাতং মিথ্যাপ্রত্যয়লক্ষণং মোহান্ধকারং তমো নাশয়ামি। আত্মভাবস্থঃ—আত্মনো ভাবোঽন্তঃকরণাশয়ঃ। তস্মিন্নেব স্থিতঃ সন্। জ্ঞানদীপেন বিবেকপ্রত্যয়রূপেণ ভক্তিপ্রসাদস্নেহাভিষিক্তেন মদ্ভাবনাভিনিবেশবাতেরিতেন ব্রহ্মচর্য্যাদিসাধনসংস্কারবৎপ্রজ্ঞাবর্ত্তিনা বিরক্তান্তঃকরণাধারেণ বিষয়ব্যাবৃত্তচিত্তরাগদ্বেষাঽকলুষিতনিবাতাপবারকস্থেন নিত্যপ্রবৃত্তৈকাগ্র্যধ্যানজনিতসম্যগ্দর্শনভাস্বতা জ্ঞানদীপেনেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। বুদ্ধিযোগং দত্ত্বা চ তস্যান্তুভবপর্য্যন্ততামাবিষ্কৃত্যাবিদ্যাকৃতং সংসারং নাশয়ামীত্যাহ—তেষামিতি। তেষামনুকম্পার্থমনুগ্রহার্থমেবাঽজ্ঞানাজ্জাতং তমঃ সংসারাখ্যং নাশয়ামি। কুত্র স্থিতঃ সন্ কেন বা সাধনেন তমো নাশয়সি? অত আহ—আত্মভাবস্থো বুদ্ধিবৃত্তৌ স্থিতঃ সন্ ভাস্বতা বিস্ফুরতা জ্ঞানলক্ষণেন দীপেন নাশয়ামি ॥ ১১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবান্ যে ভক্তগণের সমস্ত অভাব ও দুঃখ মোচন করিয়া থাকেন, তাহা পূর্ব্বে অনেক বার কথিত হইয়াছে। এক্ষণে আবার ইহাও বিশেষ করিয়া বলিতেছেন যে, যে ভক্ত তাঁহাকে ব্যতীত আর কাহারও আরাধনা করেন না, তিনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার জন্ম জন্মান্তরের কর্ম্মবীজ স্বরূপ অজ্ঞানকে নষ্ট করিয়া দেন। বাহিরের

অর্জ্জুন উবাচ।

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥ ১২ ॥
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে ॥ ১৩ ॥

কোন প্রক্রিয়ার দ্বারা এই অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নিরস্ত হয় না। তিনি আত্মা স্বরূপে সাধকের হৃদয় মধ্যেই জ্ঞানালোকের বিকাশ করিয়া দেন। অন্তরের দেবতা অন্তরে থাকিয়াই সাধকের পুনরাবৃত্তির বীজ বিনষ্ট করেন। তিনি অনুগ্রহ করিয়া আপনি জ্ঞান দীপ জ্বালিয়া সাধককে দর্শন দেন। তিনি দয়া করিয়া দেখা না দিলে কোন কৌশলেই কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় না। প্রবলবায়ুবর্জ্জিত স্থানে যেমন প্রদীপ নির্ব্বাণ হইবার আশঙ্কা নাই, সেইরূপ ভক্তিনধীর সমীরণ যেখানে বহিতে থাকে, সেখানে জ্ঞান প্রদীপ কখনও নির্ব্বাপিত হয় না। জ্ঞানালোকে জ্ঞেয় পদার্থ দৃষ্ট হইলেই, জ্ঞানের আর আবশ্যকতা থাকে না। কিন্তু আত্মদর্শী মুক্ত পুরুষ কখনও ভগবদ্ভক্তিরূপ মৃদুমন্দ সমীরণ হইতে বঞ্চিত হয়েন না। শুক নারদাদি মুক্ত হইয়াও ভক্তিযুক্ত ছিলেন ॥ ১১ ॥

—:o:—

অন্বয়বোধিনী। অর্জ্জুন উবাচ। ভবান্ (তুমি) পরং ব্রহ্ম, পরং ধাম (আশ্রয়), পরমং পবিত্রং। সর্ব্বে ঋষয়ঃ (সকল ঋষি) দেবর্ষিঃ নারদঃ তথা (ও) অসিতঃ দেবলঃ ব্যাসঃ চ ত্বাং (তোমাকে) শাশ্বতং (নিত্য) পুরুষং, দিব্যম্ (স্বপ্রকাশ), আদিদেবম্ অজং (জন্মরহিত), বিভুং চ (ও ব্যাপক) আহুঃ (বলিয়া থাকেন), স্বয়ং চ (তুমি নিজেও) মে (আমাকে) ব্রবীষি (বলিতেছ) ॥ ১২। ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। অর্জ্জুন কহিলেন, হে ভগবন্! তুমি পরব্রহ্ম ও পরম ধাম, এবং তুমিই পরম পবিত্র। তুমি শাশ্বত, তুমিই আদিদেব, অজ ও বিভু। ভৃগু আদি ঋষিগণ, দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল এবং ব্যাস প্রভৃতি তোমাকে এইরূপেই বর্ণনা করিয়াছেন। তুমিও আমাকে এইরূপ বলিতেছ ॥ ১২। ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যথোক্তাং ভগবতো বিভূতিং যোগং চ শ্রুত্বার্জ্জুন উবাচ—পরমিতি। পরং ব্রহ্ম পরমাত্মা। পরং ধাম পরং তেজঃ। পবিত্রং পাবনং। পরমং প্রকৃষ্টং ভবান্। পুরুষং শাশ্বতং নিত্যং। দিব্যং দিবি ভবম্। আদিদেবং সর্ব্বদেবানামাদৌ ভবমাদিদেবম। অজং। বিভুং বিভবনশীলম্ ॥ ১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ঈদৃশম্—আহুরিতি। আহুঃ কথয়ন্তি ত্বামৃষয়ো বশিষ্ঠাদয়ঃ সর্ব্বে। দেবর্ষির্নারদস্তথা। অসিতো দেবলোঽপ্যেবমেবাহ। ব্যাসশ্চ। স্বয়ং চৈব ত্বং ব্রবীষি মে মহ্যম্ ॥ ১৩ ॥

সর্ব্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দ্দেবা ন দানবাঃ ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। সংক্ষেপেণোক্তাং বিভূতিং বিস্তরেণ জিজ্ঞাসুর্ভগবন্তং স্তুবন্নর্জ্জুন উবাচ—পরং ব্রহ্মেতি সপ্তভিঃ। পরং ব্রহ্ম। পরং ধাম চাশ্রয়ঃ। পরমং চ পবিত্রং চ ভবানেব। কুত ইতি? অত আহ—যতঃ শাশ্বতং নিত্যং পুরুষং। তথা দিব্যং দ্যোতনাত্মকং স্বয়ংপ্রকাশম্। আদিশ্চাহসৌ দেবশ্চেতি তং। দেবানামাদিভূতমিত্যর্থঃ। তথাঽজম-জন্মানং। বিভুং চ ব্যাপকম্। ত্বামেবাহুঃ॥ ১২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা কে ত ই আহ—আহুরিতি। ঋষয়ো ভৃগ্বাদয়ঃ সর্ব্বে। দেবর্ষিশ্চ নারদঃ। অসিতশ্চ। ব্যাসশ্চ। দেবলশ্চ। স্বয়ং ত্বমেব চ সাক্ষান্মে মহ্যং ব্রবীষি॥ ১৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। তুমি উপাধিবর্জ্জিত পরম পুরুষ। তুমিই নির্ব্বিশেষ চৈতন্য স্বরূপ উপাসনার অতীত পরব্রহ্ম। সমস্ত জগৎ তোমারই আশ্রিত। তুমিই সমস্ত পবিত্রকারকগণের পরম পাবন মঙ্গল স্বরূপ। ভগবদুপদেশ শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন ভগবানকে যেরূপে বিদিত হইলেন, মহর্ষি দেবর্ষি প্রভৃতি মহাত্মাগণও তাঁহাকে সেইরূপেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সমস্ত তত্ত্ববেত্তাগণের বাক্য অর্জ্জুনের বিশ্বাসকে দৃঢ়ীভূত করিতেছে। যখন মনুষ্য কাহারও কাছে কোন উপদেশ লাভ করে, তাহা শাস্ত্রসম্মত হইলে বিশ্বাসযোগ্য ও সত্য বলিয়া জানিতে হইবে। আজ ভগবদ্বাক্য শাস্ত্রবাক্যের অনুমোদিত বলিয়া অর্জ্জুনের বুদ্ধি আরও দৃঢ়ীভূত হইল॥ ১২।১৩ ॥

—:o:—

অন্বয়বোধিনী। [হে] কেশব। মাং (আমাকে) যৎ (যাহা) বদসি (বলিতেছ) এতৎ সর্ব্বম্ (এ সমস্ত) ঋতং (সত্য) [বলিয়া] মন্যে (স্বীকার করিতেছি), হি (যে হেতু) [হে] ভগবন্! তে (তোমার) ব্যক্তিং (প্রভাব) দেবাঃ দানবাঃ চ (দেব ও দানবগণ) ন বিদুঃ (জানেন না)॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে কেশব! তুমি আমাকে যাহা যাহা কহিলে, আমি সমস্তই সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেছি। হে ভগবন্! দেব ও দানবগণ কেহই তোমার প্রভাব জানেন না॥ ১৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সর্ব্বমিতি। সর্ব্বমেতদ্যথোক্তমৃষিভিস্ত্বয়া চ তদৃতং সত্যমেব মন্যে। যন্মাং প্রতি বদসি ভাষসে হে কেশব। ন হি তে তব ভগবন্ ব্যক্তিং প্রভবং বিদুর্দেবাঃ। ন দানবাঃ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অতো মমেদানীং ত্বদীয়ৈশ্বর্য্যেঽসম্ভাবনা নিবৃত্তেত্যাহ—সর্ব্বমেতদিতি। এতত্ত্বাবন পরং ব্রহ্মেত্যাদি সর্ব্বমপ্যৃতং সত্যং মন্যে। যন্মাং প্রতি ত্বং

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥ ১৫ ॥

কথয়সি—ন মে বিদুঃ সুরগণা ইত্যাদি। তদপি সত্যমেব মন্ত ইত্যাহ—ন হীতি। হে ভগবংস্তব ব্যক্তিং দেবা ন বিদুঃ। অস্মদনুগ্রহার্থমিয়মভিব্যক্তিরিতি ন জানন্তি। দানবাশ্চা-স্মন্নিগ্রহার্থমিতি ন বিদুরেবেতি ॥ ১৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবানের মায়াতে মুগ্ধ হইয়া নিজ নিজ বুদ্ধি বিচার দ্বারা কেহই তাঁহার প্রভাব জানিতে সক্ষম হয় না। ইন্দ্রাদি দেবতাগণ ও মধুকৈটভাদি দানবগণ তাঁহারই মায়ায় মোহিত হইয়া তাঁহাকে জানিয়াও জানিতে পারে নাই। অর্জ্জুনের প্রতি দয়া করিয়া যেমন তিনি নিজ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিলেন, তেমনই তিনি দয়া করিয়া কাহাকেও না বুঝাইলে কেহ তাঁহাকে বুঝিতে পারে না। তিনি যে দেবতাদিগের প্রতি অনুগ্রহার্থ এবং দানবদলদলনার্থ আবির্ভূত হইয়াছেন, তাহা তাহারা কেহই জানিতে পারিতেছে না, কেন না তিনি দুর্বিজ্ঞেয় ॥ ১৪ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। [হে] পুরুষোত্তম। ভূতভাবন! ভূতেশ। দেবদেব। জগৎপতে। ত্বং (তুমি) স্বয়ম্ এব (স্বয়ংই) আত্মনা (আপনার দ্বারা) আত্মানং (আপনাকে) বেত্থ (জানিতেছ) ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে পুরুষোত্তম! হে ভূতভাবন! হে দেবদেব! হে জগৎপতে! তুমি অন্যের উপদেশ না লইয়াই নিজ স্বরূপানুভূতিতেই আপনাকে বিদিত হইতেছ ॥ ১৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যতস্ত্বং দেবাদীনামাদিরতঃ—স্বয়মিতি। স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ জানাসি ত্বং নিরতিশয়জ্ঞানৈশ্বর্য্যবলাদিশক্তিমন্তমীশ্বরং হে পুরুষোত্তম। ভূতানি ভাবয়তীতি ভূতভাবনঃ। তৎসম্বুদ্ধৌ হে ভূতভাবন। হে ভূতেশ ভূতানামীশ। হে দেবদেব। হে জগৎপতে ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিং তর্হি? স্বয়মিতি।—স্বয়মেব ত্বমাত্মানং বেত্থ জানাসি। নাহন্যঃ। তদপ্যাত্মনা স্বেনৈব বেত্থ। ন সাধনান্তরেণ। অত্যাদরেণ বহুধা সম্বোধয়তি—হে পুরুষোত্তম। পুরুষোত্তমত্বে হেতুগর্ভাণি বিশেষণানি সম্বোধনানি—হে ভূতভাবন ভূতোৎপাদক। ভূতানামীশ নিয়ন্তঃ। দেবানামাদিত্যাদীনাং দেব প্রকাশক। জগৎপতে বিশ্বপালক ॥ ১৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি মায়া ও গুণের অতীত তিনি পুরুষোত্তম। সমস্ত ভূত যাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তিনি ভূতভাবন। যিনি সমস্ত ভূতের নিয়ামক ও রক্ষক, তিনি ভূতেশ। যিনি ইন্দ্রাদিত্যাদি দেবতারও দেবতা, তিনি দেবদেব। যিনি সাধুজনের

বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬ ॥
কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া ॥ ১৭ ॥

শুভকর্মপ্রবৃত্তি প্রদান করেন, তিনি জগৎপতি। কোন সূক্ষ্মতত্ত্ব জানিতে হইলে জ্ঞানবান্ গুরুর উপদেশ আবশ্যক। অর্জ্জুন দেখিলেন, কাহারও উপদেশ না লইয়া, কাহারও সাধন না করিয়া শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে আপনিই সম্পূর্ণরূপে অবগত হইতেছেন। ইনি পরব্রহ্ম না হইলে এই স্বতঃসিদ্ধ স্বাত্মানুভূতি হইবার সম্ভাবনা নাই। ১৫ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। ত্বং (তুমি) যাভিঃ (যে যে) বিভূতিভিঃ (বিভূতির দ্বারা) ইমান্ (এই) লোকান্ (লোকসমূহ) ব্যাপ্য (ব্যাপিয়া) তিষ্ঠসি (রহিয়াছ) [সেই] দিব্যাঃ (দিব্য) আত্মবিভূতয়ঃ (আত্মবিভূতিসকল) অশেষেণ হি (সম্যক্ রূপে) বক্তুম্ (বলিতে) অর্হসি (যোগ্য হও) ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে ভগবন্! তুমি যে যে বিভূতি দ্বারা সর্ব্বলোক ব্যাপিয়া রহিয়াছ, তোমার সেই দিব্য বিভূতি সকল সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তন কর ॥ ১৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। বক্তুমিতি। বক্তুং কথয়িতুমর্হস্যশেষেণ। দিব্যা হ্যাত্ম-বিভূতয়ঃ। আত্মনো বিভূতয়ো যাস্তা বক্তুমর্হসি। যাভির্বিভূতিভিরাত্মনো মাহাত্ম্যবিস্তরৈ-রিমাল্লোঁকাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যস্মাত্ত্বাঽভিব্যক্তিং ত্বমেব বেৎসি। ন দেবাদয়ঃ। তস্মাৎ—বক্তুমিতি। যা আত্মনস্তব দিব্যা অত্যদ্ভুতা বিভূতয়স্তাঃ সর্ব্বা বক্তুং ত্বমেবাঽর্হসি যোগ্যোঽসি। যাভিরিতি বিভূতীনাং বিশেষণং স্পষ্টার্থম্ ॥ ১৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। অর্জ্জুন এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন যে, সৃষ্টি মধ্যে ভগবানের বিভূতি ভিন্ন আর কিছুই নাই, এবং সেই সকল বিভূতির গূঢ় তত্ত্ব তিনি ভিন্ন আর কেহই জানে না ও ব্যাখ্যা করিতে পারে না। ভগবত্তত্ত্ব ভগবান্ স্বয়ং ব্যতীত আর কেহই সম্যক্‌রূপে অবগত নহে। তাই অর্জ্জুন ভগবানের বিভূতি ভগবানেরই মুখে শুনিতে চাহিলেন ॥১৬॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। [হে] যোগিন্! সদা [তোমাকে] পরিচিন্তয়ন্ (চিন্তা করিয়া) [আমি] কথং (কি ভাবে) ত্বাং (তোমাকে) বিদ্যাং (জানিব) ? [হে] ভগবন্!

বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিং চ জনার্দ্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাঽস্তি মেঽমৃতম্ ॥ ১৮ ॥

ময়া (মৎকর্ত্তৃক) কেষু কেষু (কি কি) ভাবেষু চ (পদার্থসমূহে) [তুমি] চিন্ত্যঃ (চিন্তনীয়) অসি (হও) ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে যোগিন্! আমি তোমাকে কোন্ পদার্থে কিরূপ বিভূতির দ্বারা কিভাবে চিন্তা করিব, তাহা বলিয়া দাও ॥ ১৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কথমিতি। কথং বিদ্যাং বিজানীয়ামহং হে যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্? কেষু কেষু চ ভাবেষু বস্তুষু চিন্ত্যোঽসি ধ্যেয়োঽসি ভগবন্ ময়া? ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কথনপ্রয়োজনং দর্শয়ন্ প্রার্থয়তে—কথমিতি দ্বাভ্যাম্। হে যোগিন্ কথং কৈর্বিভূতিভেদৈঃ সদা পরিচিন্তয়ন্নহং ত্বাং বিদ্যাং জানীয়াম্? বিভূতিভেদেন চিন্ত্যোঽপি ত্বং কেষু কেষু পদার্থেষু ময়া চিন্তনীয়োঽসি? ॥ ১৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবান্ সমস্ত ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন বলিয়া অর্জ্জুন তাঁহাকে "যোগিন্" শব্দে সম্বোধন করিলেন। ভগবানের বিভূতি অনন্ত। তিনি কত ভাবে কোথায় কিরূপে বিরাজ করেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাই নিজ কল্যাণসাধনার্থ অর্জ্জুন নিজধ্যানোপযোগী আরাধ্য বিভূতির কথা ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১৭ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। [হে] জনার্দ্দন! আত্মনঃ (স্বীয়) যোগং (যোগ) বিভূতিং চ (ও বিভূতি) বিস্তরেণ (বিস্তরপূর্ব্বক) ভূয়ঃ (পুনর্ব্বার) কথয় (বল), হি (কেন না) অমৃতং (তোমার বচনামৃত) শৃণ্বতঃ (শ্রবণ করিয়া) মে (আমার) তৃপ্তিঃ (পরিতোষ) ন অস্তি (হইতেছে না) ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে জনার্দ্দন! তুমি পুনর্ব্বার তোমার যোগ ও বিভূতির তত্ত্ব আমাকে বিস্তর পূর্ব্বক বল; কেননা, তোমার বচনামৃত শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তি হইতেছে না ॥ ১৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। বিস্তরেণেতি। বিস্তরেণাত্মনো যোগং যোগৈশ্বর্য্যশক্তিবিশেষং বিভূতিং চ বিস্তরং ধ্যেয়পদার্থানাং। হে জনার্দ্দন—অর্দ্দতের্গতিকর্ম্মণো রূপম্। অসুরাণাং দেবপ্রতিপক্ষভূতানাং জনানাং নরকাদিগময়িতৃত্বাজ্জনার্দ্দনঃ। অভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সপুরুষার্থপ্রয়োজনং সর্ব্বৈর্জনৈর্যাচ্যত ইতি বা। ভূয়ঃ পূর্ব্বমুক্তমপি কথয়। তৃপ্তির্হি পরিতোষো যস্মান্নাঽস্তি মে শৃণ্বতস্ত্বন্মুখনিঃসৃতবাক্যাঽমৃতম্ ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেবং বহির্ম্মুখেঽপি চিত্তে তত্র তত্র বিভূতিভেদেন ত্বচ্চিন্তৈব যথা ভবেত্তথা বিস্তরেণ কথয়েত্যাহ—বিস্তরেণেতি। আত্মনস্তব যোগং সর্ব্বজ্ঞ

শ্রীভগবানুবাচ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ॥ ১৯ ॥

সর্ব্বশক্তিত্বাদিলক্ষণং যোগৈশ্বর্য্যং বিভূতিং চ বিস্তরেণ পুনঃ কথয়। হি যতস্তব বাক্যমমৃতরূপং শৃণ্বতো মম তৃপ্তিরলংবুদ্ধির্নাস্তি। ১৮॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি জীব সকলের স্বর্গসুখাদিদাতা ও মুক্তিবিধানকর্ত্তা, তিনিই জনার্দ্দন। তাই অর্জ্জুন নিজ কল্যাণের আশায় জনার্দ্দনরূপী ভগবান্‌কে বিভূতিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। কেননা, তিনি ভিন্ন দীন দুঃখী জীবের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিবার আর কে আছে? একে ত ভগবৎসম্বন্ধীয় কথা এতই মধুর যে তাহা ভক্তমুখে শুনিলেই শ্রোতার তৃপ্তি হয় না। শুকের মুখে মহারাজ পরীক্ষিৎও ভগবৎকথা শুনিয়া তৃপ্ত হইতে পারেন নাই। ভগবানের নিজমুখে নিজ কথা যে আরও অমৃতময়ী হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই জন্য অর্জ্জুন উহা ভূয়োভূয়ঃ শুনিতে চাহিতেছেন ॥ ১৮ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। শ্রীভগবান্ উবাচ। হন্ত [হে] কুরুশ্রেষ্ঠ। দিব্যাঃ (দিব্য) আত্মবিভূতয়ঃ (আত্মবিভূতিসমূহ) প্রাধান্যতঃ (প্রধানতঃ) তে (তোমাকে) কথয়িষ্যামি (বলিব), হি (যেহেতু) মে (আমার) বিস্তরস্য (বিস্তৃত বিভূতির) অন্তঃ ন অস্তি (শেষ নাই) ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে কুরুবংশাবতংস! আমার দিব্য বিভূতি অসীম ও অপার; তবে প্রধান প্রধান বিভূতি গুলি বিস্তর পূর্ব্বক বলিতেছি ॥ ১৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। হন্ত ত ইতি। হন্তেদানীং তে তব দিব্যা দিবি ভবা আত্মবিভূতয় আত্মনো মম বিভূতয়ো যাস্তাঃ কথয়িষ্যামীত্যেতৎ। প্রাধান্যতো যত্র যত্র প্রধানা যা যা বিভূতিস্তাং তাং প্রধানাং প্রাধান্যতঃ কথয়িষ্যাম্যহং। কুরুশ্রেষ্ঠ। অশেষতস্তু বর্ষশতেনাপি ন শক্যা বক্তুং। যতো নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে। মম বিভূতীনামিত্যর্থঃ। ১৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবং প্রার্থিতঃ সন্ ভগবানুবাচ—হন্তেতি। হন্তেত্যনুকম্পাসম্বোধনে। দিব্যা যা মদ্বিভূতয়স্তাঃ প্রাধান্যেন তে তুভ্যং কথয়িষ্যামি। যতোঽবান্তরস্তু বিভূতিবিস্তরস্য মদীয়স্যান্তো নাস্তি। অতঃ প্রধানভূতাঃ কতিচিদ্বর্ণয়িষ্যামি ॥ ১৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। "হন্ত" পদ দ্বারা ভগবান অর্জ্জুনের প্রার্থনা পরিপূর্ণ করিবেন ইহাই আশ্বাস দিলেন। তাঁহার অনন্ত বিভূতির কথা, অনন্ত বর্ষার ধারায় লিপিবদ্ধ হইলেও শেষ হয় না। এই জন্য ভগবান্ নিজ সুপ্রসিদ্ধ বিভূতি গুলির কথা বলিবেন বলিয়া স্বীকার করিলেন, এবং অর্জ্জুন যে স্বকীয় কল্যাণার্থ তাহা শ্রবণ করিতে উৎসুক হইয়াছেন, অর্জ্জুনের সে আশা এতাবৎ বিভূতি ব্যাখ্যাতেই পরিপূর্ণ হইবে। ১৯ ॥

——:০:——

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যং চ ভূতানামন্ত এব চ ॥ ২০ ॥
আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ ২১ ॥

অন্বয়বোধিনী। [হে] গুড়াকেশ! সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ (সর্ব্বভূতের হৃদয়-স্থিত) আত্মা অহম্ এব (আত্মা আমিই) ভূতানাং (সর্ব্বভূতের) অহম্ এব (আমিই) আদিঃ (উৎপত্তি), মধ্যম্ (স্থিতি), অন্তঃ চ (ও বিনাশ) ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে গুড়াকেশ! সর্ব্বভূতের হৃদয়স্থিত আনন্দঘন চৈতন্য-স্বরূপ আমি। আমিই সর্ব্বভূতের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ স্বরূপ ॥ ২০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তত্র প্রথমমেব তাবচ্ছৃণু—অহমিতি। অহমাত্মা প্রত্যগাত্মা। গুড়াকেশ—গুড়াকা নিদ্রা। তস্যা ঈশো গুড়াকেশো জিতনিদ্র ইত্যর্থঃ। ঘনকেশ ইতি বা। সর্ব্বেষাং ভূতানামাশয়েঽন্তর্হৃদি স্থিতোঽহমাত্মা প্রত্যগাত্মা নিত্যং ধ্যেয়ঃ। তদশক্তেন চোত্তরেষু ভাবেষু চিন্ত্যোঽহং চ চিন্তয়িতুং শক্যঃ। যস্মাদহমেবাদির্ভূতানাং কারণং। তথা মধ্যং চ স্থিতিঃ। অন্তঃ প্রলয়শ্চ। এবং চ ধ্যেয়োঽহম্ ॥ ২০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তত্র প্রথমমৈশ্বরং রূপং কথয়তি—অহমিতি। হে গুড়াকেশ সর্ব্বেষাং ভূতানামাশয়েঽন্তঃকরণেষু সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণৈর্নিয়ন্তৃত্বেনাঽবস্থিতঃ পরমাত্মা-ঽহম্। আদির্জন্ম। মধ্যং স্থিতিঃ। অন্তঃ সংহারঃ। সর্ব্বভূতানাং জন্মাদিহেতুশ্চাহমে-বেত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি নিদ্রাকে জয় করিয়াছেন, তিনি গুড়াকেশ। অর্জ্জুনকে আলস্য ও তন্দ্রাদি বিযুক্ত জানিয়া ভগবান্ এইরূপে প্রধান বিভূতি ব্যাখ্যা করিলেন যে, তিনিই জীবের অন্তরাত্মা। জীব আপনাকে জানিতে পারিলেই তাঁহাকে অবগত হইতে পারে। তিনিই সমস্ত জীবের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের হেতুস্বরূপ। অর্থাৎ সকল কার্য্যেরই মূল কারণ তিনি। সংযতচিত্তগণ ভগবান্‌কে অভিন্ন বোধে এইরূপে চিন্তা করিবেন ॥ ২০ ॥

—:০:—

অন্বয়বোধিনী। অহম্ আদিত্যানাং (আদিত্যগণের মধ্যে) বিষ্ণুঃ। জ্যোতিষাম্ (প্রকাশকগণের মধ্যে) অংশুমান্ (রশ্মিযুক্ত) রবিঃ (সূর্য্য)। মরুতাং (বায়ুগণের মধ্যে) মরীচিঃ। নক্ষত্রাণাম্ (নক্ষত্রগণের মধ্যে) অহং শশী (আমি চন্দ্র) ॥ ২১ ॥

বঙ্গানুবাদ। আদিত্যগণের মধ্যে আমি বিষ্ণু নামক আদিত্য, প্রকাশকগণের মধ্যে আমি সূর্য্য, মরুদ্গণের মধ্যে আমি মরীচি, এবং নক্ষত্রগণের মধ্যে আমি চন্দ্রমাঃ ॥ ২১ ॥

বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাঽস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥ ২২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। আদিত্যানামিতি। আদিত্যানাং দ্বাদশানাং বিষ্ণুর্নামাদিত্যোঽহম্। জ্যোতিষাং রবিঃ প্রকাশয়িতৃণামংশুমান্ রশ্মিমান্। মরীচির্নাম মরুতাং মরুদ্দেবতাভেদানামস্মি। নক্ষত্রাণামহং শশী চন্দ্রমাঃ ॥ ২১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ইদানীং বিভূতীঃ কথয়তি—আদিত্যানামিত্যাদিনা যাবদধ্যায়সমাপ্তি। আদিত্যানাং দ্বাদশানাং মধ্যে বিষ্ণুর্নামাদিত্যোঽহম্। জ্যোতিষাং প্রকাশকানাং মধ্যেঽংশুমান্ বিশ্বব্যাপিরশ্মিযুক্তো রবিঃ সূর্য্যোঽহম্। মরুতাং দেববিশেষাণাং মধ্যে মরীচির্নামাঽহমস্মি। যদ্বা সপ্ত মরুদ্গণা বায়বঃ। তেষাং মধ্য ইতি। তে চ—আবহঃ প্রবহো বিবহঃ পরাবহ উদ্বহঃ সংবহঃ পরিবহ ইতি সপ্ত মরুদ্গণাঃ। নক্ষত্রাণাং মধ্যে চন্দ্রোঽহম্।

অত্র চাদিত্যানামহং বিষ্ণুরিত্যাদিষু প্রায়শো নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী। ক্বচিচ্চ ভূতানামস্মি চেতনেত্যাদিষু সম্বন্ধে ষষ্ঠী। তচ্চ তত্র তত্রৈব দর্শয়িষ্যামঃ। বিষ্ণুরিত্যাদ্যবতারেষ্বপি প্রভাবাঽতিশয়মাত্রবিবক্ষয়া বিভূতিত্বেন নির্দ্দিশ্যতে। অতঃ পরং চাঽধ্যায়স্ত স্পষ্টার্থত্বেঽপি ক্বচিৎ কিঞ্চিদ্ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ২১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। সমস্ত বস্তুর মধ্যে যেখানে প্রাধান্য দৃষ্ট হয়, সেই খানেই ভগবানের বিভূতি অনুভূত হইয়া থাকে। দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে তিনি বিষ্ণু। অগ্নি আদি যত জ্যোতিষ্মান্ পদার্থ আছে, তন্মধ্যে সর্ব্ব প্রকাশের আধারভূমি সূর্য্যই তিনি। মরুদ্গণের মধ্যে মরীচিতে তাঁহারই বিভূতির প্রকাশ। অশ্বিনী আদি নক্ষত্র রাজির অধিপতি চন্দ্রমাঃ তিনি। সমস্ত পদার্থই তাঁহার বিভূতি হইলেও যাহাতে বিভূতির বিশেষ প্রকাশ, ভগবান্ তাহারই উল্লেখ করিতেছেন ॥ ২১ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। [আমি] বেদানাং (বেদসমূহের মধ্যে) সামবেদঃ অস্মি (হই), দেবানাং (দেবগণের মধ্যে) বাসবঃ (ইন্দ্র) অস্মি, ইন্দ্রিয়াণাং (ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে) মনঃ চ অস্মি (আমি মন), ভূতানাং (ভূতগণের মধ্যে) চেতনা অস্মি (হই) ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ। বেদসমূহের মধ্যে আমি সামবেদ, দেবগণের মধ্যে আমি ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে আমি মন, এবং ভূতগণের মধ্যে আমি চেতনাস্বরূপ ॥ ২২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। বেদানামিতি। বেদানাং মধ্যে সামবেদোঽস্মি। দেবানাং রুদ্রাদিত্যাদীনাং বাসব ইন্দ্রোঽস্মি। ইন্দ্রিয়াণামেকাদশানাং চক্ষুরাদীনাং মনশ্চাঽস্মি। সংকল্পবিকল্পাত্মকং মনশ্চাঽস্মি। ভূতানামস্মি চেতনা। কার্য্যকারণসংঘাতেঽভিব্যক্তা বুদ্ধের্বৃত্তিশ্চেতনা ॥ ২২

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাঽস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাঽস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥ ২৩ ॥
পুরোধসাং চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥ ২৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। বেদানামিতি। বাসব ইন্দ্রঃ। ভূতানাং সম্বন্ধিনী চেতনা জ্ঞানশক্তিরহমস্মি। ২২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। স্বরমাধুরীর প্রাধান্য হেতু বেদচতুষ্টয়ের মধ্যে সামবেদে ভগবানের বিশেষ বিভূতির প্রকাশ। অগ্নি বায়ু আদি সমস্ত দেবতাই ভগবদ্বিভূতি হইলেও শ্রেষ্ঠত্ব হেতু ইন্দ্রই তাঁহার বিভূতি। একাদশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে নেতৃত্ব হেতু মনেই তাঁহার বিভূতির প্রকাশ। আর ভৌতিক বাজ্য মধ্যে চেতনা ব্যতীত কোন কার্য্যই হয় না, এই জন্য চেতনাই তাঁহার বিভূতি ॥ ২২ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। রুদ্রাণাং (রুদ্রগণের মধ্যে) শঙ্করঃ অস্মি (আমি শঙ্কর), যক্ষরক্ষসাং চ (ও যক্ষরক্ষোগণের মধ্যে) বিত্তেশঃ (কুবের), অহং (আমি) বসূনাং (বসুগণের মধ্যে) পাবকঃ (অগ্নি) অস্মি (হই) শিখরিণাং চ (ও পর্ব্বতগণের মধ্যে) মেরুঃ (সুমেরু) ॥ ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। রুদ্রগণের মধ্যে আমি শঙ্কর, যক্ষ রক্ষঃ গণের মধ্যে আমি কুবের, বসুগণের মধ্যে আমি অগ্নি, এবং পর্ব্বতগণের মধ্যে আমি সুমেরু ॥ ২৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। রুদ্রাণামিতি। রুদ্রাণামেকাদশানাং শঙ্করশ্চাঽস্মি। বিত্তেশঃ কুবেরো যক্ষরক্ষসাং যক্ষাণাং রক্ষসাং চ। বসূনামষ্টানাং পাবকশ্চাঽস্ম্যগ্নিঃ। মেরুঃ শিখরিণাং শিখরবতামহম্ ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। রুদ্রাণামিতি। রক্ষসামপি ক্রূরত্বাদিসাম্যাদযক্ষৈঃ সহৈকীকৃত্য নির্দ্দেশঃ। তেষাং মধ্যে বিত্তেশঃ কুবেরোঽস্মি। পাবকোঽগ্নিঃ। শিখরিণাং শিখরবতামুচ্ছ্রিতানাং মধ্যে মেরুঃ ॥ ২৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। রুদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর নিজ ভক্তগণকে মুক্তি দান করিয়া থাকেন, এই জন্য শঙ্কর তাঁহার বিভূতি। যক্ষ রক্ষঃগণের মধ্যে কুবেরই সম্পূর্ণ ধনের অধিকারী, এই জন্য কুবের তাঁহার বিভূতি। অষ্টবসুর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব হেতু অগ্নিই তাঁহার বিভূতি। পর্ব্বতসমূহের মধ্যে স্বর্ণরত্নাদির প্রধান আকরভূমি বলিয়া সুমেরুই তাঁহার বিভূতি ॥ ২৩ ॥

—— :০: ——

[অন্বয়বো]ধিনী। [হে] পার্থ! মাং (আমাকে) পুরোধসাং চ (পুরোহিতগণের) মুখ্যং (প্রধান) বৃহস্পতিং (বৃহস্পতি বলিয়া) বিদ্ধি (জানিও), অহং (আমি) সেনানীনাং

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥ ২৫ ॥

(সেনাপতিগণের মধ্যে) স্কন্দঃ (কার্ত্তিকেয়), সরসাং (জলাশয়সমূহের মধ্যে) সাগরঃ অস্মি (হই) ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে পার্থ! পুরোহিতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি বলিয়া আমাকে জানিও। সেনাপতিগণের মধ্যে আমি স্কন্দ, এবং জলাশয়সমূহের মধ্যে আমি সাগর ॥ ২৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। পুরোধসামিতি। পুরোধসাং রাজপুরোহিতানাং মুখ্যং প্রধানং মাং বিদ্ধি জানীহি হে পার্থ বৃহস্পতিং। স হীন্দ্রস্যেতি মুখ্যঃ স্যাৎ পুরোধসাম্। সেনানীনাং সেনাপতীনামহং স্কন্দো দেবসেনাপতিঃ। সরসাং—যানি দেবখাতানি সরাংসি তেষাং সরসাং সাগরোঽস্মি ভবামি ॥ ২৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। পুরোধসামিতি। পুরোধসাং মধ্যে দেবপুরোহিতত্বান্মুখ্যং বৃহস্পতিং মাং বিদ্ধি। সেনানীনাং সেনাপতীনাং মধ্যে দেবসেনাপতিঃ স্কন্দোঽহমস্মি। সরসাং স্থিরজলাশয়ানাং মধ্যে সমুদ্রোঽস্মি ॥ ২৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। রাজাদিগের মধ্যে ত্রিলোকপতি দেবরাজ শ্রেষ্ঠ। বৃহস্পতি তাঁহার পুরোহিত বলিয়া রাজপুরোহিতগণের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ। পৌরোহিত্যে বৃহস্পতির শ্রেষ্ঠতা প্রযুক্ত বৃহস্পতি তাঁহার বিভূতি। সমস্ত সেনানায়কগণের মধ্যে দেবসেনাধিনায়ক কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় অব্যর্থ বীর্য্যবান্ সেনাপতি আর কেহ হয়েন নাই, এই জন্য তাঁহাতে ভগবানের বিভূতির প্রকাশ। অগাধত্ব ও বিশালত্ব হেতু সাগরই জলাশয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; এই জন্য সাগর তাঁহার বিভূতি ॥ ২৪ ॥

—:o:—

অন্বয়বোধিনী। অহং (আমি) মহর্ষীণাং (মহর্ষিদিগের মধ্যে) ভৃগুঃ (ভৃগু) অস্মি (হই), গিরাম্ (বাক্যসমূহের মধ্যে) একম্ অক্ষরম্ অস্মি (আমি একাক্ষর—প্রণব), যজ্ঞানাং (যজ্ঞসমূহের মধ্যে) জপযজ্ঞঃ, [এবং] স্থাবরাণাং (স্থাবরগণের মধ্যে) হিমালয়ঃ অস্মি (হই) ॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। মহর্ষিগণের মধ্যে আমি ভৃগু; শব্দসমূহের মধ্যে আমি একাক্ষর—ওঁকার; সকল যজ্ঞের মধ্যে আমি জপরূপ যজ্ঞ; এবং স্থাবরগণের মধ্যে আমি হিমালয় ॥ ২৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। মহর্ষীণামিতি। মহর্ষীণাং ভৃগুরহং। গিরাং বাচাং পদলক্ষণানামেকমক্ষরমোঙ্কারোঽস্মি। যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি। স্থাবরাণাং স্থিতিমতাং হিমালয়ঃ ॥ ২৫ ॥

অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাং চ নারদঃ।
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। মহর্ষীণামিতি। গিরাং বাচাং পদাত্মিকানাং মধ্য একমক্ষরমোঙ্কারাখ্যং পদমস্মি। যজ্ঞানাং শ্রৌতস্মার্ত্তানাং মধ্যে জপরূপো যজ্ঞোঽহম্ ॥ ২৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ঋষিদিগের মধ্যে ভৃগু অত্যন্ত তেজস্বী ছিলেন, তাঁহার পদচিহ্ন বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে লক্ষিত হয়। এই জন্য ভৃগুতে তাঁহার বিভূতির প্রকাশ। অর্থবাচক যত পদ—শব্দ—বাক্য উচ্চারিত হয়, তন্মধ্যে ব্রহ্মবাচক একাক্ষর স্বরূপ ওঁকারই ভগবানের বিভূতি। অশ্বমেধ, জ্যোতিষ্টোম আদি যত প্রকার যজ্ঞ কথিত আছে, তন্মধ্যে সকল যজ্ঞেই প্রায় হিংসারূপ দোষ দৃষ্ট হয়, কিন্তু ভগবানের নামজপরূপ মহাযজ্ঞে সে দোষ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই জন্য জপেই তাঁহার বিভূতির প্রকাশ। জগতে যত প্রকার অচল পদার্থ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে হিমালয় বহুরত্নের আকর স্থান, পতিতপাবনী গঙ্গার প্রবাহস্থান, এবং ভগবদ্ধ্যানস্তিমিতনেত্র ঋষি যোগী ও ভক্তগণের আবাসস্থান বলিয়া, উহা ভগবানের বিভূতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে ॥ ২৫ ॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। [আমি] সর্ব্ববৃক্ষাণাম্ (বৃক্ষসকলেরমধ্যে) অশ্বত্থঃ, দেবর্ষীণাং চ (ও দেবর্ষিগণের মধ্যে) নারদঃ; গন্ধর্ব্বাণাং (গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে) চিত্ররথঃ; সিদ্ধানাং (সিদ্ধগণের মধ্যে) কপিলঃ মুনিঃ ॥ ২৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। বৃক্ষসকলের মধ্যে আমি অশ্বত্থ, দেবর্ষিগণের মধ্যে আমি নারদ, গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে আমি চিত্ররথ, এবং সিদ্ধগণের মধ্যে আমি কপিল ॥ ২৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অশ্বত্থ ইতি। অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং। দেবর্ষীণাং চ নারদঃ। দেবা এব সন্ত ঋষিত্বং প্রাপ্তাঃ—মন্ত্রদর্শিত্বাৎ—দেবর্ষয়ঃ। তেষাং নারদোঽস্মি। গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথো নাম গন্ধর্ব্বোঽস্মি। সিদ্ধানাং জন্মনৈব ধর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যাতিশয়ং প্রাপ্তানাং কপিলো মুনিঃ ॥২৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অশ্বত্থ ইতি। দেবা এব সন্তো যে মন্ত্রদর্শনেন ঋষিত্বং প্রাপ্তাস্তেষাং মধ্যে নারদোঽস্মি। সিদ্ধানামুৎপত্তিত এবাধিগতপরমার্থতত্ত্বানাং মধ্যে কপিলাখ্যো মুনিরস্মি ॥ ২৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। বনস্পতিবর্গের মধ্যে নানা সদ্গুণের বিদ্যমানতা প্রযুক্ত অশ্বত্থ বৃক্ষই ভগবানের বিশেষ বিভূতি। ভক্তি ও জ্ঞানলাভে পরমোৎকর্ষ প্রাপ্তির জন্য দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদই তাঁহার বিভূতি। রূপ ও সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শিতার নিমিত্ত চিত্ররথই গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে তাঁহার বিভূতি স্বরূপ। জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যের অতিশয় প্রযুক্ত কপিল মুনির শ্রেষ্ঠত্ব থাকায় সিদ্ধগণের মধ্যে তিনি ভগবদ্বিভূতি ॥ ২৬ ॥

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাং চ নরাঽধিপম্ ॥ ২৭ ॥
আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাঽস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়বোধিনী। অশ্বানাং (অশ্বগণের মধ্যে) মাম্ (আমাকে), অমৃতোদ্ভবম্ (অমৃতমন্থনকালেজাত) উচ্চৈঃশ্রবসং (উচ্চৈঃশ্রবাঃ) বিদ্ধি (জানিও), গজেন্দ্রাণাম্ (গজেন্দ্রগণের মধ্যে) ঐরাবতং (ঐরাবত) [জানিও], নরাণাং চ (মনুষ্যগণের মধ্যে) নরাঽধিপং (রাজা) [বলিয়া জানিও] ॥ ২৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। আমি অশ্বগণের মধ্যে অমৃতমন্থনকালে উদ্ভূত উচ্চৈঃশ্রবাঃ নামক অশ্ব, হস্তিগণের মধ্যে ঐরাবত এবং মনুষ্যগণের মধ্যে রাজা আমি ॥ ২৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। উচ্চৈঃশ্রবসমিতি। উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাম্। উচ্চৈশ্রবা নামাঽশ্বরাজঃ। তং মাং বিদ্ধি জানীহি। অমৃতোদ্ভবমমৃতনিমিত্তমথনোদ্ভবম্। ঐরাবতমিরাবত্যা অপত্যং। গজেন্দ্রাণাং হস্তীশ্বরাণাং। তং মাং বিদ্ধি—ইত্যনুবর্ত্ততে। নরাণাং মনুষ্যাণাং চ নরাঽধিপং রাজানং মাং বিদ্ধি জানীহি ॥ ২৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। উচ্চৈঃশ্রবসমিতি। অমৃতার্থং ক্ষীরোদমথন উদ্ভূতমুচ্চৈঃশ্রবসং নামাঽশ্বং মদ্বিভূতিং বিদ্ধি। অমৃতোদ্ভবমিত্যেতদৈরাবতেঽপি সম্বধ্যতে। নরাঽধিপং রাজানং মাং মদ্বিভূতিং বিদ্ধি ॥ ২৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। সর্ব্ববিধ সুলক্ষণ ও পরম শোভাজন্য অশ্বগণের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবাতে তাঁহার বিভূতির প্রকাশ। দিব্যতেজ ও দেবরাজের বাহন হওয়ায় হস্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বহেতু ঐরাবতই তাঁহার বিভূতি। মনুষ্যগণকে ধর্ম্মে প্রবৃত্ত ও অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিবার একমাত্র নেতা ও শাসনকর্ত্তা বলিয়া, রাজাই মানবগণের মধ্যে তাঁহার বিশেষ বিভূতি ॥ ২৭ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। আয়ুধানাম্ (অস্ত্রসমূহের মধ্যে) অহং (আমি) বজ্রং (বজ্র), ধেনূনাং (ধেনুগণের মধ্যে) কামধুক্ অস্মি (আমি কামধেনু), অহং প্রজনঃ (পুত্রোৎপাদন হেতু) কন্দর্পঃ (কামঃ) অস্মি, সর্পাণাং চ (ও সর্পগণের মধ্যে) বাসুকিঃ অস্মি (আমি বাসুকি) ॥ ২৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। আয়ুধসমূহের মধ্যে আমি বজ্র, ধেনুগণের মধ্যে আমি কামধেনু, [কামনা সমূহের মধ্যে] পুত্রোৎপাদনার্থ কাম আমি, এবং সর্পগণের মধ্যে আমি বাসুকি ॥ ২৮ ॥

অনন্তশ্চাহস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।
পিতৄণামর্য্যমা চাহস্মি যমঃ সংযমতামহম্ ॥ ২৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। আয়ুধানামিতি। আয়ুধানামহং বজ্রং দধীচ্যস্থিসম্ভবং। ধেনূনাং দোগ্ধ্রীণামস্মি কামধুগ্বশিষ্ঠস্য সর্ব্বকামানাং দোগ্ধ্রী। সামান্যা বা কামধুক্। প্রজনঃ প্রজনয়িতাহস্মি কন্দর্পঃ কামঃ। সর্পাণাং সর্পভেদানামস্মি বাসুকিঃ সর্পরাজঃ ॥ ২৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। আয়ুধানামিতি। আয়ুধানাং মধ্যে বজ্রমস্মি। কামান্ দোগ্ধীতি কামধুক্। প্রজনঃ প্রজোৎপত্তিহেতুঃ কন্দর্পঃ কামোহস্মি। ন কেবলং সংভোগমাত্রপ্রধানঃ কামো মদ্বিভূতিঃ। অশাস্ত্রীয়ত্বাৎ। সর্পাণাং সবিষাণাং রাজা বাসুকিরস্মি ॥ ২৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। বজ্র দধীচি মুনির তপস্তেজোযুক্ত অস্থিজাত বলিয়া অস্ত্রসমূহের মধ্যে ঐ বজ্রই ভগবানের বিভূতি। যখন যাহা প্রার্থনা করা যায়, কামধেনু তখন তাহাই দান করিতে পারেন বলিয়া তাহাই ভগবানের বিভূতি। মৈথুনাভিলাষে যত প্রকার কামচেষ্টা আছে, তন্মধ্যে পুত্রোৎপাদন করিবার জন্য কন্দর্পবৃত্তিই তাঁহার বিভূতি। "প্রজনশ্চ" পদের চকারদ্বারা পুত্রকামনা ব্যতীত বৃথা মৈথুনের নিষেধ করিয়াছেন। সর্পগণের মধ্যে বাসুকি সর্পের রাজা বলিয়া তাঁহাতেই ভগবানের বিভূতি লক্ষিত হইয়াছে ॥ ২৮ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। নাগানাম্ (নাগগণের মধ্যে) অনন্তঃ অস্মি (আমি অনন্ত), যাদসাং চ (ও জলচরগণের মধ্যে) অহং বরুণঃ (আমি বরুণ), পিতৄণাম্ (পিতৃগণের মধ্যে) অর্য্যমা অস্মি (আমি অর্য্যমা), সংযমতাং চ (ও নিয়মকারিগণের মধ্যে) অহং যমঃ ॥ ২৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। নাগগণের মধ্যে আমি অনন্ত, জলচরগণের মধ্যে আমি বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে আমি অর্য্যমা, নিয়মকারিগণের মধ্যে আমি যম ॥ ২৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অনন্ত ইতি। অনন্তশ্চাহস্মি নাগানাং—নাগবিশেষাণাং নাগরাজঃ। বরুণো যাদসামহম্—অব্দেবতানাং রাজাহহম্। পিতৄণামর্য্যমা নাম পিতৃরাজশ্চাহস্মি। যমঃ সংযমতাং সংযমনং কুর্ব্বতামহম্ ॥ ২৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অনন্ত ইতি। নাগানাং নির্ব্বিষাণাং রাজাহনন্তঃ শেষোহস্মি। যাদসাং জলচরাণাং রাজা বরুণোহস্মি। পিতৄণাং রাজাহর্য্যমাহস্মি। সংযমতাং নিয়মনং কুর্ব্বতাং মধ্যে যমোহস্মি ॥ ২৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। সর্পজাতি ও নাগজাতি ভিন্ন। শেষ বা অনন্ত নামক নাগরাজই ভগবানের বিভূতি। জলচরগণের অধিনায়ক বলিয়া, বরুণই ভগবানের বিভূতি। পিতৃগণের মধ্যে আধিপত্য প্রযুক্ত অর্য্যমাই তাঁহার বিভূতি, এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম, সুখদুঃখরূপ ফল-

প্রহ্লাদশ্চাঽস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগাণাং চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্॥ ৩০॥
পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।
ঝষাণাং মকরশ্চাঽস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী॥ ৩১॥

প্রাপ্তি বিষয়ে অনুগ্রহ ও নিগ্রহরূপ সংযমকারী যত সমর্থ পুরুষ আছেন, তন্তাবতের মধ্যে যমেই তাঁহার বিভূতির প্রকাশ॥ ২৯॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। দৈত্যানাং (দৈত্যগণের মধ্যে) প্রহ্লাদঃ অস্মি (আমি প্রহ্লাদ); কলয়তাং চ (সংখ্যাগণনাকারিগণের মধ্যে) অহং কালঃ, মৃগাণাং চ (চতুষ্পদদিগের মধ্যে) অহং মৃগেন্দ্রঃ (সিংহ), পক্ষিণাং চ (এবং পক্ষিগণের মধ্যে) বৈনতেয়ঃ (গরুড়)॥ ৩০॥

বঙ্গানুবাদ। দৈত্যগণের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ, সংখ্যাগণনাকারিদিগের মধ্যে আমি কাল, চতুষ্পদদিগের মধ্যে আমি সিংহ, এবং বিহঙ্গগণের মধ্যে আমি গরুড়॥ ৩০॥

শাঙ্করভাষ্যম্। প্রহ্লাদ ইতি। প্রহ্লাদো নাম চাঽস্মি দৈত্যানাং দিতিবংশ্যানাং। কালঃ কলয়তাং কলনং গণনং কুর্ব্বতামহং। মৃগাণাং চ মৃগেন্দ্রঃ সিংহো ব্যাঘ্রো বাঽহং। বৈনতেয়শ্চ গরুত্মান্ বিনতাসুতঃ পক্ষিণাং পতত্রিণাম্॥ ৩০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। প্রহ্লাদ ইতি। কলয়তাং বশীকুর্ব্বতাং গণয়তাং বা মধ্যে কালোঽহমস্মি। মৃগেন্দ্রঃ সিংহঃ। পক্ষিণাং মধ্যে বৈনতেয়ো গরুড়োঽস্মি॥ ৩০॥

গীতার্থসন্দীপনী। দৈত্যগণের মধ্যে সাত্ত্বিক স্বভাব ও ভক্তিভাবের জন্য প্রহ্লাদেই তাঁহার বিভূতির প্রকাশ। ঘটনাসমূহের সংখ্যাকারিগণের মধ্যে চিরদিন বর্ত্তমান বলিয়া কালই তাঁহার প্রধান বিভূতি। মৃগাদি পশুবর্গের মধ্যে বল বিক্রম ও গাম্ভীর্য্য জন্য সিংহেই তাঁহার বিভূতির প্রকাশ। এবং আকাশগামিপক্ষিগণের মধ্যে স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে যাতায়াতের সামর্থ্য আছে বলিয়া গরুড়ই তাঁহার বিভূতি॥ ৩০॥

:০:

অন্বয়বোধিনী। পবতাং (বেগগামিগণের মধ্যে) পবনঃ অস্মি (আমি পবন), শস্ত্রভৃতাং (শস্ত্রধারিগণের মধ্যে) অহং রামঃ; ঝষাণাং (মৎস্যগণের মধ্যে) মকরঃ অস্মি (আমি মকর), স্রোতসাং চ (এবং নদীসমূহের মধ্যে) জাহ্নবী অস্মি (আমি গঙ্গা)॥ ৩১॥

বঙ্গানুবাদ। বেগগামীদিগের মধ্যে আমি বায়ু, শস্ত্রধারিগণের মধ্যে আমি রাম, মৎস্যগণের মধ্যে আমি মকর এবং নদীসমূহের মধ্যে আমি গঙ্গা॥ ৩১॥

সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যং চৈবাহমর্জ্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্॥ ৩২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। পবন ইতি। পবনো বায়ুঃ পবতাং পাবয়িতৃণামস্মি। রামঃ শস্ত্রভৃতামহং। শস্ত্রাণাং ধারয়িতৃণাং দাশরথী রামোঽহং। ঝষাণাং মৎস্যাদীনাং মকরো নাম জাতিবিশেষোঽহং। স্রোতসাং স্রবন্তীনামস্মি জাহ্নবী গঙ্গা। ৩১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। পবন ইতি। পবতাং পাবয়িতৃণাং বেগবতাং বা মধ্যে বায়ুরহমস্মি। শস্ত্রভৃতাং বীরাণাং রামো দাশরথিঃ। যদ্বা রামঃ পরশুরামঃ। ঝষাণাং মৎস্যানাং মধ্যে মকরো নাম মৎস্যজাতিবিশেষোঽহং। স্রোতসাং প্রবাহোদকানাং মধ্যে ভাগীরথী॥ ৩১॥

গীতার্থসন্দীপনী। অতিবেগে ভ্রমণকারী পদার্থপুঞ্জের মধ্যে বিশালত্ব ও বেগাতিশয় প্রযুক্ত বায়ুই তাঁহার বিভূতি। যুদ্ধকুশল শস্ত্রধারিগণের মধ্যে রক্ষঃকুলনিধন-কারী দশরথকুমার শ্রেষ্ঠবীর শ্রীরামচন্দ্রেই তাঁহার বিশেষ বিভূতির প্রকাশ। অত্যন্ত তেজস্বিতা এবং গঙ্গাদেবীর বাহনত্ব প্রযুক্ত মৎস্যগণের মধ্যে মকরেই ভগবদ্বিভূতি। বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা ও সর্ব্বপাতকসংহন্ত্রী বলিয়া নদীসমূহের মধ্যে গঙ্গাতেই ভগবানের বিশেষ বিভূতি ব্যাখ্যাত হইল॥ ৩১॥

—:০:—

অন্বয়বোধিনী। (হে) অর্জ্জুন! সর্গাণাম্ (সৃষ্টপদার্থসমূহের মধ্যে) আদিঃ (উৎপত্তি), অন্তঃ (বিনাশ), মধ্যং চ (ও মধ্য) অহম্ এব (আমিই), বিদ্যানাং (বিদ্যাসমূহের মধ্যে) অধ্যাত্মবিদ্যা, প্রবদতাম্ (বাদিগণের মধ্যে) অহং বাদঃ (বাদনামক তর্ক)॥ ৩২॥

বঙ্গানুবাদ। সৃষ্ট পদার্থ সমূহের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় আমি; বিদ্যা-সমূহের মধ্যে আমি অধ্যাত্মবিদ্যা, এবং বিবদমান তার্কিক পুরুষগণের কথাসমূহের মধ্যে বাদ আমি॥ ৩২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সর্গাণামিতি। সর্গাণাং সৃষ্টীনামাদিরন্তশ্চ মধ্যং চৈবাহম্। উৎপত্তিস্থিতিলয়া অহমর্জ্জুন। ভূতানাং জীবাঽধিষ্ঠিতানামেবাদিরন্তশ্চেত্যাদ্যুক্তমুপক্রমে। ইহ তু সর্ব্বস্যৈব সর্গমাত্রস্যেতি বিশেষঃ। অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং—মোক্ষার্থত্বাৎ—প্রধানমস্মি। বাদোঽর্থনির্ণয়হেতুত্বাৎ প্রবদতাং প্রধানম্। অতঃ সোঽহমস্মি। প্রবক্তৃদ্বারেণ বদনভেদানামেব বাদজল্পবিতণ্ডানামিহ গ্রহণং প্রবদতামিতি॥ ৩২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। সর্গাণামিতি। সৃজ্যন্ত ইতি সর্গা আকাশাদয়ঃ। তেষামাদিরন্তশ্চ মধ্যং চৈবাহম। অহমাদিশ্চ মধ্যং চেত্যত্র সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃত্বং পারমৈশ্বর্য্যমুক্তম্। অত্র তূৎপত্তিস্থিতিপ্রলয়া মদ্বিভূতিত্বেন ধ্যেয়া ইত্যুচ্যত ইতি বিশেষঃ। অধ্যাত্মবিদ্যাত্মবিদ্যা।

অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ॥ ৩৩॥

প্রবদতাং বাদিনাং সম্বন্ধিভ্যো বাদজল্পবিতণ্ডাখ্যাস্ত্রিবিধাঃ কথাঃ প্রসিদ্ধাঃ। তাসাং মধ্যে বাদোঽহম্। যত্র দ্বাভ্যামপি প্রমাণতর্কৈশ্চ স্বপক্ষঃ স্থাপ্যতে পরপক্ষশ্চচ্ছলজাতিনিগ্রহস্থানৈর্দূষ্যতে স জল্পো নাম। যত্র ত্বেকঃ স্বপক্ষং স্থাপয়তান্তস্তুচ্ছলজাতিনিগ্রহস্থানৈস্তৎপক্ষং দূষয়তি—ন তু স্বপক্ষং স্থাপয়তি—সা বিতণ্ডা নাম কথা। তত্র জল্পবিতণ্ডে বিজিগীষমাণয়োর্ব্বাদিনোঃ শক্তিপরীক্ষামাত্রফলে। বাদস্তু বীতরাগয়োঃ শিষ্যাচার্য্যয়োরন্যয়োর্ব্বা তত্ত্বনিরূপণফলঃ। অতোঽসৌ শ্রেষ্ঠত্বান্মদ্বিভূতিরিত্যর্থঃ॥ ৩২॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবান্ যে চেতন পদার্থসমূহের উৎপত্তি-স্থিতি-লয় স্বরূপ তাহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। এই শ্লোকে অচেতন পদার্থসমূহের উৎপত্তি, স্থিতি, লয় আদিও তাঁহার বিভূতিরূপে কথিত হইল। অধ্যাত্মবিদ্যার দ্বারা জীবের ব্রহ্মাত্মবুদ্ধির উদয় হয়, তজ্জন্য উহাও ভগবানের বিভূতি। তার্কিকগণ যে বাদ, জল্প ও বিতণ্ডাময় কথা কহিয়া থাকেন, তন্মধ্যে প্রাধান্য হেতু বাদই ভগবানের বিভূতি। গুরু শিষ্যের মধ্যে অথবা সজ্জনগণের মধ্যে সত্যতত্ত্ব নিরূপণার্থ যে প্রশ্নোত্তর হইয়া থাকে, তাহারই নাম বাদ। পরস্পর জিগীষাপরতন্ত্র হইয়া যে সকল তর্ক বিতর্ক হয়, তাহার নাম জল্প ও বিতণ্ডা॥ ৩২॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। অক্ষরাণাম্ (অক্ষর সমূহের মধ্যে) অকারঃ অস্মি (আমি অকার), সামাসিকস্য চ (ও সমাসসমূহের মধ্যে) দ্বন্দ্বঃ (দ্বন্দ্বসমাস), অহম্ এব (আমিই) অক্ষয়ঃ কালঃ (অক্ষয় কালস্বরূপ), অহং বিশ্বতোমুখঃ (সর্ব্বতোমুখ) ধাতা (কর্ম্মফলবিধাতা ঈশ্বর)॥ ৩৩॥

বঙ্গানুবাদ। অক্ষরসমূহের মধ্যে আমি অকার, সমাসসমূহের মধ্যে আমি দ্বন্দ্ব সমাস, অক্ষয় প্রবাহরূপ কাল আমি, এবং কর্ম্মের ফলদাতাগণের মধ্যে আমি অন্তর্যামী ঈশ্বর॥ ৩৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অক্ষরাণামিতি। অক্ষরাণাং বর্ণানামকারো বর্ণোঽস্মি। দ্বন্দ্বঃ সমাসোঽস্মি সামাসিকস্য সমাসসমূহস্য। কিঞ্চ—অহমেবাক্ষয়োঽক্ষীণঃ কালঃ প্রসিদ্ধঃ ক্ষণাদ্যাখ্যঃ। অথবা পরমেশ্বরঃ কালস্যাপি কালোঽস্মি। ধাতাহং কর্ম্মফলস্য বিধাতা সর্ব্বজগতঃ। বিশ্বতোমুখঃ সর্ব্বতোমুখঃ॥ ৩৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অক্ষরাণামিতি। অক্ষরাণাং বর্ণানাং মধ্যেঽকারোঽস্মি। তস্য সর্ব্ববাঙ্ময়ত্বেন শ্রেষ্ঠত্বাৎ। তথা চ শ্রুতিঃ—অকারো বৈ সর্ব্বা বাক্ সৈষা স্পর্শোষ্মভির্ব্যজ্যমানা বহ্বী নানারূপা ভবতীতি। সামাসিকস্য সমাসসমূহস্য মধ্যে দ্বন্দ্বঃ—রামকৃষ্ণাবিত্যাদিসমাসঃ—অস্মি। উভয়পদপ্রধানত্বেন শ্রেষ্ঠত্বাৎ। অক্ষয়ঃ প্রবাহরূপঃ কালোঽহমেব। কালঃ

মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্ত্তিঃ শ্রীর্ব্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্ম্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥ ৩৪ ॥

কলয়তামহমিত্যত্রায়ুর্গণনাত্মকঃ সংবৎসরশতাদ্যায়ুঃস্বরূপঃ কাল উক্তঃ। স চ তস্মিন্নায়ুষি ক্ষীণে সতি ক্ষীয়তে। অত্র তু প্রবাহাত্মকোঽক্ষয়ঃ কাল উচ্যত ইতি বিশেষঃ। কর্ম্মফল-বিধাতৃণাং মধ্যে বিশ্বতোমুখো ধাতা। সর্ব্বকর্ম্মফলবিধাতাহমিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। অকার সকল বর্ণের প্রথম, এই জন্য উহা ভগবানের বিভূতি। দ্বন্দ্ব সমাসে যে সকল পদ গৃহীত হয়, তাহাদের প্রত্যেক পদেরই প্রাধান্য থাকে, বলিয়া, উহা ভগবানের বিভূতি। বহুব্রীহি আদি সমাসে যেমন একটী পদেরই মুখ্যার্থ থাকে, দ্বন্দ্বসমাসে সেরূপ পক্ষপাত দৃষ্ট হয় না। কাল সকলঘটনারই সাক্ষিস্বরূপ, এই জন্য উহা ভগবানের বিভূতি। দেবাদির উদ্দেশে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে তাঁহারা ফলদান করেন সত্য, কিন্তু ঈশ্বরের ন্যায় চতুর্ব্বর্গ ফলদানে কাহারও সামর্থ্য নাই, এই জন্য ঈশ্বর তাঁহার বিভূতি ॥৩৩॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। [সংহর্তৃগণের মধ্যে] অহং সর্ব্বহরঃ (সর্ব্বহর) মৃত্যুঃ, ভবিষ্যতাম্ (ভাবি কল্যাণসমূহের বা প্রাণিগণের মধ্যে) উদ্ভবঃ (অভ্যুদয়); নারীণাং (নারীগণের মধ্যে) কীর্ত্তিঃ শ্রীঃ বাক্ স্মৃতিঃ মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা চ (এই সপ্ত দেবতারূপ স্ত্রী আমার বিভূতি) ॥ ৩৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। সংহর্ত্তাগণের মধ্যে আমি মৃত্যু; ভবিষ্যৎ কল্যাণসমূহের মধ্যে উৎকর্ষরূপ উদ্ভব আমি; নারীগণের মধ্যে কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা, [ধর্ম্মের এই সপ্ত পত্নী] আমি ॥ ৩৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। মৃত্যুরিতি—মৃত্যুর্দ্বিবিধঃ। ধনাদিহরঃ প্রাণহরশ্চ। তত্র যঃ প্রাণহরঃ সর্ব্বহরঃ স উচ্যতে। সোঽহমিত্যর্থঃ। অথবা পর ঈশ্বরঃ প্রলয়ে সর্ব্বহরণাৎ সর্ব্বহরঃ। সোঽহম্। উদ্ভব উৎকর্ষোঽভ্যুদয়ঃ। তৎপ্রাপ্তিহেতুশ্চাহম্। কেষাং ? ভবিষ্যতাং ভাবিকল্যাণানামুৎকর্ষপ্রাপ্তিযোগ্যানামিত্যর্থঃ। কীর্ত্তি শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমেত্যেতা উত্তমাঃ স্ত্রীণামহমস্মি। যাসামাভাসমাত্রসম্বন্ধেনাঽপি লোকঃ কৃতার্থমাত্মানং মন্যতে ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। মৃত্যুরিতি। সংহারকাণাং মধ্যে সর্ব্বহরো মৃত্যুরহম্। ভবিষ্যতাং ভাবিকল্যাণানাং প্রাণিনামুদ্ভবোঽভ্যুদয়োঽহম্। নারীণাং মধ্যে কীর্ত্ত্যাদ্যাঃ সপ্ত দেবতারূপাঃ স্ত্রিয়োঽহম্। যাসামাভাসমাত্রযোগেন প্রাণিনঃ শ্লাঘ্যা ভবন্তি তাঃ কীর্ত্ত্যাদ্যাঃ স্ত্রিয়ো মদ্বিভূতয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। জীবমাত্রেরই উপর মৃত্যুর আধিপত্য আছে বলিয়া উহা ভগবানের বিভূতি। ঐশ্বর্য্যের উৎকর্ষরূপ উদ্ভবই পরম কল্যাণস্বরূপ, এই জন্য উহা ভগবদ্বিভূতি। ধর্ম্মপ্রবৃত্তিসমূহের দ্বারা জীবের মুক্তিমার্গে গতি হয়, এই জন্য উহাও

বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রীচ্ছন্দসামহম্।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ ॥ ৩৫ ॥
দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্ ॥ ৩৬ ॥

ভগবদ্বিভূতি। যাহার দ্বারা চতুর্দ্দিকে যশঃ ব্যাপ্ত হয়, তাহার নাম কীর্ত্তি। ধর্ম্ম ও কামের নাম শ্রী, উজ্জ্বল শোভা বা কান্তির নামও শ্রী। সর্ব্বার্থপ্রকাশিনী সংস্কৃতবাণীর নাম বাক্। যে শক্তির দ্বারা পূর্ব্বাভ্যস্ত বিষয় মনে পুনরভ্যুদিত হয়, তাহার নাম স্মৃতি। বহুগ্রন্থার্থ ধারণ করিবার শক্তির নাম মেধা। বহু পীড়াদি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেও শরীরের [ইন্দ্রিয়রূপ সংঘাতের] স্থিতি রক্ষা করিবার শক্তির নাম ধৃতি, অথবা প্রবর্ত্তিত বৃত্তিকে নিবৃত্ত করিবার শক্তির নাম ধৃতি। হর্ষ বিষাদে অক্ষুব্ধচিত্ততার নাম ক্ষমা ॥ ৩৪ ॥

—:০:—

অন্বয়বোধিনী। অহং সাম্নাং (সামসমূহের মধ্যে) বৃহৎসাম, ছন্দসাম্ (ছন্দঃসমূহের মধ্যে) অহং গায়ত্রী, মাসানাম্ (মাসসমূহের মধ্যে) অহং মার্গশীর্ষঃ (অগ্রহায়ণ), ঋতূনাং (ঋতুসমূহের মধ্যে) কুসুমাকরঃ (বসন্ত ঋতু) ॥ ৩৫ ।

বঙ্গানুবাদ। গীতিবিশেষরূপ সামসমূহের মধ্যে আমি বৃহৎসাম। ছন্দঃসমূহের মধ্যে আমি গায়ত্রী। মাসসমূহের মধ্যে আমি মার্গশীর্ষ, এবং ঋতুসমূহের মধ্যে আমি বসন্ত ঋতু ॥ ৩৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। বৃহৎসামেতি। বৃহৎসাম মোক্ষপ্রতিপাদকসামবেদবিশেষ-তথা সাম্নাং প্রধানমস্মি। গায়ত্রী ছন্দসামহম্। গায়ত্র্যাদিচ্ছন্দোবিশিষ্টানামৃচাং গায়ত্র্যৃগহমিত্যর্থঃ। মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহম্। ঋতূনাং কুসুমাকরো বসন্তঃ ॥ ৩৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। বৃহৎসামেতি। ত্বামিদ্ধি হবামহে (ক) ইত্যস্যামৃচি গীয়মানং বৃহৎসাম। তেন চেন্দ্রঃ সর্ব্বেশ্বরত্বেন স্তূয়ত ইতি শ্রৈষ্ঠ্যম্। ছন্দোবিশিষ্টানাং মন্ত্রাণাং মধ্যে গায়ত্রীমন্ত্রোঽহম্। দ্বিজত্বাপাদকত্বেন সোমাহরণেন চ শ্রেষ্ঠত্বাৎ। কুসুমাকরো বসন্তঃ ॥ ৩৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। বেদচতুষ্টয়ের মধ্যে সামবেদ যে ভগবানের বিভূতি, ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। এক্ষণে ঐ সামের মধ্যে যেখানে ইন্দ্রের স্তুতিরূপ গীতি আছে, সেই বৃহৎসাম ভগবানের বিশেষ বিভূতি। ছন্দোগণের মধ্যে গায়ত্রীর দ্বিজত্বসম্পাদকতা শক্তি থাকায় উহা ভগবানের বিভূতি। মার্গশীর্ষে উত্তাপের অল্পতা হয় বলিয়া উহাও ভগবানের বিভূতি। বসন্ত ঋতুতে বন ও উপবন নানা পুষ্পগন্ধে আমোদিত হয় বলিয়া, এবং স্নিগ্ধ সমীরণে রোগিগণ আরোগ্য লাভ করে বলিয়া, বসন্তে ভগবদ্বিভূতির প্রকাশ ॥ ৩৫ ॥

—:০:—

(ক) সামবেদ সংহিতা, ১।১৩৪।

বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনা কবিঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়বোধিনী। অহং ছলয়তাং (প্রবঞ্চকগণের) দ্যূতং (দ্যূতরূপ ছল), তেজস্বিনাং (তেজস্বী পুরুষগণের) তেজঃ অস্মি (হই), অহং [জেতৃগণের] জয়ঃ অস্মি; [উদ্যোগিগণের] ব্যবসায়ঃ (অধ্যবসায়) অস্মি, অহং সত্ত্ববতাং (সাত্ত্বিকগণের) সত্ত্বম্ (সত্ত্বগুণ) ॥ ৩৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। প্রবঞ্চকগণের আমি দ্যূতরূপ ছল, তেজস্বী পুরুষদিগের আমি তেজঃ, বিজয়ী পুরুষদিগের আমিই জয়, ব্যবসায়িগণের আমি ব্যবসায়, এবং সত্ত্বগুণযুক্তপুরুষদিগের আমি সত্ত্বগুণ ॥ ৩৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। দ্যূতমিতি। দ্যূতমক্ষদেবনাদিলক্ষণং ছলয়তাং ছলস্য কর্তৄণামস্মি। তেজোঽহং তেজস্বিনাং। জয়োঽস্মি জেতৄণাম্। ব্যবসায়োঽস্মি ব্যবসায়িনাম্। সত্ত্বং সত্ত্ববতাং সাত্ত্বিকানামহম্ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। দ্যূতমিতি। ছলয়তামন্যোঽন্যবঞ্চনপরাণাং সম্বন্ধি দ্যূতমস্মি। তেজস্বিনাং প্রভাববতাং তেজঃ প্রভাবোঽস্মি। জেতৄণাং জয়োঽস্মি। ব্যবসায়িনামুদ্যমবতাং ব্যবসায় উদ্যমোঽস্মি। সত্ত্ববতাং সাত্ত্বিকানাং সত্ত্বমহম্ ॥ ৩৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যে যে উপায়ের দ্বারা পরকে প্রবঞ্চনা করা যায়, দ্যূত ক্রীড়া তন্মধ্যে প্রধান, এই জন্য উহা ভগবদ্বিভূতি। তেজস্বিগণের প্রভাবে অপর লোক সকল আজ্ঞাবহ থাকে, এই জন্য সেই প্রভাবও ভগবানের বিভূতি। বিজয়ী পুরুষগণ অন্যকে পরাভব করিয়া নিজের জয় জন্য পরমোল্লাসযুক্ত হন, এইজন্য জয়ও ভগবানের বিভূতি। সদুপায়ের দ্বারা উদ্যোগিগণ যে বৃত্তি অবলম্বন করেন, নির্দোষতা প্রযুক্ত ঐ ব্যবসায়ও ভগবদ্বিভূতি। সাত্ত্বিক পুরুষগণের যে ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যরূপ সত্ত্বগুণ, তাহাও ভগবানের বিশেষ বিভূতি ॥ ৩৬ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। অহং বৃষ্ণীনাং (যাদবগণের মধ্যে) বাসুদেবঃ, পাণ্ডবানাং (পাণ্ডবগণের মধ্যে) ধনঞ্জয়ঃ (অর্জ্জুন), মুনীনাং (মুনিগণের মধ্যে) ব্যাসঃ (বেদব্যাস) কবীনাম্ (কবিগণের মধ্যে) উশনা কবিঃ (শুক্র) ॥ ৩৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। যাদবগণের মধ্যে আমি বাসুদেব, পাণ্ডবগণের মধ্যে আমি ধনঞ্জয়, মুনিগণের মধ্যে আমি বেদব্যাস, এবং কবিগণের মধ্যে আমি শুক্র ॥ ৩৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। বৃষ্ণীনামিতি। বৃষ্ণীনাং যাদবানাং বাসুদেবোঽস্মি—অয়মেবাহং ত্বৎসখঃ। পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ—ত্বমেব। মুনীনাং মননশীলানাং সর্ব্বপদার্থজ্ঞানামপ্যহং ব্যাসঃ। কবীনাং ক্রান্তদর্শিনামুশনা কবিরস্মি ॥ ৩৭ ॥

দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাঽস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ॥ ৩৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। বৃষ্ণীনামিতি। বাসুদেবো যোঽহং ত্বামুপদিশামি। ধনঞ্জয়স্ত্বমেব মদ্বিভূতিঃ। মুনীনাং বেদার্থমননশীলানাং বেদব্যাসোঽস্মি। কবীনাং ক্রান্তদর্শিনামুশনা নাম কবিঃ শুক্রঃ ॥ ৩৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যদুকুলে কৃষ্ণরূপ দেহ পরিগ্রহ করিয়া ভূভারহরণ ও ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি তাঁহার বিভূতি। ভগবানের সহিত সখ্যপ্রযুক্ত পাণ্ডবগণের মধ্যে অর্জ্জুন তাঁহার বিভূতি। মননশীল মুনিগণের মধ্যে বেদপ্রচারের প্রযত্ন জন্য বেদবক্তা বেদব্যাস ভগবানের বিশেষ বিভূতি। শাস্ত্রের সূক্ষ্মার্থ বুঝিবার সামর্থ্য জন্য শুক্র নামক কবিতে তাঁহার বিভূতি প্রকাশ। ৩৭ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। অহং দময়তাং (দমনকারিগণের) দণ্ডঃ অস্মি, জিগীষতাং (জয়েচ্ছুগণের) নীতিঃ অস্মি, গুহ্যানাং (গোপ্যবিষয়সমূহের মধ্যে) মৌনম্ এব (মৌন); জ্ঞানবতাং চ (ও জ্ঞানিগণের) জ্ঞানম্ অস্মি (হই) ॥ ৩৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। দমনকারিগণের আমি দণ্ডস্বরূপ, জিগীষুগণের আমি ন্যায়রূপ নীতি, গুহ্যার্থ বিষয়ে মৌন আমি, এবং জ্ঞানিগণের আমি জ্ঞানস্বরূপ ॥ ৩৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। দণ্ড ইতি। দণ্ডো দময়তাং দময়িতৄণামস্মি—অদান্তানাং দমনকারণম্। নীতিরস্মি জিগীষতাং জেতুমিচ্ছতাম্। মৌনং চৈবাঽস্মি গুহ্যানাং গোপ্যানাম্। জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ॥ ৩৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। দণ্ড ইতি। দময়তাং দমনকর্ত্তৄণাং সম্বন্ধী দণ্ডোঽস্মি। যেনাঽসংযতা অপি সংযতা ভবন্তি স দণ্ডো মদ্বিভূতিঃ। জেতুমিচ্ছতাং সম্বন্ধিনী সামাদ্যুপায়রূপা নীতিরস্মি। গুহ্যানাং গোপ্যানাং গোপনহেতুর্ম্মৌনমবচনমহমস্মি। ন হি তূষ্ণীং স্থিতস্যাঽভিপ্রায়ো জ্ঞায়তে। জ্ঞানবতাং তত্ত্বজ্ঞানিনাং যজ্জ্ঞানং তদহমস্মি ॥ ৩৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। কুপথগামিগণকে সুপথে আনিবার জন্য, শিক্ষক বা রাজা প্রভৃতি যে দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন, সেই দণ্ড ভগবানের বিভূতি। অন্যায় উপায়ে অনেকে অন্যকে পরাভব করিয়া থাকে তাহা নিন্দিত। এই জন্য যে ন্যায়রূপ নীতি দ্বারা অন্যকে পরাভব করা যায়, সেই নীতিই ভগবানের বিভূতি। গোপনীয় বিষয়ের প্রকাশ হইলে পাছে নিজের বা অপরের হানি হয়, এই জন্য লোকে যে মৌনাবলম্বন করে, সে মৌনও ভগবদ্বিভূতি। সন্ন্যাসের সহিত শ্রবণ মনন পূর্ব্বক আত্মনিদিধ্যাসনই প্রকৃত মৌনাবলম্বন। জ্ঞানীর আত্মজ্ঞানদ্বারা সংসারপাশ বিমোচন হয়, এইজন্য জ্ঞান ভগবানের সাক্ষাৎ বিভূতি ॥ ৩৮ ॥

——:০:——

যচ্চাঽপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাঽচরম্ ॥ ৩৯ ॥
নাঽন্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া ॥ ৪০ ॥

অন্বয়বোধিনী। হে অর্জ্জুন! যৎ চ (যাহা কিছু) সর্ব্বভূতানাং (ভূতসমূহের) বীজং (মূলকারণ) তৎ (তাহা) অহম্ এব (আমিই)। ময়া বিনা (আমা ব্যতীত) যৎ স্যাৎ (যাহা হইতে পারে) তৎ (সেই) চরাঽচরং ভূতং (বস্তু) ন অস্তি (নাই) ॥ ৩৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। ভূতসমূহের মূলকারণ চেতনস্বরূপ আমি। আমা ব্যতীত চরাচরে কোন বস্তু উৎপন্ন হইতে পারে, এরূপ বস্তু নাই ॥ ৩৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যচ্চাঽপীতি। যচ্চাঽপি সর্ব্বভূতানাং বীজং প্ররোহকারণং। তদহমর্জ্জুন। প্রকরণোপসংহারার্থং বিভূতিসংক্ষেপমাহ—ন তদস্তি ভূতং চরাঽচরং চরমচরং বা। ময়া বিনা যৎ স্যাদ্ভবেৎ। ময়াঽপ্রবিষ্টং পরিত্যক্তং নিরাত্মকং শূন্যং হি তৎ স্যাৎ। অতো মদাত্মকং সর্ব্বমিত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যচ্চাঽপীতি। যদপি চ সর্ব্বভূতানাং বীজং প্ররোহকারণং তদহম্। তত্র হেতুঃ—ময়া বিনা যৎ স্যাদ্ভবেৎ তচ্চরমচরং বা ভূতং নাঽস্ত্যেবেতি ॥ ৩৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। বৃক্ষের কারণ যেমন বীজ, সেই রূপ সর্ব্বভূতের মূলকারণ মায়োপহিত চৈতন্যে ভগবানের বিভূতি। সেই মূলবীজ ব্যতীত কোন ভূতই উৎপন্ন হইতে পারে না ॥ ৩৯ ॥

—:০:—

অন্বয়বোধিনী। হে পরন্তপ! মম (আমার) দিব্যানাং (দিব্য) বিভূতীনাং (বিভূতিসমূহের) অন্তঃ (সীমা) ন অস্তি (নাই)। এষ তু (এই) বিভূতেঃ (বিভূতির) বিস্তরঃ (বিস্তর) ময়া (মৎকর্ত্তৃক) উদ্দেশতঃ (সংক্ষেপে) প্রোক্তঃ (উক্ত হইল) ॥ ৪০ ॥

বঙ্গানুবাদ। আমার বিভূতির সীমা নাই; হে পরন্তপ! আমি যাহা কিছু তোমাকে বলিলাম তাহা আমার বিভূতির সংক্ষেপ মাত্র ॥ ৪০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। নাঽন্ত ইতি। নাঽন্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং বিস্তরাণাং পরন্তপ। ন হীশ্বরস্য সর্ব্বাত্মনো দিব্যানাং বিভূতীনামিয়ত্তা শক্যা বক্তুং জ্ঞাতুং বা কেনচিৎ। এষ তূদ্দেশত একদেশেন প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া ॥ ৪০ ॥

যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাঽবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥ ৪১ ॥
অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবাঽর্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাঽহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে বিভূতিযোগো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। প্রকরণাঽর্থমুপসংহরতি নাঽন্তোঽস্তীতি। অনন্তত্বাদ্বিভূতীনাং তাঃ সাকল্যেন বক্তুং ন শক্যন্তে। এষ তু বিভূতিবিস্তর উদ্দেশতঃ সংক্ষেপতঃ প্রোক্তঃ ॥ ৪০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। অর্জ্জুন, কাম ক্রোধাদি রিপুবর্গের সন্তাপদাতা, এই জন্ম ভগবান্ তাঁহাকে পরন্তপ বলিয়া সম্বোধন করিলেন। ভগবানের বিভূতি, বলিয়া শেষ করা যায় না, সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তিও তাহা বলিয়া উঠিতে পারেন না। পাছে অর্জ্জুন বলেন, ভগবান্! তবে তুমি কিরূপে নিজ বিভূতি ব্যাখ্যা করিলে? তাই ভগবান্ বলিলেন যে, তাঁহার দিব্য বিভূতি যাহা কিছু কথিত হইল, তাহা সংক্ষেপ মাত্র। বস্তুতঃ বিস্তারপূর্ব্বক তাহার বর্ণনা হওয়াই অসম্ভব ॥ ৪০ ॥

-:o:-

অন্বয়বোধিনী। বিভূতিমৎ (ঐশ্বর্য্যযুক্ত), শ্রীমৎ (লক্ষ্মীযুক্ত), ঊর্জ্জিতম্ এব বা (কিংবা প্রভাবসম্পন্ন), যৎ যৎ (যে যে) সত্ত্বং (প্রাণী) তৎ তৎ এব (তাহা তাহাই) মম (আমার) তেজোঽংশসম্ভবম্ (প্রভাবের অংশ সমুদ্ভূত) অবগচ্ছ (জানিও) ॥ ৪১ ॥

বঙ্গানুবাদ। যাহা যাহা ঐশ্বর্য্যযুক্ত, লক্ষ্মীযুক্ত ও বলশালী, সেই সেই প্রাণীই আমার শক্তির অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে জানিবে ॥ ৪১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যদ্যদিতি। যদ্যল্লোকে বিভূতিমদ্বিভূতিযুক্তং সত্ত্বং বস্তু। শ্রীমৎ—শ্রীর্লক্ষ্মীঃ। তয়া সহিতম্। ঊর্জ্জিতমেব বা। উৎসাহোপেতং বা। তত্তদেবাঽবগচ্ছ ত্বং জানীহি—মমেশ্বরস্য তেজোঽংশসম্ভবম্। তেজসোঽংশ একদেশঃ সম্ভবো যস্য তত্তেজোঽংশসম্ভবমিত্যবগচ্ছ ত্বং জানীহি ॥ ৪১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। পুনশ্চ সাকাঙ্ক্ষং প্রতি কথঞ্চিৎ সাকল্যেন কথয়তি—যদ্যদিতি। বিভূতিমদৈশ্বর্য্যযুক্তম্। শ্রীমৎ সম্পত্তিযুক্তম্। ঊর্জ্জিতং কেনাঽপি প্রভাববলাদিনা গুণেনাঽতিশয়িতম্। যদ্যৎ সত্ত্বং বস্তুমাত্রং ভবেৎ। তত্তদেব মম তেজসঃ প্রভাবস্যাংশেন সংভূতং জানীহি ॥ ৪১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। উপসংহার কালে ভগবান্ অর্জ্জুনকে সংক্ষেপে এই কথা বলিলেন, যে যাহা উৎকৃষ্ট, যাহা শ্রেষ্ঠ, বা যাহাতেই অসাধারণ ভাব দেখিবে, তাহাতেই ভগবানের শক্তির বিকাশ বলিয়া বুঝিয়া লইবে ॥ ৪১ ॥

—:০:—

অন্বয়বোধিনী। অথবা [হে] অর্জ্জুন! এতেন (এই) বহুনা (অধিক) জ্ঞাতেন (জানিয়া) কিম্ (কি প্রয়োজন)? অহম্ ইদং (এই) কৃৎস্নং (সমস্ত) জগৎ একাংশেন (একাংশমাত্রে) বিষ্টভ্য (ধারণ করিয়া) স্থিতঃ (অধিষ্ঠান করিতেছি) ॥ ৪২ ॥

বঙ্গানুবাদ। অথবা হে অর্জ্জুন! অধিক জানিবার আর তোমার প্রয়োজন কি? ইহাই জানিয়া রাখ যে, আমি আমার একাংশমাত্রে এই সমস্ত জগৎধারণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছি ॥ ৪২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথবেতি। অথবা বহুনৈতেনৈবমাদিনা কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন স্যাৎ সাবশেষেণ? অশেষতস্ত্বমিমমুচ্যমানমর্থং শৃণু— বিষ্টভ্য বিশেষতঃ স্তম্ভনং দৃঢ়ং কৃত্বা। ইদং কৃৎস্নং জগৎ। একাংশেনৈকাবয়বেনৈকপাদেন সর্ব্বভূতস্বরূপেণেত্যেতৎ। তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ—পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানীতি (ক)। স্থিতোঽহমিতি ॥ ৪২ ॥

ইতি শাঙ্করে শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যে দশমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অথবা কিমেতেন পরিচ্ছিন্নবিভূতিদর্শনেন? সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিমেব কুর্ব্বিত্যাহ—অথবেতি। বহুনা পৃথগ্ জ্ঞাতেন কিং তব কার্য্যং? যস্মাদিদং সর্ব্বং জগদেকাংশেনৈকদেশমাত্রেণ বিষ্টভ্য ধৃত্বা। ব্যাপ্যেতি বা। অহমেব স্থিতঃ। ন মদ্ব্যতিরিক্তং কিঞ্চিদস্তি। পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানীতি (ক) শ্রুতেঃ ॥ ৪২ ॥

ইন্দ্রিয়দ্বারতশ্চিত্তে বহির্ধাবতি সত্যপি।
ঈশদৃষ্টিবিধানায় বিভূতীর্দশমেঽব্রবীৎ ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াং ভগবদ্গীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং বিভূতিযোগো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ।

গীতার্থসন্দীপনী। এই শ্লোকে প্রথমে "অথবা" শব্দের দ্বারা ভগবান্ ইহাও সূচনা করিলেন যে, তাঁহার কথিত পূর্ব্বোল্লিখিত বিভূতি সকল অজ্ঞাধিকারিগণ জ্ঞাত হইয়া জ্ঞানলাভ করিবে। কিন্তু অর্জ্জুনকে জ্ঞানী জানিয়া তিনি বলিলেন যে, তোমার এত ভিন্ন ভিন্ন বিভূতি জানিবার প্রয়োজন নাই। তুমি উত্তমাধিকারী। পরমাত্মার একাংশমাত্রে জগৎ অবস্থিত—এইরূপে তাঁহাকে সর্ব্বব্যাপী বিরাট্ পুরুষ বলিয়া ধ্যান কর ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্যপরমহংসপরিব্রাজকশ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামিমহোদয়প্রণীত "গীতার্থসন্দীপনী" নামক ভাষা তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

—:০:—

(ক) ঋগ্বেদসংহিতা, ১০।৯০।৩।

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যত্ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম ॥ ১ ॥

অন্বয়বোধিনী। অর্জ্জুন উবাচ। মদনুগ্রহায় (আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া) পরমং গুহ্যম্ (পরমগুহ্য) অধ্যাত্মসংজ্ঞিতং (আত্মানাত্মবিবেকবিষয়ক) যৎ বচঃ (যে কথা) ত্বয়া (তোমা কর্ত্তৃক) উক্তং (উক্ত হইল), তেন (তদ্দ্বারা) মম (আমার) অয়ং (এই) মোহঃ বিগতঃ (দূর হইল) ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ। অর্জ্জুন কহিলেন— হে ভগবন্! তুমি অনুগ্রহ করিয়া যে অধ্যাত্মতত্ত্বের পরম গুহ্য কথা বর্ণনা করিলে, তাহা শুনিয়া আমার মোহ অপনোদিত হইল ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ভগবতো বিভূতয় উক্তাঃ। তত্র চ—বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ—ইতি ভগবতাঽভিহিতং শ্রুত্বা যজ্জগদাত্মরূপমাদ্যমৈশ্বরং তৎ সাক্ষাৎকর্ত্তুমিচ্ছন্নর্জ্জুন উবাচ—মদনুগ্রহায়েতি। মদনুগ্রহায় মদনুগ্রহার্থম্। পরমং নিরতিশয়ম্। গুহ্যং গোপ্যম্। অধ্যাত্মসংজ্ঞিতমাত্মানাত্মবিবেকবিষয়ম্। যত্ত্বয়োক্তং বচো বাক্যম্। তেন বচসা মোহোঽয়ং বিগতো মম। অবিবেকবুদ্ধিরপগতেত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।

বিভূতিবৈভবং প্রোচ্য কৃপয়া পরয়া হরিঃ।
দিদৃক্ষোরর্জ্জুনস্যাথ বিশ্বরূপমদর্শয়ৎ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে—বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ—ইতি বিশ্বাত্মকং পারমেশ্বরং রূপমুপক্ষিপ্তং। তদ্দিদৃক্ষুঃ পূর্ব্বোক্তমভিনন্দন্নর্জ্জুন উবাচ—মদনুগ্রহায়েতি চতুর্ভিঃ। মমানুগ্রহায় শোকনিবৃত্তয়ে। পরমং পরমাত্মনিষ্ঠম্। গুহ্যং গোপ্যমপ্যধ্যাত্মসংজ্ঞিতমাত্মানাত্মবিবেকবিষয়ম্। যত্ত্বয়োক্তং বচঃ— অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বমিত্যাদি ষষ্ঠাধ্যায়পর্য্যন্তং—বাক্যম্। তেন মমায়ং মোহঃ—অহং হন্তা—এতে হন্যন্তে—ইত্যাদিলক্ষণো ভ্রমঃ। বিগতো বিনষ্টঃ। আত্মনঃ কর্ত্তৃত্বাদ্যভাবোক্তেঃ ॥১॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভ্রাতা পুত্রাদির মরণ স্মরণ করিয়া অর্জ্জুন যে ক্ষত্রধর্ম্ম পালনে পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার তীক্ষ্ণ বাণে এতগুলি জীবের প্রাণ নষ্ট হইবে এই যে আশঙ্কা হইয়াছিল, ভগবানের মুখে তাঁহার বিভূতিতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া এতাবদ্ভ্রান্তির শান্তি

ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥ ২ ॥

হইল। যে সকল শাস্ত্রীয় গুহ্য কথা অনধিকারী পুরুষগণ শুনিতে পায় না, এবং যাহা আত্মানাত্মবিবেকযুক্ত পুরুষ ব্যতীত কেহ বুঝিতে পারে না, সেই আধ্যাত্মিক বিষয় গুলি শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন আপনাকে যে ভীষ্ম দ্রোণাদির হনন কর্ত্তা বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, সেই মিথ্যা অভিমান দূরীভূত হইল। অর্জ্জুন বুঝিলেন যে, কোন কার্য্যেই আমার কিছুমাত্র কর্ত্তৃত্ব নাই ॥ ১ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। [হে] কমলপত্রাক্ষ। (পদ্মপলাশলোচন) ত্বত্তঃ (তোমার নিকট হইতে) ভূতানাং (ভূতগণের) ভবাপ্যয়ৌ (উৎপত্তি ও লয়) ময়া (মৎকর্ত্তৃক) বিস্তরশঃ (বিস্তৃতভাবে) শ্রুতৌ (শ্রুত হইল), [তোমার] অব্যয়ং (অক্ষয়) মাহাত্ম্যম্ অপি চ (মাহাত্ম্যও) [মৎ কর্ত্তৃক শ্রুত হইল] ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে কমলপত্রাক্ষ! তোমার নিকট ভূতগণের উৎপত্তি ও লয়, এবং তোমার সোপাধিক ও নিরুপাধিক অব্যয় মাহাত্ম্য আমি বিস্তরপূর্ব্বক শ্রবণ করিলাম ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—ভবাপ্যয়াবিতি। ভব উদ্ভব উৎপত্তিঃ। অপ্যয়ঃ প্রলয়ো হি ভূতানাম্। তৌ ভবাপ্যয়ৌ শ্রুতৌ বিস্তরশো। ন সংক্ষেপতঃ। ময়া। ত্বত্তস্ত্বৎকাশাৎ। কমলপত্রাক্ষ—কমলস্য পত্রং কমলপত্রং। তদ্বদক্ষিণী যস্য তব স ত্বং কমলপত্রাক্ষঃ। হে কমলপত্রাক্ষ। মহাত্মনো ভাবং মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্। অক্ষয়ং। শ্রুতমিত্যনুবর্ত্ততে ॥ ২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—ভবাপ্যয়াবিতি। ভূতানাং ভবাপ্যয়ৌ সৃষ্টিপ্রলয়ৌ ত্বত্তঃ সকাশাদেব ভবতঃ—ইতি শ্রুতং ময়া—অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথেত্যাদৌ। বিস্তরশঃ পুনঃ পুনঃ। কমলস্য পত্রে ইব সুপ্রসন্নে বিশালে অক্ষিণী যস্য তব হে কমলপত্রাক্ষ। মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়মক্ষয়ং শ্রুতম্। বিশ্বসৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃত্বেঽপি সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বেঽপি শুভাশুভকর্ম্মকারয়িতৃত্বেঽপি বন্ধমোক্ষাদিবিচিত্রফলদাতৃত্বেঽপ্যবিকারাঽবৈষম্যাঽসঙ্গোদাসীন্যাদিলক্ষণমপরিমিতং মহত্ত্বং চ শ্রুতম্—অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয় ইতি। ময়া ততমিদং সর্ব্বমিতি। ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তীতি। সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু। ইত্যাদিনা। অতস্ত্বৎপরতন্ত্রত্বাদপি জীবানামহং কর্ত্তৃত্বাদির্ম্মদীয়ো মোহো বিগত ইতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। কমলপত্রাক্ষ সম্বোধন দ্বারা একপক্ষে ভগবানের মুখসৌন্দর্য্য বর্ণিত হইল, পক্ষান্তরে আধ্যাত্মিক তত্ত্বও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কম্ অলতি প্রকাশয়তি ইতি কমলম্ আত্মজ্ঞানং। "ক" স্বস্বরূপানন্দ বা ব্রহ্মানন্দ। ব্রহ্মানন্দপ্রকাশকের নাম কমল। আত্মজ্ঞানের দ্বারাই ইহা প্রকাশিত হয়। পতনাৎ ত্রায়তে ইতি পত্রম্। জীব জন্মজন্মান্তরপ্রবাহ

এবমেতদ্যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ৩ ॥
মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥ ৪ ॥

রূপ সংসার সমুদ্রে পতন হইতে যাহার দ্বারা রক্ষিত হয়, তাহার নাম পত্র, অর্থাৎ আত্মজ্ঞান। কমলপত্রেণ অক্ষ্যতে প্রাপ্যতে ইতি কমলপত্রাক্ষঃ। আত্মজ্ঞানের দ্বারা যাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তিনি কমলপত্রাক্ষ বা ভগবান্। ভগবানের উপাধিযুক্ত ও নিরুপাধিক মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন বুঝিলেন যে, ভগবানই জগতের স্থূল ও সূক্ষ্ম কারণ ॥ ২ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। [হে] পরমেশ্বর! যথা (যেরূপ) ত্বম্ (তুমি) আত্মানম্ (স্বীয় ঐশিক রূপের বিষয়) আত্থ (ব্যাখ্যা করিলে)—এতৎ (ইহা) এবং (এইরূপ বটে)। [তথাপি] [হে] পুরুষোত্তম! তব ঐশ্বরং (ঐশ্বরিক) রূপং (রূপ) দ্রষ্টুম্ (দেখিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি) ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। তুমি যে নিজ আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিলে, তাহা সমস্তই যথার্থ। তথাপি হে পুরুষোত্তম! তোমার সেই ঐশ রূপ দর্শনে আমার নিতান্তই ইচ্ছা হইয়াছে ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবমিতি। এবমেতৎ। নান্যথা। যথা যেন প্রকারেণাত্থ কথয়সি ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর। তথাপি দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে তব জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিবলবীর্য্যতেজোভিঃ সম্পন্নমৈশ্বরং বৈষ্ণবং রূপম্। হে পুরুষোত্তম ॥ ৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—এবমেতদিতি। ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানামিত্যাদি ময়া শ্রুতম্। যথা চেদানীমাত্মানং ত্বমাত্থ—বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগদিত্যেবং—কথয়সি হে পরমেশ্বর। এবমেব তৎ। অত্রাপ্যবিশ্বাসো মম নাস্তি। তথাপি হে পুরুষোত্তম তবৈশ্বর্যশক্তিবীর্য্যতেজোভিঃ সম্পন্নং ত্বদ্রূপং কৌতূহলাদহং দ্রষ্টুমিচ্ছামি ॥ ৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবান্ যে বিভূতিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে অর্জ্জুনের কিছু মাত্র অবিশ্বাস হয় নাই। কিন্তু আপনার জন্ম জীবন সার্থক করিবার জন্য সেই অপরূপ রূপ দর্শনে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন ॥ ৩ ॥

-:০:—

অন্বয়বোধিনী। [হে] প্রভো! যদি তৎ (সেই রূপ) ময়া দ্রষ্টুং (আমার দেখিবার) শক্যম্ (উপযুক্ত) ইতি (ইহা) মন্যসে (বিবেচনা কর), ততঃ (তবে) [হে]

শ্রীভগবানুবাচ।

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥ ৫ ॥

যোগেশ্বর ! ত্বং (তুমি) মে (আমাকে) অব্যয়ম্ (অবিনাশী) আত্মানং (আত্মরূপ) দর্শয় (প্রদর্শন কর) ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে প্রভো! আমাকে যদি তোমার সেই অদ্ভুত রূপ দর্শনের যোগ্য বিবেচনা কর, তবে হে যোগেশ্বর! আমাকে তোমার সেই অবিনাশি নিত্য রূপ প্রদর্শন কর ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। মন্যস ইতি। মন্যসে চিন্তয়সি যদি ময়ার্জ্জুনেন তচ্ছক্যং দ্রষ্টুমিতি। প্রভো স্বামিন্। যোগেশ্বর—যোগিনো যোগাঃ। তেষামীশ্বরো যোগেশ্বরঃ। হে যোগেশ্বর। যস্মাদহমতীবার্থী দ্রষ্টুম। ততস্ত্বমে মদর্থং দর্শয় ত্বমাত্মানমব্যয়ম্ ॥ ৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ন চাহং দ্রষ্টুমিচ্ছামীত্যেতাবতৈব ত্বয়া স্বরূপং দর্শয়িতব্যম্। কিং তর্হি?—মন্যস ইতি। যোগিন এব যোগাঃ। তেষামীশ্বর। ময়ার্জ্জুনেন তদ্রূপং দ্রষ্টুং শক্যমিতি যদি মন্যসে। ততস্তর্হি তদ্রূপবন্তমাত্মানমব্যয়ং নিত্যং মম দর্শয় ॥ ৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। পাছে ভগবান্ অর্জ্জুনকে তাঁহার দিব্য রূপ দর্শনের অনধিকারী ভাবিয়া উপেক্ষা করেন, এই জন্য অর্জ্জুন তাঁহাকে প্রভু সম্বোধনে নিজ যোগ্যাযোগ্যতার বিচার করিতে বলিলেন। ভগবান্ যোগীদিগের ঈশ্বর, সুতরাং অণিমা, লঘিমাদি অষ্টসিদ্ধিই তাঁহার আয়ত্ত। অসম্ভব বিষয় সাধন করা তাঁহার পক্ষে সহজ। অর্জ্জুন অনুপযুক্ত হইলেও তাঁহাকে ভগবানের নিজরূপ প্রদর্শন করা কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নহে ॥ ৪ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। শ্রীভগবান্ উবাচ। [হে] পার্থ! মে (আমার) দিব্যানি (অলৌকিক) নানাবিধানি (নানা বিধ) নানাবর্ণাকৃতীনি চ (ও নানা বর্ণ ও আকৃতি বিশিষ্ট) শতশঃ (শত শত) অথ সহস্রশঃ (ও সহস্র সহস্র) রূপাণি (রূপ সকল) পশ্য (দেখ) ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। ভগবান্ কহিলেন—হে পার্থ! নানা বর্ণ ও আকৃতি বিশিষ্ট শত শত ও সহস্র সহস্র অদ্ভুত অবয়বযুক্ত আমার রূপ এই দর্শন কর ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবং চোদিতোঽর্জ্জুনেন ভগবানুবাচ—পশ্যেতি। পশ্য মে মম পার্থ রূপাণি। শতশঃ। অথ সহস্রশঃ। অনেকশ ইত্যর্থঃ। তানি চ নানাবিধান্যনেকপ্রকারাণি। দিবি ভবানি দিব্যান্যপ্রাকৃতানি। নানাবর্ণাকৃতীনি চ—নানা বিলক্ষণা নীলপীতাদিপ্রকারা বর্ণাস্তথাকৃতয়োঽবয়বসংস্থানবিশেষা যেষাং রূপাণাং তানি নানাবর্ণাকৃতীনি ॥ ৫ ॥

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত ॥ ৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবং প্রার্থিতঃ সন্নত্যদ্ভুতং রূপং দর্শয়িষ্যন্ সাবধানো ভবেত্যেবমর্জ্জুনমভিমুখীকরোতি—শ্রীভগবানুবাচ পশ্যেতি চতুর্ভিঃ। রূপস্যৈকত্বেঽপি নানাবিধত্বাদ্রূপাণীতি বহুবচনম্। অপরিমিতান্যনেকপ্রকারাণি। দিব্যান্যলৌকিকানি। মম রূপাণি পশ্য। বর্ণাঃ শুক্লকৃষ্ণাদয়ঃ। আকৃতয়োঽবয়ববিশেষাঃ। নানাঽনেকে বর্ণা আকৃতয়শ্চ যেষাং তানি নানাবর্ণাকৃতীনি ॥ ৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবদ্বাক্যে যাঁহার বিশ্বাস, ভগবচ্চরণে যাঁহার একান্ত ভক্তি, ভগবান্ ব্যতীত যাঁহার আর কিছুই ভাবনা নাই, সাধক! আজ তাঁহার উচ্চাধিকার দর্শন কর। বিশ্বাসের গুণে, প্রেমের গুণে আজ অর্জ্জুন দেবদুর্লভ ভগবানের অলৌকিক রূপ দর্শন করিতেছেন। তাঁহাতে অশেষ বর্ণের সমাবেশ, অবর্ণনীয় আকৃতির আবির্ভাব, অথবা তাঁহাতে কত যে কি আছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। অর্জ্জুনের চক্ষু যাহা কখন দেখে নাই, কঠোর তপস্যায় কত লোক যাহা দেখিতে পায় না, আজ ভক্ত অর্জ্জুনের একটীবার মাত্র প্রার্থনাতেই, ভগবান্ নিজ অদ্ভুত রূপ দেখিবার জন্য অর্জ্জুনকে অনুমতি দিলেন। ভক্তই ধন্য! ভক্তবৎসল ভগবান্ও ধন্য! ভক্তের প্রতি তাঁহার এত দয়া না থাকিলে লোকে সকল সুখৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার শরণাগত হইবে কেন? ॥ ৫ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। [হে] ভারত! [আমার দেহে] আদিত্যান্ (দ্বাদশ আদিত্য) বসূন্ (অষ্টবসু) রুদ্রান্ (রুদ্রগণ) অশ্বিনৌ (অশ্বিনীকুমারদ্বয়) তথা মরুতঃ (মরুদ্গণ) পশ্য (দেখ), [এবং] বহূনি (অনেক) অদৃষ্টপূর্ব্বাণি (অদৃষ্টপূর্ব্ব) আশ্চর্য্যাণি (আশ্চর্য্য বিষয় সকল) পশ্য (দেখ) ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে ভারত! এই দেখ আমার দেহের মধ্যে আদিত্যমণ্ডল, বসুগণ, রুদ্রগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং মরুদ্গণ রহিয়াছেন; এবং যাহা পূর্ব্বে কখনও দেখ নাই, এরূপ অনেক অদ্ভুত রূপও দেখিয়া লও ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। পশ্যাদিত্যানিতি। পশ্যাদিত্যান্ দ্বাদশ। বসূনষ্টৌ। রুদ্রানেকাদশ। অশ্বিনৌ দ্বৌ। মরুতঃ সপ্ত সপ্তগণা যে তান্। তথা চ বহূন্যন্যান্যপ্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি মনুষ্যলোকে ত্বয়া। ত্বত্তোঽন্যেন বা কেনচিৎ। পশ্যাশ্চর্য্যাণি রূপাণ্যদ্ভুতানি ভারত ॥ ৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তান্যেবাহ—পশ্যেতি। আদিত্যাদীন্ মম দেহে পশ্য। মরুত একোনপঞ্চাশদ্দেবতাবিশেষান্। অদৃষ্টপূর্ব্বাণি ত্বয়া বাঽন্যেন বা পূর্ব্বমদৃষ্টানি রূপাণি। আশ্চর্য্যাণ্যদ্ভুতানি ॥ ৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। আজ ভক্তের অনুরোধে ভগবান্ একাধারে—নিজ দেহে

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥ ৭ ॥
ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥ ৮ ॥

দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ঊনপঞ্চাশ মরুৎ এবং আরও কত কত দেবতা দেখাইতেছেন। সাধক! স্মরণ রাখিও যে একমাত্র ভগবানের সেবা করিলে বিনা তপস্যায় অন্যান্য দেবতারও দর্শন হইয়া থাকে। কেবল তাহাই নয়, জীব যাহা কিছু স্বপ্নেও ভাবে না, এমন আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য অনেক বিষয় দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

—:০:—

অন্বয়বোধিনী। [হে] গুড়াকেশ! ইহ (এই) মম (আমার) দেহে একস্থং (একাংশমাত্রে স্থিত) কৃৎস্নং (সমস্ত) সচরাচরং (স্থাবরজঙ্গমসহিত) জগৎ অন্যৎ চ যৎ (আর যাহা কিছু) দ্রষ্টুম্ (দেখিতে) ইচ্ছসি (ইচ্ছা কর), [তাহা] অদ্য পশ্য (আজ দেখিয়া লও) ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে গুড়াকেশ! আমার দেহের একাংশ মাত্রে, স্থাবর-জঙ্গমসহিত সমস্ত জগৎ দেখিয়া লও; অথবা আরও যদি কিছু দেখিবার থাকে, তাহাও অদ্য দেখিয়া লও ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ন কেবলমেতাবদেব—ইহৈকস্থমিতি। ইহৈকস্থমেকস্মিন্নেব স্থিতং। জগৎ। কৃৎস্নং সমস্তং। পশ্য। অদ্যেদানীম্। সচরাচরং—সহ চরেণাচরেণ চ বর্ত্ততে। মম দেহে গুড়াকেশ। যচ্চান্যজ্জয়পরাজয়াদি যচ্ছঙ্কসে—যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুরিতি যদবোচঃ—তদপি দ্রষ্টুং যদীচ্ছসি ॥ ৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা; কিঞ্চ—ইহৈকস্থমিতি। তত্র তত্র পরিভ্রমতা বর্ষ কোটিভিরপি দ্রষ্টুমশক্যং কৃৎস্নমপি চরাচরসহিতং জগদিহাস্মিন্ মম দেহেঽবয়বরূপেণৈকত্রৈব স্থিতমদ্যাধুনৈব পশ্য। যচ্চান্যজ্জগদাশ্রয়ভূতং কারণস্বরূপং জগতশ্চাবস্থাবিশেষাদিকং জয়পরাজয়াদিকং চ যদপ্যন্যদ্দ্রষ্টুমিচ্ছসি তৎ সর্ব্বং পশ্য ॥ ৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবানের এক লোমকূপে সচরাচর সমগ্র জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে। যে জগৎ সম্পূর্ণরূপে ভ্রমণ করিতে জন্মজন্মান্তর কাটিয়া যায়, আজ সেই জগন্মণ্ডল, ভগবান্ ভক্তের সমক্ষে একস্থানে দেখাইলেন! ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, ত্রিকালের ঘটনা সমস্তই ভগবৎসত্তায় বিদ্যমান রহিয়াছে। তাই ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিলেন, তোমার আশঙ্কা নিবারণার্থ উপস্থিত যুদ্ধে কাহার জয়, কাহার পরাজয় হইবে, ইচ্ছা হয়ত তাহাও দেখিয়া লও। ৭।

—:০:—

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়বোধিনী। অনেন (এই) স্বচক্ষুষা এব তু (স্বীয় চর্ম্ম চক্ষুর দ্বারা) মাং (আমাকে) দ্রষ্টুং (দেখিতে) ন শক্যসে (সমর্থ হইবে না), [এই জন্য] তে (তোমাকে) দিব্যং (অসাধারণ) চক্ষুঃ দদামি (দিতেছি), মে (আমার) ঐশ্বরং (ঐশ্বরিক) যোগং (যোগশক্তি) পশ্য (দর্শন কর) ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন! তুমি সামান্য চক্ষুর দ্বারা আমার এই রূপ দর্শনে সমর্থ হইবে না। আমি এইজন্য তোমাকে দিব্য চক্ষু দান করিতেছি, তুমি তদ্দ্বারা আমার ঐশরূপ দর্শন কর ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিন্তু—ন তু মামিতি। ন তু মাং বিশ্বরূপধরং শক্যসে দ্রষ্টুমনেন প্রাকৃতেন স্বচক্ষুষা। স্বকীয়েন চক্ষুষা যেন তু শক্যসে দ্রষ্টুং দিব্যেন তদ্দিব্যং দদামি তে তুভ্যং চক্ষুঃ। তেন পশ্য মে মম যোগমৈশ্বরম্। ঈশ্বরসম্বন্ধিনমৈশ্বরং যোগম। যোগশক্ত্যতিশয়মিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যত্তুক্তমর্জ্জুনেন মন্যসে যদি তচ্ছক্যমিতি তত্রাহ—ন তু মামিতি। অনেনৈব তু স্বীয়েন চর্ম্মচক্ষুষা মাং দ্রষ্টুং ন শক্যসে শক্তো ন ভবিষ্যসি। অতোঽহং দিব্যমলৌকিকং জ্ঞানাত্মকং চক্ষুস্তুভ্যং দদামি। মমৈশ্বরমসাধারণং যোগং যুক্তিম-ঘটনঘটনাসামর্থ্যং পশ্য ॥ ৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। মনুষ্যের প্রাকৃতিক ইন্দ্রিয় বা মনোবুদ্ধির দ্বারা ভগবান্‌কে দর্শন বা অনুভব করা যায় না। তাঁহাকে দেখিতে হইলে দিব্য চক্ষুর প্রয়োজন। কিন্তু মনুষ্য তাহা নিজ যত্ন বা চেষ্টার দ্বারা লাভ করিতে পারে না। যিনি ভগবানের শরণাগত হন, তাঁহাকেই কেবল করুণানিধান ভগবান্ কৃপা করিয়া দিব্য দৃষ্টি দান করেন। আজ ভক্তির গুণে ভগবচ্চরণশরণাগত অর্জ্জুন বিনা প্রার্থনায় দিব্য চক্ষু লাভ করিতেছেন ॥ ৮ ॥

:o:—

অন্বয়বোধিনী। সঞ্জয় উবাচ। [হে] রাজন্ [ধৃতরাষ্ট্র]! মহাযোগেশ্বরঃ হরিঃ এবম্ (এইরূপ) উক্ত্বা (কহিয়া) ততঃ (তদনন্তর) পার্থায় (অর্জ্জুনকে) পরমম্ (দিব্য) ঐশ্বরং রূপং (ঐশ রূপ) দর্শয়ামাস (দেখাইলেন) ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। রাজা ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি সঞ্জয় কহিতেছেন—হে রাজন্! মহাযোগেশ্বর ভগবান্ কৃষ্ণ এইরূপ কহিয়া, অর্জ্জুনকে নিজ দিব্য ঐশ রূপ দেখাইলেন ॥ ৯ ॥

অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবমিতি। এবং যথোক্তপ্রকারেণোক্ত্বা। ততোঽনন্তরং। রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র। মহাংশ্চাসৌ. যোগেশ্বরশ্চ মহাযোগেশ্বরঃ। হরির্নারায়ণঃ। দর্শয়ামাস দর্শিতবান্। পার্থায় পৃথাসুতায়। পরমং রূপং বিশ্বরূপম্। ঐশ্বরম্ ॥ ৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবমুক্ত্বা ভগবানর্জ্জুনায় স্বরূপং দর্শিতবান্। তচ্চ রূপং দৃষ্ট্বাঽর্জ্জুনঃ শ্রীকৃষ্ণং বিজ্ঞাপিতবানিতীমমর্থং ষড়্ভিঃ শ্লোকৈর্ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি সঞ্জয় উবাচ—এবমুক্ত্বেতি। হে রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র। মহাংশ্চাসৌ যোগেশ্বরশ্চ হরিঃ পরমমৈশ্বরং রূপং দর্শিতবান্ ॥ ৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। আজ অন্ধ কুরুরাজকে ভক্তবৎসলের অপার মহিমা বুঝাইবার জন্য, এবং ঈশ্বরের পরম কৃপাপাত্র অর্জ্জুন এই যুদ্ধে যে জয় লাভ করিবেন, তাহাই ইঙ্গিত করিবার জন্য সঞ্জয় বলিলেন যে, যে ভক্তের প্রতি ভগবানের এত করুণা, বিনা প্রার্থনায় যাহাকে তিনি দিব্য চক্ষু দান করিলেন, তাঁহার যে জয়লাভরূপ পরম মঙ্গল হইবেই হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? ॥ ৯ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। অনেকবক্ত্রনয়নম্ (বহুমুখ ও বহুনেত্র বিশিষ্ট) অনেকাদ্ভুতদর্শনং (অনেক অদ্ভুত আকৃতি বিশিষ্ট) অনেকদিব্যাভরণং (অসংখ্য দিব্য ভূষণে ভূষিত) দিব্যানেকোদ্যতায়ুধং (বহুবিধ উজ্জ্বলআয়ুধধারী) ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ। যাহাতে অনেক মুখ ও নেত্র, যাহাতে অনেক অদ্ভুত বস্তুর সমাবেশ, যাহাতে অনেক দিব্য ভূষণের সজ্জা, এবং যাহাতে অনেক উজ্জ্বল আয়ুধপুঞ্জ বিদ্যমান, অর্জ্জুনকে ভগবান্ এই প্রকার রূপ দেখাইলেন ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অনেকেতি। অনেকবক্ত্রনয়নম্—অনেকানি বক্ত্রাণি নয়নানি চ যস্মিন্ রূপে তদনেকবক্ত্রনয়নম্। অনেকাদ্ভুতদর্শনম্—অনেকান্যদ্ভুতানি বিস্মাপকানি দর্শনানি যস্মিন্ রূপে তদনেকাদ্ভুতদর্শনং রূপম্। তথাঽনেকদিব্যাভরণম্—অনেকানি দিব্যান্যাভরণানি যস্মিংস্তদনেকদিব্যাভরণম্। তথা দিব্যানেকোদ্যতায়ুধং—দিব্যান্যনেকান্যুদ্যতান্যায়ুধানি যস্মিংস্তদ্দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্। দর্শয়ামাসেতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কথংভূতং তদিতি ? অত আহ—অনেকবক্ত্রনয়নমিতি। অনেকানি বক্ত্রাণি নয়নানি চ যস্মিংস্তৎ। অনেকানামদ্ভুতানাং দর্শনং যস্মিংস্তৎ। অনেকানি দিব্যাভরণানি যস্মিংস্তৎ। দিব্যান্যনেকান্যুদ্যতান্যায়ুধানি যস্মিংস্তৎ ॥ ১০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যাহার চারিদিকে দৃষ্টি, যিনি সর্ব্বতোমুখ, যাহার

দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১১ ॥
দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্‌যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ১২ ॥

সৌন্দর্য্যসজ্জার সীমা নাই, আজ সেই অপার মহিমা ও সৌন্দর্য্যের আধার ভগবান্ ভক্ত অর্জ্জুনকে মহারণস্থলে চক্র গদা আদি দিব্য আয়ুধযুক্ত পরম রমণীয় রূপ দেখাইলেন ॥ ১০ ॥

———:০:———

অন্বয়বোধিনী। দিব্যমাল্যাম্বরধরং (দিব্য মাল্য ও বস্ত্রে সুশোভিত) দিব্যগন্ধানুলেপনং (দিব্য সুগন্ধ বস্তুর দ্বারা অনুলিপ্ত) সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং (অত্যন্ত আশ্চর্য্যময়) দেবম্ (প্রকাশস্বরূপ) অনন্তং (অপরিচ্ছিন্ন) বিশ্বতোমুখং (সর্ব্বতোমুখ) [রূপ দেখাইলেন] ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ। দিব্য মাল্য ও দিব্য বস্ত্রে সুশোভিত, দিব্য সুগন্ধ বস্তু দ্বারা অনুলিপ্ত, অত্যন্ত আশ্চর্য্যময়, প্রকাশস্বরূপ, অপরিচ্ছিন্ন বিশ্বতোমুখ (রূপ দেখাইলেন) ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—দিব্যেতি। দিব্যমাল্যাম্বরধরং—দিব্যানি মাল্যানি পুষ্পাণ্যম্বরাণি বস্ত্রাণি চ ধ্রিয়ন্তে যেনেশ্বরেণ তং দিব্যমাল্যাম্বরধরং। দিব্যগন্ধানুলেপনং—দিব্যং গন্ধানুলেপনং যস্য তং দিব্যগন্ধানুলেপনং। সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং সর্ব্বাশ্চর্য্যপ্রায়ং। দেবম্। অনন্তং—নাস্যান্তোঽস্তীত্যনন্তঃ। তং। বিশ্বতোমুখং সর্ব্বতোমুখং। সর্ব্বভূতাত্মভূতত্বাৎ। তং দর্শয়ামাস। অর্জ্জুনো দদর্শেতি বাধ্যাহ্রিয়তে ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—দিব্যেতি। দিব্যানি মাল্যান্যম্বরাণি চ ধারয়তীতি তৎ। তথা দিব্যো গন্ধো যস্য। তাদৃশমনুলেপনং যস্য তৎ। সর্ব্বাশ্চর্য্যময়মনেকাশ্চর্য্যপ্রায়ং। দেবং দ্যোতনাত্মকম্। অনন্তমপরিচ্ছিন্নং। বিশ্বতঃ সর্ব্বতো মুখানি যস্মিংস্তৎ ॥ ১১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভক্তের সম্মুখে ভগবান্ যে রূপ ধারণ করিয়াছেন, তাহাতে পুষ্প ও রত্নাদি রচিত কত দিব্যমাল্য, পীতাম্বরাদি বস্ত্র, চন্দনাদির অনুলেপন, অথবা তাহাতে কত আশ্চর্য্য তেজ, বল, বীর্য্য, শক্তি, রূপ, গুণ ও অবয়ব বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা অবর্ণনীয়। তাঁহার প্রকাশে জগৎ প্রকাশ পাইতেছে। সে রূপের পরিচ্ছেদ বা সীমা নাই, এবং যে দিকে দেখ, সেই দিকেই তাঁহাকে সম্মুখবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয় ॥ ১১ ॥

———:০:———

অন্বয়বোধিনী। দিবি (আকাশে) যদি সূর্য্যসহস্রস্য (সহস্র সূর্য্যের) ভাঃ (প্রভা) যুগপৎ (একবারে) উত্থিতা (সমুদিত) ভবেৎ (হয়), [তবেই] সা (সেই

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥ ১৩ ॥

প্রভা) তস্য মহাত্মনঃ (সেই মহিমময়ের) ভাসঃ (প্রভার) সদৃশী (তুল্য) স্যাৎ (হইতে পারে) ॥ ১২ ॥

বঙ্গানুবাদ। যদি আকাশে একেবারে সহস্র সূর্য্যের প্রভা প্রকাশ পায়, তবেই সেই রূপের তুলনা হইতে পারে ॥ ১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যা পুনর্ভগবতো বিশ্বরূপস্য ভাস্তস্যা উপমোচ্যতে—দিবীতি। দিব্যন্তরীক্ষে তৃতীয়স্যাং বা দিবি। সূর্য্যাণাং সহস্রং সূর্য্যসহস্রং। তস্য যুগপদুত্থিতস্য যা যুগপদুত্থিতা ভাঃ সা যদি সদৃশী স্যাৎ তস্য মহাত্মনো বিশ্বরূপস্য ভাসঃ। যদি বা ন স্যাৎ। ততোঽপি বিশ্বরূপস্যৈব ভা অতিরিচ্যত ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। বিশ্বরূপদীপ্তের্নিরুপমত্বমাহ—দিবীতি। দিব্যাকাশে। সূর্য্যসহস্রস্য যুগপদুত্থিতস্য যদি যুগপদুত্থিতা ভাঃ প্রভা ভবেৎ তর্হি সা তদা মহাত্মনো বিশ্বরূপস্য ভাসঃ প্রভায়াঃ কথঞ্চিৎ সদৃশী স্যাৎ। অন্যোপমা নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ। তথাভূতং রূপং দর্শয়ামাসেতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ ॥ ১২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। আকাশে কখনও সহস্র সূর্য্য উদিত হয় না, সুতরাং ভগবানের রূপেরও তুলনা হয় না। সাধারণ চক্ষু একটী সূর্য্যের দিকেই তাকাইয়া উঠিতে পারে না, তবে এই সহস্র সূর্য্যোপম অপূর্ব্বরূপের ছটা দেখিবে কিরূপে? যাঁহাকে তিনি স্বয়ং দেখা দিয়াছেন, তিনি ব্যতীত আর কেহই এই অতুল রূপরাশি দেখিয়া কৃতার্থ হইতে পারে না ॥ ১২ ॥

-:o:-

অন্বয়বোধিনী। তদা (তখন) পাণ্ডবঃ (অর্জ্জুন) তত্র (সেই বিশ্বরূপে) দেবদেবস্য (ভগবানের) শরীরে অনেকধা (নানাভাগে) প্রবিভক্তং (বিভক্ত) কৃৎস্নং (সমস্ত) জগৎ একস্থম্ (একত্র স্থিত) অপশ্যৎ (দেখিয়াছিলেন) ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। তখন অর্জ্জুন বৃন্দারকবৃন্দবন্দনীয় ভগবানের বিশ্বরূপ শরীরের একাংশ মধ্যে, নানাপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন জগৎ দেখিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—তত্রৈকস্থমিতি। তত্র তস্মিন্ বিশ্বরূপে। একস্মিন্ স্থিতমেকস্থং। জগৎ কৃৎস্নং। প্রবিভক্তমনেকধা দেবপিতৃমনুষ্যাদিভেদৈঃ। অপশ্যদ্দৃষ্টবান্। দেবদেবস্য হরেঃ শরীরে। পাণ্ডবোঽর্জ্জুনঃ। তদা ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়ামাহ সঞ্জয়ঃ—তত্রেতি। অনেকধা প্রবিভক্তং নানাবিভাগেনাবস্থিতং কৃৎস্নং জগদ্দেবদেবস্য শরীরে তদবয়বত্বেনৈকত্রৈব পৃথক্ পৃথগবস্থিতং তদা পাণ্ডবোঽর্জ্জুনোঽপশ্যৎ ॥ ১৩ ॥

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥ ১৪ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে
সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসংঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-
মৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥ ১৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ইতিপূর্ব্বে ভগবান্ যে অর্জ্জুনকে তাঁহার অদ্ভুত শরীরের একাংশমাত্রে জগৎ দেখিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তাই অর্জ্জুন তাকাইয়া দেখিলেন যে, বিশ্বরূপের একাংশমাত্রে দেবলোক পিতৃলোক ও মনুষ্যলোকাদি অনেক প্রকার ভিন্ন ভিন্ন জগৎ অবস্থিত রহিয়াছে ॥ ১৩ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। ততঃ (তদনন্তর) সঃ ধনঞ্জয়ঃ বিস্ময়াবিষ্টঃ (বিস্ময়ান্বিত) হৃষ্টরোমা (রোমাঞ্চিত হইয়া) দেবং (দেবকে) শিরসা (মস্তকদ্বারা) প্রণম্য (প্রণাম করিয়া) কৃতাঞ্জলিঃ (করযোড়ে) অভাষত (কহিতে লাগিলেন) ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। তদনন্তর ধনঞ্জয় বিস্ময়ান্বিত ও পুলকে রোমাঞ্চিতকলেবর হইয়া অবনত মস্তকে নারায়ণকে নমস্কার পূর্ব্বক করযোড়ে কহিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তত ইতি। ততস্তং দৃষ্ট্বা। স বিস্ময়েনাবিষ্টো বিস্ময়াবিষ্টঃ। হৃষ্টানি রোমাণি যস্য সোঽয়ং হৃষ্টরোমা। চাভবদ্ধনঞ্জয়ঃ। প্রণম্য প্রকর্ষেণ নমনং কৃত্বা প্রহ্বীভূতঃ সঞ্ছিরসা। দেবং বিশ্বরূপধরং। কৃতাঞ্জলির্নমস্কারার্থং সংপুটীকৃতহস্তঃ সন্। অভাষতোক্তবান্ ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবং দৃষ্ট্বা কিং কৃতবানিতি? অত্রাহ—তত ইতি। ততো দর্শনানন্তরং। বিস্ময়েনাবিষ্টো ব্যাপ্তঃ সন্। হৃষ্টান্যুৎপুলকিতানি রোমাণি যস্য স ধনঞ্জয়ঃ। তমেব দেবং শিরসা প্রণম্য। কৃতাঞ্জলিঃ সংপুটীকৃতহস্তো ভূত্বা। অভাষতোক্তবান্ ॥ ১৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। রাজসূয় যজ্ঞ কালে যে অর্জ্জুন সমস্ত রাজাকে রণে পরাস্ত করিয়া ধন সংগ্রহ করিয়াছিলেন, যিনি মহাদেবের সঙ্গে মহারণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, আজ সেই বীরকেশরীর রত্নমণ্ডিত কিরীটযুক্ত মস্তক ভগবানের চরণে অবনত হইয়া কৃতার্থ হইল, ভক্তের হৃদয় পুলকে পূর্ণ হইল। হর্ষে রোমাঞ্চিত হইয়া ভক্ত নিজ প্রাণসখাকে কয়েকটী মনের কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১৪ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। অর্জ্জুন উবাচ। [হে] দেব! তব (তোমার) দেহে [অথবা—তব তোমার, দেবদেহে দেবশরীরে] সর্ব্বান্ (সকল) দেবান্ (দেবগণকে) তথা (এবং) ভূতবিশেষসংঘান্ (স্থাবর জঙ্গম ভূত সমূহকে) দিব্যান্ (দিব্য) ঋষীন্ (ঋষিবৃন্দকে) সর্ব্বান্ উরগান্ চ (ও সমুদয় সর্পকে) ঈশং (সর্ব্বনিয়ন্তা) কমলাসনস্থং (পদ্মাসনস্থিত) ব্রহ্মাণং চ (ব্রহ্মাকে) পশ্যামি (দেখিতেছি) ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। অর্জ্জুন কহিলেন, হে দেব। তোমার এই বিশ্বরূপদেহে আমি দেবতাগণকে দেখিতেছি, স্থাবর ও জঙ্গম ভূত সকল দেখিতেছি, কমলাসনস্থ সর্ব্বনিয়ন্তা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাকে দেখিতেছি, এবং ঋষিগণকে ও সর্পগণকেও দেখিতেছি ॥ ১৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কথং যত্ত্বয়া দর্শিতং বিশ্বরূপং তদহং পশ্যামীতি স্বাহনুভবমাবিষ্কুর্ব্বন্নর্জ্জুন উবাচ—পশ্যামীতি। পশ্যাম্যুপলভে। হে দেব। তব দেহে দেবান্ সর্ব্বান্। তথা ভূতবিশেষসংঘান্—ভূতবিশেষাণাং স্থাবরজঙ্গমানাং নানাসংস্থানবিশেষাণাং সংঘা ভূতবিশেষসংঘাঃ। তান্। কিঞ্চ ব্রহ্মাণং চতুর্ম্মুখম্। ঈশমীশিতারং প্রজানাং। কমলাসনস্থং পৃথিবীপদ্মমধ্যে মেরুকর্ণিকাসনস্থমিত্যর্থঃ। ঋষীংশ্চ বশিষ্ঠাদীন্। সর্ব্বানুরগাংশ্চ বাসুকিপ্রভৃতীন্। দিব্যান্ দিবি ভবান্ ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ভাষণমেবাহ—পশ্যামীতি সপ্তদশভিঃ। হে দেব তব দেহে দেবানাদিত্যাদীন্ পশ্যামি। তথা সর্ব্বান্ ভূতবিশেষাণাং জরায়ুজাণ্ডজাদীনাং সংঘাংশ্চ। তথা দিব্যানৃষীন্ বশিষ্ঠাদীন্। উরগাংশ্চ তক্ষকাদীন্। তথা তেষাং দেবাদীনামীশং স্বামিনং ব্রহ্মাণং চ। কথংভূতং? কমলাসনস্থং পৃথিবীপদ্মকর্ণিকায়াং মেরৌ স্থিতমিত্যর্থঃ। যদ্বা নাভিপদ্মাসনস্থমিতি ॥ ১৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। অর্জ্জুন দিব্য চক্ষু পাইয়া বিশ্বরূপদেহে বসু রুদ্র ও আদিত্য আদিকে, স্বেদজ অণ্ডজ জরায়ুজ ও উদ্ভিজ্জ আদি স্থাবর জঙ্গমাত্মক চরাচর, সমস্ত চরাচরের বিধাতা ব্রহ্মাকে, ভৃগু আদি ঋষিগণকে, এবং বাসুকি আদি সর্পগণকে দেখিতে পাইলেন। কোন কোন ভাষ্যকার ও টীকাকার "দেব" পদ সম্বোধন ও "দেহে" পদ সপ্তমী ধরিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু "দেবদেহে" একেবারে সমাসযুক্ত একপদ করিয়া সপ্তমী করিলেই সকল সন্দেহ মিটিয়া যায়। অর্থাৎ ভগবান্ মানবদেহে দ্বিভুজ সারথিরূপ হইয়াছেন। কিন্তু অর্জ্জুন বলিতেছেন "তোমার দেবদেহে" অর্থাৎ চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তিতে, আমি স্থাবর জঙ্গম, ব্রহ্মা ও নাগাদি, এবং এই দেবদেহেই (পরপর শ্লোক), "অনেকবাহূদরাদি", "দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্" আদি দর্শন করিতেছি ॥ ১৫ ॥

-:o:-

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বা * সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নাঽন্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ ১৬ ॥
কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ
তেজোরাশিং সর্ব্বতোদীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তা-
দ্দীপ্তাঽনলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়বোধিনী। [হে] বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ। অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রম্ (বহু বাহু, বহু উদর, বহু মুখ ও বহু নেত্র বিশিষ্ট) অনন্তরূপং (অনন্তরূপধারী) ত্বা (তোমাকে) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বত্র) পশ্যামি (দেখিতেছি), পুনঃ (এবং) তব (তোমার) ন অন্তং, ন মধ্যং, ন আদিং পশ্যামি (অন্ত মধ্য ও আদি দেখিতে পাইতেছি না)। ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে বিশ্বেশ্বর! তোমাকে বহু বাহু, বহু উদর, বহু মুখ ও বহু নেত্র বিশিষ্ট অনন্ত রূপধারী দর্শন করিতেছি; তোমার অন্ত মধ্য আদি দেখিতে পাইতেছি না ॥ ১৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—অনেকেতি। অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রম্—অনেকে বাহব উদরাণি বক্ত্রাণি নেত্রাণি চ যস্ত তব স ত্বমনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রঃ। তমনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং। পশ্যামি ত্বা ত্বাং। সর্ব্বতঃ সর্ব্বত্র। অনন্তরূপম্—অনন্তানি রূপাণ্যস্তেত্যনন্তরূপঃ। তমনন্ত-রূপং। নাঽন্তম্। অন্তোঽবসানং। ন মধ্যং। মধ্যং নাম দ্বয়োঃ কোট্যোরন্তরং। ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি। ন তব দেবস্যাঽন্তং পশ্যামি। ন মধ্যং পশ্যামি। ন পুনরাদিং পশ্যামি। হে বিশ্বেশ্বর। হে বিশ্বরূপ ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—অনেকেতি। অনেকানি বাহ্বাদীনি যস্ত তাদৃশং ত্বাং পশ্যামি। অনন্তানি রূপাণি যস্য তং ত্বাং সর্ব্বতঃ পশ্যামি। তব ত্বন্তং মধ্যমাদিং চ ন পশ্যামি। সর্ব্বগতত্বাৎ ॥ ১৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবানের চক্ষুনাসাদির শেষ নাই, শোভার শেষ নাই, রূপের শেষ নাই। কোথায় তাঁহার আদি, কোন্ স্থান তাঁহার মধ্য, ও কোথায় তাঁহার অন্ত, তাহার কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। ১৬ ॥

—:০:—

* পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপমিতি শ্রীধরস্বামিধৃতঃ পাঠঃ।

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥ ১৮ ॥

অন্বয়বোধিনী। কিরীটিনং (কিরীটযুক্ত) গদিনং চক্রিণং চ (গদা ও চক্রধারী) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বত্র) দীপ্তিমন্তং (প্রকাশমান) তেজোরাশিং (তেজঃস্বরূপ) দুর্নিরীক্ষ্যং (দর্শনাতীত) দীপ্তানলার্কদ্যুতিম্ (প্রদীপ্ত অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট) অপ্রমেয়ং চ (ও অপ্রমেয়) ত্বাং (তোমাকে) সমন্তাৎ (সর্ব্বত্র) পশ্যামি (দেখিতেছি) ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে ভগবন্! কিরীট গদা ও চক্র বিশিষ্ট, তেজঃস্বরূপ, সর্ব্বথা প্রকাশমান, দর্শনাতীত অগ্নি সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট, এবং অপ্রমেয়স্বরূপ তোমাকে আমি নিরীক্ষণ করিতেছি ॥ ১৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—কিরীটিনমিতি। কিরীটিনং—কিরীটং নাম শিরোভূষণবিশেষঃ। তদযস্যাঽস্তি স কিরীটী। তং কিরীটিনং। তথা গদিনং। গদা যস্য বিদ্যত ইতি গদী। তং গদিনং। তথা চক্রিণং। চক্রমস্যাঽস্তীতি চক্রী। তং চক্রিণং চ। তেজোরাশিং তেজঃপুঞ্জং। সর্ব্বতোদীপ্তিমন্তং—সর্ব্বতোদীপ্তির্যস্যাঽস্তীতি সর্ব্বতোদীপ্তিমান্। তং সর্ব্বতোদীপ্তিমন্তং। পশ্যামি ত্বাং। দুর্নিরীক্ষ্যং—দুঃখেন নিরীক্ষ্যো দুর্নিরীক্ষ্যঃ। তং দুর্নিরীক্ষ্যং। সমন্তাৎ সমন্ততঃ সর্ব্বত্র। দীপ্তানলার্কদ্যুতিম্—অনলশ্চাঽর্কশ্চাঽনলার্কৌ। দীপ্তাবনলার্কৌ দীপ্তানলার্কৌ। তয়োর্দীপ্তানলার্কয়োর্দ্যুতিরিব দ্যুতিস্তেজো যস্য তব স ত্বং দীপ্তানলার্কদ্যুতিঃ। তং দীপ্তানলার্কদ্যুতিম্। অপ্রমেয়ং—ন প্রমেয়মপ্রমেয়ম্। অশক্যপরিচ্ছেদমিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—কিরীটিনমিতি। কিরীটিনং মুকুটবন্তং গদিনং গদাবন্তং। চক্রিণং চক্রবন্তং। চ সর্ব্বতোদীপ্তিমন্তং তেজঃপুঞ্জরূপং। তথা দুর্নিরীক্ষ্যং দ্রষ্টুমশক্যং। তত্র হেতুঃ—দীপ্তয়োরনলার্কয়োর্দ্যুতিরিব দ্যুতিস্তেজো যস্য তম্। অত এবাঽপ্রমেয়মেবংভূত ইতি নিশ্চেতুমশক্যং ত্বাং সমন্ততঃ পশ্যামি ॥ ১৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। অর্জ্জুন দেখিতেছেন, ভগবানের মস্তকে মুকুট, হস্তে গদাচক্রাদির শোভা, রূপে জগৎ আলো করিতেছে, তেজের দিকে তাকাইতে পারা যায় না, অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি বাহির হইতেছে। বস্তুতঃ তাঁহার রূপের তুলনা কোথাও নাই। অন্যের দর্শনযোগ্য না হইলেও, দিব্য দৃষ্টির গুণে, অর্জ্জুন এই সমস্ত দেখিয়া কৃতার্থ হইলেন ॥ ১৭ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। ত্বম্ (তুমি) অক্ষরং পরমং (পরমব্রহ্ম) বেদিতব্যং (জ্ঞাতব্য); ত্বম্ অস্য (এই) বিশ্বস্য (জগতের) পরং (পরম) নিধানং (আশ্রয়); ত্বম্

অনাদিমধ্যাঽন্তমনন্তবীর্য্য-
মনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ॥ ১৯ ॥

অব্যয়ঃ (নিত্য), শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা (সনাতনধর্ম্মপ্রতিপালক), ত্বং সনাতনঃ পুরুষঃ,—[ইহা] মে (আমার) মতঃ (অভিমত)॥ ১৮॥

বঙ্গানুবাদ। তুমি পরম অক্ষর ও তুমিই জ্ঞাতব্য, তুমি এই জগতের পরম আশ্রয়, ও তুমি অব্যয়, তুমিই নিত্যধর্ম্ম প্রতিপালক, এবং তুমিই সনাতন পরমাত্মা পুরুষ; ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই ॥ ১৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ইত এব তে যোগশক্তিদর্শনাদনুমিনোমি—ত্বমিতি। ত্বমক্ষরং। ন ক্ষরতীত্যক্ষরং। পরমং পরং ব্রহ্ম। বেদিতব্যং জ্ঞাতব্যং মুমুক্ষুভিঃ। ত্বমস্য বিশ্বস্য সমস্তস্য জগতঃ পরং প্রকৃষ্টং নিধানং। নিধীয়তেঽস্মিন্নিতি নিধানং। পর আশ্রয় ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ ত্বমব্যয়ঃ। ন চ তব ব্যয়ো বিদ্যত ইত্যব্যয়ঃ। শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা। শশ্বদ্ভবঃ শাশ্বতো নিত্যো ধর্ম্মঃ। তস্য গোপ্তা শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা। সনাতনশ্চিরন্তনঃ। ত্বং পুরুষঃ পরমঃ। মতোঽভিপ্রেতঃ। মে মম ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যস্মাদেবং তবাঽতর্ক্যমৈশ্বর্য্যং তস্মাৎ—ত্বমিতি। ত্বমেবাঽক্ষরং পরমং ব্রহ্ম। কথংভূতং? বেদিতব্যং মুমুক্ষুভির্জ্ঞাতব্যম্। ত্বমেবাঽস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং। নিধীয়তেঽস্মিন্নিতি নিধানং প্রকৃষ্টাশ্রয়ঃ। অত এব ত্বমব্যয়ো নিত্যঃ। শাশ্বতস্য নিত্যস্য ধর্ম্মস্য গোপ্তা পালকঃ। সনাতনশ্চিরন্তনঃ পুরুষঃ। মতো মে সম্মতোঽসি মম ॥ ১৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। হে ভগবন্! বেদান্তপ্রতিপাদ্য অক্ষর নির্গুণ ব্রহ্ম তুমিই, এবং সেই জন্যই মুমুক্ষুগণের জ্ঞাতব্যও তুমি। তুমি প্রপঞ্চ জগতের অধিষ্ঠানস্বরূপ ও নিত্য পুরুষ। তুমিই বেদপ্রতিপাদিত আশ্রমধর্ম্মাদির ব্যবস্থাপক ও পালনকর্ত্তা। তুমি নিত্য বিদ্যমান পরমাত্মা ॥ ১৮ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। অনাদিমধ্যাঽন্তম্ (উৎপত্তিস্থিতিলয়বর্জ্জিত) অনন্তবীর্য্যম্ (অনন্তপ্রভাবশালী) অনন্তবাহুং (অনন্তহস্ত) শশিসূর্য্যনেত্রং (চন্দ্রসূর্য্যরূপ চক্ষু বিশিষ্ট) দীপ্তহুতাশবক্ত্রং (প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য মুখযুক্ত) স্বতেজসা (স্বীয় তেজের দ্বারা) ইদং (এই) বিশ্বং (জগৎ) তপন্তং (সন্তাপকারী) ত্বাং (তোমাকে) পশ্যামি (দেখিতেছি)॥ ১৯॥

বঙ্গানুবাদ। হে ভগবন্! আমি দেখিতেছি, তুমি উৎপত্তি স্থিতি ও

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।
দৃষ্ট্বাঽদ্ভুতং রূপমিদং তবোগ্রং
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্॥ ২০॥

নাশবর্জ্জিত; অনন্তপ্রভাবশালী ও অনন্তবাহু; চন্দ্র সূর্য্য তোমার নেত্র; তোমার মুখমণ্ডলে যেন প্রদীপ্ত হুতাশন প্রজ্বলিত হইতেছে; তুমি নিজতেজে যেন সমস্ত জগৎ সন্তপ্ত করিতেছ॥ ১৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—অনাদীতি। অনাদিমধ্যান্তম্—আদিশ্চ মধ্যং চান্তশ্চ ন বিদ্যতে যস্য সোঽয়মনাদিমধ্যান্তঃ। তং ত্বামনাদিমধ্যান্তম্। অনন্তবীর্য্যং—ন তব বীর্য্যস্যান্তোঽস্তীত্যনন্তবীর্য্যঃ। তং ত্বামনন্তবীর্য্যং। তথা—অনন্তবাহুম্—অনন্তা বাহবো যস্য তব স ত্বমনন্তবাহুঃ। তং ত্বামনন্তবাহুং। শশিসূর্য্যনেত্রং—শশিসূর্য্যৌ নেত্রে যস্য তব স ত্বং শশিসূর্য্যনেত্রঃ। তং ত্বাং শশিসূর্য্যনেত্রং চন্দ্রাদিত্যনয়নং। পশ্যামি ত্বাং। দীপ্তহুতাশবক্ত্রং—দীপ্তশ্চাঽসৌ হুতাশশ্চ। স বক্ত্রং যস্য তব স ত্বং দীপ্তহুতাশবক্ত্রঃ। তং ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং। স্বতেজসা বিশ্বং সমস্তমিদং তপন্তং সন্তাপয়ন্তম্॥ ১৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—অনাদীতি। অনাদিমধ্যান্তম্—উৎপত্তিস্থিতিলয়রহিতম্। অনন্তবীর্য্যম্—অনন্তং বীর্য্যং প্রভাবো যস্য তম্। অনন্তা বীর্য্যবন্তো বাহবো যস্য তং। শশিসূর্য্যৌ নেত্রে যস্য তাদৃশং ত্বাং পশ্যামি। তথা দীপ্তো হুতাশোঽগ্নির্বক্ত্রেষু যস্য তং। স্বতেজসেদং বিশ্বং তপন্তং সন্তাপয়ন্তং পশ্যামি॥ ১৯॥

গীতার্থসন্দীপনী। হে ভগবন্! আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, তোমার এই বিশ্বরূপের আদি, অন্ত, মধ্য বা সীমা নাই। তোমার অপরিমেয় প্রভাবেরও শেষ নাই। "অনন্তবাহু" এই পদ দ্বারা পদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমস্তই অনন্ত, ইহাই উপলক্ষিত হইয়াছে। তোমার অবয়বের সীমা করিবার কাহারও সামর্থ্য নাই। পরম জ্যোতির আধারস্বরূপ চন্দ্র সূর্য্য তোমার নয়নদ্বয়, ও জ্বলন্ততেজ হুতাশন তোমার মুখমণ্ডলে দীপ্তি পাইতেছে। তোমার তেজে এই জগৎ সন্তপ্ত হইতেছে। ১৯॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। [হে] মহাত্মন্! দ্যাবাপৃথিব্যোঃ (স্বর্গ ও পৃথিবীর) ইদম্ (এই) অন্তরম্ (মধ্যস্থল—অর্থাৎ আকাশ) একেন (একমাত্র) ত্বয়া হি (তোমা কর্ত্তৃকই) ব্যাপ্তং (ব্যাপ্ত রহিয়াছে), সর্ব্বাঃ দিশঃ চ (ও দিক্‌সকল) [ব্যাপ্ত আছে]; তব অদ্ভুতম্ ইদম্ (এই) উগ্রং (ভয়ানক) রূপং (মূর্ত্তি) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) লোকত্রয়ং (ত্রিলোক) প্রব্যথিতম্ (অতি ভীত হইতেছে)॥ ২০॥

অমী হি ত্বা* সুরসংঘা বিশন্তি
কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসংঘাঃ
স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ॥ ২১॥

বঙ্গানুবাদ। হে মহাত্মন্, তুমি একাকী হইলেও স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও অন্তরীক্ষ এবং দিক্‌সমূহে ব্যাপ্ত রহিয়াছ। তোমার এই অদ্ভুত ও উগ্র মূর্ত্তি দর্শন করিয়া লোকত্রয় ভীত হইতেছে॥ ২০॥

শাঙ্করভাষ্যম্। দ্যাবাপৃথিব্যোরিতি। দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং অন্তরীক্ষং ব্যাপ্তং ত্বয়ৈবৈকেন বিশ্বরূপধরেণ। দিশশ্চ সর্ব্বা ব্যাপ্তাঃ। দৃষ্ট্বোপলভ্য। অদ্ভুতং বিস্মাপকং রূপমিদং তব। উগ্রং ক্রূরং। লোকানাং ত্রয়ং লোকত্রয়ম্। প্রব্যথিতং ভীতং প্রচলিতং বা। হে মহাত্মন্নক্ষুদ্রস্বভাব॥ ২০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—দ্যাবাপৃথিব্যোরিতি। দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরমন্তরীক্ষং ত্বয়ৈবৈকেন ব্যাপ্তং। দিশশ্চ সর্ব্বা ব্যাপ্তাঃ। অদ্ভুতমদৃষ্টপূর্ব্বং। ত্বদীয়মিদমুগ্রং ঘোরং রূপং দৃষ্ট্বা লোকত্রয়ং প্রব্যথিতমতিভীতম্। পশ্যামীতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ॥ ২০॥

গীতার্থসন্দীপনী। হে ভক্তভয়হারিন্ বিশ্বরূপ ভগবন্! স্বর্গ, মর্ত্ত্য, অন্তরীক্ষ অথবা যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকে তোমাকে ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাই না। দেখিতেছি, তুমি ভিন্ন যেন আর কোন পদার্থই নাই।.বুঝিলাম "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং" (ক), সমস্ত জগৎই ব্রহ্মরূপ। হে ভগবন্! তোমার ঈদৃশ রূপ আর কেহ কখনও দেখে নাই। তোমার এই চমৎকার রূপ দর্শনে, ও ইহার উগ্রতেজঃপ্রভাবে ত্রিলোক ভীত ও ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে॥ ২০॥

-:o:-

অন্বয়বোধিনী। অমী (ঐ) সুরসংঘাঃ (দেবতাগণ) ত্বা হি (তোমাতেই) বিশন্তি (প্রবেশ করিতেছেন), কেচিৎ (কেহ কেহ) ভীতাঃ (ভীত হইয়া) প্রাঞ্জলয়ঃ (কৃতাঞ্জলিপুটে) গৃণন্তি (স্তুতি করিতেছেন), মহর্ষিসিদ্ধসংঘাঃ (মহর্ষিসিদ্ধগণ) স্বস্তি ইতি উক্ত্বা (স্বস্তি—এই কথা বলিয়া) পুষ্কলাভিঃ (উত্তমোত্তম) স্তুতিভিঃ (স্তুতিসমূহ দ্বারা) ত্বাং (তোমাকে) স্তুবন্তি (স্তব করিতেছেন)॥ ২১॥

বঙ্গানুবাদ। হে ভগবন্! এই সমস্ত দেবতাগণ ভীতান্তঃকরণে তোমার শরণ লইতেছেন; কেহ কেহ বা শঙ্কিতচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে, তোমার স্তুতি করিতেছেন; ও মহর্ষিসিদ্ধগণ "স্বস্তি" বচনে তোমার স্তব করিতেছেন॥ ২১॥

---

* অমী হি ত্বাং সুরসংঘা বিশন্তীতি শ্রীধরস্বামিধৃতঃ পাঠঃ।

(ক) নৃসিংহোত্তরতাপনীয়োপনিষৎ, ৭।

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা
বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ
গন্ধর্ব্বযক্ষাঽসুরসিদ্ধসংঘা
বীক্ষন্তে ত্বাং* বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে ॥ ২২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথাঽধুনা পুরা—যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েযুরিত্যর্জ্জুনস্য সংশয় আসীৎ তন্নির্ণয়ায় পাণ্ডবজয়মৈকান্তিকং দর্শয়ামীতি প্রবৃত্তো ভগবান্। তং ভগবন্তং পশ্যন্নাহ—অমী হীতি। কিঞ্চ—অমী হি যুধ্যমানা যোদ্ধারস্ত্বাং সুরসংঘাঃ—যেঽত্র ভূভারা-ঽবতারায়াঽবতীর্ণা বস্বাদিদেবসংঘা মনুষ্যসংস্থানাস্তে—বিশন্তি প্রবিশন্তো দৃশ্যন্তে। তত্র কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সন্তো গৃণন্তি স্তুবন্তি ত্বাং পলায়নেঽপ্যশক্তাঃ সন্তঃ। যুদ্ধে প্রত্যুপস্থিত উৎপাতাদিনিমিত্তান্যুপলক্ষ্য স্বস্ত্যস্তু জগত ইত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসংঘাঃ—মহর্ষীণাং চ সিদ্ধানাং চ সংঘাঃ—স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ সম্পূর্ণাভিঃ ॥ ২১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—অমী হীতি। অমী সুরসংঘা ভীতাঃ সন্তস্ত্বাং বিশন্তি শরণং প্রবিশন্তি। তেষাং মধ্যে কেচিদতিভীতা দূরত এব স্থিত্বা কৃতসংপুটকর-যুগলাঃ সন্তো গৃণন্তি—জয় জয় রক্ষ রক্ষেতি—প্রার্থয়ন্তে। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ২১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। হে বিশ্বরূপধারিন্! দেখিতেছি, বসু রুদ্র আদিত্যাদি দেবতাগণ তোমাতেই প্রবেশ করিতেছেন। ত্বা অসুরসংঘাঃ—এরূপ পদচ্ছেদ করিলে, ইহাই প্রতীত হয় যে, অসুরাংশে জাত দুর্য্যোধনাদি ও সেনাগণের মধ্যে কেহ কেহ, অনলে পতঙ্গপাতের ন্যায়, তোমাতে প্রবিষ্ট হইতেছে। নারদাদি ঋষিগণ ও কপিলাদি সিদ্ধগণ, জগৎ যাহাতে বিনষ্ট না হয়, তজ্জন্য স্বস্তি বচনে তোমার স্তুতি গান করিতেছেন ॥ ২১ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। রুদ্রাদিত্যাঃ (রুদ্র ও আদিত্যগণ) বসবঃ (বসুগণ) যে চ সাধ্যাঃ (যাঁহারা সাধ্যদেব), বিশ্বে (বিশ্বদেবগণ), অশ্বিনৌ (অশ্বিনীকুমারদ্বয়), মরুতঃ চ (ও মরুদ্গণ), উষ্মপাঃ (উষ্মপায়ী) [পিতৃগণ], গন্ধর্ব্বযক্ষাঽসুরসিদ্ধসংঘাঃ চ (এবং গন্ধর্ব্ব যক্ষ অসুর ও সিদ্ধগণ) সর্ব্বে এব (সকলেই) বিস্মিতাঃ (চমৎকৃত হইয়া) ত্বা (তোমাকে) বীক্ষন্তে (দর্শন করিতেছেন) ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে ভগবন্! রুদ্র, আদিত্য, বসু, সাধ্য, বিশ্বদেব, অশ্বিনী-কুমারদ্বয়, মরুদ্গণ, উষ্মপগণ এবং গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অসুর ও সিদ্ধ আদি সকলেই তোমাকে দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইতেছেন ॥ ২২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চাঽন্যৎ—রুদ্রেতি। রুদ্রাদিত্যাঃ। বসবঃ। যে চ

* বীক্ষন্তে ত্বামিতি শ্রীধরস্বামিধৃতঃ পাঠঃ।

রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং
মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং
দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাঽহম্ ॥ ২৩ ॥

সাধ্যাঃ। রুদ্রাদয়ো গণাঃ। বিশ্বেঽশ্বিনৌ। বিশ্বে দেবাঃ। অশ্বিনৌ চ দেবৌ। মরুতশ্চ বায়বঃ। উষ্মপাশ্চ পিতরঃ। গন্ধর্ব্বযক্ষাঽসুরসিদ্ধসংঘাঃ—গন্ধর্ব্বা হাহাহূহূপ্রভৃতয়ঃ। যক্ষাঃ কুবেরপ্রভৃতয়ঃ। অসুরা বিরোচনপ্রভৃতয়ঃ। সিদ্ধাঃ কপিলাদয়ঃ। তেষাং সংঘা গন্ধর্ব্বযক্ষাঽসুরসিদ্ধসংঘাঃ। তে বীক্ষন্তে পশ্যন্তি। ত্বা ত্বাম্। বিস্মিতাঃ বিস্ময়মাপন্নাঃ সন্তঃ। ত এব সর্ব্বে ॥ ২২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—রুদ্রেতি। রুদ্রাশ্চ। আদিত্যাশ্চ। বসবশ্চ। যে চ সাধ্যা নাম দেবাঃ। বিশ্বে দেবাঃ। অশ্বিনৌ দেবৌ। মরুতো মরুদ্গণাশ্চ। উষ্মাণং পিবন্তীত্যুষ্মপাঃ পিতরঃ। উষ্মভাগা হি পিতরঃ—ইতি শ্রুতেঃ। স্মৃতিশ্চ—যাবদুষ্ণং ভবেদন্নং যাবদশ্নন্তি বাগ্‌যতাঃ। তাবদশ্নন্তি পিতরো যাবন্নোক্তা হবির্গুণাঃ॥ (ক) ইতি। গন্ধর্ব্বাশ্চ। যক্ষাশ্চ। অসুরাশ্চ বৈরোচনাদয়ঃ। সিদ্ধসংঘাঃ সিদ্ধানাং সংঘাশ্চ। সর্ব্ব এব বিস্মিতাঃ সন্তস্ত্বাং বীক্ষন্ত ইত্যন্বয়ঃ॥ ২২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। হে বিশ্বরূপ! তোমার এই অদ্ভুত রূপ কেহ কখনও স্বপ্নেও দেখে নাই। দেবতাগণ সকলে অবাক্ হইয়া ভক্তিযুক্ত চিত্তে নির্নিমেষ নেত্রে তোমাকে অবলোকন করিতেছেন। তোমার অনন্তমায়া বুঝিতে না পারিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়াছেন। "উষ্মপাঃ" পদে পিতৃগণ উপলক্ষিত হইয়াছেন। "উষ্মভাগা হি পিতরঃ" (শ্রুতি)। পিতৃগণকে মন্ত্রাবাহনাদি দ্বারা যে দুগ্ধ দধি ঘৃতাদি নিবেদন করা যায়, তাহা তাঁহারা মনুষ্যের ন্যায় ভোজন করেন না, কিন্তু বংশধরগণ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যাহা যাহা তাঁহাদের জন্ম নিবেদন করেন, তত্তাবতের "উষ্মভাগ" অর্থাৎ তত্তৎপদার্থনিহিত পবিত্র তেজঃশক্তি পান করিয়া পুষ্টিলাভ করেন। যে অনার্য্যবুদ্ধি পুরুষগণ বলিয়া থাকেন, যে শ্রাদ্ধাদিতে নিবেদিত দ্রব্য বা পিণ্ডোদকাদি যদি পিতৃগণ গ্রহণই করেন, তবে উহার পরিমাণ কমিয়া যায় না কেন? "উষ্মপাঃ" পদের গূঢ়ার্থ বুঝিতে পারিলে তাঁহাদের এ সংশয় নিবৃত্ত হইতে পারিবে ॥ ২২ ॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। [হে] মহাবাহো! তে (তোমার) বহুবক্ত্রনেত্রং (বহুমুখ ও বহুনেত্র যুক্ত) বহুবাহূরুপাদং (বহু বাহু বহু উরু ও বহু চরণ বিশিষ্ট) বহূদরং (অনেক উদরবিশিষ্ট) বহুদংষ্ট্রাকরালং (অসংখ্য বৃহৎ দন্ত দ্বারা অতি ভয়াবহ) মহৎ রূপং (আকৃতি) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) লোকাঃ (সমস্ত জীব) প্রব্যথিতাঃ (ভীত হইয়াছে); তথা (সেইরূপ) অহম্ (আমি) [ভীত হইয়াছি] ॥ ২৩ ॥

(ক) মনু, ৩।২৩৭।

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমং চ বিষ্ণো ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে মহাবাহো! তোমার এই মহৎ ও বহুনেত্রযুক্ত বহু মুখমণ্ডল, বহুবাহু, বহুউরু, বহুপদ, বহুউদর ও বহুদংষ্ট্রাবিকাশ ভয়ানক বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া সমস্ত জীব ভীত হইয়াছে এবং আমিও ভয় পাইয়াছি ॥ ২৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যস্মাৎ—রূপমিতি। রূপং মহদতিপ্রমাণং তে তব। বহুবক্ত্রনেত্রং—বহূনি বক্ত্রাণি মুখানি নেত্রাণি চক্ষূংষি চ যস্মিংস্তদ্রূপং বহুবক্ত্রনেত্রম্। হে মহাবাহো। বহুবাহূরুপাদং—বহবো বাহব উরবঃ পাদাশ্চ যস্মিন্ রূপে তদ্বহুবাহূরুপাদম্। কিঞ্চ বহূদরং—বহূন্যুদরাণি যস্মিন্ রূপে তদ্বহূদরম্। বহুদংষ্ট্রাকরালং—বহ্বীভির্দংষ্ট্রাভিঃ করালং বিকৃতং তদ্বহুদংষ্ট্রাকরালম্। দৃষ্ট্বা রূপমীদৃশম্। লোকা লৌকিকাঃ প্রাণিনঃ। প্রব্যথিতাঃ প্রচলিতা ভয়েন। তথাহমপি ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—রূপমিতি। হে মহাবাহো মহদত্যূর্জ্জিতং তব রূপং দৃষ্ট্বা লোকাঃ সর্ব্বে প্রব্যথিতা অতিভীতাঃ। তথাহং চ প্রব্যথিতোঽস্মি। কীদৃশং রূপং দৃষ্ট্বা? বহূনি বক্ত্রাণি নেত্রাণি চ যস্মিংস্তৎ। বহবো বাহব উরবঃ পাদাশ্চ যস্মিংস্তৎ। বহূন্যুদরাণি যস্মিংস্তৎ। বহ্বীভির্দংষ্ট্রাভিঃ করালং বিকৃতম্। রৌদ্রমিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। হে ভগবন্! তোমার এই বহুপাদোরুনেত্রাদিযুক্ত বিরাট্ দেহ যেন সংহারসূচক বলিয়া বোধ হইতেছে। লোকত্রয় তোমার এই ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়া যে ভীত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? আমাকে তুমি অনুগ্রহ করিয়া এই অপূর্ব্ব রূপ দেখাইলে, উহা দেখিবার জন্ত দিব্য চক্ষুও দান করিলে, কিন্তু তথাপি আমি ভীত হইতেছি। প্রভো! অন্তে পরে কা কথা ॥২৩।

:০:—

অন্বয়বোধিনী। [হে] বিষ্ণো। নভঃস্পৃশং (আকাশব্যাপী) দীপ্তম্ (তেজোযুক্ত) অনেকবর্ণং (নানাবর্ণ বিশিষ্ট) ব্যাত্তাননং (বিস্ফারিতমুখ) দীপ্তবিশালনেত্রং (প্রদীপ্তবিশালচক্ষুঃ বিশিষ্ট) ত্বাং (তোমাকে) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) প্রব্যথিতান্তরাত্মা (ব্যথিতমনাঃ) অহং (আমি) ধৃতিং (ধৈর্য্য) শমং চ (ও শান্তি) ন বিন্দামি (পাইতেছি না) ॥২৪॥

বঙ্গানুবাদ। হে বিষ্ণো! তোমার নভোমণ্ডলব্যাপী মহাতেজস্বী নানাবর্ণ বিশিষ্ট বিস্ফারিত মুখমণ্ডল ও প্রদীপ্ত বিশাল নেত্র বিশিষ্ট মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আমি ধৈর্য্য ও শান্তি অবলম্বন করিতে সমর্থ হইতেছি না ॥ ২৪ ॥

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ২৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তত্রেদং কারণং—নভঃস্পৃশমিতি। নভঃস্পৃশং দ্যুস্পর্শমিত্যর্থঃ। দীপ্তং প্রজ্বলিতম্। অনেকবর্ণম্—অনেকে বর্ণা ভয়ঙ্করা নানাসংস্থানা যস্মিংস্ত্বয়ি তং ত্বামনেকবর্ণম্। ব্যাত্তাননং—ব্যাত্তানি বিবৃতান্যাননানি মুখানি যস্মিংস্ত্বয়ি তং ত্বাং ব্যাত্তাননম্। দীপ্তবিশালনেত্রং—দীপ্তানি প্রজ্বলিতানি বিশালানি বিস্তীর্ণানি নেত্রাণি যস্মিংস্ত্বয়ি তং ত্বাং দীপ্তবিশালনেত্রম্। দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা। প্রব্যথিতঃ প্রভীতোঽন্তরাত্মা মনো যস্য মম সোঽহং প্রব্যথিতান্তরাত্মা। প্রব্যথিতান্তরাত্মা সন্ ধৃতিং ধৈর্য্যং ন বিন্দামি ন লভে। শমং চোপশমং মনস্তুষ্টিম্। হে বিষ্ণো॥ ২৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ন কেবলং ভীতোঽহমিত্যেতাবদেব। অপি তু—নভঃস্পৃশমিতি। নভঃ স্পৃশতীতি নভঃস্পৃক্। তম্। অন্তরীক্ষব্যাপিনমিত্যর্থঃ। দীপ্তং তেজোযুক্তম্। অনেকে বর্ণা যস্য তম্। ব্যাত্তানি বিবৃতান্যাননানি যস্য তম্। দীপ্তানি বিশালানি নেত্রাণি যস্য তম্। এবংভূতং হি ত্বাং দৃষ্ট্বা প্রব্যথিতোঽন্তরাত্মা মনো যস্য সোঽহং ধৃতিং ধৈর্য্যমুপশমং চ ন লভে ॥২৪॥

গীতার্থসন্দীপনী। হে বিষ্ণো! তোমাকে দেখিয়া যে কেবল ভীত ও ব্যথিত হইয়াছি, তাহা নহে, তোমার উজ্জ্বল দীপ্তি আমার চক্ষু সহ্য করিতে পারিতেছে না। আমার মন তোমার সর্ব্বদিগ্ব্যাপি রূপ ধারণ করিতে অসমর্থ। তোমার সর্ব্বগ্রাসী ভয়ানক মুখ ও প্রলয়দৃষ্টি বিশালায়ত নেত্র দর্শনে আমার চিত্তবৈকল্য জন্মিতেছে। বলিতে কি, আমি স্থির ও শান্ত থাকিতে পারিতেছি না। তুমি শীঘ্র এই ভয়ানক রূপের প্রতিসংহার না করিলে আমি নিতান্ত বিকল হইয়া পড়িব। ভগবান্ বিশ্বব্যাপক রূপ ধারণ করিয়াছেন বলিয়া অর্জ্জুন এখানে "বিষ্ণো" এই সম্বোধন করিলেন ॥ ২৪ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। [হে] দেবেশ! দংষ্ট্রাকরালানি (দংষ্ট্রাদ্বারা বিকৃত) কালানলসন্নিভানি (প্রলয়াগ্নিসদৃশ) তে (তোমার) মুখানি (মুখসমূহ) দৃষ্ট্বা এব (দেখিয়াই) [আমি] দিশঃ (দিক্‌সকল) ন জানে (জানিতে পারিতেছি না), শর্ম্ম চ (ও সুখ) ন লভে (পাইতেছি না); (হে) জগন্নিবাস! প্রসীদ (প্রসন্ন হও)॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। তোমার দংষ্ট্রাকরাল প্রলয়াগ্নিসন্নিভ মুখমণ্ডল দর্শনে

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্ব্বে সহৈবাঽবনিপালসংঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাঽসৌ
সহাঽস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥ ২৬ ॥
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনাঽন্তরেষু
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঽঙ্গৈঃ ॥ ২৭ ॥

আমার দিগ্‌ভ্রম হইতেছে; মনে সুখ পাইতেছি না। হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও ॥ ২৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কস্মাৎ?—দংষ্ট্রাকরালানীতি। দংষ্ট্রাকরালানি—দংষ্ট্রাভিঃ করালানি বিকৃতানি। তে তব মুখানি দৃষ্ট্বৈবোপলভ্য। কালাঽনলসন্নিভানি—প্রলয়কালে লোকানাং দাহকোঽগ্নিঃ কালাঽনলঃ। তৎসন্নিভানি কালাঽনলসদৃশানি। দৃষ্ট্বেত্যেতৎ। দিশঃ পূর্ব্বাঽপরবিবেকেন ন জানে। দিঙ্মূঢ়োঽস্মি জাতঃ। অতো ন লভে চ নোপলভে চ শর্ম্ম সুখম্। অতঃ প্রসীদ প্রসন্নো ভব। হে দেবেশ। জগন্নিবাস ॥ ২৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ-দংষ্ট্রেতি। হে দেবেশ তব মুখানি দৃষ্ট্বা ভয়াবেশেন দিশো ন জানামি। শর্ম্ম সুখং চ ন লভে। ভো জগন্নিবাস প্রসন্নো ভব। কীদৃশানি মুখানি দৃষ্ট্বা? দংষ্ট্রাভিঃ করালানি। কালাঽনলঃ প্রলয়াঽগ্নিঃ। তৎসদৃশানি ॥২৫॥

গীতার্থসন্দীপনী। হে ভগবন্! ভাবিয়াছিলাম তোমার অলোকসামান্য বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া পরম সুখ লাভ করিব, কিন্তু হে প্রকাশস্বরূপ! তুমি যে বিকট রূপ ধারণ করিয়াছ, তাহা দেখিয়া আমার পূর্ব্বাপর দিগ্‌ভ্রম হইতেছে, এবং উদ্বেগে ভয়ে ও চাঞ্চল্যে সমস্ত সুখই বিনষ্ট হইতেছে। হে জগন্নিবাস! [সর্ব্বজগৎ যাঁহাতে অবস্থিতি করিয়া সুখ ভোগ করে] তুমি প্রসন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমার—তোমার শরণাগত ভক্তের—তৃপ্তি সাধন কর ॥ ২৫ ॥

—:০:—

অন্বয়বোধিনী। অবনিপালসংঘৈঃ সহ (নৃপতিমণ্ডল সহ) অমী চ (ঐ সকল) ধৃতরাষ্ট্রস্য (ধৃতরাষ্ট্রের) সর্ব্বে এব (সকল) পুত্রাঃ (পুত্রগণ), তথা (এবং) ভীষ্মঃ, দ্রোণঃ, অসৌ (ঐ) সূতপুত্রঃ চ (ও কর্ণ), অস্মদীয়ৈঃ (আমাদের) যোধমুখ্যৈঃ সহ (প্রধান প্রধান যোদ্ধাদিগের সহিত) ত্বরমাণাঃ (ত্বরাযুক্ত হইয়া), তে (তোমার) দংষ্ট্রাকরালানি (দংষ্ট্রাকরাল) ভয়ানকানি (ভয়ানক) বক্ত্রাণি (মুখসমূহ মধ্যে) বিশন্তি (প্রবেশ করিতেছেন)। কেচিৎ

(কেহ কেহ) চূর্ণিতৈঃ (চূর্ণিত) উত্তমাঙ্গৈঃ (মস্তক) [লইয়া] দশনান্তরেষু (দন্তসমূহের সন্ধিস্থলে) বিলগ্নাঃ (লীন) সংদৃশ্যন্তে (দৃষ্ট হইতেছে)। ২৬।২৭।

বঙ্গানুবাদ। হে ভগবন্! ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধনাদি পুত্রগণ ও রাজমণ্ডলী তোমার মুখবিবরে প্রবেশ করিতেছে। ভীষ্ম দ্রোণ ও কর্ণ এই বীরত্রয়, আমাদের আত্মীয় যোদ্ধৃবর্গের সহিত তোমার বদনবিবরে প্রবিষ্ট হইতেছেন। হে ভগবন্! তোমার দংষ্ট্রাকরাল মুখমধ্যে অতিবেগে দুর্য্যোধনাদি প্রবেশ করিতেছে। কাহারও কাহারও মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে, ও দেখিতেছি কেহ কেহ বা তোমার বিশাল দংষ্ট্রার সন্ধিস্থলে সংলগ্ন হইয়া যাইতেছে। ২৬।২৭।

শাঙ্করভাষ্যম্। যেভ্যো মম পরাজয়শঙ্কা যা প্রাগেবাসীৎ সা চাপগতা। যতঃ—অমী চেতি। অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রা দুর্য্যোধনপ্রভৃতয়ঃ। ত্বরমাণা বিশন্তীতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ। সর্ব্বে সহৈব সহিতা অবনিপালসংঘৈঃ। অবনিং পৃথ্বীং পালয়ন্তীত্যবনিপালাঃ। তেষাং সংঘৈঃ। কিঞ্চ ভীষ্মঃ। দ্রোণঃ। সূতপুত্রঃ কর্ণস্তথাঽসৌ। সহাস্মদীয়ৈরপি ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতিভির্যোধমুখ্যৈঃ। যোধানাং মুখ্যৈঃ প্রধানৈঃ সহ। ২৬।

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—বক্ত্রাণীতি। বক্ত্রাণি মুখানি তে তব ত্বরমাণাস্ত্বরাযুক্তাঃ সন্তো বিশন্তি। কিংবিশিষ্টানি মুখানি? দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি ভয়ঙ্করাণি। কিঞ্চ কেচিন্মুখানি প্রবিষ্টানাং মধ্যে বিলগ্না দশনান্তরেষু দন্তান্তরেষু মাংসমিব ভক্ষিতং সংদৃশ্যন্তে। চূর্ণিতৈশ্চূর্ণীকৃতৈঃ। উত্তমাঙ্গৈঃ শিরোভিঃ। ২৭।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যচ্চাঽস্মদ্ভূমিচ্ছসীত্যনেনাঽস্মিন্ সংগ্রামে ভাবি জয়পরাজয়াদিকং চ মম দেহে পশ্যেতি যদ্ভগবতোক্তং তদিদানীং পশ্যন্নাহ—অমী চেতি পঞ্চভিঃ। অমী ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রা দুর্য্যোধনাদয়ঃ সর্ব্বে। অবনিপালানাং জয়দ্রথাদীনাং রাজ্ঞাং সংঘৈঃ সমূহৈঃ সহৈব। তবাবক্ত্রাণি বিশন্তীত্যুত্তরেণাঽন্বয়ঃ। তথা ভীষ্মশ্চ দ্রোণশ্চাঽসৌ সূতপুত্রঃ কর্ণশ্চ। ন কেবলং ত এব বিশন্তি। অপি তু প্রতিযোদ্ধারোঽস্মদীয়া যে যোধমুখ্যাঃ শিখণ্ডিধৃষ্টদ্যুম্নাদয়স্তৈঃ সহ। ২৬।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। বক্ত্রাণীতি। য এতে সর্ব্বে ত্বরমাণা ধাবন্তস্তব দংষ্ট্রাভিঃ করালানি বিকৃতানি ভয়ঙ্করাণি বক্ত্রাণি বিশন্তি তেষাং মধ্যে কেচিচ্চূর্ণীকৃতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ শিরোভিরুপলক্ষিতা দন্তসন্ধিষু সংশ্লিষ্টাঃ সংদৃশ্যন্তে। ২৭।

গীতার্থসন্দীপনী। এই মহাযুদ্ধে যাহারা হত হইবে, ভগবান্ অর্জ্জুনের উৎসাহ ও সাহস বর্দ্ধনার্থ ও অর্জ্জুনের নিশ্চয় জয় হইবে, এই আশা দিবার নিমিত্ত তত্তাবৎকে নিজ কাল করাল বদনে প্রবিষ্ট হইতে দেখাইতেছেন। তাই অর্জ্জুন বলিতেছেন, হে ভগবন্! শল্যাদি রাজগণ সহ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ, অজেয় ভীষ্মদেব, দুর্জ্জয় দ্রোণাচার্য্য, আমার চিরপ্রতিদ্বন্দী কর্ণ, এবং আমাদের পক্ষীয় ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি যোদ্ধৃবর্গ তোমার মুখবিবরে প্রবেশ করিতেছে। দুর্য্যোধনাদি দুষ্টগণ তোমার বিকটদন্ত বদন মধ্যে শীঘ্র ধাবিত হইতেছে। প্রবেশকালে

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভি বিজ্বলন্তি *॥ ২৮ ॥

কাহারও কাহারও মস্তক যেন চূর্ণ হইয়া যাইতেছে, ও কেহ কেহ বা তোমার দন্তপার্শ্বে সংলগ্ন হইয়া রহিতেছে ॥ ২৬। ২৭ ॥

-:০:

অন্বয়বোধিনী। যথা (যেমন) নদীনাং (নদীসকলের) বহবঃ (বহু) অম্বুবেগাঃ (জলপ্রবাহ) অভিমুখাঃ (অভিমুখ হইয়া) সমুদ্রম্ এব (সমুদ্রেই) দ্রবন্তি (প্রবেশ করে), তথা (সেইরূপ) অমী (ঐ সকল) নরলোকবীরাঃ (বীরপুরুষেরা) তব (তোমার) বিজ্বলন্তি (সর্ব্বত্র দীপ্যমান) বক্ত্রাণি (মুখসমূহ) অভি (অভিমুখে) বিশন্তি (প্রবেশ করিতেছে) ॥ ২৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে ভগবন্! যেমন বহুধারাপ্রবাহিত নদীর জলরাশি সমুদ্রাভিমুখ হইয়া সমুদ্রে গিয়া প্রবেশ করে, সেইরূপ মনুষ্যলোকমধ্যে এই বীরগণ তোমার সর্ব্বতঃপ্রকাশিত মুখমধ্যে প্রবেশ করিতেছে ॥ ২৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কথং প্রবিশন্তি মুখানীতি? আহ—যথা নদীনামিতি। যথা নদীনাং স্রবন্তীনাং বহবোঽনেকেঽম্বূনাং বেগা অম্বুবেগাস্ত্বরাবিশেষাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখাঃ প্রতিমুখা দ্রবন্তি প্রবিশন্তি। তথা তদ্বত্তবামী ভীষ্মাদয়ো নরলোকবীরা মনুষ্যলোকশূরা বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভি বিজ্বলন্তি প্রকাশমানানি ॥ ২৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। প্রবেশমেব দৃষ্টান্তেনাহ—যথেতি। নদীনামনেকমার্গপ্রবৃত্তানাং বহবোঽম্বূনাং বারীণাং বেগাঃ প্রবাহাঃ সমুদ্রাভিমুখাঃ সন্তো যথা সমুদ্রমেব দ্রবন্তি বিশন্তি। তথামী যে নরলোকবীরাস্তেঽভিতো জ্বলন্তি সর্ব্বতঃ প্রদীপ্যমানানি তব বক্ত্রাণি প্রবিশন্তি ॥ ২৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যেমন নদীগণ নানাধারায় বিভক্ত হইয়া নানাদিক্ দিয়া সাগরের দিকে অবস্থানুলভ ভাবে আপনা আপনি সবেগে ধাবিত হইয়া সাগর মধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ দুর্য্যোধনাদি রাজা ও বীরবর্গ যেন বুদ্ধি বিচার চেষ্টা না করিয়া অনায়াসে তোমার মুখমধ্যে চলিয়া যাইতেছে ॥ ২৮ ॥

——:০:——

* বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিতো জ্বলন্তীতি শ্রীধরস্বামিধৃতঃ পাঠঃ।

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-
স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ॥ ২৯॥
লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তা-
ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো॥ ৩০॥

অন্বয়বোধিনী। যথা (যেমন) পতঙ্গাঃ (পতঙ্গগণ) সমৃদ্ধবেগাঃ (অতিবেগে ধাবিত হইয়া) নাশায় (মরণের জন্য) প্রদীপ্তং (প্রজ্বলিত) জ্বলনং (অগ্নিতে) বিশন্তি (প্রবেশ করে), তথা (সেইরূপ) সমৃদ্ধবেগাঃ (অতিবেগযুক্ত হইয়া) লোকাঃ অপি (লোকগণও) নাশায় এব (মরণের নিমিত্তই) তব (তোমার) বক্ত্রাণি (মুখবিবরসমূহে) বিশন্তি (প্রবিষ্ট হইতেছে)॥ ২৯॥

বঙ্গানুবাদ। হে ভগবন্! যেমন পতঙ্গগণ অতিবেগে ধাবিত হইয়া নিজ মরণের জন্য প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ করে, সেইরূপ এই লোক সকল নিজ নিজ মরণের নিমিত্ত অতি বেগে তোমার মুখবিবরে প্রবিষ্ট হইতেছে॥ ২৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তে কিমর্থং প্রবিশন্তি? কথং চেতি? আহ—যথেতি। সমৃদ্ধ উদ্ভূতো বেগো গতির্যেষাং তে সমৃদ্ধবেগাঃ। যথা প্রদীপ্তং জ্বলনমগ্নিং পতঙ্গাঃ পক্ষিণো বিশন্তি নাশায় বিনাশায়। তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকাঃ প্রাণিনস্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ॥ ২৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অবশত্বেন প্রবেশে নদীবেগো দৃষ্টান্ত উক্তঃ। বুদ্ধিপূর্ব্বকপ্রবেশে দৃষ্টান্তমাহ—যথেতি। প্রদীপ্তং জ্বলনমগ্নিং পতঙ্গাঃ শলভা বুদ্ধিপূর্ব্বকং সমৃদ্ধো বেগো যেষাং তে যথা নাশায় মরণায়ৈব বিশন্তি। তথৈব লোকা এতে জনা অপি তব মুখানি প্রবিশন্তি॥ ২৯॥

গীতার্থসন্দীপনী। বীরবর্গ যে কেবল নদীর জলধারার ন্যায় অজ্ঞানপূর্ব্বকই তোমাতে প্রবিষ্ট হইতেছে তাহা নহে। পতঙ্গগণ যেমন ইচ্ছাপূর্ব্বক অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করে, সেইরূপ দুর্য্যোধনাদি বীরগণও মরিবার জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বকই তোমার বিকট বক্ত্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে॥ ২৯॥

——:০:——

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো
নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়বোধিনী। [তুমি] জ্বলদ্ভিঃ (জ্বলন্ত) বদনৈঃ (মুখসমূহ দ্বারা) সমগ্রান্ (সমস্ত) লোকান্ (লোকদিগকে) গ্রসমানঃ (গ্রাসবতঃ) সমন্তাৎ (সর্ব্বতোভাবে) লেলিহ্যসে (ভক্ষণ, করিতেছ)। [হে] বিষ্ণো! তব (তোমার) উগ্রাঃ (তীব্র) ভাসঃ (প্রভাসমূহ) তেজোভিঃ (তেজোরাশি দ্বারা) সমগ্রং (সকল) জগৎ আপূর্য্য (ব্যাপিয়া) প্রতপন্তি (সন্তপ্ত করিতেছে)॥ ৩০ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে বিষ্ণো! তুমিও যেন সমগ্র লোকের গ্রাসাভিলাষী হইয়া নিজ প্রদীপ্ত বদন বিস্তার করিয়া বীরবর্গকে ভক্ষণ করিতেছ; এবং তোমার অত্যুগ্র দীপ্তি সমস্ত জগৎকে সন্তপ্ত করিতেছে ॥ ৩০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ত্বং পুনঃ—লেলিহ্যস ইতি। লেলিহ্যস আস্বাদয়সি। গ্রসমানোঽন্তঃপ্রবেশয়ন্। সমন্তাৎ সমন্ততঃ। লোকান্ সমগ্রান্ সমস্তান্। বদনৈর্বক্ত্রৈঃ জ্বলদ্ভির্দীপ্যমানৈঃ। তেজোভিরাপূর্য্য সংব্যাপ্য জগৎ। সমগ্রং সহাগ্রেণ। সমস্তমিত্যেতৎ। কিঞ্চ ভাসো দীপ্তয়স্তবোগ্রাঃ ক্রূরাঃ প্রতপন্তি সন্তাপং কুর্ব্বন্তি। হে বিষ্ণো ব্যাপনশীল ॥ ৩০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ততঃ সমস্তাৎ কিম্? অত আহ—লেলিহ্যস ইতি। গ্রসমানো গিলন্। সমগ্রাল্লোঁকান্ সর্ব্বানেতান্ বীরান্। সমন্তাৎ সর্ব্বতঃ। লেলিহ্যসেঽতিশয়েন ভক্ষয়সি। কৈঃ? জ্বলদ্ভির্বদনৈঃ। কিঞ্চ হে বিষ্ণো তব ভাসো দীপ্তয়স্তেজোভির্বিস্ফুরণৈঃ সমগ্রং জগদ্ব্যাপ্য তীব্রাঃ সত্যঃ প্রতপন্তি সন্তাপয়ন্তি ॥ ৩০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। হে ভগবন্! বীরগণই যে কেবল মরিবার জন্য আপনা আপনি ছুটিয়া আসিতেছে, তাহা নহে, তুমিও তাহাদের বিনাশেচ্ছু। তোমার গ্রাসেচ্ছার প্রবল আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া উহারা বেগে আসিতেছে, আর তুমি নিজ প্রদীপ্ত বদনে সকলকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছ। তোমার এই সংহারময়ী দীপ্তির তেজে জগৎ নিতান্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে ॥ ৩০ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। উগ্ররূপঃ (উগ্রমূর্ত্তিধারী) ভবান্ (তুমি) কঃ (কে)—[ইহা] মে (আমাকে) আখ্যাহি (বল)। তে (তোমাকে) নমঃ অস্তু (প্রণাম করি)। [হে] দেববর! প্রসীদ (প্রসন্ন হও)। আদ্যং (আদিপুরুষ) ভবন্তং (তোমাকে) বিজ্ঞাতুম্

শ্রীভগবানুবাচ।

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বা * ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ৩২

(জানিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করিতেছি), হি (যে হেতু) তব (তোমার) প্রবৃত্তিং (বৃত্তান্ত) ন প্রজানামি (জানি না) ॥ ৩১ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে ভগবন্! এই উগ্রমূর্ত্তিধারী তুমি কে, ইহা আমাকে বল। হে দেবশ্রেষ্ঠ! আমি তোমাকে নমস্কার করিতেছি, তুমি প্রসন্ন হও। সর্ব্বকারণস্বরূপ তোমাকে জানিবার জন্য আমার নিতান্ত ইচ্ছা হইতেছে; কেননা তোমার চেষ্টা চরিত্র আমি কিছুই জানিনা ॥ ৩১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যত এবমুগ্রস্বভাবোঽতঃ—আখ্যাহীতি। আখ্যাহি কথয়। মে মহ্যং। কো ভবানেবমুগ্ররূপোঽতিক্রূরাকারঃ? নমোঽস্তু তে তুভ্যম্। হে দেববর দেবানাং, প্রধান। প্রসীদ প্রসাদং কুরু। বিজ্ঞাতুং বিশেষেণ জ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যম্। আদৌ ভবমাদ্যম্। ন হি যস্মাৎ প্রজানামি তব ত্বদীয়াং প্রবৃত্তিং চেষ্টাম্ ॥ ৩১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যত এবং তস্মাৎ—আখ্যাহীতি। ভবানুগ্ররূপঃ কঃ?—ইত্যাখ্যাহি কথয়। তে তুভ্যং নমোঽস্তু। হে দেববর প্রসীদ প্রসন্নো ভব। ভবন্তমাদ্যং পুরুষং বিশেষেণ জ্ঞাতুমিচ্ছামি। যতস্তব প্রবৃত্তিং চেষ্টাং—কিমর্থমেবং প্রবৃত্তোঽসীতি—ন জানামি। এবংভূতস্য তব প্রবৃত্তিং বার্ত্তামপি ন জানামীতি বা ॥ ৩১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। হে ভগবন্! তুমি যে বিকট রূপ ধারণ করিয়াছ, ইহা দেখিয়া তোমাকে আমি চিনিতে পারিতেছি না। তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, হে দেবোত্তম! তুমি কি প্রলয়কারী মহারুদ্র বা প্রলয়ানল, অথবা মহামৃত্যু, কিংবা কালান্তক, বা পরম পুরুষ, অথবা আর কিছু? তুমি তোমার স্বরূপ পরিষ্কার করিয়া আমাকে বুঝাইয়া দাও। তুমি জগদ্গুরু, আমি তোমার অনুগত শিষ্য—ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিতেছি, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তোমার প্রকৃত তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর। আমি তোমার সখা ও শিষ্য হইয়াও তোমার অলৌকিক তত্ত্ব কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। বস্তুতঃ তোমার তত্ত্ব তুমি অনুগ্রহ করিয়া না বুঝাইয়া দিলে কেহই নিজ বুদ্ধি ও চেষ্টা দ্বারা তোমাকে জানিতে সমর্থ হয় না। তোমার অনন্তরূপ—অনন্তভাব—অনন্ত চেষ্টা ও অলৌকিক প্রকৃতি কেহই বুঝিয়া

* ঋতেঽপি ত্বামিতি শ্রীধরস্বামিধৃতঃ পাঠঃ।

তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥ ৩৩ ॥

উঠিতে পারে না। তাই বলিতেছি, হে ত্রিলোকনাথ! তোমার এই বিকট বিশ্বরূপের নিগূঢ় তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ কর ॥ ৩১ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। শ্রীভগবান্ উবাচ। [আমি] লোকক্ষয়কৃৎ (লোকক্ষয়কারী) প্রবৃদ্ধঃ (অতিভীষণ) কালঃ অস্মি (হই), লোকান্ (লোকসকলকে) সমাহর্ত্তুম্ (সংহার করিতে) ইহ (এক্ষণে) প্রবৃত্তঃ (প্রবৃত্ত হইয়াছি)। ত্বা ঋতে অপি (তোমা ব্যতীতও—তুমি না মারিলেও) প্রত্যনীকেষু (বিপক্ষ পক্ষে) যে যোধাঃ (যে বীরগণ) অবস্থিতাঃ (অবস্থিত) সর্ব্বে অপি (সকলেই) ন ভবিষ্যন্তি (থাকিবে না) ॥ ৩২ ॥

বঙ্গানুবাদ। ভগবান্ কহিলেন, আমি লোকক্ষয়কারী সাক্ষাৎ কাল-স্বরূপ। আপাততঃ দুর্য্যোধনাদিকে ভক্ষণ করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছি। তুমি যুদ্ধ না করিলেও প্রতিপক্ষীয় যোদ্ধাগণের মধ্যে কেহই জীবিত থাকিবে না ॥ ৩২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কালোঽস্মীতি। কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ। লোকানাং ক্ষয়ং করোতীতি, লোকক্ষয়কৃৎ। প্রবৃদ্ধঃ প্রবৃদ্ধিং গতঃ। যদর্থং প্রবৃত্তস্তচ্ছৃণু—লোকান্ সমাহর্ত্তুং সংহর্ত্তুমিহাঽস্মিন্ কালে প্রবৃত্তঃ। ঋতেঽপি বিনাঽপি ত্বা ত্বাং। ন ভবিষ্যন্তি ভীষ্মদ্রোণকর্ণপ্রভৃতয়ঃ সর্ব্বে। যেভ্যস্তবাশঙ্কা। যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষ্বনীকমনীকং প্রতি প্রত্যনীকেষু প্রতিপক্ষভূতেষনীকেষু। যোধা যোদ্ধারঃ ॥ ৩২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবং প্রার্থিতঃ সন্ ভগবানুবাচ—কাল ইতি ত্রিভিঃ। লোকানাং ক্ষয়কর্ত্তা প্রবৃদ্ধোঽত্যুৎকটঃ কালোঽস্মি। লোকান্ প্রাণিনঃ সংহর্ত্তুমিহ লোকে প্রবৃত্তোঽস্মি। অত ঋতেঽপি ত্বাং—ত্বাং হন্তারং বিনাঽপি—ন ভবিষ্যন্তি ন জীবিষ্যন্তি। যদ্যপি ত্বয়া ন হন্তব্যা এতে তথাপি ময়া কালাত্মনা গ্রস্তাঃ সন্তো মরিষ্যন্ত্যেব। কে তে? প্রত্যনীকেষু—অনীকানি অনীকানি প্রতি—ভীষ্মদ্রোণাদীনাং সর্ব্বাসু সেনাসু যে যোদ্ধারোঽবস্থিতাস্তে সর্ব্বেঽপি ॥ ৩২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। হে অর্জ্জুন! সমস্ত প্রাণীকে সৃষ্টি করিয়া আমিই আবার তাহাদিগকে সংহার করিয়া থাকি। দুর্য্যোধনাদি দুষ্প্রবৃত্তির জন্ম আমার সংহারিণী মায়ার শাসনাধীন হইয়াছে। কেবল দুর্য্যোধনাদি নহে, তুমি যে ভীষ্ম দ্রোণাদির যথার্থ শক্তি

হইতেছ, দুষ্ট পক্ষীয় সেই মহারথিবর্গেরও এবার নিস্তার নাই। তুমি যুদ্ধ কর আর নাই কর, আমার সংহারমায়ার উগ্রতেজে এবার তাঁহারা সকলেই দেহত্যাগ করিবেন॥ ৩২॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। তস্মাৎ (অতএব) ত্বম্ (তুমি) উত্তিষ্ঠ (যুদ্ধার্থ উত্থিত হও), যশঃ লভস্ব (লাভ কর), শত্রূন্ (শত্রুদিগকে) জিত্বা (জয় করিয়া) সমৃদ্ধং (নিষ্কণ্টক) রাজ্যং ভুঙ্ক্ষ্ব (ভোগ কর), ময়া (মৎকর্ত্তৃক) এতে (ইহারা) পূর্ব্বম্ এব (পূর্ব্বেই) নিহতাঃ (নিহত হইয়াছে, [হে] সব্যসাচিন্! [তুমি] নিমিত্তমাত্রং ভব (হও)। ৩৩॥

বঙ্গানুবাদ। অতএব তুমি যুদ্ধার্থ সমুত্থিত হও, বিজয়যশোরাশি লাভ কর; শত্রুবর্গকে পরাভব করিয়া নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ কর। হে সব্যসাচিন্! দেখিলে তো, তোমার যুদ্ধ করিবার পূর্ব্বেই তোমার শত্রুগণকে আমি সংহার করিয়া রাখিয়াছি; তুমি তাহাদের মরণের নিমিত্তমাত্র হও॥ ৩৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যস্মাদেবং—তস্মাত্ত্বমিতি। তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ। ভীষ্মদ্রোণপ্রভৃতয়োঽতিরথা অবস্থিতা অজেয়া দেবৈরপ্যর্জ্জুনেন জিতাঃ—ইতি যশো লভস্ব। কেবলং পুণ্যৈর্হি তৎ প্রাপ্যতে। জিত্বা শত্রূন্ দুর্য্যোধনপ্রভৃতীন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধমসপত্নমকণ্টকম্। ময়ৈবৈতে নিহতা নিশ্চয়েন হতাঃ প্রাণৈর্ব্বিয়োজিতাঃ পূর্ব্বমেব। নিমিত্তমাত্রং ভব ত্বং। হে সব্যসাচিন্। সব্যেন বামেনাঽপি হস্তেন শরাণাং ক্ষেপাৎ সব্যসাচীত্যুচ্যতেঽর্জ্জুনঃ॥ ৩৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তস্মাদিতি। যস্মাদেবং তস্মাত্ত্বং যুদ্ধায়োত্তিষ্ঠ। দেবৈরপি দুর্জ্জয়া ভীষ্মাদয়োঽর্জ্জুনেন নির্জ্জিতা ইত্যেবংভূতং যশো লভস্ব প্রাপ্নুহি। অযত্নতশ্চ শত্রূন্ জিত্বা সমৃদ্ধং রাজ্যং ভুঙ্ক্ষ্ব। এতে চ তব শত্রবস্ত্বদীয়যুদ্ধাৎ পূর্ব্বমেব ময়ৈব কালাত্মনা নিহতপ্রায়াঃ। তথাঽপি ত্বং নিমিত্তমাত্রং ভব। হে সব্যসাচিন্। সব্যেন বামেন হস্তেন সচিতুং শরান্ সন্ধাতুং শীলং যস্যেতি ব্যুৎপত্ত্যা বামেনাঽপি বাণক্ষেপাৎ সব্যসাচীত্যুচ্যতে॥ ৩৩॥

গীতার্থসন্দীপনী। অর্জ্জুন! তুমি ভীত বা বিষণ্ণ হইও না। যে ভীষ্ম দ্রোণ আদিকে জয় করিতে ইন্দ্রাদিও শঙ্কিত হন, সেই বীরবর্গ তোমার অল্প যুদ্ধেই হত হইবেন। ইহাতে তোমার বীরত্বের মহাযশঃ ঘোষিত হইবে। অযত্নসুলভ এমন যশঃ তুমি কেন পরিত্যাগ করিতেছ? তুমিই যদি ইঁহাদের বধের একমাত্র কারণ হইতে তাহা হইলে এ অনর্থপাত জন্য তোমাকে উৎসাহিত করিতাম না। কিন্তু তাহাদের কর্ম্মদোষে তাহারা আমার সংহারমায়ার তীব্র তেজে যখন সকলে আপনা আপনিই দগ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তখন তোমার চিন্তা কি? কেবল লোকদৃষ্টিতে তুমি তাহাদিগকে বধ করিবে মাত্র। বস্তুতঃ তুমি বধকারী নও, এবং বধ জন্য পাপভাগীও হইবে না। তুমি না মারিলেও তাহাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। অতএব নির্ব্বোধের ন্যায় এই অনায়াসে যশোলাভের শুভ অবসর পরিত্যাগ করিও না। যুদ্ধ করিলেই তোমার নিশ্চয় জয় হইবে। তবে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া রহিয়াছ কেন? উঠ, যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হও। ভীষ্মাদিকেও দুর্জ্জয় মনে করিও না, কেননা, আমি পূর্ব্বেই

দ্রোণং চ ভীষ্মং চ জয়দ্রথং চ
কর্ণং তথাঽন্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ॥ ৩৪ ॥

তাঁহাদিগকে সংহার করিয়া রাখিয়াছি। কাকতালীয়বৎ তুমি কারণ মাত্র হইয়া বিজয় বিখ্যাতি লাভ কর। অর্জ্জুন বাম হস্তেও শর সন্ধান করিতে পারিতেন বলিয়া ভগবান্ তাঁহাকে 'সব্যসাচিন্' বলিয়া সম্বোধন করিলেন—অর্থাৎ যাঁহার এত পরাক্রম—বাম ও দক্ষিণ উভয় হস্তেই সমান শরসন্ধানে যিনি সমর্থ, ভীষ্মাদিকে পরাভূত করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নহে ॥ ৩৩ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। ময়া (আমাকর্ত্তৃক) হতান্ (হত) দ্রোণং চ, জয়দ্রথং চ, কর্ণং চ, তথা (এবং) অন্যান্ (অন্যান্য) যোধবীরান্ অপি (যোদ্ধাগণকেও) ত্বং জহি (বধ কর), মা ব্যথিষ্ঠাঃ (ব্যথিত হইও না), রণে সপত্নান্ (শত্রুদিগকে) জেতাসি (জয় করিতে পারিবে); [অতএব] যুধ্যস্ব (যুদ্ধ কর) ॥ ৩৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। দ্রোণাচার্য্য, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ আদিকে আমি স্বরূপতঃ বধ করিয়া রাখিয়াছি; তুমি বহির্দ্দৃষ্টিতে তাঁহাদিগকে বধ কর। তুমি ব্যথিত হইও না, যুদ্ধ কর। তুমি নিশ্চয়ই এই সংগ্রামে শত্রুগণকে জয় করিতে পারিবে ॥ ৩৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। দ্রোণং চেতি। যেষু যেষু যোধেষর্জ্জুনস্যাশঙ্কাসীৎ তাংস্তান্ সর্ব্বান্ ব্যপদিশতি ভগবান্—ময়া হতানিতি। তত্র দ্রোণভীষ্ময়োস্তাবৎ প্রসিদ্ধমাশঙ্কাকারণত্বং। দ্রোণো ধনুর্ব্বেদাচার্য্যো দিব্যাস্ত্রসংপন্নঃ। আত্মনশ্চ বিশেষতো গুরুর্গরিষ্ঠঃ। ভীষ্মঃ স্বচ্ছন্দমৃত্যু-র্দিব্যাস্ত্রসংপন্নশ্চ। পরশুরামেণ দ্বন্দ্বযুদ্ধমগমৎ। ন চ পরাজিতঃ। তথা জয়দ্রথোঽপি। যস্য পিতা তপশ্চরতি—মম পুত্রস্য শিরো ভূমৌ পাতয়িষ্যতি যস্তস্যাপি শিরঃ পতিষ্যতীতি। কর্ণোঽপি বাসবদত্তয়া শক্ত্যা ত্বমোঘয়া সম্পন্নঃ সূর্য্যপুত্রঃ কানীনো যতোঽতস্তং নাম্নৈব নির্দ্দিশতি। ময়া হতাংস্ত্বং জহি নিমিত্তমাত্রেণ। মা ব্যথিষ্ঠাঃ। তেভ্যো ভয়ং মা কার্ষীঃ। যুধ্যস্ব জেতাসি দুর্য্যোধনপ্রভৃতীন্। রণে যুদ্ধে। সপত্নান্ শত্রূন্ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। নচৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুরিত্যাশঙ্ক্য সাঽপি ন কার্য্যেত্যাহ—দ্রোণমিতি। যেভ্যস্ত্বং শঙ্কসে তান্ দ্রোণাদীন্ ময়ৈব হতাংস্ত্বং জহি ঘাতয়। মা ব্যথিষ্ঠা ভয়ং মা কার্ষীঃ। সপত্নান্ শত্রূন্ রণে যুদ্ধে নিশ্চিতং জেতাসি জেষ্যসি ॥ ৩৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। পাছে অর্জ্জুন মনে করেন যে দ্রোণাচার্য্য ব্রহ্মতেজো-

সঞ্জয় উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য
কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্য ভূয় এবাহ কৃষ্ণং
সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫

বিশিষ্ট ও ধনুর্ব্বেদাচার্য্য এবং আমাদের গুরু, সুতরাং দুর্জ্জয়। ভীষ্মদেব ইচ্ছামৃত্যু ও দিব্যাস্ত্র-সম্পন্ন পরশুরামও তাঁহাকে পরাভব করিতে পারেন নাই, সুতরাং তিনিও অজেয়। জয়দ্রথ স্বয়ং শিবভক্ত। বিশেষতঃ তাঁহার পিতা বৃদ্ধক্ষত্র এই সংকল্প করিয়া তপস্যা করিতেছেন যে, যে যোদ্ধা তাঁহার পুত্রের শিরশ্ছেদ করিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে, তাহারও মস্তক তৎক্ষণাৎ ছিন্ন হইয়া পড়িবে। অতএব তাঁহাকে কিরূপে বধ করিব? কর্ণ সাক্ষাৎ সূর্য্যসদৃশ তেজীয়ান্ ও অক্ষয়কবচকুণ্ডলধারী, তাঁহাকেও বধ করা কঠিন। আবার কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও ভূরিশ্রবাঃ প্রভৃতি বীরগণও নিতান্ত সামান্য নহেন। এ সমস্ত বীরবর্গকে নিহত করা কি সহজ হইবে? এই জন্য ভগবান্ বলিতেছেন যে, হে অর্জ্জুন। তোমার আশঙ্কাস্পদ বীরবর্গ তো কালকবলিত। হত ব্যক্তিকে মারিতে তোমার পরিশ্রমই বা কি? ভয় ও ভাবনাই বা কি? বৃথা চিন্তিত বা ভীত হইও না। যখন যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইয়া আসিয়াছ, তখন কাপুরুষের ন্যায় নিবৃত্ত না হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, তোমার নিশ্চয়ই জয় হইবে ॥ ৩৪ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। সঞ্জয় উবাচ। কেশবস্য (কেশবের) এতৎ (এই) বচনং (কথা) শ্রুত্বা (শুনিয়া) বেপমানঃ (কম্পিতকলেবর) কিরীটী (অর্জ্জুন) কৃতাঞ্জলিঃ (কৃতাঞ্জলি হইয়া) কৃষ্ণং (কৃষ্ণকে) নমস্কৃত্য (নমস্কার করিয়া) ভীতভীতঃ (অতিভীত চিত্তে) প্রণম্য (প্রণাম পূর্ব্বক) ভূয়ঃ এব (পুনর্ব্বার) সগদ্গদম্ (গদ্গদভাবে) আহ (বলিলেন) ॥৩৫॥

বঙ্গানুবাদ। সঞ্জয় কহিলেন, হে ধৃতরাষ্ট্র! কিরীটী অর্জ্জুন ভগবানের এই কথা শুনিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কম্পিতকলেবরে, অত্যন্ত ভীত হইতেও ভীতি-বিহ্বলচিত্তে, নমস্কার পূর্ব্বক নম্রতাসহ গদ্গদভাবে বলিলেন ॥ ৩৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এতচ্ছ্রুত্বেতি। এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য পূর্ব্বোক্তং। কৃতাঞ্জলিঃ সন্ বেপমানঃ কম্পমানঃ কিরীটী। নমস্কৃত্য ভূয়ঃ পুনরেবাহোক্তবান্ কৃষ্ণং সগদ্গদং। গদ্গদয়া বাচা মন্দশব্দেন। ভয়াবিষ্টস্য দুঃখাভিঘাতাৎ স্নেহাবিষ্টস্য চ হর্ষোদ্ভবাদশ্রুপূর্ণনেত্রত্বে সতি শ্লেষ্মণা কণ্ঠাবরোধঃ। ততশ্চ বাচোঽপাটবং মন্দশব্দত্বং যৎ স গদ্গদঃ। তেন সহ বর্ত্তত ইতি সগদ্গদং। বচনমাহেতি বচনক্রিয়াবিশেষণমেতৎ। ভীতভীতঃ পুনঃ পুনর্ভয়াবিষ্টচেতাঃ সন্। প্রণম্য প্রহ্বীভূয়। আহেতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ ॥ ৩৬ ॥

অত্রাঽবসরে সঞ্জয়বচনং সাঽভিপ্রায়ম্। কথং? দ্রোণাদিষর্জ্জুনেন নিহতেষজয্যেষু চতুর্ষু নিরাশ্রয়ো দুর্য্যোধনো নিহত এবেতি মত্বা ধৃতরাষ্ট্রো জয়ং প্রতি নিরাশঃ সন্ সন্ধিং করিষ্যতি। ততঃ শান্তিরুভয়েষাং ভবিষ্যতীতি। তদপি নাঽশ্রৌষীদ্ধৃতরাষ্ট্রঃ। ভবিতব্যবশাৎ ॥ ৩৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ততো যদ্বৃত্তং তদেব ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি সঞ্জয় উবাচ—এতদিতি। এতৎ পূর্ব্বশ্লোকত্রয়াত্মকং কেশবস্য বচনং শ্রুত্বা বেপমানঃ কম্পমানঃ কিরীট্যর্জ্জুনঃ কৃতাঞ্জলিঃ সংপুটীকৃতহস্তঃ কৃষ্ণং নমস্কৃত্য পুনরপ্যাহোক্তবান্। কথমাহ? হর্ষভয়াদ্যাবেশ-বশাদগদগদেন কণ্ঠকম্পনেন সহ বর্ত্তত ইতি সগদ্গদং যথা স্যাত্তথা। কিঞ্চ ভীতাদপি ভীতঃ সন্ প্রণম্যাঽবনতো ভূত্বা ॥ ৩৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও জয়দ্রথাদি নিহত হইলে নিরাশ্রয় দুর্য্যোধনের নিশ্চয় পতন হইবে, অতএব পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি ব্যতীত আর আমাদের কল্যাণ নাই—যখন ধৃতরাষ্ট্র এইরূপ ভাবিতেছেন, তখন সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ইন্দ্রদত্ত কিরীটধারী অর্জ্জুন ভগবান্‌কে নিজ সহায় বোধে, প্রেমাশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে বিনয় ও সম্ভ্রম সহ আরও কি কি বলিলেন, তাহা শ্রবণ করুন। ৩৫ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। অর্জ্জুন উবাচ। [হে] হৃষীকেশ। তব (তোমার) প্রকীর্ত্ত্যা (মাহাত্ম্যকীর্ত্তনের দ্বারা) জগৎ প্রহৃষ্যতি (প্রহৃষ্ট হয়), অনুরজ্যতে চ (ও অনুরাগ লাভ করে), রক্ষাংসি (রাক্ষসগণ) ভীতানি (ভীত হইয়া) দিশঃ (দিগ্দিগন্তে) দ্রবন্তি (পলায়ন করে), সর্ব্বে (সকল) সিদ্ধসংঘাঃ চ (সিদ্ধ মহাত্মাগণ) নমস্যন্তি (নমস্কার করেন)—[এ সমস্তই] স্থানে (যুক্তিযুক্ত) ॥৩৬॥

বঙ্গানুবাদ। অর্জ্জুন কহিলেন, হে হৃষীকেশ! তোমার মাহাত্ম্যকীর্ত্তনে সমস্ত জগৎ যে প্রহৃষ্ট হয় ও অনুরাগ লাভ করে, রাক্ষসকুল যে ভয়ে দিগ্দিগন্তে পলায়ন করে, সিদ্ধ মহাত্মাগণ যে তোমাকে নমস্কার করেন,—এ সমস্তই যুক্তি-যুক্ত ॥ ৩৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। স্থান ইতি। স্থানে যুক্তং। কিং তৎ? তব প্রকীর্ত্ত্যা ত্বন্মাহাত্ম্যকীর্ত্তনেন শ্রুতেন হৃষীকেশ যজ্জগৎ প্রহৃষ্যতি প্রহর্ষমুপৈতি—তৎ স্থানে, যুক্তমিত্যর্থঃ।

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসত্তৎ পরং যৎ ॥ ৩৭ ॥

অথবা বিষয়বিশেষণং স্থান ইতি। যুক্তো হর্ষাদিবিষয়ো ভগবান্। যত ঈশ্বরঃ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বভূতসুহৃচ্চেতি। তথাঽনুরজ্যতে চাঽনুরাগমুপৈতি। তচ্চ বিষয় ইতি ব্যাখ্যেয়ম্। কিঞ্চ রক্ষাংসি ভীতানি ভয়াবিষ্টানি দিশো দ্রবন্তি গচ্ছন্তি। তচ্চ স্থানে বিষয়ে। সর্ব্বে নমস্যন্তি নমস্কুর্ব্বন্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ। সিদ্ধানাং সংঘাঃ সমুদায়াঃ কপিলাদীনাম্। তচ্চ স্থান ইতি ॥ ৩৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। স্থান ইত্যেকাদশভিরর্জ্জুনস্তৌতিঃ। স্থানে—ইত্যব্যয়ং যুক্তমিত্যস্মিন্নর্থে। হে হৃষীকেশ যত এবং ত্বমদ্ভুতপ্রভাবো ভক্তবৎসলশ্চ। অতস্তব প্রকীর্ত্ত্যা মাহাত্ম্যসংকীর্ত্তনেন ন কেবলমহমেব প্রহৃষ্যামীতি। কিন্তু জগৎ সর্ব্বং প্রহৃষ্যতি প্রকর্ষেণ হর্ষং প্রাপ্নোতি। এতৎ তু স্থানে যুক্তমিত্যর্থঃ। তথা জগদনুরজ্যতে চাঽনুরাগমুপৈতি—ইতি যৎ। তথা রক্ষাংসি ভীতানি সন্তি দিশঃ প্রতি দ্রবন্তি পলায়ন্তে—ইতি যৎ। সর্ব্বে যোগতপোমন্ত্রাদিসিদ্ধানাং সংঘা নমস্যন্তি প্রণমন্তি—ইতি যৎ। এতচ্চ স্থানে যুক্তমেব। ন চিত্রমিত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। হে ভগবন্! তুমি ইন্দ্রিয়গণের প্রবর্ত্তক, অদ্ভুতপ্রভাবশালী ও ভক্তবৎসল। তোমার গুণগাথা কীর্ত্তন ও শ্রবণ করিয়া সকল প্রাণী আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করিবেই তো। তুমি যে বলিয়াছ দুষ্টগণের সংহার জন্য তোমার আবির্ভাব, ইহা শুনিয়া রাক্ষসগণ যে ভয়ে পলায়ন করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? আবার তোমার কৃপায় মোহিত হইয়া ও তোমার রাক্ষস বিনাশ প্রতিজ্ঞা শুনিয়া দেব, ঋষি, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও চারণ আদি যে তোমাকে নমস্কার করিবেন, তাহাও তো বিচিত্র নহে ॥ ৩৬ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। [হে] মহাত্মন্! অনন্ত! দেবেশ! জগন্নিবাস! ব্রহ্মণঃ অপি (ব্রহ্মারও) গরীয়সে (গুরুতর) আদিকর্ত্রে চ (ও আদি কর্ত্তা) তে (তোমাকে) [দেবগণ] কস্মাৎ (কেন) ন নমেরন্ (নমস্কার না করিবেন)? সৎ (ব্যক্ত) অসৎ (অব্যক্ত) পরং (সৎ ও অসতের অতীত) যৎ অক্ষরং (যে অক্ষর ব্রহ্ম) তৎ চ (তাহাও) ত্বং (তুমি) ॥ ৩৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে মহাত্মন্! হে অনন্ত! হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! তুমি ব্রহ্মারও গুরু ও জনক। তোমাকে দেবগণ কেনই বা নমস্কার না করিবেন? হে ভগবন্! তুমি সৎ ও তুমি অসৎ; আবার তুমি উভয়েরই অতীত অক্ষর ব্রহ্ম ॥ ৩৭ ॥

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাঽসি বেদ্যং চ পরং চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ ৩৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ভগবতো হর্ষাদিবিষয়ত্বে হেতুং দর্শয়তি—কস্মাচ্চেতি। কস্মাচ্চ হেতোস্তে তুভ্যং ন নমেরন্ ন নমস্কুর্য্যুর্হে মহাত্মন্। গরীয়সে গুরুতরায়। যতো ব্রহ্মণো হিরণ্যগর্ভস্যাঽপ্যাদিকর্ত্তা কারণম্। অতস্তস্মাদাদিকর্ত্রে কথমেবং তে ন নমস্কুর্য্যুঃ? অতো হর্ষাদীনাং নমস্কারস্য চ স্থানং ত্বমর্হঃ। বিষয় ইত্যর্থঃ। হে অনন্ত। হে দেবেশ। হে জগন্নিবাস। ত্বমক্ষরং তৎ পরং যদ্বেদান্তেষু শ্রূয়তে। কিং তৎ? সদসদিতি। সদ্বিদ্যমানম্। অসচ্চ যত্র নাঽস্তীতি বু[illegible] তে উপাধিভূতে সদসতী যস্যাঽক্ষরস্য। যদ্দ্বারেণ সদসদিত্যুপচর্য্যতে। পরমার্থতস্তু সদসতোঃ পরং তদক্ষরং যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি। তৎ ত্বমেব। নাঽন্যদিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তত্র হেতুমাহ—কস্মাদিতি। হে মহাত্মন্। হে অনন্ত। হে দেবেশ। হে জগন্নিবাস। কস্মাদ্ধেতোস্তে তুভ্যং ন নমেরন্ ন নমস্কারং কুর্য্যুঃ? কথং ভূতায়? ব্রহ্মণোঽপি গরীয়সে গুরতরায়। আদিকর্ত্রে চ ব্রহ্মণোঽপি জনকায়। কিঞ্চ সদ্ব্যক্তম্। অসদব্যক্তং। তাভ্যাং পরং মূলকারণং যদক্ষরং ব্রহ্ম। তচ্চ ত্বমেব। এতৈর্নবভির্হেতুভিস্ত্বাং সর্ব্বে নমস্যন্তীতি ন চিত্রমিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। হে পরমোদারচিত্ত। হে দেশকালবস্তুপরিচ্ছেদশূন্য। হে হিরণ্যগর্ভাদিদেবতাগণেরও নিয়ন্তা। হে জগতের আশ্রয়স্বরূপ। তুমি জগদ্বিধাতারও পরম গুরু ও সৃষ্টিকর্ত্তা। এই জন্য সকলদেবতাই তোমাকে নমস্কার করেন। আবার অস্তি ও নাস্তি পদের প্রত্যয়ভূত পদার্থও তুমি, এবং অগম্য ও অপারও তুমি। তোমাকে যে সকলে নমস্কার বা অনুরাগ করেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ॥ ৩৭ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। [হে] অনন্তরূপ! ত্বম্ আদিদেবঃ পুরাণঃ পুরুষঃ। অস্য (এই) বিশ্বস্য (বিশ্বের) পরং (একমাত্র) নিধানম্ (লয়স্থান)। [তুমি] বেত্তা (জ্ঞাতা), বেদ্যং চ (ও জ্ঞেয়), পরং চ ধাম (ও পরম ধাম) অসি (হও)। ত্বয়া (তোমার দ্বারা) বিশ্বং (জগৎ) ততম্ (ব্যাপ্ত রহিয়াছে) ॥ ৩৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে অনন্তরূপ! তুমিই আদিদেব, তুমিই পুরাণ পুরুষ, তুমিই বিশ্বের একমাত্র নিধান, তুমিই সর্ব্বজ্ঞ, তুমিই জ্ঞেয়বস্তু, তুমি পরম ধাম, ও তুমি বিশ্বের সর্ব্বত্র বিরাজমান ॥ ৩৮ ॥

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥ ৩৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। পুনরপি স্তৌতি—ত্বমিতি। ত্বমাদিদেবঃ। জগতঃ স্রষ্টৃত্বাৎ। পুরুষঃ পুরি শয়নাৎ। পুরাণশ্চিরন্তনঃ। ত্বমেবাস্য বিশ্বস্য পরং প্রকৃষ্টং নিধানং—নিধীয়তেঽস্মিন্ জগৎ সর্ব্বং মহাপ্রলয়াদাবিতি। কিঞ্চ বেত্তাঽসি বেদিতাঽসি সর্ব্বস্যৈব বেদ্যজাতস্য। যচ্চ বেদ্যং বেদনার্হং তচ্চাঽসি ত্বম্। পরং চ ধাম পরমং পদং বৈষ্ণবম্। ত্বয়া ততং ব্যাপ্তং বিশ্বং সমস্তম্। হে অনন্তরূপ। অন্তো ন বিদ্যতে তব রূপাণাম্ ॥ ৩৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—ত্বমাদিদেব ইতি। ত্বমাদিদেবো দেবানামাদিঃ। যতঃ পুরাণোঽনাদিঃ পুরুষস্ত্বম্। অত এব ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং লয়স্থানম্। তথা বিশ্বস্য বেত্তা জ্ঞাতা ত্বম্। যচ্চ বেদ্যং বস্তুজাতং পরং চ ধাম বৈষ্ণবং পদং তদপি ত্বমেবাঽসি। অত এব হে অনন্তরূপ ত্বয়ৈবেদং বিশ্বং ততং ব্যাপ্তম্। এতৈশ্চ সপ্তভির্হেতুভিস্ত্বমেব নমস্কার্য্য ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। হে অসীমসত্তাস্বরূপ। তুমি সকল সৃষ্টির আদি, তুমি অনাদি, অস্তি ভাতি প্রিয়রূপে তুমিই পুরুষপদবাচ্য, পুর—শরীর মাত্রেই অন্তরাত্মা রূপে তোমারই স্থিতি। তুমিই জগতের লয়স্থান, তুমি জগতের সকলই জ্ঞাত আছ, আবার তোমাকেই জ্ঞাত হইবার জন্য জগৎ ব্যাকুল। তুমিই সচ্চিদানন্দ, অবিদ্যাবর্জ্জিত বিষ্ণুর পরম পদ। হে বিশ্বরূপ! রজ্জু যেমন সর্পভ্রমের অধিষ্ঠানভূমি, তদ্রূপ সৎস্বরূপ তোমাতেই এই অসৎ জগৎ রূপ ভ্রম জন্মিতেছে। বস্তুতঃ জগতে ওত প্রোত ভাবে তোমারই সত্তা বিদ্যমান ॥ ৩৮ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। ত্বং (তুমি) বায়ুঃ, যমঃ, অগ্নিঃ, বরুণঃ, শশাঙ্কঃ (চন্দ্র), প্রজাপতিঃ (ব্রহ্মা), প্রপিতামহঃ চ (ও ব্রহ্মার জনক), [অতএব] তে (তোমাকে) সহস্রকৃত্বঃ (সহস্রবার) নমঃ অস্তু (নমস্কার)। পুনঃ চ (পুনর্ব্বার) নমঃ; ভূয়ঃ অপি (পুনর্ব্বার) তে (তোমাকে) নমঃ নমঃ (পুনঃ পুনঃ নমস্কার) ॥ ৩৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে ভগবন্! বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, প্রজাপতি ও প্রপিতামহ রূপ সকল দেবতাই তুমি। তোমাকে সহস্র সহস্র বার নমস্কার করি। হে ভগবন্! তোমাকে পুনঃ বারংবার নমস্কার করি ॥ ৩৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—বায়ুরিতি। বায়ুস্ত্বং। যমশ্চ। অগ্নিঃ। বরুণোঽপাং পতিঃ।

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যাঽমিতবিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ ॥ ৪০ ॥

শশাঙ্কশ্চন্দ্রমাঃ। প্রজাপতিস্ত্বং কশ্যপাদিঃ। প্রপিতামহশ্চ—পিতামহস্যাঽপি পিতা প্রপিতামহঃ। ব্রহ্মণোঽপি পিতেত্যর্থঃ। নমো নমস্তে তুভ্যমস্তু সহস্রকৃত্বঃ। পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে। বহুশো নমস্কারক্রিয়াঽভ্যাবৃত্তিগণনং কৃত্বসুচোচ্যতে। পুনশ্চ ভূয়োঽপীতি শ্রদ্ধাভক্ত্যতিশয়াদপরিতোষমাত্মনো দর্শয়তি ॥ ৩৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ইতশ্চ সর্ব্বেস্ত্বমেব নমস্কার্য্যঃ সর্ব্বদেবাত্মকত্বাদিতি স্তুবন্ স্বয়মপি নমস্করোতি—বায়ুরিতি* বায়্বাদিরূপত্বমিতি সর্ব্বদেবাত্মকত্বোপলক্ষণার্থমুক্তম্। প্রজাপতিঃ পিতামহঃ। তস্যাঽপি জনকত্বাৎ প্রপিতামহত্বম্। অতস্তে তুভ্যং সহস্রশো নমোঽস্তু। পুনঃ সহস্রকৃত্বো নমোঽস্তু। ভূয়োঽপি পুনরপি সহস্রকৃত্বো নমো নম ইতি ॥ ৩৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। হে ভগবন্। তুমিই বায়ুরূপে প্রবাহিত হইয়া জীবের জীবন রক্ষা করিতেছ, তুমিই যমরূপে আবার তাহাদিগকে সংহার করিতেছ। তুমিই তেজোরূপে জগৎকে উত্তপ্ত করিতেছ, আবার জলরূপে সকলকে শীতল করিতেছ। সূর্য্য ও চন্দ্ররূপে তুমিই জগৎকে প্রকাশিত করিতেছ। তুমি প্রজাসমূহ সৃষ্টি করিতেছ। তুমি সকলেরই প্রণম্য। আমি তোমাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা পূর্ব্বক বারংবার নমস্কার করিতেছি। তোমাকে যত বারই প্রণাম করি, কিছুতেই যেন আমার তৃপ্তি হইতেছে না—প্রাণ মন যেন আরও প্রণাম করিতে চাহিতেছে। ৩৯ ॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। [হে] সর্ব্ব। তে (তোমাকে) পুরস্তাৎ (সম্মুখে) অথ পৃষ্ঠতঃ (এবং পশ্চাদ্ভাগে) নমঃ, তে (তোমার) সর্ব্বতঃ এব (চতুষ্পার্শ্বে) নমঃ অস্তু (নমস্কার)। [হে] অনন্তবীর্য্য। ত্বম্ অমিতবিক্রমঃ (অসীমবিক্রমযুক্ত) সর্ব্বং (নিখিল বিশ্বকে) সমাপ্নোষি (ব্যাপিয়া আছ), ততঃ (এই জন্য) সর্ব্বঃ (সর্ব্বস্বরূপ) অসি (হও) ॥ ৪০ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে সর্ব্বস্বরূপ! আমি তোমার সম্মুখ ভাগে নমস্কার করি, তোমার পশ্চাদ্ভাগে নমস্কার করি, এবং তোমার চতুষ্পার্শ্বেই নমস্কার করি। তুমি অনন্তবীর্য্য ও অমিতবিক্রম, এবং তুমি জগতের সর্ব্বত্র বিদ্যমান। এই জন্য তুমি 'সর্ব্ব' নামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তথা—নমঃ পুরস্তাদিতি। নমঃ পুরস্তাৎ পূর্ব্বস্যাং দিশি তুভ্যম্। অথ পৃষ্ঠতস্তে পৃষ্ঠতোঽপি চ তে। নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্বাসু দিক্ষু সর্ব্বত্র

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাঽপি ॥ ৪১ ॥

স্থিতার্থ হে সর্ব্ব। অনন্তবীর্য্যাঽমিতবিক্রমঃ—অনন্তং বীর্য্যমস্ত। অমিতো বিক্রমোঽস্ত। বীর্য্যং সামর্থ্যং। বিক্রমঃ পরাক্রমঃ। বীর্য্যবানপি কশ্চিচ্ছস্ত্রবধাদিবিষয়ে ন পরাক্রমতে। মন্দপরাক্রমো বা। ত্বং ত্বনন্তবীর্য্যোঽমিতবিক্রমশ্চ ত্যনন্তবীর্যাঽমিতবিক্রমঃ। সর্ব্বং সমস্তং জগৎ সমাপ্নোষি সম্যগেকেনাত্মনা ব্যাপ্নোষি যতস্ততস্তস্মাদসি ভবসি সর্ব্বস্ত্বম্। ত্বয়া বিনাভূতং ন কিঞ্চিদস্তীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৪০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ভক্তিশ্রদ্ধাভরাঽতিশয়েন নমস্কারেষু তৃপ্তিমনধিগচ্ছন্ পুনরপি বহুশঃ প্রণমতি—নম ইতি। হে সর্ব্ব সর্ব্বাত্মন্ সর্ব্বাসু দিক্ষু তুভ্যং নমোঽস্ত। সর্ব্বাত্মকত্বমুপপাদয়ন্নাহ—অনন্তং বীর্য্যং সামর্থ্যং যস্ত তথা। অমিতো বিক্রমঃ পরাক্রমো যস্ত সঃ। এবংভূতস্ত্বং সর্ব্বং বিশ্বং সম্যগন্তর্বহিশ্চ সমাপ্নোষি ব্যাপ্নোষি। সুবর্ণমিব কটককুণ্ডলাদি স্বকার্য্যং ব্যাপ্য বর্ত্তসে। ততঃ সর্ব্বস্বরূপোঽসি ॥ ৪০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবান্ স্বরূপতঃ আদ্যন্তপরিচ্ছেদশূন্য, তাঁহার অগ্র ও পশ্চাৎ ভাগ নাই। তবে ভক্তগণ তাঁহাকে সকল কর্ম্মেরই আদি, মধ্য ও অন্ত স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করেন। এই জন্য অর্জ্জুন সকল কর্ম্মের আদিতে তাঁহার সম্মুখ ভাগ, অন্তে তাঁহার পশ্চাদ্ভাগ ও মধ্যে তাঁহার সর্ব্বতোবিদ্যমানতা দর্শন করিয়াই, তাঁহার সম্মুখে পশ্চাতে ও চারিদিকে নমস্কার করিলেন। তাঁহার কায়িক বল রূপ বীর্য্য ও শিক্ষার, এবং শস্ত্রাদির প্রয়োগকুশলতারূপ বিক্রমেরও সীমা নাই। তিনি নিজ সত্তাস্ফুরণ দ্বারা জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, এই জন্য তিনি কোনও বস্তুবিশেষের নামে অভিহিত না হইয়া "সর্ব্ব" নামে আখ্যাত হইয়াছেন ॥ ৪০ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। তব (তোমার) মহিমানং (মহিমা) ইদং চ (ও এই) [বিশ্বরূপ] অজানতা (না জানিয়া) ময়া (মৎকর্ত্তৃক) প্রমাদাৎ (প্রমাদবশতঃ) প্রণয়েন বা অপি (অথবা প্রণয়বশতঃ) সখা ইতি মত্বা (সখা ভাবিয়া) হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখে! ইতি (এইরূপ) প্রসভং (হঠাৎ) যৎ উক্তম্ (যাহা বলা হইয়াছে) ॥৪১॥

বঙ্গানুবাদ। হে ভগবন্! তোমার এই বিশ্বরূপ ও ঐশ্বর্য্যমহিমা না জানিয়া, হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখে! এইরূপ লৌকিক সম্বন্ধবুদ্ধিতে যাহা কিছু সামান্য ব্যবহার করিয়াছি [তুমি আমার তজ্জনিত অপরাধ ক্ষমা কর] ॥ ৪১ ॥

যচ্চাঽবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥ ৪২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যতোঽহং ত্বন্মাহাত্ম্যাঽপবিজ্ঞানাদপরাদ্ধোঽতঃ—সখেতি। সখা সমানবয়া ইতি মত্বা জ্ঞাত্বা বিপরীতবুদ্ধ্যা প্রসভমভিভূয় প্রসহ্য যদুক্তং—হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি চ—অজানতাঽজ্ঞানিনা মূঢ়েন। কিমজানতেতি? আহ—মহিমানং মাহাত্ম্যং তবেদমীশ্বরস্য বিশ্বরূপম্। তবেদং মহিমানমজানতেতি বৈয়ধিকরণ্যেন সম্বন্ধঃ। তবেমমিতি পাঠো যদ্যস্তি তদা সামানাধিকরণ্যমেব। ময়া প্রমাদাদ্বিক্ষিপ্তচিত্ততয়া প্রণয়েন বাঽপি—প্রণয়ো নাম স্নেহনিমিত্তো বিশ্রম্ভস্তেনাঽপি কারণেন—যদুক্তবানস্মি ॥ ৪১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ইদানীং ভগবন্তং ক্ষমাপয়তি—সখেতীতি দ্বাভ্যাম্। ত্বং প্রাকৃতঃ সখেত্যেবং মত্বা প্রসভং হঠাৎ তিরস্কারেণ যদুক্তং তৎ ক্ষাময়ে। ত্বামিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। কিং তৎ? হে কৃষ্ণ—হে যাদব—হে সখেতি চ। সন্ধিরার্ষঃ। প্রসভোক্তৌ হেতুঃ—তব মহিমানমিদং চ বিশ্বরূপমজানতা ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন স্নেহেন বা যদুক্তমিতি। ৪১।

গীতার্থসন্দীপনী। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান্ বলিলেও সমবয়স্কতা ও সখ্য জন্য তাঁহাকে হয়তো আপনার সাধারণ মাতুলপুত্র বোধে কখন যাদব, কখনও কৃষ্ণ, কখনও বা সখা বলিয়া লৌকিক বুদ্ধিতে ইতিপূর্ব্বে ঈশ্বরানুচিত সম্বোধন করিয়াছেন। এক্ষণে দিব্য দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের অনির্ব্বচনীয় স্বরূপ দর্শনে আপনাকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বোধে ক্ষুব্ধ হইয়া নিজ পূর্ব্বকৃত স্পর্দ্ধা ও ধৃষ্টতা জন্য ক্ষমা চাহিলেন। ৪১।

---:o:---

অন্বয়বোধিনী। [হে] অচ্যুত! বিহারশয্যাসনভোজনেষু (বিহার, শয়ন, উপবেশন ও আহার বিষয়ে) একঃ (একাকী থাকিতে) অথবা তৎসমক্ষং (বন্ধুজনসমক্ষে) অবহাসার্থং (পরিহাসচ্ছলে) যৎ (যে) অসৎকৃতঃ (অপমানিত) অসি (হইয়াছ), অহম্ (আমি) অপ্রমেয়ং (অপ্রমেয়স্বরূপ) ত্বাং (তোমার নিকট) তৎ (তাহা) ক্ষাময়ে (ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি)। ৪২ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে অচ্যুত! তোমার বিহার, শয্যা, আসন ও ভোজনকালে অথবা যখন তুমি কখন একাকী থাকিতে কিম্বা তোমার অন্যান্য বন্ধুবর্গ মধ্যে অবস্থিতি করিতে তখন পরিহাসচ্ছলে আমি তোমাকে কত তিরস্কার করিয়াছি; তুমি অপ্রেময়, তোমার নিকট আমি তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। ৪২।

শাঙ্করভাষ্যম্। যচ্চেতি। যচ্চাঽবহাসার্থং পরিহাসপ্রয়োজনায়াঽসৎকৃতঃ

পিতাঽসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥ ৪৩ ॥

পরিভূতোঽসি ভবসি। ক ? বিহারশয্যাসনভোজনেষু। বিহরণং বিহারঃ পাদব্যায়ামঃ। শয়নং শয্যা। আসনমাস্থায়িকা। ভোজনমদনম্। ইত্যেতেষু বিহারশয্যাসনভোজনেষু। একঃ পরোক্ষঃ সন্নসৎকৃতোঽসি পরিভূতোঽসি। অথবাঽপি হে অচ্যুত তৎসমক্ষম্। তচ্ছব্দঃ ক্রিয়াবিশেষণার্থঃ। প্রত্যক্ষং বাঽসৎকৃতোঽসি। তৎ সর্ব্বমপরাধজাতং ক্ষাময়ে ক্ষমাং কারয়ে ত্বামহম্। অপ্রমেয়ং প্রমাণাঽতীতম্ ॥ ৪২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—বচ্চেতি। হে অচ্যুত বচ্চ পরিহাসার্থং ক্রীড়াদিষু তিরস্কৃতোঽসি। এক একলঃ। সখীন্ বিনা রহসি স্থিত ইত্যর্থঃ। অথবা তৎসমক্ষং তেষাং পরিহসতাং সখীনাং সমক্ষং পুরতোঽপি। তৎ সর্ব্বমপরাধজাতং ত্বামপ্রমেয়মচিন্ত্যপ্রভাবং ক্ষাময়ে ক্ষমাং কারয়ামি। ৪২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ক্রীড়ার সময়ে, শয্যায় শয়নকালে, আসনে বসিবার সময়ে, এবং সজাতীয় বহুজনমণ্ডলীতে একত্র ভোজন কালে অথবা যখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একাকী বিশ্রাম করিতেন, কিংবা যখন তিনি মিত্রমণ্ডলীবেষ্টিত হইয়া থাকিতেন, অর্জ্জুন হয়তো সেই সেই সময়ে কত উপহাসের কথা বলিয়াছিলেন। তাই এখন তাঁহার নিকট বিনীতভাবে বলিতেছেন, তুমি অচিন্ত্যপ্রভাবশালী, তুমি নির্ব্বিকার ও পরম দয়ালু, আমার অজ্ঞানকৃত সমস্ত ত্রুটি ক্ষমা কর ॥ ৪২ ॥

:o:-

অন্বয়বোধিনী। [হে] অপ্রতিমপ্রভাব। ত্বম্ (তুমি) অস্য (এই) চরাচরস্য (চরাচর) লোকস্য (লোকের) পিতা (জনক) পূজ্যঃ (পূজ্য), গুরুঃ (গুরু), গরীয়ান্ চ (ও গুরুতর) অসি (হও)। অতঃ (অতএব) লোকত্রয়ে অপি (ত্রিজগতেও) ত্বৎসমঃ (তোমার তুল্য) ন অস্তি (কেহ নাই)। [তোমা হইতে] অভ্যধিকঃ (গুরুতর) অন্যঃ কুতঃ (অন্য কোথায়)? ॥ ৪৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে অনুপমপ্রভাবশালিন্! এই চরাচর সমস্ত লোকের তুমি পিতা; তুমি পূজ্য গুরু; এবং গুরু হইতেও তুমি গুরুতর। ত্রিজগতে তোমার তুল্য কেহ নাই। তোমা হইতে শ্রেষ্ঠ কেই বা হইতে পারে? ॥ ৪৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যতস্ত্বং—পিতাঽসীতি। পিতাঽসি জনয়িতাঽসি। লোকস্য প্রাণিজাতস্য। চরাঽচরস্য স্থাবরজঙ্গমস্য। ন কেবলং ত্বমস্য জগতঃ পিতা। পূজ্যশ্চ পূজার্হঃ।

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢুম্॥ ৪৪॥

যতো গুরুঃ। গরীয়ান্ গুরুতরঃ। কস্মাদ্গুরুতরস্ত্বমিতি? আহ—ন চ ত্বৎসমস্ত্বত্তুল্যোঽন্যোঽস্তি। নহীশ্বরদ্বয়ং সম্ভবতি। অনেকেশ্বরত্বে ব্যবহারানুপপত্তেঃ। ত্বৎসম এব তাবদন্যো ন সম্ভবতি। কুত এবান্যোঽভ্যধিকঃ স্যাল্লোকত্রয়েঽপি সর্বস্মিন্? আহ—অপ্রতিমপ্রভাব। প্রতিমীয়তে যয়া সা প্রতিমা। ন বিদ্যতে প্রতিমা যস্য তব প্রভাবস্য স ত্বমপ্রতিমপ্রভাবঃ। হে অপ্রতিম প্রভাব। নিরতিশয়প্রভাব ইত্যর্থঃ॥ ৪৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অচিন্ত্যপ্রভাবত্বমেবাহ—পিতেতি। ন বিদ্যতে প্রতিযোগমা যস্য সোঽপ্রতিমঃ। তথাবিধঃ প্রভাবো যস্য তব হে অপ্রতিমপ্রভাব। ত্বমস্য চরাচরস্য লোকস্য পিতা জনকোঽসি। অতএব পূজ্যশ্চ গুরুশ্চ গুরোরপি গরীয়ান্ গুরুতরঃ। অতো লোকত্রয়েঽপি ত্বৎসম এব তাবদন্যো নাস্তি। পরমেশ্বরস্যান্যস্যাভাবাৎ। ত্বত্তোঽভ্যধিকঃ পুনঃ কুতঃ স্যাৎ?॥ ৪৩॥

গীতার্থসন্দীপনী। সমস্ত জগৎ তোমা হইতে উৎপন্ন, এই জন্য তুমি সকলের পিতা। সকল দেবের দেবতা তুমি, এই জন্য তুমি পূজ্য। বেদাদির উপদেষ্টা তুমি, এইজন্য তুমি গুরু। তোমা হইতে কেহ আর শ্রেষ্ঠ নাই, এইজন্য তুমি গুরুতর। এবং তুমি "একমেবাঽদ্বিতীয়ং" (ক)—তোমার তুলনা তুমিই। তোমা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই। শ্রুতিও বলিয়াছেন "ন তৎসমশ্চাঽভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে" (খ), তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে উৎকৃষ্ট আর কিছু দৃষ্ট হয় না॥ ৪৩॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। [হে] দেব। তস্মাৎ (অতএব) অহং কায়ং (শরীরকে) প্রণিধায় (দণ্ডবৎ করিয়া) প্রণম্য (প্রণাম পূর্ব্বক) ঈড্যম্ (বন্দনীয়) ঈশং (ঈশ্বর) ত্বাং (তোমাকে) প্রসাদয়ে (প্রসন্ন করিতেছি), পিতা ইব (পিতা যেমন) পুত্রস্য (পুত্রের), সখা ইব (সখা যেমন) সখ্যুঃ (মিত্রের), প্রিয়ঃ (প্রিয় ব্যক্তি) যেমন প্রিয়ায়াঃ (প্রিয়ার) (অপরাধ ক্ষমা করেন), [সেইরূপ আমার অপরাধ] সোঢুম্ অর্হসি (সহ্য করিতে সক্ষম হও)॥ ৪৪॥

বঙ্গানুবাদ। অতএব দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক তোমাকে সকলের বন্দনীয় জানিয়া তোমার প্রসন্নতা প্রার্থনা করিতেছি। যেমন পিতা পুত্রের, সখা মিত্রের, পতি পত্নীর অপরাধ ক্ষমা করেন, তুমি তদ্রূপ আমার অপরাধ ক্ষমা কর॥ ৪৪॥

(ক) ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৬।২।১। (খ) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৬।৮।

অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ৪৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যত এবং—তস্মাদিতি। তস্মাৎ প্রণম্য নমস্কৃত্য। প্রণিধায় প্রকর্ষেণ নীচৈর্দ্ধৃত্বা। কায়ং শরীরং। প্রসাদয়ে প্রসাদং কারয়ে। ত্বামহমীশমীশিতারম্। ঈড্যং স্তুত্যম্। ত্বং পুনঃ—পুত্রস্যাঽপরাধং পিতা যথা ক্ষমতে সর্ব্বং। সখেব চ সখ্যুরপরাধং। যথা বা প্রিয়ঃ প্রিয়ায়া অপরাধং ক্ষমতে। এবমর্হসি হে দেব সোঢ়ুং প্রসহিতুং। ক্ষন্তুমিত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যস্মাদেবং—তস্মাদিতি। তস্মাত্ত্বামীশং জগতঃ স্বামিনম্। ঈড্যং স্তুত্যং। প্রসাদয়ে প্রসাদয়ামি। কথং? কায়ং প্রণিধায় দণ্ডবন্নিপাত্য। প্রণম্য প্রকর্ষেণ নত্বা। অতস্ত্বং মমাঽপরাধং সোঢ়ুং ক্ষন্তুমর্হসি। কস্য ক ইব? পুত্রস্যাঽপরাধং কৃপয়া পিতা যথা সহতে। সখ্যুর্মিত্রস্যাঽপরাধং সখা নিরুপাধির্বন্ধুর্যথা সহতে। প্রিয়শ্চ প্রিয়ায়া অপরাধং তৎপ্রিয়ার্থং যথা সহতে। তদ্বৎ ॥ ৪৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। অর্জ্জুন ভগবচ্চরণাবনত—প্রণত হইয়া দীনভাবে বলিতেছেন—হে প্রভো! তুমি সর্ব্ব জগতের নিয়ন্তা এবং ব্রহ্মাদিরও বন্দনীয়, তোমার মহত্ত্বের অন্ত নাই। কিন্তু নাথ! যেমন শিশু পিতৃগতপ্রাণ, সখা যেমন প্রাণসখার অনুগত, পত্নী যেমন পতিকে ভিন্ন আর কাহাকেও জানে না; তদ্রূপ আমিও তোমার আশ্রিত, আমাকে—শরণাগত ভক্তকে—রক্ষা করিবার কর্ত্তা তুমি বৈ আর কেহ নাই। আমার মত তোমার অনেক ভক্ত থাকিতে পারে; কিন্তু তোমার মত আমার আর কেহ নাই। তাই বলি, দেবাদিদেব! তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাকে ক্ষমা কর ॥ ৪৪ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। [হে] দেব! অদৃষ্টপূর্ব্বং (অপূর্ব্ব) [তোমার রূপ] দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) হৃষিতঃ অস্মি (আহ্লাদিত হইয়াছি), ভয়েন চ (এবং ভয়ে) মে (আমার) মনঃ প্রব্যথিতং (ব্যাকুল হইতেছে)। [অতএব] [হে] দেবেশ! জগন্নিবাস! তৎ এব রূপং (সেই পূর্ব্ব রূপই) মে (আমাকে) দর্শয় (দেখাও), প্রসীদ (প্রসন্ন হও) ॥ ৪৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে দেবেশ! তোমার এই অদৃষ্টচর অপূর্ব্ব রূপ দর্শন করিয়া আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি বটে, কিন্তু ভয়ে প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। হে জগন্নিবাস! তোমার সেই মনোহর পূর্ব্ব রূপ দেখাও, এবং আমার প্রতি প্রসন্নতা বিস্তার কর ॥ ৪৫ ॥

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত-
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে ॥ ৪৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অদৃষ্টপূর্ব্বমিতি। অদৃষ্টপূর্ব্বং ন কদাচিদপি দৃষ্টপূর্ব্বমিদং বিশ্বরূপং তব ময়া। অন্যৈর্ব্বা। তদহং দৃষ্ট্বা হৃষিতোঽস্মি। ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে। অতস্তদেব মে মম দর্শয় হে দেব রূপং যন্মৎসখম্। প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস। জগতো নিবাসো জগন্নিবাসঃ। হে জগন্নিবাস ॥ ৪৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবং ক্ষমাপয়িত্বা প্রার্থয়তে—অদৃষ্টপূর্ব্বমিতি দ্বাভ্যাম্। হে দেব পূর্ব্বমদৃষ্টং তব রূপং দৃষ্ট্বা হৃষিতো হৃষ্টোঽস্মি। তথা ভয়েন চ মে মনঃ প্রব্যথিতং প্রচলিতম্। তস্মান্মম ব্যথানিবৃত্তয়ে তদেব রূপং দর্শয়। হে দেবেশ। হে জগন্নিবাস। প্রসন্নো ভব ॥ ৪৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবানের বিরাট্মূর্ত্তি দর্শনে অর্জ্জুন কৃতার্থ ও আশ্চর্য্য-রূপে মোহিত হইয়া, আনন্দিত হইয়াও সুখী হইতে পারেন নাই। কেননা সেই ইন্দ্রিয় ও মনের ধারণার এবং ধ্যানের অযোগ্য, বিকট, ভয়ঙ্কর ভাবে তিনি ভীত হইয়া পড়িয়াছেন। তাই বলিতেছেন—প্রভো! তোমার এই স্বরূপ দর্শনে আর আমার অভিলাষ নাই। তোমার এ রূপ আশ্চর্য্য হউক, অনন্ত হউক, তোমার মহিমাব্যঞ্জক হউক, আমার ইহা দেখিতে ভাল লাগিতেছে না। তোমার স্ব স্বরূপ যাহাই হউক না কেন, তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই, কিন্তু হে দেব! তুমি যে রূপে ভক্তের মন মোহিত কর, প্রেমিককে উন্মত্ত করিয়া দাও, অনুগত ও শরণাগতের মন কাড়িয়া লও, আমার সখাবেশধারী তোমার যে মোহন রূপটীকে আমি দেখিতে বড় ভাল বাসি, আমাকে সেই হাসি হাসি মোহন বেশে দেখা দাও। আমার প্রাণ-ভরা মনভুলান রূপটি না দেখিতে পাইলে আমার তৃপ্তি হইতেছে না। তুমি তো ভক্তবৎসল, ভক্ত যে রূপ ভাল বাসে তুমি তো ভক্তের কাছে সেই রূপেই দেখা দাও, তবে তুমি কেন বিলম্ব করিতেছ? শীঘ্র তোমার সেই পূর্ব্ব রূপ ধারণ করিয়া আমার ভয় ভঞ্জন কর।

এই প্রার্থিত দেবরূপ কি প্রকার, তাহাই অর্জ্জুন পরশ্লোকে প্রকাশ করিয়াছেন ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়বোধিনী। অহং (আমি) ত্বাং (তোমাকে) তথা এব (সেই রূপই) কিরীটিনং (কিরীটযুক্ত) গদিনং (গদাধারী) চক্রহস্তং (চক্রধারী) দ্রষ্টুম্ (দেখিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি), [হে] সহস্রবাহো! বিশ্বমূর্ত্তে! তেন (সেই) চতুর্ভুজেন রূপেণ এব (চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতেই, ভব (আবির্ভূত হও) ॥ ৪৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে ভগবন্! আমি কিরীটযুক্ত ও গদাচক্রহস্ত, তোমার সেই পূর্ব্ববৎ রূপ দর্শনের অভিলাষী হইয়াছি। হে সহস্রবাহো! হে বিশ্বমূর্ত্তে! এক্ষণে তুমি তোমার সেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ কর॥ ৪৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—কিরীটিনমিতি। কিরীটিনং কিরীটবন্তং। তথা গদিনং গদাবন্তং। চক্রহস্তম্। ইচ্ছামি ত্বাং প্রার্থয়ে ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব। পূর্ব্ববদিত্যর্থঃ। যত এবং তস্মাৎ তেনৈব রূপেণ বসুদেবপুত্ররূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো বার্ত্তমানিকেন বিশ্বরূপেণ ভব বিশ্বমূর্ত্তে। উপসংহৃত্য বিশ্বরূপং তেনৈব রূপেণ বসুদেবপুত্ররূপেণ ভবেত্যর্থঃ॥ ৪৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেব রূপং বিশেষয়ন্নাহ—কিরীটিনমিতি। কিরীটবন্তং গদাবন্তং চক্রহস্তং চ ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছামি। পূর্ব্বং যথা দৃষ্টোঽসি তথৈব। অতো হে সহস্রবাহো। হে বিশ্বমূর্ত্তে। ইদং বিশ্বরূপমুপসংহৃত্য তেনৈব কিরীটাদিযুক্তেন চতুর্ভুজেন রূপেণ ভবাবির্ভব।

তদনেন শ্রীকৃষ্ণমর্জ্জুনঃ পূর্ব্বমপি কিরীটাদিযুক্তমেব পশ্যতীতি গম্যতে। যত্তু পূর্ব্বমুক্তং বিশ্বরূপদর্শনে—কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ পশ্যামীতি—তত্তু কিরীটাদ্যভিপ্রায়েণ। যদ্বা—এতাবন্তং কালং যং ত্বাং কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ সুপ্রসন্নমপশ্যং তমেবেদানীং তেজোরাশিং দুর্নিরীক্ষ্যং পশ্যামীত্যেবমত্র বচনস্য ব্যক্তিরিত্যবিরোধঃ॥ ৪৬॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভক্ত আপনার হৃদয়বল্লভকে নিজ মনোমোহন মূর্ত্তিতেই দেখিতে ভাল বাসেন। তাই অর্জ্জুন ভগবান্‌কে সহস্রবাহুযুক্ত বিশ্বরূপ উপসংহার করিয়া কিরীটাদিতে অলঙ্কৃত গদাচক্রপাণি ভক্তবৎসল রূপ ধারণ করিতে প্রার্থনা করিলেন।

মনুষ্যের হাত দুইটী বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্য ছিলেন না। তিনি ভগবান্। সুতরাং মানবাবয়বের সহিত তাঁহার বিভিন্নতা হওয়া একটা বিচিত্র ব্যাপার নহে। তিনি দ্বিভুজ মানববিগ্রহধারী হইলেও শিশুপালকে, মা যশোদাকে, ও উদ্ধবকে, তাঁহার অলৌকিক রূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ বসুদেবনিবাসে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ রূপেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অর্জ্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দ্বিভুজ দেখিলেও তাঁহাকে চতুর্ভুজ বিষ্ণু বলিয়াই জানিতেন। ইহাই তাঁহার ইষ্টমূর্ত্তি। ভগবানের যে কোন মূর্ত্তিই সাধক দর্শন করুন না কেন, তাহাতে তাঁহার ইষ্টমূর্ত্তিই দৃষ্ট হইয়া থাকে। অভেদবুদ্ধিবশতঃ সাধক ভগবানের নানারূপে, নিজ এক ইষ্টরূপই দর্শন করেন। অর্জ্জুনেরও তাহাই ঘটিয়াছিল। যে রূপ কেহ কখনও দেখে নাই, জপ, তপ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ আদি কোন পুরুষার্থ দ্বারাই যে রূপ দেখা যায় না, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দয়া করিয়া আত্মসামর্থ্যপ্রভাবে কেবল পার্থকে যে রূপ দেখাইয়াছিলেন, সেই অনন্ত বিরাট্ বিগ্রহেও অর্জ্জুন ঐ চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপ ইষ্টমূর্ত্তিই দেখিয়াছিলেন, এবং সেই বিষ্ণুমূর্ত্তিকেই "অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রযুক্ত" দর্শন করিয়াছিলেন। এ মূর্ত্তি অর্জ্জুনের পক্ষে "দুর্নিরীক্ষ্য" হইয়াছিল। অনন্তকালাগ্নিসদৃশ অসহ্য তেজোরাশি অশেষায়ুধযুক্ত অনন্তবাহু করাল দংষ্ট্রামালা আদি কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডবিলয়ের বিকট

বিচিত্র চিত্রদর্শনে অর্জ্জুন ভীতচকিত ও চমকিত হইয়াছিলেন। তাই তিনি ইষ্টদেবের প্রসাদ্য-বিকশিত শান্ত সৌম্য মূর্ত্তি দর্শনের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণসখা অর্জ্জুন নিজ ইষ্ট-মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকে বিষ্ণুস্বরূপ জ্ঞান করিতেন। অর্জ্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যে বিশ্বরূপ অনন্ত আশ্চর্য্য বিরাট্ ব্রহ্মরূপ ও অশেষ যোগৈশ্বর্য্য দেখিয়াছিলেন, তাহাও বিষ্ণুমূর্ত্তিতে প্রদর্শিত হইয়াছিল। চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তিতেই অনেকবাহূদরবক্ত্রাদি প্রকাশিত হইয়াছিল। বিষ্ণুমূর্ত্তি ভিন্ন একেবারে কোন স্বতন্ত্র অপরিচিত অভিনব মূর্ত্তি হইলে অর্জ্জুন সে মূর্ত্তিকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিরাট্ বিকাশ বলিয়া বুঝিতে পারিতেন না—ভাবিতেন, ইহা আর কেহ হইবে।

কেহ ইহা মনে করিবেন না যে চতুর্ভুজ অর্থে তো চারিভুজই বুঝায়, তবে গদা ও চক্র এই দুইটী মাত্র উল্লিখিত হইল কেন? ইহাতে দুইটী মাত্র হাতই বুঝাইতেছে, চারি হাত হইলে তো চতুর্হস্তধৃত চারিটী পদার্থেরই (গদা, চক্র, শঙ্খ, ও পদ্ম) উল্লেখ থাকিত। অর্জ্জুন এখানে ভগবান্‌কে "দিব্যানেকোদ্যতায়ুধং" অনেক দিব্য সমুজ্জ্বল আয়ুধযুক্তহস্ত দর্শনে ভীত হইয়া ছিলেন। তাই বলিলেন, প্রভো! তোমার যে মূর্ত্তিতে কেবল গদা ও চক্র ভিন্ন অন্য আয়ুধ নাই, সেই শান্ত মূর্ত্তি ধারণ কর। শঙ্খ ও কমল তো ভয়ের কারণ নহে, তাই অর্জ্জুন তাহা উল্লেখ করেন নাই। বিশেষতঃ গদা ও চক্র ধরাতেই বিষ্ণুর শঙ্খ ও কমলকেও লক্ষ্য করা হইয়াছে। বস্তুতঃ অর্জ্জুন দেবকীগর্ভজাত চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তিকেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। আর দুইটী মাত্র অস্ত্রে, দুইটী মাত্র হস্ত অনুমান করিলেও দ্বিভুজ কৃষ্ণ বুঝায় না, কেননা শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ হইলেও তিনি গদাচক্রধারী ছিলেন না। গদাচক্র বিষ্ণুরই হস্তে বিদ্যমান। ভগবান্ মনুষ্যরূপে মোহনমুরলীধারী ছিলেন, শঙ্খও লইয়াছিলেন। কেবল দেবরূপেই গদাধর ও চক্রপাণি।

"সহস্র" শব্দ সংখ্যাবাচক। "অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং" আদি শ্লোকে ইহাই বুঝাইতেছে যে, ভগবানের বিরাট্ বিগ্রহে অর্জ্জুন অসংখ্য বাহু, অসংখ্য উদর, অসংখ্য মুখমণ্ডল, অসংখ্য নেত্রাদি দর্শন করিতেছিলেন। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, তিনিই ব্যষ্টি ও সমষ্টি রূপে সর্ব্বথা বিরাজ করিয়া থাকেন। তিনিই সমস্ত, সমস্তই তিনি। আবার তাঁহাতেই সমস্ত ও সমস্তেতেই তিনি। তাঁহার সত্তা ব্যতীত দ্বিতীয়ের সত্তা কোথায়? তিনিই বিশ্বেশ্বর ও তিনিই বিশ্বরূপ। শ্রুতি বলিয়াছেন—

"যতশ্চোদেতি সূর্য্যোঽস্তং যত্র চ গচ্ছতি"। (ক)

যাঁহা হইতে সূর্য্যের উদয় হয় এবং যাঁহাতে সূর্য্য অস্তগমন করেন, তিনিই ব্রহ্ম।

শ্রুতি আরও বলিয়াছেন—

"একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥" (খ)

সেই এক স্বরূপই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, রূপে রূপে তিনিই ভিন্ন ভিন্ন নানারূপ হইয়াছেন।

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে।
যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। শ্রুতি॥ (গ)

(ক) কঠোপনিষৎ, ৪।৯। (খ) কঠোপনিষৎ, ৫।৯। (গ) তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ৩।১।১।

শ্রীভগবানুবাচ।

ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং
যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্ ॥ ৪৭ ॥

"যাঁহা হইতে জীবগণ জন্মগ্রহণ করিতেছে, জন্মিয়া যদ্দ্বারা জীবিত রহিয়াছে, এবং পরিণামে যাঁহাতে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে" অর্থাৎ দেব, দানব, মানব, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, অথবা স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, অণ্ডজ, জরায়ুজ, বা চেতন অচেতন সমস্তই তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হইতেছে, তাঁহাতেই স্থিতি করিতেছে, আবার তাঁহার সত্তাতেই বিলীন হইতেছে—ইত্যাদি জ্ঞেয় বিষয়-রাশি যোগী ও জ্ঞানবান্‌গণের "বুদ্ধির গোচর" হইয়া থাকে বটে, কিন্তু এতাবৎ "নয়নগোচর" কাহারও হয় না, ও হইবারও নহে। তিনিই "বিশ্বেশ্বর" হইয়া কৃপাপরবশ চিত্তে অর্জ্জুনকে দিব্য চক্ষু দিয়া, তিনিই যে "বিশ্বরূপ" তাহাই "নয়নগোচর" করাইলেন। সকল বাহুই যে তাঁহার বাহু, সকল উদরই যে তাঁহার উদর, সকল মুখই যে তাঁহার মুখ, সকল নেত্রই যে তাঁহার নেত্র, ইহাই অর্জ্জুন দিব্য চক্ষে দর্শন করিলেন ॥ ৪৬ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। শ্রীভগবান্ উবাচ। [হে] অর্জ্জুন। প্রসন্নেন (প্রসন্ন হইয়া) ময়া (মৎকর্ত্তৃক) আত্মযোগাৎ (আত্মযোগবলে) তব (তোমাকে) ইদং (এই) তেজোময়ম্, অনন্তম্ (অন্তশূন্য), আদ্যং (সকলের আদিভূত) মে (আমার) পরং (উত্তম) বিশ্বরূপং (বিশ্বাত্মক রূপ) দর্শিতং (প্রদর্শিত হইল), যৎ (যে রূপ) ত্বদন্যেন (তুমি ভিন্ন অন্য কর্ত্তৃক) ন দৃষ্টপূর্ব্বং (পূর্ব্বে দৃষ্ট হয় নাই) ॥ ৪৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। ভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন। তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াই আমি আত্মযোগবলে তোমাকে এই বিশ্বাত্মক অপূর্ব্ব অনাদি অনন্ত ও তেজোময় রূপ দেখাইলাম; আমার এই রূপ তুমি ভিন্ন এ পর্য্যন্ত আর কেহ, দেখিতে পায় নাই ॥ ৪৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অর্জ্জুনং ভীতমুপলভ্যোপসংহৃত্য বিশ্বরূপং প্রিয়বচনেনাশ্বাসয়ন্ ভগবান্ উবাচ—ময়েতি। ময়া প্রসন্নেন। প্রসাদো নাম ত্বদ্‌বিষয়ানুগ্রহবুদ্ধিঃ। তদ্বতা। প্রসন্নেন ময়া তব হে অর্জ্জুনেদং পরং রূপং বিশ্বরূপং দর্শিতমাত্মযোগাৎ। আত্মন ঐশ্বর্য্যস্য সামর্থ্যাৎ। তেজোময়ং তেজঃপ্রায়ম্। বিশ্বং সমস্তম্। অনন্তমন্তরহিতম্। আদৌ ভবমাদ্যম্। যদ্রূপং মে মম ত্বদন্যেন ত্বত্তোঽন্যেন কেনচিন্ন দৃষ্টপূর্ব্বম্ ॥ ৪৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবং প্রার্থিতঃ সংভ্রমমাশ্বাসয়ন্ ভগবানুবাচ—ময়েতি

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ-
র্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবংরূপঃ শক্যঃ অহং নৃলোকে
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮ ॥

ত্রিভিঃ। হে অর্জ্জুন কিমিতি ত্বং বিভেষি? যতো ময়া প্রসন্নেন কৃপয়া তবেদং পরমুত্তমং রূপং দর্শিতম্। আত্মনো মম যোগাদ্যোগমায়াসামর্থ্যাৎ। পরত্বমেবাহ—তেজোময়ং। বিশ্বং বিশ্বাত্মকম্। অনন্তম্। আদ্যং চ। যন্মম রূপং ত্বদন্যেন ত্বাদৃশাদ্ভক্তাদন্যেন পূর্ব্বং ন দৃষ্টং তৎ ॥ ৪৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। হে অর্জ্জুন। তুমি আমার বিশ্বরূপদর্শনে ভীত হইও না। আমি ভয় দেখাইবার জন্য এই রূপ তোমাকে দেখাই নাই। তোমার প্রতি কৃপাবিষ্ট হইয়া, অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াই, তোমাকে কৃতার্থ করিবার জন্যই এই দেবদুর্লভ রূপ তোমাকে প্রদর্শন করিলাম। এ রূপের তেজে কোটী সূর্য্যের তেজ পরাভূত হয়। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই ইহার অন্তর্নিহিত। এ রূপের আদিও নাই, অন্তও নাই। অত্যন্ত প্রিয়তম ভক্ত তোমা ব্যতীত আর কাহারও ভাগ্যে এ আশ্চর্য্য মূর্ত্তি দর্শন করা ঘটে নাই। আমি ধৃতরাষ্ট্রভবনে ভীষ্মাদিকে, সময়ান্তরে অক্রূরকে, ও শৈশবে মাতা যশোদাকে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাহা এই রূপের অবান্তর অংশমাত্র। এরূপ সুস্পষ্ট ও সৌষ্ঠবসম্পন্ন বিশ্বাত্মক রূপ তোমাকেই কৃপা করিয়া দেখাইলাম। একান্ত অনুগত—শরণাগত ভক্ত—হওয়াতেই তুমি এই বিচিত্র রূপ দেখিতে পাইলে। ইহাতে ভীত না হইয়া বরং আপনাকে ধন্য মনে কর ও প্রসন্ন হও ॥ ৪৭ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। [হে] কুরুপ্রবীর। ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ (না বেদ, যজ্ঞ, অধ্যয়ন দ্বারা), ন দানৈঃ (না দানধর্ম্ম দ্বারা), ন চ ক্রিয়াভিঃ (না অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়ার দ্বারা), ন উগ্রৈঃ তপোভিঃ (না উগ্র তপস্যা দ্বারা), এবংরূপঃ (এইরূপ) অহং (আমি) ত্বদন্যেন (তুমি ভিন্ন অন্য কর্ত্তৃক) নৃলোকে (মনুষ্যলোকে) দ্রষ্টুং শক্যঃ (দর্শনযোগ্য হই) ॥ ৪৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে কুরুপ্রবীর। মনুষ্যলোকমধ্যে বেদাধ্যয়ন বা যজ্ঞানুষ্ঠান, অথবা যথেষ্ট দান ধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়াও, কিংবা অত্যুগ্র তপশ্চর্য্যা দ্বারাও, তুমি ভিন্ন আমার এ রূপ আর কেহই দর্শন করিতে সমর্থ হয় নাই ॥ ৪৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। আত্মনো মম রূপদর্শনেন কৃতার্থ এব ত্বং সংবৃত্ত ইতি তৎ স্তৌতি—ন বেদেতি। ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ—চতুর্ণামপি বেদানামধ্যয়নৈর্যথাবৎ। যজ্ঞাধ্যয়নৈশ্চ। বেদাধ্যয়নৈরেব যজ্ঞাধ্যয়নস্য সিদ্ধত্বাৎ পৃথগ্যজ্ঞাধ্যয়নগ্রহণং যজ্ঞবিজ্ঞানোপ-

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো
দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯ ॥

লক্ষণার্থম্। তথা ন দানৈস্তুলাপুরুষাদিভিঃ। ন চ ক্রিয়াভিরগ্নিহোত্রাদিভিঃ শ্রৌতাদিভিঃ। নাঽপি তপোভিরুগ্রৈশ্চান্দ্রায়ণাদিভির্ঘোরৈঃ। এবংরূপো যথা দর্শিতং বিশ্বরূপং যস্য সোঽহমেবংরূপঃ শক্যঃ—ন শক্যোঽহং—নৃলোকে মনুষ্যলোকে দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন ত্বত্তোঽন্যেন কুরুপ্রবীর ॥৪৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এতদ্দর্শনমতিদুর্লভং লব্ধা ত্বং কৃতার্থোঽসীত্যাহ—ন বেদেতি। বেদাঽধ্যয়নব্যতিরেকেণ যজ্ঞাঽধ্যয়নস্যাঽভাবাদ্যজ্ঞশব্দেন যজ্ঞবিদ্যাঃ কল্পসূত্রাদ্যা লক্ষ্যন্তে। বেদানাং যজ্ঞবিদ্যানাং চাঽধ্যয়নৈরিত্যর্থঃ। ন চ দানৈঃ। ন চ ক্রিয়াভিরগ্নিহোত্রাদিভিঃ। ন চোগ্রৈস্তপোভিশ্চান্দ্রায়ণাদিভিঃ। এবং রূপোঽহং ত্বত্তোঽন্যেন মনুষ্যলোকে দ্রষ্টুং শক্যঃ। অপি তু ত্বমেব কেবলং মৎপ্রসাদেন দৃষ্ট্বা কৃতার্থোঽসি ॥ ৪৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। কেহ ঋগাদি চতুর্ব্বেদই অর্থবিচার পূর্ব্বক পাঠ করুন, অথবা বিধিপূর্ব্বক বেদবোধিত কর্ম্মরূপ যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠানই শিক্ষা করুন, কিংবা তুলা-পুরুষদান, কন্যাদান, গবাদিদান, অন্নসুবর্ণাদিদান করুন বা অগ্নিহোত্র প্রভৃতি শ্রৌত স্মার্ত্তাদি ক্রিয়াই করুন, অথবা কেহ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি পূর্ব্বক, বা ইন্দ্রিয়সংযম ও কায়ক্লেশ কাতরতা-রূপ কঠোর তপোব্রতের আচরণই করুন, ভগবানের কৃপাদৃষ্টিলাভ করিতে না পারিলে এ সমস্তই ব্যর্থ ও পণ্ডশ্রম মাত্র। বিশেষতঃ তাঁহার কৃপাদৃষ্টি না হইলে কেহই তাঁহাকে দেখিতে পায় না। অর্জ্জুন ভগবানের শরণাগত হওয়ায় ভগবানের কৃপাদৃষ্টি হইয়াছিল, তাই তিনি দিব্য চক্ষু পাইয়াছিলেন, এবং অলোকসামান্য বিশ্বাত্মকরূপদর্শনে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। যে কর্ম্মে, যে অনুষ্ঠানে, যে শাস্ত্রাধ্যয়নে, যে তপস্যায়, যে যোগে, ও যে জ্ঞানে ভগবৎকৃপা লাভ রূপ উদ্দেশ্য বা সংকল্প নাই, তাহা নিতান্ত নিন্দিত ও সাধুগণের উপেক্ষাযোগ্য ॥ ৪৮ ॥

—:০:—

অন্বয়বোধিনী। ঈদৃক্ (এইপ্রকার) মম (আমার) ঘোরম্ (ভয়ঙ্কর) ইদং রূপং (এই রূপ) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) তে (তোমার) ব্যথা (ভয়) বিমূঢ়ভাবঃ চ (ও মোহ) মা (না হউক); ব্যপেতভীঃ (বিগতভয়) প্রীতমনাঃ চ (ও প্রসন্নচিত্ত হইয়া) পুনঃ ত্বং (পুনর্ব্বার তুমি) মে (আমার) ইদং (এই) তৎ রূপম্ এব (পূর্ব্বরূপই) প্রপশ্য (দেখ) ॥ ৪৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন! তুমি আমার এই ঘোর রূপ দর্শনে ব্যথিত বা বিমোহিত হইও না। তুমি নির্ভীক ও প্রসন্নচিত্তে আমার পূর্ব্বরূপই দর্শন কর ॥ ৪৯ ॥

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যর্জ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা
স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং
ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্ম্মহাত্মা॥ ৫০॥

শাঙ্করভাষ্যম্। মা তে ব্যথেতি। মা তে ব্যথা মা ভূত্তে ভয়ম্। মা চ বিমূঢ়ভাবো বিমূঢ়চিত্ততা। দৃষ্টোপলভ্য রূপং ঘোরমীদৃগ্যথ. দর্শিতং মমেদম্। ব্যপেতভীর্বিগতভয়ঃ। প্রীতমনাশ্চ সন্। পুনর্ভূয়স্ত্বং তদেব চতুর্ভুজং রূপং শঙ্খচক্রগদাধরং তবেষ্টং রূপমিদং প্রপশ্য॥ ৪৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবমপি চেত্তবেদং ঘোরং রূপং দৃষ্ট্বা ব্যথা ভবতি তর্হি তদেব রূপং দর্শয়ামীত্যাহ—মা ত ইতি। ঈদৃগীদৃশং ঘোরং মদীয়ং রূপং দৃষ্ট্বা তে ব্যথা মাহস্তু। বিমূঢ়ভাবো বিমূঢ়ত্বং চ মাহস্তু। বিগতভয়ঃ প্রীতমনাশ্চ সন্ পুনস্ত্বং তদেবেদং মম রূপং প্রকর্ষেণ পশ্য॥ ৪৯॥

গীতার্থসন্দীপনী। বহুবাহূরুবদনাদিবিশিষ্ট বিশ্বরূপ দর্শনে ভক্তের ভয় ও মোহ হইতেছে দেখিয়া ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্ স্নেহপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে কহিলেন, যে তুমি আর ভীত হইও না, প্রসন্নচিত্তে দেখ,—যে চতুর্ভুজ বাসুদেব মূর্ত্তিতে তুমি মনঃ প্রাণ সমর্পণ করিয়াছ, আমি সেই মনোহর রূপই ধারণ করিতেছি। ভক্ত যখন যাহা প্রার্থনা করেন, ভক্তবৎসল তখন তাহাই সিদ্ধ করিয়া থাকেন। অর্জ্জুন বিশ্বরূপ দেখিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া, ভগবান্ সেই বিচিত্র রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। আবার এক্ষণে পূর্ব্ব রূপ দেখিতে চাহিলেন, ভগবান্ তাহাতেই সম্মত হইলেন। বদ্ধ জীব ভগবদ্ভক্তির দ্বারা মায়াবন্ধন হইতে মুক্তি পায়; কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ নিত্যমুক্ত হইয়াও ভক্তের ভক্তিডোরে আবদ্ধ হইয়া থাকেন॥ ৪৯॥

—:০:—

অন্বয়বোধিনী। সঞ্জয়ঃ উবাচ (সঞ্জয় কহিলেন)। বাসুদেবঃ (কৃষ্ণ) অর্জ্জুনম্ (অর্জ্জুনকে) ইতি (এইরূপ) উক্ত্বা (কহিয়া) ভূয়ঃ (পুনর্ব্বার) তথা (সেই প্রকার) স্বকং রূপং (স্বীয় রূপ) দর্শয়ামাস (দেখাইলেন), মহাত্মা (কৃপালু) সৌম্যবপুঃ (প্রসন্নমূর্ত্তি) ভূত্বা (হইয়া) পুনঃ (পুনর্ব্বার) ভীতম্ (ভীত) এনম্ (এই অর্জ্জুনকে) আশ্বাসয়ামাস (আশ্বস্ত করিলেন)॥ ৫০॥

বঙ্গানুবাদ। সঞ্জয় কহিলেন, [হে ধৃতরাষ্ট্র!] ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই রূপ কহিয়া পুনর্ব্বার নিজ রূপ দেখাইলেন, এবং পুনর্ব্বার সৌম্য শরীর ধারণ পূর্ব্বক ভয়বিহ্বলচিত্ত অর্জ্জুনকে আশ্বস্ত করিলেন॥ ৫০॥

অর্জ্জুন উবাচ।

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ইত্যর্জ্জুনমিতি। ইত্যেবমর্জ্জুনং বাসুদেবস্তথাভূতং বচনমুক্ত্বা স্বকং বসুদেবগৃহে জাতং রূপং দর্শয়ামাস দর্শিতবান্ ভূয়ঃ পুনঃ। আশ্বাসয়ামাস চাশ্বাসিতবান্ ভীতমেনম্। ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুঃ প্রসন্নদেহো মহাত্মা ॥ ৫০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবমুক্ত্বা প্রাক্তনমেব রূপং দর্শিতবানিতি সঞ্জয় উবাচ—ইতীতি। শ্রীবাসুদেবোঽর্জ্জুনমেবমুক্ত্বা যথা পূর্ব্বমাসীত্তথৈব কিরীটগদাদিযুক্তং চতুর্ভুজং স্বীয়ং রূপং পুনর্দ্দর্শয়ামাস। এনমর্জ্জুনং ভীতমেবং প্রসন্নবপুর্ভূত্বা পুনরপ্যাশ্বাসিতবান্। মহাত্মা বিশ্বরূপঃ। কৃপালুরিতি বা ॥ ৫০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যে রূপ দেখিলে ভক্তের চিত্তে আনন্দ উথলিয়া উঠে, ভগবান্ বিশ্বাত্মকরূপ সংবরণ করিয়া সেই কিরীটকুণ্ডলযুক্ত মস্তক, শঙ্খচক্রগদাপদ্মশোভিত ভুজচতুষ্টয়, শ্রীবৎসকৌস্তভবনমালাপীতাম্বরাদিযুক্ত সৌম্য কৃপাবল্লভ রূপ ধারণপূর্ব্বক অর্জ্জুনের নির্ভয়তা সম্পাদন করিলেন। এই শ্লোকে কৃষ্ণ বা গোবিন্দ আদি ভগবানের কোন নাম না দিয়া বাসুদেব নাম উল্লিখিত হইয়াছে, অর্থাৎ বসুদেবগৃহে ভগবান্ যে রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, তাহাই লক্ষ্য হইয়াছে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপে পরমভক্ত বসুদেবের গৃহে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাহা কংসভয়ে ভীত হইয়া বসুদেব ভগবান্কে প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

জাতোঽসি দেবদেবেশ শঙ্খচক্রগদাধর।
দিব্যং রূপমিদং দেব প্রসাদেনোপসংহর ॥
উপসংহর সর্ব্বাত্মন্ রূপমেতচ্চতুর্ভুজম। ইতি।

"হে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিন্। হে দেবদেবেশ। হে সর্ব্বাত্মন্। তুমি দয়া করিয়া এই চতুর্ভুজ দিব্য রূপ উপসংহার কর।" এইজন্য ভগবান্ চতুর্ভুজ হইয়াও দ্বিভুজ মানবরূপে জগতে লীলা করিয়াছেন। উক্ত শ্লোকেও তো ভগবানের শঙ্খ, চক্র ও গদার উল্লেখ আছে, পদ্মের উল্লেখ নাই। তবে কি ভগবান্কে তিনহস্তবিশিষ্ট বুঝিতে হইবে? আর্য ভাষায় ঐ তিনটি উল্লিখিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু চতুর্থটীও উপলক্ষিত জানিতে হইবে। অতএব ভগবান্ চারিহাতওয়ালা দ্বিভুজ নহেন। তিনি শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি বাসুদেব। এই বাসুদেবই দ্বিভুজ মোহনমুরলীধর হইয়া ব্রজবালা ও ব্রজবালকবর্গের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন। দ্বিভুজ মূর্ত্তিতে কংসবধ, এবং মথুরায় ও দ্বারকায় রাজত্ব করিয়াছিলেন, এবং এই দ্বিভুজ মূর্ত্তিতেই কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনের সারথ্য করিয়াছিলেন ॥ ৫০ ॥

——:০:——

শ্রীভগবানুবাচ।

সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৫২ ॥

অন্বয়বোধিনী। অর্জ্জুনঃ উবাচ। [হে] জনার্দ্দন। তব (তোমার) ইদং (এই) সৌম্যং (শান্ত) মানুষং রূপং (মানুষ রূপ) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) ইদানীম্ (এক্ষণে) অহং (আমি) সচেতাঃ (প্রসন্নচিত্ত) সংবৃত্তঃ অস্মি (হইলাম), [চ] প্রকৃতিং গতঃ (প্রকৃতিস্থ হইলাম) ॥ ৫১ ॥

বঙ্গানুবাদ। অর্জ্জুন কহিলেন, হে জনার্দ্দন। তোমার এই সৌম্য মানুষ রূপ দর্শনে আমি অব্যাকুলচিত্ত ও প্রকৃতিস্থ হইলাম ॥ ৫১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। দৃষ্ট্বেদমিতি। দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং মৎসখং প্রসন্নং তব সৌম্যং জনার্দ্দনেদানীমধুনাঽস্মি সংবৃত্তঃ সংজাতঃ। কিং ? সচেতাঃ প্রসন্নচিত্তঃ। প্রকৃতিং স্বভাবং গতশ্চাঽস্মি ॥ ৫১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ততো নির্ভয়ঃ সন্নর্জ্জুন উবাচ—দৃষ্ট্বেদমিতি। সচেতাঃ প্রসন্নচিত্তঃ। ইদানীং সংবৃত্তো জাতোঽস্মি। প্রকৃতিং স্বাস্থ্যং চ প্রাপ্তোঽস্মি। শেষং স্পষ্টম্ ॥ ৫১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। অর্জ্জুন নিজ সখাকে লোকোচিত রূপে প্রকাশিত দেখিয়া এক্ষণে সুস্থির হইলেন। মন ও বুদ্ধি যাঁহাকে ধারণা করিতে পারে না, মনের সাধ মিটাইয়া যাঁহাকে দেখিতে গেলে প্রাণ চমকিয়া উঠে, ভক্তের হৃদয় ভগবানের সে রূপ দেখিতে ইচ্ছা করে না ॥ ৫১ ॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। শ্রীভগবান্ উবাচ। মম ইদং (এই) সুদুর্দ্দর্শং (দুর্নিরীক্ষ্য) যৎ (যে) রূপং (রূপ) দৃষ্টবান্ অসি (দেখিলে), দেবাঃ অপি (দেবতারাও) অস্য রূপস্য (এই রূপের) নিত্যং (সর্ব্বদা) দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ (দর্শনাকাঙ্ক্ষী) ॥ ৫২ ॥

বঙ্গানুবাদ। ভগবান্ অর্জ্জুনকে কহিলেন, তুমি আমার যে রূপ দর্শন করিলে, এ রূপ দর্শন নিতান্ত দুর্ঘট; দেবতাগণও নিত্যই এই রূপ দর্শনের কামনা করেন ॥ ৫২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সুদুর্দ্দর্শমিতি। সুদুর্দ্দর্শং—সুষ্ঠু দুঃখেন দর্শনমস্যেতি। সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম। দেবা অপ্যস্য মম রূপস্য নিত্যং সর্ব্বদা দর্শনকাঙ্ক্ষিণো দর্শনেপ্সবঃ। দর্শনেপ্সবোঽপি ন ত্বমিব দৃষ্টবন্তঃ। ন দ্রক্ষ্যন্তি চেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৫২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। স্বকৃতস্যাঽনুগ্রহস্যাঽতিদুর্লভত্বং দর্শয়ন্ ভগবানুবাচ

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ ৫৩ ॥
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যো হ্যহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ ॥ ৫৪ ॥

—সুদুর্দ্দর্শমিতি। যন্মম বিশ্বরূপং ত্বং দৃষ্টবানসি—ইদং সুদুর্দ্দর্শমত্যন্তং দ্রষ্টুমশক্যং। যতো দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং সর্ব্বদা দর্শনমিচ্ছন্তি কেবলম্। ন পুনরিদং পশ্যন্তি ॥ ৫২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। তুমি তো আমার বিশ্বরূপ দেখিয়া লইলে, কিন্তু দেবতাগণ এইরূপ দর্শন করিবার জন্য চিরদিন আকাঙ্ক্ষা করিয়াও ইহা দেখিতে পান নাই এবং পাইবেনও না। এ রূপ দর্শন সকলের ভাগ্যে ঘটে না। বল, বুদ্ধি, কৌশল ও মন্ত্রৈশ্বর্য্যাদি কোন উপায়েই ইহা দর্শন করা যায় না ॥ ৫২ ॥

-:o:-

অন্বয়বোধিনী। যথা (যেরূপে) মাং (আমাকে) দৃষ্টবান্ অসি (দেখিলে) এবংবিধঃ (এইরূপ) অহং (আমি) ন বেদৈঃ (না বেদাধ্যয়নের দ্বারা) ন তপসা (না তপস্যার দ্বারা) ন দানেন (না দানের দ্বারা) ন চ ইজ্যয়া (না যজ্ঞের দ্বারা) দ্রষ্টুং শক্যঃ (দৃষ্ট হইতে পারি) ॥ ৫৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন! তুমি আমার যে বিশ্বরূপ দর্শন করিলে, উহা বেদাধ্যয়ন দ্বারা, বা তপস্যা করিয়া, কিংবা দানের দ্বারা, অথবা অগ্নিহোত্রাদি করিয়া কেহ দর্শন করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৫৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কস্মাৎ?—নাহমিতি। নাহং বেদৈর্ঋগ্যজুঃসামাথর্ব্ববেদৈশ্চতুর্ভিরপি। ন তপসোগ্রেণ চান্দ্রায়ণাদিনা। ন দানেন গোভূহিরণ্যাদিনা। ন চেজ্যয়া যজ্ঞেন। পূজয়া বা। শক্য এবংবিধো যথাদর্শিতপ্রকারো দ্রষ্টুম্। দৃষ্টবানসি মাং যথা ত্বম্ ॥৫৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তত্র হেতুমাহ—নাহমিতি। স্পষ্টোঽর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। বেদাধ্যয়ন, দান, তপস্যাদি দ্বারা বিচিত্র বিশ্বাত্মক রূপ দর্শন করিবার সামর্থ্য যে কাহারও জন্মে না, তাহা ভগবান্ একবার ৪৮ শ্লোকে বলিয়াছেন। আবার এই শ্লোকে তাহার পুনরুল্লেখ করিয়া, ইহা দৃঢ় করিয়া অর্জ্জুনকে বুঝাইয়া দিলেন যে, ভগবদনুগ্রহে বঞ্চিত ভক্তিবিহীন ব্যক্তি সকলপ্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও কোন মতেই ভগবানের স্বরূপ দর্শনে কৃতার্থ হইতে পারে না। ভক্তি ও ভগবৎকৃপাদৃষ্টি লাভই সকল সাধনের লক্ষ্য, এবং ভগবানের স্বরূপদর্শন ও পরমানন্দপ্রাপ্তিই তাহার অমৃতময় ফল ॥ ৫৩ ॥

-:o:-

অন্বয়বোধিনী। [হে] পরন্তপ! অর্জ্জুন। অনন্যয়া (অনন্য) ভক্ত্যা তু (ভক্তি দ্বারাই) এবংবিধঃ (এই প্রকার, অহং (আমি) তত্ত্বেন (স্বরূপতঃ) জ্ঞাতুং (জানিতে) দ্রষ্টুং (দেখিতে) প্রবেষ্টুং চ (ও প্রবেশ করিতে) শক্যঃ (শক্য হই) ॥ ৫৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে পরন্তপ অর্জ্জুন! জীব কেবল অনন্য ভক্তি দ্বারাই আমার এরূপ তত্ত্ব জানিতে, আমার স্বরূপ দর্শন করিতে, এবং আমাতে প্রবিষ্ট হইতে সমর্থ হয় ॥ ৫৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কথং পুনঃ শক্য ইতি? উচ্যতে—ভক্ত্যেতি। ভক্ত্যা তু। কিংবিশিষ্টয়েতি? আহ—অনন্যয়াঽপৃথগ্ভূতয়া। ভগবতোঽন্যত্র পৃথঙ্ন কদাচিদপি যা ভবতি সা ত্বনন্যা ভক্তিঃ। সর্ব্বৈরপি করণৈর্বাসুদেবাদন্যন্নোপলভ্যতে যয়া সাঽনন্যা ভক্তিঃ। তয়া ভক্ত্যা শক্যোঽহমেবংবিধো বিশ্বরূপপ্রকারো হে অর্জ্জুন জ্ঞাতুং শাস্ত্রতঃ। ন কেবলং জ্ঞাতুং শাস্ত্রতঃ। দ্রষ্টুং চ সাক্ষাৎকর্ত্তুং তত্ত্বেন তত্ত্বতঃ। প্রবেষ্টুং চ মোক্ষং চ গন্তুং পরন্তপ ॥ ৫৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তর্হি কেনোপায়েন ত্বং দ্রষ্টুং শক্য ইত্যত আহ—ভক্ত্যা ত্বিতি। অনন্যয়া মদেকনিষ্ঠয়া ভক্ত্যা ত্বেবংভূতো বিশ্বরূপোঽহং তত্ত্বেন পরমার্থতো জ্ঞাতুং শক্যঃ শাস্ত্রতঃ। দ্রষ্টুং প্রত্যক্ষতঃ প্রবেষ্টুং চ তাদাত্ম্যেন শক্যঃ নান্যৈরুপায়ৈঃ ॥ ৫৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। একমাত্র ভগবানে নিষ্ঠার উদয় হইলে ব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞান জন্মে। এই ভক্তির দ্বারাই তাঁহার স্বরূপের সাক্ষাৎকার হয়, এবং এই অনন্য ভক্তির দ্বারাই তাঁহাতে ও ভক্তে অভিন্ন রূপ হইয়া যায়, অর্থাৎ সাধক তাঁহাতে লীন হইয়া যান। শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন ও যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে সে জ্ঞান লাভ হয়না, এ সংস্কার সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। মন্ত্রাদিজপপুরশ্চরণাদি না করিলে তাঁহার দর্শন লাভ হয় না, এরূপ সিদ্ধান্তও ভ্রমসঙ্কুল, এবং নির্ব্বিকল্প সমাধি না করিলে জীব ব্রহ্মে বিলীন হইতে পারে না, এ কথাও অভ্রান্ত নহে। বস্তুতঃ সকল বিষয় হইতে চিত্ত আসক্তিশূন্য হইয়া যদি ভগবানের চরণে শরণ লয় ও তাঁহাতেই একান্ত ভক্তি করিতে থাকে, তবে সেই ভক্তির দ্বারাই ব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞান ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মাত্মভাব আপনা আপনিই হইয়া থাকে। কর্ম্মাদির পৃথক্ পৃথক্ সাধনা দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ফল হয় বটে, কিন্তু ভক্তিসাধনা দ্বারা জীবের সমস্ত সিদ্ধিই লাভ হইয়া থাকে। আবার কর্ম্মই হউক, যোগই হউক, বা জ্ঞানই হউক ভক্তিবর্জ্জিত হইলে, কখনই তাহারা সুফল দানে সমর্থ হয় না। ভগবানের বিচিত্র বিশ্বাত্মক দিব্য স্বরূপ দর্শন আদি, অনন্য ভক্তি ভিন্ন কোনমতেই হইতে পারে না। অর্জ্জুন পুরুষার্থ ভুলিয়া অনন্য ভক্তি সহ ভগবানের শরণাগত হইয়াছিলেন বলিয়াই এই বিশ্বরূপ দর্শনে কৃতার্থ হইলেন ॥ ৫৪ ॥

---- :o:----

মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥৫৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণাৰ্জ্জুন-সংবাদে বিশ্বরূপদর্শনং নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়বোধিনী। (হে) পাণ্ডব! যঃ (যে ব্যক্তি) মৎকর্ম্মকৃৎ (মদর্থে কর্ম্মানুষ্ঠানকারী), মৎপরমঃ (মৎপরায়ণ), সঙ্গবর্জ্জিতঃ (আসক্তিবর্জ্জিত), মদ্ভক্তঃ (আমার ভক্ত), সর্ব্বভূতেষু নির্ব্বৈরঃ চ (ও সর্ব্বভূতের অবিরোধী) সঃ (সেই ব্যক্তি) মাম্ (আমাকে) এতি (প্রাপ্ত হন) ॥ ৫৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে পাণ্ডব! যে ব্যক্তি আমারই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, মৎপরায়ণ ও মদ্ভক্ত, সর্ব্বসঙ্গবর্জ্জিত এবং সর্ব্বভূতের অবিরোধী হয়, সেই ব্যক্তিই আমাকে অভেদ রূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৫৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অধুনা সর্ব্বস্য গীতাশাস্ত্রস্য সারভূতোঽর্থো নিঃশ্রেয়সার্থোঽনুষ্ঠেয়ত্বেন সমুচ্চিত্যোচ্যতে—মৎকর্ম্মকৃদিতি। মৎকর্ম্মকৃৎ—মদর্থং কর্ম্ম মৎকর্ম্ম। তৎ করোতীতি মৎকর্ম্মকৃৎ। মৎপরমঃ—করোতি ভৃত্যঃ স্বামিকর্ম্ম। ন ত্বাত্মনঃ। পরমা প্রেত্য গন্তব্যা গতিরিতি স্বামিনং প্রতিপদ্যতে, অয়ং তু মৎকর্ম্মকৃন্মামেব পরমাং গতিং প্রতিপদ্যত ইতি মৎপরমঃ। অহং পরমঃ পরা গতির্যস্য সোঽয়ং মৎপরমঃ। তথা মদ্ভক্তো মামেব সর্ব্বপ্রকারৈঃ সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বোৎসাহেন চ ভজত ইতি মদ্ভক্তঃ। সঙ্গবর্জ্জিতো ধনমিত্রপুত্রকলত্রবন্ধুবর্গেষু সঙ্গবর্জ্জিতঃ। সঙ্গঃ প্রীতিঃ স্নেহঃ। তদ্বর্জ্জিতঃ। নির্ব্বৈরো নির্গতবৈরঃ। সর্ব্বভূতেষু শত্রুভাবরহিতঃ। আত্মনোঽত্যন্তাঽপকারপ্রবৃত্তেষ্বপি য ঈদৃশঃ স মামেতি। অহমেব তস্য পরা গতিঃ। নাঽন্যা গতিঃ কাচিদ্ভবতি। অয়ং তবোপদেশো ময়োপদিষ্টঃ। হে পাণ্ডবেতি ॥ ৫৫ ॥

ইতি শাঙ্করে শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যে একাদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অতঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থসারং পরমং রহস্যং শৃণ্বিত্যাহ—মৎকর্ম্মকৃদিতি। মদর্থং কর্ম্ম করোতীতি মৎকর্ম্মকৃৎ। অহমেব পরমঃ পুরুষার্থো যস্য সঃ। অতএব মদ্ভক্ত আশ্রিতঃ। পুত্রাদিষু সঙ্গবর্জ্জিতঃ। নির্ব্বৈরশ্চ সর্ব্বভূতেষু। এবংভূতো যঃ স মাং প্রাপ্নোতি। নাঽন্য ইতি ॥ ৫৫ ॥

দেবৈরপি সুদুর্দর্শং তপোযজ্ঞাদিকোটিভিঃ।
ভক্তায় ভগবানেবং বিশ্বরূপমদর্শয়ৎ ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াং ভগবদ্গীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং বিশ্বরূপদর্শনং নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ।

গীতার্থসন্দীপনী। মুমুক্ষুগণের অনুষ্ঠানার্থ ভগবান্ এই শ্লোকে সংক্ষেপে গীতার সারাংশ ব্যাখ্যা করিতেছেন। যে ব্যক্তি বেদবিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মানুষ্ঠানকালে স্বর্গাদি কামনা না করিয়া কেবল ভগবানের কৃপাদৃষ্টিলাভের আকাঙ্ক্ষা করেন, যে ব্যক্তি তাঁহাকে ভিন্ন আর কোন বস্তু লাভের আশা করেন না, যে ব্যক্তি ভগবানের প্রতিই একান্ত আসক্ত, যে ব্যক্তি পুত্র, কলত্র, ধন ও গৃহাদিতে কিছুমাত্র অনুরাগ করেন না, অথচ যে ব্যক্তি কোন প্রাণীর প্রতিই শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হন না, অর্থাৎ যাঁহার সর্ব্বত্র সমান দৃষ্টি, তিনিই ভগবান্কে আপনার সহিত অভেদ ভাবে দর্শন করেন। ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্যপরমহংসপরিব্রাজকশ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামিমহোদয়-
প্রণীত "গীতার্থ-সন্দীপনী" নামক ভাষাতাৎপর্য্যব্যাখ্যায়
একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

-:০:-

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ।

অর্জ্জুন উবাচ ।

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে ।
যে চাঽপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥ ১ ॥

অন্বয়বোধিনী। অর্জ্জুনঃ উবাচ। এবং (এইরূপে) সততযুক্তা (সতত ত্বদগতমনাঃ হইয়া) যে ভক্তাঃ (যে ভক্তগণ) ত্বাং (তোমাকে) পর্য্যুপাসতে (উপাসনা করেন), যে চ অপি (ও যাঁহারা) অব্যক্তম্ অক্ষরং (অক্ষর ব্রহ্মকে) [ধ্যান করেন], তেষাং (তাঁহাদিগের মধ্যে) কে (কাহারা) যোগবিত্তমাঃ (যোগিশ্রেষ্ঠ) ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ। অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! যে ব্যক্তি নিরন্তর ভক্তিযুক্ত হইয়া তোমার সাকার স্বরূপের শরণাগত হয়েন; এবং যে ব্যক্তি তোমার অক্ষর, অব্যক্ত, নির্গুণ স্বরূপের ধ্যান করেন; এতদুভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। দ্বিতীয়প্রভৃতিষধ্যায়েষু বিভূত্যন্তেষু পরমাত্মনো ব্রহ্মণোঽক্ষরস্য বিধ্বস্তসর্ব্ববিশেষণস্যোপাসনমুক্তম্। সর্ব্বযোগৈশ্বর্য্যসর্ব্বজ্ঞানশক্তিমৎসত্ত্বোপাধেরীশ্বরস্য তব চোপাসনং তত্র তত্রোক্তম্। বিশ্বরূপাধ্যায়ে ত্বৈশ্বরমাদ্যং সমস্তজগদাত্মরূপং বিশ্বরূপং ত্বদীয়ং দর্শিতমুপাসনার্থমেব ত্বয়া। তচ্চ দর্শয়িত্বোক্তবানসি—মৎকর্ম্মকৃদিত্যাদি। অতোঽহমনয়োরুভয়োঃ পক্ষয়োর্ব্বিশিষ্টতরবুভুৎসয়া ত্বাং পৃচ্ছামীত্যর্জ্জুন উবাচ—এবমিতি। এবমিত্যতীতাহনন্তরশ্লোকেনোক্তমর্থং পরামৃশতি—মৎকর্ম্মকৃদিত্যাদিনা। এবং সততযুক্তা নৈরন্তর্য্যেণ ভগবৎকর্ম্মাদৌ যথোক্তেঽর্থে সমাহিতাঃ সন্তঃ প্রবৃত্তা ইত্যর্থঃ। যে ভক্তা অনন্যশরণাঃ সন্তস্ত্বাং যথাদর্শিতং বিশ্বরূপং পর্য্যুপাসতে ধ্যায়ন্তি। যে চাঽপ্যক্ষরমিতি—যে চান্যেঽপি ত্যক্তসর্ব্বৈষণাঃ সংন্যস্তসর্ব্বকর্ম্মাণো যথাবিশেষিতং ব্রহ্মাঽক্ষরং নিরস্তসর্ব্বোপাধিত্বাদব্যক্তমকরণগোচরং—যদ্ধি লোকে করণগোচরং তদ্ব্যক্তমুচ্যতে। অঞ্জের্ধাতোস্তৎকর্ম্মকত্বাৎ। ইদং ত্বক্ষরং তদ্বিপরীতং—শিষ্টৈশ্চোচ্যমানৈর্ন্নির্বিশেষণৈর্ব্বিশিষ্টং তদ্যে চাঽপি পর্য্যুপাসতে—তেষামুভয়েষাং মধ্যে কে যোগবিত্তমাঃ? কেঽতিশয়েন যোগবিদ ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।

নির্গুণোপাসনঞ্চৈবং সগুণোপাসনন্তু চ।
শ্রেয়ঃ কতরদিত্যেতন্নির্ণেতুং দ্বাদশোদ্যমঃ ॥

পূর্ব্বাধ্যায়াঽন্তে মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরম ইত্যেবং ভক্তিনিষ্ঠস্য শ্রেষ্ঠত্বমুক্তম্। কৌন্তেয় প্রতিজানীহীত্যাদিনা চ তত্র তত্র তস্যৈব শ্রেষ্ঠত্বং নির্ণীতম্। তথা তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত এক-

শ্রীভগবানুবাচ।

মষ্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ২ ॥

ভক্তির্বিশিষ্যত ইত্যাদিনা—সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সংতরিষ্যসীত্যাদিনা চ জ্ঞাননিষ্ঠস্য শ্রেষ্ঠত্বমুক্তম্। এবমুভয়োঃ শ্রৈষ্ঠ্যেঽপি বিশেষজিজ্ঞাসয়া শ্রীভগবন্তং প্রত্যর্জ্জুন উবাচ—এবমিতি। এবং সর্ব্বকর্ম্মাঽর্পণাদিনা সততযুক্তাস্তন্নিষ্ঠাঃ সন্তো যে ভক্তাস্ত্বাং বিশ্বরূপং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তিং পর্য্যুপাসতে ধ্যায়ন্তি। যে চাঽপ্যক্ষরং ব্রহ্মাঽব্যক্তং নির্ব্বিশেষমুপাসতে। তেষামুভয়েষাং মধ্যে কেঽতিশয়েন যোগবিদোঽতিশ্রেষ্ঠা ইত্যর্থঃ ॥ ১

গীতার্থসন্দীপনী। একাদশ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে ভগবান্ "মৎকর্ম্মকৃৎ" "মৎপরমঃ" আদি পদে বার বার "মৎ" (আমার) শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। এই 'আমার" পদ ভগবানের নিরাকার নির্গুণ স্বরূপ বা সাকার সগুণ স্বরূপের প্রতি লক্ষিত হইয়াছে—অর্জ্জুনের এই সংশয় উপস্থিত হইল। কেননা "বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ।" এই শ্লোকে ভগবান "মৎ" শব্দ নিরাকারের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন, আবার "নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া" ইত্যাদি শ্লোকে "মৎ" শব্দ সাকার বস্তুর প্রতি লক্ষিত হইয়াছে। এই সংশয় সম্পূর্ণরূপে না মিটিলে অর্জ্জুন কিরূপে ভগবান্‌কে আরাধনা করিবেন, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছেন না। এই জন্যই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! যাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে তোমার সগুণ রূপের উপাসনা করেন ও যাঁহারা সমাধিপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়াদির অবিষয়ভূত তোমার নির্গুণ স্বরূপের সাধন করেন, এতদুভয়ের মধ্যে যোগবিত্তম বা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যোগবেত্তা কে? অথবা আমি তোমার সাকার বা নিরাকার স্বরূপের চিন্তা করিব? ইহা আমাকে বুঝাইয়া দাও ॥ ১ ॥

—:০:—

অন্বয়বোধিনী। শ্রীভগবান্ উবাচ। ময়ি (আমাতে) মনঃ (মনকে) আবেশ্য (একাগ্র করিয়া) নিত্যযুক্তাঃ (নিত্যযুক্ত হইয়া) পরয়া (প্রকৃষ্ট) শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধার দ্বারা) উপেতাঃ (যুক্ত হইয়া) যে (যাহারা) মাম্ (আমাকে) উপাসতে (উপাসনা করেন) তে (তাঁহারা) যুক্ততমাঃ (যোগবিত্তম) মে (আমার) মতাঃ (অভিমত) ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ। ভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্ত ও সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া আমার সগুণ স্বরূপের আরাধনা করেন, আমার মতে তিনিই যোগবিত্তম ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। শ্রীভগবানুবাচ—যে ত্বক্ষরোপাসকাঃ সম্যগ্দর্শিনো নিবৃত্তৈষণাস্তে তাবত্তিষ্ঠন্তু। তান্ প্রতি যদ্বক্তব্যং তদুপরিষ্টাদ্বক্ষ্যামঃ। যে ত্বিতরে—ময়ীতি। ময়ি বিশ্বরূপে

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যং চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ ৩ ॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৪ ॥

পরমেশ্বর আবেশ্য সমাধায় মনঃ। যে ভক্তাঃ সন্তো মাং সর্ব্বযোগেশ্বরাণামধীশ্বরং সর্ব্বজ্ঞং বিমুক্তরাগাদিক্লেশতিমিরদৃষ্টিম্। নিত্যযুক্তা অতীতানন্তরাধ্যায়াঽন্তোক্তশ্লোকাঽর্থন্যায়েন সততযুক্তাঃ সন্ত উপাসতে। শ্রদ্ধয়া পরয়া প্রকৃষ্টয়োপেতাঃ। তে মে মম মতা অভিপ্রেতা যুক্ততমা ইতি। অনবরতর্য্যেণ হি তে মচ্চিত্ততয়াঽহোরাত্রমতিবাহয়ন্তি। অতো যুক্তং তান্ প্রতি যুক্ততমা ইতি বক্তুম্ ॥ ২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তত্র প্রথমাঃ শ্রেষ্ঠা ইত্যুত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—ময়ীতি। ময়ি পরমেশ্বরে সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণবিশিষ্টে। মন আবেশ্যৈকাগ্রং কৃত্বা। নিত্যযুক্তা মদর্থকর্ম্মাঽনুষ্ঠানাদিনা মন্নিষ্ঠাঃ সন্তঃ শ্রেষ্ঠয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তা যে মামারাধয়ন্তি তে যুক্ততমা মমাঽভিমতাঃ ॥ ২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। সগুণ বা সাকার রূপে যাঁহার চিত্তের একাগ্র আবেশ অর্থাৎ যিনি একমাত্র "গতিস্ত্বং" বলিয়া অনন্যভাবে প্রীতিপূর্ণচিত্তে, ভগবানের শরণাগত হয়েন, তিনি একাগ্রচিন্তন জন্য ভগবৎস্বরূপই লাভ করিয়া থাকেন। "আমি যে ভগবৎস্বরূপের আরাধনা করিতেছি, তিনি নিশ্চয়ই আমাকে নিস্তার করিবেন"—এইরূপ আস্তিক্যবুদ্ধিতে যাঁহার তাঁহাতে সাত্ত্বিক শ্রদ্ধার উদয় হয়, যিনি নিজ আরাধ্য রূপকে সর্ব্বস্ব ও সর্ব্বকল্যাণবিধাতা জানিয়া তাঁহাকে ভক্তি পূর্ব্বক ভজনা করেন, তিনিই ভগবানের মতে যুক্ততম বা যোগিগণের মধ্যে প্রধান ॥ ২ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। সর্ব্বত্র (সকল বিষয়ে) সমবুদ্ধয়ঃ (সমজ্ঞানযুক্ত) যে তু (যাঁহারা) ইন্দ্রিয়গ্রামং (ইন্দ্রিয়সমূহ) নিয়ম্য (নিরোধ করিয়া) অনির্দ্দেশ্যম্ (অনির্ব্বচনীয়) অব্যক্তং (সূক্ষ্ম) সর্ব্বত্রগম্ (সর্ব্বত্র বিদ্যমান) অচিন্ত্যং (অচিন্তনীয়) কূটস্থম্ (মায়াধিষ্ঠিত) অচলং (স্থির) ধ্রুবম্ (সত্য) অক্ষরং (নির্গুণস্বরূপকে) পর্য্যুপাসতে (উপাসনা করেন) সর্ব্বভূতহিতে (সকলের মঙ্গলকার্য্যে) রতাঃ (নিযুক্ত) তে (তাঁহারা) মাম্ এব (আমাকেই) প্রাপ্নুবন্তি (প্রাপ্ত হয়েন) ॥ ৩৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। যাঁহারা ইন্দ্রিয়গ্রাম নিরোধ করিয়া এবং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধিযুক্ত ও সর্ব্বভূতহিতনিরত হইয়া অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্ব্বত্র বিদ্যমান, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল, ধ্রুব, নির্গুণ অক্ষর স্বরূপের নিরন্তর চিন্তা করেন, তাঁহারা নির্গুণ স্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৩।৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিমিতরে যুক্ততমা ন ভবন্তি? ন। কিন্তু তান্ প্রতি যদ্বক্তব্যং তচ্ছৃণু—যে ত্বিতি। যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তম্। অব্যক্তত্বাদশব্দগোচরমিতি। ন নির্দ্দেষ্টুং শক্যতে। অতোঽনির্দ্দেশ্যম্। অব্যক্তং—ন কেনাঽপি প্রমাণেন ব্যজ্যত ইত্যব্যক্তম্। পর্য্যুপাসতে পরি সমন্তাদুপাসতে। উপাসনং নাম যথাশাস্ত্রমুপাস্যস্যাঽর্থস্য বিষয়ীকরণেন সামীপ্যমুপগম্য তৈলধারাবৎ সমানপ্রত্যয়প্রবাহেণ দীর্ঘকালং যদাসনং তদুপাসনমাচক্ষতে। অক্ষরস্য বিশেষণমাহ—সর্ব্বত্রগং ব্যোমবদ্ব্যাপি। অচিন্ত্যং চাব্যক্তত্বাদচিন্ত্যম্। যদ্ধি করণগোচরং তন্মনসাঽপি চিন্ত্যম্। তদ্বিপরীতত্বাদচিন্ত্যম্। অক্ষরং কূটস্থং। দৃশ্যমানগুণকমন্তর্দ্দোষং বস্তু কূটম্। কূটরূপং কূটসাক্ষ্যমিত্যাদৌ কূটশব্দঃ প্রসিদ্ধো লোকে। তথা চাঽবিদ্যাদ্যনেকসংসারবীজমন্তর্দ্দোষবন্মায়াব্যাকৃতাদিশব্দবাচ্যতয়া—মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরং (ক)—মম মায়া দুরত্যয়েত্যাদৌ প্রসিদ্ধং যত্তৎ কূটম্। তস্মিন্ কূটে স্থিতং কূটস্থং তদধ্যক্ষতয়া। অথবা রাশিরিব স্থিতং কূটস্থম্। অত এবাঽচলম্। যস্মাদচলং তস্মাদ্ধ্রুবম। নিত্যমিত্যর্থঃ॥ ৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সংনিয়ম্যেতি। সংনিয়ম্য সম্যঙ্নিয়ম্য সংহৃত্য। ইন্দ্রিয়গ্রামমিন্দ্রিয়সমুদায়ম্। সর্ব্বত্র সর্ব্বস্মিন্ কালে। সমবুদ্ধয়ঃ—সমা তুল্যা বুদ্ধির্যেষামিষ্টাঽনিষ্টপ্রাপ্তৌ তে সমবুদ্ধয়ঃ। তে য এবংবিধাস্তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ। ন তেষাং বক্তব্যং কিঞ্চিৎ—মাং তে প্রাপ্নুবন্তীতি। জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতমিতি হ্যুক্তম। ন হি ভগবৎস্বরূপাণাং সতাং যুক্ততমত্বমযুক্ততমত্বং বা বাচ্যম্॥ ৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তর্হীতরে কিং ন শ্রেষ্ঠা ইত্যত আহ—যে ত্বিতি দ্বাভ্যাম্। যে ত্বক্ষরং পর্য্যুপাসতে ধ্যায়ন্তি তেঽপি মামেব প্রাপ্নুবন্তীতি দ্বয়োরন্বয়ঃ অক্ষরস্য লক্ষণম্—অনির্দ্দেশ্যমিত্যাদি। অনির্দ্দেশ্যশব্দেন নির্দ্দেষ্টুমশক্যম্। যতোঽব্যক্তং রূপাদিহীনম্। সর্ব্বত্রগং সর্ব্বব্যাপি। অব্যক্তত্বাদেবাঽচিন্ত্যম্। কূটস্থং—কূটে মিথ্যাপ্রপঞ্চেঽধিষ্ঠানত্বেনাঽবস্থিতম্। অচলং স্পন্দনরহিতম্। অত এব ধ্রুবং নিত্যং বৃদ্ধ্যাদিরহিতম্। স্পষ্টমন্যৎ॥ ৩।৪॥

গীতার্থসন্দীপনী। বাক্য যাঁহাকে নির্দ্দেশ করিতে পারে না [অর্থাৎ লৌকিক ভাষা যে জাতি (মনুষ্য, পশ্বাদি) গুণ (নীলত্ব, পীতত্বাদি), ক্রিয়া (গমনোপবেশনাদি), ও সম্বন্ধ (পিতা পুত্রাদি) অবলম্বন করিয়া বস্তুর নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, যিনি তাহা হইতে অতীত] যিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকেন [অর্থাৎ যিনি দেশ, কাল, বস্তু, পরিচ্ছেদশূন্য] যিনি অচিন্ত্য [সর্ব্বত্রব্যাপি বস্তুকে একদেশমাত্রচিন্তনপটু মন ধ্যান করিতে পারিবে কেন? "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" (খ) যাঁহাকে লাভ করিতে গিয়া বাক্য মনের সহিত অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসে—তিনি কি চিন্তার গম্য?] যিনি কূটস্থ [মিথ্যা হইয়াও যাহা সত্যবৎ প্রতীত হয়, তাহার নাম কূট। বাহ্যপ্রপঞ্চের সহিত অজ্ঞানই কূট নামে প্রসিদ্ধ। যিনি এই অজ্ঞানরূপ কূটে আধ্যাসিক সম্বন্ধযুক্ত হইয়া অধিষ্ঠান রূপে স্থিতি করেন, তিনি কূটস্থ। অবিদ্যাকল্পনা মিথ্যা হইলেও তদধিষ্ঠানভূত সাক্ষাৎ চৈতন্য

(ক) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৪।১০। (খ) তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ২।৯।১।

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ ৫ ॥

নিত্য নির্ব্বিকার], যিনি অচল বা যিনি বিকার দ্বারা বিচলিত হয়েন না, যিনি ধ্রুব বা যাঁহার পরিণাম নাই বা নিত্য, সেই অক্ষর ব্রহ্মকে যিনি সমস্ত বৃত্তিবর্জ্জিত হইয়া সমাহিত চিত্তে (অর্থাৎ অনাত্মাকার ভাবৎ জ্ঞানকে তিরস্কার পূর্ব্বক), তৈলধারার ন্যায় অপরিচ্ছিন্ন ভাবে ধ্যান করেন, তিনি নির্গুণ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যিনি শমদমাদি ষট্ সম্পত্তি-সম্পন্ন, যাঁহার সর্ব্বত্রই ব্রহ্মদৃষ্টি, তিনি নির্গুণ স্বরূপারাধনার অধিকারী। যিনি স্বয়ং গুণমায়াবর্জ্জিত হইবেন, তিনিই নির্গুণারাধনার সুযোগ্য অধিকারী॥ ৩।৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। তেষাম্ (সেই) অব্যক্তাসক্তচেতসাং (ব্রহ্মে আসক্তচিত্ত ব্যক্তিগণের) অধিকতরঃ ক্লেশঃ [হয়], হি (যে হেতু) দেহবদ্ভিঃ (দেহাভিমানিগণ কর্ত্তৃক) অব্যক্তা (অব্যক্তবিষয়িণী) গতিঃ (নিষ্ঠা) দুঃখম্ (দুঃখে) অবাপ্যতে (লব্ধ হয়)॥ ৫॥

বঙ্গানুবাদ। নির্গুণ ব্রহ্মে আসক্তচিত্ত ব্যক্তিগণের অধিক ক্লেশ হইয়া থাকে। কেননা, নির্গুণ ব্রহ্ম লাভ করা দেহাভিমানীর পক্ষে নিতান্ত ক্লেশসাধ্য॥ ৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—ক্লেশ ইতি। ক্লেশোঽধিকতরঃ—যদ্যপি মৎকর্ম্মাদিপরাণাং ক্লেশোঽধিক এব। ক্লেশোঽধিকতরস্তক্ষরাত্মনাং পরমার্থদর্শিনাং দেহাঽভিমানপরিত্যাগনিমিত্তঃ। অব্যক্তাসক্তচেতসাম্—অব্যক্ত আসক্তং চেতো যেষাং তেঽব্যক্তাসক্তচেতসঃ। তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্। অব্যক্তা হি যস্মাদগতিরক্ষরাত্মিকা দুঃখং দেহবদ্ভির্দেহাভিমানবদ্ভিরবাপ্যতে। অতঃ ক্লেশোঽধিকতরঃ। অক্ষরোপাসকানাং বদ্বর্ত্তনং তদুপরিষ্টাদ্বক্ষ্যামঃ॥ ৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। নন্বু চ তেঽপি চেৎ ত্বামেব প্রাপ্নুবন্তি তর্হীতরেষাং যুক্ততমত্বং কুতঃ—ইত্যপেক্ষায়াং ক্লেশাঽক্লেশকৃতং বিশেষমাহ—ক্লেশ ইতি ত্রিভিঃ। অব্যক্তে নির্বিশেষেঽক্ষর আসক্তং চেতো যেষাং তেষাং ক্লেশোঽধিকতরঃ। হি যস্মাদব্যক্তবিষয়া গতির্নিষ্ঠা দেহাঽভিমানিভির্দুঃখং যথা ভবত্যেবমবাপ্যতে। দেহাঽভিমানিনাং নিত্যং প্রত্যক্-প্রবণত্বস্য দুর্ঘটত্বাদিতি ভাবঃ॥ ৫॥

গীতাপ্রসন্দীপনী। নির্গুণ ব্রহ্মকে আরাধনা করিতে হইলে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর সমীপে বেদান্ত বাক্যাদির শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা চিত্তকে অতিশয় অন্তর্নিবৃত্ত করা আবশ্যক। কিন্তু সগুণব্রহ্মোপাসককে এত কাঠিন্যের নিষ্পেষণ সহ্য করিতে হয় না; সাত্ত্বিকশ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া ভগবৎপ্রীত্যর্থ সমস্ত কার্য্য সম্পাদন ও পূজাদি করিলেই ব্রহ্ম লাভ হইয়া থাকে। এই সগুণ ব্রহ্মোপাসকের শ্রেষ্ঠত্ব ব্যাখ্যা করাই ভগবানের অভিপ্রায়। যদিও নবম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ং—নির্গুণ ব্রহ্ম

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬ ॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ ৭ ॥

লাভের সুখসাধ্যতা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু তাহা বিবেকাদিসর্ব্বসাধনসম্পন্ন নিষ্কাম কর্ম্ম ও দেহাভিমানবর্জ্জিত পুরুষদিগের জন্যই লক্ষিত হইয়াছে। অহং মমেতি বুদ্ধিযুক্ত পুরুষদিগের পক্ষে নির্গুণ সাধন যে অত্যন্ত ক্লেশকর, এ শ্লোকে তাহাই উক্ত হইল ॥ ৫ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। [হে] পার্থ। যে তু (যে সকল ব্যক্তি) সর্ব্বাণি (সমস্ত) কর্ম্মাণি (কর্ম্ম) ময়ি (আমাতে) সংন্যস্য (অর্পণ পূর্ব্বক) মৎপরাঃ (মৎপরায়ণ হইয়া) অনন্যেন এব (অন্য কোন বিষয় স্মরণ না করিয়া) যোগেন (সমাধিযোগ দ্বারা) মাং (আমাকে) ধ্যায়ন্তঃ (ধ্যান করতঃ) উপাসতে (উপাসনা করেন), ময়ি (আমাতে) আবেশিতচেতসাং (আবিষ্টচিত্ত) তেষাং (তাঁহাদিগের) মৃত্যুসংসারসাগরাৎ (মৃত্যুসমাকুল সংসারসাগর হইতে) ন চিরাৎ (শীঘ্রই) অহং (আমি) সমুদ্ধর্ত্তা (উদ্ধারকর্ত্তা) ভবামি (হইয়া থাকি) ॥ ৬৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে পার্থ! যে সকল ব্যক্তি আমাতে সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ পূর্ব্বক মৎপরায়ণ হইয়া অনন্য সমাধিযোগ দ্বারা কেবল আমারই চিন্তা ও উপাসনা করেন; আমি সেই আমাতে আবিষ্টচিত্ত ব্যক্তিগণকে শীঘ্রই মৃত্যুসমাকুল সংসারসিন্ধু হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি ॥ ৬৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যে ত্বিতি। যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ীশ্বরে সংন্যস্য মৎপরাঃ—অহং পরো যেষাং তে মৎপরাঃ সন্তঃ। অনন্যেনৈব—অবিদ্যমানমন্যদালম্বনং বিশ্বরূপং দেবমাত্মনং মুক্ত্বা যস্য সোঽনন্যঃ। তেনাঽনন্যেনৈব। কেন? যোগেন সমাধিনা। মাং ধ্যায়ন্তশ্চিন্তয়ন্ত উপাসতে ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তেষাং কিং?—তেষামিতি। তেষাং মদুপাসনৈকপরাণামহমীশ্বরঃ সমুদ্ধর্ত্তা। কুত ইতি? আহ—মৃত্যুসংসারসাগরাৎ। মৃত্যুযুক্তঃ সংসারো মৃত্যুসংসারঃ। স এব সাগরবৎ সাগরঃ। দুষ্তরত্বাৎ। তস্মান্মৃত্যুসংসারসাগরাদহং তেষাং সমুদ্ধর্ত্তা ভবামি ন চিরাৎ। কিং তর্হি? ক্ষিপ্রমেব। হে পার্থ। ময্যাবেশিতচেতসাং—ময়ি বিশ্বরূপ আবেশিতং সমাহিতং চেতো যেষাং তে ময্যাবেশিতচেতসঃ। তেষাম্ ॥ ৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। মদ্ভক্তানাং তু মৎপ্রসাদাদনায়াসেনৈব সিদ্ধির্ভবতীত্যাহ—যে ত্বিতি দ্বাভ্যাম্। যে ময়ি পরমেশ্বরে সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্য সমর্প্য মৎপরা ভূত্বা

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥ ৮॥

মাং ধ্যায়ন্তঃ। অনন্যেন—ন বিদ্যতেঽন্যো ভজনীয়ো যস্মিংস্তেনৈব। একান্তভক্তিযোগেনো-পাসত ইত্যর্থঃ॥ ৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তেষামিতি। এবং ময্যাবেশিতং চেতো যৈস্তেষাং। মৃত্যুযুক্তাৎ সংসারসাগরাদহং সম্যগুদ্ধর্ত্তাঽচিরেণ ভবামি॥ ৭॥

গীতার্থসন্দীপনী। সগুণব্রহ্মোপাসক অপেক্ষা নির্গুণব্রহ্মোপাসকগণ যখন অধিক ক্লেশ সহ্য করেন, তখন তাঁহারা অবশ্যই অধিকতর ফল লাভ করিয়া থাকেন। অর্জ্জুনের এই ভ্রম নিরসনার্থ ভগবান্ কহিলেন যে নির্গুণব্রহ্মোপাসকগণ গুরুসেবা, শ্রবণ ও মননাদি কঠোরতম সাধনা দ্বারা যাহা লাভ করিয়া থাকেন, সগুণব্রহ্মোপাসকগণ প্রীতি পূর্ব্বক পূজা করিতে করিতে অনায়াসে তত্ত্বাবস্তের স্ফুরণ নিজ নিজ হৃদয়ে দর্শন করিয়া থাকেন। সগুণ উপাসকগণ যে কেবল সিদ্ধিলাভই করেন, তাহা নহে। শ্রুতি বলিয়াছেন—"স এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে" (ক) অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত উপাসকগণ ব্রহ্মলোকের ঐশ্বর্য্যভোগ করিয়া প্রত্যক্ অভিন্ন অদ্বিতীয় পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করেন। গুরুপদসেবন, শ্রবণ ও মননাদি সাধন না করিয়া শ্রদ্ধান্বিত সগুণব্রহ্মোপাসকগণ কেবল ভক্তির গুণেই কৈবল্য মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। নিত্য, নৈমিত্তক ও স্বাভাবিক—এবং কর্ম্মই যাহারা ভগবান্ বাসুদেবে ন্যস্ত করিয়া ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহারই শরণাগত হয়েন, সুখে, দুঃখে, সম্পদে ও বিপদে, সর্ব্বথা ভগবান্‌ই যাঁহাদের অবলম্বন, ভগবানকে ভুলিয়া ক্ষণার্দ্ধকাল জীবিত থাকা যাঁহারা বিড়ম্বনা মনে করেন, ঈদৃশ সাধকগণ নানাভরণভূষিত, কৃষ্ণ, শ্বেত ও নীলাদি বর্ণযুক্ত, দ্বিভুজ বা চতুর্ভুজ, স্ত্রী বা পুরুষ যে রূপেই তাঁহাদের অভিরুচি হউক—ভগবানের পূজা করিলে, এবং উপাস্য রূপে চিত্তের আবেশ বা সমাধি হইলে ভগবান্ স্বয়ং কর্ণধার হইয়া নিজ পাদাম্বুজরূপ পোতে মৃত্যুময়—অজ্ঞানময়—সংসারসমুদ্র হইতে উপাসকগণকে উদ্ধার করিয়া থাকেন॥ ৬। ৭॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। ময়ি এব (আমাতেই) মনঃ আধৎস্ব (স্থির কর), ময়ি বুদ্ধিং (বুদ্ধিকে) নিবেশয় (স্থাপন কর), অতঃ (ইহা হইতে) ঊর্দ্ধং (পরে অর্থাৎ দেহান্তে) ময়ি এব (আমাতেই) নিবসিষ্যসি (স্থিতি করিবে), [তাহাতে] সংশয়ঃ ন (সন্দেহ নাই)॥৮॥

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন! তুমি মন ও বুদ্ধিকে আমাতে স্থির কর। তাহা হইলে দেহান্তে আমাতে (শুদ্ধ ব্রহ্মে) অভেদভাবে স্থিতি করিবে। তাহাতে সংশয় নাই॥ ৮॥

(ক) প্রশ্নোপনিষৎ, ৫,৫।

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যত এবং তস্মাৎ—ময্যেবেতি। ময্যেব বিশ্বরূপ ঈশ্বরে মনঃ সংকল্পবিকল্পাত্মকমাধৎস্ব স্থাপয়। ময্যেবাঽধ্যবসায়ং কুর্ব্বতীং বুদ্ধিং চাধৎস্ব নিবেশয়। ততস্তে কিং স্যাদিতি? শৃণু—নিবসিষ্যসি নিবৎস্যসি নিশ্চয়েন মদাত্মনা। ময়ি নিবাসং করিষ্যস্যেব। অতঃ শরীরপাতাদূর্দ্ধং। ন সংশয়ঃ সংশয়োঽত্র ন কর্ত্তব্যঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যস্মাদেবং তস্মাৎ—ময্যেবেতি। ময্যেব সংকল্পবিকল্পাত্মকং মন আধৎস্ব স্থিরীকুরু। বুদ্ধিমপি ব্যবসায়াত্মিকাং ময্যেব নিবেশয়। এবং কুর্ব্বন্মৎপ্রসাদেন লব্ধজ্ঞানঃ সন্নত ঊর্দ্ধং দেহান্তে ময্যেব নিবসিষ্যসি নিবৎস্যসি। মদাত্মনা বাসং করিষ্যসি। নাঽত্র সংশয়ঃ। তথা চ শ্রুতিঃ—দেহান্তে দেবঃ পরং ব্রহ্ম তারকং ব্যাচষ্টে (ক) ইতি ॥ ৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। হে অর্জ্জুন! মনকে সমস্ত বস্তু হইতে আকর্ষণ করিয়া আমাতেই স্থির করিয়া রাখ। শব্দাদি বিষয়ে চিত্তকে প্রধাবিত না করিয়া আমাতেই আবিষ্ট কর। বুদ্ধিবৃত্তিতে সর্ব্বদা আমাকেই ধারণা কর। তাহা হইলে আপনা আপনিই তোমার আত্মজ্ঞানের উদয় হইবে, ও মরণান্তে তুমি আমাতেই বিলীন হইবে ॥ ৮ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। [হে] ধনঞ্জয়! অথ [যদি] ময়ি (আমাকে) চিত্তং (মনঃ) স্থিরং (স্থির) সমাধাতুং (রাখিতে) ন শক্নোষি (না পার), ততঃ (তাহা হইলে) অভ্যাসযোগেন (অভ্যাসযোগ দ্বারা) মাম্ (আমাকে) আপ্তুম্ (পাইতে) ইচ্ছ (আকাঙ্ক্ষা কর) ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে ধনঞ্জয়! যদি সগুণ ব্রহ্মে চিত্ত স্থির করিতে না পার, অভ্যাসযোগ দ্বারা আমাকে লাভ করিবার ইচ্ছা কর বা যত্ন কর ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথেতি। অথৈবং যথাঽবোচাম তথা ময়ি চিত্তং সমাধাতুং স্থাপয়িতুং স্থিরমচলং ন শক্নোষি চেত্ততঃ পশ্চাদভ্যাসযোগেন—চিত্তস্যৈকস্মিন্নালম্বনে সর্ব্বতঃ সমাহৃত্য পুনঃ পুনঃ স্থাপনমভ্যাসঃ। তৎপূর্ব্বকো যোগঃ সমাধানলক্ষণঃ। তেনাঽভ্যাসযোগেন মাং বিশ্বরূপমিচ্ছ প্রার্থয়স্বাপ্তুং প্রাপ্তুং হে ধনঞ্জয় ॥ ৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অত্রাঽশক্তং প্রতি সুগমোপায়মাহ—অথেতি। স্থিরং যথা ভবত্যেবং ময়ি চিত্তং ধারয়িতুং যদি শক্তো ন ভবসি তর্হি বিক্ষিপ্তং চিত্তং পুনঃ পুনঃ প্রত্যাহৃত্য মদনুস্মরণলক্ষণো যোঽভ্যাসযোগস্তেন মাং প্রাপ্তুমিচ্ছ। প্রযত্নং কুরু ॥ ৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। সগুণ ব্রহ্মে বিধি পূর্ব্বক চিত্ত স্থির করিতে না পারিলে সাধক যাহাতে ভগবৎ লাভে বঞ্চিত না হয়েন, এইজন্য ভগবান্ দয়া করিয়া বলিতেছেন যে,

(ক) নৃসিংহপূর্ব্বতাপনী, ১।৭

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ১০ ॥

তাহা হইলে অভ্যাসযোগ অবলম্বন করিবে, অর্থাৎ প্রতিমাদি বাহ্যমূর্ত্তিতে ভগবদ্‌বুদ্ধি স্থাপন পূর্ব্বক তাহাকে ভক্তিসহ পূজা করিবে, ও হৃদয়ে সেই রূপের ধ্যান করিবে। তাহা হইলে আমাকে লাভ করিতে পারিবে ॥ ৯ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। অভ্যাসে অপি (অভ্যাসযোগেও) [যদি] অসমর্থঃ অসি (হও), [তবে] মৎকর্ম্মপরমঃ (আমার কর্ম্মপরায়ণ) ভব (হও), মদর্থং (মৎপ্রীত্যর্থ) কর্ম্মাণি (কর্ম্মসমূহ) কুর্ব্বন্ অপি (করিলেও) সিদ্ধিম্ (মোক্ষ) অবাপ্স্যসি (লাভ করিবে) ॥ ১০

বঙ্গানুবাদ। যদি অভ্যাসযোগেও অসমর্থ হও, তবে ভগবৎকর্ম্মপরায়ণ হও। মদর্থে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে তুমি ব্রহ্মভাব লাভ করিবে ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অভ্যাসেঽপীতি। অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽশক্তোঽসি যদি তর্হি মৎকর্ম্মপরমো ভব। মদর্থং কর্ম্ম মৎকর্ম্ম। তৎপরমো মৎকর্ম্মপরমঃ। মৎকর্ম্মপ্রধান ইত্যর্থঃ। অভ্যাসেন বিনা মদর্থমপি কর্ম্মাণি কেবলং কুর্ব্বন্ সিদ্ধিং সত্ত্বশুদ্ধিযোগজ্ঞানপ্রাপ্তি-দ্বারেণাঽবাপ্স্যসি ॥ ১০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যদি পুনর্নৈবং তত্রাহ—অভ্যাস ইতি। যদি পুনরভ্যাসেঽপ্যশক্তোঽসি তর্হি মৎপ্রীত্যর্থানি যানি কর্ম্মাণি—একাদশ্যুপবাসব্রতচর্য্যাপূজানাম-সংকীর্ত্তনাদীনি—তদনুষ্ঠানমেব পরমং যস্য তাদৃশো ভব। এবংভূতানি কর্ম্মাণ্যপি মদর্থং কুর্ব্বন্ মোক্ষং প্রাপ্স্যসি ॥ ১০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যদি সাধক পূর্ব্বোক্ত অভ্যাসযোগও করিতে না পারেন, কৃপাসিন্ধু ভগবান্ তজ্জন্য আরও সহজ উপায় বলিতেছেন যে, তবে আমার প্রীতির জন্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। তদ্‌যথা ১ রাম, কৃষ্ণ, দুর্গা ও শিবাদি নাম শ্রবণ করিবে। ২ সেই নাম আবার আপনিও শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কীর্ত্তন করিবে। ৩ সুখে বা দুঃখে সর্ব্বদা ভগবান্‌কে স্মরণ করিবে। ৪ ভগবৎপ্রতিমাদির চরণ সেবা করিবে। ৫ চন্দন, পুষ্প, ধূপ ও দীপ আদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিবে শরীর, মন ও বাক্য দ্বারা, তাঁহাকে নমস্কার ও বন্দনাদি করিবে। ৭ আপনাকে তাঁহার অনুগত দাস বলিয়া জ্ঞান করিবে। ৮ অথবা তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া বিশ্বাস করিবে। ৯ তোমার শরীর তাঁহাকেই নিবেদন করিয়া দিবে। এই রূপ কর্ম্ম করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি হইবে, এবং আত্মজ্ঞান উদিত হইয়া তোমাকে নির্গুণ ব্রহ্মভাব দান করিবে ১০ ॥

——:০:——

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥ ১১ ॥
শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥ ১২ ॥

অন্বয়বোধিনী। অথ (যদি) এতৎ অপি (ইহাও) কর্ত্তুম্ (করিতে) অশক্তঃ অসি (অক্ষম হও) ততঃ (তবে) মদ্‌যোগম্ (আমার শরণ) আশ্রিতঃ (গ্রহণপূর্ব্বক) যতাত্মবান্ (সংযতাত্মা হইয়া) সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং (সকল কর্ম্মের ফলত্যাগ) কুরু (কর) ॥১১॥

বঙ্গানুবাদ। যদি ভগবৎকর্ম্মানুষ্ঠানেও অসমর্থ হও, তবে আমার যোগ-পরায়ণ ও সংযতাত্মা হইয়া সর্ব্ব কর্ম্মের ফল ত্যাগ কর ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথৈতদিতি। অথ পুনরেতদপি যদুক্তং মৎকর্ম্মপরমত্বং তৎ কর্ত্তুমশক্তোঽসি মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ—ময়ি ক্রিয়মাণানি কর্ম্মাণি সংন্যস্য যৎ করণং তেষাম নুষ্ঠানং স মদ্‌যোগঃ। তমাশ্রিতঃ সন্। সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং—সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং ফলসংন্যাসং সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং। ততোঽনন্তরং কুরু। যতাত্মবান্ সংযতচিত্তঃ সন্নিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অত্যন্তং ভগবদ্ধর্ম্মপরিনিষ্ঠায়ামশক্তস্য পক্ষান্তরমাহ—অথেতি। যদ্যেতদপি কর্ত্তুং ন শক্নোষি তর্হি মদযোগং মদেকশরণত্বমাশ্রিতঃ সন্ সর্ব্বেষাং দৃষ্টাদৃষ্টার্থানামাবশ্যকানাং চাগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মণাং ফলানি নিয়তচিত্তো ভূত্বা পরিত্যজ। এতদুক্তং ভবতি—ময়া তাবদীশ্বরাজ্ঞয়া যথাশক্তি কর্ম্মাণি কর্ত্তব্যানি। ফলং তাবদ্দৃষ্টমদৃষ্টং বা পরমেশ্বরাধীনমিত্যেবং ময়ি ভারমারোপ্য ফলাসক্তিং পরিত্যজ্য বর্ত্তমানো মৎপ্রসাদেন কৃতার্থো ভবিষ্যসীতি ॥ ১১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যদি পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে কার্য্য করিতে না পার, তবে সমস্ত কর্ম্ম আমাতে ন্যস্ত করিয়া শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়বর্গ সংযমপূর্ব্বক নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম সমূহের ফলকামনা পরিত্যাগ কর। নিষ্কাম কর্ম্ম সাধনই ভগবদুপদেশের মুখ্য অভিপ্রায় ॥ ১১ ॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। অভ্যাসাৎ (অবিবেকপূর্ব্বক অভ্যাসযোগ অপেক্ষা) জ্ঞানং শ্রেয়ঃ (শ্রেষ্ঠ), জ্ঞানাৎ (জ্ঞান অপেক্ষা) ধ্যানং বিশিষ্যতে (শ্রেষ্ঠ হয়), ধ্যানাৎ (ধ্যান অপেক্ষা) কর্ম্মফলত্যাগঃ [শ্রেষ্ঠ], অনন্তরং (তৎপরে) ত্যাগাৎ (ত্যাগ হইতে) শান্তিঃ [হয়] ॥ ১২ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন! অভ্যাসযোগ অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান ও ধ্যান অপেক্ষা কর্ম্মফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ। এই ত্যাগানন্তরই মুক্তিরূপ শান্তিলাভ হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ইদানীং সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং স্তৌতি—শ্রেয় ইতি। শ্রেয়ো হি প্রশস্ততরং জ্ঞানম্। কস্মাৎ? অবিবেকপূর্ব্বকাদভ্যাসাৎ। তস্মাদপি জ্ঞানাজ্জ্ঞানপূর্ব্বকং ধ্যানং বিশিষ্যতে। জ্ঞানবতো ধ্যানাদপি কর্ম্মফলত্যাগঃ। বিশিষ্যত ইত্যনুষজ্যতে। এবং কর্ম্মফলত্যাগাৎ পূর্ব্বোক্তবিশেষণবতঃ শান্তিরুপশমঃ সহেতুকস্য সংসারস্যানন্তরমেব স্যাৎ। ন তু কালান্তরমপেক্ষতে।

অজ্ঞস্য কর্ম্মণি প্রবৃত্তস্য পূর্ব্বোপদিষ্টোপায়ানুষ্ঠানাশক্তৌ সর্ব্বকর্ম্মণাং ফলত্যাগঃ শ্রেয়ঃসাধনমুপদিষ্টম্। ন প্রথমমেব। অতশ্চ শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাদিত্যুত্তরোত্তরবিশিষ্টত্বোপদেশেন সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগঃ স্তূয়তে। সম্পন্নসাধনানুষ্ঠানাশক্তাবনুষ্ঠেয়ত্বেন শ্রুতত্বাৎ। কেন সাধর্ম্যেণ স্তুতিত্বং? যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে (ক) ইতি সর্ব্বকামপ্রহাণাদমৃতত্বমুক্তং। তৎ প্রসিদ্ধং চ। কামাশ্চ সর্ব্বে শ্রৌতস্মার্ত্তসর্ব্বকর্ম্মণাং ফলানি। তত্ত্যাগেন চ বিদুষো ধ্যাননিষ্ঠস্যানন্তরৈব শান্তিঃ। ইতি সর্ব্বকামত্যাগসামান্যমজ্ঞস্য সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগস্যাস্তীতি—তৎসামান্যাৎ সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগস্তুতিরিয়ং প্ররোচনার্থা। যথাঽগস্ত্যেন ব্রাহ্মণেন সমুদ্রঃ পীত ইতি—ইদানীন্তনা অপি ব্রাহ্মণা ব্রাহ্মণত্বসামান্যাৎ স্তূয়ন্তে। এবং কর্ম্মফলত্যাগাৎ কর্ম্মযোগস্য শ্রেয়ঃসাধনত্বমভিহিতম্ ॥ ১২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তমিমং ফলত্যাগং স্তৌতি—শ্রেয় ইতি। সম্যগ্জ্ঞানরহিতাদভ্যাসাদ্যুক্তিসহিতোপদেশপূর্ব্বকং জ্ঞানং শ্রেষ্ঠম্। তস্মাদপি তৎপূর্ব্বকং ধ্যানং বিশিষ্টম্। ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ (খ) ইতি শ্রুতেঃ। তস্মাদপ্যুক্তলক্ষণঃ কর্ম্মফলত্যাগঃ শ্রেষ্ঠঃ। তস্মাদেবংভূতাৎ কর্ম্মফলত্যাগাৎ কর্ম্মসু তৎফলেষু চাসক্তিনিবৃত্ত্যা মৎপ্রসাদেন চ সমনন্তরমেব সংসারশান্তির্ভবতি ॥ ১২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। শ্রবণ ও কীর্ত্তনাদি অভ্যাস দ্বারা মননাদি জ্ঞানের অধিকার জন্মে, এইজন্য অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ। আবার নিদিধ্যাসনরূপ ধ্যান, আত্মসাক্ষাৎকারের প্রধান উপায় বলিয়া, উহা জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ধ্যান করিলেও শীঘ্র অজ্ঞানের তিরোভাব হয় না। কিন্তু সঙ্কল্প বা ফলকামনা বর্জ্জিত হইয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে পুনরাবির্ভাবের বীজ সঞ্চিত হইতে পারে না। এই জন্য কর্ম্মফলত্যাগ ধ্যান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বাসনাক্ষয় ও জন্মজন্মান্তরের বীজস্বরূপ অদৃষ্ট বা ধর্ম্মাধর্ম্ম সঞ্চিত হইতে না পারিলেই জীবের মুক্তি বা শান্তি লাভ হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

-:০:-

(ক) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৪।৪।৭। (খ) মুণ্ডকোপনিষৎ, ৩।১।৮।

অন্বয়বোধিনী। সর্ব্বভূতানাম্ (সর্ব্বভূতের প্রতি) অদ্বেষ্টা (দ্বেষরহিত), মৈত্রঃ (মৈত্রীভাবাপন্ন), করুণঃ চ এব (ও দয়াবান্), নির্ম্মমঃ (মমতাবিহীন), নিরহঙ্কারঃ (অহঙ্কার-পরিশূন্য), সমদুঃখসুখঃ (দুঃখে ও সুখে সমচিত্ত), ক্ষমী (ক্ষমাশীল) ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। সর্ব্বভূতেই যাঁহার অদ্বেষদৃষ্টি, মৈত্রীভাব ও করুণা, এবং যিনি নির্ম্মম ও নিরহঙ্কার, দুঃখ সুখে যাঁহার সমান ভাব ও যিনি ক্ষমাশীল ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অত্র চাত্মেশ্বরভেদমাশ্রিত্য বিশ্বরূপ ঈশ্বরে চেতঃসমাধানলক্ষণো যোগ উক্তঃ। ঈশ্বরার্থং কর্ম্মাদ্যনুষ্ঠানাদি চ। অথৈতদপ্যশক্তোঽসীত্যজ্ঞানকার্য্যসূচনাদ্ভেদ-দর্শিনোঽক্ষরোপাসকস্য কর্ম্মযোগ উপপদ্যত ইতি দর্শয়তি। তথা কর্ম্মযোগিনোঽক্ষরোপা সনাঽনুপপত্তিং দর্শয়তি শ্রীভগবান্—তে প্রাপ্নুবন্তি মামেবেতি। অক্ষরোপাসকানাং কৈবল্য-প্রাপ্তৌ স্বাতন্ত্র্যমুক্ত্বেতরেষাং পারতন্ত্র্যাদীশ্বরাধীনতাং দর্শিতবান্—তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তেতি। যদি হীশ্বরস্যাত্মভূতাস্তে মতাঃ—অভেদদর্শিত্বাৎ—অক্ষররূপা এব ত ইতি সমুদ্ধরণকর্ম্মবচনং তান্ প্রত্যপেশলং স্যাৎ। যস্মাচ্চার্জ্জুনস্যাত্যন্তমেব হিতৈষী ভগবাংস্তস্য সম্যগ্দর্শনানন্বিতং কর্ম্মযোগং ভেদদৃষ্টিমন্তমেবোপদিশতি। ন চাত্মানমীশ্বরং প্রমাণতো বুদ্ধা কস্যচিদ্গুণভাবং জিগমিষতি কশ্চিৎ। বিরোধাৎ। তস্মাদক্ষরোপাসকানাং সম্যগ্দর্শননিষ্ঠানাং সংন্যাসিনাং ত্যক্তসর্ব্বৈষণানামদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানামিত্যাদি ধর্ম্মপূগং সাক্ষাদমৃতত্বকারণং বক্ষ্যামীতি প্রবর্ত্ততে—অদ্বেষ্টেতি। অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং—সর্ব্বেষাং ভূতানাং ন দ্বেষ্টা। আত্মনো দুঃখহেতুমপি ন কিঞ্চিদ্দ্বেষ্টি। সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মত্বেন হি যস্মাৎ পশ্যতি। মিত্রতয়া বর্ত্তত ইতি মৈত্রঃ। করুণ এব চ। করুণা কৃপা দুঃখিতেষু দয়া। তদ্বান্ করুণঃ। সর্ব্বভূতাভয়প্রদঃ। সংন্যাসীত্যর্থঃ। নির্ম্মমো মমপ্রত্যয়বর্জ্জিতঃ। নিরহঙ্কারো নির্গতাহংপ্রত্যয়ঃ। সমদুঃখসুখঃ—সমে দুঃখসুখে দ্বেষরাগয়োরপ্রবর্ত্তকে যস্য স সমদুঃখসুখঃ। ক্ষমী ক্ষমাবান্। আক্রুষ্টোঽভিহতো বাঽবিক্রিয় এবাস্তে ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবংভূতস্য ভক্তস্য ক্ষিপ্রমেব পরমেশ্বরপ্রসাদহেতূন্ ধর্ম্মানাহ—অদ্বেষ্টেত্যষ্টভিঃ। সর্ব্বভূতানাং যথাযথমদ্বেষ্টা। মৈত্রঃ। করুণশ্চ। উত্তমেষু দ্বেষশূন্যঃ। সমেষু মিত্রতয়া বর্ত্তত ইতি মৈত্রঃ। হীনেষু কৃপালুরিত্যর্থঃ। নির্ম্মমঃ। নিরহঙ্কারশ্চ। কৃপালুত্বাদেবাঽন্যৈঃ সহ সমে দুঃখসুখে যস্য সঃ। ক্ষমী ক্ষমাশীলঃ ॥ ১৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। পূর্ব্ব কয়েক শ্লোকে নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনার যে নিন্দা করা হইয়াছে, তাহা নির্গুণোপাসনার বিরুদ্ধবাদ জন্য নহে। সগুণোপাসনাই যে সুগম পথ তাহাই ব্যাখ্যা করিবার জন্য। ভগবান্ যে উপাসনাপ্রণালীর তারতম্য দেখাইয়া সুখসাধন ও কৃচ্ছ্রসাধন উল্লেখ করিলেন, তাহাতে ইহা কেহ বুঝিবেন না যে, ইহার মধ্যে ভগবানের চক্ষে একটি ভাল ও অপরটি মন্দ বলিয়া প্রতীত হইতেছে। বস্তুতঃ অধিকারিভেদে সুগম ও কঠিন সাধনপ্রণালী কথিত হইল মাত্র। সগুণ ও নির্গুণ উভয়ই তিনি। যিনি বিশুদ্ধ-

সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৪॥

প্রকৃতি হইয়া তাঁহাকে ভজনা করেন, তিনিই তাঁহার আদর লাভ করিয়া থাকেন। তাই ভগবান্ বলিতেছেন যে, যিনি জগতের মধ্যে কোন প্রাণীর প্রতিকূল হয়েন না, ও কোন প্রাণীকে নিজ প্রতিকূল মনে করেন না, ও সকলের প্রতিই প্রেম ও স্নেহদৃষ্টিতে দেখেন, যাঁহার কোন বস্তুতেই মমত্ববুদ্ধি নাই, ও দেহাদিতে অহংবুদ্ধিও নাই, যিনি সুখে প্রফুল্ল ও দুঃখে ক্ষুব্ধ না হইয়া সর্ব্বদা অবিচলিত থাকেন, এবং যিনি অন্য কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া সামর্থ্য সত্ত্বেও তাহাকে ক্ষমা করেন॥ ১৩॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। সততং (সর্ব্বদা) সন্তুষ্টঃ (আহ্লাদিত), যোগী (সমাহিতচিত্ত), যতাত্মা (সংযতস্বভাব), দৃঢনিশ্চয়ঃ (অটল বিশ্বাসী), ময়ি (আমাতে) অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ (যাঁহার মন বুদ্ধি সমর্পিত), যঃ (যিনি) মদ্ভক্তঃ (আমার ভক্ত) সঃ (তিনি) মে (আমার) প্রিয়ঃ॥ ১৪॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট, সমাহিতচিত্ত, সংযতাত্মা ও দৃঢনিশ্চয় এবং যিনি নিজ মনোবুদ্ধি আমাতে অর্পণ করিয়াছেন, মদ্ভক্তিপরায়ণ ঈদৃশ ব্যক্তিই আমার প্রিয়॥ ১৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সন্তুষ্ট ইতি। সন্তুষ্টঃ সততং নিত্যম্। দেহস্থিতিকারণস্য লাভেঽলাভে চোৎপন্নাঽলংপ্রত্যয়ঃ। তথা গুণবল্লাভে বিপর্য্যয়ে চ সন্তুষ্টঃ। সততং যোগী সমাহিতচিত্তঃ। যতাত্মা সংযতস্বভাবঃ। দৃঢনিশ্চয়ঃ—দৃঢ়ঃ স্থিরো নিশ্চয়োঽধ্যবসায়ো যস্যাত্মতত্ত্ববিষয়ে স দৃঢনিশ্চয়ঃ। ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ—সংকল্পাত্মকং মনঃ। অধ্যবসায়লক্ষণা বুদ্ধিঃ। তে মন্যেবাঽর্পিতে স্থাপিতে যস্য সংন্যাসিনঃ স ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ। য ঈদৃশো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ। প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয় ইতি সপ্তমেঽধ্যায়ে সূচিতম্। তদিহ প্রপঞ্চ্যতে॥ ১৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। সন্তুষ্ট ইতি। সততং লাভেঽলাভে চ সন্তুষ্টঃ সুপ্রসন্নচিত্তঃ। যোগ্যপ্রমত্তঃ। যতাত্মা সংযতস্বভাবঃ। দৃঢো মদ্বিষয়ো নিশ্চয়ো যস্য। ময্যর্পিতে মনোবুদ্ধী যেন। এবংভূতো যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৪॥

গীতার্থসন্দীপনী। তিনি প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তিতে ও সম্পদে বা বিপদে সন্তুষ্ট থাকেন, যিনি সর্ব্বদাই ভগবানে নিবিষ্টচিত্ত, শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি যাঁহার স্ববশ হইয়াছে, যাঁহার ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাস, [অর্থাৎ কোন প্রকার কুতর্কে যাঁহার চিত্ত ভগবদ্ভাব হইতে বিচলিত হয় না] ও যিনি সঙ্কল্প বিকল্প ছাড়িয়া, মন ও বুদ্ধিকে ভগবানেই সমর্পণ করিয়াছেন, এইরূপ ভক্তই ভগবানের প্রিয়॥ ১৪॥

——:o:——

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥ ১৫॥

অন্বয়বোধিনী। যস্মাৎ (যাঁহা হইতে) লোকঃ (কোন ব্যক্তি) ন উদ্বিজতে (সন্তপ্ত হয় না), যঃ চ (ও যিনি) লোকাৎ (অন্য লোক হইতে) ন উদ্বিজতে (সন্তাপ প্রাপ্ত হন না), যঃ চ (এবং যিনি) হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈঃ (হর্ষ, বিষাদ, ভয়, ও উদ্বেগ কর্তৃক) মুক্তঃ, সঃ (তিনি) মে (আমার) প্রিয়ঃ॥ ১৫॥

বঙ্গানুবাদ। যাঁহার দ্বারা কোন ব্যক্তি সন্তপ্ত হয় না ও যিনি নিজেও অন্য কোন ব্যক্তি হইতে সন্তাপ প্রাপ্ত হয়েন না, এবং যিনি হর্ষ, ভয় ও উদ্বেগ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই আমার প্রিয়॥ ১৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যস্মাদিতি। যস্মাৎ সংন্যাসিনো নোদ্বিজতে নোদ্বেগং গচ্ছতি—ন সংতপ্যতে—ন সংক্ষুভ্যতি—লোকঃ। তথা লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ। হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈঃ—হর্ষশ্চামর্ষশ্চ ভয়ং চোদ্বেগশ্চ তৈর্হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তঃ। হর্ষঃ প্রিয়লাভেঽন্তঃকরণস্যোৎকর্ষো রোমাঞ্চনাশ্রুপাতাদিলিঙ্গঃ। অমর্ষোঽভিলষিতপ্রতিঘাতেঽসহিষ্ণুতা। ভয়ং ত্রাসঃ। উদ্বেগ উদ্বিগ্নতা। তৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥ ১৫।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—যস্মাদিতি। যস্মাৎ সকাশাল্লোকো জনো নোদ্বিজতে ভয়শঙ্কয়া সংক্ষোভং ন প্রাপ্নোতি। যশ্চ লোকান্নোদ্বিজতে। যশ্চ স্বাভাবিকৈর্হর্ষাদিভির্মুক্তঃ। তত্র হর্ষঃ স্বস্যেষ্টলাভ উৎসাহঃ। অমর্ষঃ পরস্য লাভেঽসহনম্। ভয়ং ত্রাসঃ। উদ্বেগো ভয়াদিনিমিত্তশ্চিত্তক্ষোভঃ। এতৈর্বিমুক্তো যো মদ্ভক্তঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥১৫॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি শরীর, মন ও বাণী দ্বারা কোন প্রাণীকে পীড়া দেন না, এবং অন্য প্রাণীও যাঁহার কোন ক্ষতি করে না। যিনি সমস্ত জীবকে আত্মবৎ বোধে ও সকলের প্রতি আত্মবৎ প্রেমদৃষ্টিতে দেখেন, কোন জীব তাঁহার ক্ষতি করে না। মৈত্রী ও প্রেমের দ্বারা বন্য হিংস্র জন্তুরও বিরুদ্ধ বুদ্ধি অভিভূত হইয়া যায়। ধ্রুবের সম্মুখে ব্যাঘ্র আসিল বটে, কিন্তু ধ্রুবের প্রেম ও অহিংসা—অদ্বেষবৃত্তি—দ্বারা ব্যাঘ্রের হিংসাবুদ্ধি অভিভূত হইয়া গেল। ব্যাঘ্র ধ্রুবকে আক্রমণ করিল না। যিনি কাহারও ভয়ের কারণ হয়েন না, তিনিও কাহারও নিকট হইতে ভয় পান না। যিনি ইষ্ট বস্তু লাভে হর্ষোৎফুল্ল ও অনিষ্টকর বিষয় সমাগমে দুঃখিত হন না, ব্যাঘ্রাদি দেখিয়া বা ভূত, প্রেত ও মৃত্যু আদি স্মরণ করিয়া যাঁহার ভয়ের উদ্রেক হয় না, এবং কোন অবস্থাতেই যাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হয় না, এতাদৃশ ভক্ত ব্যক্তিই ভগবানের প্রিয় পাত্র॥ ১৫॥

:০:—

অনপেক্ষঃ শুচির্দ্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাঽশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়বোধিনী। অনপেক্ষঃ (নিঃস্পৃহ) শুচিঃ (আচারবান্) দক্ষঃ (পটু) উদাসীনঃ (পক্ষপাতশূন্য) গতব্যথঃ (মনঃপীড়াশূন্য) সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী (সকামকর্ম্মানুষ্ঠানে স্পৃহাশূন্য) যঃ (যিনি) মদ্ভক্তঃ (আমার ভক্ত) সঃ (তিনি) মে (আমার) প্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি নিরপেক্ষ, শুচি, দক্ষ, উদাসীন, ব্যথাবর্জ্জিত ও সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী, এতাদৃশ ভক্তই আমার প্রিয় ॥ ১৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অনপেক্ষ ইতি। দেহেন্দ্রিয়বিষয়সম্বন্ধাদিষপেক্ষা যস্য নাঽস্তি স বিষয়েষনপেক্ষো নিঃস্পৃহঃ। শুচির্ব্বাহ্যেনাঽভ্যন্তরেণ চ শৌচেন সম্পন্নঃ। দক্ষঃ প্রত্যুৎপন্নেষু কার্য্যেষু সদ্যো যথাবৎ প্রতিপত্তুং সমর্থঃ। উদাসীনো ন কস্যচিন্মিত্রাদেঃ পক্ষং ভজতে যঃ স উদাসীনঃ। গতব্যথো গতভয়ঃ। সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী—আরভ্যন্ত ইত্যারম্ভাঃ। ইহাঽমুত্রফলভোগার্থানি কামহেতূনি কর্ম্মাণি সর্ব্বারম্ভাঃ। তান্ পরিত্যক্তুং শীলমস্যেতি সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী। যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—অনপেক্ষ ইতি। অনপেক্ষো যদৃচ্ছয়োপস্থিতেঽপ্যর্থে নিঃস্পৃহঃ। শুচির্বাহ্যাঽভ্যন্তরশৌচসম্পন্নঃ। দক্ষোঽনলসঃ। উদাসীনঃ পক্ষপাতরহিতঃ। গতব্যথ আধিশূন্যঃ। সর্ব্বান্ দৃষ্টাঽদৃষ্টাঽর্থানারম্ভানুদ্যমান্ পরিত্যক্তুং শীলং যস্য সঃ। এবংভূতঃ সন্ যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি বিনাযত্নে প্রাপ্ত বা অনায়াসলব্ধ বস্তুতেও ভোগস্পৃহা করেন না, যাঁহার বাহ্যাভ্যন্তর সদা পবিত্র, মৃজ্জলাদি দ্বারা বাহ্য শরীর, ও মৈত্রী, করুণাদি দ্বারা রাগদ্বেষাদিদূষিত অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া থাকে ; যিনি অবশ্যজ্ঞাতব্য ও অবশ্যকর্ত্তব্য বিষয় সম্পাদনে সমর্থ, যিনি শত্রু ও মিত্র কাহারও প্রতি ভাল বা মন্দ ভাবের পক্ষপাত করেন না, লোকে নিন্দা ও তিরস্কারাদি করিলেও যাঁহার অন্তঃকরণ ব্যথিত হয় না, এবং যিনি লৌকিক বা বৈদিক কোন কার্য্যেরই যত্নপূর্ব্বক আরম্ভ বা উদ্যোগ করেন না, এতাদৃশ অনাসক্ত ভক্তই ভগবানের পরম প্রিয় পাত্র ॥ ১৬ ॥

:o:——

অন্বয়বোধিনী। যঃ (যিনি) [প্রিয়বস্তু পাইয়া] ন হৃষ্যতি (হৃষ্ট হন না), [অপ্রিয়সমাগমে] ন দ্বেষ্টি (দ্বেষ করেন না), ন শোচতি (শোক করেন না), ন কাঙ্ক্ষতি (আকাঙ্ক্ষা করেন না), শুভাঽশুভপরিত্যাগী (শুভাশুভকর্ম্মত্যাগী) যঃ (যিনি) ভক্তিমান্ সঃ (তিনি) মে (আমার) প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাঽপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি হৃষ্ট হন না, কাহারও প্রতি দ্বেষ করেন না, যিনি শোক করেন না, কোন বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করেন না, এবং শুভাশুভপরিত্যাগী, এতাদৃশ ভক্তিমান্ পুরুষই আমার প্রিয় পাত্র ॥ ১৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—যো নেতি। যো ন হৃষ্যতীষ্টপ্রাপ্তৌ। ন দ্বেষ্ট্যনিষ্ট প্রাপ্তৌ। ন শোচতি প্রিয়বিয়োগে। ন চাঽপ্রাপ্তং কাঙ্ক্ষতি। শুভাঽশুভে পুণ্যপাপে কর্ম্মণী পরিত্যক্তুং শীলমস্যেতি শুভাঽশুভপরিত্যাগী। ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—য ইতি। প্রিয়ং প্রাপ্য যো ন হৃষ্যতি। অপ্রিয়ং প্রাপ্য যো ন দ্বেষ্টি। ইষ্টাঽর্থনাশে সতি যো ন শোচতি। অপ্রাপ্তমর্থং যো ন কাঙ্ক্ষতি। শুভাঽশুভে পুণ্যপাপে পরিত্যক্তুং শীলং যস্য সঃ। এবংভূতো ভূত্বা যো মদ্ভক্তিমান্ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ত্রয়োদশ শ্লোকে যে "সমদুঃখসুখঃ" বলিয়াছেন, এ শ্লোকটি তাহারই বিস্তৃত ব্যাখ্যা মাত্র। যিনি প্রিয়বস্তুসমাগমে হর্ষ, অপ্রিয়সমাগমে দ্বেষ, প্রিয়বিগমে শোক, ও ইষ্টবস্তুলাভার্থ আকাঙ্ক্ষা করেন না, এবং স্বর্গাদিলাভের মূলবীজ পুণ্য কর্ম্ম, ও নরকাদি গমনের কারণস্বরূপ পাপ কর্ম্ম অথবা যাহাতে জন্মান্তর লাভ হয়, এরূপ কোন কর্ম্মই করেন না, তাদৃশ ভক্তিমান্ ব্যক্তিই ভগবানের প্রিয় হন ॥ ১৭ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। শত্রৌ চ মিত্রে চ (শত্রু ও মিত্রে), তথা (এবং) মানাঽপমানয়োঃ (মানে ও অপমানে) সমঃ (সমজ্ঞান), শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু (শীত উষ্ণ ও সুখ দুঃখে) সমঃ (সমবুদ্ধি), সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ (সর্ব্বসঙ্গপরিশূন্য) ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। যাঁহার শত্রু ও মিত্রে এক দৃষ্টি, মান ও অপমান এতদুভয়ই যাঁহার সমান, শীত উষ্ণ ও সুখ দুঃখে যাঁহার সমবুদ্ধি এবং যিনি সঙ্গরহিত ॥ ১৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সম ইতি। সমঃ শত্রৌ মিত্রে চ। তথা মানাঽপমানয়োঃ পূজাপরিভবয়োঃ। শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ। সর্ব্বত্র সঙ্গবর্জ্জিতঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—সম ইতি। শত্রৌ চ মিত্রে চ সম একরূপঃ। মানাঽপমানয়োরপি তথা সম এব। হর্ষবিষাদশূন্য ইত্যর্থঃ। শীতোষ্ণয়োঃ সুখদুঃখয়োশ্চ সমঃ। সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ কচিদপ্যনাসক্তঃ ॥ ১৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। "আমারই প্রারব্ধানুসারে কেহ আমার অপকারী শত্রু, কেহ বা আমার উপকারী মিত্র হইয়াছে," ইহাই জানিয়া যিনি শত্রুর প্রতি অসন্তুষ্ট ও মিত্রের প্রতি সন্তুষ্ট হন না, আমার গুণেরই প্রসংশা বা মান, ও আমার দোষেরই নিন্দা, তিরস্কার বা অপমান হইয়া থাকে, এই রূপ বুঝিয়া যিনি আপনাকে "স্বতন্ত্র" জ্ঞান

তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১৯ ॥

করিতে পারেন [অর্থাৎ গুণ দোষের ফলের সঙ্গে আপনাকে প্রশংসিত বা নিন্দিত মনে করেন না] শীতোষ্ণাদিতে যিনি উদ্বেজিত হয়েন না, এবং সুখ ও দুঃখ নিজ প্রারব্ধায়ত্ত জানিয়া যিনি উভয়ই সমভাবে ভোগ করেন [অর্থাৎ সুখে উৎফুল্ল বা দুঃখে কুণ্ঠিত হন না] এবং যিনি চেতন ও অচেতন কোন বস্তুরই রমণীয়তায় মুগ্ধ হইয়া আসক্তচিত্ত হন না, তিনি ভগবানের অতি প্রিয় পাত্র। ১৮ ॥

—:০:

অন্বয়বোধিনী। তুল্যনিন্দাস্তুতিঃ (নিন্দা ও প্রশংসায় তুল্যজ্ঞান বিশিষ্ট), মৌনী (মৌনব্রতাবলম্বী), যেন কেনচিৎ (যৎকিঞ্চিৎ লাভে) সন্তুষ্টঃ (প্রসন্ন), অনিকেতঃ (আশ্রয়রহিত), স্থিরমতিঃ (অচলচিত্ত), ভক্তিমান্ (ভক্তিযুক্ত), নরঃ মে (আমার) প্রিয়ঃ ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। নিন্দা ও স্তুতি এতদুভয়ই যাঁহার সমান, যিনি মৌনী, যিনি যে কোন প্রকার হউক, অন্ন বস্ত্র লাভে সন্তুষ্ট, যিনি গৃহবর্জ্জিত, স্থিরমতি, সেই ভক্তিমান্ পুরুষই আমার প্রিয় ॥ ১৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—তুল্যনিন্দেতি। তুল্যনিন্দাস্তুতিঃ—নিন্দা চ স্তুতিশ্চ নিন্দাস্তুতী। তে তুল্যে যস্য স তুল্যনিন্দাস্তুতিঃ। মৌনী মৌনবান্ সংযতবাক্। সন্তুষ্টো যেন কেনচিচ্ছরীরস্থিতিহেতুমাত্রেণ। তথাচোক্তং—যেন কেনচিদাচ্ছন্নো যেন কেনচিদাশিতঃ। যত্র ক্বচন শায়ী স্যাত্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥ (ক) ইতি। কিঞ্চ—অনিকেতঃ—নিকেত আশ্রয়ো নিবাসো নিয়তো ন বিদ্যতে যস্য সোঽয়মনিকেতঃ। নাগার ইত্যাদি স্মৃত্যন্তরাৎ। স্থিরা পরমার্থবস্তুবিষয়া মতির্যস্য স স্থিরমতিঃ। ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—তুল্যনিন্দাস্তুতিরিতি। তুল্যা নিন্দা স্তুতিশ্চ যস্য সঃ। মৌনী সংযতবাক্। যেন কেনচিদ্যথালব্ধেন সন্তুষ্টঃ। অনিকেতো নিয়তবাসশূন্যঃ। স্থিরমতির্ব্যবস্থিতচিত্তঃ। এবংভূতো ভক্তিমান্ যঃ স নরো মম প্রিয়ঃ ॥ ১৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। কেহ ভাল বা মন্দ কার্য্য করিলে লোকে তাহাতে সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইয়া স্তুতি বা নিন্দা করিয়া থাকে। লোকে কার্য্যেরই স্তুতি বা নিন্দা করিতেছে, কার্য্যই হৃষ্ট ও বিষণ্ণ হয় হউক। "আমি" তাহাতে সুখী বা দুঃখী হইব কেন ? এই রূপ বিচার করিয়া যিনি উভয়েরই প্রতি ঔদাস্য প্রকাশ করেন, যিনি মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন, বলবৎ প্রারব্ধ যে অন্ন বস্ত্রাদি আনিয়া দেয়, ভাল মন্দ বিচার না করিয়া তাহাতেই যিনি সন্তুষ্ট থাকেন, যিনি নিয়মপূর্ব্বক এক স্থানে নিবাস করেন না, ও যাঁহার মতি-গতি ভগবানেই অবিচলিত থাকে, তাদৃশ ভক্তিমান্ ব্যক্তিই ভগবানের পরম আদরের পাত্র ॥ ১৯ ॥

——:০:——

(ক) মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২৪৫।১২।

যে তু ধর্ম্ম্যামৃতমিদং * যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে ভক্তিযোগো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়বোধিনী। যে তু (যে সকল ব্যক্তি) যথোক্তম্ (উক্ত প্রকারে) ইদং (এই) ধর্ম্ম্যামৃতং (ধর্ম্মবিষয়ক সুধা) শ্রদ্দধানাঃ (শ্রদ্ধাবান্) মৎপরমাঃ (মৎপরায়ণ হইয়া) পর্য্যুপাসতে (অনুষ্ঠান করেন,) তে (সেই) ভক্তাঃ (ভক্তগণ) মে (আমার) অতীব (অত্যন্ত) প্রিয়াঃ (প্রিয়) ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে সকল ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্ ও মৎপরায়ণ হইয়া পূর্ব্বোক্ত রূপ ধর্ম্মামৃত পান করেন, সেই ভক্তিমান্ পুরুষগণ আমার অতীব প্রিয় ॥ ২০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানামিত্যাদিনাঽক্ষরস্যোপাসকানাং নিবৃত্ত-সর্ব্বৈষণানাং সংন্যাসিনাং পরমার্থজ্ঞাননিষ্ঠানাং ধর্ম্মজাতং প্রক্রান্তমুপসংহরতি—যে ত্বিতি। যে তু সংন্যাসিনঃ। ধর্ম্ম্যামৃতং—ধর্ম্মাদনপেতং ধর্ম্ম্যং চ তদমৃতং চ ধর্ম্ম্যামৃতম্। অমৃতত্বহেতুত্বাৎ। ইদং যথোক্তমদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানামিত্যাদিনা পর্য্যুপাসতেঽনুতিষ্ঠন্তি শ্রদ্দধানাঃ সন্তঃ। মৎপরমা যথোক্তাঃ। অহমক্ষরাত্মা পরমো নিরতিশয়া গতির্যেষাং তে মৎপরমাঃ। মদ্ভক্তাশ্চোত্তমাং পরমার্থজ্ঞানলক্ষণাং ভক্তিমাশ্রিতাঃ। তেঽতীব মে প্রিয়াঃ। প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমিতি যৎ সূচিতং তদ্ব্যাখ্যায়েহোপসংহৃতম্। ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়া ইতি। যস্মাদ্ধর্ম্ম্যামৃতমিদং যথোক্তমনুতিষ্ঠন্ ভগবতো বিষ্ণোঃ পরমেশ্বরস্যাঽতীব মে প্রিয়ো ভবতি তস্মাদিদং ধর্ম্ম্যামৃতং মুমুক্ষুণা যত্নতোঽনুষ্ঠেয়ং। বিষ্ণোঃ প্রিয়ং পরং ধাম জিগমিষুণেতি বাক্যার্থঃ ॥ ২০ ॥

ইতি শাঙ্করে শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। উক্তং ধর্ম্মজাতং সফলমুপসংহরতি—যে ত্বিতি। যথোক্তমুক্তপ্রকারম্। ধর্ম্ম এবামৃতম্—অমৃতত্বসাধনত্বাৎ। ধর্ম্ম্যামৃতমিতি কেচিৎ পঠন্তি। যে তদুপাসতেঽনুতিষ্ঠন্তি-শ্রদ্ধাং কুর্ব্বন্তঃ। মৎপরাশ্চ সন্তঃ। মদ্ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়া ইতি ॥২০॥

দুঃখমব্যক্তবর্ত্মৈতদ্বহুবিঘ্নমতো বুধঃ।
সুখং কৃষ্ণপদাম্ভোজভক্তিসৎপথমাশ্রয়েৎ ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াং ভগবদ্গীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং ভক্তিযোগো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

* যে তু ধর্ম্মামৃতমিদমিতি শ্রীধরস্বামিধৃতঃ পাঠঃ।

গীতার্থসন্দীপনী। যাঁহারা মুমুক্ষু, তাঁহারা যদি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া সগুণ ও নির্গুণ-উভয়তঃ অভেদবোধে পূর্ব্বকথিত ধর্ম্ম অর্থাৎ অদ্বেষ্টৃত্বাদি পবিত্র প্রকৃতি লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে "তৎ" পদার্থ স্বরূপ ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয়েন।

ভক্তি পূর্ব্বক উপাসনা করিলে কিরূপে ভগবান্‌কে লাভ করা যায়, কিরূপে উপাসনা করিতে ও কিরূপে ভক্তি করিতে হয়, ভক্তি ব্যতীত কোন সাধনেই যে তাঁহাকে সহজে লাভ করা যায় না, ভক্তের প্রতি ভগবান্ কত অপ্রার্থিত অনুগ্রহ বিতরণ করিয়া থাকেন, প্রকৃত ভক্তিমান্ হইতে হইলে কীদৃশ নির্ম্মলপ্রকৃতিযুক্ত হইতে হয় তাহা গীতার দ্বিতীয় ষট্‌কে (৭ম— ১২শ অধ্যায়ে) ব্যাখ্যাত হইল ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামী মহোদয়ের
প্রণীত "গীতার্থ-সন্দীপনী" নামক ভাষা তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার
দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

——:o:——

॥ দ্বিতীয় ষট্‌ক ॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ।

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ।
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ কেশব ॥১॥*

অন্বয়বোধিনী। অর্জ্জুন উবাচ। [হে] কেশব! প্রকৃতিং পুরুষং চ এব (প্রকৃতি ও পুরুষ) ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞং চ এব (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ) জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ (জ্ঞান ও জ্ঞেয়) এতৎ (এই সমস্ত) বেদিতুম্ (জানিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি) ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ। অর্জ্জুন কহিলেন, হে কেশব! প্রকৃতি পুরুষ, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, এবং জ্ঞান ও জ্ঞেয়—এই কয়েকটীর তত্ত্ব জানিতে আমি ইচ্ছা করি ॥ ১॥

গীতার্থসন্দীপনী। গীতার প্রথম ষট্‌কে (১ম—৬ষ্ঠ অধ্যায়ে) "ত্বং" পদার্থ নিরূপিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ষট্‌কে (৭ম—১২শ অধ্যায়ে) "তৎ" পদার্থ নিরূপিত হইল। এক্ষণে "তৎ+ত্বং" এতৎপদদ্বয়ের অভেদভাব বা তত্ত্বজ্ঞান নিরূপণার্থ ১৩শ অধ্যায় হইতে গীতার তৃতীয় ষট্‌ক আরব্ধ হইল।

ভগবান্ সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাযুক্ত সাধককে স্বয়ং সংসারসিন্ধু হইতে উদ্ধার করেন বলিয়াছেন। আবার "তরতি শোকমাত্মবিৎ" (ক)। "তবত্যবিদ্যাং বিততাং হৃদি যস্মিন্নিবেশিতে।" ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতি বচনে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে আত্মজ্ঞান ব্যতীত অজ্ঞান রূপ সংসার উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। সুতরাং এক্ষণে দ্বৈতাদ্বৈত সংশয় নিরসন পূর্ব্বক আত্মজ্ঞান ব্যাখ্যা শ্রবণ করা অর্জ্জুন বিশেষ আবশ্যক মনে করিলেন। কেননা ব্রহ্মাত্মজ্ঞান ভিন্ন জন্মমরণাদি অনর্থরাশির বিনাশ হয় না। শ্রুতি বলিয়াছেন—"মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" (খ)—যিনি অদ্বিতীয় ব্রহ্মে দ্বৈত ভাব করেন, তিনি বারংবার জন্ম মরণের অধীন হয়েন। জীব ব্রহ্মে অভেদ বুদ্ধি হইলেই মনুষ্যের সকল ভ্রম বিনষ্ট হইয়া যায়। শরীর কি? সুখদুঃখাদির ভোক্তা কে? আত্মা, ভিন্ন ভিন্ন শরীরে ভিন্ন ভিন্ন, অথবা এক? ইত্যাদি বিষয় এক্ষণে আলোচিত হইবে ॥ ১ ॥

* শঙ্করাচার্য্য ও শ্রীধরস্বামী এই শ্লোক ধরেন নাই। গীতার্থসন্দীপনীকার ইহার অনুবাদ ও ব্যাখ্যা দিয়াছেন। সুতরাং আমরাও এই শ্লোক দিলাম। সম্পাদক।

(ক) ছান্দোগ্য, ৭।১।৩। (খ) বৃহদারণ্যক, ৪।৪।১৯।

শ্রীভগবানুবাচ।

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ॥ ২॥

অন্বয়বোধিনী। শ্রীভগবান্ উবাচ। [হে] কৌন্তেয়! ইদং (এই) শরীরং (শরীর) ক্ষেত্রম্ (ক্ষেত্র) ইতি (এই নামে) অভিধীয়তে (অভিহিত হয়)। যঃ (যিনি) এতৎ (ইহা) বেত্তি (জানেন), তদ্বিদঃ (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞবেত্তাগণ) তং (তাঁহাকে) ক্ষেত্রজ্ঞঃ ইতি (ক্ষেত্রজ্ঞ এইরূপ) প্রাহুঃ (বলিয়া থাকেন)॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ। ভগবান্ কহিলেন, এই শরীর ক্ষেত্র নামে অভিহিত হয় এবং এতৎক্ষেত্রবেত্তা ক্ষেত্রজ্ঞ নামে প্রসিদ্ধ। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এতদুভয়কে যাঁহারা জ্ঞাত আছেন, তাঁহারা এই রূপ বলিয়া থাকেন॥ ২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সপ্তমেঽধ্যায়ে সূচিতে দ্বে প্রকৃতী ঈশ্বরস্য। ত্রিগুণাত্মিকাঽষ্টধা ভিন্নাঽপরা সংসারহেতুত্বাৎ। পরা চাঽন্যা জীবভূতা ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণেশ্বরাত্মিকা। যাভ্যাং প্রকৃতিভ্যামীশ্বরো জগদুৎপত্তিস্থিতিলয়হেতুত্বং প্রতিপদ্যতে। তত্র ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণপ্রকৃতিদ্বয়নিরূপণদ্বারেণ তদ্বত ঈশ্বরস্য তত্ত্বনির্দ্ধারণার্থং ক্ষেত্রাঽধ্যায় আরভ্যতে। অতীতাঽনন্তরাঽধ্যায়ে চ—অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানামিত্যাদিনা যাবদধ্যায়পরিসমাপ্তিস্তাবত্তত্ত্বজ্ঞানিনাং সংন্যাসিনাং নিষ্ঠা যথা তে বর্ত্তন্ত ইত্যেতদুক্তম্। কেন পুনস্তে তত্ত্বজ্ঞানেন যুক্তা যথোক্তধর্ম্মাচরণাদ্ভগবতঃ প্রিয়া ভবন্তীতি? এবমর্থশ্চাঽয়মধ্যায় আরভ্যতে। প্রকৃতিশ্চ ত্রিগুণাত্মিকা সর্ব্বকার্য্যকরণবিষয়াকারেণ পরিণতা পুরুষস্য ভোগাঽপবর্গার্থকর্ত্তব্যতয়া দেহেন্দ্রিয়াদ্যাকারেণ সংহন্যতে। সোঽয়ং সংঘাত ইদং শরীরম্। তদেতদ্ভগবানুবাচ—ইদমিতি। ইদমিতি সর্ব্বনাম্নোক্তং বিশিনষ্টি শরীরমিতি। হে কৌন্তেয় ক্ষতত্রাণাৎ ক্ষয়াৎ ক্ষরণাৎ ক্ষেত্রবদ্বাঽস্মিন্ কর্ম্মফলনিষ্পত্তেঃ ক্ষেত্রমিতি। ইতিশব্দঃ এবংশব্দপদার্থকঃ। ক্ষেত্রমিত্যেবমভিধীয়তে কথ্যতে। এতচ্ছরীরং ক্ষেত্রং যো বেত্তি বিজানাতি—আপাদতলমস্তকং জানেন বিষয়ীকরোতি—স্বাভাবিকেনৌপদেশিকেন বা বেদনেন বিষয়ীকরোতি বিভাগশঃ—তং বেদিতারং প্রাহুঃ কথয়ন্তি—ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি। ইতিশব্দ এবংশব্দপদার্থক এব পূর্ব্ববৎ। ক্ষেত্রজ্ঞ ইত্যেবম্। কে? তদ্বিদঃ। তৌ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞৌ যে বিদন্তি বিজানন্তি তে তদ্বিদঃ॥ ২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।

ভক্তানামহমুদ্ধর্ত্তা সংসারাদিত্যবাদি যৎ।
ত্রয়োদশেঽথ তৎসিদ্ধ্যৈ তত্ত্বজ্ঞানমুদীর্য্যতে॥

তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ। ভবামি ন চিরাৎ পার্থ—ইতি পূর্ব্বং প্রতিজ্ঞাতম্। ন চাত্মজ্ঞানং বিনা সংসারাদুদ্ধরণং সম্ভবতীতি তত্ত্বজ্ঞানোপদেশার্থং প্রকৃতিপুরুষ-

ক্ষেত্রজ্ঞং চাঽপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম ॥ ৩ ॥

বিবেকাঽধ্যায় আরভ্যতে। তত্র যৎ সপ্তমেঽধ্যায়ে—অপরা পরা চেতি—প্রকৃতিদ্বয়মুক্তং তয়োরবিবেকাজ্জীবভাবমাপন্নস্য চিদংশস্যাঽয়ং সংসারঃ। যাভ্যাং চ জীবোপভোগার্থমীশ্বরস্য সৃষ্ট্যাদিষু প্রবৃত্তিঃ। তদেব প্রকৃতিদ্বয়ং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞশব্দবাচ্যং পরস্পরং বিবিক্তং তত্ত্বতো নিরূপয়িষ্যন্ ভগবানুবাচ—ইদমিতি। ইদং ভোগায়তনং শরীরং ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে। সংসারস্য প্ররোহভূমিত্বাৎ। এতদ্ যো বেত্তি—অহং মমেতি মন্যতে—তং ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি প্রাহুঃ। কৃষীবলবত্তৎফলভোক্তৃত্বাৎ। তদ্বিদঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্বিবেকজ্ঞাঃ ॥ ২।

গীতার্থসন্দীপনী। শ্রোত্রাদি দশ ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ চতুষ্টয় ও পঞ্চ প্রাণ সহিত সুখ দুঃখের এই ভোগায়তন শরীরের নাম ক্ষেত্র। অবিদ্যা দ্বারা যে আত্মার নাশ ও বিদ্যার দ্বারা যে আত্মার রক্ষা হয় তাহার নাম ক্ষেত্র। অথবা যাহা দ্বারা রাগদ্বেষাদিযুক্ত ব্যক্তি বিনষ্ট হয়, তাহার নাম ক্ষেত্র। কিংবা যাহা শমদমাদিসাধনসম্পন্ন ব্যক্তিকে জন্ম মরণ হইতে রক্ষা করে, তাহার নাম ক্ষেত্র। অথবা দীপশিখার ন্যায় যাহা আপনা আপনি ক্ষীণ হইয়া যায়, তাহার নাম ক্ষেত্র। কিংবা যে ভূমি হইতে সুখ দুঃখ রূপ ফল উৎপন্ন হয় তাহার নাম ক্ষেত্র। এই শরীর মধ্যে থাকিয়া যিনি "অহং" ও "মম" অভিমান করেন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ। কৃষকগণ যেমন ভূমি হইতে ফল উৎপাদন করিয়া ভোগ করে, তদ্রূপ যিনি শরীরে থাকিয়া শুভাশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক সুখ দুঃখাদি ফল ভোগ করেন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ। শরীর জড় ও আত্মা সচ্চিদানন্দস্বরূপ। এই তত্ত্ব যিনি বিদিত আছেন, তিনিই শরীরকে ক্ষেত্র ও জীবকে ক্ষেত্রজ্ঞ সংজ্ঞা দিয়াছেন ॥ ২ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। [হে] ভারত! সর্ব্বক্ষেত্রেষু অপি (সমস্ত ক্ষেত্রেই) মাং (আমাকে) ক্ষেত্রজ্ঞং বিদ্ধি (ক্ষেত্রজ্ঞ জানিও); ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের) যৎ (যে) জ্ঞানং (অববোধ) তৎ জ্ঞানম্ (সেই জ্ঞান) মম মতম্ (আমার অভিমত) ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে ভারত! তুমি অদ্বিতীয়ব্রহ্মরূপ আমাকে সমস্ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞরূপে বিদিত হও; এবং ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এতদুভয়ের পৃথক্ জ্ঞানই আমার মতে প্রকৃত জ্ঞান ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞাবুক্তৌ। কিমেতাবন্মাত্রেণ জ্ঞানেন জ্ঞাতব্যাবিতি? নেতি। উচ্যতে—ক্ষেত্রজ্ঞমিতি। ক্ষেত্রজ্ঞং যথোক্তলক্ষণং চাঽপি মাং পরমেশ্বরমসংসারিণং বিদ্ধি জানীহি। যোঽসৌ সর্ব্বক্ষেত্রেষ্বেকঃ ক্ষেত্রজ্ঞো ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তা হ্যনেকক্ষেত্রোপাধিপ্রবিভক্তস্তং নিরস্তসর্ব্বোপাধিভেদং সদসদাদিশব্দপ্রত্যয়াঽগোচরং বিদ্ধীত্যভিপ্রায়ঃ। হে ভারত যস্মাৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরযাথাত্ম্যব্যতিরেকেণ ন জ্ঞানগোচরমন্যদব-

শিষ্টমিতি তস্মাৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞেয়ভূতয়োর্যজ্‌জ্ঞানং—ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞৌ যেন জ্ঞানেন বিষয়ী-ক্রিয়েতে—তজ্‌জ্ঞানং সম্যগ্‌জ্ঞানমিতি মতমভিপ্রায়ো মমেশ্বরস্য বিষ্ণোঃ।

নম্ব সর্ব্বক্ষেত্রেষ্বেক এবেশ্বরঃ। নাঽন্যস্তদ্ব্যতিরিক্তো ভোক্তা বিদ্যতে চেৎ—তত ঈশ্বরস্য সংসারিত্বং প্রাপ্তম্‌। ঈশ্বরব্যতিরেকেণ বা সংসারিণোঽন্যস্যাঽভাবাৎ সংসারাঽভাবপ্রসঙ্গঃ। তচ্চোভয়মনিষ্টম্‌। বন্ধমোক্ষতদ্ধেতুশাস্ত্রাঽনর্থক্যপ্রসঙ্গাৎ। প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণবিরোধাচ্চ।

প্রত্যক্ষেণ তাবৎ সুখদুঃখতদ্ধেতুলক্ষণঃ সংসার উপলভ্যতে। জগদ্বৈচিত্র্যোপলব্ধেশ্চ ধর্ম্মাঽধর্ম্মনিমিত্তঃ সংসারোঽনুমীয়তে। সর্ব্বমেতদনুপপন্নমাত্মেশ্বরৈকত্বে।

ন। জ্ঞানাঽজ্ঞানয়োরন্যত্বেনোপপত্তেঃ। দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা (ক)। তথা—তয়োর্ব্বিদ্যাঽবিদ্যয়োঃ ফলভেদোঽপি বিরুদ্ধো নির্দ্দিষ্টঃ—শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চেতি। বিদ্যাবিষয়ঃ শ্রেয়ঃ। প্রেয়স্ত্ববিদ্যাকার্য্যমিতি।

তথা চ ব্যাসঃ—দ্বাবিমাবথ পন্থানৌ (গ) ইত্যাদি। ইমৌ দ্বাবেব পন্থানাবিত্যাদি চ। ইহ চ দ্বে নিষ্ঠে উক্তে। অবিদ্যা চ সহ কার্য্যেণ বিদ্যয়া হাতব্যেতি শ্রুতিস্মৃতিন্যায়েভ্যোঽবগম্যতে।

শ্রুতয়স্তাবৎ—ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ (ঘ)। তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় (ঙ)। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ বিভেতি কুতশ্চন (চ)। অবিদুষস্তু—অথ তস্য ভয়ং ভবতি (ছ)। অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ (জ)। ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি (ঝ)। অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ যথা পশুরেবং স দেবানাম্‌ (ঞ)। আত্মবিদঃ—স ইদং সর্ব্বং ভবতি (ট)। যদা চর্ম্মবৎ (ঠ)।—ইত্যাদ্যাঃ সহস্রশঃ।

স্মৃতয়শ্চ—অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ। ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ। সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র।—ইত্যাদ্যাঃ।

ন্যায়তশ্চ—সর্পান্ কুশাঽগ্রাণি তথোদপানং জ্ঞাত্বা মনুষ্যাঃ পরিবর্জ্জয়ন্তি।
অজ্ঞানতস্তত্র পতন্তি কেচিজ্‌জ্ঞানে ফলং পশ্য যথা বিশিষ্টম্‌॥

তথা চ দেহাদিষ্বনাত্মস্বাত্মবুদ্ধিরবিদ্বান্ রাগদ্বেষাদিপ্রযুক্তো ধর্ম্মাঽধর্ম্মানুষ্ঠানকৃজ্জায়তে ম্রিয়তে চেত্যবগম্যতে। দেহাদিব্যতিরিক্তাত্মদর্শিনো রাগদ্বেষাদিপ্রহাণাৎ তদপেক্ষধর্ম্মাঽধর্ম্ম-প্রবৃত্ত্যুপশমান্মুচ্যন্ত—ইতি ন কেনচিৎ প্রত্যাখ্যাতুং শক্যং ন্যায়তঃ।

তত্রৈবং সতি ক্ষেত্রজ্ঞস্যেশ্বরস্যৈব সতোঽবিদ্যাকৃতোপাধিভেদতঃ সংসারিত্বমিব ভবতি। যথা দেহাদ্যাত্মত্বমাত্মনঃ। সর্ব্বজন্তূনাং হি প্রসিদ্ধো দেহাদিষ্বনাত্মস্বাত্মভাবো নিশ্চিতোঽবিদ্যাকৃতঃ। যথা স্থাণৌ পুরুষনিশ্চয়ঃ। ন চৈতাবতা পুরুষধর্ম্মঃ স্থাণোর্ভবতি। স্থাণুধর্ম্মো বা

(ক) কঠোপনিষৎ, ২।৪। (খ) কঠোপনিষৎ, ২।২। (গ) মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২৪।৬।
(ঘ) কঠোপনিষৎ, ২।৫। (ঙ) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৩।৮—৬।১৫। (চ) তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ২।৯।১।
(ছ) তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ২।৭।১। (জ) কঠোপনিষৎ, ২।৫। মুণ্ডকোপনিষৎ, ১।২।৮।
(ঝ) মুণ্ডকোপনিষৎ, ৩।২।৯। (ঞ) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ১।৪।১০।
(ট) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৩।৭।১—১।৪।১০। (ঠ) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৬।২০।

পুরুষস্ত। তথা ন চৈতন্যং ধর্মো দেহস্য। দেহধর্মো বা চেতনস্য। সুখদুঃখমোহাত্মকত্বাদিরাত্মনো ন যুক্তঃ। অবিদ্যাকৃতত্বাঽবিশেষাৎ। জরামৃত্যুবৎ।

ন। অতুল্যত্বাদিতি চেৎ ?

স্থাণুপুরুষৌ জ্ঞেয়াবেব সন্তৌ জ্ঞাত্রাঽজ্ঞোঽন্যস্মিন্নধ্যস্তাববিদ্যয়া। দেহাত্মনোস্তু জ্ঞেয়জ্ঞাত্রোরেবেতরেতরাঽধ্যাস ইতি ন সমো দৃষ্টান্তঃ।

অতো দেহধর্মো জ্ঞেয়োঽপি জ্ঞাতুরাত্মনো ভবতীতি চেৎ ?

ন। অচৈতন্যাদিপ্রসঙ্গাৎ। যদি হি জ্ঞেয়স্য দেহাদেঃ ক্ষেত্রস্য ধর্মাঃ সুখদুঃখমোহেচ্ছাদয়ো জ্ঞাতুরাত্মনো ভবন্তি তর্হি—জ্ঞেয়স্য ক্ষেত্রস্য ধর্মাঃ কেচনাত্মনো ভবন্ত্যবিদ্যাঽধ্যারোপিতাঃ। জরামরণাদয়স্তু ন ভবন্তীতি বিশেষহেতুর্বক্তব্যঃ।

ন ভবন্তীত্যস্ত্যনুমানম্। অবিদ্যাঽধ্যারোপিতত্বাজ্জরাদিবদিতি। হেয়ত্বাৎ। উপাদেয়ত্বাচ্চেত্যাদি।

তত্রৈবং সতি কর্তৃত্বভোক্তৃত্বলক্ষণঃ সংসারো জ্ঞেয়স্থো জ্ঞাতর্যবিদ্যয়াঽধ্যারোপিত ইতি। ন তেন জ্ঞাতুঃ কিঞ্চিদ্দুষ্যতি। যথা বালৈরধ্যারোপিতেনাকাশস্য তলমলিনত্বাদিনা।

এবং চ সতি সর্বক্ষেত্রেষ্বপি সতো ভগবতঃ ক্ষেত্রজ্ঞস্যেশ্বরস্য সংসারিত্বগন্ধমাত্রমপি নাশঙ্ক্যম্। ন হি ক্বচিদপি লোকেঽবিদ্যাঽধ্যস্তেন ধর্মেণ কস্যচিদুপকারোঽপকারো বা দৃষ্টঃ।

যত্তুক্তং ন সমো দৃষ্টান্ত ইতি—তদসৎ।

কথম্ ?

অবিদ্যাঽধ্যাসমাত্রং হি দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োঃ সাধর্ম্যং বিবক্ষিতম্। তন্ন ব্যভিচরতি। যত্তু জ্ঞাতরি ব্যভিচরতীতি মন্যসে—তস্যাঽপ্যনৈকান্তিকত্বং দর্শিতং জরাদিভিঃ।

অবিদ্যাবত্ত্বাৎ ক্ষেত্রজ্ঞস্য সংসারিত্বমিতি চেৎ ?

ন। অবিদ্যায়াস্তামসত্বাৎ। তামসো হি প্রত্যয়ঃ—আবরণাত্মকত্বাদবিদ্যা—বিপরীতগ্রাহকঃ। সংশয়োপস্থাপকো বা। অগ্রহণাত্মকো বা। বিবেকপ্রকাশভাবে তদভাবাৎ। তামসে চাবরণাত্মকে তিমিরাদিদোষে সত্যগ্রহণাদেরবিদ্যাত্রয়স্যোপলব্ধঃ।

অত্রাহ—এবং তর্হি জ্ঞাতৃধর্মোঽবিদ্যা ?

ন। করণে চক্ষুষি তৈমিরকত্বাদিদোষোপলব্ধেঃ।

যত্তু মন্যসে—জ্ঞাতৃধর্মোঽবিদ্যা—তদেব চাঽবিদ্যাধর্মবত্ত্বং ক্ষেত্রজ্ঞস্য সংসারিত্বম্। তত্র যদুক্তমীশ্বর এব ক্ষেত্রজ্ঞো ন সংসারী—ইত্যেতদযুক্তমিতি। তন্ন। করণে চক্ষুষি বিপরীতগ্রাহকাদিদোষস্য দর্শনান্ন বিপরীতাদিগ্রহণম্। তন্নিমিত্তো বা তৈমিরকত্বাদিদোষো গ্রহীতুঃ। চক্ষুষঃ সংস্কারেণ তিমিরেঽপনীতে গ্রহীতুরদর্শনান্ন গ্রহীতুর্ধর্মো যথা তথা সর্বত্রৈবাঽগ্রহণবিপরীতসংশয়প্রত্যয়াস্তন্নিমিত্তাঃ করণস্যৈব কস্যচিদ্ভবিতুমর্হন্তি। ন জ্ঞাতুঃ ক্ষেত্রজ্ঞস্য। সংবেদ্যত্বাচ্চ তেষাং প্রদীপপ্রকাশবন্ন জ্ঞাতৃধর্মত্বং। সংবেদ্যত্বাদেব স্বাত্মব্যতিরিক্তসংবেদ্যত্বম্। সর্বকরণবিয়োগে চ কৈবল্যে সর্ববাদিভিরবিদ্যাদিদোষবত্ত্বাঽনভ্যুপগমাৎ। আত্মনো যদি

ক্ষেত্রজ্ঞস্যাহগ্ন্যুষ্ণবৎ স্বো ধর্ম্মস্ততো ন কদাচিদপি তেন বিয়োগঃ স্যাৎ। অবিক্রিয়স্য চ ব্যোমবৎ সর্ব্বগতস্যামূর্ত্তস্যাত্মনঃ কেনচিৎ সংযোগবিয়োগানুপপত্তেঃ। সিদ্ধং ক্ষেত্রজ্ঞস্য নিত্যমেবেশ্বরত্বম্। অনাদিত্বাৎ। নির্গুণত্বাদিতি—ঈশ্বরবচনাচ্চ।

নন্বেবং সতি সংসারসংসারিত্বাহভাবে শাস্ত্রানর্থক্যাদিদোষঃ স্যাদিতি চেৎ ?

ন। সর্ব্বৈরভ্যুপগতত্বাৎ। সর্ব্বৈর্হ্যাত্মবাদিভিরভ্যুপগতো দোষো নৈকেন পরিহর্ত্তব্যো ভবতি। কথমভ্যুপগত ইতি ?

মুক্তাত্মনাং হি সংসারসংসারিত্বব্যবহারাহভাবঃ সর্ব্বৈরেবাত্মবাদিভিরভ্যুপগম্যতে। ন চ তেষাং শাস্ত্রানর্থক্যাদিদোষপ্রাপ্তিরভ্যুপগতা। তথা নঃ ক্ষেত্রজ্ঞানামীশ্বরৈকত্বে সতি—শাস্ত্রানর্থক্যং ভবতু। অবিদ্যাবিষয়ে চাহর্থবত্ত্বম্। যথা দ্বৈতিনাং সর্ব্বেষাং বন্ধাহবস্থায়ামেব শাস্ত্রাদ্যর্থবত্ত্বং। ন মুক্তাহবস্থায়াম্। এবম্।

নন্বাত্মনো বন্ধমুক্তাবস্থে পরমার্থত এব বস্তুভূতে মতে দ্বৈতিনাং নঃ সর্ব্বেষাম্। অতো হেয়োপাদেয়তৎসাধনসদ্ভাবে শাস্ত্রাদ্যর্থবত্ত্বং স্যাৎ। অদ্বৈতিনাং পুনর্দ্বৈতস্যাহপরমার্থত্বাদবিদ্যাকৃতত্বাদ্বন্ধাবস্থায়াশ্চাত্মনোঽপরমার্থত্বে নির্ব্বিষয়ত্বাচ্ছাস্ত্রাদ্যানর্থক্যমিতি চেৎ ?

ন। আত্মনোঽবস্থাভেদবত্ত্বাহনুপপত্তেঃ। যদি তাবদাত্মনো বন্ধমুক্তাবস্থে—যুগপৎ স্যাতাং। ক্রমেণ বা। যুগপত্তাবদ্বিরোধান্ন সম্ভবতঃ। স্থিতিগতী ইবৈকস্মিন্। ক্রমভাবিত্বে চ নির্নিমিত্তত্বং সনিমিত্তত্বং বা। নির্নিমিত্তত্বেঽনির্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ। সনিমিত্তত্বে চ স্বতোঽভাবাদপরমার্থত্বপ্রসঙ্গঃ। তথা চ সত্যভ্যুপগমহানিঃ।

কিঞ্চ বন্ধমুক্তাহবস্থয়োঃ পৌর্ব্বাপর্য্যনিরূপণায়াং বন্ধাহবস্থা পূর্ব্বং প্রকল্প্যা—অনাদিমত্যন্তবতী চ। তচ্চ প্রমাণবিরুদ্ধম্। তথা মোক্ষাহবস্থা—আদিমত্যনন্তা চ প্রমাণবিরুদ্ধৈবাহভ্যুপগম্যতে। ন চাহবস্থাবতোঽবস্থান্তরং গচ্ছতো নিত্যত্বমুপপাদয়িতুং শক্যম্। অথাহনিত্যত্বদোষপরিহারায় বন্ধমুক্তাহবস্থাভেদো ন কল্প্যতে। অতো দ্বৈতিনামপি শাস্ত্রানর্থক্যদোষোঽপরিহার্য্য এব। ইতি সমানত্বান্নাহদ্বৈতবাদিনা পরিহর্ত্তব্যো দোষঃ।

ন চ শাস্ত্রাহনর্থক্যম্। যথাপ্রসিদ্ধাহবিদ্বৎপুরুষবিষয়ত্বাচ্ছাস্ত্রস্য। অবিদুষাং হি ফলহেত্বোরনাত্মনোরাত্মদর্শনম্। ন বিদুষাম্। বিদুষাং হি ফলহেতুভ্যামাত্মনোঽন্যত্বদর্শনে সতি তয়োরহমিত্যাত্মদর্শনাহনুপপত্তেঃ। ন হ্যত্যন্তমূঢ় উন্মত্তাদিরপি জলাহগ্ন্যোশ্ছায়াপ্রকাশয়োর্ব্বৈকাত্ম্যং পশ্যতি। কিমুত বিবেকী ? তস্মান্ন বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রং তাবৎ ফলহেতুভ্যামাত্মনোঽন্যত্বদর্শিনো ভবতি। ন হি দেবদত্ত ত্বমিদং কুর্ব্বিতি কস্মিংশ্চিৎ কর্ম্মণি নিযুক্তে বিষ্ণুমিত্রোঽহং নিযুক্ত ইতি তত্রস্থো নিয়োগং শৃণ্বন্নপি প্রতিপদ্যতে। নিয়োগবিষয়বিবেকাহগ্রহণাত্তূপপদ্যতে প্রতিপত্তিঃ। তথা ফলহেত্বোরপি।

ননু প্রাকৃতসম্বন্ধাহপেক্ষয়া যুক্তৈব প্রতিপত্তিঃ শাস্ত্রার্থবিষয়া—ফলহেতুভ্যামন্যাত্মবিষয়দর্শনেঽপি সতি—ইষ্টফলহেতৌ প্রবর্ত্তিতোঽস্মি। অনিষ্টফলহেতোশ্চ নিবর্ত্তিতোঽস্মীতি। যথা পিতাপুত্রাদীনামিতরেতরাত্মাহন্যত্বদর্শনে সত্যপ্যন্যোন্যনিয়োগপ্রতিষেধার্থপ্রতিপত্তিঃ।

ন। ব্যতিরিক্তাত্মদর্শনপ্রতিপত্তেঃ প্রাগেব ফলহেত্বোরাত্মাঽভিমানস্ত সিদ্ধত্বাৎ। প্রতিপন্ন-নিয়োগপ্রতিষেধার্থো হি ফলহেতুভ্যামাত্মনোঽন্যত্বং প্রতিপদ্যতে। ন পূর্ব্বম্। তস্মাদ্বিধিপ্রতি-ষেধশাস্ত্রমবিদ্বদ্বিষয়মিতি সিদ্ধম্। নন্থ স্বর্গকামো যজেত—ন কলঞ্জং ভক্ষয়েৎ—ইত্যাদাবাত্ম-ব্যতিরেকদর্শিনামপ্রবৃত্তৌ কেবলদেহাদ্যাত্মদৃষ্টীনাং চ। অতঃ কর্তৃত্বাভাবাচ্ছাস্ত্রানর্থক্যমিতি চেৎ?

ন। যথাপ্রসিদ্ধিত এব প্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যুপপত্তেঃ। ঈশ্বরক্ষেত্রজ্ঞৈকত্বদর্শী ব্রহ্মবিত্তাবন্ন প্রবর্ত্ততে। তথা নৈরাত্ম্যবাদ্যপি নাস্তি পরলোক ইতি ন প্রবর্ত্ততে। যথাপ্রসিদ্ধস্ত বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রশ্রবণান্যথাঽনুপপত্ত্যাঽনুমিতাত্মাঽস্তিত্ব আত্মবিশেষাঽনভিজ্ঞঃ কর্ম্মফল-সঞ্জাততৃষ্ণঃ শ্রদ্দধানতয়া চ প্রবর্ত্ততে—ইতি সর্ব্বেষাং নঃ প্রত্যক্ষম্। অতো ন শাস্ত্রা-নর্থক্যম্।

বিবেকিনামপ্রবৃত্তিদর্শনাত্তদনুগামিনামপ্রবৃত্তৌ শাস্ত্রানর্থক্যমিতি চেৎ?

ন। কস্তচিদেব বিবেকোপপত্তেঃ। অনেকেষু হি প্রাণিষু কশ্চিদেব বিবেকী স্যাদ্যথৈবে-দানীম্। ন চ বিবেকিনমনুবর্ত্তন্তে মূঢ়াঃ। রাগাদিদোষতন্ত্রত্বাৎ প্রবৃত্তেঃ। অভিচরণাদৌ চ প্রবৃত্তিদর্শনাৎ। স্বাভাব্যাচ্চ প্রবৃত্তেঃ। স্বভাবস্তু প্রবর্ত্তত ইতি হ্যুক্তম্।

তস্মাদবিদ্যামাত্রং সংসারো যথাদৃষ্টবিষয় এব। ন ক্ষেত্রজ্ঞস্ত কেবলস্যাঽবিদ্যা তৎকার্য্যং চ। ন চ মিথ্যাজ্ঞানং পরমার্থবস্তু দূষয়িতুং সমর্থম্। ন হ্যূষরদেশং স্নেহেন পঙ্কীকর্তুং শক্নোতি মরীচ্যুদকম্। তথাঽবিদ্যা ক্ষেত্রজ্ঞস্ত ন কিঞ্চিৎ কর্তুং শক্নোতি। অতশ্চেদমুক্তং—ক্ষেত্রজ্ঞং চাঽপি মাং বিদ্ধি। অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানমিতি চ।

অথ কিমিদং সংসারিণামিবাঽহমেবং মমৈবেদমিতি পণ্ডিতানামপি?

শৃণু—ইদং তৎ পাণ্ডিত্যং—যৎ ক্ষেত্র এবাত্মদর্শনম্। যদি পুনঃ ক্ষেত্রজ্ঞমবিক্রিয়ং পশ্যেয়ু স্ততো ন ভোগং কর্ম্ম বা কাঙ্ক্ষেয়ুর্মম স্যাদিতি। বিক্রিয়ৈব হি ভোগকর্ম্মণী। অথৈবং সতি ফলার্থিত্বাদবিদ্বান্ প্রবর্ত্ততে। বিদুষঃ পুনরবিক্রিয়াত্মদর্শিনঃ ফলার্থিত্বাঽভাবাৎ প্রবৃত্ত্যনুপ-পত্তৌ কার্য্যকরণসংঘাতব্যাপারোপরমে নিবৃত্তিরুপচর্য্যতে।

ইদং চাঽন্যৎ পাণ্ডিত্যং কস্তচিদস্ত—ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বর এব। ক্ষেত্রং চাঽন্তৎ ক্ষেত্রজ্ঞস্যৈব বিষয়ঃ। অহং তু সংসারী সুখী দুঃখী চ। সংসারোপরমশ্চ মম কর্ত্তব্যঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিজ্ঞানেন। ধ্যানেন চেশ্বরং ক্ষেত্রজ্ঞং সাক্ষাৎ কৃত্বা তৎস্বরূপাবস্থানেনেতি। যশ্চৈবং বুধ্যতে যশ্চ বোধয়তি নাঽসৌ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি।

এবং মন্বানো যঃ স পণ্ডিতাঽপসদঃ—সংসারমোক্ষয়োঃ শাস্ত্রস্ত চাঽর্থবত্ত্বং করোমীতি। আত্মহা চ। স্বয়ং মূঢ়োঽন্যাংশ্চ ব্যামোহয়তি শাস্ত্রার্থসম্প্রদায়রহিতত্বাচ্ছ্রুতহানিমশ্রুতকল্পনাং চ কুর্ব্বন্। তস্মাদসম্প্রদায়বিৎ সর্ব্বশাস্ত্রবিদপি মূর্খবদেবোপেক্ষণীয়ঃ।

যত্তূক্তমীশ্বরস্য ক্ষেত্রজ্ঞৈকত্বে সংসারিত্বং প্রাপ্নোতি—ক্ষেত্রজ্ঞানাং চেশ্বরৈকত্বে সংসা-রিণোঽভাবাৎ সংসারাঽভাবপ্রসঙ্গ ইতি।

এতৌ দোষৌ প্রত্যুক্তৌ। বিদ্যাঽবিদ্যয়োর্বৈলক্ষণ্যাঽভ্যুপগমাদিতি।

কথম্?

অবিদ্যাপরিকল্পিতদোষেণ তদ্বিষয়ং বস্তু পারমার্থিকং ন দুষ্যতীতি। তথা চ দর্শিতঃ—মরীচ্যম্ভসোষরদেশো ন পঙ্কীক্রিয়ত ইতি। সংসারিণোঽভাবাৎ সংসারাঽভাবপ্রসঙ্গদোষোঽপি সংসারসংসারিণোরবিদ্যাকল্পিতত্বোপপত্ত্যা প্রত্যুক্তঃ।

নন্ববিদ্যাবত্ত্বমেব ক্ষেত্রজ্ঞস্য সংসারিত্বদোষঃ। তৎকৃতং চ সুখিত্বদুঃখিত্বাদি প্রত্যক্ষমুপলভ্যত ইতি চেৎ?

ন। জ্ঞেয়স্য ক্ষেত্রধর্ম্মত্বাজ্ জ্ঞাতুঃ ক্ষেত্রজ্ঞস্য তৎকৃতদোষাঽনুপপত্তেঃ। যাবৎ কিঞ্চিৎ ক্ষেত্রজ্ঞস্য দোষজাতমবিদ্যমানমাসঞ্জয়সি তস্য জ্ঞেয়ত্বোপপত্তেঃ ক্ষেত্রধর্ম্মত্বমেব। ন ক্ষেত্রজ্ঞধর্ম্মত্বম্। ন চ তেন ক্ষেত্রজ্ঞো দুষ্যতি। জ্ঞেয়েন জ্ঞাতুঃ সংসর্গাঽনুপপত্তেঃ। যদি হি সংসর্গঃ স্যাৎ—জ্ঞেয়ত্বমেব নোপপদ্যেত। যদ্যাত্মনো ধর্ম্মোঽবিদ্যাবত্ত্বং দুঃখিত্বাদি চ—কথং ভোঃ প্রত্যক্ষমুপলভ্যেত? কথং বা ক্ষেত্রজ্ঞধর্ম্মঃ? জ্ঞেয়ং চ সর্ব্বং ক্ষেত্রম্। জ্ঞাতৈব ক্ষেত্রজ্ঞঃ—ইত্যবধারিতেঽবিদ্যাদুঃখিত্বাদেঃ ক্ষেত্রজ্ঞবিশেষণত্বং ক্ষেত্রজ্ঞধর্ম্মত্বং তস্য চ প্রত্যক্ষোপলভ্যত্বমিতি বিরুদ্ধমুচ্যতে—অবিদ্যামাত্রাঽবষ্টম্ভাৎ কেবলম্।

অত্রাহ সাঽবিদ্যা কস্যেতি?

যস্য দৃশ্যতে তস্যৈব।

কস্য দৃশ্যত ইতি?

অত্রোচ্যতে—অবিদ্যা কস্য দৃশ্যত ইতি প্রশ্নো নিরর্থকঃ।

কথম্?

দৃশ্যতে চেদবিদ্যা তদ্বন্তমপি পশ্যসি। ন চ তদ্বত্যুপলভ্যমানে সা কস্যেতি—প্রশ্নো যুক্তঃ। ন হি গোমত্যুপলভ্যমানে গাবঃ কস্যেতি প্রশ্নোঽর্থবান্ ভবেৎ।

নন্বু বিষমো দৃষ্টান্তঃ—গবাং তদ্বতশ্চ প্রত্যক্ষত্বাৎ তৎসম্বন্ধোঽপি প্রত্যক্ষ ইতি প্রশ্নো নিরর্থকঃ। ন তথাঽবিদ্যা তদ্বাংশ্চ প্রত্যক্ষৌ। যতঃ প্রশ্নো নিরর্থকঃ স্যাৎ।

অপ্রত্যক্ষেণাঽবিদ্যাবতাঽবিদ্যাসম্বন্ধে জ্ঞাতে কিং তব স্যাৎ?

অবিদ্যায়া অনর্থহেতুত্বাৎ পরিহর্ত্তব্যা স্যাৎ।

যস্যাঽবিদ্যা স তাং পরিহরিষ্যতি।

নন্বু মমৈবাঽবিদ্যা।

জানাসি তর্হ্যবিদ্যাং তদ্বন্তং চাত্মানম্।

জানামি ন তু প্রত্যক্ষেণ।

অনুমানেন চেজ্জানাসি কথং সম্বন্ধগ্রহণম্? ন হি তব জ্ঞাতুর্জ্ঞেয়ভূতয়াঽবিদ্যয়া তৎকালে সম্বন্ধো গ্রহীতুং শক্যতে। অবিদ্যায়া বিষয়ত্বেনৈব জ্ঞাতুরুপযুক্তত্বাৎ। ন চ জ্ঞাতুরবিদ্যায়াশ্চ সম্বন্ধং যো গ্রহীতা জ্ঞানং চাঽন্যত্তদ্বিষয়ং সম্ভবতি। অনবস্থাপ্রাপ্তেঃ। যদি জ্ঞাত্রাঽপি জ্ঞেয়-

সম্বন্ধো জায়েত—অন্যো জ্ঞাতা কল্প্যেত। তস্যাঽপ্যন্যঃ। তস্যাঽপ্যন্যঃ—ইত্যনবস্থাঽপরিহার্য্যা। যদি পুনরবিদ্যা জ্ঞেয়া। অন্যদ্বা জ্ঞেয়ং। জ্ঞেয়মেব। তথা জ্ঞাতাঽপি জ্ঞাতৈব। ন জ্ঞেয়ো ভবতি। যদা চৈবমবিদ্যাদুঃখিত্বাদ্যৈর্ন জ্ঞাতুঃ ক্ষেত্রজ্ঞস্য কিঞ্চিদ্ দুষ্যতি।

নন্বয়মেব দোষঃ—যদ্দোষবৎক্ষেত্রবিজ্ঞাতৃত্বমিতি চেৎ?

ন। বিজ্ঞানস্বরূপস্যৈবাঽবিক্রিয়স্য বিজ্ঞাতৃত্বোপচারাৎ। যথোষ্ণতামাত্রেণাঽগ্নেস্তপ্তিক্রিয়োপচারঃ। তদ্বৎ। যথা চাঽত্র ভগবতা ক্রিয়াকারকফলাত্মত্বাভাব আত্মনি স্বত এব দর্শিতোঽবিদ্যাঽধ্যারোপিতৈরেব ক্রিয়াকারকাদ্যাত্মন্যুপচর্য্যতে তথা তত্র তত্র—য এনং বেত্তি হন্তারং—প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ—নাদত্তে কস্যচিৎ পাপমিত্যাদিপ্রকরণেষু দর্শিতম্। তথৈব চ ব্যাখ্যাতমস্মাভিঃ। উত্তরেষু চ প্রকরণেষু দর্শয়িষ্যামঃ।

হন্ত তর্হ্যাত্মনি ক্রিয়াকারকফলাত্মতায়াঃ স্বতোঽভাবেঽবিদ্যয়া চাঽধ্যারোপিতত্বে—কর্ম্মাণ্যবিদ্বৎকর্ত্তব্যান্যেব—ন বিদুষাম্—ইতি প্রাপ্তম্।

সত্যমেবং প্রাপ্তম্। এতদেব ন হি দেহভৃতা শক্যমিত্যত্র দর্শয়িষ্যামঃ। সর্ব্বশাস্ত্রার্থোপসংহারপ্রকরণে চ—সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরেত্যত্র বিশেষতো দর্শয়িষ্যামঃ। অলমিহ বহুপ্রপঞ্চেনেত্যুপসংহ্রিয়তে। ৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেবং সংসারিণঃ স্বরূপমুক্তম্। ইদানীং তস্যৈব পারমার্থিকমসংসারিস্বরূপমাহ—ক্ষেত্রজ্ঞমিতি। তং চ ক্ষেত্রজ্ঞং সংসারিণং জীবং বস্তুতঃ সর্ব্বক্ষেত্রেষ্বনুগতং মামেব বিদ্ধি। তত্ত্বমসি (ক) ইতি শ্রুত্যা লক্ষিতেন চিদংশেন মদ্রূপত্বোক্তত্বাৎ। আদরার্থমেব তজ্‌জ্ঞানং স্তৌতি। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্যদেবং বৈলক্ষণ্যেন জ্ঞানং তদেব মোক্ষহেতুত্বান্মম জ্ঞানং মতম্। অন্যত্তু বৃথাপাণ্ডিত্যম্। বন্ধহেতুত্বাদিত্যর্থঃ। তদুক্তং—তৎ কর্ম্ম যন্ন বন্ধায় সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে। আয়াসায়াঽপরং কর্ম্ম বিদ্যাঽন্যা শিল্পনৈপুণম্॥ ইতি। ৩॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভা—আত্মাকার বৃত্তি, এবং রত—রমণাবস্থাগত। ভগবান্ অর্জ্জুনকে আত্মাকার অখণ্ড বৃত্তিতে (আত্মজ্ঞানে) রতি বা প্রীতি যুক্ত জানিয়া "ভারত" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, অর্থাৎ যে আত্মজ্ঞানব্যাখ্যায় ভগবান্ প্রবৃত্ত হইয়াছেন, অর্জ্জুনকে তদ্বিষয়ের নিতান্ত শুশ্রূষু জানিয়াই ব্রহ্মাত্মতত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী বলিয়া উল্লেখ করিলেন। ভগবান্ সকল জীবের অধিষ্ঠান স্বরূপ, স্বপ্রকাশ, নিত্য ও বিভু; এবং ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ রূপে বিরাজ করিতেছেন। ক্ষেত্র মায়ারচিত ও ক্ষেত্রজ্ঞ মায়ার অতীত। এইরূপে উভয়ের ভেদবুদ্ধি উদিত হইলে জীব তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে। এই জ্ঞানই ভগবানের মতে অবিদ্যার অন্তকারী, অন্যথা সমস্ত জ্ঞানই অবিদ্যার আশ্রিত। "ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি" এই বাক্যেই 'চ'কার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ক্ষেত্রও গৃহীত হইয়াছে—অর্থাৎ ভগবান্‌কে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এতদুভয় রূপেই জানিতে হইবে।৩।

——:o:——

(ক) ছান্দোগ্য, ৬।৮।৭।

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু॥ ৪॥
ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ॥ ৫॥

অন্বয়বোধিনী। তৎ ক্ষেত্রং (সেই ক্ষেত্র) যৎ চ (যাহা), যাদৃক্ চ (ও যাদৃশ), যদ্বিকারি (যেরূপ বিকারযুক্ত), যতঃ চ (যাহা হইতে), যৎ (যেরূপে উৎপন্ন), সঃ চ (সেই ক্ষেত্রজ্ঞ) যঃ (যেরূপ) যৎপ্রভাবঃ চ (ও যেরূপ প্রভাব সম্পন্ন), তৎ (তাহা) মে (আমার নিকট) সমাসেন (সংক্ষেপে) শৃণু (শ্রবণ কর)। ৪।

বঙ্গানুবাদ। এই শরীররূপ ক্ষেত্র যেরূপ প্রকৃতিযুক্ত, যেরূপ ইচ্ছাদি-ধর্ম্মযুক্ত, যেরূপ ইন্দ্রিয়াদিবিকারযুক্ত, এই ক্ষেত্ররূপ কারণ হইতে যেরূপ কার্য্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং ক্ষেত্রজ্ঞের যেরূপ স্বভাব ও প্রভাব; সেই ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ আমি বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর॥ ৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ইদং শরীরমিত্যাদিশ্লোকোপদিষ্টস্য ক্ষেত্রাধ্যায়ার্থস্য সংগ্রহ-শ্লোকোঽয়মুপন্যস্যতে—তৎ ক্ষেত্রং যচ্চেত্যাদি। ব্যাচিখ্যাসিতস্য হ্যর্থস্য সংগ্রহোপন্যাসো ন্যায্য ইতি। যন্নির্দ্দিষ্টমিদং শরীরমিতি তৎ তচ্ছব্দেন পরামৃশতি। যচ্চেদং নির্দ্দিষ্টং ক্ষেত্রং তদ্যাদৃগ্ যাদৃশং স্বকীয়ৈর্ধর্ম্মৈঃ। চশব্দঃ সমুচ্চয়ার্থঃ। যদ্বিকারি—যো বিকারো যস্য তদ্ যদ্বিকারি। যতো যস্মাচ্চ যৎ। কার্য্যমুৎপদ্যত ইতি বাক্যশেষঃ। স চ যঃ ক্ষেত্রজ্ঞো নির্দ্দিষ্টঃ স যৎপ্রভাবঃ। যে প্রভাবা উপাধিকৃতাঃ শক্তয়ো যস্য স যৎপ্রভাবশ্চ। তৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়ো-র্যাথাত্ম্যং যথাবিশেষিতং সমাসেন সংক্ষেপেণ মে মম বাক্যতঃ শৃণু। শ্রুত্বাঽবধারয়েত্যর্থঃ॥ ৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তত্র যদ্যপি চতুর্বিংশত্যা ভেদৈর্ভিন্না প্রকৃতিঃ ক্ষেত্রমিত্যভিপ্রেতং তথাপি দেহরূপেণ পরিণতায়ামেব তস্যামহংভাবেনাঽবিবেকঃ স্ফুট ইতি তদ্বিবেকার্থমিদং শরীরং ক্ষেত্রমিত্যাদ্যুক্তম্। তদেতৎ প্রপঞ্চয়িষ্যন্ প্রতিজানীতে—তদিতি। যদুক্তং ময়া ক্ষেত্রং তৎ ক্ষেত্রং যৎ স্বরূপতো জড়ং দৃশ্যাদিস্বভাবং। যাদৃগ্ যাদৃশং চেচ্ছাদিধর্ম্মকম্। যদ্বিকারি যৈরিন্দ্রিয়াদিবিকারৈর্যুক্তম্। যতশ্চ প্রকৃতিপুরুষসংযোগাদ্ভবতি। যদিতি যৈঃ প্রকারৈঃ স্থাবরজঙ্গমাদিভেদৈর্ভিন্নমিত্যর্থঃ। স চ ক্ষেত্রজ্ঞো যৎস্বরূপো যৎপ্রভাবশ্চ—অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যযোগেণ যৈঃ প্রভাবৈঃ সম্পন্নঃ। তৎ সর্ব্বং সংক্ষেপতো মত্তঃ শৃণু॥ ৪॥

গীতার্থসন্দীপনী। দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ আদি জড়বর্গরূপ ক্ষেত্র যেরূপ ইচ্ছাদ্বেষাদিধর্ম্মযুক্ত, ও ক্ষেত্রজ্ঞ যেরূপ ইন্দ্রিয়াদিবিকারযুক্ত তাহা কথিত হইতেছে; অর্থাৎ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সমস্ত তত্ত্বই কথিত হইতেছে॥ ৪॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। ঋষিভিঃ (ঋষিগণকর্ত্তৃক) বিবিধৈঃ (বিবিধ) ছন্দোভিঃ (বেদের দ্বারা) পৃথক্ বহুধা (অনেক প্রকারে) [এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ] গীতম্ (ব্যাখ্যাত হইয়াছে); বিনিশ্চিতৈঃ (সংশয়রহিত) হেতুমদ্ভিঃ (যুক্তিযুক্ত) ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ এব (ব্রহ্মসূত্রপদসমূহ দ্বারা) [বিবিধ প্রকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে] ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ নানাপ্রকারে নিরূপণ করিয়াছেন। ঋগাদি বেদও এতদ্বিষয়কে পৃথক্ পৃথক্ রীতিতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যুক্তিবাদিগণ, নিশ্চয়ার্থকারিগণ এবং ব্রহ্মসূত্রপদ সকলও এসকল কথা বিবিধ প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন ॥৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্যাথাত্ম্যং বিবক্ষিতং স্তৌতি শ্রোতৃবুদ্ধিপ্ররোচনার্থম্—ঋষিভিরিতি। ঋষিভির্বশিষ্ঠাদিভিঃ। বহুধা বহুপ্রকারং। গীতং কথিতম্। ছন্দোভিঃ—ছন্দাংস্যৃগাদীনি। তৈশ্ছন্দোভিঃ। বিবিধৈর্নানাপ্রকারৈঃ। পৃথগ্বিবেকতো গীতম্। কিঞ্চ ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব। ব্রহ্মণঃ সূচকানি বাক্যানি ব্রহ্মসূত্রাণি। তৈঃ পদ্যতে গম্যতে জ্ঞায়তে ব্রহ্মেতি তানি পদান্যুচ্যন্তে। তৈরেব চ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্যাথাত্ম্যং গীতমিত্যনুবর্ত্ততে। আত্মেত্যেবোপাসীত (ক) ইত্যাদিভির্হি ব্রহ্মসূত্রপদৈরাত্মা জ্ঞায়তে। হেতুমদ্ভির্যুক্তিযুক্তৈঃ। বিনিশ্চিতৈর্নিঃসংশয়রূপৈঃ। নিশ্চিতপ্রত্যয়োৎপাদকৈরিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কৈর্বিস্তরেণোক্তস্তাহয়ং সংক্ষেপ ইত্যপেক্ষায়ামাহ—ঋষিভিরিতি। ঋষিভির্বশিষ্ঠাদিভিঃ। যোগশাস্ত্রেষু ধ্যানধারণাদিবিষয়ত্বেন বৈরাজাদিরূপেণ বহুধা গীতং নিরূপিতম্। বিবিধৈর্বিচিত্রৈর্নিত্যনৈমিত্তিককাম্যকর্ম্মাদিবিষয়ৈঃ। ছন্দোভির্বেদৈঃ। নানাযজনীয়দেবতাদিরূপেণ বহুধা গীতম্। ব্রহ্মণঃ সূত্রৈঃ পদৈশ্চ। ব্রহ্ম সূচ্যতে সূচ্যত এভিরিতি ব্রহ্মসূত্রাণি। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে (খ) ইত্যাদীনি তটস্থলক্ষণপরাণ্যুপনিষদ্বাক্যানি। তথা চ ব্রহ্ম পদ্যতে গম্যতে সাক্ষাজ্জ্ঞায়ত এভিরিতি পদানি স্বরূপলক্ষণপরাণি—সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম (গ) ইত্যাদীনি। তৈশ্চ বহুধা গীতম্। কিঞ্চ হেতুমদ্ভিঃ—সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ (ঘ) কথমসতঃ সজ্জায়েত (ঙ) ইতি। তথা কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ (চ) এষ হ্যেবানন্দয়াতি (ছ) ইত্যাদিযুক্তিমদ্ভিঃ। অন্যাদপানচেষ্টাং কঃ কুর্য্যাৎ। প্রাণ্যাৎ প্রাণব্যাপারং বা কঃ কুর্য্যাদিতি শ্রুতিপদয়োরর্থঃ। বিনিশ্চিতৈরুপক্রমোপসংহারৈকবাক্যতয়াহসন্দিগ্ধার্থপ্রতিপাদকৈরিত্যর্থঃ। তদেবমেতৈর্বিস্তরেণোক্তং দুঃসংগ্রহং সংক্ষেপতস্তভ্যং কথয়িষ্যামি। তচ্ছৃণ্বিত্যর্থঃ। যদ্বা—অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা (জ) ইত্যাদীনি ব্রহ্মসূত্রাণি গৃহ্যন্তে।

(ক) বৃহদারণ্যক, ১।৪।৭। (খ) তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ৩।১।১। (গ) তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ২।১।১।
(ঘ) ছান্দোগ্য, ৬।২।১। (ঙ) ছান্দোগ্য, ৬.২।২। (চ) তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ২।৭।১।
(ছ) তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ২।৭।১। (জ) বেদান্তসূত্র, ১।১।১।

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকং চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ৬ ॥
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥৭॥

তান্যেব ব্রহ্ম পদ্যতে নিশ্চীয়ত এভিরিতি পদানি। তৈর্হেতুমদ্ভিঃ—ঈক্ষতের্নাশব্দম্ (ক)—আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ (খ) ইত্যাদিভির্যুক্তিমদ্ভির্বিনিশ্চিতার্থৈঃ। শেষং সমানম্॥ ৫॥

গীতার্থসন্দীপনী। এই ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে শাস্ত্র কোথাও ত্রুটী করেন নাই। বশিষ্ঠাদি ঋষিগণের যোগশাস্ত্র পাঠ করিলে এই সূক্ষ্ম তত্ত্ব জানিতে পারা যায়। নানা ছন্দোবন্ধে, নানা মন্ত্র ক্রিয়াকলাপাদিদ্বারা ঋগাদি বেদেও এই তত্ত্ব জানিবার প্রকরণ কথিত হইয়াছে। উপনিষদাদি ব্রহ্মসূত্ররাশিও এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের কথা তটস্থ ও স্বরূপ লক্ষণাদ্বারা নানা প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা ছান্দোগ্য উপনিষদে—"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাঽদ্বিতীয়ম্" (গ) হে প্রিয়দর্শন শ্বেতকেতো, এই দৃশ্যমান জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে সৎস্বরূপ ছিল, সেই সৎস্বরূপ এক ও অদ্বিতীয়। আবার "তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাঽদ্বিতীয়ম্। তস্মাদসতঃ সজ্জায়ত" (ঘ) এই দৃশ্যমান জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ ছিল, সেই এক ও অদ্বিতীয় এবং এই অসৎ কারণ হইতে এই সৎ কার্য্য উৎপন্ন হইয়াছে। এই শেষোক্ত নাস্তিক্যবাদ নিতান্ত অমূলক। বস্তুতঃ অসৎ হইতে সৎপদার্থের উৎপত্তি হয় না। আবার সিদ্ধান্তবাদিগণ উপক্রম ও উপসংহারের একবাক্যতা করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এইরূপ নানাস্থানে নানাভাবে এই নিগূঢ় তত্ত্বের ব্যাখ্যা আছে। এতাবতের সংক্ষিপ্ত সার ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিবেন, এইরূপ আশ্রয় জিজ্ঞাসা॥ ৫॥

—:০:—

অন্বয়বোধিনী। মহাভূতানি (পঞ্চমহাভূত), অহঙ্কারঃ, বুদ্ধিঃ, অব্যক্তম্ এব চ (ও মূলপ্রকৃতি), দশ ইন্দ্রিয়াণি (দশ ইন্দ্রিয়), একং চ (ও এক) [মনঃ], পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচরাঃ চ (ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বিষয়), ইচ্ছা, দ্বেষঃ, সুখং, দুঃখং, সংঘাতঃ, (শরীর), চেতনা, ধৃতিঃ (ধৈর্য্য), এতৎ (এই) সবিকারং (বিকারযুক্ত) ক্ষেত্রং সমাসেন (সংক্ষেপে) উদাহৃতম্ (কথিত হইল)॥ ৬।৭॥

বঙ্গানুবাদ। পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, অব্যক্ত, শ্রোত্রাদি দশ ইন্দ্রিয়, মনঃ, শ্রোত্রাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের নামে কথিত পঞ্চ বিষয়, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত, চেতনা ও ধৃতি সংক্ষেপতঃ এতাবৎ বিকারযুক্ত পদার্থ ক্ষেত্র নামে কথিত হইয়া থাকে॥ ৬।৭॥

(ক) বেদান্তসূত্র, ১।১।৫। (খ) বেদান্তসূত্র, ১।১।১২। (গ) ছান্দোগ্য, ৬।২।১। (ঘ) ছান্দোগ্য, ৬।২।১।

শাঙ্করভাষ্যম্। ত্বত্যাঽভিমুখীভূতায়ার্জ্জুনায়াহ ভগবান্—মহাভূতানীতি। মহাভূতানি—মহান্তি চ তানি ভূতানি। সর্ব্ববিকারব্যাপকত্বাৎ। ভূতানি চ সূক্ষ্মাণি। ন স্থূলানি। স্থূলানি ত্বিন্দ্রিয়গোচরশব্দেনাঽভিধায়িষ্যন্তে। অহঙ্কারো মহাভূতকারণমহংপ্রত্যয়লক্ষণঃ। অহঙ্কারকারণং বুদ্ধিরধ্যবসায়লক্ষণা। তৎকারণমব্যক্তমেব চ। ন ব্যক্তমব্যক্তম্। অব্যাকৃতম্। ঈশ্বরশক্তিঃ। মম মায়া দুরত্যয়েত্যুক্তম্। এবশব্দঃ প্রকৃত্যবধারণার্থঃ। এতাবত্যেবাঽষ্টধা ভিন্না প্রকৃতিঃ। চশব্দো ভেদসমুচ্চয়ার্থঃ। ইন্দ্রিয়াণি দশ। শ্রোত্রাদীনি পঞ্চ বুদ্ধ্যুৎপাদকত্বাদ্ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি। বাক্‌পাণ্যাদীনি পঞ্চ কর্ম্মনির্ব্বর্ত্তকত্বাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি। তানি দশ। একং চ। কিং তৎ? মনঃ—একাদশং সংকল্পাদ্যাত্মকম্। পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ শব্দাদয়ো বিষয়াঃ। তান্যেতানি সাংখ্যাশ্চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বান্যাচক্ষতে ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথেদানীমাত্মগুণা ইতি যানাচক্ষতে বৈশেষিকাস্তেঽপি ক্ষেত্রধর্ম্মা এব। ন তু ক্ষেত্রজ্ঞস্য—ইত্যাহ শ্রীভগবান্—ইচ্ছেতি। ইচ্ছা যজ্জাতীয়ং সুখহেতুমর্থমুপলব্ধবান্ পূর্ব্বং পুনস্তজ্জাতীয়মুপলভমানস্তমাদাতুমিচ্ছতি সুখহেতুরিতি। সেয়মিচ্ছাঽন্তঃকরণধর্ম্মো জ্ঞেয়ত্বাৎ ক্ষেত্রম্। তথা দ্বেষঃ—যজ্জাতীয়মর্থং দুঃখহেতুত্বেনাঽনুভূতবান্ পুনস্তজ্জাতীয়মুপলভমানস্তং দ্বেষ্টি। সোঽয়ং দ্বেষো জ্ঞেয়ত্বাৎ ক্ষেত্রমেব। তথা সুখমনুকূলং প্রসন্নং সত্ত্বাত্মকং জ্ঞেয়ত্বাৎ ক্ষেত্রমেব। দুঃখং প্রতিকূলাত্মকম্। জ্ঞেয়ত্বাত্তদপি ক্ষেত্রম্। সংঘাতো দেহেন্দ্রিয়াণাং সংহতিঃ। তস্যামভিব্যক্তাঽন্তঃকরণবৃত্তিস্তপ্ত ইব লোহপিণ্ডেঽগ্নিঃ—আত্মচৈতন্যাভাসরসবিদ্ধা চেতনা। সা চ জ্ঞেয়ত্বাৎ ক্ষেত্রম্। ধৃতির্যয়াঽবসাদং প্রাপ্তানি দেহেন্দ্রিয়াণি ধ্রিয়ন্তে। সা চ জ্ঞেয়ত্বাৎ ক্ষেত্রম্। সর্ব্বাঽন্তঃকরণধর্ম্মোপলক্ষণার্থমিচ্ছাদিগ্রহণম্। যদুক্তং তদুপসংহরতি—এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারং—সহ বিকারেণ মহদাদিনা—উদাহৃতমুক্তম্ ॥ ৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তত্র ক্ষেত্রস্বরূপমাহ—মহাভূতানীতি দ্বাভ্যাম্। মহাভূতানি ভূম্যাদীনি পঞ্চ। অহঙ্কারস্তৎকারণভূতঃ। বুদ্ধির্বিজ্ঞানাত্মকং মহত্তত্ত্বম্। অব্যক্তং মূলপ্রকৃতিঃ। ইন্দ্রিয়াণি দশ বাহ্যানি জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়াণি। একং চ মনঃ। ইন্দ্রিয়গোচরাশ্চ পঞ্চ তন্মাত্ররূপা এব। শব্দাদয় আকাশাদিবিশেষগুণতয়া ব্যক্তাঃ সন্ত ইন্দ্রিয়বিষয়াঃ পঞ্চ। তদেবং চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বান্যুক্তানি ॥ ৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ইচ্ছেতি। ইচ্ছাদয়ঃ প্রসিদ্ধাঃ। সংঘাতঃ শরীরম্। চেতনা জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তিঃ। ধৃতির্ধৈর্য্যম্। এতে চেচ্ছাদয়ো দৃশ্যত্বান্নাত্মধর্ম্মাঃ। অপি তু মনোধর্ম্মা এব। অতঃ ক্ষেত্রাঽন্তঃপাতিন এব। উপলক্ষণং চৈতৎ সংকল্পাদীনাম্। তথা চ শ্রুতিঃ—কামঃ সংকল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এব (ক) ইতি। অনেন চ বাদ্বপিতি প্রতিজ্ঞাতাঃ ক্ষেত্রধর্ম্মা দর্শিতাঃ। এতৎ ক্ষেত্রং সবিকারমিন্দ্রিয়াদিবিকারসহিতং সংক্ষেপেণ তুভ্যং ময়োক্তম্। ইতি ক্ষেত্রোপসংহারঃ ॥ ৭ ॥

(ক) বৃহদারণ্যক, ১।৫।৩।

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জ্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ ও এই সকলের কারণভূত অভিমানলক্ষণ অহঙ্কার, অহঙ্কারের কারণরূপ অধ্যবসায়লক্ষণা মহত্তত্ত্বনাম্নী বুদ্ধি; বুদ্ধির কারণরূপ সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মক প্রধানরূপ অব্যক্ত। ক্ষিতি হইতে অব্যক্ত পর্য্যন্ত এই আটটি প্রকৃতি নামে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। ভগবানের অপূর্ব্ব শক্তির নামই মায়া এবং তাহাই অব্যক্ত নামে এখানে উল্লিখিত হইয়াছে। সৃষ্টির মূল জগদ্বিষয়িণী মায়াবৃত্তির নাম ঈক্ষণ। সেই ঈক্ষণ এখানে বুদ্ধি নামে কথিত হইয়াছে। ভগবানের সঙ্কল্পই অহঙ্কার বলিয়া উক্ত হইয়াছে। শ্রোত্রত্বগাদি ইন্দ্রিয়বর্গ, সংকল্পবিকল্পাত্মক মন, শব্দস্পর্শাদি পঞ্চ বিষয়, এবং সুখাদিতে স্পৃহা, দুঃখাদিতে দ্বেষ, নিরুপাধি ইচ্ছার বিষয়ীভূত ও পরমাত্মসুখাভিব্যঞ্জক চিত্তবৃত্তির নাম সুখ, ও তদ্বিরুদ্ধভাবের নাম দুঃখ। পঞ্চ মহাভূতের পরিণামরূপ ইন্দ্রিয়গণ সহ শরীরের নাম সংঘাত। স্বরূপ জ্ঞানের অভিব্যঞ্জক প্রমাজ্ঞান নামক চিত্তবৃত্তির নাম চেতনা। ব্যাকুল দেহ ও ইন্দ্রিয়কে সুস্থির রাখিবার প্রযত্নের নাম ধৃতি। ইচ্ছাদি বৃত্তির উল্লেখে অন্তঃকরণই উপলক্ষিত হইয়াছে। জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত পরিণামরাশির নাম বিকার। উৎপত্তি ও বিনাশ এবং ক্ষিতি হইতে ধৃতি পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুই বিকার। এতাবদ্বিকারবিশিষ্ট পদার্থই ক্ষেত্র নামে প্রসিদ্ধ ॥ ৬।৭ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। অমানিত্বম্ (আত্মশ্লাঘার অভাব), অদম্ভিত্বম্ (দম্ভের অভাব) অহিংসা (পরপীড়নে অনিচ্ছা), ক্ষান্তিঃ (ক্ষমা), আর্জ্জবম্ (সরলতা), আচার্য্যোপাসনম্ (গুরুসেবা), শৌচং (সদাচার), স্থৈর্য্যম্ (স্থিরতা), আত্মবিনিগ্রহঃ (আত্মসংযম) ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। অমানিত্ব, অদাম্ভিকতা, অহিংসা, ক্ষান্তি, সরলতা, গুরুসেবা শৌচ, স্থৈর্য্য ও আত্মনিগ্রহ [এতাবৎ জ্ঞান স্বরূপে কথিত হইয়াছে] ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যত্ত ক্ষেত্রভেদজাতস্ত সংহতিরিদং শরীরং ক্ষেত্রমিত্যুক্তং তৎ ক্ষেত্রং ব্যাখ্যাতং মহাভূতাদিভেদভিন্নং ধৃত্যন্তম্। ক্ষেত্রজ্ঞো বক্ষ্যমাণবিশেষণঃ। যস্য সপ্রভাবস্য ক্ষেত্রজ্ঞস্য পরিজ্ঞানাদমৃতত্বং ভবতি তং—জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামীত্যাদিনা সবিশেষণং—স্বয়মেব বক্ষ্যতি ভগবান্। অধুনা তু, তজ্জ্ঞানসাধনগণমমানিত্বাদিলক্ষণং—যস্মিন্ সতি তজ্জ্ঞেয়-বিজ্ঞানে যোগ্যোঽধিকৃতো ভবতি যৎপরঃ সংন্যাসী জ্ঞাননিষ্ঠ উচ্যতে তমমানিত্বাদিগণং জ্ঞান-সাধনত্বাজ্ জ্ঞানশব্দবাচ্যং বিদধাতি ভগবান্—অমানিত্বমিতি। অমানিত্বং—মানিনো ভাবো মানিত্বমাত্মনঃ শ্লাঘনম্। তদভাবোঽমানিত্বম্। অদম্ভিত্বং—স্বধর্ম্মপ্রকটীকরণং দম্ভিত্বম্। তদভাবোঽদম্ভিত্বম্। অহিংসাঽহিংসনম্। প্রাণিনামপীড়নম্। ক্ষান্তিঃ পরাঽপরাধপ্রাপ্তাব-বিক্রিয়া। আর্জ্জবমৃজুভাবঃ। অবক্রত্বম্। আচার্য্যোপাসনং মোক্ষসাধনোপদেষ্টুরাচার্য্যস্য শুশ্রূষাদিপ্রয়োগেণ সেবনম্। শৌচং কায়মলানাং মৃজ্জলাভ্যাং প্রক্ষালনম্। অন্তশ্চ মনসঃ প্রতি-

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥ ৯ ॥

পক্ষভাবনয়া রাগাদিমলানামপনয়নং শৌচম্। স্থৈর্য্যং স্থিরভাবঃ। মোক্ষমার্গ এব কৃতাধ্যবসায়ত্বম্। আত্মবিনিগ্রহ আত্মন উপকারকত্বয়াত্মশব্দবাচ্যস্য কার্য্যকরণসংঘাতস্য বিনিগ্রহঃ। স্বভাবেন সর্ব্বতঃ প্রবৃত্তস্য সন্মার্গ এব নিরোধ আত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ইদানীমুক্তলক্ষণাৎ ক্ষেত্রাদতিরিক্ততয়া জ্ঞেয়ং শুদ্ধং ক্ষেত্রজ্ঞং বিস্তরেণ বর্ণয়িষ্যংস্তজ্জ্ঞানসাধনান্যাহ—অমানিত্বমিতি পঞ্চভিঃ। অমানিত্বং স্বগুণশ্লাঘারাহিত্যম্। অদম্ভিত্বং দম্ভরাহিত্যম্। অহিংসা পরপীড়াবর্জ্জনম্। ক্ষান্তিঃ সহিষ্ণুত্বম্। আর্জ্জবমবক্রতা। আচার্য্যোপাসনং সদ্গুরুসেবা। শৌচং বাহ্যমাভ্যন্তরং চ। তত্র বাহ্যং মৃজ্জলাদিনা। আভ্যন্তরং চ রাগাদিমলক্ষালনম্। তথা চ স্মৃতিঃ—শৌচং চ দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরং তথা। মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং ভাবশুদ্ধিস্তথাঽন্তরম্॥ ইতি। স্থৈর্য্যং সন্মার্গে প্রবৃত্তস্য তদেকনিষ্ঠতা। আত্মবিনিগ্রহঃ শরীরসংযমঃ। এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমিতি পঞ্চমেনান্বয়ঃ ॥ ৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। আপনাতে বিদ্যমান বা অবিদ্যমান গুণের জন্য অভিমান না থাকা, লাভ পূজা বা খ্যাতির জন্য নিজধার্ম্মিকত্বাদি লোকসমক্ষে প্রকাশ না করা, কায়মনোবাক্যে কাহারও হিংসা না করা, অনিষ্ট করিবার ক্ষমতা সত্ত্বেও অন্যের অপরাধ ক্ষমা করা, হৃদয়ে ও বাহিরে সমান বা অকুটিল ব্যবহার করা, ব্রহ্মজ্ঞানোপদেষ্টা গুরুকে পূজা ও নমস্কারাদি করা, অন্তর্ব্বাহ্যের পবিত্রতা, মনশ্চাঞ্চল্যের গতিরোধ, ও মুক্তির প্রতিকূল বিষয় হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক আত্মাকে ব্রহ্মস্বরূপে ব্যবস্থাপন করা—জ্ঞানসাধন বলিয়া উক্ত হইল ॥ ৮ ॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। ইন্দ্রিয়ার্থেষু (ইন্দ্রিয়ভোগ্যবিষয়সমূহে) বৈরাগ্যম্, অনহঙ্কারঃ এব চ (নিরহঙ্কারিতা), জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ (জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি ও দুঃখরূপ দোষের পুনঃ পুনঃ আলোচনা) ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের শব্দাদি বিষয়ে বৈরাগ্য, অহঙ্কারাভাব, জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, দুঃখ ও দোষাবহ জন্য এতাবত্তের পুনঃ পুনঃ আলোচনা ॥৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—ইন্দ্রিয়েতি। ইন্দ্রিয়ার্থেষু শব্দাদিষু দৃষ্টাঽদৃষ্টেষু বিষয়ভোগেষু বিরাগভাবো বৈরাগ্যম্। অনহঙ্কারোঽহঙ্কারাঽভাব এব চ। জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষাঽনুদর্শনং—জন্ম চ মৃত্যুশ্চ জরা চ ব্যাধয়শ্চ দুঃখানি চ তেষু জন্মাদিদুঃখান্তেষু প্রত্যেকং দোষাঽনুদর্শনম্। জন্মনি গর্ভবাসযোনিদ্বারা নিঃসরণং দোষঃ। তস্যাঽনুদর্শনমালোচনম্। তথা মৃত্যৌ দোষাঽনুদর্শনম্। তথা জরায়াং প্রজ্ঞাশক্তিতেজোনিরোধদোষাঽনুদর্শনম্। পরিভূততা চেতি। তথা ব্যাধিষু শিরোরোগাদিষু দোষাঽনুদর্শনম্। তথা দুঃখেষ্বধ্যাত্মাঽধিভূতাঽধি-

অসক্তিরনভিষঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যং চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু॥ ১০॥

দৈবনিমিত্তেষু। অথ বা দুঃখান্যেব দোষো দুঃখদোষঃ। তস্য জন্মাদিষু পূর্ব্ববদনুদর্শনম্। দুঃখং জন্ম। দুঃখং মৃত্যুঃ। দুঃখং জরা। দুঃখং ব্যাধয়ঃ। দুঃখনিমিত্তত্বাজ্জন্মাদয়ো দুঃখম্। ন পুনঃ স্বরূপেণৈব দুঃখমিতি। এবং জন্মাদিষু দুঃখদোষানুদর্শনাদ্দেহেন্দ্রিয়াদিবিষয়োপভোগেষু বৈরাগ্যমুপজায়তে। ততঃ প্রত্যগাত্মনি প্রবৃত্তিঃ করণানামাত্মদর্শনায়। এবং জ্ঞানহেতুত্বাজ্‌ জ্ঞানমুচ্যতে জন্মাদিদুঃখদোষানুদর্শনম্। ৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—ইন্দ্রিয়ার্থেম্বিতি। জন্মাদিষু দুঃখদোষয়োরনুদর্শনং পুনঃ পুনরালোচনম্। দুঃখরূপস্য দোষস্যানুদর্শনমিতি বা। স্পষ্টমন্যৎ॥ ৯॥

গীতার্থসন্দীপনী। বিষয়ভোগে অস্পৃহা, লোকে ভাল বলুক বা না বলুক, তথাচ আপনাকে যে ভাল বলিয়া বোধ হয়, এই জ্ঞান না থাকা, মাতৃগর্ভে বাস ও মাতৃযোনি দিয়া নিক্রমণ, মর্ম্মস্থান সকল ভেদ করিয়া প্রাণের উৎক্রমণ, অত্যন্ত স্থবিরাবস্থা, জরাতিসারাদি ব্যাধি, ইষ্ট বিয়োগ বা অনিষ্ট সংযোগাদিরূপ দুঃখ, এবং জন্মাদি ক্লেশের দোষ, (অথবা কফ পিত্তাদি জন্য শারীরিক দোষ)—এতাবতের ক্লেশকারিতা সর্ব্বদা চিন্তা করা, জ্ঞানলাভের একান্ত অনুকূল। অর্থাৎ এতদালোচনায় কদর্য্য ক্লেদময় দেহ ধারণের বাসনা ক্ষীণ হইয়া আসে॥ ৯॥

—:০:—

অন্বয়বোধিনী। পুত্রদারগৃহাদিষু (পুত্র স্ত্রী গৃহাদি পদার্থে) অসক্তিঃ (অনাসক্তি), অনভিষঙ্গঃ (তাহাদের জন্য সুখী বা দুঃখী না হওয়া), ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু চ (এবং ইষ্ট ও অনিষ্ট লাভে) নিত্যং (সর্ব্বদা) সমচিত্তত্বম্ (অন্তঃকরণের সমানভাব)॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ। পুত্র, স্ত্রী ও গৃহাদি পদার্থে অনাসক্তি, পুত্রাদির সুখ দুঃখে আপনাকে সুখী বা দুঃখী মনে না করা, এবং ইষ্টানিষ্ট লাভে সমচিত্ততা॥ ১০॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—অসক্তিরিতি। অসক্তিঃ—সক্তিঃ সঙ্গনিমিত্তেষু বিষয়েষু প্রীতিমাত্রম্। তদভাবোঽসক্তিঃ। অনভিষঙ্গোঽভিষঙ্গাভাবঃ। অভিষঙ্গো নাম শক্তিবিশেষ এব—অনন্যাত্মভাবনালক্ষণঃ। যথাঽন্যস্মিন্ সুখিনি দুঃখিনি চাঽহমেব সুখী দুঃখী চ—জীবতি মৃতে চাঽহমেব জীবামি মরিষ্যামি চেতি। কেতি? আহ—পুত্রদারগৃহাদিষু। পুত্রেষু দারেষু গৃহেষু। আদিগ্রহণাদন্যেষ্বপ্যত্যন্তেষ্টেষু দাসবর্গাদিষু। তচ্চোভয়ং জ্ঞানার্থত্বাজ্‌ জ্ঞানমুচ্যতে। নিত্যং চ সমচিত্তত্বং তুল্যচিত্ততা। ক? ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু। ইষ্টানামনিষ্টানাং চোপপত্তয়ঃ সংপ্রাপ্তয়ঃ। তাস্বিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু নিত্যমেব তুল্যচিত্ততা। ইষ্টোপপত্তিষু ন হৃষ্যতি। ন কুপ্যতি চাঽনিষ্টোপপত্তিষু। তচ্চৈতন্নিত্যং সমচিত্তত্বং জ্ঞানম্॥ ১০॥

ময়ি চাঽনন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জ্জনসংসদি ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—অসক্তিরিতি। পুত্রদারাদিষসক্তিঃ প্রীতিত্যাগঃ। অনভিষঙ্গঃ পুত্রাদীনাং সুখে দুঃখে চাঽহমেব সুখী দুঃখী চেত্যধ্যাসাঽতিরেকাঽভাবঃ। ইষ্টানিষ্টয়োরুপপত্তিষু প্রাপ্তিষু নিত্যং সর্ব্বদা সমচিত্তত্বম্ ॥ ১০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। কোন পদার্থে আমার বলিয়া আসক্তি না থাকা, অন্তেতে মমতা বুদ্ধি বা সহানুভূতি জন্য অন্যের সুখে আপনাকে সুখী ও অন্যের দুঃখে আপনাকে দুঃখী মনে না করা, এবং প্রিয় ও অপ্রিয় সমাগমে প্রসন্ন বা ক্ষুণ্ণ না হইয়া সমভাবাপন্ন থাকা ॥১০॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। ময়ি চ (ও আমাতে) অনন্যযোগেন (অনন্যযোগদ্বারা) অব্যভিচারিণী (ঐকান্তিক) ভক্তিঃ, বিবিক্তদেশসেবিত্বং (নির্জ্জনস্থানে নিবাস), জনসংসদি (জনসমাজে) অরতিঃ (বিরাগ) ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ। আমাতে অনন্যযোগ পূর্ব্বক অব্যভিচারিণী ভক্তি করা, নির্জ্জন স্থানে নিবাস, বিষয়ী লোকের সভায় অপ্রীতি ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—ময়ি চেতি। ময়ি চেশ্বরেঽনন্যযোগেনাঽপৃথক্ সমাধিনা নাঽন্যো ভগবতো বাসুদেবাৎ পরোঽস্তি—অতঃ স এব নো গতিরিত্যেবং নিশ্চিতাঽব্যভিচারিণী বুদ্ধিরনন্যযোগঃ। তেন ভজনং ভক্তিঃ। ন ব্যভিচরণশীলাঽব্যভিচারিণী। সা চ জ্ঞানম্। বিবিক্তদেশসেবিত্বং—বিবিক্তঃ স্বভাবতঃ সংস্কারেণ বাঽশুচ্যাদিভিঃ সর্পচৌরব্যাঘ্রাদিভিশ্চ রহিতোঽরণ্যনদীপুলিনদেবগৃহাদির্বিবিক্তো দেশঃ। তং সেবিতুং শীলমস্যেতি বিবিক্তদেশসেবী। তস্য ভাবো বিবিক্তদেশসেবিত্বম্। বিবিক্তেষু হি দেশেষু চিত্তং প্রসীদতি। তত আত্মাদিভাবনা বিবিক্তে সংজায়তে। অতো বিবিক্তদেশসেবিত্বং জ্ঞানমুচ্যতে। অরতিররমণম্। ক্ব? জনসংসদি। জনানাং প্রাকৃতানাং সংস্কারশূন্যানামবিনীতানাং সংসৎ সমবায়ো জনসংসৎ। ন সংস্কারবতাং বিনীতানাং সংসৎ। তস্যা জ্ঞানোপকারকত্বাৎ। অতঃ প্রাকৃতজনসংসদ্যরতির্জ্ঞানার্থত্বাজ্জ্ঞানম্ ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—ময়ীতি। ময়ি পরমেশ্বরে। অনন্যযোগেন সর্ব্বাত্মদৃষ্ট্যা। অব্যভিচারিণ্যেকান্তা ভক্তিঃ। বিবিক্তঃ শুদ্ধচিত্তপ্রসাদকরঃ। তং দেশং সেবিতুং শীলং যস্য তস্য ভাবস্তত্ত্বম্। প্রাকৃতানাং জনানাং সংসদি সভায়ামরতী রত্যভাবঃ ॥ ১১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবান্ ব্যতীত আমার গতি মুক্তি বা আশ্রয়স্থান নাই, এইরূপ অনন্যভাবে ভগবানে অকপট প্রেম করা, যে দেশ স্বভাবতঃ শুদ্ধ, সর্প ব্যাঘ্রাদির উপদ্রববর্জ্জিত ও চিত্তপ্রসাদকর সেই বিবিক্ত প্রদেশে একাকী বাস, এবং জ্ঞানভক্তিবর্জ্জিত

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥ ১২ ॥

বিষয়ভোগলম্পট ও ভগবদ্বিমুখ লোকের সমাগম ত্যাগ করা, জ্ঞানসাধনের পরম অনুকূল। শাস্ত্রে "সঙ্গত্যাগ" কথাটি কুসঙ্গত্যাগকেই লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে।

"সঙ্গঃ সর্ব্বাত্মনা হেয়ঃ স চেত্ত্যক্তুং ন শক্যতে।
স সদ্ভিঃ সহ কর্ত্তব্যঃ সতাং সঙ্গো হি ভেষজম্ ॥"

মুমুক্ষু ব্যক্তি কাহারই সঙ্গ করিবেন না। যদি সঙ্গত্যাগ করিতে অসমর্থ হয়েন, তবে সৎসঙ্গ করিবেন, কেননা সৎসঙ্গ ভবরোগের মহৌষধ ॥ ১১ ॥

:০:——

অন্বয়বোধিনী। অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং (আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা), তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ (তত্ত্বজ্ঞানলাভার্থ আলোচনা), এতৎ (এই সকল) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) ইতি (এই) [বলিয়া] প্রোক্তম্ (কথিত) হইয়াছে), যৎ (যাহা) অতঃ (ইহা হইতে] অন্যথা (বিপরীত) [তাহা] অজ্ঞানম্ (অজ্ঞানতা) ॥ ১২ ॥

বঙ্গানুবাদ। অধ্যাত্মজ্ঞাননিষ্ঠ, তত্ত্বজ্ঞানলাভার্থ দর্শন এবং অমানিত্বাদি জ্ঞানাঙ্গসমূহ জ্ঞান বলিয়া কথিত হয়। তদ্বিপরীত সমস্তই অজ্ঞান নামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—অধ্যাত্মেতি। অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বম্—আত্মাদিবিষয়ং জ্ঞানমধ্যাত্মজ্ঞানম্। তস্মিন্ নিত্যভাবো নিত্যত্বম্। অমানিত্বাদীনাং জ্ঞানসাধনানাং ভাবনাপরিপাকনিমিত্তং তত্ত্বজ্ঞানম্। তস্যার্থো মোক্ষঃ সংসারোপরমঃ। তস্যালোচনং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্। তত্ত্বজ্ঞানফলালোচনে হি তৎসাধনানুষ্ঠানে প্রবৃত্তিঃ স্যাদিতি। এতদমানিত্বাদি তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনান্তমুক্তং জ্ঞানমিতি প্রোক্তম্। জ্ঞানার্থত্বাৎ। অজ্ঞানং যদত এতস্মাদ্ যথোক্তাদন্যথা বিপর্য্যয়েণ। মানিত্বং দম্ভিত্বং হিংসাঽক্ষান্তিরনার্জ্জবমিত্যাদ্যজ্ঞানং বিজ্ঞেয়ং পরিহরণায়। সংসারপ্রবৃত্তিকারণত্বাদিতি ॥ ১২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—অধ্যাত্মেতি। আত্মানমধিকৃত্য বর্ত্তমানং জ্ঞানমধ্যাত্মজ্ঞানং। তস্মিন্নিত্যত্বং নিত্যভাবঃ—তত্ত্বং। পদার্থশুদ্ধিনিষ্ঠত্বমিত্যর্থঃ। তত্ত্বজ্ঞানস্যার্থঃ প্রয়োজনং মোক্ষঃ। তস্য দর্শনং মোক্ষস্য সর্ব্বোৎকৃষ্টত্বালোচনমিত্যর্থঃ। এতদমানিত্বমদম্ভিত্বমিত্যাদি বিংশতিসংখ্যাকং যদুক্তম্—এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তং বশিষ্ঠাদিভিঃ। জ্ঞানসাধনত্বাৎ। অতোঽন্যথাঽস্মাদ্বিপরীতং মানিত্বাদি যত্তদজ্ঞানমিতি প্রোক্তম্। জ্ঞানবিরোধিত্বাৎ। অতঃ সর্ব্বথা ত্যাজ্যমিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। আত্মাঽনাত্মবিচার দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভার্থ একান্ত নিষ্ঠা,

জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্ জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাঽসদুচ্যতে ॥ ১৩ ॥

"অহং ব্রহ্মাঽস্মি (ক) "তত্ত্বমসি" (খ) আদি আত্মজ্ঞানের প্রয়োজক দর্শন আলোচনা, এবং অমানিত্বাদি সাধনের পরিপাক হইতে ফল স্বরূপ "আমিই ব্রহ্ম" ইত্যাকার ব্রহ্মাত্মতত্ত্বজ্ঞান হয় বলিয়া, এতাবৎ জ্ঞান নামে উক্ত হইয়া থাকে। এতদ্বিরুদ্ধ সমস্তই অজ্ঞান ॥ ১২ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। যৎ (যাহা) জ্ঞেয়ং (জানিবার বিষয়) যৎ জ্ঞাত্বা (যাহা জানিয়া) [মুমুক্ষু ব্যক্তি] অমৃতম্ (মোক্ষ) অশ্নুতে (লাভ করেন), তৎ (তাহা) প্রবক্ষ্যামি (বলিব), তৎ (সেই) অনাদিমৎ (আদিবর্জ্জিত) পরং ব্রহ্ম ন সৎ (সৎ নহেন), ন অসৎ (অসৎ নহেন) [বলিয়া] উচ্যতে (কথিত হইয়া থাকেন) ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন! এক্ষণে মুমুক্ষুদিগের জ্ঞেয় বস্তুর বিষয় তোমাকে বলিতেছি; যাঁহাকে বিদিত হইলে জীব অমৃতত্ব লাভ করে, সেই অনাদিমৎ পরব্রহ্ম সৎও নহেন, অসৎও নহেন ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যথোক্তেন জ্ঞানেন জ্ঞাতব্যং কিম্—ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—জ্ঞেয়ং যত্তদিত্যাদি। ননু যমা নিয়মাশ্চাঽমানিত্বাদয়ঃ। ন তৈর্জ্ঞেয়ং জ্ঞায়তে। ন হ্যমানিত্বাদি কস্যচিদ্বস্তুনঃ পরিচ্ছেদকং দৃষ্টম্। সর্ব্বত্রৈব চ যদ্বিষয়ং জ্ঞানং তদেব তস্য জ্ঞেয়স্য পরিচ্ছেদকং দৃশ্যতে। ন হ্যন্যবিষয়েণ জ্ঞানেনাঽন্যদুপলভ্যতে। যথা ঘটবিষয়েণ জ্ঞানেনাঽগ্নিঃ। নৈষ দোষঃ। জ্ঞাননিমিত্তত্বাজ্ জ্ঞানমুচ্যতে—ইতি হ্যবোচাম। জ্ঞানসহকারিকারণত্বাচ্চ—জ্ঞেয়মিতি। জ্ঞেয়ং জ্ঞাতব্যং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি। প্রকর্ষেণ যথাবদ্বক্ষ্যামি। কিংফলং তদিতি প্ররোচনেন শ্রোতুরভিমুখীকরণায়াহ—যজ্জ্ঞেয়ং জ্ঞাত্বাঽমৃতমমৃতত্বমশ্নুতে। ন পুনর্ম্রিয়ত ইত্যর্থঃ। অনাদিমৎ—আদিরস্যাঽস্তীত্যাদিমৎ। নাদিমদনাদিমৎ। কিং তৎ? পরং নিরতিশয়ং ব্রহ্ম। জ্ঞেয়মিতি প্রকৃতম্।

অত্র কেচিৎ—অনাদি মৎপরমিতি পদং ছিন্দন্তি। বহুব্রীহিণোক্তেঽর্থে মতুপ আনর্থক্যমনিষ্টং স্যাদিতি। অর্থবিশেষং চ দর্শয়ন্তি—অহং বাসুদেবাখ্যা পরা শক্তির্যস্য তন্মৎপরমিতি।

সত্যমেবং ন পুনরুক্তং স্যাদর্থশ্চেৎ সম্ভবতি। ন ত্বর্থঃ সম্ভবতি। ব্রহ্মণঃ সর্ব্ববিশেষপ্রতিষেধেনৈব বিজিজ্ঞাপয়িষিতত্বাৎ—ন সত্তন্নাঽসদুচ্যত ইতি। বিশিষ্টশক্তিমত্ত্বপ্রদর্শনং বিশেষপ্রতিষেধশ্চেতি বিপ্রতিষিদ্ধম্। তস্মান্মতুপো বহুব্রীহিণা সমানার্থত্বেঽপি প্রয়োগঃ শ্লোকপূরণার্থঃ।

অমৃতত্বফলং জ্ঞেয়ং ময়োচ্যত ইতি প্ররোচনেনাঽভিমুখীকৃত্যাহ—ন সত্তজ্ জ্ঞেয়মুচ্যত ইতি। নাঽপ্যসত্তদুচ্যতে।

(ক) বৃহদারণ্যক, ১।৪।১০। (খ) ছান্দোগ্য, ৬।৮।৭।

নমু মহতা পরিকরবন্ধেন কণ্ঠরবেণোদ্‌ঘুষ্য জ্ঞেয়ং প্রবক্ষ্যামীত্যননুরূপমুক্তং—ন সত্তন্নাঽস-দুচ্যত ইতি।

ন। অনুরূপমেবোক্তম্।

কথম্?

সর্ব্বাসু হ্যপনিষৎসু জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম—নেতি নেতি (ক) অস্থূলমনণু (খ) ইত্যাদিবিশেষ-প্রতিষেধেনৈব নির্দ্দিশ্যতে—নেদং তদিতি। বাচোঽগোচরত্বাৎ।

নমু তদস্তি যদ্বস্তুস্তিশব্দেনোচ্যতে। অথাঽস্তিশব্দেন নোচ্যতে নাস্তি তজ্‌ জ্ঞেয়ং। বিপ্রতি-সিদ্ধং চ—জ্ঞেয়ং তৎ - অস্তিশব্দেন নোচ্যত ইতি চ।

ন তাবন্নাস্তি। নাস্তিবুদ্ধ্যবিষয়ত্বাৎ।

নমু সর্ব্বা বুদ্ধয়োঽস্তিনাস্তিবুদ্ধ্যনুগতা এব। তত্রৈবং সতি জ্ঞেয়মপ্যস্তিবুদ্ধ্যনুগতপ্রত্যয়-বিষয়ং বা স্যাৎ। নাস্তিবুদ্ধ্যনুগতপ্রত্যয়বিষয়ং বা।

ন। অতীন্দ্রিয়ত্বেনোভয়বুদ্ধ্যনুগতপ্রত্যয়াঽবিষয়ত্বাৎ। যদ্ধীন্দ্রিয়গম্যং বস্তু ঘটাদিকং তদস্তি-বুদ্ধ্যনুগতপ্রত্যয়বিষয়ং স্যাৎ। নাস্তিবুদ্ধ্যনুগতপ্রত্যয়বিষয়ং বা। ইদং তু জ্ঞেয়মতীন্দ্রিয়ত্বেন শব্দৈকপ্রমাণগম্যত্বান্ন ঘটাদিবদুভয়বুদ্ধ্যনুগতপ্রত্যয়বিষয়মিতি। অতো ন সত্তন্নাঽসদিত্যুচ্যতে।

যত্তুক্তং—বিরুদ্ধমুচ্যতে জ্ঞেয়ং যন্ন সত্তন্নাঽসদুচ্যত ইতি—ন বিরুদ্ধম্। অন্যদেব তদ্বিদিতা-দথো অবিদিতাদধি (গ) ইতি শ্রুতেঃ।

শ্রুতিরপি বিরুদ্ধাঽর্থেতি চেৎ—যথা যজ্ঞায় শালামারভ্য কো হি তদ্বেদ যদ্যমুষ্মি-ল্লোঁকেঽস্তি বা ন বেতি—(ঘ) ইত্যেবমিতি চেৎ?

ন। বিদিতাঽবিদিতাভ্যামন্যত্বশ্রুতেরবশ্যবিজ্ঞেয়াঽর্থপ্রতিপাদনপরত্বাৎ। যদ্যমুষ্মিন্নিত্যাদি (ঙ) তু বিধিশেষোঽর্থবাদঃ।

উপপত্তেশ্চ সদসদাদিশব্দৈর্ব্রহ্ম নোচ্যত ইতি। সর্ব্বো হি শব্দোঽর্থপ্রকাশনায় প্রযুক্তঃ শ্রূয়মাণশ্চ শ্রোতৃভির্জাতিক্রিয়াগুণসম্বন্ধদ্বারেণ সঙ্কেতগ্রহণসব্যপেক্ষোঽর্থং প্রত্যায়য়তি। নাঽন্যথা। অদৃষ্টত্বাৎ। তদ্যথা—গৌরশ্ব ইতি বা জাতিতঃ। পাচকঃ পাঠক ইতি বা ক্রিয়াতঃ। শুক্লঃ কৃষ্ণ ইতি বা গুণতঃ। ধনী গোমানিতি বা সম্বন্ধতঃ। ন তু ব্রহ্ম জাতিমৎ। অতো ন সদাদিশব্দবাচ্যম্। নাঽপি গুণবৎ—যেন গুণশব্দেনোচ্যেত। নির্গুণত্বাৎ। নাঽপি ক্রিয়াশব্দ-বাচ্যং। নিষ্ক্রিয়ত্বাৎ। নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তমিতি (চ) শ্রুতেঃ। ন চ সম্বন্ধি। একত্বাৎ। অদ্বয়ত্বাদবিষয়ত্বাদাত্মত্বাচ্চ ন কেনচিচ্ছব্দেনোচ্যত ইতি যুক্তম্। যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে (ছ) ইত্যাদিশ্রুতিভ্যশ্চ॥ ১৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এভিঃ সাধনৈর্যজ্জ্ঞেয়ং তদাহ—জ্ঞেয়মিতি ষড়্‌ভিঃ।

(ক) বৃহদারণ্যক, ২।৩,৬। (খ) বৃহদারণ্যক, ৩.৮.৮। (গ) কেনোপনিষৎ, ১।৩।

(ঘ) কৃষ্ণযজুর্ব্বেদতৈত্তিরীয়সংহিতা, ৬।১।১। (ঙ) কৃষ্ণযজুর্ব্বেদতৈত্তিরীয়সংহিতা, ৬।১।১।

(চ) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৬।১৯। (ছ) তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ২।৪।

সর্ব্বতঃপাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃশ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৪ ॥

যজ্ জ্ঞেয়ং তৎ প্রবক্ষ্যামি। শ্রোতুরাদরসিদ্ধয়ে জ্ঞানফলং দর্শয়তি। যদ্বক্ষ্যমাণং জ্ঞাত্বাঽমৃতং মোক্ষং প্রাপ্নোতি। কিং তৎ? অনাদিমৎ। আদিমন্ন ভবতীত্যনাদিমৎ। পরং নিরতিশয়ং ব্রহ্ম। অনাদি—ইত্যেতাবতৈব বহুব্রীহিণাঽনাদিমত্বে সিদ্ধেঽপি পুনর্ম্মতুপঃ প্রয়োগশ্ছান্দসঃ। যদ্বা—অনাদীতি মৎপরমিতি চ পদদ্বয়ম্। মম বিষ্ণোঃ পরং নির্ব্বিশেষং রূপং ব্রহ্মেত্যর্থঃ। তদেবাহ—ন সত্তন্নাঽসদুচ্যতে। বিধিমুখেন প্রমাণস্য বিষয়ঃ সচ্ছব্দেনোচ্যতে। নিষেধস্ত বিষয়স্ত্বসচ্ছব্দেনোচ্যতে। ইদং তু তদুভয়বিলক্ষণম্। অবিষয়ত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। পূর্ব্বোক্ত বিংশতি জ্ঞান লাভ করিয়া যাঁহাকে জানিতে হয়, এক্ষণে ভগবান্ তাঁহারই ব্যাখ্যা করিতেছেন। আবার তাঁহাকে জানিয়াই বা লাভ কি? এই সংশয় ভঞ্জনার্থ বলিলেন যে, তাঁহাকে জানিলে মুমুক্ষুগণ অমৃতত্ব লাভ করেন। তিনি অনাদিমৎ—সমস্ত কারণের কারণস্বরূপ এবং দেশ কাল পরিচ্ছেদ শূন্য পরমাত্মা। "অনাদিমৎ পরং" এতৎ পদের ব্যাখ্যায় টীকাকারগণ ভিন্ন ভিন্ন পথ অনুসরণ করিয়াছেন। কেহ বলেন "আদিমৎ" শব্দে কার্য্য এবং "পরং" শব্দে কারণ, অর্থাৎ যিনি কার্য্য ও কারণ উভয়েরই অতীত। কেহ "অনাদি—মৎপরম্' এই রূপ পদচ্ছেদ করিয়া বলেন যে, ব্রহ্ম আদি বা উৎপত্তি বর্জ্জিত, এবং মৎপর অর্থাৎ আমার (সগুণ ব্রহ্মের) অতীত যিনি, তিনিই মৎপর। "অস্তি" আছেন—বলিয়া তিনি প্রমাণগত বিষয় নহেন, এবং "নাস্তি" পদ-বাচ্য তিনি নিষেধমুখ প্রমাণেরও বিষয় নহেন। তিনি নির্ব্বিশেষ ও স্বপ্রকাশ। নাম, রূপ ও গুণ আদি দ্বারা তাঁহার স্বরূপ ব্যাখ্যা হয় না ॥ ১৩ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। সর্ব্বতঃপাণিপাদং (সর্ব্বত্র হস্তপদ বিশিষ্ট) সর্ব্বতোঽক্ষি-শিরোমুখং (সর্ব্বত্র চক্ষু শির ও মুখ বিশিষ্ট) সর্ব্বতঃশ্রুতিমৎ (সর্ব্বত্র কর্ণবিশিষ্ট) তৎ (তিনি) লোকে (প্রাণিসমূহে) সর্ব্বম (সমস্ত পদার্থ) আবৃত্য (ব্যাপিয়া) তিষ্ঠতি (স্থিতি করিতেছেন) ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। সর্ব্বত্র তাঁহার হস্ত ও পদ, সর্ব্বত্র তাঁহার নেত্র, শির ও মুখ, সর্ব্বত্র তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয় এবং তিনি সমস্ত পদার্থে ব্যাপ্ত হইয়া স্থিতি করিতে-ছেন ॥ ১৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সচ্ছব্দপ্রত্যয়াঽবিষয়ত্বাদসত্ত্বাশঙ্কায়াং জ্ঞেয়স্ত সর্ব্বপ্রাণিকরণো-পাধিদ্বারেণ তদস্তিত্বং প্রতিপাদয়ংস্তদাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থমাহ—সর্ব্বত ইতি। সর্ব্বতঃ পাণয়ঃ পাদাশ্চা-ঽস্যেতি সর্ব্বতঃপাণিপাদং তজ্ জ্ঞেয়ম। সর্ব্বপ্রাণিকরণোপাধিভিঃ ক্ষেত্রজ্ঞস্তাঽস্তিত্বং বিভাব্যতে। ক্ষেত্রজ্ঞশ্চ ক্ষেত্রোপাধিত উচ্যতে। ক্ষেত্রং চ পাণিপাদাদিভিরনেকধা ভিন্নম্। ক্ষেত্রোপাধি

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥ ১৫ ॥

ভেদকৃতং চ বিশেষজাতং মিথ্যৈব ক্ষেত্রজ্ঞস্যেতি তদপনয়নেন জ্ঞেয়ত্বমুক্তং ন সত্তন্নাসদুচ্যত ইতি। উপাধিকৃতং মিথ্যারূপমপ্যস্তিত্বাধিগমায় জ্ঞেয়ধর্ম্মবৎ পরিকল্প্যোচ্যতে—সর্ব্বতঃপাণি-পাদমিত্যাদি। তথাহি সম্প্রদায়বিদাং বচনম্—অধ্যারোপাপবাদাভ্যাং নিষ্প্রপঞ্চং প্রপঞ্চ্যত ইতি। সর্ব্বদেহাবয়বত্বেন গম্যমানাঃ পাণিপাদাদয়ো জ্ঞেয়শক্তিসদ্ভাবনিমিত্তস্বকার্য্যা ইতি জ্ঞেয়সদ্ভাবলিঙ্গানি জ্ঞেয়স্যেত্যুপচারত উচ্যন্তে। তথা ব্যাখ্যেয়মন্যৎ। সর্ব্বতঃপাণিপাদং তজ্জ্ঞেয়ম্। সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং—সর্ব্বতোঽক্ষীণি শিরাংসি মুখানি চ যস্য তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্। শ্রুতিঃ শ্রবণেন্দ্রিয়ম্। সর্ব্বতঃ সা যস্য তৎ সর্ব্বতঃশ্রুতিমৎ। লোকে প্রাণিনিকায়ে। সর্ব্বমাবৃত্য সর্ব্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি স্থিতিং লভতে। ন চলতীত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। নন্বেবং ব্রহ্মণঃ সদসদ্বিলক্ষণত্বে সতি—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম (ক)—ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্ (খ) ইত্যাদিশ্রুতিভির্বিরুধ্যেত—ইত্যাশঙ্ক্য—পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ (গ) ইত্যাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধয়াঽচিন্ত্যশক্ত্যা সর্ব্বাত্মতাং তস্য দর্শয়ন্নাহ—সর্ব্বত ইতি পঞ্চভিঃ। সর্ব্বতঃ সর্ব্বত্র পাণয়ঃ পাদাশ্চ যস্য তৎ। সর্ব্বতোঽক্ষীণি শিরাংসি মুখানি চ যস্য তৎ। সর্ব্বতঃ শ্রুতিমচ্ছ্রবণেন্দ্রিয়ৈর্যুক্তং সল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য ব্যাপ্য তিষ্ঠতি। সর্ব্বপ্রাণিবৃত্তিভিঃ পাণ্যাদিভিরুপাধিভিঃ সর্ব্বব্যবহারাস্পদত্বেন তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। প্রাণিবর্গের হস্ত, পদ, নেত্র ও শির আদি ইন্দ্রিয়বর্গের প্রবৃত্তিশক্তি রূপে সর্ব্বত্র যিনি বিরাজ করেন, এবং যিনি সমস্ত অচেতন পদার্থের অধিষ্ঠান স্বরূপ ও যাঁহার সত্তায় সমস্ত পদার্থ অবস্থিতি করিতেছে, তিনি চৈতন্যস্বরূপ বিভু। তিনিই মুমুক্ষুগণের জ্ঞেয় পরব্রহ্ম ॥ ১৪ ॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। [তিনি] সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং (সকল ইন্দ্রিয় ও তাহাদের গুণসমূহের প্রকাশক) সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্ (সর্ব্বেন্দ্রিয়বিরহিত) অসক্তং (সর্ব্বসম্বন্ধবিহীন) সর্ব্বভৃৎ এব চ (ও সকল দ্রব্যের আধার) নির্গুণং (গুণরহিত) গুণভোক্তৃ চ (ও সর্ব্বগুণের ভোক্তা) ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। তিনি ইন্দ্রিয়বর্জ্জিত, অথচ সমস্ত ইন্দ্রিয়ে ভাসমান। তিনি সর্ব্ব সম্বন্ধ বিহীন হইয়াও সমস্ত পদার্থই ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তিনি সত্ত্বাদি-গুণরহিত ও তত্তদ্গুণের ভোক্তা রূপে বিদ্যমান ॥ ১৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। উপাধিভূতপাণিপাদাদীন্দ্রিয়াধ্যারোপণাজ্জ্ঞেয়স্য তদ্বত্তাশঙ্কা মা ভূদিত্যেবমর্থঃ শ্লোকারম্ভঃ—সর্ব্বেন্দ্রিয়েতি। সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং—সর্ব্বাণি চ তানীন্দ্রিয়াণি

(ক) ছান্দোগ্য, ৩।১৪।১। (খ) মৈত্র্যুপনিষৎ, ৪।৬। (গ) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৬।৮।

শ্রোত্রাদীনি বুদ্ধীন্দ্রিয়কর্ম্মেন্দ্রিয়াখ্যাণ্যন্তঃকরণে চ বুদ্ধিমনসী—জ্ঞেয়োপাধিত্বস্য তুল্যত্বাৎ—সর্ব্বেন্দ্রিয়গ্রহণেন গৃহ্যন্তে। অপি চান্তঃকরণোপাধিদ্বারেণৈব শ্রোত্রাদীনামপ্যুপাধিত্বমিতি। অতোহন্তঃকরণবহিষ্করণোপাধিভূতৈঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণৈরধ্যবসায়সংকল্পশ্রবণবচনাদিভিরবভাসত ইতি সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসম্। সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাপারৈর্ব্যাপৃতমিব তজ্জ্ঞেয়মিত্যর্থঃ। ধ্যায়তীব লেলায়তীব(ক) ইতি শ্রুতেঃ। কস্মাৎ পুনঃ কারণান্ন ব্যাপৃতমেবেতি গৃহ্যত ইতি? অত আহ—সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্। সর্ব্বকরণরহিতমিত্যর্থঃ। অতো ন করণব্যাপারৈর্ব্যাপৃতং তজ্জ্ঞেয়ম্। যত্ত্বয়ং মন্ত্রঃ—অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ (খ) ইত্যাদিঃ। স সর্ব্বেন্দ্রিয়োপাধিগুণানুগুণ্যভজনশক্তিমৎ তজ্জ্ঞেয়মিত্যেবংপ্রদর্শনার্থঃ। ন তু সাক্ষাদেব জবনাদিক্রিয়াবত্ত্বপ্রদর্শনার্থঃ। অন্ধো মণিমবিন্দৎ (গ) ইত্যাদিমন্ত্রার্থবত্তস্য মন্ত্রস্যার্থঃ। যস্মাৎ সর্ব্বকরণবর্জ্জিতং তজ্জ্ঞেয়ং তস্মাদসক্তং সর্ব্বসংশ্লেষবর্জ্জিতম্। যদ্যপ্যেবং তথাপি সর্ব্বভৃচ্চৈব। সদাস্পদং হি সর্ব্বং সর্ব্বত্র সদ্বুদ্ধ্যনুগমাৎ। ন হি মৃগতৃষ্ণিকাদয়োহপি নিরাস্পদা ভবন্তি। অতঃ সর্ব্বভৃৎ—সর্ব্বং বিভর্ত্তীতি। স্যাদিদং চান্যৎ—জ্ঞেয়স্য সত্ত্বাধিগমদ্বারং নির্গুণম্। সত্ত্বরজস্তমাংসি গুণাঃ। তৈর্বর্জ্জিতম্। তথাপি গুণভোক্তৃ চ। গুণানাং সত্ত্বরজস্তমসাং শব্দাদিদ্বারেণ সুখদুঃখমোহাকারপরিণতানাং ভোক্তৃ চোপলব্ধৃ তজ্জ্ঞেয়মিত্যর্থঃ॥ ১৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—সর্ব্বেন্দ্রিয়েতি। সর্ব্বেষাং চক্ষুরাদীনামিন্দ্রিয়াণাং গুণেষু রূপাদ্যাকারাসু বৃত্তিষু তত্তদাকারেণ ভাসত ইতি তথা। সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি গুণাংশ্চ তত্তদ্বিষয়ানাভাসয়তীতি বা। সর্ব্বৈরিন্দ্রিয়ৈর্বিবর্জ্জিতং চ। তথা চ শ্রুতিঃ—অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ (ঘ) ইত্যাদিঃ। অসক্তং সঙ্গশূন্যম্। তথাপি সর্ব্বং বিভর্ত্তীতি সর্ব্বভৃৎ। সর্ব্বস্যাধারভূতম্। তদেব নির্গুণং সত্ত্বাদিগুণরহিতম্। গুণভোক্তৃ চ—গুণানাং সত্ত্বাদীনাং ভোক্তৃ পালকম্॥ ১৫॥

গীতার্থসন্দীপনী। তাঁহার নিজের ইন্দ্রিয় নাই, কিন্তু তাঁহার শক্তি ভিন্ন হস্তপদাদির কার্য্য কেহ করিতে পারে না। শ্রবণ, কথন, সংকল্প ও নিশ্চয় আদি এবং শ্রোত্র, বাক্, মন ও বুদ্ধির ক্রিয়াও তাঁহারই শক্তিতে পরিচালিত। সেই পরমাত্মা নিষ্ক্রিয় হইলেও সমস্ত ক্রিয়ার মূল তিনিই। তিনি চক্ষুহীন হইয়াও দর্শন করেন, শ্রুতিবর্জ্জিত হইয়াও শ্রবণ করেন। আবার তিনি কাহারও সঙ্গ বা সম্বন্ধ যুক্ত নহেন, কিন্তু তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই ত্রিজগৎ বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি স্বয়ং নির্গুণ অথচ গুণ সমূহ উপলব্ধি করেন। শ্রুতি বলিয়াছেন, "সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ" (ঙ) তিনি সকলের সাক্ষী, চৈতন্যস্বরূপ, অদ্বিতীয় ও গুণবর্জ্জিত॥ ১৫॥

——:o:——

(ক) বৃহদারণ্যক, ৪।৩।৭। (খ) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৩।১৯। (গ) তৈত্তিরীয়ারণ্যক, ১।১১। (ঘ) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৩।১৯। (ঙ) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৬।১১।

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চাঽন্তিকে চ তৎ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়বোধিনী। তৎ (তিনি) ভূতানাং (সর্ব্বভূতের) বহিঃ চ (বহির্ভাগ), অন্তঃ চ (ও অন্তর), অচরং চরম্ এব চ (স্থাবর ও জঙ্গম), সূক্ষ্মত্বাৎ (সূক্ষ্মতা জন্য) অবিজ্ঞেয়ং (জানিতে পারা যায় না), দূরস্থং চ (দূরে স্থিত) অন্তিকে চ (ও নিকটে স্থিত) ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। সমস্ত বস্তুরই বহির্ভাগ ও অভ্যন্তর তিনি। স্থাবর ও জঙ্গমও তিনি। তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জন্য অবিজ্ঞেয়। তিনি দূর হইতেও দূরে, এবং অতি নিকট হইতেও নিকটে ॥ ১৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—বহিরন্তশ্চেতি। বহিস্ত্বক্‌পর্য্যন্তং দেহমাত্মত্বেনাঽবিদ্যা-কল্পিতমপেক্ষ্য তমেবাঽবধিং কৃত্বা বহিরুচ্যতে। তথা প্রত্যগাত্মানমপেক্ষ্য দেহমেবাঽবধিং কৃত্বাঽন্ত-রুচ্যতে। বহিরন্তশ্চেত্যুক্তে মধ্যেঽভাবে প্রাপ্ত ইদমুচ্যতে—অচরং চরমেব চ। যচ্চরাচরং দেহাভাসমপি তদেব জ্ঞেয়ম্। যথা রজ্জুসর্পাভাসঃ। যদ্যচরং চরমেব চ ব্যবহারবিষয়ং সর্ব্বং জ্ঞেয়ং—কিমর্থমিদমিতি সর্ব্বৈর্ন বিজ্ঞেয়মিতি? উচ্যতে—সত্যং সর্ব্বাভাসম্। তথাপি ব্যোমবৎ সূক্ষ্মং তৎ। অতঃ সূক্ষ্মত্বাৎ স্বেন রূপেণ তজ্জ্ঞেয়মপ্যবিজ্ঞেয়মবিদুষাম্। বিদুষাং ত্বাত্মৈবেদং সর্ব্বং (ক) ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্ (খ) ইত্যাদি প্রমাণতো নিত্যং বিজ্ঞাতম্। অবিজ্ঞাততয়া দূরস্থম্। বর্ষসহস্রকোট্যাঽপ্যবিদুষামপ্রাপ্যত্বাৎ। অন্তিকে চ তৎ—আত্মত্বাৎ—বিদুষাম্ ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—বহিরিতি। ভূতানাং চরাচরাণাং স্বকার্য্যাণাং বহিশ্চাঽন্তশ্চ তদেব—সুবর্ণমিব কটককুণ্ডলাদীনাম্। জলতরঙ্গাণামন্তর্ব্বহিশ্চ জলমিব। অচরং স্থাবরং চরং জঙ্গমং চ ভূতজাতং তদেব। কারণাত্মকত্বাৎ কার্য্যস্য। এবমপি সূক্ষ্মত্বাদ্রূপাদি-হীনত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ম্। ইদং তদিতি স্পষ্টং জ্ঞানার্হং ন ভবতি। অত এবাঽবিদুষাং যোজন-লক্ষাঽন্তরিতমিব দূরস্থং চ। সবিকারায়াঃ প্রকৃতেঃ পরত্বাৎ। বিদুষাং পুনঃ প্রত্যগাত্মত্বাদন্তিকে চ তন্নিত্যং সন্নিহিতম্। তথা চ মন্ত্রঃ—তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে। তদ সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাঽস্য বাহ্যতঃ (গ) ॥ ইতি। এজতি চলতি। নৈজতি ন চলতি। তৎ উ অন্তিকে ইতিচ্ছেদঃ ॥ ১৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। 'যেমন কুণ্ডলের ভিতর ও বাহির সর্ব্বত্রই সুবর্ণ, অর্থাৎ সুবর্ণ ব্যতীত তাহাতে আর কিছুই দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ দৃশ্য জগতের বাহির ও অভ্যন্তর সমস্তই তিনি, অর্থাৎ যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই তিনি। তিনি "সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং নিত্যম্" (ঘ) (শ্রুতি)। সুতরাং শতকোটী বর্ষ চেষ্টা করিলেও তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়া যায় না। অবিশ্বাসী, অবিবেকী ও বৈরাগ্যবিহীন ব্যক্তির পক্ষে তিনি দূর হইতেও অতি দূরে প্রতীত

(ক) ছান্দোগ্য, ৭।২৫।২ (খ) নৃসিংহোত্তরতাপনী, ৭ (গ) ঈশা, (ঘ) কৈবল্য ১।১৬

অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥ ১৭ ॥
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্ ॥ ১৮ ॥

হয়েন। আবার ভক্তিমান্ বিবেকবৈরাগ্যবান্ ও সংযতাত্মা পুরুষের পক্ষে তিনি নিকট হইতেও অতি নিকট বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকেন ॥ ১৬ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। তৎ (তিনি) ভূতেষু চ (সর্ব্বভূতে) অবিভক্তং (অবিচ্ছিন্ন) [হইয়াও] বিভক্তম্ ইব (ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া) স্থিতং (প্রতীত হয়েন); [তাঁহাকে] ভূতভর্ত্তৃ (ভূতসকলের ধারণ কর্ত্তা), গ্রসিষ্ণু (সংহর্ত্তা) প্রভবিষ্ণু চ, (ও উৎপাদন কর্ত্তা) [বলিয়া] জ্ঞেয়ম্ (জানিবে) ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। তিনি সর্ব্বভূতে অবিভক্ত থাকিয়াও প্রত্যেক প্রাণীতে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়েন। তিনি ভূত সকল ধারণ করিয়া আছেন; তিনি ভূত সকলের সংহর্ত্তা ও উৎপাদন কর্ত্তা ॥ ১৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—অবিভক্তমিতি। অবিভক্তং চ প্রতিদেহং ব্যোমবৎ তদেকম্। ভূতেষু সর্ব্বপ্রাণিষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্। দেহেম্বেব বিভাব্যমানত্বাৎ। ভূতভর্ত্তৃ চ ভূতানি বিভর্ত্তীতি তজ্জ্ঞেয়ং। ভূতভর্ত্তৃ চ স্থিতিকালে। প্রলয়কালে গ্রসিষ্ণু গ্রসনশীলম্। উৎপত্তিকালে প্রভবিষ্ণু চ প্রভবনশীলম্। যথা রজ্জ্বাদিঃ সর্পাদের্মিথ্যাকল্পিতস্য ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—অবিভক্তমিতি। ভূতেষু স্থাবরজঙ্গমাত্মকে-ম্ববিভক্তং কারণাত্মনাঽভিন্নং কার্য্যাত্মনা বিভক্তং ভিন্নমিবাবস্থিতং চ। সমুদ্রাজ্জাতং ফেনাদি সমুদ্রাদন্যন্ন ভবতি। তৎস্বরূপমেবোক্তং জ্ঞেয়ম। ভূতানাং ভর্ত্তৃ চ পোষকং স্থিতিকালে। প্রলয়কালে চ গ্রসিষ্ণু গ্রসনশীলম্। সৃষ্টিকালে চ প্রভবিষ্ণু নানাকার্য্যাত্মনা প্রভবনশীলম্ ॥ ১৭॥

গীতার্থসন্দীপনী। যেমন অগ্নি এক হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন কাষ্ঠদণ্ডে স্থিতি-নিবন্ধন ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীতে এক পরমাত্মাকে ভিন্ন ভিন্নরূপে বোধ হয়। পাছে ক্ষেত্রজ্ঞ ও পরব্রহ্মে অর্জ্জুনের ভিন্নতা বোধ হয়, এই জন্য ভগবান কহিলেন যে তাঁহাতেই ভূতসকলের স্থিতি, তাঁহাতেই লয় ও তাঁহা হইতেই উৎপত্তি হইয়া থাকে। সেই ব্রহ্মই সমস্ত ভূতে ক্ষেত্রজ্ঞরূপে বিরাজ করিতেছেন ॥ ১৭ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। তৎ (তিনি) জ্যোতিষাম্ অপি (জ্যোতিঃ সমূহেরও) জ্যোতিঃ, তমসঃ (তমঃশক্তির) পরম্ (অতীত) [বলিয়া] উচ্যতে (কথিত হয়েন)। [তিনি]

জ্ঞানং, জ্ঞেয়ং, জ্ঞানগম্যং (জ্ঞানলভ্য), সর্ব্বস্য (সকলের) হৃদি (হৃদয়ে) ধিষ্ঠিতং (অধিষ্ঠিত) ॥১৮॥

বঙ্গানুবাদ। তিনি সূর্য্যাদি জ্যোতির জ্যোতিঃস্বরূপ। জড়বর্গরূপ তমঃশক্তির অতীত। তিনিই জ্ঞান, তিনিই জ্ঞেয় ও তিনিই জ্ঞানগম্য, এবং তিনিই সকলের হৃদয়ে বুদ্ধিরূপে অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ১৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ সর্ব্বত্র বিদ্যমানমপি সন্নোপলভ্যতে চেজ্‌জ্ঞেয়ং তমস্তর্হি? ন। কিং তর্হি?—জ্যোতিষামপীতি। জ্যোতিষামাদিত্যাদীনামপি তজ্‌জ্ঞেয়ং জ্যোতিঃ। আত্মচৈতন্যজ্যোতিষেদ্ধানি হ্যাদিত্যাদীনি জ্যোতীংষি দীপ্যন্তে। যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ (ক)। তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতীত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ (খ)। স্মৃতেশ্চৈব—যদাদিত্যগতং তেজঃ (গ) ইত্যাদেঃ। তমসোঽজ্ঞানাৎ পরম্—অসংস্পৃষ্টমুচ্যতে। জ্ঞানাদেৰ্দুঃসম্পাদনবুদ্ধ্যা প্রাপ্তাঽবসাদস্যোত্তম্ভনার্থমাহ—জ্ঞানমমানিত্বাদি। জ্ঞেয়ং—জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামীত্যাদিনা উক্তম্। জ্ঞানগম্যং জ্ঞেয়মেব জ্ঞাতং সজ্‌জ্ঞানফলমিতি জ্ঞানগম্যমুচ্যতে। জ্ঞায়মানং তু জ্ঞেয়ম্। তদেতত্রয়মপি হৃদি বুদ্ধৌ সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য বিষ্ঠিতং বিশেষেণ স্থিতম্। তত্রৈব হ্যেতৎ ত্রয়ং বিভাব্যতে ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—জ্যোতিষামপীতি। জ্যোতিষাং সূর্য্যাদীনামপি জ্যোতিঃ প্রকাশকং তৎ। যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ (ঘ)। ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি (ঙ) ॥ ইত্যাদিশ্রুতেঃ। অতএব তমসোঽজ্ঞানাৎ পরং তেনাঽসংস্পৃষ্টমুচ্যতে। আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাদিত্যাদিশ্রুতেঃ (চ)। জ্ঞানং চ তদেব বুদ্ধিবৃত্ত্যাবভিব্যক্তম্। তদেব রূপাদ্যাকারেণ জ্ঞেয়ং চ জ্ঞানগম্যং চ। অমানিত্বাদিলক্ষণেন পূর্ব্বোক্তজ্ঞানসাধনেন প্রাপ্যমিত্যর্থঃ। জ্ঞানগম্যং বিশিনষ্টি—সর্ব্বস্য প্রাণিমাত্রস্য হৃদি বিষ্ঠিতং বিশেষেণাঽপ্রচ্যুতস্বরূপেণ নিয়ন্তৃতয়া স্থিতম্। ধিষ্ঠিতমিতিপাঠেঽধিষ্ঠায় স্থিতমিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। আদিত্য, ইন্দু, বিদ্যুৎ ও অগ্নি আদি প্রকাশক পদার্থপুঞ্জের প্রকাশ-শক্তি তিনি; অর্থাৎ পরব্রহ্মের দিব্য জ্যোতিতেই ইঁহাদের এত জ্যোতিঃ। শ্রুতিও বলিয়াছেন—"যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ (ছ)।" "তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি (জ)।" ব্রহ্মের তেজেই সূর্য্য তাপযুক্ত ও তাঁহারই দিব্য প্রকাশে সমস্ত জগৎ প্রকাশিত রহিয়াছে। সূর্য্যাদি জড়বর্গের সহিত সম্বন্ধ জন্য পাছে অর্জ্জুন মনে করেন যে, তবে পরব্রহ্মও জড় স্বভাব যুক্ত, সেই জন্য ভগবান্ বলিলেন যে, তিনি কার্য্যপ্রপঞ্চ সহিত অবিদ্যারূপ অন্ধকারের অতীত। তিনি কেবল অলৌকিক জ্যোতিই নহেন বিশুদ্ধ চিত্তবৃত্তির অভিব্যক্তি রূপ সংবিৎ বা জ্ঞান স্বরূপও তিনিই। জ্ঞানোদয় হইলে যাঁহাকে জীব জানিতে চায়, সেই জ্ঞেয় পদার্থও তিনি।

(ক) মহানারায়ণ, ১।৩; (খ) কঠ, ৫।১৫, শ্বেতাশ্বতর, ৬।১৪; মুণ্ডক, ২।২।১০; (গ) গীতা, ১৫।১২; (ঘ) মহানারায়ণ, ১।৬, (ঙ) কঠ, ৫।১৫; (চ) শ্বেতাশ্বতর, ৩.৮, (ছ) মহানারায়ণ, ১।৭; (জ) কঠ, ৫।১৫;

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ১৯ ॥

এই অধ্যায়ের প্রথমে যে জ্ঞানের সাধনাঙ্গ রাশি কথিত হইয়াছে, সেই ক্রম ব্যতীত তিনি কোন রূপ কল কৌশলে প্রকাশিত হয়েন না। স্বর্গাদির ন্যায় তিনি দূরস্থ নহেন। তিনি সকল জীবের আত্মা রূপে অবস্থিতি করিতেছেন। চিত্তের নির্ম্মলতা হইলেই তিনি সকলের অব্যবহিতরূপে অনুভূত হয়েন ॥ ১৮ ॥

:o:-

অন্বয়বোধিনী। ইতি (এই) ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং (ক্ষেত্র ও জ্ঞান) জ্ঞেয়ং চ (এবং জ্ঞেয়) সমাসতঃ (সংক্ষেপে) উক্তম্ (কথিত হইল)। মদ্ভক্তঃ এতৎ (ইহা) বিজ্ঞায় (বিদিত হইয়া) মদ্ভাবায় (ব্রহ্মভাব লাভার্থ) উপপদ্যতে (সক্ষম হয়েন) ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন! আমি তোমাকে ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এতাবৎ সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিলাম। আমার ভক্ত এই ক্ষেত্রাদি পদার্থত্রয় বিদিত হইয়া মদ্ভাবলাভের উপযুক্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যথোক্তার্থোপসংহারার্থোঽয়ং শ্লোক আরভ্যতে—ইতি ক্ষেত্রমিতি। ইত্যেবং ক্ষেত্রং মহাভূতাদি ধৃত্যন্তম্। তথা জ্ঞানমমানিত্বাদি তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনপর্য্যন্তম্। জ্ঞেয়ং চ—জ্ঞেয়ং যত্তদিত্যাদি তমসঃ পরমুচ্যত ইত্যেবমন্তম্। উক্তং সমাসতঃ সংক্ষেপতঃ। এতাবান্ সর্ব্বো হি বেদার্থো গীতার্থশ্চোপসংহৃত্যোক্তঃ। অস্মিন্ সম্যগ্দর্শনে কোঽধিক্রিয়ত ইতি? উচ্যতে—মদ্ভক্তো ময়ীশ্বরে সর্ব্বজ্ঞে পরমগুরৌ বাসুদেবে সমর্পিতসর্ব্বাত্মভাবো যৎ পশ্যতি শৃণোতি স্পৃশতি বা সর্ব্বমেব ভগবান্ বাসুদেব ইত্যেবংগ্রহাবিষ্টবুদ্ধির্মদ্ভক্তঃ। স এতদ্ যথোক্তং সম্যগ্দর্শনং বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়—মম ভাবো মদ্ভাবঃ পরমাত্মভাবস্তস্মৈ—পরমাত্মভাবায়োপপদ্যতে। মোক্ষং গচ্ছতি ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। উক্তং ক্ষেত্রাদিকমধিকারিফলসহিতমুপসংহরতি—ইতীতি। ইত্যেবং ক্ষেত্রং মহাভূতাদি ধৃত্যন্তম্। তথা জ্ঞানং চামানিত্বাদি তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনান্তম্। জ্ঞেয়ং চানাদিমৎ পরং ব্রহ্মেত্যাদি বিষ্ঠিতমিত্যন্তম্। বশিষ্ঠাদিভির্ব্বিস্তরেণোক্তং সর্ব্বমপি ময়া সংক্ষেপেণোক্তম্। এতচ্চ কথং? পূর্ব্বাধ্যায়োক্তলক্ষণো মদ্ভক্তো বিজ্ঞায় মদ্ভাবায় ব্রহ্মত্বায়োপপদ্যতে যোগ্যো ভবতি ॥ ১৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। "মহাভূত হইতে ধৃতি" পর্য্যন্ত ক্ষেত্র, "অমানিত্ব" হইতে "তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন" পর্য্যন্ত জ্ঞান, এবং "অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম" হইতে 'হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্" পর্য্যন্ত জ্ঞেয় ব্রহ্মের বিষয় ভগবান্ সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রুতিস্মৃত্যাদিতে ইহার আরও বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে। দ্বাদশ অধ্যায়ে কথিতলক্ষণযুক্ত ভবদ্ভক্তগণই এতাবদ্বিষয় বিশদ

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥ ২০ ॥

রূপে অবগত হইয়া ভগবদ্ভাব লাভের অধিকারী হইয়া থাকেন। যাঁহারা বিষয়ভোগ তুচ্ছ বোধ করিয়া ভগবানকেই পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারাই সুযোগ্য অধিকারী। ১৯ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। প্রকৃতিং (প্রকৃতি) পুরুষম্ এব চ (ও পুরুষ) উভৌ অপি (উভয়ই) অনাদী (অনাদি) বিদ্ধি (জানিও), বিকারান্ চ (বিকারসমূহ) গুণান্ এব চ (ও গুণসমূহ) প্রকৃতিসম্ভবান্ (প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন) বিদ্ধি (জানিবে) ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ। প্রকৃতি ও পুরুষ এ উভয়ই অনাদি। বিকারসমূহ ও গুণসমূহ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। ইহা তুমি বিদিত হও ॥ ২০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তত্র সপ্তমেঽধ্যায় ঈশ্বরস্য দ্বে প্রকৃতী উপন্যস্তে—পরাঽপরে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণে। এতদ্যোনীনি ভূতানীতি চোক্তম্। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞপ্রকৃতিদ্বয়যোনিত্বং কথং ভূতানামিতি ? অয়মর্থোঽধুনোচ্যতে—প্রকৃতিমিতি। প্রকৃতিং পুরুষং চৈবেশ্বরস্য প্রকৃতী। তৌ প্রকৃতিপুরুষাবুভাবপ্যনাদী বিদ্ধি। ন বিদ্যত আদির্যয়োস্তাবনাদী। নিত্যত্বাদীশ্বরস্য তৎপ্রকৃত্যোরপি যুক্তং নিত্যত্বেন ভবিতুম্। প্রকৃতিদ্বয়বত্ত্বমেব হীশ্বরস্যেশ্বরত্বম্। যাভ্যাং প্রকৃতিভ্যামীশ্বরো জগদুৎপত্তিস্থিতিপ্রলয়হেতুঃ। তে দ্বে অনাদী সত্যৌ সংসারস্য কারণম্।

নাদী অনাদী ইতি তৎপুরুষসমাসং কেচিদ্বর্ণয়ন্তি। তেন হি কিলেশ্বরস্য কারণত্বং সিধ্যতি। যদি পুনঃ প্রকৃতিপুরুষাবেব নিত্যৌ স্যাতাং—তৎকৃতমেব জগৎ। নেশ্বরস্য জগতঃ কর্তৃত্বমিতি।—তদসৎ। প্রাক্ প্রকৃতিপুরুষয়োরুৎপত্তেরীশিতব্যাভাবাদীশ্বরস্যানীশ্বরত্বপ্রসঙ্গাৎ। সংসারস্য নির্নিমিত্তত্বেঽনির্মোক্ষত্বপ্রসঙ্গাৎ। শাস্ত্রানর্থক্যপ্রসঙ্গাৎ। বন্ধমোক্ষাভাবপ্রসঙ্গাচ্চ। নিত্যত্বে পুনরীশ্বরস্য প্রকৃত্যোঃ সর্বমেতদুপপন্নং ভবেৎ।

কথং ?

বিকারাংশ্চ বক্ষ্যমাণান্ বুদ্ধ্যাদিদেহেন্দ্রিয়ান্তান্—গুণাংশ্চ সুখদুঃখমোহপ্রত্যয়াকার-পরিণতান্ বিদ্ধি জানীহি প্রকৃতিসম্ভবান্। প্রকৃতিরীশ্বরস্য বিকারকারণশক্তিস্ত্রিগুণাত্মিকা মায়া। সা সম্ভবো যেষাং বিকারাণাং গুণানাং চ তান্ বিকারান্ গুণাংশ্চ বিদ্ধি জানীহি প্রকৃতিসম্ভবান্ প্রকৃতিপরিণামান্ ॥ ২০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেবং তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চেত্যেতাবৎ প্রপঞ্চিতম্। ইদানীং তু যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ স চ যো যৎপ্রভাবশ্চেত্যেতৎ পূর্বং (ক) প্রতিজ্ঞাতমেব প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সংসারহেতুত্বকথনেন প্রপঞ্চয়তি—প্রকৃতিমিতি পঞ্চভিঃ। তত্র প্রকৃতি-পুরুষয়োরাদিমত্ত্বে তয়োরপি প্রকৃত্যন্তরেণ ভাব্যমিত্যনবস্থাপত্তিঃ স্যাৎ। অতস্তাবুভাবনাদী

(ক) গীতা, ১৩।৪।

কার্য্যকরণকর্তৃত্বে * হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥ ২১ ॥

বিদ্ধি। অনাদেরীশ্বরস্য শক্তিত্বাৎ প্রকৃতেরনাদিত্বম্। পুরুষোঽপি তদংশত্বাদনাদিরেব। অত্র চ পরমেশ্বরস্য তচ্ছক্তীনাং চানাদিত্বং নিত্যত্বং চ শ্রীমচ্ছঙ্করভগবদ্ভাষ্যকৃদ্ভিরতিপ্রবন্ধেনোপপাদিতমিতি গ্রন্থবাহুল্যান্নাস্মাভিঃ প্রতন্যতে। বিকারাংশ্চ দেহেন্দ্রিয়াদীন্ গুণাংশ্চ গুণপরিণামান্ সুখদুঃখমোহাদীন্ প্রকৃতেঃ সংভূতান্ বিদ্ধি ॥ ২০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবানের শক্তি—মায়া, অজ্ঞান ও অবিদ্যা এই তিন নামে প্রসিদ্ধ। মায়া শক্তি সপ্তম অধ্যায়ে অষ্টপ্রকার বলিয়া কথিত হইয়াছে। উহা অপরা প্রকৃতি বলিয়াও উল্লিখিত হইয়াছে। সেই ক্ষেত্রনাম্নী অপরা প্রকৃতি এখানে "প্রকৃতি" শব্দে কথিত হইল। ইতঃপূর্ব্বে ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপ জীবনাম্নী পরা প্রকৃতি কথিত হইয়াছে। এখানে তাহাই পুরুষ বলিয়া উক্ত হইল। এই পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ই অনাদি। আকাশাদি পঞ্চ ভূত, শ্রোত্রাদি দশ ইন্দ্রিয় ও মন, এই ষোড়শ বিকার; এবং সুখদুঃখমোহরূপ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিন গুণ; মায়ারূপ প্রকৃত্যংশ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে জানিবে ॥ ২০ ॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। কার্য্যকরণকর্তৃত্বে (কার্য্য ও করণের কর্তৃত্বে) প্রকৃতিঃ হেতুঃ [বলিয়া] উচ্যতে (উক্ত হয়েন), পুরুষঃ সুখদুঃখানাং (সুখদুঃখসমূহের) ভোক্তৃত্বে (ভোগ বিষয়ে) হেতুঃ উচ্যতে (কথিত হয়েন) ॥ ২১ ॥

বঙ্গানুবাদ। প্রকৃতিই ক্রিয়াশক্তির মূল, এবং পুরুষ সুখদুঃখভোগের কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ২১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কে পুনস্তে বিকারা গুণাশ্চ প্রকৃতিসম্ভবাঃ?—কার্য্যেতি। কার্য্যকরণকর্তৃত্বে—কার্য্যং শরীরম্। করণানি তৎস্থানি ত্রয়োদশ। দেহস্যারম্ভকাণি ভূতানি বিষয়াশ্চ প্রকৃতিসম্ভবা বিকারাঃ পূর্ব্বোক্তা ইহ কার্য্যগ্রহণেন গৃহ্যন্তে। গুণাশ্চ প্রকৃতিসম্ভবাঃ সুখদুঃখমোহাত্মকাঃ। করণাশ্রয়ত্বাৎ করণগ্রহণেন গৃহ্যন্তে। তেষাং কার্য্যকরণানাং কর্তৃত্বমুৎপাদকত্বং যত্তৎ কার্য্যকরণকর্তৃত্বম্। তস্মিন কার্য্যকরণকর্তৃত্বে হেতুঃ কারণমারম্ভকত্বেন প্রকৃতিরুচ্যতে। এবং কার্য্যকরণকর্তৃত্বেন সংসারস্য কারণং প্রকৃতিঃ। কার্য্যকারণকর্তৃত্ব ইত্যস্মিন্নপি পাঠে কার্য্যং যদ্যস্য বিপরিণামস্তস্য কার্য্যং বিকারঃ। বিকারি কারণম্। তয়োর্ব্বিকারবিকারিণোঃ কার্য্যকারণয়োঃ কর্তৃত্ব ইতি তান্যেব কার্য্যকারণান্যুচ্যন্তে। অথবা ষোড়শ বিকারাঃ কার্য্যম্। সপ্ত প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ কারণম্। তান্যেব কার্য্যকারণান্যুচ্যন্তে। তেষাং কর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যত আরম্ভকত্বেনৈব। পুরুষশ্চ সংসারস্য কারণং যথা স্যাত্তদুচ্যতে। পুরুষো

* কার্য্যকারণকর্তৃত্ব ইতি শ্রীধরস্বামিধৃতঃ পাঠঃ।

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু ॥ ২২ ॥

জীবঃ ক্ষেত্রজ্ঞো ভোক্তেতি পর্য্যায়াঃ। সুখদুঃখানাং ভোগ্যানাং ভোক্তৃত্ব উপলব্ধৌ হেতুরুচ্যতে।

কথং পুনরনেন কার্য্যকরণকর্তৃত্বেন সুখদুঃখভোক্তৃত্বেন চ প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সংসারকারণত্বমুচ্যত ইতি ?

অত্রোচ্যতে—কার্য্যকরণসুখদুঃখরূপেণ হেতুফলাত্মনা প্রকৃতেঃ পরিণামাঽভাবে পুরুষস্য চ চেতনস্যাসতি তদুপলব্ধৌ কুতঃ সংসারঃ স্যাৎ ? যদা পুনঃ কার্য্যকরণসুখদুঃখরূপেণ হেতুফলাত্মনা পরিণতয়া প্রকৃত্যা ভোগ্যয়া পুরুষস্য তদ্বিপরীতস্য ভোক্তৃত্বেনাঽবিদ্যারূপঃ সংযোগঃ স্যাত্তদা সংসারঃ স্যাদিতি। অতো যৎ প্রকৃতিপুরুষয়োঃ কার্য্যকরণকর্তৃত্বেন সুখদুঃখভোক্তৃত্বেন চ সংসারকারণত্বমুক্তং তদযুক্তমুক্তম্।

কঃ পুনরয়ং সংসারো নাম ?

সুখদুঃখসম্ভোগঃ সংসারঃ। পুরুষস্য সুখদুঃখানাং সম্ভোক্তৃত্বং সংসারিত্বমিতি ॥ ২১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। বিকারাণাং প্রকৃতিসম্ভবত্বং দর্শয়ন্ পুরুষস্য সংসারহেতুত্বং দর্শয়তি—কার্য্যেতি। কার্য্যং শরীরম্। কারণানি সুখদুঃখাদিসাধনানীন্দ্রিয়াণি। তেষাং কর্তৃত্বে তদাকারপরিণামে প্রকৃতির্হেতুরুচ্যতে কপিলাদিভিঃ। পুরুষো জীবস্তু তৎকৃতসুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে। অয়ং ভাবঃ—যদ্যপ্যচেতনায়াঃ প্রকৃতেঃ স্বতঃকর্তৃত্বং ন সম্ভবতি তথা পুরুষস্যাঽপ্যবিকারিণো ভোক্তৃত্বং ন সম্ভবতি—তথাপি কর্তৃত্বং নাম ক্রিয়ানির্বর্তকত্বম্। তচ্চাঽচেতনস্যাপি চেতনাঽদৃষ্টবশাচ্চেতনস্যাঽধিষ্ঠিতত্বাৎ সম্ভবতি। যথা বহ্নেরূর্দ্ধ্বজ্বলনম্। বায়োস্তির্য্যগ্‌গমনম্। বৎসাঽদৃষ্টবশাৎ স্তনপয়সঃ ক্ষরণমিত্যাদি। অতঃ পুরুষসন্নিধানাৎ প্রকৃতেঃ কর্তৃত্বমুচ্যতে। ভোক্তৃত্বং চ সুখদুঃখসংবেদনম্। তচ্চ চেতনধর্ম্ম এবেতি প্রকৃতিসন্নিধানাৎ পুরুষস্য ভোক্তৃত্বমুচ্যত ইতি ॥ ২১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। শরীরের নাম কার্য্য, এবং দশ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও চিত্ত এই ত্রয়োদশ তাহার কারণ। দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির যত কিছু কার্য্য হয়, তাহা সমস্তই প্রকৃতি হইতে স্ফুরিত হইয়া থাকে। "আমি সুখী" বা "আমি দুঃখী" ইত্যাকার ভাব ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষেই আরোপিত হইয়া থাকে। যেমন অনলতপ্ত উজ্জ্বল লৌহপিণ্ডে, অগ্নি ও লৌহের ভেদ বুঝিতে পারা যায় না, তদ্রূপ প্রকৃতি ও পুরুষ কার্য্য কারণ ভাবে অভেদ রূপে একত্র বিজড়িত ও বিরাজিত। এতদ্দ্বয়কে অনুভব ব্যতীত প্রত্যক্ষতঃ স্বতন্ত্র ভাবে দেখিতে পাওয়া যায় না ॥ ২১ ॥

অন্বয়বোধিনী। হি (যেহেতু) পুরুষঃ প্রকৃতিস্থঃ (প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়া) প্রকৃতিজান্ (প্রকৃতি হইতে জাত) গুণান্ (সুখদুঃখাদি গুণসমূহ) ভুঙ্‌ক্তে (ভোগ করেন), অস্য (এই পুরুষের) সদসদ্‌যোনিজন্মসু (সৎ ও অসৎ যোনিসমূহে জন্ম গ্রহণে) গুণসঙ্গঃ (গুণের সহিত সংসর্গ) কারণম্ (হেতু) ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ। এই ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ মায়ারূপ প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়া সেই প্রকৃতিজনিত সুখদুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকেন। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সহিত তাদাত্ম্য সম্বন্ধ জন্যই পুরুষের সৎ ও অসৎ যোনিতে জন্ম লইতে হয় ॥ ২২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যৎ পুরুষস্য সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বং সংসারিত্বমিত্যুক্তং তস্য তৎ কিংনিমিত্তমিতি ? উচ্যতে—পুরুষ ইতি। পুরুষো ভোক্তা প্রকৃতিস্থঃ প্রকৃতাববিদ্যালক্ষণায়াং কার্যকারণরূপেণ পরিণতায়াং স্থিতঃ প্রকৃতিস্থঃ। প্রকৃতিমাত্মত্বেন গত ইত্যেতৎ—হি যস্মাৎ তস্মাদ্ভুঙ্‌ক্তে উপলভত ইত্যর্থঃ। প্রকৃতিজান্ প্রকৃতিতো জাতান্ সুখদুঃখমোহাকারাভিব্যক্তান্ গুণান্—সুখী দুঃখী মূঢ়ঃ পণ্ডিতোঽহমিত্যেবং—সত্যামপ্যবিদ্যায়াং সুখদুঃখমোহেষু গুণেষু ভুজ্যমানেষু যঃ সঙ্গ আত্মভাবঃ সংসারস্য স প্রধানং কারণং জন্মনঃ। স যথাকামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতীত্যাদি শ্রুতেঃ (ক)। তদেতদাহ—কারণং হেতুর্গুণসঙ্গঃ। গুণেষু সঙ্গোঽস্য ভোক্তুঃ সদসদ্যোনিজন্মসু। সত্যশ্চাঽসত্যশ্চ যোনয়ঃ সদসদ্যোনয়ঃ। তাসু সদসদ্যোনিষু জন্মানি সদসদ্যোনিজন্মানি। তেষু সদসদ্যোনিজন্মসু বিষয়ভূতেষু কারণং গুণসঙ্গঃ। অথবা সদসদ্যোনিজন্মসস্য সংসারস্য কারণং গুণসঙ্গ ইতি সংসারপদমধ্যাহার্যম্। সদ্যোনয়ো দেবাদিযোনয়ঃ। অসদ্যোনয়ঃ পশ্বাদিযোনয়ঃ। সামর্থ্যাৎ সদসদ্যোনয়ো মনুষ্যযোনয়োঽপ্যবিরুদ্ধা দ্রষ্টব্যাঃ। এতদুক্তং ভবতি—প্রকৃতিস্থত্বাখ্যাঽবিদ্যা। গুণেষু চ সঙ্গঃ কামঃ সংসারস্য কারণমিতি। তচ্চ পরিবর্জনায়োচ্যতে—অস্য চ নিবৃত্তিকারণং জ্ঞানবৈরাগ্যে সসংন্যাসে গীতাশাস্ত্রে প্রসিদ্ধম্। তচ্চ জ্ঞানং পুরস্তাদুপন্যস্তং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিষয়ম্। যজ্জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুত ইত্যুক্তং চাঽন্যাঽপোহেনাঽতদ্ধর্মাধ্যারোপেণ চ ॥ ২২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তথাপ্যবিকারিণো জন্মরহিতস্য চ ভোক্তৃত্বং কথমিতি ? অত আহ—পুরুষ ইতি। হি যস্মাৎ প্রকৃতিস্থস্তৎকার্যে দেহে তাদাত্ম্যেন স্থিতঃ পুরুষঃ। অতস্তজ্জনিতান্ সুখদুঃখাদীন্ ভুঙ্‌ক্তে। অস্য চ পুরুষস্য সতীষু দেবাদিযোনিষু সতীষু তির্যগাদিযোনিষু যানি জন্মানি তেষু গুণসঙ্গো গুণৈঃ শুভাশুভকর্মকারিভিরিন্দ্রিয়ৈঃ সঙ্গঃ কারণমিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। পুরুষ প্রকৃতির সহিত অবিমিশ্রিতভাবে স্থিতি করাতেই অন্তঃকরণবৃত্তিসহযোগে সুখদুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকেন। প্রাকৃতিক তাদাত্ম্য জন্য সত্ত্বগুণাধিকারে পুরুষ দেবযোনিতে, রজোগুণাধিকারে মানবদেহে ও তমোগুণাধিকারে পশ্বাদি-

(ক) বৃহদারণ্যক, ৪।৪।৫

উপদ্রষ্টাঽনুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥ ২৩ ॥

যোনিতে জন্মিয়া থাকেন। তাদাত্ম্যতা অভিমানই ভিন্ন ভিন্ন জন্মের একমাত্র কারণ। গুণত্রয়ের সঙ্গবর্জ্জিত হইলে অর্থাৎ আপনাকে সত্ত্বাদি গুণ হইতে নির্লিপ্ত বুঝিয়া লইতে পারিলে, যোনিভ্রমণের আশঙ্কা দূরীভূত হইয়া যায়। গুণসঙ্গ—কাম বা বাসনা মুমুক্ষুর পক্ষে নিতান্তই পরিহার্য্য। কামনাবর্জ্জিত হইয়া কোন কার্য্য করিলে, ও গুণাদি হইতে আপনাকে স্বতন্ত্র রাখিতে পারিলে কাহাকেও আর সুখদুঃখাদি জন্য হৃষ্ট বা ক্লিষ্ট হইতে হয় না। বিদ্বান্ ব্যক্তি অন্তঃকরণে নিঃসঙ্গ হইয়া যদি বহির্ব্যবহারে কোন প্রকার অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে তাঁহার দেহাদি পরিগ্রহ করিতে হয় না। কেননা কার্য্যকালে কোন ফলাভিসন্ধি না থাকায় তাঁহাতে অভিমানরূপ অভিনিবেশ হইতে পায় না। সুতরাং যোনিভ্রমণের কারণ রূপ বীজ সঞ্চিত হইতে পায় না। তাদাত্ম্য অভিমানই পুরুষকে প্রকৃতিজনিত ক্রিয়ার ফলভাগী করে। মনে কর, একটা পিশাচ কোন ব্যক্তিতে আবির্ভূত হইয়াছে, অথচ সেই দেহে সেই ব্যক্তির আত্মাও অবস্থিতি করিতেছে। বহিরাগত পিশাচের তীব্র আবির্ভাব শক্তিতে অভিভূত হইয়া উক্ত ব্যক্তির আত্মা অন্তঃকরণ বৃত্তির সহযোগিতা বা তাদাত্ম্যতা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, এবং ঐ দেহে ও অন্তঃকরণে পিশাচের তাদাত্ম্য অভিমানের সঞ্চার হয়। তখন ঐ ব্যক্তির নাম করিয়া গালি দিলে সে অসন্তুষ্ট হয় না; কিন্তু পিশাচের নাম করিয়া গালি দিলে ঐ ব্যক্তি বিকট বদনে তাড়না করিতে থাকে। তাহার দেহে আঘাত করিলে পিশাচ "বাচি, বাচি" বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে। কারণ, এক্ষণে এই দেহে পিশাচ তাদাত্ম্য অভিমান করিতেছে। এইরূপ দেহে, গুণে, বা গুণসম্বন্ধযুক্ত পদার্থে তাদাত্ম্য অভিমান থাকিলেই গুণভেদানুসারে সুখদুঃখাদি ভোগ জন্য জীবকে নানাবিধ দেহ ধারণ করিতে হয়। ২২ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। অস্মিন্ দেহে (এই দেহে) পুরুষঃ পরঃ (স্বতন্ত্র) উপদ্রষ্টা (সাক্ষিস্বরূপ) অনুমন্তা চ (অনুগ্রাহক), ভর্ত্তা (বিধানকর্ত্তা) ভোক্তা, মহেশ্বরঃ, পরমাত্মা চ ইতি অপি (ইহাও) উক্তঃ (কথিত হয়েন) ॥ ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। এই দেহে বিদ্যমান থাকিয়াও তিনি সর্ব্বথা স্বতন্ত্র; কারণ তিনি উপদ্রষ্টা ও অনুমন্তা। তিনি ভর্ত্তা, ভোক্তা ও মহেশ্বর। শ্রুতিতে তিনি পরমাত্মা বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছেন ॥ ২৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তস্যৈব পুনঃ সাক্ষান্নির্দেশঃ ক্রিয়তে—উপদ্রষ্টেতি। উপদ্রষ্টা সমীপস্থঃ সন্ দ্রষ্টা স্বয়মব্যাপৃতঃ। যথর্ত্বিগ্‌যজমানেষু যজ্ঞকর্ম্মব্যাপৃতেষু তটস্থোঽন্যোঽব্যাপৃতো যজ্ঞবিদ্যাকুশল ঋত্বিগ্‌যজমানব্যাপারগুণদোষাণামীক্ষিতা। তদ্বৎ কার্য্যকরণব্যাপারেষব্যাপৃতো-

হস্তো বিলক্ষণস্তেষাং কার্য্যকরণানাং সব্যাপারাণাং সামীপ্যেন দ্রষ্টৃত্বাদুপদ্রষ্টা। অথবা দেহ-চক্ষুর্মনোবুদ্ধ্যাত্মানো দ্রষ্টারঃ। তেষাং বাহ্যো দ্রষ্টা দেহঃ। তত আরভ্যান্তরতমশ্চ প্রত্যক্ সমীপ আত্মা দ্রষ্টা। যতঃ পরোঽন্তরতমো নাস্তি দ্রষ্টা সোঽতিশয়সামীপ্যেন দ্রষ্টৃত্বাদুপদ্রষ্টা স্যাৎ। যজ্ঞোপদ্রষ্টৃবদ্বা সর্ববিষয়ীকরণাদুপদ্রষ্টা। অনুমন্তা চ—অনুমোদনমনুমননং কুর্ব্বৎসু তৎক্রিয়াসু পরিতোষঃ। তৎকর্ত্তাঽনুমন্তা চ। অথবা—অনুমন্তা কার্য্যকারণপ্রবৃত্তিষু স্বয়মপ্রবৃত্তোঽপি প্রবৃত্ত ইব তদনুকূলো বিভাব্যতে। তেনাঽনুমন্তা। অথবা প্রবৃত্তান্ স্বব্যাপারেষু তৎসাক্ষিভূতঃ কদাচিদপি ন নিবারয়তীত্যনুমন্তা। ভর্ত্তা—ভরণং নাম দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধীনাং সংহতানাং চৈতন্যাত্ম-পারার্থ্যেন নিমিত্তভূতেন চৈতন্যাভাসানাং যৎ স্বরূপধারণম্। তচ্চৈতন্যাত্মকৃতমেবেতি ভর্ত্তাত্মেত্যুচ্যতে। ভোক্তা—অগ্ন্যুষ্ণবন্নিত্যচৈতন্যস্বরূপেণ বুদ্ধেঃ সুখদুঃখমোহাত্মকাঃ প্রত্যয়াঃ সর্ব্ববিষয়াশ্চৈতন্যাত্মগ্রস্তা ইব জায়মানা বিভক্তা বিভাব্যন্ত ইতি ভোক্তাত্মোচ্যতে। মহেশ্বরঃ—সর্ব্বাত্মত্বাৎ স্বতন্ত্রত্বাচ্চ মহাংশ্চাসাবীশ্বরশ্চেতি মহেশ্বরঃ। পরমাত্মা দেহাদীনাং বুদ্ধ্যন্তানাং প্রত্য-গাত্মত্বেন কল্পিতানামবিদ্যয়া পরম উপদ্রষ্টৃত্বাদিলক্ষণ আত্মেতি পরমাত্মা। সোঽতঃ পরমাত্মে-ত্যনেন শব্দেন চাপ্যুক্তঃ কথিতঃ শ্রুতৌ। ক্বাসৌ? অস্মিন্ দেহে পুরুষঃ পরোঽব্যক্তাৎ উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃত ইতি যো বক্ষ্যমাণঃ ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি—ইতি ব্যাখ্যায়োপ-সংহৃতশ্চ॥ ২৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদনেন প্রকারেণ প্রকৃত্যবিবেকাদেব পুরুষস্য সংসারঃ। ন তু স্বরূপতঃ। ইত্যাশয়েন তস্য স্বরূপমাহ—উপদ্রষ্টেতি। অস্মিন্ প্রকৃতিকার্য্যে দেহে বর্ত্তমানোঽপি পুরুষঃ পরো ভিন্ন এব। ন তদ্গুণৈর্যুজ্যত ইত্যর্থঃ। তত্র হেতবঃ—যস্মাদুপদ্রষ্টা পৃথগ্ভূত এব সমীপে স্থিত্বা দ্রষ্টা সাক্ষীত্যর্থঃ। তথা—অনুমন্তা—অনুমোদিতেব সন্নিধিমাত্রেণানুগ্রাহকঃ। সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ (ক) ইত্যাদিশ্রুতেঃ। তথা—ঐশ্বর্য্যেণ রূপেণ ভর্ত্তা বিধারক ইতি চোক্তঃ। ভোক্তা পালক ইতি চ। মহাংশ্চাসাবীশ্বরশ্চ স ব্রহ্মা-দীনামপি পতিরিতি চ পরমাত্মাঽন্তর্যামীতি চোক্তঃ শ্রুত্যা। তথা চ শ্রুতিঃ—এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ লোকপালঃ (খ) ইত্যাদিঃ॥ ২৩॥

গীতার্থসন্দীপনী। দেহে অবস্থানকালে আত্মার তাদাত্ম্য সম্বন্ধ সঙ্ঘটিত হইলেও তিনি যে স্বরূপতঃ সকল বিষয় হইতে নির্লিপ্ত ও নিত্য স্বতন্ত্র, তাহাই এই শ্লোকে ভগবান্ অর্জ্জুনকে বুঝাইতেছেন। স্বচ্ছ স্ফটিকে জবাপুষ্পের ছায়া পড়িলে স্ফটিক রক্ত বর্ণ দেখাইলেও, যেমন বস্তুতঃ শ্বেতস্ফটিকে রক্তাক্ততা নাই, তদ্রূপ আত্মাতে প্রকৃতিসম্বন্ধ বশতঃ আমি জীব, আমি মনুষ্য, আমি সুখী ইত্যাদির অধ্যাস হইলেও আত্মা স্বরূপতঃ সর্ব্বথা স্বতন্ত্র। মনে কর পাঠশালায় ছাত্রগণকে শিক্ষক পড়াইতেছেন, এবং তুমি একজন দর্শক—শিক্ষক ও ছাত্রগণের সহিত তোমার কোন আত্মীয়তাই নাই। কিন্তু শিক্ষক

(ক) শ্বেতাশ্বতর, ৬।১১। (খ) বৃহদারণ্যক, ৪।৪।২২

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সহ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥ ২৪ ॥

ছাত্রগণকে যথাযথ অর্থ বুঝাইতেছেন, অথবা ভ্রম বুঝাইতেছেন, ইহা যেমন তুমি বুঝিতে পার, আত্মাও সেইরূপ দর্শকের ন্যায় স্বতন্ত্র পুরুষ, এবং ইন্দ্রিয়াদি দেহে কিরূপ কার্য্য করিতেছে তাহার সাক্ষী ও উপদ্রষ্টা মাত্র; তিনি ইন্দ্রিয়াদির ন্যায় কর্ত্তা নহেন। যিনি অভিসন্ধি পূর্ব্বক কোন কার্য্য দর্শন করেন, তিনি দ্রষ্টা, এবং যিনি অভিসন্ধিবিহীন—নিজ অবস্থায় নিজে বিদ্যমান, অথবা কার্য্যকলাপ যাঁহার দৃষ্টিপথে আপনিই আসিতেছে, তিনি উপদ্রষ্টা। তিনি দেহাদির কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইয়াও নিতান্ত অব্যবহিত সমীপবর্ত্তী বলিয়া তিনি অনুমন্তা। তাঁহার সত্তা ব্যতীত দেহেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধির স্ফূর্ত্তি বা পুষ্টি হইতে পারে না, এজন্য তিনি ভর্ত্তা। তিনি নির্ব্বিকার ও নির্লিপ্ত হইয়াও বুদ্ধি আদিতে প্রতিবিম্বিত বিষয়রাশির উপলব্ধি করিয়া থাকেন, এই জন্য তিনি ভোক্তা। ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ সকলের আত্মা, এই জন্য তিনি মহান্, এবং তিনি স্বতন্ত্র, এই জন্য তিনি ঈশ্বর। শ্রুতিও বলিয়াছেন—"মহতো মহীয়ান্" (ক), "ঈশানং ভূতভব্যস্য" (খ) আত্মা আকাশাদি মহৎ হইতেও মহান্ এবং বর্ত্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎ এই ত্রিকালের ব্যবস্থাপক—ঈশান। জড়বর্গ হইতে উৎকৃষ্ট পদার্থের নাম "পরম"। আত্মা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, এই জন্য শ্রুতিতে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষের নাম পরমাত্মা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যাঁহারা চার্ব্বাকাদির ন্যায় দেহ ও ইন্দ্রিয় আদিকেই আত্মা বলিয়া জানেন, তাঁহাদের চক্ষে আত্মা "ভোক্তা"। যাঁহারা আত্মাকে বস্তুতঃ কর্ত্তৃত্বাদি অভিমানযুক্ত মনে করেন, তাঁহাদের চক্ষে আত্মা "ভর্ত্তা"। বস্ত্রাদিতে পত্রপল্লবের সূচিকার্য্যের ন্যায়, যাঁহারা আত্মাকে দেহ ও ইন্দ্রিয় আদির অব্যবহিত সমীপবর্ত্তী বলিয়া জানেন, তাঁহাদের দৃষ্টিতে তিনি "অনুমন্তা"। যাঁহারা আত্মাকে সকল কার্য্যেই উদাসীনবৎ মনে করেন, তাঁহারা তাঁহাকে "উপদ্রষ্টা" বলিয়া জানেন। আবার যাঁহারা এই সমস্ত অবস্থাই ভগবানের অধীন বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারা বলেন তিনি মহেশ্বর—জগৎপ্রভু। বস্তুতঃ তিনি গুণাতীত, অবস্থাতীত, অন্তর্যামী, অখণ্ড পরমাত্মা ॥ ২৩ ॥

অন্বয়বোধিনী যঃ (যিনি) এবং (এই প্রকারে) পুরুষং (পুরুষকে), গুণৈঃ সহ (গুণ সমূহের সহিত) প্রকৃতিং চ (প্রকৃতিকে) বেত্তি (জানেন) সঃ (তিনি) সর্ব্বথা (সর্ব্ব প্রকারে) বর্ত্তমানঃ অপি (বর্ত্তমান থাকিলেও) ভূয়ঃ (পুনর্ব্বার) ন অভিজায়তে (জন্মলাভ করেন না) ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষকে, এবং

(ক) কঠ, ২।২০, শ্বেতাশ্বতর, ৩।২০ (খ) কঠ, ৪।৫, বৃহদারণ্যক, ৪।৪।১৫

বিকারাদি গুণ সহিত প্রকৃতিকে অবগত হয়েন, তিনি সর্ব্বথা বর্ত্তমান থাকিলেও পুনর্জ্জন্ম লাভ করেন না ॥ ২৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। য এবং যথোক্তলক্ষণমাত্মানং—য এবমিতি। য এবং যথোক্তেন প্রকারেণ বেত্তি পুরুষং সাক্ষাদাত্মভাবেনাঽয়মহমস্মীতি। প্রকৃতিং চ যথোক্তাম-বিদ্যালক্ষণাম্। গুণৈঃ স্ববিকারৈঃ সহ নিবর্ত্তিতামভাবমাপাদিতাং বিদ্যয়া। সর্ব্বথা সর্ব্ব-প্রকারেণ বর্ত্তমানোঽপি স ভূয়ঃ পুনঃ পতিতেঽস্মিন্ বিদ্বচ্ছরীরে দেহান্তরায় নাঽভিজায়তে নোৎপদ্যতে। দেহান্তরং ন গৃহ্ণাতীত্যর্থঃ। অপিশব্দাৎ কিমু বক্তব্যং স্ববৃত্তস্থো ন জায়ত ইত্যভিপ্রায়ঃ।

নন্থ যদ্যপি জ্ঞানোৎপত্ত্যনন্তরং পুনর্জ্জন্মাঽভাব উক্তস্তথাপি প্রাগ্জ্ঞানোৎপত্তেঃ কৃতানাং কর্ম্মণামুত্তরকালভাবিনাং চ যানি চাঽতিক্রান্তাঽনেকজন্মকৃতানি তেষাং চ ফলমদত্ত্বা নাশো ন যুক্ত ইতি স্যুস্ত্রীণি জন্মানি। কৃতবিপ্রণাশো হি ন যুক্ত ইতি। যথা ফলে প্রবৃত্তানামারব্ধ জন্মনাং কর্ম্মণাম্। ন চ কর্ম্মণাং বিশেষোঽবগম্যতে। তস্মাৎ ত্রিপ্রকারাণ্যপি কর্ম্মাণি ত্রীণি জন্মান্তারভেরন্। সংহতানি বা সর্ব্বাণ্যেকং জন্মারভেরন্। অন্যথা কৃতবিপ্রণাশে সতি সর্ব্ব-ত্রাঽনাশ্বাসপ্রসঙ্গঃ। শাস্ত্রানর্থক্যং চ স্যাদিতি। অত ইদমযুক্তমুক্তং—ন স ভূয়োঽভিজায়ত ইতি।

ন। ক্ষীয়ন্তে চাঽস্য কর্ম্মাণি (ক)—ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি (খ)—তস্য তাবদেব চিরম্ (গ) —ইষীকাতূলবৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি প্রদূয়ন্তে (ঘ)—ইত্যাদিশ্রুতিশতেভ্য উক্তো বিদুষঃ সর্ব্বকর্ম্মদাহঃ। ইহাপি চোক্তো যথৈধাংসীত্যাদিনা সর্ব্বকর্ম্মদাহঃ। বক্ষ্যতি চ। উপপত্তেশ্চ। অবিদ্যাকামক্লেশ-বীজনিমিত্তানি হি কর্ম্মাণি ফলারম্ভকাণি জন্মান্তরাঽঙ্কুরমারভন্তে। ইহাপি চ সাহঙ্কারাঽভিসন্ধীনি কর্ম্মাণি ফলারম্ভকাণি। নেতরাণি—ইতি তত্র তত্র ভগবতোক্তম্। বীজান্যগ্ন্যুপদগ্ধানি ন রোহন্তি যথা পুনঃ। জ্ঞানদগ্ধৈস্তথা ক্লেশৈর্নাত্মা সম্পদ্যতে পুনঃ ॥ ইতি চ।

অস্তু তাবজ্জ্ঞানোৎপত্ত্যুত্তরকালকৃতানাং কর্ম্মণাং জ্ঞানেন দাহঃ। জ্ঞানসহভাবিত্বাৎ। ন ত্বিহ জন্মনি জ্ঞানোৎপত্তেঃ প্রাক্ কৃতানাং কর্ম্মণামতীতাঽনেকজন্মান্তরকৃতানাং চ দাহো যুক্তঃ।

ন। সর্ব্বকর্ম্মাণীতিবিশেষণাৎ।

জ্ঞানোত্তরকালভাবিনামেব সর্ব্বকর্ম্মণামিতি চেৎ ?

ন। সংকোচে কারণাঽনুপপত্তেঃ।

যত্তূক্তং যথা বর্ত্তমানজন্মারম্ভকাণি কর্ম্মাণি ন ক্ষীয়ন্তে ফলদানায় প্রবৃত্তান্যেব সত্যপি জ্ঞানে তথাঽনারব্ধফলানামপি কর্ম্মণাং ক্ষয়ো ন যুক্ত ইতি—তদসৎ।

কথম্ ?

তেষাং মুক্তেষুবৎ প্রবৃত্তফলত্বাৎ। যথা পূর্ব্বং লক্ষ্যবেধায় মুক্ত ইষুর্ধনুষো লক্ষ্যবেধোত্তর-কালমপ্যারব্ধবেগক্ষয়াৎ পতনেনৈব নিবর্ত্তত এবং শরীরারম্ভকং কর্ম্ম শরীরস্থিতিপ্রয়োজনে

(ক) মুণ্ডক, ২।২।৮ ; (খ) মুণ্ডক, ৩।২।৯ ; (গ) ছান্দোগ্য, ৬।১৪।২ ; (ঘ) ছান্দোগ্য, ৫।২৪।৩ (অর্থতোঽনুবাদঃ)

**ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেণ চাঽপরে ॥ ২৫ ॥**

নিবৃত্তেঽপ্যাসংস্কারবেগক্ষয়াৎ পূর্ব্ববৎ প্রবর্ত্তত এব। যথা স এবেষুঃ প্রবৃত্তিনিমিত্তাঽনারব্ধবেগস্তমুক্তো ধনুষি প্রযুক্তোঽপ্যুপসংহ্রিয়তে তথাঽনারব্ধফলানি কর্ম্মাণি স্বাশ্রয়স্থান্যেব তত্ত্বজ্ঞানেন নির্বীজীক্রিয়ন্ত ইতি। পতিতেঽস্মিন্ বিদ্বচ্ছরীরে ন স ভূয়োঽভিজায়ত ইতি যুক্তমেবোক্তমিতি সিদ্ধম্॥ ২৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবং প্রকৃতিপুরুষবিবেকজ্ঞানিনং স্তৌতি—য এবমিতি। এবমুপদ্রষ্টৃত্বাদিরূপেণ পুরুষং যো বেত্তি প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সহ সুখদুঃখাদিপরিণামৈঃ সহিতাং যো বেত্তি স পুরুষঃ সর্ব্বথা বিধিমতিলঙ্ঘ্যাহ বর্ত্তমানোঽপি পুনর্নাঽভিজায়তে। মুচ্যত এবেত্যর্থঃ॥ ২৪॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি গুরু বেদান্ত বাক্য দ্বারা আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করেন, এবং দেহাদি বিকার সহিত অবিদ্যা মায়া যে আত্মতত্ত্বজ্ঞানের সমক্ষে সমস্তই মিথ্যা, এইরূপে যিনি প্রকৃতিকে উপলব্ধি করেন, তিনি প্রারব্ধ কর্ম্মরাশিতে বেষ্টিত থাকিলেও অথবা শাস্ত্রবিধি সকল উল্লঙ্ঘন করিলেও তাঁহার আর জন্ম হয় না। কেন না ব্রহ্মবিদ্যার গুণে তাঁহার অবিদ্যাবীজ বিনষ্ট হইয়া যায়। ব্রহ্মসূত্রেও উক্ত হইয়াছে—"তদধিগম উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষ বিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ" (ক) যিনি আত্মসাক্ষাৎকার দ্বারা "আমি ব্রহ্ম" ইত্যাকার অনুভব করিয়াছেন, তাঁহার পূর্ব্বকৃত পুণ্য পাপ ও সঞ্চিত কর্ম্মরাশি সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়॥ ২৪॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। কেচিৎ (কেহ কেহ) ধ্যানেন (ধ্যান দ্বারা) আত্মনি (বুদ্ধিতে) আত্মনা (মন দ্বারা) আত্মানং (আত্মাকে) পশ্যন্তি (দর্শন করেন), অন্যে (কেহ কেহ) সাংখ্যেন যোগেন (সাংখ্যযোগদ্বারা), অপরে চ (কেহ কেহ বা) কর্ম্মযোগেণ (কর্ম্মযোগ দ্বারা) [আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করেন]॥ ২৫॥

বঙ্গানুবাদ। কেহ কেহ ধ্যান করিয়া প্রত্যগাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করেন। কেহ কেহ বা সাংখ্যযোগ দ্বারা, এবং কেহ কেহ বা কর্ম্মযোগ দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন॥ ২৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অত্রাত্মদর্শনে বহব উপায়বিকল্পা ইমে ধ্যানাদয় উচ্যন্তে—ধ্যানেনেতি। ধ্যানং নাম শব্দাদিভ্যো বিষয়েভ্যঃ শ্রোত্রাদীনি করণানি মনস্যুপসংহৃত্য মনশ্চ প্রত্যক্‌চেতয়িতর্য্যেকাগ্রতয়া যচ্চিন্তনং তদ্ধ্যানম্। তথা—ধ্যায়তীব বকঃ। ধ্যায়তীব পৃথিবী। ধ্যায়ন্তীব পর্ব্বতাঃ। ইত্যুপমোপাদানাৎ—তৈলধারাবৎ সন্ততোঽবিচ্ছিন্নপ্রত্যয়ো ধ্যানম্। তেন ধ্যানেনাত্মনি বুদ্ধৌ পশ্যন্ত্যাত্মানং প্রত্যক্‌চেতনমাত্মনা স্বেনৈব প্রত্যক্‌চেতনেন ধ্যানসংস্কৃতেনা-

(ক) ৪।১।১৩

অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বাঽন্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাঽতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥ ২৬ ॥

ন্তঃকরণেন কেচিদ্যোগিনঃ। অন্যে সাংখ্যেন যোগেন। সাংখ্যং নাম—ইমে সত্ত্বরজস্তমাংসি গুণা ময়া দৃশ্যাঃ। অহং তেভ্যোঽন্যঃ। তদ্ব্যাপারস্য সাক্ষিভূতো নিত্যো গুণবিলক্ষণ আত্মেতি চিন্তনম্। এষ সাংখ্যো যোগঃ। তেন পশ্যন্ত্যাত্মানমাত্মনেতি বর্ত্ততে। কর্ম্মযোগেণ কর্ম্মৈব যোগঃ। ঈশ্বরার্পণবুদ্ধ্যাঽনুষ্ঠীয়মানং ঘটনরূপং যোগার্থত্বাদ্যোগ উচ্যতে গুণতঃ। তেন সত্ত্বশুদ্ধিজ্ঞানোৎপত্তিদ্বারেণ চাঽপরে ॥ ২৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবম্ভূতবিবিক্তাত্মজ্ঞানসাধনবিকল্পানাহ—ধ্যানেনেতি দ্বাভ্যাম্। ধ্যানেনাত্মাকারপ্রত্যয়াবৃত্ত্যা—আত্মনি দেহ এব - আত্মনা মনসৈনমাত্মানং কেচিৎ পশ্যন্তি। অন্যে তু সাংখ্যেন প্রকৃতিপুরুষবৈলক্ষণ্যালোচনেন যোগেনাঽষ্টাঙ্গেন। অপরে চ কর্ম্মযোগেণ। পশ্যন্তীতি সর্ব্বত্রাঽনুষঙ্গঃ। এতেষাং চ ধ্যানাদীনাং যথাযোগ্যং ক্রমসমুচ্চয়ে সত্যপি তত্তন্নিষ্ঠাভেদাঽভিপ্রায়েণ বিকল্পোক্তিঃ ॥ ২৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। আত্মদর্শনেচ্ছু ব্যক্তিগণ উত্তম, মধ্যম, মন্দ, ও মন্দতর, এই চারি অধিকারিশ্রেণিতে বিভক্ত। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারা যাহাদের অন্তঃকরণের বৃত্তিপ্রবাহ বিপরীত মার্গ পরিত্যাগ করিয়া আত্মাভিমুখী হয়, সেই উত্তমাধিকারিগণ প্রগাঢ়-চিন্তনরূপ ধ্যান দ্বারা আত্মাকে উপলব্ধি করেন। যে আত্মানাত্মবিচার দ্বারা প্রমাণগত ও প্রমেয়গত অসম্ভাবনার নিবৃত্তি হয়, তাহার নাম সাংখ্যযোগ। মধ্যমাধিকারিগণ এই আত্মা-নাত্মবিচাররূপ সাংখ্যযোগ দ্বারা প্রত্যগাত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষকে বিদিত হইয়া থাকেন। আবার মন্দাধিকারিগণ ভগবৎপ্রীত্যর্থ কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে ক্রমশঃ বিশুদ্ধ বুদ্ধি লাভ করিয়া আত্মসাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন। ধ্যানযোগ, বিচার ও কর্ম্ম—এই তিন আত্মদর্শনের সাধন স্বরূপ ॥ ২৫ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। অন্যে তু (অন্য কেহ কেহ বা) এবম্ (এই প্রকার) অজানন্তঃ (না জানিয়া), অন্যেভ্যঃ (অন্যের নিকট হইতে) শ্রুত্বা (শুনিয়া), উপাসতে (উপাসনা করেন)। তে অপি (তাঁহারাও) শ্রুতিপরায়ণাঃ (শ্রুতিনিরত হইয়া), মৃত্যুম্ (মৃত্যু) অতিতরন্তি এব (অতিক্রম করিয়া থাকেন) ॥ ২৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন! আবার কেহ কেহ বা পূর্ব্বোক্ত উপায়ে আত্মাকে জানিতে না পারিয়া গুরুর নিকট হইতে উপদেশ শুনিয়া উপাসনা করেন। তাঁহারাও সেই উপদেশ শুনিতে শুনিতে মৃত্যুময় সংসার অতিক্রম করিয়া থাকেন ॥ ২৬ ॥

যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্ ॥
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ২৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অন্যে ত্বিতি। অন্যে ত্বেতেষু বিকল্পেষন্যতমেনাঽপ্যেবং যথোক্তমাত্মানমজানন্তোঽন্যেভ্য আচার্য্যেভ্যঃ শ্রুত্বা—ইদমেবং চিন্তয়তেত্যুক্তাঃ—উপাসতে শ্রদ্দধানাঃ সন্তশ্চিন্তয়ন্তি। তেঽপি চাঽতিতরন্ত্যেবাঽতিক্রামন্ত্যেব মৃত্যুং মৃত্যুযুক্তং সংসারমিত্যেতৎ। শ্রুতিপরায়ণাঃ—শ্রুতিঃ শ্রবণং পরময়নং গমনং মোক্ষমার্গপ্রবৃত্তৌ পরং সাধনং যেষাং তে শ্রুতিপরায়ণাঃ। কেবলপরোপদেশপ্রমাণাঃ স্বয়ং বিবেকরহিতা ইত্যভিপ্রায়ঃ। কিমু বক্তব্যং প্রমাণং প্রতি স্বতন্ত্রা বিবেকিনো মৃত্যুমতিতরন্তীতি ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অতিমন্দাধিকারিণাং নিস্তারোপায়মাহ—অন্য ইতি। অন্যে তু সাংখ্যযোগাদিমার্গেণৈবম্ভূতমুপদ্রষ্টৃত্বাদিলক্ষণমাত্মানং সাক্ষাৎকর্ত্তুমজানন্তোঽন্যেভ্য আচার্য্যেভ্য উপদেশতঃ শ্রুত্বোপাসতে ধ্যায়ন্তি। তেঽপি চ শ্রদ্ধয়োপদেশশ্রবণপরায়ণাঃ সন্তো মৃত্যুং সংসারং শনৈরতিতরন্ত্যেব ॥ ২৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ধ্যান, বিচার বা কর্ম্মে যাহাদের চিত্ত সহজে বিনিবিষ্ট হয় না, সেই চতুর্থাধিকারিগণ দয়ালু সাধু সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করেন। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক গুরুর উপদেশ শুনিতে শুনিতে মন পাষাণবৎ হইলেও বিগলিত হইয়া যায়। গুরুভক্ত শিষ্যের বিশেষ পরিশ্রম করিতে হয় না। গুরুর কথামৃত পান করিতে করিতে হৃদয়ে আপনা আপনি ব্রহ্মভাবের স্ফুরণ হইয়া থাকে। মৃত্যুময় সংসার অতিক্রম করিতে গুরুশুশ্রূষু ব্যক্তির কোন রূপ ক্লেশ হয় না ॥ ২৬ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। [হে] ভরতর্ষভ! যাবৎ কিঞ্চিৎ (যত কিছু) স্থাবরজঙ্গমং সত্ত্বং (পদার্থ) সঞ্জায়তে (উৎপন্ন হয়) তৎ (তাহা) ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হইতে) [হইয়া থাকে] বিদ্ধি (জানিও) ॥ ২৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে ভরতবংশাবতংস! যত কিছু স্থাবর ও জঙ্গম পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তৎসমস্তই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগে হইয়া থাকে জানিবে ॥ ২৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অত্র ক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরৈকত্ববিষয়ং জ্ঞানং মোক্ষসাধনং যজ্‌জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুত ইত্যুক্তম্। তৎ কস্মাদ্ধেতোরিতি? তদ্ধেতুপ্রদর্শনার্থং শ্লোক আরভ্যতে—যাবদিতি। যাবৎ যৎ কিঞ্চিৎ সঞ্জায়তে সমুৎপদ্যতে সত্ত্বং বস্তু। কিমবিশেষেণেতি? আহ—স্থাবরজঙ্গমম্। স্থাবরং জঙ্গমং চ। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তজ্জায়ত ইত্যেবং বিদ্ধি জানীহি হে ভরতর্ষভ। কঃ পুনরয়ং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ সংযোগোঽভিপ্রেতঃ? ন তাবদ্রজ্জ্বেব ঘটস্যাঽবয়বসংশ্লেষদ্বারকঃ সম্বন্ধবিশেষঃ

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৮ ॥

সংযোগঃ ক্ষেত্রেণ ক্ষেত্রজ্ঞস্য সম্ভবতি। আকাশবন্নিরবয়বত্বাৎ। নাপি সমবায়লক্ষণঃ। তন্তুপটয়োরিব ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরিতরেতরকার্য্যকারণভাবাঽনভ্যুপগমাদিতি। উচ্যতে—ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্ব্বিষয়বিষয়িণোর্ভিন্নস্বরূপয়োরিতরেতরধর্ম্মাঽধ্যাসলক্ষণঃ সংযোগঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপবিবেকাঽভাবনিবন্ধনো রজ্জুশুক্তিকাদীনাং তদ্বিবেকজ্ঞানাঽভাবাদধ্যারোপিতসর্পরজতাদিসংযোগবৎ। সোঽয়মধ্যাসস্বরূপঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগো মিথ্যাজ্ঞানলক্ষণঃ। যথাশাস্ত্রং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণভেদপরিজ্ঞানপূর্ব্বকং প্রাগ্দর্শিতরূপাৎ "ক্ষেত্রামুঞ্জাদিবেষীকাম্" (ক) যথোক্তলক্ষণং ক্ষেত্রজ্ঞং প্রবিভজ্য ন সত্তন্নাঽসদুচ্যত ইত্যনেন নিরস্তসর্ব্বোপাধিবিশেষং জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম স্বরূপেণ যঃ পশ্যতি। ক্ষেত্রং চ মায়ানির্ম্মিতহস্তিহর্ম্ম্যাদিবৎ স্বপ্নদৃষ্টবস্তুবদগন্ধর্ব্বনগরাদিবদসদেব সদিবাবভাসত ইত্যেবং নিশ্চিতবিজ্ঞানো যস্তস্য যথোক্তসম্যগ্দর্শনবিরোধাদপগচ্ছতি মিথ্যাজ্ঞানম্। তস্য জন্মহেতোরপগমাৎ। য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সহ—ইত্যনেন বিদ্বান্ ভূয়ো নাঽভিজায়ত ইতি যদুক্তং তদুপপন্নমুক্তম্ ॥ ২৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তত্র কর্ম্মযোগস্য তৃতীয়চতুর্থপঞ্চমেষু প্রপঞ্চিতত্বাদ্ধ্যানযোগস্য চ ষষ্ঠাঽষ্টময়োঃ প্রপঞ্চিতত্বাদ্ধ্যানাদেশ্চ সাংখ্যবিবিক্তাত্মবিষয়ত্বাৎ সাংখ্যমেব প্রপঞ্চয়ন্নাহ—যাবদিত্যাদি যাবদধ্যায়সমাপ্তি। যাবৎ কিঞ্চিদ্বস্তুমাত্রং সত্ত্বমুৎপদ্যতে তৎ সর্ব্বং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্যোগাদবিবেককৃতাত্তাদাত্ম্যাঽধ্যাসাদ্ভবতীতি জানীহি ॥ ২৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ব্রহ্মবিদ্যাই যে অবিদ্যানাশের হেতু, তাহাই বুঝাইবার জন্য ভগবান্ এই শ্লোক হইতে এতদধ্যায়ের সমাপ্তি পর্য্যন্ত সংসার ও সংসারনিবর্ত্তক আত্মজ্ঞান বিস্তার পূর্ব্বক বলিবেন।

অবিদ্যা ও অবিদ্যার কার্য্যরূপ জড় অনির্ব্বচনীয়, ভাব ও অভাবরূপ দৃশ্যপ্রপঞ্চ, সমস্তই ক্ষেত্র রূপ জানিবে। আর ক্ষেত্রাতীত, ক্ষেত্রের প্রকাশক ও স্বপ্রকাশ পরমার্থ, সৎস্বরূপ, অসঙ্গ, উদাসীন, সর্ব্বধর্ম্মবর্জ্জিত ও অদ্বিতীয় চৈতন্যই ক্ষেত্রজ্ঞ। এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের মায়াবশতঃ পরস্পর অবিবেক জন্য সত্য ও অনৃতের মিথুনীকরণরূপ মিথ্যা তাদাত্ম্য অধ্যাসের নাম ইহাঁদের সংযোগ। এই সংযোগ প্রভাবে চরাচর প্রকাশ পাইয়া থাকে। দৃশ্য জগৎ মিথ্যা মায়াকল্পিত জানিবে ॥ ২৭ ॥

—:০:—

অন্বয়বোধিনী। সর্ব্বেষু ভূতেষু (সর্ব্বভূতে) সমং (নির্ব্বিশেষরূপে) তিষ্ঠন্তং (স্থিত) [সমস্ত পদার্থ] বিনশ্যৎসু (বিনষ্ট হইলেও) অবিনশ্যন্তং (অবিনাশী) পরমেশ্বরং যঃ (যিনি) পশ্যতি (দর্শন করেন) সঃ (তিনি) [যথার্থ] পশ্যতি (দেখেন)। ২৮।

(ক) কঠ, ৬।১৭

বঙ্গানুবাদ। বিনাশধর্ম্মশীল সমস্ত পদার্থে আত্মাকে সমান ও নির্ব্বিকার ভাবে স্থিত ও তাঁহাকে অবিনাশী বলিয়া যিনি দর্শন করেন, তিনিই যথার্থদর্শী ॥২৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ন স ভূয়োঽভিজায়ত ইতি সম্যগ্দর্শনফলমবিদ্যাদিসংসারবীজনিবৃত্তিদ্বারেণ জন্মাভাব উক্তঃ। জন্মকারণং চাঽবিদ্যানিমিত্তকঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগ উক্তঃ। অতস্তস্যা অবিদ্যায়া নিবর্ত্তকং সম্যগ্দর্শনমুক্তমপি পুনঃ শব্দান্তরেণোচ্যতে—সমং সর্ব্বেষিত্যাদি। সমং নির্ব্বিশেষম্। তিষ্ঠন্তং স্থিতিং কুর্ব্বন্তম্। ক? সর্ব্বেষু ভূতেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু প্রাণিষু। কম্? পরমেশ্বরম্। দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধ্যব্যক্তাত্মনোঽপেক্ষ্য পরমশ্চাসাবীশ্বরশ্চ ঈশনশীলশ্চেতি পরমেশ্বরঃ। তং সর্ব্বেষু ভূতেষু সমং তিষ্ঠন্তম্। তানি বিশিনষ্টি—বিনশ্যৎস্বিতি। তং চ পরমেশ্বরমবিনশ্যন্তমিতি ভূতানাং পরমেশ্বরস্য চাঽত্যন্তবৈলক্ষণ্যপ্রদর্শনার্থম্। কথম্? সর্ব্বেষাং হি ভাববিকারাণাং জনিলক্ষণো ভাববিকারো মূলম্। জন্মোত্তরকালভাবিনোঽন্যে সর্ব্বে ভাববিকারা বিনাশান্তাঃ। বিনাশাৎ পরো ন কশ্চিদস্তি ভাববিকারঃ। ভাবাঽভাবাৎ। সতি হি ধর্ম্মিণি ধর্ম্মা ভবন্তি। অতোঽন্ত্যভাববিকারাভাবানুবাদেন পূর্ব্বভাবিনঃ সর্ব্বে ভাববিকারাঃ প্রতিষিদ্ধা ভবন্তি সহ তৎকার্য্যৈঃ। তস্মাৎ সর্ব্বভূতৈর্ব্বৈলক্ষণ্যমত্যন্তমেব পরমেশ্বরস্য সিদ্ধম্। নির্ব্বিশেষত্বমেকত্বং চ। য এবং যথোক্তং পরমেশ্বরং পশ্যতি স পশ্যতি। ননু সর্ব্বোঽপি লোকঃ পশ্যতি। কিং বিশেষণেনেতি? সত্যং পশ্যতি। কিন্তু বিপরীতং পশ্যতি। অতো বিশিনষ্টি স এব পশ্যতীতি। যথা তিমিরদৃষ্টিরনেকং চন্দ্রং পশ্যতি—তমপেক্ষ্যৈকচন্দ্রদর্শী বিশিষ্যতে স এব পশ্যতীতি। তথৈবেহাপ্যেকমবিভক্তং যথোক্তমাত্মানং যঃ পশ্যতি—স বিভক্তাঽনেকাত্মবিপরীতদর্শিভ্যো বিশিষ্যতে স এব পশ্যতীতি। ইতরে পশ্যন্তোঽপি ন পশ্যন্তি। বিপরীতদর্শিত্বাদনেকচন্দ্রদর্শিবদিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অবিবেককৃতং সংসারোদ্ভবমুক্ত্বা তন্নিবৃত্তয়ে বিবিক্তাত্মবিষয়ং সমগ্দর্শনমাহ—সমমিতি। স্থাবরজঙ্গমাত্মকেষু ভূতেষু নির্ব্বিশেষং সদ্রূপেণ সমং যথা ভবত্যেবং তিষ্ঠন্তং পরমাত্মানং যঃ পশ্যতি—অত এব তেষু বিনশ্যৎস্বপ্যবিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি—স এব সম্যক্ পশ্যতি। নান্য ইত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। বস্তু মাত্রই পরিণামী, সুতরাং ক্ষয়শীল। মায়া-গন্ধর্ব্বনগরাদির ন্যায় সমস্ত পদার্থই দেখিতে দেখিতে নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু আত্মা তাবৎপদার্থেই স্থিতি করিয়াও সমান ভাবে নিত্য বিদ্যমান থাকেন। তাঁহার উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও ক্ষয়াদি ধর্ম্ম নাই। আবার সমস্ত বিনষ্ট হইলেও তাঁহার বিনাশ নাই। যেমন স্বর্ণনির্ম্মিত কুণ্ডলের "কুণ্ডল"-নাম ও তাহার রূপ বা আকার বিনষ্ট হইলেও স্বর্ণ যেমন তেমনই থাকে, তদ্রূপ সৎস্বরূপ ব্রহ্মে অবিদ্যাকল্পিত ভাসমান নামরূপময় স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ বিনষ্ট হইলেও আত্মার কোন হানি হয় না। এই রূপ একরসবিদ্যমান আত্মাকে যিনি দর্শন করেন, তাঁহারই দৃষ্টি অভ্রান্ত। ২৮।

-:o:—

সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়বোধিনী। হি (যেহেতু) [বিদ্বান্ ব্যক্তি] সর্ব্বত্র! সমং (সমান) সমবস্থিতম্ (সমভাবে অবস্থিত) ঈশ্বরং (আত্মাকে) পশ্যন্ (দেখিয়া) আত্মনা (আত্মবুদ্ধি দ্বারা) আত্মানং (আত্মাকে) ন হিনস্তি (হিংসা করেন না) ততঃ (সেই নিমিত্ত) পরাং গতিং (পরম গতি) যাতি (প্রাপ্ত হয়েন) ॥ ২৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। যেহেতু বিদ্বান্ ব্যক্তি সর্ব্বভূতে সমান ও সমভাবে অবস্থিত ঈশ্বররূপ আত্মাকে দর্শন করিয়া আত্মার দ্বারা আত্মার হনন করেন না, সেই নিমিত্ত তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যথোক্তস্য সম্যগ্দর্শনস্য ফলবচনেন স্তুতিঃ কর্ত্তব্যেতি শ্লোক আরভ্যতে—সমং পশ্যন্নিতি। সমং পশ্যন্নুপলভমানঃ। হি যস্মাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতেষু সমবস্থিতং তুল্যতয়াঽবস্থিতমীশ্বরমতীতাঽনন্তরশ্লোকোক্তলক্ষণমিত্যর্থঃ। সমং পশ্যন্ কিম্? ন হিনস্তি হিংসাং ন করোত্যাত্মনা স্বেনৈব স্বমাত্মানম্। ততস্তস্মাদহিংসনাদ্যাতি পরাং প্রকৃষ্টাং গতিং মোক্ষাখ্যাম্। নন্বু নৈব কশ্চিৎ প্রাণী স্বয়ং স্বমাত্মানং হিনস্তি। কথমুচ্যতেঽপ্রাপ্তং ন হিনস্তীতি? যথা ন পৃথিব্যাং নাঽন্তরিক্ষে ন দিব্যগ্নিশ্চেতব্য ইত্যাদি। নৈষ দোষঃ। অজ্ঞানামাত্মতিরস্করণোপপত্তেঃ। সর্ব্বো হ্যজ্ঞোঽত্যন্তপ্রসিদ্ধং সাক্ষাদপরোক্ষমাত্মানং তিরস্কৃত্যাঽনাত্মানমাত্মত্বেন পরিগৃহ্য তমপি ধর্ম্মাধর্ম্মৌ কৃত্বোপাত্তমাত্মানং হত্বাঽন্যমাত্মানমুপাদত্তে নবম্। তং চাপি হত্বাঽন্যম্। এবং তমপি হত্বাঽন্যম্। ইত্যেবমুপাত্তমুপাত্তমাত্মানং হন্তীত্যাত্মহা সর্ব্বোঽজ্ঞঃ। যস্তু পরমার্থাত্মাঽসাবপি সর্ব্বদাঽবিদ্যয়া হত এব বিদ্যমানফলাঽভাবাদিতি সর্ব্বে আত্মহন এবাঽবিদ্বাংসঃ। যস্তিতরো যথোক্তাত্মদর্শী স উভয়থাঽপ্যাত্মনাত্মানং ন হিনস্তি ন হন্তি। ততো যাতি পরাং গতিম্। যথোক্তং ফলং তস্য ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কুত ইতি? অত আহ—সমমিতি। সর্ব্বত্র ভূতমাত্রে সমং সম্যগপ্রচ্যুতস্বরূপেণাঽবস্থিতং পরমাত্মানং পশ্যন্—হি যস্মাদাত্মনা স্বেনৈবাত্মানং ন হিনস্তি—অবিদ্যয়া সচ্চিদানন্দরূপমাত্মানং তিরস্কৃত্য ন বিনাশয়তি—ততশ্চ পরাং গতিং মোক্ষং প্রাপ্নোতি। যস্ত্বেবং ন পশ্যতি স হি দেহাত্মদর্শী দেহেন সহাত্মানং হিনস্তি। তথা চ শ্রুতিঃ—অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাঽভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥ ইতি (ক) ॥ ২৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। জ্ঞানিগণ আত্মাকে সর্ব্বত্র সমান, নির্ব্বিকার ও সমস্ত প্রাণীর প্রবৃত্তির হেতু স্বরূপ জানিয়া "আমিই ব্রহ্ম" এই অভেদ বুদ্ধি দ্বারা অবিদ্যাজাল ছিন্ন

(ক) ঈশা, ৩।

প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি ॥ ৩০ ॥

করিয়া মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। আর অজ্ঞানী ব্যক্তিগণ দেহাত্ম-বুদ্ধি দ্বারা দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির সংঘাতে আত্মাকে অবিদ্যাজালে অধিকতর আচ্ছন্ন করিয়া হনন করিয়া থাকে। শ্রুতি বলিয়াছেন—"অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাঽভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥" ইতি (ক)॥ দম্ভ ও দর্পাদি আসুরিকবৃত্তিশীল ব্যক্তিগণ অন্ধতমসাবৃত নরকে গমন করে। যাহারা দেহাদি অনাত্মপদার্থে আত্মবুদ্ধি করে, তাহারা আত্মঘাতী ॥ ২৯ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। যঃ চ (যিনি) কর্ম্মাণি (সমস্ত কার্য্য) প্রকৃত্যা এব (প্রকৃতি কর্ত্তৃকই) সর্ব্বশঃ (সর্ব্বপ্রকারে) ক্রিয়মাণানি (সম্পাদিত হইতেছে) তথা (এবং) আত্মানম্ (আত্মাকে) অকর্ত্তারং (অকর্ত্তা) পশ্যতি (দেখেন) সঃ (তিনি) পশ্যতি [সম্যক্] (দর্শন করেন) ॥ ৩০ ॥

বঙ্গানুবাদ। মায়া অর্থাৎ প্রকৃতিই সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকেন। যে বিবেকী পুরুষ ইহা বুঝিয়া ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মাকে অকর্ত্তা বলিয়া দর্শন করেন তিনিই সম্যগ্দর্শী ॥ ৩০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সর্ব্বভূতস্থমীশ্বরং সমং পশ্যন্ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানমিত্যুক্তম্। তদনুপপন্নং স্বগুণকর্ম্মবৈলক্ষণ্যভেদভিন্নেষ্বাত্মস্বিত্যেতদাশঙ্কাহ—প্রকৃত্যৈবেতি। প্রকৃত্যা—প্রকৃতির্ভগবতো মায়া ত্রিগুণাত্মিকা। মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাদিতি (খ) মন্ত্রবর্ণাৎ। তয়া প্রকৃত্যৈব চ—নান্যেন—মহদাদিকার্য্যকরণাকারপরিণতয়া। তান্যেব কর্ম্মাণি বাঙ্মনঃকায়ারভ্যাণি ক্রিয়মাণানি নির্বর্ত্ত্যমানানি। সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈঃ। যঃ পশ্যত্যুপলভতে। তথাত্মানং ক্ষেত্রজ্ঞমকর্ত্তারং সর্ব্বোপাধিবিবর্জ্জিতং পশ্যতি। স পশ্যতি। স পরমার্থদর্শীত্যভিপ্রায়ঃ। নির্গুণস্যাঽকর্ত্তুর্নির্ব্বিশেষস্যাকাশস্যেব ভেদে প্রমাণানুপপত্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। নন্বু শুভাঽশুভকর্ম্মকর্ত্তৃত্বেন বৈষম্যে দৃশ্যমানে কথমাত্মনঃ সমত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রকৃত্যৈবেতি। প্রকৃত্যৈব দেহেন্দ্রিয়াকারেণ পরিণতয়া। সর্ব্বশঃ সর্ব্বৈঃ প্রকারৈঃ। ক্রিয়মাণানি কর্ম্মাণি যঃ পশ্যতি। তথাত্মানং চাঽকর্ত্তারং দেহাভিমানেনৈবাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বং ন স্বতঃ—ইত্যেবং যঃ পশ্যতি স এব সম্যক্ পশ্যতি। নান্য ইত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির সংঘাত পরিণামরূপ ক্রিয়ামাত্রই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি-শক্তিবিজৃম্ভিত। ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা সাক্ষী স্বরূপ—অকর্ত্তা। এই রূপ

(ক) ঈশ, ৩ (খ) শ্বেতাশ্বতর, ৪।১০।

যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥ ৩১॥

শাস্ত্র-বিচার-নেত্রে যিনি আত্মতত্ত্ব দেখিতে না পান, তিনি অন্ধ। আত্মাকে সকলের অধিষ্ঠান-ভূত ও স্বতন্ত্র বলিয়া যিনি দর্শন করেন, তিনিই সম্যগ্দর্শী॥ ৩০॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। যদা (যখন) [সাধক] ভূতপৃথগ্‌ভাবম্ (ভূতসমূহের পৃথক্ পৃথক্ ভাব), একস্থং চ (ও এক আত্মাতে অবস্থান), ততঃ এব চ (এবং তাহা হইতেই) বিস্তারম্ (বিস্তার) অনুপশ্যতি (দর্শন করেন) তদা (তখন) ব্রহ্ম সম্পদ্যতে (ব্রহ্মস্বরূপ হয়েন)॥ ৩১॥

বঙ্গানুবাদ। যখন সাধক ভূতসমূহকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে এক আত্মাতে অবস্থিত, এবং একমাত্র আত্মা হইতেই ভূত সকলের বিস্তার দর্শন করেন, তখন তিনি ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যান॥ ৩১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। পুনরপি তদেব সম্যগ্দর্শনং শব্দান্তরেণ প্রপঞ্চ্যতে—যদেতি। যদা যস্মিন্ কালে। ভূতপৃথগ্‌ভাবং ভূতানাং পৃথগ্‌ভাবং পৃথক্ত্বম্। একস্থমেকস্মিন্নাত্মনি স্থিতম্। একস্থমনুপশ্যতি শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশমন্বাত্মানং প্রত্যক্ষত্বেন পশ্যতি আত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি (ক)। তত এব চ তস্মাদেব চ বিস্তারমুৎপত্তিং বিকাশম্। আত্মতঃ প্রাণ আত্মত আশাত্মতঃ স্মর আত্মত আকাশ আত্মতস্তেজ আত্মতঃ আপ আত্মত আবির্ভাবতিরোভাবাবাত্মতোঽন্নমিত্যেবমাদি প্রকারৈর্ব্বিস্তারং যদা পশ্যতি ব্রহ্ম সম্পদ্যতে ব্রহ্মৈব ভবতি তদা তস্মিন্ কাল ইত্যর্থঃ॥ ৩১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ইদানীং তু ভূতানামপি প্রকৃতিতাবন্মাত্রত্বেনাঽভেদা-দ্ভূতভেদকৃতমপ্যাত্মনো ভেদমপশ্যন্ ব্রহ্মত্বমুপৈতীত্যাহ—যদেতি। যদা ভূতানাং স্থাবরজঙ্গমানাং পৃথগ্‌ভাবং ভেদং পৃথক্ত্বমেকস্থমেকস্যামেবেশ্বরশক্তিরূপায়াং প্রকৃতৌ প্রলয়ে স্থিতমনুপশ্যত্যা-লোচয়তি। অত এব তস্যা এব প্রকৃতেঃ সকাশাদ্ভূতানাং বিস্তারং সৃষ্টিসময়েঽনুপশ্যতি। তদা প্রকৃতিতাবন্মাত্রত্বেন ভূতানামপ্যভেদং পশ্যন্ পরিপূর্ণং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে। ব্রহ্মৈব ভবতীত্যর্থঃ॥ ৩১॥

গীতার্থসন্দীপনী। ইতিপূর্ব্বে ভগবান্ ক্ষেত্রের পৃথক্ত্ব দেখাইয়া ক্ষেত্রজ্ঞের সর্ব্বথা একত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। ক্ষেত্রেরও যে পৃথক্ত্ব নাই, তাহাই এক্ষণে বুঝাইতে-ছেন। কুণ্ডলের নাম ও আকার কল্পনা মাত্র, কিন্তু তাহার অধিষ্ঠানরূপ কাঞ্চন সৎ ও এক। কল্পনায় কনকনির্ম্মিত কুণ্ডল বলয় ও হারাদি ভিন্ন ভিন্ন বোধ হইলেও স্বর্ণ রূপে সমস্তই এক। কল্পনার কুণ্ডল, বলয় ও হার স্বপ্নবৎ অসত্য। এতাবৎ পৃথক্ বোধ হইলেও বস্তুতঃ এক।

(ক) ছান্দোগ্য, ৭।২৫।২।

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মাঽয়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥ ৩২॥

শ্রুতি বলিয়াছেন—"যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাঽভূদ্বিজানতঃ। তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ (ক)॥" যে সময়ে সমস্ত ভূতই সাধকের নিজ আত্মা রূপে প্রতীত হয়, সেই অদ্বিতীয় ভাবদর্শী জ্ঞানীর মোহ ও শোক কোথা হইতে হইবে? বস্তুতঃ অনাত্ম বস্তু মাত্রই পৃথক্ পৃথক্ বোধ হইলেও উহা একমাত্র মায়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। ফলতঃ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য পদার্থই নাই॥ ৩১॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। [হে] কৌন্তেয়। অনাদিত্বাৎ নির্গুণত্বাৎ (অনাদি ও নির্গুণ বলিয়া) অয়ম্ (এই) অব্যয়ঃ (অবিকারী) পরমাত্মা শরীরস্থঃ অপি (শরীরে থাকিয়াও) ন করোতি (কিছুই করেন না), ন লিপ্যতে (লিপ্ত হয়েন না)॥ ৩২॥

বঙ্গানুবাদ। হে কৌন্তেয়! অনাদি ও নির্গুণ বলিয়া পরমাত্মা অব্যয়। তিনি শরীরে থাকিয়াও তাহার সহিত লিপ্ত হয়েন না॥ ৩২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। একস্যাত্মনঃ সর্ব্বদেহাত্মত্বে তদ্দোষসম্বন্ধে প্রাপ্ত ইদমুচ্যতে—অনাদিত্বাদিতি। অনাদিত্বাৎ—অনাদের্ভাবোঽনাদিত্বম্। আদিঃ কারণং তদ্যস্য নাস্তি তদনাদি। যদ্ধ্যাদিমত্তৎ স্বেনাত্মনা ব্যেতি। অয়ং ত্বনাদিত্বান্নিরবয়ব ইতি কৃত্বা ন ব্যেতি। তথা নির্গুণত্বাৎ—সগুণো হি গুণব্যয়াদ্ব্যেতি। অয়ং তু নির্গুণত্বাচ্চ ন ব্যেতীতি পরমাত্মাঽয়-মব্যয়ঃ। নাঽস্য ব্যয়ো বিদ্যত ইত্যব্যয়ঃ। যত এবমতঃ শরীরস্থোঽপি শরীরেষ্বাত্মন উপলব্ধি-র্ভবতীতি শরীরস্থ উচ্যতে। তথাপি ন করোতি কর্ম্ম। তদকরণাদেব তৎফলেন ন লিপ্যতে। যো হি কর্ত্তা স কর্ম্মফলেন লিপ্যতে। অয়ং ত্বকর্ত্তা। অতো ন ফলেন লিপ্যত ইত্যর্থঃ।

কঃ পুনর্দ্দেহেষু করোতি লিপ্যতে চ? যদি তাবদন্যঃ পরমাত্মনো দেহী করোতি লিপ্যতে চ তত ইদমনুপপন্নমুক্তম্—ক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরৈকত্বং ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধীত্যাদিনা। অথ নাস্তী-শ্বরাদন্যো দেহী কঃ করোতি লিপ্যতে চেতি বাচ্যং। পরো বা নাস্তীতি। সর্ব্বথা দুর্ব্বিজ্ঞেয়ং দুর্ব্বাচ্যং চেতি ভগবৎপ্রোক্তমৌপনিষদং দর্শনং পরিত্যক্তং বৈশেষিকৈঃ সাংখ্যার্হতবৌদ্ধৈশ্চ।

তত্রাঽয়ং পরিহারো ভগবতা স্বেনৈবোক্তঃ—স্বভাবস্তু প্রবর্ত্তত ইতি। অবিদ্যামাত্রস্বভাবো হি করোতি লিপ্যত ইতি ব্যবহারো ভবতি। ন তু পরমার্থত এব তস্মিন্ পরমাত্মনি তদস্তি। অত এতস্মিন্ পরমার্থসাংখ্যদর্শনে স্থিতানাং জ্ঞাননিষ্ঠানাং পরমহংসপরিব্রাজকানাং তিরস্কৃতাঽ-বিদ্যাব্যবহারাণাং কর্ম্মাঽধিকারো নাস্তীতি তত্র তত্র দর্শিতং ভগবতা॥ ৩২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তথাপি পরমেশ্বরস্য সংসারাঽবস্থায়াং দেহসম্বন্ধ-নিমিত্তৈঃ কর্ম্মভিস্তৎফলৈশ্চ সুখদুঃখাদিভির্বৈষম্যং দুষ্পরিহরমিতি। কুতঃ সমদর্শনং? তত্রাহ—

(ক) ঈশা, ৭।

যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাঽবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥ ৩৩ ॥

অনাদিত্বাদিতি। যদ্ধুৎপত্তিমৎ তদেব হি ব্যেতি বিনাশমেতি। যচ্চ গুণবত্তু তস্ত গুণনাশে ব্যয়ো ভবতি। অয়ং তু পরমাত্মাঽনাদির্নিগুর্ণশ্চ। অতোঽব্যয়োঽবিকারীত্যর্থঃ। তস্মাচ্ছরীরে স্থিতোঽপি ন কিঞ্চিৎ করোতি। ন চ কর্ম্মফলৈর্লিপ্যতে ॥ ৩২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। আত্মা নিত্য একরসবিদ্যমান। তাঁহার কখনও উৎপত্তি বা আদি নাই, এই জন্য তিনি অনাদি। আবার তিনি ত্রিগুণাতীত, সুতরাং প্রাকৃতিক নিয়মেরও অধীন নহেন। তাঁহার জন্ম ও মরণাদি বিকার না থাকায় তিনি অব্যয়। জল মধ্যে সূর্য্য যেমন আধ্যাসিক রূপে স্থিতি করিয়া থাকেন, আত্মাও সেই রূপ শরীরে অবস্থিতি করেন। জল চঞ্চল হইলে বস্তুতঃ সূর্য্য চঞ্চল হয় না, এবং জল শুকাইয়া গেলেও সূর্য্য বিনষ্ট হয় না। সেই রূপ শারীরধর্ম্মের সহিত শরীরস্থ আত্মার কোন সংস্রব নাই। জন্ম, অস্তি, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ রূপ বিকার আত্মাতে নাই। আত্মা দেহে থাকিয়াও দেহধর্ম্মে নির্লিপ্ত। সুতরাং দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির সংঘাত জনিত ক্রিয়ার ফল আত্মা ভোগ করেন না ॥ ৩২ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। যথা (যেমন) সর্ব্বগতং (সর্ব্বপদার্থে অবস্থিত) আকাশং (আকাশ) সৌক্ষ্ম্যাৎ (সূক্ষ্মত্ব জন্য) ন উপলিপ্যতে (লিপ্ত হয় না) তথা (তদ্রূপ) সর্ব্বত্র দেহে অবস্থিতঃ আত্মা ন উপলিপ্যতে (লিপ্ত হন না) ॥ ৩৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। যেমন সর্ব্বব্যাপী আকাশ সর্ব্ববস্তুতে থাকিয়াও অসঙ্গস্বভাব জন্য কোন বস্তুর সহিতই লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ আত্মা দেহে থাকিয়াও নির্লিপ্ত ॥ ৩৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিমিব ন করোতি ন লিপ্যত ইতি? অত্র দৃষ্টান্তমাহ—যথা সর্ব্বগতমিতি। যথা সর্ব্বগতং সর্ব্বব্যাপ্যপি সৎ সৌক্ষ্ম্যাৎ সূক্ষ্মভাবাদাকাশং খং নোপলিপ্যতে ন সম্বধ্যতে সর্ব্বত্রাঽবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তত্র হেতুং সদৃষ্টান্তমাহ যথেতি। যথা সর্ব্বগতং পঙ্কাদিষ্বপি স্থিতমাকাশং সৌক্ষ্ম্যাদসঙ্গত্বাৎ পঙ্কাদিভির্নোপলিপ্যতে। তথা সর্ব্বত্রোত্তমে মধ্যমেঽধমে বা দেহেঽবস্থিতোঽপ্যাত্মা নোপলিপ্যতে। দৈহিকৈর্গুণদোষৈর্ন যুজ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। আকাশ যেমন সর্ব্বত্র বিরাজ করিয়াও কোন স্থান, কাল বা বস্তুর, সুগন্ধ, দুর্গন্ধ, বর্ষা, আতপ, অগ্নি, ধূম, রজঃ ও পঙ্কাদির গুণ দোষে লিপ্ত হয় না, আত্মাও সেই রূপ দেব, দানব, মানব, পশু ও পক্ষী আদির দেহে থাকিয়াও কাহারও প্রাকৃতিক ধর্ম্মে লিপ্ত হয়েন না ॥ ৩৩ ॥

——:০:——

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩৪ ॥
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্ ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে প্রকৃতিপুরুষবিবেকযোগো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়বোধিনী। [হে] ভারত ! যথা একঃ রবিঃ (এক সূর্য্য) ইমং (এই) কৃৎস্নং (সমস্ত) লোকং (জগৎকে) প্রকাশয়তি (প্রকাশ করেন) তথা (সেইরূপ) ক্ষেত্রী (আত্মা) কৃৎস্নং ক্ষেত্রং (দেহকে) প্রকাশয়তি (প্রকাশ করিয়া থাকেন) ॥ ৩৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। যেমন সূর্য্য সমস্ত জগৎকে প্রকাশ করেন, সেই রূপ ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥ ৩৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—যথা প্রকাশয়তীতি। যথা প্রকাশয়ত্যবভাসয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ সবিতাদিত্যঃ। তথা তদ্বন্মহাভূতাদি ধৃত্যন্তং ক্ষেত্রমেকঃ সন্ প্রকাশয়তি। কঃ ? ক্ষেত্রী। পরমাত্মেত্যর্থঃ। হে ভরত। রবিদৃষ্টান্তোঽত্রাত্মন উভয়ার্থোঽপি ভবতি। রবিবৎ সর্ব্বক্ষেত্রেষ্বেক এবাত্মা। অলেপকশ্চেতি ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অসঙ্গত্বাল্লেপো নাস্তীত্যাকাশদৃষ্টান্তেন দর্শিতম্। প্রকাশকত্বাচ্চ প্রকাশ্যধর্ম্মৈর্ন যুজ্যত ইতি রবিদৃষ্টান্তেনাহ—যথা প্রকাশয়তীতি। স্পষ্টোঽর্থঃ ॥৩৪॥

গীতার্থসন্দীপনী। শ্রুতি বলিয়াছেন—"সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্ব্বাহ্যদোষৈঃ। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ (ক) ॥" যেমন সর্ব্বলোকের চক্ষু ও সর্ব্বলোকের প্রকাশক সূর্য্য বাহ্য পদার্থসমূহের দোষে দূষিত হয়েন না, সেই রূপ সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা সকল দেহের প্রকাশক হইলেও কাহারও দুঃখ শোকাদিতে লিপ্ত হয়েন না। বস্তুতঃ আত্মা শুভাশুভ কোন কর্ম্মেরই ফলভাগী হয়েন না ॥ ৩৪ ॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। যে (যাঁহারা) এবং (পূর্ব্বোক্ত প্রকারে) ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের) অন্তরং (ভেদ) ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং চ (এবং ভূতসমূহের প্রকৃতি হইতে মোক্ষের উপায়) জ্ঞানচক্ষুষা (জ্ঞানচক্ষু দ্বারা) বিদুঃ (জানিতে পারেন) তে (তাঁহারা) পরং (পরম ধাম) যান্তি (প্রাপ্ত হয়েন) ॥ ৩৫ ॥

(ক) কঠ, ৫।১১।

বঙ্গানুবাদ। যিনি ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জ্ঞানচক্ষু দ্বারা বিভিন্ন রূপে জানিতে পারেন, এবং ভূতসমূহের কারণরূপ মায়ার অত্যন্তাঽভাব বুঝিতে পারেন, তিনি কৈবল্য ধাম প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৩৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সমস্তাঽধ্যায়ার্থোপসংহারার্থোঽয়ং শ্লোকঃ—ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরিতি। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্যথাব্যাখ্যাতয়োরেবং যথাপ্রদর্শিতপ্রকারেণাঽন্তরমিতরেতরবৈলক্ষণ্য বিশেষম্। জ্ঞানচক্ষুষা—শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজনিতমাত্মপ্রত্যায়কং জ্ঞানং চক্ষুঃ। তেন জ্ঞানচক্ষুষা। ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং চ ভূতানাং প্রকৃতিরবিদ্যালক্ষণাঽব্যক্তাখ্যা। তস্যা ভূতপ্রকৃতের্মোক্ষণমভাবগমনং চ যে বিদুর্বিজানন্তি। যান্তি গচ্ছন্তি। তে পরং পরমার্থতত্ত্বং ব্রহ্ম। নপুনর্দ্দেহমাদদত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

ইতি শাঙ্করে শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অধ্যায়ার্থমুপসংহরতি—ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরিতি। এবমুক্তপ্রকারেণ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরন্তরং ভেদং বিবেকজ্ঞানলক্ষণেন চক্ষুষা যে বিদুঃ। তথা বেয়মুক্তা ভূতানাং প্রকৃতিস্তস্যাঃ সকাশান্মোক্ষং মোক্ষোপায়ং ধ্যানাদিকং চ যে বিদুঃ। তে পরং পদং যান্তি ॥ ৩৫ ॥

বিবিক্তৌ যেন তত্ত্বেন মিশ্রৌ প্রকৃতিপূরুষৌ।
তং বন্দে পরমানন্দং নন্দনন্দনমীশ্বরম্ ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াং ভগবদ্গীতাটীকায়াং প্রকৃতিপুরুষবিবেকযোগো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি ক্ষেত্রকে জড়, কার্য্যের কর্ত্তা, বিকারযুক্ত ও পরিচ্ছিন্ন, এবং ক্ষেত্রজ্ঞকে চেতন, অকর্ত্তা, অবিকারী ও অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া জানিতে পারেন, এবং যিনি আত্মতত্ত্ববিদ্যা দ্বারা ভূতপ্রকৃতি অবিদ্যা মায়ার সম্পূর্ণ উপশম করিতে সমর্থ হয়েন, তাঁহার সর্ব্বপ্রকার অনর্থের বিনিবৃত্তি ও পরম পদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামিমহোদয়-প্রণীত "গীতার্থ-সন্দীপনী" নামক ভাষা তাৎপর্য্য ব্যাখ্যান ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

:০:-

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ॥ ১॥

অন্বয়বোধিনী। শ্রীভগবান্ উবাচ। জ্ঞানানাম্ (জ্ঞানসমূহের মধ্যে) উত্তমং (শ্রেষ্ঠ) পরং জ্ঞানং (পরম জ্ঞান) ভূয়ঃ (পুনর্ব্বার) প্রবক্ষ্যামি (বলিতেছি), যৎ (যাহা) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) সর্ব্বে (সকল) মুনয়ঃ (মুনিগণ) ইতঃ (এই দেহবন্ধন হইতে) পরাং সিদ্ধিং (পরমসিদ্ধি) গতাঃ (প্রাপ্ত হইয়াছেন)। ১॥

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন! যে জ্ঞানসাধন দ্বারা মুনিগণ দেহবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরম কৈবল্যধাম প্রাপ্ত হয়েন, আমি তোমাকে আবার সেই সর্ব্বোত্তম জ্ঞান সাধনের বিষয় কহিতেছি॥ ১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সর্ব্বমুৎপদ্যমানং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাদুৎপদ্যত ইত্যুক্তম্। তৎ কথমিতি? তৎপ্রদর্শনার্থং পরং ভূয় ইত্যাদিরধ্যায় আরভ্যতে। অথবা—ঈশ্বরপরতন্ত্রয়োঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্জগৎকারণত্বম্। ন তু সাংখ্যানামিব স্বতন্ত্রয়োঃ—ইত্যেবমর্থং প্রকৃতিস্থত্বং গুণেষু চ সঙ্গঃ সংসারকারণমিত্যুক্তম্। কস্মিন্ গুণে কথং সঙ্গঃ? কে বা গুণাঃ? কথং বা তে বধ্নন্তি? গুণেভ্যশ্চ মোক্ষণং কথং স্যাৎ? মুক্তস্য চ লক্ষণং বক্তব্যম্—ইত্যেবমর্থং চ শ্রীভগবানুবাচ পরমিতি। পরং জ্ঞানমিতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ। ভূয়ঃ পুনঃ পূর্ব্বেষু সর্ব্বেষধ্যায়েষসকৃদুক্তমপি প্রবক্ষ্যামি। তচ্চ পরম্। পরবস্তুবিষয়ত্বাৎ। কিং তৎ? জ্ঞানং সর্ব্বেষাং জ্ঞানানামুত্তমম্। উত্তমফলত্বাৎ। জ্ঞানানামিতি নাঽমানিত্বাদীনাম্। কিং তর্হি? যজ্ঞাদিজ্ঞেয়বস্তুবিষয়াণামিতি। তানি ন মোক্ষায়। ইদং তু মোক্ষায়েতি পরোত্তমশব্দাভ্যাং স্তৌতি শ্রোতৃবুদ্ধিরুচ্যুৎপাদনার্থম্। যজ্জ্ঞাত্বা যজ্‌জ্ঞানং জ্ঞাত্বা প্রাপ্য। মুনয়ঃ সন্ন্যাসিনো মননশীলাঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিং মোক্ষাখ্যামিতোঽস্মাদ্দেহবন্ধনাদূর্দ্ধং গতাঃ প্রাপ্তাঃ॥ ১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।

পুংপ্রকৃত্যোঃ স্বতন্ত্রত্বং বারয়ন্ গুণসঙ্গতঃ।
প্রাহ সংসারবৈচিত্র্যং বিস্তরেণ চতুর্দ্দশে॥

যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ॥ ইত্যুক্তম্। স চ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ সংযোগো নিরীশ্বরসাংখ্যানামিব ন স্বাতন্ত্র্যেণ। কিন্তীশ্বরে-

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ ২ ॥

চ্ছয়ৈবেতি কথনপূর্ব্বকং কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মস্বিত্যনেনোক্তং সত্ত্বাদিগুণকৃতং সংসারবৈচিত্র্যং প্রপঞ্চয়িষ্যন্নেবংভূতং বক্ষ্যমাণমর্থং স্তৌতি ভগবান্ পরং ভূয় ইতি দ্বাভ্যাম্। পরং পরমাত্মনিষ্ঠম্। জ্ঞায়তেঽনেনেতি জ্ঞানমুপদেশঃ। তজ্জ্ঞানং ভূয়োঽপি তুভ্যং প্রকর্ষেণ বক্ষ্যামি। কথংভূতং? জ্ঞানানাং তপঃকর্ম্মাদিবিষয়াণাং মধ্য উত্তমম্। মোক্ষহেতুত্বাৎ। তদেবাহ —যজ্জ্ঞাত্বা মুনয়ো মননশীলাঃ সর্ব্বে ইতো দেহবন্ধনাৎ পরাং সিদ্ধিং মোক্ষং গতাঃ প্রাপ্তাঃ ॥ ১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। পূর্ব্বাধ্যায়ে "যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্" এই আরব্ধ শ্লোকে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগই যে তাবদুৎপত্তির কারণ, ইহা ভগবান্ বলিয়াছেন। এক্ষণে নিরীশ্বর সাংখ্যমত খণ্ডনার্থ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ যে ঈশ্বরাধীন কার্য্য, তাহা প্রদর্শন করা আবশ্যক। আবার ভগবান্ ইহাও বলিয়াছেন যে, গুণসঙ্গই জন্মের কারণ। কিরূপে গুণের সংযোগ হয়, গুণ কি কি, কিরূপে গুণ সমূহ জীবকে বন্ধন করে, ইহাও এক্ষণে ব্যাখ্যাত হওয়া আবশ্যক। "ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং চ" এই আরব্ধ শ্লোকে ভূতপ্রকৃতির মোক্ষের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এই ভূতপ্রকৃতি সত্ত্বাদিগুণ হইতে সাধকের কিরূপে মুক্তি হইয়া থাকে, তাহাও বলা আবশ্যক। এই সকল ব্যাখ্যার জন্য চতুর্দ্দশ অধ্যায় আরম্ভ হইল।

ইতিপূর্ব্বে ভগবান্ অর্জ্জুনকে অনেক জ্ঞানতত্ত্ব বলিয়া আসিয়াছেন, এক্ষণে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ জ্ঞানসাধন বলিবেন স্বীকার করিতেছেন। যজ্ঞ ও দানাদি জ্ঞানের বহিরঙ্গ সাধন অপেক্ষা অমানিত্বাদি জ্ঞানের অন্তরঙ্গ সাধন উৎকৃষ্ট। কিন্তু এক্ষণে যে আত্মজ্ঞান তত্ত্ব কথিত হইবে, তাহা এতদুভয় হইতেই শ্রেষ্ঠ। অমানিত্বাদি জ্ঞান সাধনে "উৎকৃষ্টবস্তুবিষয়কত্ব" ব্যাখ্যাত হইয়াছে; আর আত্মতত্ত্বজ্ঞান সাধনে "উৎকৃষ্ট ফলপ্রাপ্তি" ব্যাখ্যাত হইবে ॥ ১ ॥

—:০:—

অন্বয়বোধিনী। ইদং (এই) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) উপাশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) [মুনিগণ] মম (আমার) সাধর্ম্ম্যং (স্বরূপতা) আগতাঃ (প্রাপ্ত) [হইয়া] সর্গে অপি (সৃষ্টিকালেও) ন উপজায়ন্তে (জন্মগ্রহণ করেন না), প্রলয়ে চ (এবং প্রলয় কালেও) ন ব্যথন্তি (ব্যথিত হন না) ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ। এই জ্ঞানের সাধন করিলে সাধক আমার স্বরূপের সহিত অভিন্নতা লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহাকে সৃষ্টিকালে জন্ম ও প্রলয়কালে লয় পাইতে হয় না ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তজ্জ্ঞানস্য সিদ্ধেরৈকান্তিকত্বং দর্শয়তি—ইদমিতি। ইদং জ্ঞানং

মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥ ৩ ॥

যথোক্তমুপাশ্রিত্য—জ্ঞানসাধনমনুষ্ঠায়েত্যেতৎ—মম পরমেশ্বরস্য সাধর্ম্ম্যং মৎস্বরূপতামাগতাঃ প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ। ন তু সমানধর্ম্মতা সাধর্ম্ম্যম্। ক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরয়োর্ভেদানভ্যুপগমাদ্গীতাশাস্ত্রে। ফলবাদশ্চায়ং স্তুত্যর্থমুচ্যতে। সর্গেঽপি সৃষ্টিকালেঽপি নোপজায়ন্তে নোৎপদ্যন্তে। প্রলয়ে ব্রহ্মণোঽপি বিনাশকালে ন ব্যথন্তি চ ব্যথাং নাপদ্যন্তে। ন চ্যবন্তীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—ইদমিতি। ইদং বক্ষ্যমাণং জ্ঞানমুপাশ্রিত্যেদং জ্ঞানসাধনমনুষ্ঠায় মম সাধর্ম্ম্যং মদ্রূপত্বং প্রাপ্তাঃ সন্তঃ সর্গেঽপি ব্রহ্মাদিষূৎপদ্যমানেষ্বপি নোৎপদ্যন্তে। তথা প্রলয়েঽপি ন ব্যথন্তি। প্রলয়দুঃখং নানুভবন্তি। পুনর্নাবর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি এই জ্ঞান সাধন করেন, তিনি ভগবানের অদ্বিতীয় নির্গুণ স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয়েন। হিরণ্যগর্ভাদির উৎপত্তি হইলেও তাঁহাকে আর উৎপন্ন হইতে হয় না, এবং হিরণ্যগর্ভের লয় হইলেও তাঁহাকে বিলীন হইতে হয় না ॥ ২ ॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। [হে] ভারত! মহৎ ব্রহ্ম (প্রকৃতি) মম যোনিঃ (গর্ভাধানের স্থান); তস্মিন্ (তাহাতে) অহং (আমি) গর্ভং (জগতের বীজ) দধামি (প্রক্ষেপ করি); ততঃ (তাহা হইতে) সর্ব্বভূতানাং (সমস্ত ভূতের) সম্ভবঃ (উৎপত্তি) ভবতি (হয়) ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে ভারত! ত্রিগুণাত্মিকা মায়াই আমার গর্ভাধানের স্থান স্বরূপ। আমি সেই মায়াতে সঙ্কল্পরূপ গর্ভ ধারণ করিয়া থাকি। সেই গর্ভাধান হইতেই সমস্ত ভূতের উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগ ঈদৃশো ভূতকারণমিত্যাহ—মমেতি। মম স্বরূপভূতা মদীয়া মায়া ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির্যোনিঃ সর্ব্বভূতানাং কারণম্। সর্ব্বকার্য্যেভ্যো মহত্ত্বাদ্ভরণাচ্চ স্ববিকারাণাং মহদ্ব্রহ্মেতি যোনিরেব বিশিষ্যতে। তস্মিন্ মহতি ব্রহ্মণি যোনৌ গর্ভং হিরণ্যগর্ভস্য জন্মনো বীজং সর্ব্বভূতজন্মকারণং বীজং দধামি নিক্ষিপামি। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-প্রকৃতিদ্বয়শক্তিমানীশ্বরোঽহমবিদ্যাকামকর্ম্মোপাধিস্বরূপানুবিধায়িনং ক্ষেত্রজ্ঞং ক্ষেত্রেণ সংযোজয়ামীত্যর্থঃ। সম্ভব উৎপত্তিঃ সর্ব্বভূতানাং হিরণ্যগর্ভোৎপত্তিদ্বারেণ ততস্তস্মাদ্গর্ভাধানের্মূল-কারণাদ্গর্ভাধানাদ্ভবতি ॥ ৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেবং প্রশংসয়া শ্রোতারমভিমুখীকৃত্য পরমেশ্বরাধীনয়োঃ প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সর্ব্বভূতোৎপত্তিং প্রতি হেতুত্বং ন তু স্বতন্ত্রয়োরিতীমং বিবক্ষিতমর্থং কথয়তি—মমেতি। দেশতঃ কালতশ্চাপরিচ্ছিন্নত্বান্মহৎ। বৃংহিতত্বাৎ স্বকার্য্যানাং বৃদ্ধি-হেতুত্বাদ্বা ব্রহ্ম প্রকৃতিরিত্যর্থঃ। তন্মহদ্ব্রহ্ম মম পরমেশ্বরস্য যোনির্গর্ভাধানস্থানম্। তস্মিন্নহং গর্ভং জগদ্বিস্তারহেতুং চিদাভাসং দধামি নিক্ষিপামি। প্রলয়ে ময়ি লীনং সম্ভমবিদ্যাকাম-

সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ৪ ॥

কর্ম্মাদ্যনুরূপমেব ক্ষেত্রজ্ঞং সৃষ্টিসময়ে ভোগযোগ্যেন ক্ষেত্রেণ সংযোজয়ামীত্যর্থঃ। ততো গর্ভাধানাৎ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাদীনাং সম্ভব উৎপত্তির্ভবতি ॥ ৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। প্রথম দুই শ্লোকে জ্ঞানের প্রশংসা করিয়া, প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ের একত্র সংঘাতই যে সৃষ্টির কারণ, এবং সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত প্রকৃতির স্বতন্ত্র সৃষ্টিসামর্থ্য যে অসম্ভব, তাহাই বলিতেছেন। মহদ্ব্রহ্ম বা অবিদ্যা—অজ্ঞান—প্রকৃতি—ত্রিগুণাত্মিকা অব্যাকৃত মায়াই যোনি স্বরূপ। এই ব্রহ্মোপাধি মায়া মহত্তত্ত্ব নামক প্রথম কার্য্যের বৃদ্ধির হেতু বলিয়া মহদ্ব্রহ্ম নামে উক্ত হইয়াছেন। এই মহদ্ব্রহ্মরূপ যোনিতে ভগবানের সৃষ্টি-সঙ্কল্পই গর্ভাধান স্বরূপ। অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্মযুক্ত ক্ষেত্রজ্ঞ নামক জীব প্রলয়কালে বিলীন থাকে। তাহা কার্য্যকারণসংঘাতরূপ ভোগ্যক্ষেত্রের সহিত সম্বন্ধ করিয়া দিবার জন্য ভগবান্ চিদাভাসরূপ বীর্য্যসেক করিয়া থাকেন। তাহাতেই হিরণ্যগর্ভাদি তাবৎ পদার্থেরই উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। [হে] কৌন্তেয়! সর্ব্বযোনিষু (যাবতীয় যোনিতে) যাঃ (যে সকল) মূর্ত্তয়ঃ (মূর্ত্তিসমূহ) সম্ভবন্তি (উৎপন্ন হয়) তাসাং (তাহাদিগের) মহৎ ব্রহ্ম (প্রকৃতি) যোনিঃ (কারণ); অহং (আমি) বীজপ্রদঃ (গর্ভাধানকর্ত্তা) পিতা ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে কৌন্তেয়! দেবাদি সমস্ত যোনিতে যে শরীর উৎপন্ন হইয়া থাকে, মায়াই তত্তাবতের মাতৃস্বরূপা এবং আমিই তাহাদের গর্ভাধানকর্ত্তা পিতৃস্বরূপ ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সর্ব্বযোনিষ্বিতি। দেবপিতৃমনুষ্যপশুমৃগাদিষু সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ো দেহসংস্থানলক্ষণা মূর্চ্ছিতাঙ্গাবয়বা মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাস্তাসাং মূর্ত্তীনাং ব্রহ্ম মহৎ সর্ব্বাবস্থং যোনিং কারণম্। অহমীশো বীজপ্রদো গর্ভাধানস্য কর্ত্তা পিতা ॥ ৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ন কেবলং সৃষ্ট্যুপক্রম এব মদধিষ্ঠানেনাভ্যাং প্রকৃতিপুরুষাভ্যাময়ং ভূতোৎপত্তিপ্রকারঃ। অপি তু সর্ব্বদৈবেত্যাহ—সর্ব্বেতি। সর্ব্বাসু যোনিষু মনুষ্যাদ্যাসু যা মূর্ত্তয়ঃ স্থাবরজঙ্গমাত্মিকা উৎপদ্যন্তে তাসাং মূর্ত্তীনাং মহদ্ব্রহ্ম প্রকৃতি-র্যোনির্মাতৃস্থানীয়া। অহং চ বীজপ্রদঃ পিতা গর্ভাধানকর্ত্তা পিতা ॥ ৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। দেব, পিতৃ, মনুষ্য, পশু ও বৃক্ষাদি যে কোন যোনিতে জীব উৎপন্ন হউক না কেন, ঈশ্বর ও মায়ার সংঘাতই তত্তাবতের মূল কারণ। পুরুষ ব্যতীত প্রকৃতি, বা প্রকৃতি ব্যতীত পুরুষ, স্বতন্ত্র ভাবে কিছুই উৎপাদন করিতে পারেন না ॥ ৪ ॥

——:০:——

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ৫ ॥
তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চাঽনঘ ॥ ৬ ॥

অন্বয়বোধিনী। [হে] মহাবাহো ! সত্ত্বং, রজঃ, তমঃ ইতি (এই) প্রকৃতি-সম্ভবাঃ (প্রকৃতিজাত) গুণাঃ (গুণত্রয়) দেহে অব্যয়ং (অবিনাশী) দেহিনং (আত্মাকে) নিবধ্নন্তি (বন্ধন করিয়া থাকে) ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে মহাবাহো ! সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ প্রকৃতিজাত এই গুণত্রয় দেহ মধ্যে অব্যয় জীবাত্মাকে বন্ধন করিয়া থাকে ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কে গুণাঃ কথং বধ্নন্তীতি ? উচ্যতে—সত্ত্বমিতি। সত্ত্বং রজস্তম ইত্যেবংনামানঃ। গুণা ইতি পারিভাষিকঃ শব্দো ন রূপাদিবদ্ দ্রব্যাশ্রিতাঃ। ন চ গুণগুণি-নোরন্যত্বমত্র বিবক্ষিতম্। তস্মাদ্‌গুণা ইব নিত্যপরতন্ত্রাঃ ক্ষেত্রজ্ঞং প্রত্যবিদ্যাত্মকত্বাৎ ক্ষেত্রজ্ঞং নিবধ্নন্তীব। তমাস্পদীকৃত্যাত্মানং প্রতিলভন্ত ইতি নিবধ্নন্তীত্যুচ্যতে। তে চ প্রকৃতিসম্ভবা ভগবন্মায়াসম্ভবা নিবধ্নন্তীব। হে মহাবাহো। মহান্তৌ সমর্থতরাবাজানুপ্রলম্বৌ বাহূ যস্য স মহাবাহুঃ। হে মহাবাহো দেহে শরীরে দেহিনং দেহবন্তমব্যয়ম্। অব্যয়ত্বং চোক্তমনা-দিত্বাদিত্যাদিশ্লোকে। নমু দেহী ন লিপ্যত ইত্যুক্তম্। তৎ কথমিহ নিবধ্নন্তীত্যন্যথোচ্যতে ? পরিহৃতমস্মাভিরিবশব্দেন নিবধ্নন্তীবেতি ॥ ৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেবং পরমেশ্বরাধীনাভ্যাং প্রকৃতিপুরুষাভ্যাং সর্ব্বভূতোৎপত্তিং নিরূপ্যেদানীং প্রকৃতিসংযোগেন পুরুষস্য সংসারং প্রপঞ্চয়তি—সত্ত্বমিত্যাদি চতুর্দ্দশভিঃ। সত্ত্বং রজস্তম ইত্যেবংসংজ্ঞকাস্ত্রয়ো গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ। প্রকৃতেঃ সম্ভব উদ্ভবো যেষাং তে তথোক্তাঃ। গুণসাম্যং প্রকৃতিঃ। তস্যাঃ সকাশাৎ পৃথক্‌ত্বেনাঽভিব্যক্তাঃ সন্তঃ প্রকৃতিকার্য্যে দেহে তাদাত্ম্যেন স্থিতং দেহিনং চিদংশং বস্তুতোঽব্যয়ং নির্ব্বিকারমেব সন্তং নিবধ্নন্তি স্বকার্য্যৈঃ সুখদুঃখমোহাদিভিঃ সংযোজয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি, এই প্রকৃতির বৈষম্যাবস্থাই ত্রিগুণ রূপে কথিত হয়। অঙ্গ ও অঙ্গীর ন্যায় গুণ ও প্রকৃতিতে বস্তুতঃ ভিন্নতা নাই। জীবাত্মা জন্ম ও মরণাদি রহিত হইলেও ত্রিগুণের সঙ্গে দেহাত্মভাব প্রাপ্ত হওয়ায় শোক মোহাদি রূপ নানাপাশে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। ৫ ॥

-:o:-

অন্বয়বোধিনী। [হে] অনঘ (নিষ্পাপ) তত্র (সেই গুণসমূহের মধ্যে) নির্ম্মলত্বাৎ (নির্ম্মলত্ব জন্য) প্রকাশম্ (প্রকাশশীল) অনাময়ং (নিরুপদ্রব) সত্ত্বং (সত্ত্বগুণ)

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥ ৭ ॥

সুখসঙ্গেন জ্ঞানসঙ্গেন চ (সুখ ও জ্ঞানরূপ সঙ্গ দ্বারা) [আত্মাকে] বধ্নাতি (বন্ধন করে)॥ ৬॥

বঙ্গানুবাদ। হে সর্ব্বব্যসনবর্জ্জিত অর্জ্জুন! এই তিন গুণের মধ্যে সত্ত্ব গুণ স্বচ্ছতা, প্রকাশকতা ও নিরুপদ্রবতা জন্য সুখ ও জ্ঞান সঙ্গ দ্বারা জীবকে বন্ধন করিয়া থাকে ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তত্র সত্ত্বমিতি। তত্র সত্ত্বাদীনাং সত্ত্বস্যৈব তাবল্লক্ষণমুচ্যতে—নির্ম্মলত্বাৎ স্ফটিক ইব মণিঃ প্রকাশকম্। অনাময়ং নিরুপদ্রবম্। সত্ত্বং তন্নিবধ্নাতি। কথম্? সুখসঙ্গেন। সুখ্যহমিতি বিষয়ভূতস্য সুখস্য বিষয়িণ্যাত্মনি সংশ্লেষাপাদনেনৈব। মৃষৈব সুখং জাতমিতি মৃষৈব সুখেন সঞ্জনমিতি। সৈষাঽবিদ্যা। ন হি বিষয়ধর্ম্মো বিষয়িণো ভবতি। ইচ্ছাদি চ ধৃত্যন্তং ক্ষেত্রস্যৈব বিষয়স্য ধর্ম্ম ইত্যুক্তং ভগবতা। অতোঽবিদ্যয়ৈব স্বকীয়ধর্ম্মভূতয়া বিষয়বিষয়্যবিবেকলক্ষণয়াঽস্বাত্মভূতে সুখে সঞ্জয়তীব সক্তমিব করোতি। অসুখিনং সুখিনমিব। তথা জ্ঞানসঙ্গেন চ। জ্ঞানমিতি সুখসাহচর্য্যাৎ ক্ষেত্রস্যৈবান্তঃকরণস্য ধর্ম্মঃ। নাত্মনঃ। আত্মধর্ম্মত্বে সঙ্গাঽনুপপত্তেঃ। বন্ধানুপপত্তেশ্চ। সুখ ইব জ্ঞানাদৌ সঙ্গো মন্তব্যঃ। হে অনঘ অব্যসন ॥ ৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তত্র সত্ত্বস্য লক্ষণং বন্ধকত্বপ্রকারং চাহ—তত্রেতি। তত্র তেষাং গুণানাং মধ্যে সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ স্বচ্ছত্বাৎ স্ফটিকমণিরিব প্রকাশকং ভাস্বরম্। অনাময়ং চ নিরুপদ্রবম্। শান্তমিত্যর্থঃ। অতঃ শান্তত্বাৎ স্বকার্য্যেণ সুখেন যঃ সঙ্গস্তেন বধ্নাতি। প্রকাশকত্বাচ্চ স্বকার্য্যেণ জ্ঞানেন যঃ সঙ্গস্তেন চ বধ্নাতি। হে অনঘ নিষ্পাপ। অহং সুখী জ্ঞানী চেতি মনোধর্ম্মাংস্তদভিমানিনি ক্ষেত্রজ্ঞে সংযোজয়তীত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। আত্মার আবরণ শক্তির বিনাশক ও পরম সুখের অভিব্যঞ্জক বলিয়া সত্ত্বগুণ প্রকাশক ও অনাময় বলিয়া কথিত হইল। এই সত্ত্ব গুণ "আমি সুখী, আমি জ্ঞান লাভ করিয়াছি" ইত্যাদি অভিমান দ্বারা জীবকে বন্ধনদশাগ্রস্ত করিয়া থাকে ॥ ৬ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। [হে] কৌন্তেয়! রাগাত্মকং (অনুরাগাত্মক) রজঃ (রজোগুণ) তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবং (তৃষ্ণা ও আসক্তের উৎপাদক) বিদ্ধি (জানিও)। তৎ (তাহা কর্ম্মসঙ্গেন (কর্ম্মাসক্তির দ্বারা) দেহিনং (আত্মাকে) নিবধ্নাতি (আবদ্ধ করে)॥ ৭॥

বঙ্গানুবাদ। রজোগুণ তৃষ্ণা ও আসঙ্গলিপ্সার উৎপাদক। তাহা অনুরাগযোগে জীবকে কর্ম্মসঙ্গ দ্বারা আবদ্ধ করিয়া থাকে ॥ ৭ ॥

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। রজ ইতি—রজো রাগাত্মকম্। রঞ্জনাদ্রাগো গৈরিকাদিরিব—রাগাত্মকং বিদ্ধি জানিহি। তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্। তৃষ্ণাঽপ্রাপ্তাঽভিলাষঃ। আসঙ্গঃ প্রাপ্তে বিষয়ে মনসঃ প্রীতিলক্ষণঃ সংশ্লেষঃ। তৃষ্ণাসঙ্গয়োঃ সমুদ্ভবং তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্। তদ্রজো নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন। দৃষ্টাঽদৃষ্টার্থেষু কর্ম্মসু সঞ্জনং তৎপরতা কর্ম্মসঙ্গঃ। তেন নিবধ্নাতি রজো দেহিনম্। ৭।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। রজসো লক্ষণং বন্ধকত্বং চাহ—রজ ইতি। রজঃসংজ্ঞকং গুণং রাগাত্মকমনুরঞ্জনরূপং বিদ্ধি। অতএব তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্। তৃষ্ণাঽপ্রাপ্তেঽর্থেঽভিলাষঃ। সঙ্গঃ প্রাপ্তেঽর্থে প্রীতিবির্বিশেষেণাসক্তিঃ। তয়োস্তৃষ্ণাসঙ্গয়োঃ সমুদ্ভবো যস্মাত্তদ্রজো দেহিনং দৃষ্টাঽদৃষ্টার্থেষু কর্ম্মসু সঙ্গেনাসক্ত্যা নিতরাং বধ্নাতি। তৃষ্ণাসঙ্গাভ্যাং হি কর্ম্মস্বাসক্তির্ভবতীত্যর্থঃ। ৭।

গীতার্থসন্দীপনী। অপ্রাপ্ত বস্তু পাইবার জন্য বলবতী ইচ্ছার নাম তৃষ্ণা, ও প্রাপ্ত বস্তু বিনষ্ট হইলেও তাহাকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত মনোবেগের নাম আসঙ্গ। যে বৃত্তিদ্বারা চিত্ত রঞ্জিত বা আমোদিত হয়, তাহার নাম রাগ। তৃষ্ণা ও আসঙ্গ এই অনুরাগ হইতেই উৎপন্ন হয়। রজোগুণ জীবকে অনুরাগের বশবর্ত্তী করিয়া নানা কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে। তাহাতেই জীব বন্ধনগ্রস্ত হয়। ৭॥

—:o:—

অন্বয়বোধিনী। [হে] ভারত! তমঃ তু (তমোগুণ) অজ্ঞানজং (অজ্ঞান হইতে জাত) সর্ব্বদেহিনাং (সর্ব্বজীবের) মোহনং (ভ্রান্তিজনক) বিদ্ধি (জানিও); তৎ (তাহা) প্রমাদালস্যনিদ্রাভিঃ (প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রা দ্বারা) [আত্মাকে] নিবধ্নাতি (আবদ্ধ করে)॥ ৮।

বঙ্গানুবাদ। হে ভারত! জীবের ভ্রান্তিজনক অজ্ঞানজাত তমোগুণ প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রা দ্বারা জীবকে বন্ধনদশাগ্রস্ত করিয়া থাকে। ৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তমস্ত্বিতি। তমস্তৃতীয়ো গুণঃ। অজ্ঞানজমজ্ঞানাজ্জাতং বিদ্ধি। মোহনং মোহকরমবিবেককরম্। সর্ব্বদেহিনাং সর্ব্বেষাং দেহবতাম্। প্রমাদালস্যনিদ্রাভিঃ—প্রমাদশ্চালস্যং চ নিদ্রা চ প্রমাদালস্যনিদ্রাঃ। তাভিস্তত্তমো নিবধ্নাতি ভারত। ৮।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তমসো লক্ষণং বন্ধকত্বং চাহ—তম ইতি। তমস্ত্বজ্ঞানাজ্জাতমাবরণশক্তিপ্রধানাৎ প্রকৃত্যংশাদুদ্ভূতং বিদ্ধীত্যর্থঃ। অতঃ সর্ব্বেষাং দেহিনাং মোহনং ভ্রান্তিজনকম্। অত এব প্রমাদেনালস্যেন নিদ্রয়া চ তত্তমো দেহিনং নিবধ্নাতি। তত্র প্রমাদোঽনবধানম্। আলস্যমনুদ্যমঃ। নিদ্রা চিত্তস্যাঽবসাদাল্লয়ঃ। ৮।

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ ৯ ॥
রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥ ১০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। আবরণশক্তিরূপ অজ্ঞান হইতে তমোগুণের উৎপত্তি। তমোগুণ জন্য সৎ পদার্থে অসৎ ভ্রম হইয়া থাকে। অবস্তুতে বস্তুবুদ্ধি, কার্য্যকালে আলস্য, এবং চেষ্টা ও যত্নাদির প্রয়োজনকালে তন্দ্রা ও নিদ্রাদি দ্বারা তমোগুণ জীবকে ঘোর অন্ধতামসে আবদ্ধ করিয়া থাকে ॥ ৮ ॥

—:o:—

অন্বয়বোধিনী। [হে] ভারত! সত্ত্বং [জীবকে] সুখে সঞ্জয়তি (মগ্ন করে), রজঃ কর্ম্মণি (কর্ম্মে), উত (এবং) তমঃ তু জ্ঞানম্ (জ্ঞানকে) আবৃত্য (আচ্ছাদন করিয়া) প্রমাদে সঞ্জয়তি (নিয়োগ করে) ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে ভারত! সত্ত্বগুণ জীবকে সুখে, রজোগুণ কর্ম্মে, ও তমোগুণ জ্ঞানকে আচ্ছাদন করিয়া প্রমাদে নিয়োগ করিয়া থাকে ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। পুনর্গুণানাং ব্যাপারঃ সংক্ষেপত উচ্যতে—সত্ত্বমিতি। সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি সংশ্লেষয়তি। রজঃ কর্ম্মণি হে ভারত। সঞ্জয়তীত্যনুবর্ত্ততে। জ্ঞানং সত্ত্বকৃতং বিবেকমাবৃত্যাচ্ছাদ্য তু তমঃ স্বেনাবরণাত্মনা প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত। প্রমাদো নাম প্রাপ্তকর্ত্তব্যাকরণম্ ॥ ৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। সত্ত্বাদীনামেবং স্বস্বকার্য্যকরণে সামর্থ্যাতিশয়মাহ—সত্ত্বমিতি। সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি সংশ্লেষয়তি। দুঃখশোকাদিকারণে সত্যপি সুখাভিমুখমেব দেহিনং করোতীত্যর্থঃ। এবং সুখাদিকারণে সত্যপি রজঃ কর্ম্মণ্যেব সঞ্জয়তি। তমস্তু মহৎসঙ্গেনোৎপদ্যমানমপি জ্ঞানমাবৃত্যাচ্ছাদ্য প্রমাদে সঞ্জয়তি। মহত্তিরুপদিশ্যমানস্যার্থস্যানবধানে যোজয়তি। উতাপি। আলস্যাদাবপি সংযোজয়তীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। সত্ত্বগুণ প্রবল হইলে দুঃখের কারণসমূহকে অভিভবপূর্ব্বক জীবকে সুখের দিকে আকর্ষণ করে। রজোগুণ প্রবল হইলে সুখের কারণকে অভিভব করিয়া লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মমার্গে জীবকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। আর তমোগুণ বর্দ্ধিত হইলে সত্ত্বগুণের কার্য্যরূপ জ্ঞানকে আচ্ছাদন করিয়া প্রমাদবুদ্ধিতে জীবকে বিমুগ্ধ করে। "সঞ্জয়ত্যুত" পদস্থিত "উত" শব্দ অপিশব্দার্থবাচক। অর্থাৎ তদ্দারা আলস্যনিদ্রাদি গৃহীত হইয়াছে ॥ ৯ ॥

—:o:—

সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥ ১১ ॥

অন্বয়বোধিনী। [হে] ভারত! সত্ত্বং (সত্ত্বগুণ) রজঃ তমঃ চ (রজঃ ও তমোগুণকে) অভিভূয় (অভিভূত করিয়া) ভবতি (উদ্ভূত হয়), রজঃ (রজোগুণ) সত্ত্বং তমঃ চ (সত্ত্ব ও তমোগুণকে) [অভিভূত করিয়া], তথা (এবং) তমঃ (তমোগুণ) সত্ত্বং রজঃ এব চ (সত্ত্ব ও রজোগুণকে) [অভিভূত করিয়া প্রবল হয়] ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে ভারত! যখন রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া সত্ত্বগুণ, তমঃ ও সত্ত্বগুণকে অভিভূত করিয়া রজোগুণ, এবং রজঃ ও সত্ত্বগুণকে অভিভূত করিয়া তমোগুণ প্রবল হয়, তখনই সত্ত্বাদিগুণ সকল নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। উক্তং কার্য্যং কদা কুর্ব্বন্তি গুণা ইতি? উচ্যতে—রজ ইতি। রজস্তমশ্চোভাবপ্যভিভূয় সত্ত্বং ভবত্যুদ্ভবতি বর্দ্ধতে যদা তদা লব্ধাত্মকং সত্ত্বং স্বকার্য্যং জ্ঞানসুখাদ্যারভতে হে ভারত। তথা রজোগুণঃ সত্ত্বং তমশ্চৈবোভাবপ্যভিভূয় বর্দ্ধতে যদা তদা কর্ম্মতৃষ্ণাদি স্বকার্য্যমারভতে। তথৈব তমআখ্যো গুণঃ সত্ত্বং রজশ্চোভাবপ্যভিভূয় তথৈব বর্দ্ধতে যদা তদা জ্ঞানাবরণাদি স্বকার্য্যমারভতে ॥ ১০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তত্র হেতুমাহ—রজ ইতি। রজস্তমশ্চেতি গুণদ্বয়মভিভূয় তিরস্কৃত্য সত্ত্বং ভবতি। অদৃষ্টবশাদুদ্ভবতি। ততঃ স্বকার্য্যে সুখজ্ঞানাদৌ সঞ্জয়তীত্যর্থঃ। এবং রজোঽপি সত্ত্বং তমশ্চেতি গুণদ্বয়মভিভূয়োদ্ভবতি। ততঃ স্বকার্য্যে তৃষ্ণাকর্ম্মাদৌ সঞ্জয়তি। এবং তমোঽপি সত্ত্বং রজশ্চোভাবপি গুণাবভিভূয়োদ্ভবতি। ততশ্চ স্বকার্য্যে প্রমাদালস্যাদৌ সঞ্জয়তীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। একজন মনুষ্যকে কখন যে সাধুপ্রকৃতি কখন বা অসাধুপ্রকৃতি, আবার কখন যে লোকাচারে ব্যস্ত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কারণ এই যে, সকল সময়ে সকল গুণ লোকের প্রবল থাকে না। সত্ত্বগুণের প্রভাবকালে তাঁহাকে সাধু, রজোগুণের বৃদ্ধিকালে তাঁহাকে লোকাচারে ব্যাপৃত ও তমোগুণের প্রবলতাসময়ে তাঁহাকে অসৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত দেখা যায়। অথবা সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস প্রকৃতি অনুসারে জীবের সাধুতা, লৌকিকতা ও অসাধুতা দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

—:০:—

অন্বয়বোধিনী। যদা (যখন) অস্মিন্ দেহে (এই দেহে) সর্ব্বদ্বারেষু (সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারে) জ্ঞানং (জ্ঞানরূপ) প্রকাশঃ উপজায়তে (উৎপন্ন হয়), তদা উত (তখনই) সত্ত্বং (সত্ত্বগুণ) বিবৃদ্ধম্ (বর্দ্ধিত হইয়াছে) ইতি (ইহা) বিদ্যাৎ (জানিবে) ॥ ১১ ॥

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১২ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন! যখন দেহের শ্রোত্রাদি সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারে জ্ঞানরূপ প্রকাশের উৎপত্তি হয়, সেই সময়ে সত্ত্বগুণের উদয় হইয়াছে জানিবে ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যদা যো গুণঃ সমুদ্ভূতো ভবতি তদা তস্য কিং লিঙ্গমিতি? উচ্যতে—সর্ব্বদ্বারেষিতি। সর্ব্বদ্বারেষু—আত্মন উপলব্ধিদ্বারাণি শ্রোত্রাদীনি সর্ব্বাণি করণানি। তেষু সর্ব্বেষু দ্বারেষন্তঃকরণস্য বুদ্ধের্বৃত্তিঃ প্রকাশো দেহেঽস্মিন্ উপজায়তে। তদেব জ্ঞানম্। যদৈবং প্রকাশো জ্ঞানাখ্য উপজায়তে তদা জ্ঞানপ্রকাশেন লিঙ্গেন বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধমুদ্ভূতং সত্ত্বমিতি। উতাপি ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ইদানীং সত্ত্বাদীনাং বিবৃদ্ধানাং লিঙ্গান্যাহ—সর্ব্বদ্বারেষিতি ত্রিভিঃ। অস্মিন্নাত্মনো ভোগায়তনে দেহে সর্ব্বেষ্বপি দ্বারেষু শ্রোত্রাদিষু যদা শব্দাদিজ্ঞানাত্মকঃ প্রকাশ উপজায়ত উৎপদ্যতে তদাঽনেন প্রকাশলিঙ্গেন সত্ত্বং বিবৃদ্ধং বিদ্যাজ্জানীয়াৎ। উতশব্দাৎ সুখাদিলিঙ্গেনাঽপি জানীয়াদিত্যুক্তম্ ॥ ১১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। সুখ ও দুঃখের ভোগায়তনস্বরূপ দেহের ইন্দ্রিয়দ্বার দ্বারাই জীব শব্দাদি অনুভব করিয়া থাকে। এই ইন্দ্রিয়দ্বার সমূহে যখন জ্ঞানরূপ প্রকাশ উৎপন্ন হয় অর্থাৎ রূপ, রস ও শব্দাদি যখন আবরণদোষ বর্জ্জিত হইয়া ইন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত হইতে থাকে, তখনই সত্ত্বগুণোদয় হইয়াছে বুঝিতে পারা যায়। সত্ত্বগুণের উদয় হইলে যদি কাহাকেও কোন কথা বল তাহা সরল, মৃদু, সরস ও হিতার্থক হইবে। কেহ কোন কথা বলিলে তাহা বিরুদ্ধ ভাবে গৃহীত হইবে না। যাহা কিছু দেখিবে, তাহা পবিত্র ও সুন্দর বোধ হইবে। অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়েই যেন দেবভাব আসিয়া বিরাজ করিবে ॥ ১১ ॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। [হে] ভরতর্ষভ! লোভঃ (পরদ্রব্যগ্রহণের ইচ্ছা) প্রবৃত্তিঃ (পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান), কর্ম্মণাম্ (কর্ম্মসমূহের) আরম্ভঃ (উদ্যম), অশমঃ (অশান্তি), স্পৃহা (বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা) এতানি (এই সকল) [চিহ্ন] রজসি বিবৃদ্ধে (রজোগুণ বৃদ্ধি পাইলে) জায়ন্তে (উৎপন্ন হইয়া থাকে) ॥ ১২ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে ভরতর্ষভ! রজোগুণের বৃদ্ধি হইলে লোভ, প্রবৃত্তি, কর্ম্মারম্ভ, অশম ও স্পৃহা উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। রজস উদ্ভূতস্যেদং চিহ্নং—লোভ ইতি। লোভঃ পরদ্রব্যাদিৎসা। প্রবৃত্তিঃ প্রবর্ত্তনং সামান্যচেষ্টা। আরম্ভ উদ্যমঃ। কস্য? কর্ম্মণাম্। অশমোঽনুপশমো হর্ষরাগাদিপ্রবৃত্তিঃ। স্পৃহা সর্ব্বসামান্যবস্তুবিষয়া তৃষ্ণা। রজসি গুণে বিবৃদ্ধ এতানি লিঙ্গানি জায়ন্তে। হে ভরতর্ষভ ॥ ১২ ॥

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন॥ ১৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—লোভ ইতি। লোভো ধনাদ্যাগমে বহুধা জায়মানেঽপি পুনঃ পুনর্বর্দ্ধমানোঽভিলাষঃ। প্রবৃত্তির্নিত্যং কুর্ব্বদ্রূপতা। কর্ম্মণামারম্ভো মহাগৃহাদিনির্ম্মাণোদ্যমঃ। অশম ইদং কৃত্বেদং করিষ্যামীত্যাদিসঙ্কল্পবিকল্পাঽনুপরমঃ। স্পৃহা—উচ্চাবচেষু দৃষ্টমাত্রেষু বস্তুষিতস্ততো জিঘৃক্ষা। রজসি বিবৃদ্ধে সত্যেতানি লিঙ্গানি জায়ন্তে। এভির্লিঙ্গৈ রজোগুণস্য বিবৃদ্ধিং জানীয়াদিত্যর্থঃ॥ ১২॥

গীতার্থসন্দীপনী। যখন দেখিবে যে ধনাদিবিষয়লাভে তৃষ্ণা জন্মিতেছে, তাহার জন্য চেষ্টা, যত্ন ও প্রবৃত্তি বাড়িতেছে, গৃহাদিনির্ম্মাণে, নিজ স্বত্বাধিকারবিস্তারে উদ্যম হইতেছে, যখন দেখিবে, একটা কার্য্য করিয়া, অপরটির জন্য আবার আগ্রহ হইতেছে, অর্থাৎ অশান্তিতে চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, অন্যের ধনাদি আত্মসাৎ করিতে প্রবৃত্তি জন্মিতেছে, তখনই জানিবে রজোগুণের বৃদ্ধি হইয়াছে॥ ১২॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। [হে] কুরুনন্দন। অপ্রকাশঃ (আবরণ), অপ্রবৃত্তিঃ চ (আলস্য), প্রমাদঃ (অনবধানতা) মোহঃ এব চ (ও মোহ) এতানি (এই সকল) তমসি বিবৃদ্ধে (তমোগুণ বৃদ্ধি পাইলে) জায়ন্তে (উৎপন্ন হয়)॥ ১৩॥

বঙ্গানুবাদ। হে কুরুনন্দন! তমোগুণ বৃদ্ধি পাইলে অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ ও মোহ উৎপন্ন হইয়া থাকে॥ ১৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অপ্রকাশ ইতি। অপ্রকাশোঽবিবেকোঽত্যন্তম্। অপ্রবৃত্তিশ্চ প্রবৃত্ত্যভাবস্তৎকার্য্যম্। প্রমাদো মোহ এব চ তৎকার্য্যে। অবিবেকো মূঢ়তেত্যর্থঃ। তমসি গুণে বিবৃদ্ধ এতানি লিঙ্গানি জায়ন্তে হে কুরুনন্দন॥ ১৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—অপ্রকাশ ইতি। অপ্রকাশো বিবেকভ্রংশঃ। অপ্রবৃত্তিরনুদ্যমঃ। প্রমাদঃ কর্ত্তব্যার্থাঽনুসন্ধানরাহিত্যম্। মোহো মিথ্যাঽভিনিবেশঃ। তমসি প্রবৃদ্ধে সত্যেতানি লিঙ্গানি জায়ন্তে। এতৈস্তমসো বৃদ্ধিং জানীয়াদিত্যর্থঃ॥ ১৩॥

গীতার্থসন্দীপনী। গুরু ও শাস্ত্রবাক্যরূপ জ্ঞানপ্রকাশের কারণ থাকিতেও বিবেকবুদ্ধির বিকাশ না হওয়ার নাম অপ্রকাশ। প্রবৃত্তিমার্গের শাস্ত্রোপদেশাদি শুনিয়াও অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠানে চিত্তের ঔদাস্যের নাম অপ্রবৃত্তি। কার্য্যের কর্ত্তব্যতা জানিয়াও তাহা সমুচিত সময়ে স্মরণ না হওয়ার নাম প্রমাদ। নিদ্রা বা বিপর্য্যয়বুদ্ধির নাম মোহ। যখন পূর্ব্বোক্ত বৃত্তিগুলি স্ফুরিত হয়, তখনই তমোগুণের বৃদ্ধি হইয়াছে জানিবে॥ ১৩॥

——:০:——

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৪ ॥
রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥ ১৫ ॥

অন্বয়বোধিনী। যদা তু (যখন) সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে (সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পাইলে) দেহভৃৎ (জীব) প্রলয়ং (মৃত্যু) যাতি (প্রাপ্ত হয়), তদা (তখন) উত্তমবিদাম্ (হিরণ্যগর্ভোপাসকদিগের) অমলান্ (নির্ম্মল) লোকান্ (লোকসমূহ) প্রতিপদ্যতে (প্রাপ্ত হয়) ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। দেহাভিমানী জীব যদি সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি কালে মৃত্যুগ্রস্ত হয়, তবে উত্তমবিদ্দিগের নির্ম্মল লোকে তাহার গতি হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। মরণদ্বারেণাপি যৎ ফলং প্রাপ্যতে তদপি সঙ্গরাগহেতুকং সর্ব্বং গৌণমেবেতি দর্শয়ন্নাহ—যদেতি। যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে উদ্ভূতে তু প্রলয়ং মরণং যাতি প্রতিপদ্যতে দেহভৃদাত্মা। তদোত্তমবিদাং—মহদাদিতত্ত্ববিদামিত্যেতৎ—লোকানমলান্ মলরহিতান্ প্রতিপদ্যতে প্রাপ্নোতীত্যেতৎ ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। মরণসময় এব বিবৃদ্ধানাং সত্ত্বাদীনাং ফলবিশেষমাহ—যদেতি দ্বাভ্যাম্। সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে সতি যদা জীবো মৃত্যুং প্রাপ্নোতি তদোত্তমান্ হিরণ্যগর্ভাদীন্ বিদন্ত্যুপাসত ইত্যুত্তমবিদঃ। তেষাং যেঽমলাঃ প্রকাশময়া লোকাঃ সুখোপভোগস্থানবিশেষাস্তান্ প্রতিপদ্যতে প্রাপ্নোতি ॥ ১৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। হিরণ্যগর্ভাদি দেবতাগণের নাম "উত্তম", আর যাঁহারা এতদ্দেবতাগণের উপাসনা করেন, তাঁহারা "উত্তমবিৎ"। ইঁহাদের বাসস্থান অতি পবিত্র প্রকাশময় ও সুখসেব্য দিব্য ভোগ্য ভাবে সুসজ্জিত। সত্ত্বগুণের প্রভাবকালে দেহান্ত হইলে সাধকের এই রজস্তমোমলবর্জ্জিত দিব্য লোকে গতি হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

:o:-

অন্বয়বোধিনী। রজসি (রজোগুণের বৃদ্ধিকালে) প্রলয়ং গত্বা (মৃত্যু প্রাপ্ত হইলে) কর্ম্মসঙ্গিষু (কর্ম্মাসক্ত মনুষ্যযোনিতে) জায়তে (জন্ম লাভ করে), তথা তমসি (তমোগুণের বৃদ্ধিকালে) প্রলীনঃ (মৃত) মূঢ়যোনিষু (পশ্বাদিযোনিতে) জায়তে (জন্ম লাভ করে) ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। রজোগুণের বৃদ্ধিকালে দেহাভিমানী জীবের মৃত্যু হইলে কর্ম্মাধিকারী মনুষ্যযোনিতে, ও তমোগুণের বৃদ্ধি কালে দেহান্ত হইলে পশ্বাদিযোনিতে জন্ম হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। রজসীতি। রজসি গুণে বিবৃদ্ধে প্রলয়ং মরণং গত্বা প্রাপ্য

কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥ ১৬ ॥

কর্ম্মসঙ্গিষু কর্ম্মাসক্তিযুক্তেষু মনুষ্যেষু জায়তে। তথা তদ্বদেব প্রলীনো মৃতস্তমসি বিবৃদ্ধে মূঢ়যোনিষু পশ্বাদিযোনিষু জায়তে॥ ১৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—রজসীতি। রজসি প্রবৃদ্ধে সতি মৃত্যুং প্রাপ্য কর্ম্মাসক্তেষু মনুষ্যেষু জায়তে। তথা তমসি প্রবৃদ্ধে সতি প্রলীনো মৃতো মূঢ়যোনিষু পশ্বাদিষু জায়তে॥ ১৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। রজোগুণ কর্ম্ম-সঙ্গ-প্রিয়তাবৰ্দ্ধক; সুতরাং মৃত্যুকালে রজোগুণের আতিশয্য থাকিলে, কর্ম্মলিপ্সু মনুষ্যযোনিতে, এবং তমোগুণ মূঢ়তা ও প্রমাদাদির বীজ স্বরূপ বলিয়া, তমোগুণের আতিশয্য কালে দেহান্ত হইলে, জীবাত্মা পশ্বাদি মূঢ়যোনিতেই জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে॥ ১৫ ॥

-ঃ০ঃ-

অন্বয়বোধিনী। সুকৃতস্য (সাত্ত্বিক) কর্ম্মণঃ (কর্ম্মের) নির্ম্মলং সাত্ত্বিকং ফলম্ (ফল) [তত্ত্বদর্শিগণ ইহা] আহুঃ (বলিয়াছেন)। রজসঃ তু (ও রাজসিক কর্ম্মের) ফলং (ফল) দুঃখম্। তমসঃ (তামসিক কর্ম্মের) ফলম্ অজ্ঞানম্ (অজ্ঞান)॥ ১৬॥

বঙ্গানুবাদ। সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফল নির্ম্মল সুখ, রাজস কর্ম্মের ফল দুঃখ, ও তামস কর্ম্মের ফল অজ্ঞান; মহর্ষিগণ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন॥ ১৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অতীতশ্লোকার্থস্যৈব সংক্ষেপ উচ্যতে—কর্ম্মণ ইতি। কর্ম্মণঃ—সুকৃতস্য সাত্ত্বিকস্যেত্যর্থঃ। আহুঃ শিষ্টাঃ—সাত্ত্বিকমেব নির্ম্মলং ফলমিতি। রজসস্তু ফলং দুঃখম্। রাজসস্য কর্ম্মণ ইত্যর্থঃ। কর্ম্মাঽধিকারাৎ ফলমপি দুঃখমেব কারণাঽনুরূপ্যাদ্রাজসমেব। তথাঽজ্ঞানং তমসস্তামসস্য কর্ম্মণোঽধর্ম্মস্য ফলং পূর্ব্ববৎ॥১৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ইদানীং সত্ত্বাদীনাং স্বাঽনুরূপকর্ম্মদ্বারেণ বিচিত্রফল-হেতুত্বমাহ—কর্ম্মণ ইতি। সুকৃতস্য সাত্ত্বিকস্য কর্ম্মণঃ সাত্ত্বিকং সত্ত্বপ্রধানং নির্ম্মলং প্রকাশ-বহুলং সুখং ফলমাহুঃ কপিলাদয়ঃ। রজস ইতি রাজসস্য কর্ম্মণ ইত্যর্থঃ। কর্ম্মফলকথনস্য প্রকৃতত্বাৎ। তস্য দুঃখং ফলমাহুঃ। তমস ইতি তামসস্য কর্ম্মণ ইত্যর্থঃ। তস্যাঽজ্ঞানং মূঢ়ত্বং ফলমাহুঃ। সাত্ত্বিকাদিকর্ম্মলক্ষণং চ নিয়তং সঙ্গরহিতমিত্যাদিনাঽষ্টাদশেঽধ্যায়ে বক্ষ্যতি॥ ১৬॥

গীতার্থসন্দীপনী। সত্ত্বগুণ প্রভাবে জীব কেবল নির্ম্মল সুখ, রজোগুণ প্রভাবে অল্পসুখ মিশ্রিত অধিক দুঃখ, ও তমোগুণ প্রভাবে জীব কেবল দুঃখই ভোগ করিয়া থাকে, ইহা তত্ত্বদর্শী মহর্ষিগণের মত॥ ১৬॥

——ঃ০ঃ——

সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ ॥ ১৭ ॥
ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়বোধিনী। সত্ত্বাৎ (সত্ত্বগুণ হইতে) জ্ঞানং সঞ্জায়তে (উৎপন্ন হয়), রজসঃ (রজোগুণ হইতে) লোভ এব চ (লোভ হয়); তমসঃ (তমোগুণ হইতে) অজ্ঞানং প্রমাদমোহৌ এব চ (প্রমাদ ও মোহ) ভবতঃ (হইয়া থাকে) ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান, রজোগুণ হইতে লোভ, এবং তমোগুণ হইতে অজ্ঞান, প্রমাদ ও মোহ উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিং চ গুণেভ্যো ভবতি? সত্ত্বাদিতি। সত্ত্বাল্লব্ধাত্মকাৎ সঞ্জায়তে সমুৎপদ্যতে জ্ঞানম। রজসো লোভ এব চ। প্রমাদমোহৌ চোভৌ তমসো ভবতঃ। অজ্ঞানমেব চ ভবতি ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তত্রৈব হেতুমাহ—সত্ত্বাদিতি। সত্ত্বাজ্জ্ঞানং সঞ্জায়তে। অতঃ সাত্ত্বিকস্য কর্ম্মণঃ প্রকাশবহুলং সুখং ফলং ভবতি। রজসো লোভো জায়তে। তস্য চ দুঃখহেতুত্বাত্তৎপূর্ব্বকস্য কর্ম্মণো দুঃখং ফলং ভবতি। তমসস্তু প্রমাদমোহাজ্ঞানানি ভবন্তি। ততস্তামসস্য কর্ম্মণোঽজ্ঞানপ্রাপকং ফলং ভবতীতি যুক্তমেবেত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়দ্বারে প্রকাশরূপ জ্ঞানশক্তির ক্রিয়া বশতঃ শব্দাদি দ্বারা সত্ত্বগুণোদয় কালে পরম সুখদায়িদিব্যজ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে; বারংবার কর্ম্মসঙ্গ বশতঃ রজোগুণ প্রভাবে অধিক হইতে অধিকতর তৃষ্ণা ও লোভ বাড়িতে থাকে; আর তমোগুণ হইতে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞানাদি উৎপন্ন হয় ॥ ১৭ ॥

-:o:-

অন্বয়বোধিনী। সত্ত্বস্থাঃ (সত্ত্বগুণযুক্ত ব্যক্তিগণ) ঊর্দ্ধং (ঊর্দ্ধলোকে) গচ্ছন্তি (গমন করেন)। রাজসাঃ (রজোগুণযুক্ত পুরুষগণ) মধ্যে (মনুষ্যলোকে) তিষ্ঠন্তি (থাকেন)। জঘন্যগুণবৃত্তিস্থাঃ (নিকৃষ্টগুণাবলম্বী) তামসাঃ (তমোগুণবিশিষ্ট পুরুষেরা) অধঃ (অধোগতি) গচ্ছন্তি (প্রাপ্ত হয়) ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ঊর্দ্ধলোকে গমন করিয়া থাকেন, রজোগুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণ মনুষ্যলোকে আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং তমোগুণবৃত্তিস্থগণ অধস্তন লোক প্রাপ্ত হয় ॥ ১৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—ঊর্দ্ধমিতি। ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি দেবলোকাদিষূৎপদ্যন্তে সত্ত্বস্থাঃ সত্ত্বগুণবৃত্তিস্থাঃ। মধ্যে তিষ্ঠন্তি মনুষ্যেষূৎপদ্যন্তে রাজসাঃ। জঘন্যগুণবৃত্তিস্থাঃ—জঘন্য-

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টাঽনুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি॥ ১৯॥

শ্চাসৌ গুণশ্চ জঘন্যগুণস্তমঃ। তস্য বৃত্তির্নিদ্রালস্যাদিঃ। তস্মিন্ স্থিতা জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা মূঢ়াঃ। অধো গচ্ছন্তি পশ্বাদিষূৎপদ্যন্তে তামসাঃ॥ ১৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ইদানীং সত্ত্বাদিবৃত্তিশীলানাং ফলভেদমাহ—ঊর্দ্ধমিতি। সত্ত্বস্থাঃ সত্ত্ববৃত্তিপ্রধানাঃ। ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বোৎকর্ষতারতম্যাদুত্তরোত্তরশতগুণানন্দান্ মনুষ্যগন্ধর্ব্বপিতৃদেবাদিলোকান্ সত্যলোকপর্য্যন্তান্ প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। রাজসাস্তু তৃষ্ণাদ্যাকুলা মধ্যে তিষ্ঠন্তি। মনুষ্যলোক এবোৎপদ্যন্তে। জঘন্যো নিকৃষ্টস্তমোগুণঃ। তস্য বৃত্তিঃ প্রমাদমোহাদিঃ। তত্র স্থিতা অধো গচ্ছন্তি। তমসো বৃত্তিতারতম্যাত্তামিস্রাদিষু নিরয়েষূৎপদ্যন্তে॥১৮॥

গীতার্থসন্দীপনী। সত্ত্বগুণপ্রধান পুরুষ পুণ্যের ন্যূনাতিরেকানুসারে ঊর্দ্ধে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত দেবলোক সমূহে, রাজসবৃত্তিস্থিত পুরুষগণ পাপপুণ্যমিশ্রিত লোভতৃষ্ণাকুল মনুষ্যলোকে, এবং নিদ্রালস্যাদিযুক্ত তমোগুণপ্রধান পুরুষগণ পশ্বাদি অধোযোনিতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, অথবা ঘোর নরকাদিতে গমন করে॥ ১৮॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। যদা (যখন) দ্রষ্টা (জীব) গুণেভ্যঃ (ত্রিগুণ হইতে) অন্যং (অন্যকে) কর্ত্তারং (কর্ত্তা বলিয়া) ন অনুপশ্যতি (না দেখে), গুণেভ্যঃ চ (ও ত্রিগুণ হইতে) পরং (অতীত আত্মাকে) বেত্তি (জানিতে পারে) তদা (তখন) সঃ (সেই জীব) মদ্ভাবম্ (ব্রহ্মভাব) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হয়)॥ ১৯॥

বঙ্গানুবাদ। যে সময়ে দ্রষ্টা জীব সত্ত্বাদিগুণ ব্যতীত অন্য কাহাকেও কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার না করে, ও আত্মাকে গুণাতীত বলিয়া বুঝিতে পারে, সেই সময়ে জীব ব্রহ্মভাব লাভ করিয়া থাকে॥ ১৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্। পুরুষস্য প্রকৃতিস্থত্বরূপেণ মিথ্যাজ্ঞানেন যুক্তস্য ভোগ্যেষু গুণেষু সুখদুঃখমোহাত্মকেষু সুখী দুঃখী মূঢ়োঽহমস্মীত্যেবংরূপো যঃ সঙ্গস্তৎ কারণং পুরুষস্য সদসদ্যোনিজন্মপ্রাপ্তিলক্ষণস্য সংসারস্যেতি সমাসেন পূর্ব্বাধ্যায়ে যদুক্তং তদিহ সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবা ইত্যত আরভ্য গুণস্বরূপং গুণবৃত্তং স্ববৃত্তেন চ গুণানাং বন্ধকত্বং গুণবৃত্তনিবদ্ধস্য চ পুরুষস্য যা গতিরিত্যেতৎ সর্ব্বং মিথ্যাজ্ঞানমজ্ঞানমূলং বন্ধকারণং বিস্তরেণোক্ত্বাঽধুনা সম্যগ্দর্শনান্মোক্ষো বক্তব্য ইত্যাহ ভগবান্—নান্যমিতি। নান্যং কার্য্যকারণবিষয়াকারপরিণতেভ্যো গুণেভ্যঃ কর্ত্তারমন্যং যদা দ্রষ্টা বিদ্বান্ সন্নানুপশ্যতি গুণা এব সর্ব্বাবস্থাঃ সর্ব্বকর্ম্মণাং কর্ত্তার ইত্যেবং পশ্যতি গুণেভ্যশ্চ পরং গুণব্যাপারসাক্ষিভূতং বেত্তি মদ্ভাবং মম ভাবং বাসুদেবত্বং বাসুদেবঃ সর্ব্বমিত্যেবং পশ্যন্ স দ্রষ্টাঽধিগচ্ছতি॥ ১৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেবং প্রকৃতিগুণসঙ্গকৃতং সংসারপ্রপঞ্চমুক্ত্বেদানীং

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥ ২০ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে ॥ ২১ ॥

তদ্বিবেকতো মোক্ষং দর্শয়তি নাহন্তমিতি। যদা তু দ্রষ্টা বিবেকী ভূত্বা বুদ্ধ্যাদ্যাকারপরিণতেভ্যো গুণেভ্যোঽন্যং কর্ত্তারং নানুপশ্যতি। অপি তু গুণা এব কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তীতি পশ্যতি। গুণেভ্যশ্চ পরং ব্যতিরিক্তং তৎসাক্ষিণমাত্মানং বেত্তি। স তু মদ্ভাবং ব্রহ্মত্বমধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ১৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। অন্তঃকরণ, বহিঃকরণ, শরীর ও বিষয় আদি ভাবে পরিণত হইয়া সত্বাদি গুণত্রয়ই সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকে, এবং আত্মা কার্য্য ও গুণ এতদুভয় হইতেই স্বতন্ত্র, এইরূপ যিনি বিদিত হইতে পারেন, তিনি ব্রহ্মাত্মজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ হয়েন ॥ ১৯ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। দেহী (জীব) দেহসমুদ্ভবান্ (দেহোৎপত্তির বীজ) এতান্ (এই) ত্রীন্ গুণান্ (ত্রিগুণ) অতীত্য (অতিক্রম করিয়া) জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈঃ (জন্ম, মৃত্যু, জরা ও দুঃখ কর্ত্তৃক) বিমুক্তঃ (মুক্ত হইয়া) অমৃতম্ (মোক্ষ) অশ্নুতে (লাভ করে) ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন! দেহোৎপত্তির বীজস্বরূপ সত্বাদি গুণ পরিহার এবং জন্ম, মৃত্যু, জরা ও দুঃখ অতিক্রম করিয়া জীব মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে ॥২০॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কথমধিগচ্ছতীতি? উচ্যতে—গুণানেতান্ যথোক্তানতীত্য জীবন্নেবাঽতিক্রম্য মায়োপাধিভূতাংস্ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্ দেহোৎপত্তিবীজভূতান্ জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈঃ—জন্ম চ মৃত্যুশ্চ জরা চ দুঃখানি চ তৈঃ—জীবন্নেব বিমুক্তঃ সন্ বিদ্বানমৃতমশ্নুতে। এবং মদ্ভাবমধিগচ্ছতীত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ততশ্চ গুণকৃতসর্ব্বানর্থনিবৃত্ত্যা কৃতার্থো ভবতীত্যাহ গুণানিতি। দেহোদ্যাকারঃ সমুদ্ভবঃ পরিণামো যেষাং তে দেহসমুদ্ভবাঃ। তানেতাংস্ত্রীনপি গুণানতীত্যাঽতিক্রম্য তৎকৃতৈর্জন্মাদিভির্ব্বিমুক্তঃ সন্নমৃতমশ্নুতে পরমানন্দং প্রাপ্নোতি ॥ ২০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। গুণত্রয় জন্ম মরণের হেতু। যিনি এই গুণত্রয় পরিহার করিতে পারেন, তাঁহাকে জন্ম মৃত্যুর বশীভূত হইতে হয় না। গুণসঙ্গবর্জ্জিত হইতে পারিলে জীব এই দেহসত্বেই পরমানন্দরূপ অমৃত লাভ করিতে সমর্থ হয় ॥ ২০ ॥

——:০:——

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥ ২২ ॥

অন্বয়বোধিনী। অর্জ্জুন উবাচ। [হে] প্রভো! কৈঃ লিঙ্গৈঃ (কি কি চিহ্নদ্বারা) [দেহী] এতান্ (এই) গুণান্ (ত্রিগুণ) অতীতঃ (মুক্ত) ভবতি (হন), কিমাচারঃ (কিরূপ আচারযুক্ত হন), কথং চ (ও কি প্রকারে) এতান্ ত্রীন্ গুণান্ (এই ত্রিগুণ) অতিবর্ত্ততে (অতিক্রম করেন)? ॥ ২১ ॥

বঙ্গানুবাদ। অর্জ্জুন কহিলেন, হে প্রভো! যিনি এই তিন গুণ অতিক্রম করেন, তাঁহার চিহ্ন কিরূপ? তিনি কিরূপ আচারবিশিষ্ট হয়েন? এবং কিরূপেই বা এই তিনগুণ অতিক্রম করিয়া থাকেন? ॥ ২১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। জীবন্নেব গুণানতীত্যাঽমৃতমশ্নুত ইতি প্রশ্নবীজং প্রতিলভ্যার্জ্জুন উবাচ কৈরিতি। কৈর্লিঙ্গৈশ্চিহ্নৈস্ত্রীনেতান্ ব্যাখ্যাতান্ গুণানতীতোঽতিক্রান্তো ভবতি প্রভো? কিমাচারঃ কোঽস্যাচার ইতি কিমাচারঃ। কথং কেন চ প্রকারেণৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে? ॥ ২১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। গুণানেতানতীত্যাঽমৃতমশ্নুত ইত্যেতচ্ছ্রুত্বা গুণাতীতস্য লক্ষণমাচারং গুণাত্যয়োপায়ং চ সম্যগ্‌বুভুৎসুরর্জ্জুন উবাচ—কৈরিতি। হে প্রভো কৈর্লিঙ্গৈঃ কীদৃশৈরাত্মন্যুৎপন্নৈশ্চিহ্নৈর্গুণাতীতো দেহী ভবতীতি লক্ষণপ্রশ্নঃ। ক আচারোঽস্যেতি কিমাচারঃ। কথং বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। কথং চ কেনোপায়েনৈতাংস্ত্রীনপি গুণানতীত্য বর্ত্ততে? তৎ কথয়েত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের উৎপত্তি, ক্রিয়া, ফল ও তদ্‌গুণবিযুক্ত পুরুষের মহিমা শ্রবণ করিয়া গুণপাশবিমুক্ত হইয়া পরমানন্দ ভোগের বাসনা বলবতী হওয়ায় অর্জ্জুন ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, গুণাতিক্রমপটু পুরুষের লক্ষণ কি? তাঁহারা যথেষ্টাচারী অথবা বিহিতাচারী? আর এই জন্মমৃত্যুর বীজরূপ গুণের অধিকার হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে কি কি করিতে হয়? প্রভু ভৃত্যের দুঃখনিবারক, সুখদাতা ও ইষ্টসিদ্ধিকারী। এইজন্য এখানে ভগবান্‌কে ভবদুঃখনিবারণকারী পরমসুখদাতা জানিয়া অর্জ্জুন "প্রভো" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন ॥ ২১ ॥

—:o:—

অন্বয়বোধিনী। শ্রীভগবান্ উবাচ। [হে] পাণ্ডব! প্রকাশং চ (প্রকাশ) প্রবৃত্তিং চ (ও প্রবৃত্তি) মোহমেব চ (ও মোহ) সংপ্রবৃত্তানি (সমুদিত হইলে) [যিনি] ন দ্বেষ্টি (দ্বেষ করেন না) নিবৃত্তানি চ (এবং উহারা নিবৃত্ত হইলে) ন কাঙ্ক্ষতি (আকাঙ্ক্ষা করেন না) ॥ ২২ ॥

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে॥ ২৩॥

বঙ্গানুবাদ। ভগবান্ কহিলেন, প্রকাশরূপ জ্ঞান, প্রবৃত্তি ও মোহ স্বয়ং উদিত হইলে যিনি কখন দ্বেষ করেন না, এবং তাহাদের নিবৃত্তিরও আকাঙ্ক্ষা করেন না, তিনিই গুণাতীত পুরুষ॥ ২২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। গুণাতীতস্য লক্ষণং গুণাতীতত্বোপায়ং চার্জ্জুনেন পৃষ্টোঽস্মিন্ শ্লোকে প্রশ্নদ্বয়ার্থং প্রতিবচনং ভগবানুবাচ। যত্তাবৎ কৈর্লিঙ্গৈর্যুক্তো গুণাতীতো ভবতীতি তচ্ছৃণু—প্রকাশমিতি। প্রকাশং চ সত্ত্বকার্য্যম্। প্রবৃত্তিং চ রজঃকার্য্যম্। মোহমেব চ তমঃকার্য্যম্। ইত্যেতানি ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি সম্যগ্বিষয়ভাবেনোদ্ভূতানি। মম তামসঃ প্রত্যয়ো জাতস্তেনাহং মূঢ়ঃ। তথা—রাজসী প্রবৃত্তির্মমোৎপন্না দুঃখাত্মিকা তেনাহং রজসা প্রবর্ত্তিতঃ প্রচলিতঃ স্বরূপাৎ। কষ্টং মম বর্ত্ততে যোঽয়ং মৎস্বরূপাবস্থানাদ্ভ্রংশঃ। তথা সাত্ত্বিকো গুণঃ প্রকাশাত্মা মাং বিবেকিত্বমাপাদয়ন্ সুখেন চ সঞ্জয়ন্ মাং বধ্নাতীতি তানি দ্বেষ্ট্যসম্যগ্দর্শিত্বেন। তদেবং গুণাতীতো ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি। যথা চ সাত্ত্বিকাদিপুরুষঃ সাত্ত্বিকাদিকার্য্যাণ্যাত্মানং প্রতি প্রকাশ্য নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ন তথা গুণাতীতো নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতীত্যর্থঃ। এতন্ন পরপ্রত্যক্ষং লিঙ্গম্। কিং তর্হি? স্বাত্মপ্রত্যক্ষত্বাদাত্মবিষয়মেবৈ লক্ষণম্। ন হি স্বাত্মবিষয়ং দ্বেষমাকাঙ্ক্ষাং বা পরঃ পশ্যতি॥ ২২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষেত্যাদিনা দ্বিতীয়েঽধ্যায়ে পৃষ্টমপি দত্তোত্তরমপি পুনর্ব্বিশেষবুভুৎসয়া পৃচ্ছতীতি জ্ঞাত্বা প্রকারান্তরেণ তস্য লক্ষণাদিকং শ্রীভগবানুবাচ—প্রকাশং চেত্যাদিষড়্‌ভিঃ। তত্রৈকেন লক্ষণমাহ—প্রকাশমিতি। প্রকাশং চ সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্নিতি পূর্ব্বোক্তং সত্ত্বকার্য্যম্। প্রবৃত্তিং চ রজঃকার্য্যম্। মোহং চ তমঃকার্য্যম্। উপলক্ষণমেতৎ সত্ত্বাদীনাম্। সর্ব্বাণ্যপি কার্য্যাণি যথাযথং সংপ্রবৃত্তানি স্বতঃপ্রাপ্তানি সন্তি দুঃখবুদ্ধ্যা যো ন দ্বেষ্টি। নিবৃত্তানি চ সন্তি সুখবুদ্ধ্যা যো ন কাঙ্ক্ষতি। গুণাতীতঃ স উচ্যত ইতি চতুর্থেনাঽন্বয়ঃ॥ ২২॥

গীতার্থসন্দীপনী। যদি কারণ উপস্থিত হইলে সত্ত্বগুণের ক্রিয়াস্বরূপ প্রকাশ, অথবা রজোগুণ জন্য প্রবৃত্তি, কিংবা তমোগুণ প্রভাবে মোহ উদিত হয়, তবে তাহাতে দুঃখবোধে যিনি বিরক্ত হয়েন না, অথবা সুখার্থসাধন জন্য তন্নিবারণের চেষ্টা বা ইচ্ছাও করেন না; অর্থাৎ যিনি গুণক্রিয়াসমূহকে স্বপ্নদৃষ্ট অলীক ঘটনাবলির ন্যায় মিথ্যা বলিয়া জানেন, (স্বপ্নের শত্রুকে শত্রু ও স্বপ্নের মিত্রকে মিত্র বলিয়া যিনি গ্রাহ্য করেন না), তিনি গুণাতীত পুরুষ। গুণাতীত পুরুষের এ লক্ষণ অন্তঃকরণের—তিনি স্বয়ং ভিন্ন অন্যে জানিতে পারে না। এই জন্য এ লক্ষণকে স্বার্থ লক্ষণ বা স্বসংবেদ্য বলে। আর যে লক্ষণ দেখিয়া অন্যে বুঝিতে পারে, তাহা পরার্থ লক্ষণ বা পরসংবেদ্য নামে উক্ত হইয়া থাকে॥ ২২॥

——:০:——

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াঽপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। যঃ (যিনি) উদাসীনবৎ (উদাসীনের ন্যায়) আসীনঃ (স্থিত) গুণৈঃ (গুণসমূহ কর্ত্তৃক) ন বিচাল্যতে (বিচালিত হন না), গুণাঃ (গুণসমূহ) বর্ত্তন্তে (স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে) ইত্যেবং (এইরূপে) যঃ অবতিষ্ঠতি (অবস্থিতি করেন), ন ইঙ্গতে (চঞ্চল হন না) ॥ ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি উদাসীনের ন্যায় স্থিত, সত্ত্বাদি গুণ যাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না, গুণপরম্পরাযোগেই সমস্ত কার্য্য হইতেছে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া যিনি ধীরভাবে অবস্থিতি করেন, তিনি গুণাতীত পুরুষ ॥ ২৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথেদানীং গুণাতীতঃ কিমাচার ইতি প্রশ্নস্য প্রতিবচনমাহ—উদাসীনবদিতি। উদাসীনবদ্যথোদাসীনো ন কস্যচিৎ পক্ষং ভজতে তথাঽয়ং গুণাতীতত্বোপায়মার্গেঽবস্থিত আসীন আত্মবিদ্‌গুণৈর্যঃ সন্ন্যাসী ন বিচাল্যতে বিবেকদর্শনাবস্থাতঃ। তদেতৎ স্ফুটীকরোতি—গুণাঃ কার্য্যকরণবিষয়াকারপরিণতা অন্যোন্যস্মিন্ বর্ত্তন্ত ইতি যোঽবতিষ্ঠতি। ছন্দোভঙ্গভয়াৎ পরস্মৈপদপ্রয়োগঃ। যোঽনুতিষ্ঠতীতি বা পাঠান্তরং। নেঙ্গতে ন চলতি। স্বরূপাবস্থ এব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেবং স্বসংবেদ্যং গুণাতীতস্য লক্ষণমুক্ত্বা পরসংবেদ্যং তস্য লক্ষণং বক্তুং দ্বিতীয়প্রশ্নস্য কিমাচার ইত্যস্যোত্তরমাহ—উদাসীনবদিতি ত্রিভিঃ। উদাসীনবৎ সাক্ষিতয়াসীনঃ স্থিতঃ সন্ গুণৈর্গুণকার্য্যৈঃ সুখদুঃখাদিভির্যো বিচাল্যতে স্বরূপান্ন প্রচ্যাব্যতে। অপি তু গুণা এব স্বকার্য্যেষু বর্ত্তন্তে। এতৈর্ম্মম সম্বন্ধ এব নাস্তীতি বিবেকজ্ঞানেন যস্তূষ্ণীমবতিষ্ঠতি। পরস্মৈপদমার্ষম্। নেঙ্গতে ন চলতি ॥ ২৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি অনুরাগ বা দ্বেষ অর্থাৎ ভাল বা মন্দ কিছুরই পক্ষপাতী নহেন, যিনি আপনাকে সমস্ত ব্যাপারপ্রবাহ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া অবগত হয়েন, সুখদুঃখাদির উদয় হইলে যিনি কোন মতেই বিচলিত হয়েন না, গুণত্রয় আপনা আপনিই সাধক ও বাধক ভাবে, গ্রাহ্য ও গ্রাহক ভাবে এবং উপকার্য্য ও উপকারক ভাবে কার্য্য করিয়া যাইতেছে, আত্মা সর্ব্বথা নির্লিপ্ত, এইরূপ জানিয়া যিনি দ্রষ্টার স্বরূপাবস্থায় স্বতন্ত্র ভাবে বিরাজ করেন, তিনিই গুণাতীত পুরুষ ॥ ২৩ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। [যিনি] সমদুঃখসুখঃ (দুঃখে ও সুখে সমজ্ঞানবিশিষ্ট) স্বস্থঃ (স্বরূপে স্থিত) সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ (লোষ্ট্র, প্রস্তর ও কাঞ্চনে যাঁহার তুল্য বুদ্ধি) তুল্যপ্রিয়াঽপ্রিয়ঃ (প্রিয় ও অপ্রিয়ে যাঁহার তুল্য জ্ঞান) ধীরঃ (বুদ্ধিমান্) তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ (নিজের নিন্দাতে ও স্তুতিতে যাঁহার সমান জ্ঞান) ॥ ২৪ ॥

মানাঽপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রাঽরিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাঽতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। দুঃখ ও সুখ যাঁহার সমান, স্বরূপাবস্থায় যাঁহার স্থিতি, লোষ্ট্র, প্রস্তর ও কাঞ্চনে যাঁহার তুল্য বুদ্ধি, প্রিয় ও অপ্রিয় এতদুভয়ই যাঁহার সমান, এবং নিজনিন্দাতে ও নিজস্তুতিতে যাঁহার সমান জ্ঞান, সেই ধীর পুরুষই গুণাতীত ॥২৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—সমদুঃখসুখ ইতি। সমদুঃখসুখঃ—সমে দুঃখসুখে যস্য স সমদুঃখসুখঃ। স্বস্থঃ—স্ব আত্মনি স্থিতঃ প্রসন্নঃ। সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ—লোষ্টং চাশ্ম চ কাঞ্চনং চ সমানি যস্য স সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ। তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ঃ—প্রিয়ং চাপ্রিয়ং চ প্রিয়াপ্রিয়ে। তে তুল্যে সমে যস্য সোঽয়ং তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ঃ। ধীরো ধীমান্। তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ—নিন্দা চাত্মসংস্তুতিশ্চ নিন্দাত্মসংস্তুতী। তে তুল্যে যস্য যতেঃ স তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ। ২৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অপি চ—সমেতি। সমে দুঃখসুখে যস্য। যতঃ স্বস্থঃ স্বরূপ এব স্থিতঃ। অত এব সমানি লোষ্টাশ্মকাঞ্চনানি যস্য। তুল্যে প্রিয়াঽপ্রিয়ে সুখদুঃখহেতুভূতে যস্য। ধীরো ধীমান্। তুল্যা নিন্দা চাত্মনঃ সংস্তুতিশ্চ যস্য॥ ২৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি সুখ ও দুঃখকে অনাত্ম স্বরূপ অন্তঃকরণের ধর্ম্ম জানিয়া তাহাতে উৎফুল্ল বা ম্লান হয়েন না, অর্থাৎ স্বপ্নবৎ উভয়কেই মিথ্যাবোধে উপেক্ষা করেন। বস্তুতঃ স্বাত্মানন্দস্বরূপে স্থিতি করিলে সুখদুঃখরূপ বৈষম্যবুদ্ধির আদৌ উদয়ই হয় না। লোভ ও তৃষ্ণাবর্জ্জিত হওয়ায় যাঁহার লোষ্ট্র, পাষাণ ও কাঞ্চনে ভেদ বুদ্ধি নাই, আত্মজ্ঞান জন্য যাঁহার নিজ হিত বা অহিত দৃষ্টির অভাব হওয়ায় হিতকারী ব্যক্তি প্রিয় ও অহিতকারী ব্যক্তি অপ্রিয় এই বিষম বুদ্ধির নাশ হইয়াছে, গুণ দোষের স্তুতি নিন্দা যিনি আত্মাতে আরোপ করেন না; এবং যিনি সদাই আত্মানন্দে একরস—বিদ্যমান, তিনিই গুণাতীত পুরুষ। ২৪ ॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। মানাপমানয়োঃ (মানে ও অপমানে) [যিনি] তুল্যঃ (সমভাবাপন্ন) মিত্রাঽরিপক্ষয়োঃ (মিত্র ও শত্রুপক্ষে) তুল্যঃ (সমজ্ঞানবিশিষ্ট) সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী (সর্ব্বপ্রকার উদ্যমত্যাগী) সঃ (তিনি) গুণাঽতীতঃ [বলিয়া] উচ্যতে (কথিত হন) ॥২৫॥

বঙ্গানুবাদ। যাঁহার মান ও অপমানে সমান বোধ, মিত্রপক্ষ ও শত্রুপক্ষ যাঁহার উভয়ই তুল্য, এবং যিনি সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী, তিনিই গুণাতীত পুরুষ। ২৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—মানাপমানয়োরিতি। মানাপমানয়োস্তুল্যঃ সমো নির্ব্বিকারঃ। তুল্যো মিত্রাঽরিপক্ষয়োঃ। যদ্যপ্যুদাসীনা ভবন্তি কেচিৎ স্বাঽভিপ্রায়েণ তথাপি পরাভিপ্রায়েণ মিত্রারিপক্ষয়োরিব ভবন্তীতি তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োরিত্যাহ। সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী—দৃষ্টাঽদৃষ্টাঽর্থানি কর্ম্মাণ্যারভ্যন্ত ইত্যারম্ভাঃ। সর্ব্বানারম্ভান্ পরিত্যক্তুং শীলমস্যেতি সর্ব্বারম্ভপরি-

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ২৬ ॥

ত্যাগী। দেহধারণমাত্রনিমিত্তব্যতিরেকেণ সর্ব্বকর্ম্মপরিত্যাগীত্যর্থঃ। গুণাতীতঃ স উচ্যতে। উদাসীনবদিত্যাদি গুণাতীতঃ স উচ্যত ইত্যেতদন্তমুক্তং যাবদ্যত্নসাধ্যং তাবৎ সংন্যাসিনা-ঽনুষ্ঠেয়ম্। গুণাঽতীতত্বসাধনং মুমুক্ষোঃ স্থিরীভূতং তু স্বসংবেদ্যং সদ্গুণাঽতীতস্য যতের্লক্ষণং ভবতীতি ॥ ২৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অপি চ—মানেতি। মানেঽপমানে চ তুল্যঃ। মিত্র-পক্ষেঽরিপক্ষে চ তুল্যঃ। সর্ব্বান্ দৃষ্টাঽদৃষ্টার্থানারম্ভানুদ্যমান্ পরিত্যক্তুং শীলং যস্য সঃ। এবংভূতাচারযুক্তো গুণাঽতীত উচ্যতে ॥ ২৫ ।

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি সৎকারে ও তিরস্কারে, আদরে ও অনাদরে, মান বা অপমান বোধ করিয়া হৃষ্ট ও ক্লিষ্ট হয়েন না, যিনি মিত্র ও শত্রু উভয়ের প্রতিই উদাসীন, অর্থাৎ যাঁহার মিত্রের প্রতি আদর ও শত্রুর প্রতি দ্বেষ নাই, যিনি একজনের প্রতি অনুগ্রহ ও অপরের প্রতি নিগ্রহ করেন না, এবং লৌকিক বা বৈদিক কোন কার্য্যার্থ যাঁহার উদ্যোগ ও চেষ্টা নাই, কেবল দেহযাত্রানির্ব্বাহার্থ ভিক্ষাঽটনাদি করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন, সেই তত্ত্ববেত্তা ব্যক্তিই গুণাতীত ॥ ২৫ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। যঃ চ (যিনি) মাম্ (আমাকে) অব্যভিচারেণ (ঐকান্তিক) ভক্তিযোগেন (ভক্তিযোগ সহ) সেবতে (উপাসনা করেন) সঃ (তিনি) এতান্ (এই সকল) গুণান্ (গুণসমূহ) সমতীত্য (অতিক্রম করিয়া) ব্রহ্মভূয়ায় (ব্রহ্মভাবলাভে) কল্পতে (সমর্থ হন) ॥ ২৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি আমাকে অনন্যভক্তিযোগ সহ সেবা করেন, তিনি পূর্ব্বোক্ত গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মস্বরূপতা লাভে সমর্থ হয়েন ॥ ২৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অধুনা কথং চ ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্তত ইতি প্রশ্নস্য প্রতিবচন-মাহ—মাং চেতি। মাং চেশ্বরং নারায়ণং সর্ব্বভূতহৃদয়াশ্রিতং যো যতিঃ কর্ম্মী বাঽব্যভিচারেণ ন কদাচিদ্যো ব্যভিচরতি ভক্তিযোগঃ—ভজনং ভক্তিঃ সৈব যোগঃ তেন বিবেক-বিজ্ঞানাত্মকেন ভক্তিযোগেন জ্ঞানসমুদ্ভবেন সেবতে। স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ যথোক্তান্ ব্রহ্মভূয়ায়—ভবনং ভূয়ঃ। ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মভবনায় মোক্ষায় কল্পতে সমর্থো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্তত ইতি? অত্র প্রশ্নস্যোত্তরমাহ—মাং চেতি। চশব্দোঽবধারণার্থঃ। মামেব পরমেশ্বরমব্যভিচারেণৈকান্তেন

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাঽহমমৃতস্যাঽব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে গুণত্রয়বিভাগযোগো নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

ভক্তিযোগেন যঃ সেবতে স এতান্ গুণান্ সমতীত্য সম্যগতিক্রম্য ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মভাবায় মোক্ষায় কল্পতে সমর্থো ভবতি ॥ ২৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্‌কে অকপট ভক্তি সহ ভজনা করেন, অর্থাৎ যিনি তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন প্রেমানন্দে উন্মত্ত হইয়া ভগবদ্ভজনা করিয়া থাকেন, সেই ভক্তিযুক্ত ব্যক্তি গুণত্রয়ের প্রভাব অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারেন। ভক্তিমানের মুক্তি করতলস্থ। পরম ভক্ত ব্যক্তিই গুণাতীত পুরুষ ॥ ২৬ ॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। হি (যেহেতু) অহং (আমি) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মভাবের) অব্যয়স্য (অব্যয়) অমৃতস্য চ (মোক্ষ) শাশ্বতস্য (শাশ্বত) ধর্ম্মস্য চ (ধর্ম্মের) ঐকান্তিকস্য চ (ও ঐকান্তিক) সুখস্য (সুখের) প্রতিষ্ঠা (পর্য্যাপ্তি) ॥ ২৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। যেহেতু আমি (বাসুদেব) অমৃতস্বরূপ, অব্যয়স্বরূপ, শাশ্বত ও ধর্ম্মস্বরূপ এবং অব্যভিচারিসুখস্বরূপ ব্রহ্ম (আমাকে ভক্তি করিলে জীবের মুক্তিলাভ হইয়া থাকে) ॥ ২৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কুত এতদিতি? উচ্যতে—ব্রহ্মণ ইতি। ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনো হি যস্মাৎ প্রতিষ্ঠাঽহম্। প্রতিতিষ্ঠত্যস্মিন্নিতি প্রতিষ্ঠা। অহং প্রত্যগাত্মা। কীদৃগ্ভূতস্য ব্রহ্মণঃ? অমৃতস্যাঽবিনাশিনঃ। অব্যয়স্যাঽবিকারিণঃ। শাশ্বতস্য চ নিত্যস্য। ধর্ম্মস্য জ্ঞানস্য জ্ঞান-যোগধর্ম্মপ্রাপ্যস্য সুখস্যানন্দরূপস্য। ঐকান্তিকস্যাঽব্যভিচারিণঃ। অমৃতাদিস্বভাবস্য পরমানন্দরূপস্য পরমাত্মনঃ প্রত্যগাত্মা প্রতিষ্ঠা সম্যগ্জ্ঞানেন পরমাত্মতয়া নিশ্চীয়ত ইতি। তদেতদ্ব্রহ্মভূয়ায় কল্পত ইত্যুক্তম্। যয়া চেশ্বরশক্ত্যা ভক্তানুগ্রহাদিপ্রয়োজনায় ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠতে প্রবর্ত্ততে সা শক্তির্ব্রহ্মৈবাঽহম্। শক্তিশক্তিমতোরনন্যত্বাদিত্যভিপ্রায়ঃ। অথবা ব্রহ্মশব্দ-বাচ্যত্বাৎ সবিকল্পকং ব্রহ্ম। তস্য ব্রহ্মণো নির্ব্বিকল্পকোঽহমেব—নান্যঃ—প্রতিষ্ঠাশ্রয়ঃ। কিংবিশিষ্টস্য? অমৃতস্যাঽমরণধর্ম্মকস্য। অব্যয়স্য ব্যয়রহিতস্য। কিঞ্চ শাশ্বতস্য চ নিত্যস্য ধর্ম্মস্য জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণস্য। সুখস্য তজ্জনিতস্যৈকান্তিকস্যৈকান্তনিয়তস্য চ প্রতিষ্ঠাঽহমিতি বর্ত্ততে ॥ ২৭ ॥

ইতি শাঙ্করে শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তত্র হেতুমাহ—ব্রহ্মণো হীতি। হি যস্মাদ্‌ব্রহ্মণোঽহং প্রতিষ্ঠা প্রতিমা। ঘনীভূতং ব্রহ্মৈবাহম্। যথা ঘনীভূতঃ প্রকাশ এব সূর্য্যমণ্ডলং তদ্বদিত্যর্থঃ। তথাঽব্যয়স্য নিত্যস্য। অমৃতস্য মোক্ষস্য চ নিত্যমুক্তত্বাৎ। তথা তৎসাধনস্য শাশ্বতস্য ধর্ম্মস্য চ শুদ্ধসত্ত্বাত্মকত্বাৎ। তথৈকান্তিকস্যাঽখণ্ডিতস্য সুখস্য চ প্রতিষ্ঠাঽহম্। পরমানন্দৈকরূপত্বাৎ। অতো মৎসেবিনো মদ্ভাবস্যাঽবশ্যম্ভাবিত্বাদ্‌যুক্তমেবোক্তং ব্রহ্মভূয়ায় কল্পত ইতি॥ ২৭॥

কৃষ্ণাঽধীনগুণাসঙ্গপ্রসঞ্জিতভবাম্বুধিম্।
সুখং তরতি মদ্ভক্ত ইত্যভাষি চতুর্দ্দশে॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াং ভগবদ্গীতাটীকায়াং গুণত্রয়বিভাগযোগো নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

গীতার্থসন্দীপনী। বাসুদেবই তত্ত্বমসি (ক) মহাবাক্যের "তৎ"পদবাচ্যার্থ উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ মায়াবিশিষ্ট সোপাধিক ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, এবং বাসুদেবই নিরুপাধিক ব্রহ্মের লক্ষ্যার্থ স্বরূপ। বাসুদেব যে ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠাস্বরূপ, সেই "তৎ"পদবাচ্য ব্রহ্ম বিনাশবর্জ্জিত, অব্যয় অর্থাৎ বিপরিণামরহিত। তিনি শাশ্বত বা অপক্ষয়শূন্য, তিনি নির্ব্বিকার, তিনি সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ ও তিনি নির্ম্মল আনন্দস্বরূপ। ব্রহ্মাও ভগবান্ বাসুদেবকে স্তুতি করিয়া বলিয়াছিলেন যে—

"একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ সত্যঃ স্বয়ংজ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ।
নিত্যোঽক্ষরোঽজস্রসুখো নিরঞ্জনঃ পূর্ণোঽদ্বয়ো মুক্ত উপাধিতোঽমৃতঃ॥"

হে ভগবন্! তুমি সর্ব্বত্র এক স্বরূপ, সকল প্রাণীর আত্মা স্বরূপ, সর্ব্ব শরীরে তুমিই স্থিতি করিতেছ, তুমি নিত্যকাল বিদ্যমান, তুমি সত্যস্বরূপ ও স্বয়ংপ্রকাশ, তুমি অন্তবিবর্জ্জিত, তুমি আদ্য, নিত্য, অক্ষর, সর্ব্বব্যাপক ও অজ্ঞানাঞ্জনরহিত, তুমি সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ, অদ্বয় ও উপাধিবিহীন এবং তুমি অমৃতস্বরূপ। ভগবান্ বাসুদেবই পরমব্রহ্মস্বরূপ। তাঁহাকে যে ভাবে হউক, অব্যভিচারিণী ভক্তি সহ সেবা করিলে জীবের মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাঽহম্" ইহার অন্যরূপ অর্থও হয়। যথা—ব্রহ্মশব্দে বেদ, আমি বেদের প্রতিষ্ঠাস্বরূপ অর্থাৎ বেদ আমারই বিষয় প্রতিপাদন করিয়াছে। যথা শ্রুতি— "সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি" (খ) কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞানকাণ্ডময় ঋগাদি সমস্ত বেদই সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে যে ব্রহ্মরূপ পদেরই বর্ণনা করিয়াছেন, এই বেদের প্রতিষ্ঠা স্বরূপ ভগবান্ বাসুদেবে যাঁহার অব্যভিচারিণী ভক্তি, তিনি নিশ্চয়ই পরমধাম প্রাপ্ত হইবেন॥ ২৭॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামি মহোদয় প্রণীত "গীতার্থ সন্দীপনী" নামক ভাষা তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

——:০:——

(ক) ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৬।৮।৭। (খ) কঠোপনিষৎ, ২।১৫।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১ ॥

অন্বয়বোধিনী। শ্রীভগবান্ উবাচ। ঊর্দ্ধমূলম্ (ঊর্দ্ধদিকে যাহার মূল) অধঃশাখম্ (অধোদিকে যাহার শাখা) অব্যয়ম্ অশ্বত্থং (শ্বঃ=কল্য, স্থা=থাকা, কালও থাকিবে এইরূপ বিশ্বাসের অযোগ্য, অশ্বত্থরূপ সংসার) [শ্রুতিসমূহ] প্রাহুঃ (বলেন), ছন্দাংসি (বেদসকল) যস্য (যাহার) পর্ণানি (পত্ররাশি), তং (তাহাকে) যঃ (যিনি) বেদ (জানেন) সঃ (তিনি) বেদবিৎ (বেদবেত্তা) ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ। এই সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষের মূল ঊর্দ্ধদিকে ও শাখা অধোদিকে; ইহা অব্যয়, ও কর্ম্মকাণ্ডরূপ বেদ ইহার পত্র। যিনি এই সংসাররূপ বৃক্ষকে বিদিত আছেন, তিনি বেদবেত্তা ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যস্মান্মদধীনং কর্ম্মিণাং কর্ম্মফলং জ্ঞানিনাং চ জ্ঞানফলমতো ভক্তিযোগেন মাং যে সেবন্তে তে মৎপ্রসাদাজ্জ্ঞানপ্রাপ্তিক্রমেণ গুণাতীতা মোক্ষং গচ্ছন্তি। কিমু বক্তব্যমাত্মনস্তত্ত্বং সম্যগ্বিজানন্ত ইতি। অতো ভগবানর্জ্জুনেনাঽপৃষ্টমপ্যাত্মনস্তত্ত্বং বিবক্ষুরুবাচ—ঊর্দ্ধমূলমিত্যাদি। তত্র তাবদ্বৃক্ষরূপকল্পনয়া বৈরাগ্যহেতোঃ সংসারস্বরূপং বর্ণয়তি। বিরক্তস্য হি সংসারাদ্ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানেঽধিকারঃ। নাঽন্যস্যেতি। ঊর্দ্ধমূলমিতি—ঊর্দ্ধমূলং কালতঃ সূক্ষ্মত্বাৎ কারণত্বান্নিত্যত্বান্মহত্বাচ্চোর্দ্ধমুচ্যতে ব্রহ্মাঽব্যক্তমায়াশক্তিমৎ। তন্মূলমস্যেতি। সোঽয়ং সংসারবৃক্ষ ঊর্দ্ধমূলঃ। শ্রুতেশ্চ—ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতন ইতি (ক)। পুরাণে চ—

অব্যক্তমূলপ্রভবস্তস্যৈবানুগ্রহোত্থিতঃ। বুদ্ধিস্কন্ধময়শ্চৈব ইন্দ্রিয়ান্তরকোটরঃ॥ মহাভূতবিশাখশ্চ বিষয়ৈঃ পত্রবাংস্তথা। ধর্ম্মাঽধর্ম্মসুপুষ্পশ্চ সুখদুঃখফলোদয়ঃ॥ আজীব্যঃ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মবৃক্ষঃ সনাতনঃ। এতদ্ব্রহ্মবনং চৈব ব্রহ্মাচরতি নিত্যশঃ॥ এতচ্ছিত্ত্বা চ ভিত্ত্বা চ জ্ঞানেন পরমাঽসিনা। ততশ্চাত্মরতিং প্রাপ্য যস্মান্নাবর্ত্ততে পুনঃ॥ ইত্যাদি।

তমূর্দ্ধমূলং সংসারং মায়াময়ং বৃক্ষমাহুঃ। মহদহঙ্কারতন্মাত্রাদয়ঃ শাখা ইবাঽস্যাধো ভবন্তীতি সোঽয়মধঃশাখঃ। তমধঃশাখম্। ন শ্বোঽপি স্থাতেত্যশ্বত্থঃ। তং ক্ষণপ্রধ্বংসিনমশ্বত্থং প্রাহুঃ কথয়ন্তি শ্রুতিবাদা অব্যয়ম্। সংসারমায়ায়া অনাদিকালপ্রবৃত্তত্বাৎ সোঽয়ং সংসারবৃক্ষোঽব্যয়ঃ। অনাদ্যনন্তদেহাদিসন্তানাশ্রয়ো হি সুপ্রসিদ্ধঃ। তমব্যয়ম্। তস্যৈব সংসার-

(ক) কঠোপনিষৎ, ৬।১।

বৃক্ষত্বেদমন্তুবিশেষণং—ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি। ছন্দাংসি—ছাদনাদৃগ্‌যজুঃসামলক্ষণানি যস্য সংসারবৃক্ষস্য পর্ণানীব পর্ণানি। যথা বৃক্ষস্য রক্ষণার্থানি পর্ণানি তথা বেদাঃ সংসারবৃক্ষপরিরক্ষণার্থা ধর্ম্মাঽধর্ম্মতদ্ধেতুফলপ্রকাশনার্থত্বাৎ। যথাব্যাখ্যাতং সংসারবৃক্ষং সমূলং যস্তং বেদ স বেদবিৎ। বেদার্থবিদিত্যর্থঃ। ন হি সমূলাৎ সংসারবৃক্ষাদস্মাজ্‌জ্ঞেয়োঽন্যোঽণুমাত্রোঽপ্যবশিষ্টোঽস্তি। অতঃ সর্ব্বজ্ঞঃ স যো বেদ স বেদার্থবিদিতি। যস্মাৎ সংসারবৃক্ষে সমূলে সর্ব্বং জ্ঞেয়মন্তর্ভবতীতি তস্মাৎ সমূলসংসারবৃক্ষজ্ঞানং স্তৌতি ॥ ১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।

বৈরাগ্যেণ বিনা জ্ঞানং ন চ ভক্তিরতঃ স্ফুটম্।
বৈরাগ্যোপস্কৃতং জ্ঞানমীশঃ পঞ্চদশেঽদিশৎ ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবত ইত্যাদিনা পরমেশ্বরমেকান্তভক্ত্যা ভজতস্তৎপ্রসাদলব্ধজ্ঞানেন ব্রহ্মভাবো ভবতীত্যুক্তম্। ন চৈকান্তভক্তির্জ্ঞানং চাঽবিরক্তস্য সম্ভবতীতি বৈরাগ্যপূর্ব্বকং জ্ঞানমুপদেষ্টুকামঃ প্রথমং তাবৎ সার্দ্ধশ্লোকাভ্যাং সংসারস্বরূপং বৃক্ষরূপকালঙ্কারেণ বর্ণয়ন্ ভগবানুবাচ—ঊর্দ্ধমূলমিতি। ঊর্দ্ধমুত্তমঃ ক্ষরাঽক্ষরাভ্যামুৎকৃষ্টঃ পুরুষোত্তমো মূলং যস্য তম্। অধ ইতি ততোঽর্ব্বাচীনাঃ কার্য্যোপাধয়ো হিরণ্যগর্ভাদয়ো গৃহ্যন্তে। তে তু শাখা ইব শাখা যস্য তম্। বিনশ্বরত্বেন শ্বঃ প্রভাতপর্য্যন্তমপি ন স্থাস্যতীতি বিশ্বাসাঽনর্হত্বাদশ্বত্থং প্রাহুঃ। প্রবাহরূপেণাঽবিচ্ছেদাদব্যয়ং চ প্রাহুঃ। ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতন ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ (ক)। ছন্দাংসি বেদা যস্য পর্ণানি—ধর্ম্মাঽধর্ম্মপ্রতিপাদনদ্বারেণ চ্ছায়াস্থানীয়ৈঃ কর্ম্মফলৈঃ সংসারবৃক্ষস্য সর্ব্বজীবাশ্রয়ণীয়ত্বপ্রতিপাদনাৎ পর্ণস্থানীয়া বেদাঃ। যস্তমেবম্ভূতমশ্বত্থং বেদ স এব বেদার্থবিৎ। সংসারপ্রপঞ্চবৃক্ষস্য মূলমীশ্বরঃ। ব্রহ্মাদয়স্তদংশাঃ শাখাস্থানীয়াঃ। স চ সংসারবৃক্ষো বিনশ্বরঃ। প্রবাহরূপেণ নিত্যশ্চ। বেদোক্তৈঃ কর্ম্মভিঃ সেব্যতামাপাদিতশ্চ। ইত্যেতাবানেব হি বেদার্থঃ। অত এবং বিদ্বান্ বেদবিদিতি স্তূয়তে। ১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে গুণ, গুণের ক্রিয়া ও গুণাতীত হইয়া কিরূপে জীব মুক্তি লাভ করে, তাহা কথিত হইয়াছে। আবার পরিশেষে ইহাও উক্ত হইয়াছে যে অনন্ত উপাসনাশীল ভগবদ্ভক্তও ভক্তিযোগে গুণগ্রাম অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া থাকেন। সেই জ্ঞান ও অনন্ত ভক্তি যে বৈরাগ্য ব্যতীত উদয় হয় না, তাহাই কথিত হইতেছে; এবং মনুষ্যবৎ বাসুদেব "আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা" কিরূপে বলিলেন, অর্জ্জুনের এরূপ সংশয় না হয়, তাহারও ইঙ্গিত করা হইতেছে।

স্বপ্রকাশ আনন্দস্বরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মকেই "ঊর্দ্ধ" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে—এই ঊর্দ্ধরূপ ব্রহ্মই সংসাররূপ ভ্রমের অধিষ্ঠানভূমি। পশ্চাদুৎপন্ন কার্য্যরূপ উপাধিযুক্ত হিরণ্যগর্ভাদি শাখাদি রূপে গৃহীত হইয়াছেন। যে বস্তু পরে থাকিবে এরূপ বিশ্বাস নাই, তাহাই অশ্বত্থ। ব্রহ্মই এই বৃক্ষের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র, এই জন্য ইহা "ঊর্দ্ধমূল"। হিরণ্যগর্ভাদি কার্য্য-

(ক) কঠোপনিষৎ, ৬।১।

অধশ্চোর্দ্ধং প্রসৃতাস্তস্য শাখা
গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি
কর্ম্মাঽনুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥ ২ ॥

কলাপ ইহার শাখা, এই জন্য ইহা "অধঃশাখ"। এই সংসাররূপ বৃক্ষ অনাদি অনন্ত প্রবাহ দেহাদির আশ্রয়, এই জন্য ইহা অব্যয়। ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রতিপাদক কর্ম্মকাণ্ডযুক্ত বেদ এই বৃক্ষের পত্র। জীবের আত্মজ্ঞান উদয় হইলে এ বৃক্ষের পত্র গুলি ঝরিয়া পড়ে, কার্য্যরূপ শাখা বিশুষ্ক হইয়া যায়, এবং মায়াযুক্ত বৃক্ষমূল উৎপাটিত হয়। মায়াময় সংসারের এই নিগূঢ় তত্ত্ব যিনি বিদিত হয়েন, তিনিই প্রকৃত বেদবেত্তা ॥ ১ ॥

-:o:-

অন্বয়বোধিনী। তস্য (তাহার) গুণপ্রবৃদ্ধাঃ (গুণসমূহ দ্বারা বিশেষরূপে বর্দ্ধিত) বিষয়প্রবালাঃ (বিষয়রূপপল্লবযুক্ত) শাখাঃ অধঃ ঊর্দ্ধং চ (নিম্নে ও ঊর্দ্ধভাগে) প্রসৃতাঃ (বিস্তৃত), মনুষ্যলোকে কর্ম্মানুবন্ধীনি (ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মের প্রসূতি), মূলানি (মূলসমূহ) অধঃ চ (নিম্নদিকেও) অনুসন্ততানি (পরে বিস্তৃত রহিয়াছে) ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ। এই সংসাররূপ বৃক্ষের শাখা নিম্নে ও ঊর্দ্ধে বিস্তৃত। সত্ত্বাদি গুণে বৃক্ষের পুষ্টি। শব্দাদি বিষয় তাহার পল্লব। বাসনারূপ মূল নিম্নে ও উপরে অনুস্যূত। এই বাসনা মনুষ্যদেহে পুণ্য পাপের জনক হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তস্যৈব সংসারবৃক্ষস্যাপরাঽবয়বকল্পনোচ্যতে—অধ ইতি। অধো মনুষ্যাদিভ্যো যাবৎ স্থাবরম্। ঊর্দ্ধং চ যাবদ্ব্রহ্মণো বিশ্বসৃজো ধামেত্যেতদন্তং যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতং জ্ঞানকর্ম্মফলানি তস্য বৃক্ষস্য শাখা ইব শাখাঃ প্রসৃতাঃ প্রগতাঃ। গুণপ্রবৃদ্ধাঃ—গুণৈঃ সত্ত্বরজস্তমোভিঃ প্রবৃদ্ধাঃ স্থূলীকৃতা উপাদানভূতৈঃ। বিষয়প্রবালাঃ বিষয়াঃ শব্দাদয়ঃ প্রবালা ইব দেহাদিকর্ম্মফলেভ্যঃ শাখাভ্যোঽঙ্কুরীভবন্তীব। তেন বিষয়প্রবালাঃ শাখাঃ। সংসারবৃক্ষস্য পরমমূলমুপাদানং কারণং পূর্ব্বমুক্তম্। অথেদানীং কর্ম্মফলজনিতরাগদ্বেষাদিবাসনামূলানীব ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রবৃত্তিকারণান্যবান্তরভাবীনি তান্যধশ্চ দেহাদ্যপেক্ষয়া মূলান্যনুসন্ততান্যনুপ্রবিষ্টানি। কর্ম্মানুবন্ধীনি—কর্ম্ম ধর্ম্মাঽধর্ম্মলক্ষণম্। অনুবন্ধঃ পশ্চাদ্ভাবী। যেষামুদ্ভূতিমনুদ্ভবতীতি তানি কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে বিশেষতঃ। অত্র হি মনুষ্যাণাং কর্ম্মাঽধিকারঃ প্রসিদ্ধঃ ॥ ২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—অধশ্চেতি। হিরণ্যগর্ভাদয়ঃ কার্য্যোপাধয়ো জীবাঃ শাখাস্থানীয়ত্বেনোক্তাঃ। তেষু চ যে দুষ্কৃতিনস্তেঽধঃ পশ্বাদিযোনিষু প্রসৃতা বিস্তারং গতাঃ। সুকৃতিনশ্চোর্দ্ধং দেবাদিযোনিষু প্রসৃতাস্তস্য সংসারবৃক্ষস্য শাখাঃ। কিঞ্চ গুণৈঃ সত্ত্বাদিবৃত্তিভির্জলসেচনৈরিব যথাযথং প্রবৃদ্ধা বৃদ্ধিং প্রাপ্তাঃ। কিঞ্চ বিষয়া রূপাদয়ঃ প্রবালাঃ পল্লব-

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে
নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূল-
মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ॥ ৩ ॥

স্থানীয়া যাসাং তাঃ। শাখাঽগ্রস্থানীয়াভিরিন্দ্রিয়বৃত্তিভিঃ সংযুক্তত্বাৎ। কিঞ্চ—অধশ্চ—চশব্দা-দূর্দ্ধং চ—মূলান্যনুসন্ততানি বিরূঢ়ানি। মুখ্যং মূলমীশ্বর এব। ইমানি ত্বন্তরালানি মূলানি তত্তদ্ভোগবাসনালক্ষণানি। তেষাং কার্য্যমাহ—মনুষ্যলোকে কর্ম্মানুবন্ধীনীতি। কর্ম্মৈবানুবন্ধ্য-ত্তরকালভাবি যেষাং তানি। ঊর্দ্ধাধোলোকেষু পভুক্ততত্তদ্ভোগবাসনাদিভির্হি কর্ম্মক্ষয়ে মনুষ্য-লোকং প্রাপ্তানাং তত্তদনুরূপেষু কর্ম্মসু প্রবৃত্তির্ভবতি। তস্মিন্নেব হি কর্ম্মাধিকারো নান্যেষু লোকেষু। অতো মনুষ্যলোক ইত্যুক্তম্ ॥ ২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। পূর্ব্বশ্লোকে হিরণ্যগর্ভাদি শাখা বলিয়া কথিত হইয়াছে। এ শ্লোকে আরও বিশেষ রূপে উক্ত হইতেছে। দুষ্কৃতিযুক্ত জীবগণে এই সংসার বৃক্ষের শাখা নিম্নদিকে প্রসারিত অর্থাৎ পশ্বাদি নীচ দেহে তাহাদের গতি হইবে। ধর্ম্মাত্মা জীবসমূহে শাখা ঊর্দ্ধদিকে প্রসারিত অর্থাৎ সৎকর্ম্মগুণে তাঁহারা পরিণামে দেবযোনি লাভ করিবেন। ত্রিগুণ-রূপ জলে সিক্ত হইয়া বৃক্ষ বিলক্ষণ পুষ্ট হইতেছে। ইহার শাখা ঊর্দ্ধে ব্রহ্মলোক ও নিম্নে মনুষ্য পশু পক্ষী বৃক্ষ নারকীয় দেহাদি পর্য্যন্ত প্রসারিত। শাখার অগ্রভাগে ইন্দ্রিয়াদির ভোগ্য রূপ শব্দাদিবিষয়রূপ কোমল পল্লব স্ফুরিত হইতেছে। মায়াবিশিষ্ট ব্রহ্মের সত্তা এই বৃক্ষের প্রধান মূল হইলেও বাসনাজাল ইহার অবান্তর মূল। বাসনা দ্বারাই রাগ দ্বেষাদি বশতঃ জীব ধর্ম্মা-ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়; এবং তজ্জন্য ফলভোগার্থ জীবের দেহাদির অনন্ত প্রবাহ চলিয়া থাকে। এই বাসনা জীবকে কর্ম্মপ্রভাবে কখন ঊর্দ্ধ স্বর্গে ও কখন বা অধস্তন মহানরকে লইয়া যায় ॥ ২ ॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। ইহ (এই সংসারে) অস্য (এই বৃক্ষের) রূপং (রূপ) ন উপলভ্যতে (জানা যায় না), তথা (সেইরূপ) ন অন্তঃ (না অন্ত) ন চ আদিঃ (না আদি) ন চ সংপ্রতিষ্ঠা (না স্থিতি) [জানা যায়]। এনম্ (এই) সুবিরূঢ়মূলম্ (সুদৃঢ়মূল) অশ্বত্থং (সংসাররূপ অশ্বত্থ) দৃঢ়েন (তীব্র) অসঙ্গশস্ত্রেণ (বৈরাগ্যরূপশস্ত্র দ্বারা) ছিত্ত্বা (ছেদন করিয়া) ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। এই সংসারবাসী প্রাণিগণ, এই সংসাররূপ বৃক্ষের কি প্রকার রূপ, ইহার আদি কোথায়, অন্ত কোথায় এবং মধ্য কোথায়,—তাহার কিছুই জানে না। তীব্রবৈরাগ্যরূপ শস্ত্র দ্বারা এই সুদৃঢ়মূল সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষকে ছেদন করিয়া ব্রহ্মকে জানিতে হয় ॥ ৩ ॥

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যস্ত্বয়ং বর্ণিতঃ সংসারবৃক্ষঃ—ন রূপমিতি। রূপমস্যেহ যথোপদর্শিতং তথা নৈবোপলভ্যতে। স্বপ্নমরীচ্যুদকমায়াগন্ধর্ব্বনগরসমত্বাৎ। দৃষ্টনষ্টস্বরূপো হি স ইতি। অত এব নান্তো ন পর্য্যন্তো নিষ্ঠা সমাপ্তির্বা বিদ্যতে। তথা ন চাদিঃ। ইত আরভ্যায়ং প্রবৃত্ত ইতি ন কেনচিদবগম্যতে। ন চ সংপ্রতিষ্ঠা—স্থিতির্মধ্যমস্য ন কেনচিদুপলভ্যতে। অশ্বত্থমেনং যথোক্তং সুবিরূঢ়মূলং—সুষ্ঠু বিরূঢ়ানি বিরোহং গতানি মূলানি যস্য তমেনং সুবিরূঢ়মূলম্। অসঙ্গশস্ত্রেণ—অসঙ্গোঽসঙ্গতা পুত্রবিত্তলোকৈষণাদিভ্যো ব্যুত্থানম্। তেনাসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন পরমাত্মাভিমুখ্যনিশ্চয়দৃঢ়ীকৃতেন পুনঃপুনর্ব্বিবেকাভ্যাসাশ্মনিশিতেন। ছিত্ত্বা সংসারবৃক্ষং সবীজমুদ্ধৃত্য। ৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—ন রূপমিতি। ইহ সংসারে স্থিতৈঃ প্রাণিভিরস্য সংসারবৃক্ষস্য তথোর্দ্ধমূলত্বাদিপ্রকারেণ রূপং নোপলভ্যতে। ন চান্তোঽবসানমপর্য্যন্তত্বাৎ। ন চাদিরনাদিত্বাৎ। ন চ সংপ্রতিষ্ঠা স্থিতিঃ। কথং তিষ্ঠতীতি নোপলভ্যতে। যস্মাদেবম্ভূতোঽয়ং সংসারবৃক্ষো দুরুচ্ছেদোঽনর্থকরশ্চ তস্মাদেনং দৃঢ়েন বৈরাগ্যেণ শস্ত্রেণ ছিত্ত্বা তত্ত্বজ্ঞানে যতেতেত্যাহ—অশ্বত্থমেনমিতি সার্দ্ধেন। এনমশ্বত্থং সুবিরূঢ়মূলমত্যন্তং বদ্ধমূলং সন্তম্—অসঙ্গঃ সঙ্গরাহিত্যমহংমমতাত্যাগঃ—তেন শস্ত্রেণ দৃঢ়েন সম্যগ্বিচারেণ ছিত্ত্বা পৃথক্কৃত্য ॥ ৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। অবিদ্যার অনন্ত ধারার মূলভূমি সংসারপাশ হইতে জীব কিরূপে নিস্তার পাইবে, এক্ষণে ভগবান্ তাহাই কহিতেছেন। সংসারবিমুগ্ধ জীবগণ অজ্ঞানতা বশতঃ এই সংসাররূপ অশ্বত্থের আদ্যন্তমধ্যরূপ ব্রহ্মসত্তাকে জানিতে পারে না। যেমন অগাধমহাসাগরগর্ভস্থ মৎস্য সাগরের সীমা দেখিতে পায় না, সেইরূপ ত্রিগুণময়ী মায়াতে বিমোহিত জীব যে দিকে দেখে সেই দিকেই সংসার ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পায় না। বিবেকবিচার দ্বারা ইহাকে মৃগতৃষ্ণা বা গন্ধর্ব্বনগরাদির ন্যায় দৃষ্ট ও নষ্ট (যাহা দেখিতে দেখিতে নষ্ট হইয়া যায়) জানিয়া বিষয়সঙ্গলিপ্সা পরিত্যাগপূর্ব্বক তীব্র বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে পারিলেই এই মিথ্যা সংসাররূপ বৃক্ষ উন্মূলিত হইয়া যায়, এবং তদধিষ্ঠান স্বরূপ সৎপদার্থ ব্রহ্ম উপলব্ধি হইয়া থাকে। ৩।

-:o:-

অন্বয়ঃ। ততঃ (তদনন্তর) তৎ পদং (সেই পদ) পরিমার্গিতব্যং (অন্বেষণ করিবে), যস্মিন্ (যাহাতে) গতাঃ (গত) [কেহ] ভূয়ঃ (পুনর্ব্বার) ন নিবর্ত্তন্তি (প্রত্যাবর্ত্তন করে না), যতঃ (যাহা হইতে) এষা (এই) পুরাণী (চিরন্তনী) প্রবৃত্তিঃ

(সংসারগতি) প্রসৃতা (বিস্তৃত হইয়াছে), তম্ এব চ (সেই) আদ্যং পুরুষং (আদি পুরুষকে) প্রপদ্যে (শরণরূপে গ্রহণ করিতেছি) ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে জীবের পুনর্জ্জন্ম হয় না, যাঁহার দ্বারা এই সংসারপ্রবৃত্তির বিস্তার হইয়াছে, আমি সেই আদি পুরুষেরই শরণাগত হই, এই বলিয়া তদনন্তর তাঁহার অন্বেষণ করিতে হইবে ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তত ইতি। ততঃ পশ্চাৎ পদং বৈষ্ণবং তৎ পরিমার্গিতব্যং—পরিমার্গণমন্বেষণং—জ্ঞাতব্যমিত্যর্থঃ। যস্মিন্ পদে গতাঃ প্রবিষ্টা ন নিবর্ত্তন্তি নাবর্ত্তন্তে ভূয়ঃ পুনঃ সংসারায়। কথং পরিমার্গিতব্যমিতি ? আহ—তমেব চ যঃ পদশব্দেনোক্তঃ। আদ্যমাদৌ ভবং পুরুষং প্রপদ্য ইত্যেবং পরিমার্গিতব্যং তচ্ছরণতয়েত্যর্থঃ। কোঽসৌ পুরুষ ইতি ? উচ্যতে।—যতো যস্মাৎ পুরুষাৎ সংসারমায়াবৃক্ষপ্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা নিঃসৃতা। ঐন্দ্রজালিকাদিব মায়া। পুরাণী চিরন্তনী ॥ ৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তত ইতি। ততস্তস্য মূলভূতং তৎ পদং বস্তু পরিমার্গিতব্যমন্বেষ্টব্যম্। কীদৃশং ? যস্মিন্ গতা যৎ পদং প্রাপ্তাঃ সন্তো ভূয়ো ন নিবর্ত্তন্তি। নাবর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ। অন্বেষণপ্রকারমেবাহ—তমেবেতি। যত এষা পুরাণী চিরন্তনী সংসারপ্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা বিসৃতা। তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে শরণং ব্রজামি। ইত্যেবমেকান্তভক্ত্যাঽন্বেষ্টব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক সাধক সদ্‌গুরুর নিকট হইতে "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" (ক) ব্রহ্মপদের সারতত্ত্ব অবগত হইয়া অনন্ত ভক্তি সহ অবিদ্যা মায়া বিস্তারের মূল ও মুক্তিদাতা ভগবানের চরণে শরণ লইবার জন্ত তৎপদ অন্বেষণ করিবেন। শ্রুতি বলিয়াছেন—"সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" (খ) সেই পরব্রহ্মকেই অন্বেষণ করিবে ও তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করিবে। ধীবর একস্থান হইতে চক্রাকার জাল নিক্ষেপ করে; জলাশয়ের যত গুলি মৎস্ত সেই জালের ভিতরে আসিয়া পড়ে, সকল গুলিই ধৃত ও হত হয়; কিন্তু যে মৎস্ত গুলি ধীবরের চরণের নিকট বিচরণ করে, সে গুলি জালে আবদ্ধ হয় না। সেই রূপ ব্রহ্ম সংসারপ্রবৃত্তি জাল বিস্তার করিয়াছেন, অজ্ঞানী জীব মাত্রই এই জালে বিজড়িত হইয়া জন্মজন্মান্তররূপ ক্লেশে আবদ্ধ হইতেছে। কিন্তু যে সুচতুর জীব ব্রহ্মরূপ ধীবরের চরণে শরণ লইতে পারে, তাহারই ব্রহ্মপদ লাভ হয়। মায়াজালে তাহাকে আর আবদ্ধ হইতে হয় না ॥ ৪ ॥

-:০:-

(ক) কঠোপনিষৎ, ৩।৯।

(খ) ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৮।৭।১।

নির্ম্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্ব্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ-
র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ ৫ ॥

অন্বয়বোধিনী। নির্ম্মানমোহাঃ (মান ও মোহ বর্জ্জিত) জিতসঙ্গদোষাঃ (আসক্তিশূন্য) অধ্যাত্মনিত্যাঃ (আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ) বিনিবৃত্তকামাঃ (রাগবর্জ্জিত) সুখদুঃখসংজ্ঞৈঃ দ্বন্দ্বৈঃ (সুখদুঃখসংজ্ঞক দ্বন্দ্ব কর্ত্তৃক) বিমুক্তাঃ (মুক্ত হইয়া) অমূঢ়াঃ (বিদ্বান্‌গণ) তৎ (সেই) অব্যয়ং পদং গচ্ছন্তি (প্রাপ্ত হন)॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। যাঁহাদের মান ও মোহ নিবৃত্ত হইয়াছে, যাঁহারা আসক্তিশূন্য, যাঁহারা পরমাত্মস্বরূপবিচারতৎপর, যাঁহারা নিষ্কাম, এবং যাঁহারা সুখদুঃখোপাধিক শীতোষ্ণ দ্বন্দ্ব পরিহার করিয়াছেন, তাঁহারা সেই অব্যয় পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কথংভূতাস্তৎ পদং গচ্ছন্তীতি? উচ্যতে—নির্ম্মানমোহা ইতি। নির্ম্মানমোহাঃ—মানশ্চ মোহশ্চ মানমোহৌ। তৌ নির্গতৌ যেভ্যস্তে নির্ম্মানমোহা মানমোহবর্জ্জিতাঃ। জিতসঙ্গদোষাঃ—সঙ্গ এব দোষঃ সঙ্গদোষঃ। জিতঃ সঙ্গদোষো যৈস্তে জিতসঙ্গদোষাঃ। অধ্যাত্মনিত্যাঃ পরমাত্মস্বরূপালোচনে নিত্যাস্তৎপরাঃ। বিনিবৃত্তকামাঃ—বিশেষতো নির্লেপেন নিবৃত্তাঃ কামা যেষাং তে বিনিবৃত্তকামা যতয়ঃ সংন্যাসিনঃ। দ্বন্দ্বৈঃ প্রিয়াপ্রিয়াদিভির্ব্বিমুক্তাঃ। সুখদুঃখসংজ্ঞৈঃ পরিত্যক্তাঃ। গচ্ছন্ত্যমূঢ়া মোহবর্জ্জিতাঃ। পদমব্যয়ং তদ্যথোক্তম্॥ ৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তৎপ্রাপ্তৌ সাধনান্তরাণি দর্শয়ন্নাহ—নির্ম্মানেতি। নির্গতৌ মানমোহাবহঙ্কারমিথ্যাভিনিবেশৌ যেভ্যস্তে। জিতঃ পুত্রাদিসঙ্গরূপো দোষো যৈস্তে। অধ্যাত্ম আত্মজ্ঞানে নিত্যাঃ পরিনিষ্ঠিতাঃ। বিশেষেণ নিবৃত্তঃ কামো যেভ্যস্তে। সুখদুঃখহেতুত্বাৎ সুখদুঃখসংজ্ঞানি শীতোষ্ণাদীনি দ্বন্দ্বানি। তৈর্ব্বিমুক্তাঃ। অত এবামূঢ়া নিবৃত্তাবিদ্যাঃ সন্তস্তদব্যয়ং পদং গচ্ছন্তি। ৫।

গীতার্থসন্দীপনী। যাঁহারা নিরভিমান ও বিবেকী, প্রিয় বা অপ্রিয় বস্তুর সমাগমে যাঁহাদের অনুরাগ বা বিরক্তি নাই, যাঁহারা মায়াতীত পরব্রহ্মপদার্থবিচারপরায়ণ, যাঁহাদের বিষয়ভোগের অভিলাষ নাই, শীতোষ্ণক্ষুৎপিপাসাদি সুখদুঃখের হেতু স্বরূপ দ্বন্দ্বরাশিকে যাঁহারা নিবারণ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই সম্যক্ আত্মজ্ঞানদ্বারা অবিনাশি ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন। ৫।

—:০:—

न তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥ ৬॥

অন্বয়বোধিনী। যৎ (যে পদ) গত্বা (প্রাপ্ত হইয়া) [যোগিগণ] ন নিবর্ত্তন্তে (প্রত্যাবর্ত্তন করেন না) তৎ (সেই পদ) সূর্য্যঃ ন ভাসয়তে (সূর্য্য প্রকাশ করিতে পারে না), ন শশাঙ্কঃ (চন্দ্রও পারে না), ন পাবকঃ (অগ্নিও পারে না), তৎ (সেই পদ) মম পরমং ধাম (পরমোৎকৃষ্ট স্বরূপ)॥ ৬॥

বঙ্গানুবাদ। যে পদ প্রাপ্ত হইলে তত্ত্ববেত্তা পুরুষের পুনরাবৃত্তি হয় না, যে পদকে সূর্য্য, চন্দ্র, হুতাশন প্রকাশ করিতে পারে না ও যাহা স্বপ্রকাশ, তাহাই আমার স্বরূপভূত পরমোৎকৃষ্ট পদ॥ ৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তদেব পদং পুনর্ব্বিশিষ্যতে—নেতি। তদ্ধামেতি ব্যবহিতেন ধাম্না সম্বধ্যতে। তদ্ধাম তেজোরূপং পদং ন ভাসয়তে সূর্য্য আদিত্যঃ সর্ব্বাবভাসনশক্তিমত্ত্বেঽপি সতি। তথা ন শশাঙ্কশ্চন্দ্রঃ। ন চ পাবকো নাঽগ্নিরপি। যদ্ধাম বৈষ্ণবং পদং গত্বা প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে। যচ্চ সূর্য্যাদির্ন ভাসয়তে। তদ্ধাম পদং পরমং মম বিষ্ণোঃ॥ ৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেব গন্তব্যং পদং বিশিনষ্টি—ন তদিতি। তৎ পদং সূর্য্যাদয়ো ন প্রকাশয়ন্তি। যৎ প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে যোগিনঃ। তদ্ধাম স্বরূপং পরমং মম। অনেন সূর্য্যাদিপ্রকাশাবিষয়ত্বেন জড়ত্বশীতোষ্ণাদিদোষপ্রসঙ্গো নিরস্তঃ॥ ৬॥

গীতার্থসন্দীপনী। মায়াতীত ব্রহ্মপদ লাভ করিলে গুণাবেশের সম্পূর্ণ অভাব হয়, সুতরাং গুণাতীত তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের পুনর্জ্জন্ম হয় না। সেই পরমোৎকৃষ্ট ব্রহ্মপদ সাক্ষাৎ ব্রহ্মের স্বরূপভূত। জড় পদার্থ চন্দ্র সূর্য্যাদি চৈতন্য স্বরূপকে প্রকাশ করিবে কোথা হইতে? শ্রুতিও বলিয়াছেন—

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনু ভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥" (ক)

সেই পরব্রহ্মকে সূর্য্য, চন্দ্র, তারা ও বিদ্যুৎ প্রকাশ করিতে পারে না। অতএব অল্প-প্রকাশযুক্ত অগ্নি কোথা হইতে পারিবে? তাঁহার প্রকাশেই জগৎ প্রকাশিত। তাঁহার দীপ্তিতেই জগৎ প্রদীপ্ত হইয়া থাকে। যিনি রূপাদিবর্জ্জিত, চক্ষুর অধিষ্ঠাতা সূর্য্য তাঁহাকে কিরূপে দেখাইতে পারিবে? যিনি মনের অগোচর, মনের অধিষ্ঠাতা চন্দ্রমাই বা তাঁহাকে কিরূপে প্রকাশ করিবে? যিনি বাক্যের অতীত, বাক্‌শক্তির অধিষ্ঠাতা অগ্নিই বা তাঁহাকে প্রকাশ করিবে কিরূপে? বস্তুতঃ তিনি বাঙ্‌মনশ্চক্ষুর অগোচর। তিনি স্বয়ংপ্রকাশ অর্থাৎ আপনার তেজেই আপনি প্রকাশিত। অথবা ভক্তের প্রতি দয়া করিয়া যখন তিনি

(ক) কঠোপনিষৎ, ৫।১৫, শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৬।১৪।

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭ ॥

স্বয়ং প্রকাশিত হয়েন, তখনই তাঁহার দর্শন হয়। অন্যথা সহস্র উপায় করিলেও তাঁহার দর্শন লাভ হয় না।

যাঁহারা বিষ্ণুপদকে কোন দূরাদ্দূরবত্তর লোকবিশেষ বলিয়া জানেন, তাঁহাদের বিচার ভ্রমজালজড়িত। ব্রহ্মস্বরূপকেই ব্রহ্ম বা বিষ্ণুপদ বলা যায়। ভেদবুদ্ধিবোধিত পদার্থ মাত্রই মিথ্যা। এই মিথ্যামতাবলম্বিদিগের পুনরাবৃত্তি হইবেই হইবে। সুতরাং বিষ্ণুপদ ভিন্ন স্থান বলিয়া স্বীকৃত হইলে তল্লোকবাসিবর্গের পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা থাকিতেছে। বস্তুতঃ ভেদবাদীর সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক ॥ ৬ ॥

-:o:—

অন্বয়বোধিনী। মম এব (আমারই) অয়ম্ (এই) অংশঃ সনাতনঃ জীবভূতঃ (জীবস্বরূপ) [হইয়া] প্রকৃতিস্থানি (প্রকৃতিস্থিত) মনঃষষ্ঠানি (মন সহ ছয়) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সকলকে) জীবলোকে (সংসারে) কর্ষতি (আকর্ষণ করিয়া থাকে) ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। এই সংসারে সনাতন জীব আমারই অংশ। এই জীব পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও ষষ্ঠ মনকে আকর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে ইত্যুক্তম্। ননু সর্ব্বা হি গতি রাগত্যন্তা। সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা ইতি হি প্রসিদ্ধম্। কথমুচ্যতে তদ্ধামগতানাং নাস্তি নিবৃত্তিরিতি? শৃণু তত্র কারণম্—মমৈব পরমাত্মনো নারায়ণস্যাংশো ভাগোঽবয়ব একদেশ ইত্যনর্থান্তরম্। জীবলোকে জীবানাং লোকে সংসারে। জীবভূতঃ কর্ত্তা ভোক্তেতি প্রসিদ্ধঃ। সনাতনঃ পুরাতনঃ। যথা জলসূর্য্যকঃ সূর্য্যাংশো জলনিমিত্তাপায়ে সূর্য্যমেব গত্বা ন নিবর্ত্ততে তথাঽয়মপ্যংশস্তেনৈবাত্মনা সংগচ্ছত্যেবমেব। যথা বা ঘটাদ্যুপাধিপরিচ্ছিন্নো ঘটাদ্যাকাশ আকাশাংশঃ সন্ ঘটাদিনিমিত্তাপায় আকাশং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তত ইত্যেবম্। অত উপপন্নমুক্তং যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্ত ইতি।

ননু নিরবয়বস্য পরমাত্মনঃ কুতোঽবয়ব একদেশোঽংশ ইতি? সাবয়বত্বে চ বিনাশপ্রসঙ্গঃ। অবয়ববিভাগাৎ।

নৈষ দোষঃ। অবিদ্যাকৃতোপাধিপরিচ্ছিন্ন একদেশোঽংশ ইব কল্পিতো যতঃ। দর্শিতশ্চাঽয়মর্থঃ ক্ষেত্রাধ্যায়ে বিস্তরশঃ। স চ জীবো মদংশত্বেন কল্পিতঃ কথং সংসরত্যুৎক্রামতি চেতি? উচ্যতে—মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীনি প্রকৃতিস্থানি স্বস্থানে কর্ণশষ্কুল্যাদৌ প্রকৃতৌ স্থিতানি কর্ষত্যাকর্ষতি ॥ ৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ননু চ ত্বদীয়ং ধাম প্রাপ্তাঃ সন্তো যদি ন নিবর্ত্তন্তে

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৮ ॥

তর্হি সতি সংপদ্য ন বিদুঃ সতি সংপদ্যামহ ইত্যাদিশ্রুতেঃ (ক) সুষুপ্তিপ্রলয়সময়ে তৎপ্রাপ্তিঃ সর্ব্বেষামস্তীতি কো নাম সংসারী স্যাদিত্যাশঙ্ক্য সংসারিণং দর্শয়তি—মমৈবেতি পঞ্চভিঃ। মমৈবাংশো যোঽয়মবিদ্যয়া জীবভূতঃ সনাতনঃ সর্ব্বদা সংসারিত্বেন প্রসিদ্ধঃ। অসৌ সুষুপ্তি-প্রলয়য়োঃ প্রকৃতৌ লীনতয়া স্থিতানি মনঃ ষষ্ঠং যেষাং তানীন্দ্রিয়াণি পুনর্জীবলোকে সংসারো-পভোগার্থমাকর্ষতি। এতচ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং প্রাণস্য চোপলক্ষণার্থম্। অয়ং ভাবঃ—সত্যং সুষুপ্তিপ্রলয়য়োরপি মদংশত্বাৎ সর্ব্বস্যাঽপি জীবমাত্রস্য ময়ি লয়াদস্ত্যেব মৎপ্রাপ্তিঃ। তথা-ঽপ্যবিদ্যয়াবৃতস্য সানুশয়স্য সপ্রকৃতিকে ময়ি লয়ঃ। ন তু শুদ্ধে। তদুক্তং—অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্তীত্যাদিনা। অতশ্চ পুনঃ সংসারায় নির্গচ্ছন্নবিদ্বান্ প্রকৃতৌ লীনতয়া স্থিতানি স্বোপাধিভূতানীন্দ্রিয়াণ্যাকর্ষতি। বিদুষাং তু শুদ্ধস্বরূপপ্রাপ্তের্নাবৃত্তিরিতি ॥ ৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। "যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে" ভগবানের এই কথা শুনিয়া পাছে অর্জ্জুনের এই রূপ আশঙ্কা হয় যে, জীব নিজ স্থান হইতে যেখানে যাইবে সেখানে থাকিবে কেন? অবশ্যই তাহার পুনরাবৃত্তি হইবে। জীব স্বর্গে গমন করে, তথা হইতে তাহার পুনরাবর্ত্তন হয়। সুষুপ্ত্যবস্থা হইতে ও সাধকের পুনরাবর্ত্তন হইয়া থাকে। অতএব ব্রহ্মপদ লাভ করিলে, জীবের পুনরাবৃত্তি হইবে না কেন? এই সংশয় ভঞ্জনার্থ ভগবান্ এতৎ শ্লোকের অবতারণা করিলেন।

ব্রহ্মের অংশ অংশী ভাব না থাকিলেও মায়াপ্রভাবে তদ্রূপ বোধ হইয়া থাকে। জীব নিত্যকালবিদ্যমান ব্রহ্মেরই স্বরূপভূত। মায়িক উপাধি ও অন্তঃকরণব্যবধানে উহাকে স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হয়। জীবের নিজ স্থান যদি সংসার হইত, তবে ব্রহ্মপদ পাইয়া জীব সংসারে পুনরাবৃত্ত হইতে পারিত। বস্তুতঃ জীবের নিজ স্থান "ব্রহ্মপদ"। ব্রহ্মপদ হইতে সংসারাগত বলিয়া জীব ভাসমান হইয়া থাকে। আত্মজ্ঞানপ্রভাবে সংসার হইতে নিজ স্থান—ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইলে তবে আর সংসারে পুনরাবৃত্ত হইবে কেন? যেমন সূর্য্য জলে প্রতিবিম্বিত হয়, জল শুকাইয়া গেলে প্রতিবিম্ব সূর্য্যেই বিলীন হয় আর ফিরিয়া আসে না, সেইরূপ অন্তঃকর-ণাদি ব্যবধান বিনষ্ট হইয়া গেলেই জীব ব্রহ্মে বিলীন হইয়া যায়। সুষুপ্ত্যবস্থা বা প্রকৃতিতে বিলীন অবস্থাকে মুক্তাবস্থা বলা যায় না। কেননা এ অবস্থায় ইন্দ্রিয়শক্তিসকল মনে ও মন অজ্ঞানরূপ কারণে নিষ্ক্রিয়াবস্থায় বিদ্যমান থাকে। আত্মজ্ঞান না জন্মিলে মায়োপাধিক জীব ইন্দ্রিয়গণ সহিত মনকে আকর্ষণ করিয়া লয়। উপাধি বিনষ্ট হইয়া গেলেই জীব স্বস্বরূপা-বস্থায় নিত্য স্থিতি করিতে থাকে ॥ ৭ ॥

——:০:——

(ক) ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৬।৯।২।

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনং চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে॥ ৯॥

অন্বয়বোধিনী। ঈশ্বরঃ (জীবাত্মা) যৎ (যে) শরীরম্ (শরীর) অবাপ্নোতি (প্রাপ্ত হন) যৎ চাপি (ও যে দেহ) উৎক্রামতি (ত্যাগ করেন) [তাহা হইতে] বায়ুঃ (-বায়ুসদৃশ) আশয়াৎ (পুষ্পাদি আধার হইতে) গন্ধান্ ইব (গন্ধসমূহ গ্রহণের ন্যায়) এতানি (-এই ছয় ইন্দ্রিয়কে) গৃহীত্বা (গ্রহণ পূর্ব্বক) সংযাতি (গমন করেন)। ৮॥

বঙ্গানুবাদ। যেমন বায়ু গমন কালে পুষ্পাদি হইতে গন্ধ লইয়া চলিয়া যায়, তদ্রূপ জীবাত্মা দেহ হইতে উৎক্রমণ কালে মন ও ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করিয়া লন, এবং অন্য দেহে প্রবেশ কালে উক্ত ইন্দ্রিয়শক্তির সহিত মনকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। ৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কস্মিন্ কালে?—শরীরমিতি। যচ্চাপি যদা চাপ্যুৎক্রামতী-শ্বরো দেহাদিসংঘাতস্বামী জীবস্তদা—কর্ষতীতিশ্লোকস্থ দ্বিতীয়পাদোঽর্থবশাৎ প্রাথম্যেন সম্বধ্যতে। যদা চ পূর্ব্বস্মাচ্ছরীরাচ্ছরীরান্তরমবাপ্নোতি তদা গৃহীত্বৈতানি মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি সংযাতি সম্যগ্যাতি গচ্ছতি। কিমিবেতি? আহ—বায়ুঃ পবনো গন্ধানিবাশয়াৎ পুষ্পাদেঃ। ৮।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তাম্যাকৃষ্য কিং করোতীতি? অত্রাহ—শরীরমিতি। যদ্যদা শরীরান্তরং কর্ম্মবশাদবাপ্নোতি যতশ্চ শরীরাদুৎক্রামতীশ্বরো দেহাদীনাং স্বামী তদা পূর্ব্বস্মাচ্ছরীরাদেতানি গৃহীত্বা তচ্ছরীরান্তরং সম্যগ্যাতি। শরীরে সত্যপীন্দ্রিয়গ্রহণে দৃষ্টান্তঃ। আশয়াৎ স্বস্থানাৎ কুসুমাদেঃ সকাশাৎ গন্ধান্ গন্ধবতঃ সূক্ষ্মানংশান্ গৃহীত্বা বায়ুর্যথা গচ্ছতি তদ্বৎ। ৮॥

গীতার্থসন্দীপনী। জীবের দেহান্ত হইলে স্থূল শরীর পৃথিবীতেই পড়িয়া থাকে, প্রাণাদি বায়ুসকল বাহ্য বায়ুতে মিলিয়া যায়, কিন্তু ইন্দ্রিয়াদির সহিত মন—মনোময় শরীর—সূক্ষ্ম দেহ, বায়ুর সহিত গন্ধের গতির ন্যায়, জীবাত্মার অনুগমন করিয়া থাকে। পূর্ব্ব দেহে থাকিয়া শুভাশুভ কর্ম্ম বা অনুরূপ সাধনা দ্বারা ইন্দ্রিয় ও মনের যে ক্ষীণতা বা পুষ্টি বা গঠন হইয়া থাকে, তদুপযোগী বিষয় ভোগ করিবার জন্য জীব অন্য দেহকে আশ্রয় করিতে বাধ্য হয়, এবং সেই দেহে প্রবেশ কালে পূর্ব্বদেহের মন ও প্রকৃতিকে সঙ্গে করিয়া লয়, এবং পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত প্রকৃতির অনুরূপ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ৮॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। অয়ং (এই জীব) শ্রোত্রং (কর্ণ), চক্ষুঃ, স্পর্শনং চ (ত্বক্), রসনং (জিহ্বা), ঘ্রাণম্ এব চ (নাসিকা) মনশ্চ (ও মনকে) অধিষ্ঠায় (আশ্রয় করিয়া) বিষয়ান্ (শব্দাদি বিষয়সমূহ) উপসেবতে (উপভোগ করে)। ৯।

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাঽপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ। জীবাত্মা শ্রোত্র, নেত্র, ঘ্রাণ, রসনা ও ত্বক্ সহ মনকে আশ্রয় করিয়া শব্দাদি বিষয় উপভোগ করিয়া থাকে ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কানি পুনস্তানীতি? শ্রোত্রমিতি। শ্রোত্রং চক্ষুঃ। স্পর্শনং চ ত্বগিন্দ্রিয়ং। রসনং জিহ্বা। ঘ্রাণমেব চ। মনশ্চ ষষ্ঠম্। প্রত্যেকমিন্দ্রিয়েণ সহাঽধিষ্ঠায় দেহস্থো বিষয়াঞ্ছব্দাদীনুপসেবতে ॥ ৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তান্যেবেন্দ্রিয়াণি দর্শয়ন্ যদর্থং গৃহীত্বা গচ্ছতি তদাহ —শ্রোত্রমিতি। শ্রোত্রাদীনি বাহ্যেন্দ্রিয়াণি মনশ্চান্তঃকরণমধিষ্ঠায়াশ্রিত্য শব্দাদীন্ বিষয়ানয়ং জীব উপভুঙ্‌ক্তে ॥ ৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। "ঘ্রাণমেব চ" পদের চকার দ্বারা বাগাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় গৃহীত হইয়াছে, এবং "মনশ্চ" পদের চকার দ্বারা বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার গৃহীত হইয়াছে। অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ ও অন্তঃকরণচতুষ্টয় এতাবৎ আশ্রয় করিয়া জীবাত্মা শব্দাদি বিষয় ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

—:o:—

অন্বয়বোধিনী। উৎক্রামন্তং (দেহ হইতে গমনশীল) স্থিতং বা অপি (অথবা দেহে স্থিত) ভুঞ্জানং বা (অথবা বিষয়ভোগনিরত) গুণান্বিতং (গুণসংযুক্ত) [জীবকে] বিমূঢ়াঃ (মূঢ়গণ) ন অনুপশ্যন্তি (দেখিতে পায় না), জ্ঞানচক্ষুষঃ (বিবেকিগণ) পশ্যন্তি (দর্শন করেন) ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ। উৎক্রমণশীল অথবা দেহাবস্থিত কিংবা বিষয়ভোগপ্রবৃত্ত বা গুণত্রয়শালী আত্মাকে মূঢ়গণ দেখিতে পায় না। জ্ঞাননেত্রযুক্ত মহাত্মাগণই সেই আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবং দেহগতং দেহাৎ—উৎক্রামন্তমিতি। উৎক্রামন্তং পরিত্যজন্তং দেহং পূর্ব্বোপাত্তং স্থিতং বা দেহে তিষ্ঠন্তং ভুঞ্জানং বা শব্দাদীংশ্চোপলভমানং গুণান্বিতং সুখদুঃখমোহাদ্যৈশ্চ গুণৈরন্বিতমনুগতং সংযুক্তমিত্যর্থঃ। এবম্ভূতমপ্যেনমত্যন্তদর্শনগোচরপ্রাপ্তং বিমূঢ়া দৃষ্টাঽদৃষ্টবিষয়ভোগবলাকৃষ্টচেতস্তয়াঽনেকধা মূঢ়া নানুপশ্যন্তি। অহো কষ্টং বর্ত্তত ইত্যনুক্রোশতি চ ভগবান্। যে তু পুনঃ প্রমাণজনিতজ্ঞানচক্ষুষস্ত এনং পশ্যন্তি। জ্ঞানচক্ষুষো বিবিক্তদৃষ্টয় ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ননু কার্য্যকারণসংঘাতব্যতিরেকেণৈবংভূতমাত্মানং সর্ব্বেঽপি কিং ন পশ্যন্তি? তত্রাহ—উৎক্রামন্তমিতি। উৎক্রামন্তং দেহাদ্দেহান্তরং গচ্ছন্তং

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ১১ ॥
যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥ ১২ ॥

তস্মিন্নেব দেহে স্থিতং বা বিষয়ান্ ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতমিন্দ্রিয়াদিযুক্তং জীবং বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি নালোকয়ন্তি। জ্ঞানমেব চক্ষুর্যেষাং তে বিবেকিনঃ পশ্যন্তি। ১০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। বিবেকবুদ্ধিবিচারবান্ মহাত্মাগণ শুদ্ধহৃদয়রূপনেত্রে (দেহত্যাগ কালে, দেহে স্থিতিকালে, শোকমোহ সুখদুঃখাদি ভোগকালে, সত্ত্বাদি গুণসঙ্গকালে) আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু বিষয়ভোগবাসনায় উন্মত্ত মূঢ়গণ তাঁহাকে দেখিতে পায় না; ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয় ॥ ১০॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। যতন্তঃ (যত্নশীলঃ) যোগিনঃ চ (যোগিগণ) এনম্ (এই আত্মাকে) আত্মনি (বুদ্ধিতে) অবস্থিতং (অধিষ্ঠিত) পশ্যন্তি (দর্শন করেন)। যতন্তঃ অপি (যত্ন করিয়াও) অকৃতাত্মনঃ (মলিনচিত্ত) অচেতসঃ (অবিবেকিগণ) এনম্ (ইঁহাকে) ন পশ্যন্তি (দেখিতে পায় না) ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ। যোগিগণ প্রযত্ন দ্বারা নিজ নিজ দেহস্থিত আত্মাকে দর্শন করেন, কিন্তু মলিনচিত্ত অবিবেকী পুরুষগণ যত্ন করিলেও তাঁহাকে অবলোকন করিতে পারে না ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কেচিত্তু—যতন্ত ইতি। যতন্তঃ প্রযত্নং কুর্বন্তো যোগিনশ্চ সমাহিতচিত্তা এনং প্রকৃতমাত্মানং পশ্যন্ত্যয়মহমস্মীত্যুপলভন্ত আত্মনি স্বস্যাং বুদ্ধাববস্থিতম্। যতন্তোঽপি শাস্ত্রাদিপ্রমাণৈরকৃতাত্মানোঽসংস্কৃতাত্মানস্তপসেন্দ্রিয়জয়েন চ দুশ্চরিতাদনুপরতা অশান্তদর্পাত্মানঃ প্রযত্নং কুর্বন্তো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসোঽবিবেকিনঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। দুর্জ্ঞেয়শ্চায়ং যতো বিবেকিষ্বপি কেচিৎ পশ্যন্তি কেচিন্ন পশ্যন্তীত্যাহ—যতন্ত ইতি। যতন্তো ধ্যানাদিভিঃ প্রযতমানা যোগিনঃ কেচিদেনমাত্মানমাত্মনি দেহেঽবস্থিতং বিবিক্তং পশ্যন্তি। শাস্ত্রাভ্যাসাদিভিঃ প্রযত্নং কুর্বাণা অপ্যকৃতাত্মানোঽবিশুদ্ধচিত্তা অত এবাঽচেতসো মন্দমতয় এনং ন পশ্যন্তি ॥ ১১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। শুদ্ধান্তঃকরণ যোগিগণ ধ্যানাদি দ্বারা আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করেন। নিষ্কাম কর্ম্মাদি দ্বারা যাহাদের চিত্ত নির্ম্মল হয় নাই, তাহারা সহস্র চেষ্টা করিলেও তাঁহার দর্শন পায় না, কেননা চিত্তশুদ্ধিই আত্মদর্শনের উৎকৃষ্টযন্ত্র ॥ ১১ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। আদিত্যগতং (সূর্য্যস্থিত) যৎ তেজঃ (যে তেজ) চন্দ্রমসি চ (চন্দ্রে) যৎ (যে তেজ) অগ্নৌ চ (এবং অগ্নিতে) যৎ (যে তেজ), অখিলং (সমস্ত) জগৎ (জগৎকে) ভাসয়তে (প্রকাশিত করে) তৎ তেজঃ (সেই তেজ) মামকম্ (মদীয়) বিদ্ধি (জানিবে) ॥ ১২ ॥

বঙ্গানুবাদ। আদিত্য, চন্দ্র ও অগ্নির যে তেজ অখিল জগৎকে প্রকাশিত করিয়া থাকে, সে তেজ আমারই স্বরূপ জানিবে ॥ ১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যৎ পদং সর্ব্বস্যাঽবভাসকমপ্যগ্ন্যাদিত্যাদিকং জ্যোতির্নাঽবভাসয়তে যৎপ্রাপ্তাশ্চ মুমুক্ষবঃ পুনঃ সংসারাঽভিমুখা ন নিবর্ত্তন্তে যস্য চ পদস্যোপাধিভেদমনুবিধীয়মানা জীবা ঘটাকাশাদয় ইবাকাশস্যাঽংশাস্তস্য পদস্য সর্ব্বাত্মত্বং সর্ব্বব্যবহারাস্পদত্বং চ বিবক্ষুশ্চতুর্ভিঃ শ্লোকৈর্বিভূতিসংক্ষেপমাহ ভগবান্—যদিতি। যদাদিত্যগতমাদিত্যাশ্রয়ম্। কিং তৎ? তেজো দীপ্তিঃ প্রকাশো জগদ্ভাসয়তে প্রকাশয়ত্যখিলং সমস্তম্। যচ্চন্দ্রমসি শশভৃতি তেজোঽবভাসকং বর্ত্ততে। যচ্চাঽগ্নৌ হুতবহে। তত্তেজো বিদ্ধি বিজানীহি মামকং মদীয়ম্। মম বিষ্ণোস্তজ্জ্যোতিঃ।

অথবা যদাদিত্যগতং তেজশ্চৈতন্যাত্মকং জ্যোতির্যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাঽগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকং মদীয়ম্। মম বিষ্ণোস্তজ্জ্যোতিঃ।

নমু স্থাবরেষু জঙ্গমেষু চ তৎ সমানং চৈতন্যাত্মকং জ্যোতিঃ। তত্র কথমিদং বিশেষণং যদাদিত্যগতমিত্যাদি?

নৈষ দোষঃ। সত্ত্বাধিক্যাদাধিক্যোপপত্তেঃ। আদিত্যাদিষু হি সত্ত্বমত্যন্তপ্রকাশমত্যন্তভাস্বরম্। অতস্তত্রৈবাবিস্তরাং জ্যোতিরিতি তদ্বিশিষ্যতে। ন তু তত্রৈব তদধিকমিতি। যথা হি লোকে তুল্যেঽপি মুখসংস্থানে ন কাষ্ঠকুড্যাদৌ মুখমাবির্ভবতি। আদর্শাদৌ তু স্বচ্ছে স্বচ্ছতরে চ তারতম্যেনাবির্ভবতি। তদ্বৎ ॥ ১২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেবং ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্য ইত্যাদিনা পারমেশ্বরং পরং ধামোক্তম্। তৎপ্রাপ্তানাং চাঽপুনরাবৃত্তিরুক্তা। তত্র চ সংসারিণোঽভাবমাশঙ্ক্য সংসারিস্বরূপং দেহাদিব্যতিরিক্তং দর্শিতম্। ইদানীং তদেব পারমেশ্বরং রূপমনন্তশক্তিত্বেন নিরূপয়তি—যদিত্যাদিচতুর্ভিঃ। আদিত্যাদিষু স্থিতং যদনেকপ্রকারং তেজো বিশ্বং প্রকাশয়তি তৎ সর্ব্বং তেজো মদীয়মেব জানীহি ॥ ১২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। চৈতন্যাত্মক প্রকাশক জ্যোতিঃ মাত্রেই ভগবদ্বিভূতি। যে শ্বেতভাস্বররূপ তেজে জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা তাঁহারই। তিনি নিজ মায়ার জগৎ বিস্তারিত রাখিয়াছেন। তাঁহার ব্রহ্মতেজেই সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্মান্। এই তেজেই সূর্য্যাধিষ্ঠিত চক্ষু, চন্দ্রাধিষ্ঠিত মন ও অগ্ন্যধিষ্ঠিত বাক্ ক্রিয়া করিতেছে। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "যেন

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ॥ ১৩॥

"সূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ যেন চক্ষংষি পশ্যন্তি" (ক)—যে চৈতন্যরূপ তেজ দ্বারা সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে ও চক্ষু রূপাদি দেখিতেছে॥ ১২॥

—:০:—

অন্বয়বোধিনী। অহং চ (আমি) ওজসা (শক্তি দ্বারা) গাম্ (পৃথিবীতে) আবিশ্য (অনুপ্রবিষ্ট হইয়া) ভূতানি (সমস্ত ভূতকে) ধারয়ামি (ধারণ করিতেছি), রসাত্মকঃ (রসযুক্ত) সোমঃ চ (চন্দ্ররূপ) ভূত্বা (হইয়া) সর্ব্বাঃ (সকল) ওষধীঃ (ব্রীহিযবাদি ওষধিগণকে) পুষ্ণামি (পরিপুষ্ট করিতেছি)॥ ১৩॥

বঙ্গানুবাদ। আমি নিজ প্রভাবে এই পৃথিবীকে অত্যন্ত দৃঢ় করিয়া সমস্ত ভূতকে ধারণ করিয়া রহিয়াছি। সমস্তরসযুক্ত সোমরূপ হইয়া ওষধিরাশিকে আমিই পরিপুষ্ট করিতেছি॥ ১৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—গামিতি। গাং পৃথিবীমাবিশ্য প্রবিশ্য ধারয়ামি ভূতানি জগদহমোজসা বলেন। যদ্বলং কামরাগবিবর্জিতমৈশ্বরং জগদ্বিধারণায় পৃথিব্যাং প্রবিষ্টম্। যেন গুর্ব্বী পৃথিবী নাধঃ পততি। ন বিদীর্য্যতে চ। তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ—যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়েতি (খ)। স দাধার পৃথিবীমিত্যাদিশ্চ (গ)। অতো গামাবিশ্য চ ভূতানি চরাচরাণি ধারয়ামীতি যুক্তমুক্তম্। কিঞ্চ পৃথিব্যাং জাতা ওষধীঃ সর্ব্বা ব্রীহিযবাদ্যাঃ পুষ্ণামি পুষ্টিমতীঃ রসস্বাদুমতীশ্চ করোমি সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ সোমঃ সন্। সর্ব্বরসাত্মকো রসস্বভাবঃ সর্ব্বরসানামাকরঃ সোমঃ। স হি সর্ব্বা ওষধীঃ স্বাত্মরসানুপ্রবেশেন পুষ্ণাতি॥ ১৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ গামিতি। গাং পৃথ্বীমোজসা বলেনাধিষ্ঠায়াহমেব চরাচরাণি ভূতানি ধারয়ামি। অহমেব রসময়ঃ সোমো ভূত্বা ব্রীহ্যাদ্যোষধীঃ সর্ব্বাঃ সংবর্দ্ধয়ামি॥ ১৩॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবানেরই প্রচণ্ডতেজঃপ্রভাবে পৃথিবী নিজস্থানে স্থির হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার শক্তি কার্য্য না করিলে পৃথিবী হয়ত সূর্য্যাভিমুখে ছুটিয়া গিয়া ভস্মীভূত হইয়া যাইত, অথবা স্বস্থান হইতে বিচ্যুত হইয়া রসাতলগামিনী হইত। একটি ভৌতিক পরমাণুও তাঁহার শক্তি ব্যতীত অবিচলিত থাকিতে পারে না। চন্দ্রে সঞ্জীবনী সুধা

(ক) মহানারায়ণ, ১।৩।
(খ) ঋগ্বেদ, ১০।১২১।৫, তৈত্তিরীয়সংহিতা, ৪।১।৮।
(গ) ঋগ্বেদ, ১০।১২১।১, তৈত্তিরীয়সংহিতা, ৪।১।৮।

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাঽপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্ ॥ ১৪ ॥

আছে বলিয়াই উঁহার নামান্তর "সোম"। এই সোমান্তর্ব্বর্ত্তী অমৃতের গুণেই ঔষধাদির রোগ-নিবারিণী শক্তি ; এ শক্তিও ভগবানের তেজ। বস্তুতঃ সংরক্ষণী শক্তির মূলাধার তিনিই ॥ ১৩ ॥

—:০:—

অন্বয়বোধিনী। অহং বৈশ্বানরঃ (জঠরাগ্নি) ভূত্বা (হইয়া) প্রাণিনাং (প্রাণিগণের) দেহম্ (শরীরকে) আশ্রিতঃ (আশ্রয় করিয়া) প্রাণাঽপানসমাযুক্তঃ (প্রাণ ও অপান বায়ু সহ) চতুর্ব্বিধম্ (চারি প্রকার) অন্নং পচামি (পরিপাক করি) ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। আমিই জঠরাগ্নিরূপে সর্ব্ব প্রাণীর দেহ আশ্রয় করিয়া, এবং প্রাণ ও অপান বায়ু দ্বারা প্রজ্বলিত হইয়া, চারি প্রকার অন্ন পরিপাক করিয়া থাকি ॥ ১৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—অহমিতি। অহমেব বৈশ্বানর উদরস্থোঽগ্নির্ভূত্বা—অয়মগ্নির্বৈশ্বানরো যোঽয়মন্তঃ পুরুষে যেনেদমন্নং পচ্যত ইত্যাদিশ্রুতেঃ (ক)—বৈশ্বানরঃ সন প্রাণিনাং প্রাণবতাং দেহমাশ্রিতঃ প্রবিষ্টঃ প্রাণাঽপানসমাযুক্তঃ প্রাণাঽপানাভ্যাং সমাযুক্তঃ সংযুক্তঃ পচামি পক্তিং করোম্যন্নং চতুর্ব্বিধং চতুষ্প্রকারমশনম্। ভোজ্যং ভক্ষ্যং চোষ্যং লেহ্যং চ। ভোক্তা বৈশ্বানরোঽগ্নিঃ। ভোজ্যমন্নং সোমঃ। তদেতদুভয়মগ্নীষোমৌ সর্ব্বমিতি পশ্যতোঽন্নদোষলেপো ন ভবতি ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—অহমিতি। অহমীশ্বর এব বৈশ্বানরো জাঠরাগ্নির্ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমন্তঃ প্রবিশ্য প্রাণাঽপানাভ্যাং চ তদুদ্দীপকাভ্যাং সহিতঃ প্রাণিভির্ভুক্তং ভক্ষ্যং ভোজ্যং লেহ্যং চোষ্যং চেতি চতুর্ব্বিধমন্নং পচামি। তত্র যদ্দন্তৈরবখণ্ড্যাঽবখণ্ড্য ভক্ষ্যতেঽপূপাদি তদ্ভক্ষ্যম্। যত্তু কেবলং জিহ্বয়া বিলোড্য নিগীর্য্যতে পায়সাদি তদ্ভোজ্যম্। যজ্জিহ্বায়াং নিক্ষিপ্য রসাস্বাদেন ক্রমশো নিগীর্য্যতে দ্রবীভূতং গুড়াদি তল্লেহ্যম্। যত্তু দংষ্ট্রাদিভির্নিষ্পীড্য সারাংশং নিগীর্য্যাঽবশিষ্টং ত্যজ্যত ইক্ষুদণ্ডাদি তচ্চোষ্যমিতি চতুর্ব্বিধোঽন্নভেদঃ ॥ ১৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যে জঠরাগ্নি দ্বারা জীব চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয় এই চতুর্ব্বিধ অন্ন, অথবা যাহা দ্বারা জীব পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়ব্য এই চারি প্রকার অন্ন, অর্থাৎ মনুষ্যাদির ব্রীহিযবাদি অন্ন, চাতকাদির জলরূপ অন্ন, বালখিল্যাদির অগ্নিরূপ তৈজস অন্ন, এবং সর্পাদির বায়ুরূপ অন্ন পরিপাক হইয়া থাকে, তাহা ভগবানেরই বিভূতি ॥ ১৪ ॥

-:০:

(ক) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৫।৯।১, মৈত্র্যুপনিষৎ, ২।৬।

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়বোধিনী। অহং সর্ব্বস্য (সকল) [প্রাণীর] হৃদি (হৃদয়ে) সন্নিবিষ্টঃ (প্রবিষ্ট আছি), মত্তঃ (আমা হইতেই) স্মৃতিঃ জ্ঞানং (স্মৃতি ও জ্ঞান) [হয়], অপোহনং চ (এবং স্মৃতি ও জ্ঞানের অভাব হয়), সর্ব্বৈঃ (সকল) বেদৈঃ (বেদ কর্ত্তৃক) বেদ্যঃ (জ্ঞাতব্য) বেদান্তকৃৎ (বেদান্তার্থসম্প্রদায়প্রবর্ত্তক) বেদবিৎ চ (ও বেদার্থবেত্তা) অহম্ এব (আমিই)॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। সকল প্রাণীর হৃদয়ে আমিই জীবাত্মা রূপে প্রবিষ্ট হইয়া স্মৃতি ও জ্ঞান রূপে উদিত হই, আবার সেই স্মৃতি ও জ্ঞানের অভাবও আমা দ্বারাই হইয়া থাকে। বেদসকল দ্বারা আমিই বেদ্য, বেদান্তার্থের সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক, অর্থাৎ লোকসকলের জ্ঞানদাতাও আমিই এবং আমিই বেদের প্রকৃত অর্থবেত্তা॥১৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—সর্ব্বস্যেতি। সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্যাহমাত্মা সন্ হৃদি বুদ্ধৌ সন্নিবিষ্টঃ। অতো মত্ত আত্মনঃ সর্ব্বপ্রাণিনাং স্মৃতির্জ্ঞানং চ। তদপোহনং চ। যেষাং পুণ্যকর্ম্মিণাং পুণ্যকর্ম্মানুরোধেন জ্ঞানস্মৃতী ভবতস্তথা পাপকর্ম্মিণাং পাপকর্ম্মানুরূপেণ স্মৃতিজ্ঞানয়োরপোহনমপগমনং চ। বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব চ পরমাত্মা বেদ্যো বেদিতব্যঃ। বেদান্তকৃৎ বেদান্তার্থসম্প্রদায়কৃদিত্যর্থঃ। বেদবিদ্বেদার্থবিদেব চাহম্॥ ১৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—সর্ব্বস্যেতি। সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য হৃদি সম্যগন্তর্য্যামিরূপেণ প্রবিষ্টোঽহম্। অতশ্চ মত্ত এব হেতোঃ প্রাণিমাত্রস্য পূর্ব্বানুভূতার্থবিষয়া স্মৃতির্ভবতি। জ্ঞানং চ বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগজং ভবতি। অপোহনং চ তয়োঃ প্রমোষো ভবতি। বেদৈশ্চ সর্ব্বৈস্তত্তদ্দেবতাদিরূপেণাহমেব বেদ্যঃ। বেদান্তকৃৎ তৎসম্প্রদায়প্রবর্ত্তকশ্চ। জ্ঞানদো গুরুরহমিত্যর্থঃ। বেদবিদেব চ বেদার্থবিদপ্যহমেব॥ ১৫॥

গীতার্থসন্দীপনী। মায়াশ্রিত চৈতন্যই জীবাত্মা। এই আত্মচৈতন্যপ্রভাবেই পূর্ব্বজন্ম বা পূর্ব্বাবস্থা জনিত সংস্কারপ্রবাহরূপ স্মৃতি এবং ইন্দ্রিয়াতীত ও ইন্দ্রিয়গোচর, অলৌকিক ও লৌকিক জ্ঞান হইয়া থাকে। আবার সেই চৈতন্যসত্তাপ্রভাবেই কাম, ক্রোধ, মোহাদি জন্য স্মৃতি ও জ্ঞানের ভ্রংশও হইয়া থাকে। ঋগাদি বেদচতুষ্টয় কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান প্রতিপাদন দ্বারা সেই পরমাত্মাকেই জানিতে উপদেশ করিয়াছেন। বেদে যে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও অগ্নির কথা লিখিত আছে, তত্তাবৎও পরমাত্মাতেই লক্ষিত হইয়াছে। কেননা তিনিই সর্ব্বাত্মা রূপে বিরাজিত। বেদব্যাসাদিরূপে বেদার্থের উপদেষ্টা তিনিই। তিনিই

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাঽক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥ ১৬॥

আবার পদার্থের প্রকৃত তত্ত্বের জ্ঞাতা। অর্থাৎ বেদার্থ বুঝাইবার কর্ত্তা তিনি, এবং বুঝিবার কর্ত্তাও তিনি। ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত সকলের বুদ্ধির মধ্যে তিনিই অধিষ্ঠাতা। মায়াতীত চৈতন্য রূপে তিনিই ব্রহ্মপদবাচ্য এবং মায়োপাহিত চৈতন্য রূপে তিনিই ঈশ্বরপদবাচ্য। মায়াতীতস্বরূপে যিনি ব্রহ্ম, মায়াশ্রিতস্বরূপে তিনিই ব্রহ্মবেত্তা। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (ক) "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" (খ) "আনন্দো ব্রহ্ম" (গ) "তদেতদ্ব্রহ্ম" (ঘ) "অপূর্ব্বমনপরম্" (ঙ) "অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়মতমোঽবায়ুনাকাশমসঙ্গমরসমগন্ধমচক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবাগমনোঽতেজস্কমপ্রাণমমুখম্" (চ) "অনামগোত্রম্" (ছ) "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্" (জ) "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তম্" (ঝ) "নিত্যং শুদ্ধং বুদ্ধং মুক্তং সত্যং সূক্ষ্মং পরিপূর্ণমদ্বয়ং সদানন্দং চিন্মাত্রম্" (ঞ) "শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ" (ট) "তত্ত্বমসি" (ঠ) ইত্যাদি বচন দ্বারা বেদ মুমুক্ষুগণকে ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করেন॥ ১৫॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। ক্ষরঃ অক্ষরঃ চ যৌ এব ইমৌ (এই দুই) পুরুষৌ (পুরুষ) লোকে (সংসারে) [প্রসিদ্ধ আছে], [তন্মধ্যে] সর্ব্বাণি (সকল) ভূতানি (ভূত) ক্ষরঃ (নশ্বর), কূটস্থঃ (কারণস্বরূপ) অক্ষরঃ (অবিনাশী) উচ্যতে (কথিত হয়েন)॥ ১৬॥

বঙ্গানুবাদ। ক্ষর ও অক্ষর এই দুই পুরুষই ইহলোকে প্রসিদ্ধ। কার্য্যরূপ ভূতগণ ক্ষর ও কারণরূপ মায়া অক্ষর বলিয়া কথিত হয়েন॥ ১৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ভগবত ঈশ্বরস্য নারায়ণাখ্যস্য বিভূতিসংক্ষেপ উক্তো বিশিষ্টোপাধিকৃতঃ—যদাদিত্যগতং তেজ ইত্যাদিনা। অথাধুনা তস্যৈব ক্ষরাঽক্ষরোপাধিপ্রবিভক্ততয়া নিরুপাধিকস্য কেবলস্য স্বরূপনির্দ্ধিধারয়িষয়োত্তরশ্লোকা আরভ্যন্তে। তত্র সর্ব্বমেবাঽতীতাঽনাগতাঽনন্তরাঽধ্যায়ার্থজাতং ত্রিধা রাশীকৃত্যাহ—দ্বাবিমাবিতি। দ্বাবিমৌ পৃথগ্রাশীকৃতৌ পুরুষাবিত্যুচ্যেতে লোকে সংসারে। ক্ষরশ্চ—ক্ষরতীতি ক্ষরো বিনাশ্যেকো রাশিঃ। অপরঃ পুরুষোঽক্ষরস্তদ্বিপরীতঃ। ভগবতো মায়াশক্তিঃ ক্ষরাখ্যস্য পুরুষস্যোৎপত্তিবীজমনেকসংসারিজন্তুকাম-

(ক) তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ২।১।
(খ) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৩।৯।২৮।
(গ) তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ৩।৬।
(ঘ) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ১।৪।১৫; ২।১৫।১৯।
(ঙ) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ২।৫।১৯।
(চ) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৩।৮।৮।
(ছ) মুক্তিকোপনিষৎ, ২।৭২।
(জ) কঠোপনিষৎ, ৩।১৫।
(ঝ) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৬।১৯।
(ঞ) নৃসিংহোত্তরতাপনী, ৯।
(ট) মাণ্ডূক্যোপনিষৎ, ৭।
(ঠ) ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৬।৮।৭।

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥

কর্ম্মাদিসংস্কারাশ্রয়োঽক্ষরঃ পুরুষ উচ্যতে। কৌ তৌ পুরুষাবিতি? আহ স্বয়মেব ভগবান্— ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি। সমস্তং বিকারজাতমিত্যর্থঃ। কূটস্থঃ—কূটো রাশিঃ। রাশিরিব স্থিতঃ। অথবা কূটো মায়া বঞ্চনা জিহ্মতা কুটিলতেতি পর্য্যায়াঃ। অনেকমায়াদিপ্রকারেণ স্থিতঃ কূটস্থঃ। সংসারবীজানন্ত্যান্ন ক্ষরতীত্যক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ইদানীং তদ্ধাম পরমং মমেতি যদুক্তং স্বকীয়ং সর্ব্বোত্তমং স্বরূপং তদ্দর্শয়তি—দ্বাবিতি ত্রিভিঃ। ক্ষরশ্চাক্ষরশ্চেতি দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে প্রসিদ্ধৌ। তাবেবাহ—তত্র ক্ষরঃ পুরুষো নাম সর্ব্বাণি ভূতানি ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তানি শরীরাণি। অবিবেকিলোকস্য শরীরেষ্বেব পুরুষত্বপ্রসিদ্ধেঃ। কূটো রাশিঃ শিলারাশিঃ। পর্ব্বত ইব দেহেষু নশ্যৎস্বপি নির্ব্বিকারতয়া তিষ্ঠতীতি কূটস্থশ্চেতনো ভোক্তা। স ত্বক্ষরঃ পুরুষ ইত্যুচ্যতে বিবেকিভিঃ ॥ ১৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। মায়ার বিকাশস্বরূপ উৎপত্তি ও বিনাশযুক্ত পদার্থ মাত্রই ক্ষর, এবং আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তিযুক্ত কারণরূপ কূটস্থ মায়াশক্তি অক্ষররূপে কথিত হইয়া থাকে। চৈতন্যাত্মক পুরুষ এই দুই নামেই প্রসিদ্ধ ॥ ১৬ ॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। অন্যঃ তু (ক্ষর ও অক্ষর হইতে বিভিন্ন) উত্তমঃ (উৎকৃষ্ট) পুরুষঃ (চৈতন্যরূপ পুরুষ) পরমাত্মা ইতি (পরমাত্মা এই সংজ্ঞায়) উদাহৃতঃ (কথিত হয়েন), যঃ (যে) ঈশ্বরঃ অব্যয়ঃ চ (ঈশ্বর ও অব্যয়) লোকত্রয়ম্ (লোকত্রয়ে) আবিশ্য (প্রবিষ্ট হইয়া) বিভর্ত্তি (প্রতিপালন করিতেছেন) ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। আর পরমোৎকৃষ্ট চৈতন্যরূপ পুরুষ ক্ষর ও অক্ষর—এতদুভয় হইতেই ভিন্ন। তিনি পরমাত্মা নামে অভিহিত। তিনি লোকত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া সকলকে প্রতিপালন করিতেছেন। তিনি অব্যয় ও তিনি ঈশ্বর ॥ ১৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। আভ্যাং ক্ষরাঽক্ষরাভ্যাং বিলক্ষণঃ ক্ষরাঽক্ষরোপাধিদ্বয়দোষেণাঽস্পৃষ্টো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ—উত্তম ইতি। উত্তম উৎকৃষ্টতমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ। অত্যন্তবিলক্ষণ আভ্যাং। পরমাত্মেতি—পরমশ্চাসৌ দেহাদ্যবিদ্যাকৃতাত্মভ্যোঽন্নময়াদিভ্যঃ পঞ্চকোষেভ্যঃ। আত্মা চ সর্ব্বভূতানাং প্রত্যক্চেতন ইতি। অতঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃত উক্তো বেদান্তেষু। স এব বিশিষ্যতে যো লোকত্রয়ং ভূর্ভুবঃস্বরাখ্যং স্বকীয়য়া চৈতন্যবলশক্ত্যাবিশ্য প্রবিশ্য বিভর্ত্তি স্বরূপসদ্ভাবমাত্রেণ বিভর্ত্তি ধারয়তি। অব্যয়ো নাস্য ব্যয়ো বিদ্যত ইত্যব্যয়ঃ। ঈশ্বরঃ সর্ব্বজ্ঞো নারায়ণাখ্য ঈশনশীলঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যদর্থমেতৌ লক্ষিতৌ তমাহ—উত্তম ইতি। এতাভ্যা

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥১৮॥

ক্ষরাঽক্ষরাভ্যামন্যো বিলক্ষণস্ত্বুত্তমঃ পুরুষঃ। বৈলক্ষণ্যমেবাহ—পরমশ্চাসাবাত্মা চেত্যুদাহৃত উক্তঃ শ্রুতিভিঃ। আত্মত্বেন ক্ষরাদচেতনাদ্বিলক্ষণঃ। পরমত্বেনাক্ষরাচ্চেতনাদ্ভোক্তুর্বিলক্ষণ ইত্যর্থঃ। পরমাত্মত্বমেব দর্শয়তি—যো লোকত্রয়মিতি। য ঈশ্বর ঈশনশীলোঽব্যয়শ্চ নির্ব্বিকার এব সল্লোকত্রয়ং কৃৎস্নমাবিশ্য বিভর্ত্তি পালয়তি। ১৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। কার্য্য ও কারণ রূপ মায়াশক্তির অতীত ও মায়োপাধির প্রকাশক পরমাত্মা এতৎ সমস্ত হইতে বিভিন্ন। তিনি পঞ্চকোষের অতীত ও অনধিগম্য। তিনি প্রভুত্ববলে ত্রিজগৎকে নিজ অধীনে রাখিয়া চন্দ্র, সূর্য্য ও পৃথিব্যাদিকে নিজ নিজ কার্য্যে প্রেরণ করিতেছেন। সকলকে রক্ষা করিতেছেন ও সকলকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি অব্যয় ও ত্রিজগতের একমাত্র প্রভু ॥ ১৭ ॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। যস্মাৎ (যে হেতু) অহং ক্ষরম্ অতীতঃ (ক্ষরের অতীত), অক্ষরাৎ অপি (অক্ষর হইতেও) উত্তমঃ চ (উত্তম), অতঃ (অতএব) লোকে বেদে চ (লোকে ও বেদে) পুরুষোত্তমঃ ইতি (বলিয়া) প্রথিতঃ (প্রসিদ্ধ) অস্মি (হই) ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। আমি ক্ষর হইতে অতীত এবং অক্ষর হইতে পরমোৎকৃষ্ট। এই জন্য লোক ও বেদ মধ্যে আমার নাম পুরুষোত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥ ১৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যথাব্যাখ্যাতস্যেশ্বরস্য পুরুষোত্তম ইত্যেতন্নাম প্রসিদ্ধম্। তস্য নামনির্ব্বচনপ্রসিদ্ধ্যাঽর্থবত্বং নাম্নো দর্শয়ন্নিরতিশয়োঽহমীশ্বর ইত্যাত্মানং দর্শয়তি ভগবান্—যস্মাদিতি। যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহং সংসারমায়াবৃক্ষমশ্বত্থাখ্যমতিক্রান্তোঽহম্। অক্ষরাদপি সংসারবৃক্ষবীজভূতাদপি চোত্তম উৎকৃষ্টতম ঊর্দ্ধতমো বা। অতঃ ক্ষরাঽক্ষরাভ্যামুত্তমত্বাদস্মি ভবামি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ প্রখ্যাতঃ পুরুষোত্তম ইতি। এবং মাং ভক্তজনা বিদুঃ। কবয়ঃ কাব্যাদিষু চেদং নাম নিবধ্নন্তি। পুরুষোত্তম ইত্যনেনাঽভিধানেনাঽভিগৃণন্তি। ১৮।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবম্ভূতং পুরুষোত্তমত্বমাত্মনো নামনির্ব্বচনেন দর্শয়তি—যস্মাদিতি। যস্মাৎ ক্ষরং জড়বর্গমতিক্রান্তোঽহং নিত্যমুক্তত্বাৎ। অক্ষরাচ্চেতনবর্গাদপ্যুত্তমশ্চ নিয়ন্তৃত্বাৎ। অতো লোকে বেদে চ পুরুষোত্তম ইতি প্রথিতঃ প্রখ্যাতোঽস্মি। তথা চ শ্রুতিঃ—স এষ সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ সর্ব্বমিদং প্রশাস্তীত্যাদিঃ (ক)। ১৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবান্ কার্য্যরূপ সংসারের অতীত ও অব্যাকৃত কারণ বীজরূপ অবিদ্যা হইতে তিনি অত্যুত্তম। কেননা চৈতন্য পদার্থ জড় হইতে পরম শ্রেষ্ঠ। পূর্ব্বশ্লোকে ক্ষর ও অক্ষর—কার্য্য ও কারণ—দুই পুরুষ বলিয়া কথিত হইয়াছে। পরমাত্মা

(ক) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৫।৬।১।

যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত ॥ ১৯ ॥
ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়াঽনঘ।
এতদ্বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে পুরুষোত্তমযোগো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

কার্য্য ও কারণ উভয় পুরুষ হইতেই উত্তম। এই জন্য বেদ ও লোকমণ্ডলী তাঁহাকে "পুরুষোত্তম" বলিয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

—:০:—

অন্বয়বোধিনী। [হে] ভারত। যঃ (যিনি) এবম্ (এই প্রকারে) অসংমূঢ়ঃ (মোহহীনচিত্ত) [হইয়া] পুরুষোত্তমং (পুরুষোত্তম) মাং (আমাকে) জানাতি (বিদিত হয়েন), সঃ (তিনি) সর্ব্বভাবেন (সর্ব্বপ্রকারে) মাং (আমাকে) ভজতি (ভজনা করেন), [তদনন্তর] সর্ব্ববিৎ (সর্ব্বজ্ঞ) [হন] ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি নির্মোহচিত্ত হইয়া আমাকে পুরুষোত্তম রূপে বিদিত হয়েন, তিনিই সর্ব্বজ্ঞ, এবং তিনিই ভক্তিযোগ দ্বারা আমার যথার্থরূপ সেবা করিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথেদানীং যথানিরুক্তমাত্মানং যো বেদ তস্যেদং ফলমুচ্যতে —যো মামিতি। যো মামীশ্বরং যথোক্তবিশেষণমেবং যথোক্তেন প্রকারেণাঽসংমূঢ়ঃ সংমোহবর্জ্জিতঃ সন্ জানাতি—অয়মহমস্মীতি—পুরুষোত্তমং স সর্ব্ববিৎ—সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বং বেত্তীতি—সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বভূতস্থং ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন সর্ব্বাত্মচিত্ততয়া হে ভারত ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবম্ভূতেশ্বরস্য জ্ঞাতুঃ ফলমাহ— য ইতি। এবমুক্তপ্রকারেণাসংমূঢ়ো নিশ্চিতমতিঃ সন্ যো মাং পুরুষোত্তমং জানাতি স সর্ব্বভাবেন সর্ব্বপ্রকারেণ মামেব ভজতি। ততশ্চ সর্ব্ববিৎ সর্ব্বজ্ঞো ভবতি ॥ ১৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। মনুষ্যবিগ্রহধারী ভগবান্ "আমাদেরই মত একজন সাধারণ মনুষ্য" এই রূপ মোহ যাঁহার বিদূরিত হইয়াছে, তিনিই তাঁহাকে পুরুষোত্তম জ্ঞানে প্রেমলক্ষণা ভক্তি দ্বারা প্রকৃত ভজনা করিতে সমর্থ। তিনি ভগবানকে সর্ব্বগতান্তরাত্মা বলিয়া জানেন, এই জন্য তিনি সর্ব্বজ্ঞ। যিনি সোপাধিক ব্রহ্মরূপ বাসুদেবকে মনুষ্যবুদ্ধিতে না দেখিয়া ব্রহ্মবুদ্ধিতে দেখেন, তিনিই প্রকৃত তত্ত্বদর্শী ও সর্ব্ববিৎ ॥ ১৯ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। [হে] অনঘ! ভারত! ইতি (পূর্ব্বোক্তপ্রকার) গুহ্যতমম্ (অতীব গুহ্য) ইদং (এই) শাস্ত্রং (শাস্ত্র) ময়া (মৎকর্ত্তৃক) উক্তম্ (কথিত হইল), [যে কেহ] এতৎ (ইহা) বুদ্ধা (অবগত হইয়া) বুদ্ধিমান্ কৃতকৃত্যঃ চ (ও কৃতার্থ স্যাৎ (হয়েন) ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে অনঘ! হে ভারত! আমি তোমার নিকট এই যে অতীব গুহ্য রহস্তশাস্ত্র কীর্ত্তন করিলাম যিনি ইহা বিদিত হয়েন, তিনি আত্মজ্ঞান-যুক্ত ও কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন ॥ ২০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অস্মিন্নধ্যায়ে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানং মোক্ষফলমুক্ত্বাঽথেদানীং তৎ স্তৌতি—ইতি গুহ্যতমমিতি। ইত্যেতদ্গুহ্যতমং গোপ্যতমম্। অত্যন্তরহস্যমিত্যেতৎ। কিং তৎ? শাস্ত্রম্। যদ্যপি গীতাখ্যং সমস্তং শাস্ত্রমুচ্যতে তথাপ্যয়মেবাঽধ্যায় ইহ শাস্ত্রমিত্যুচ্যতে স্তুত্যর্থং প্রকরণাৎ। সর্ব্বো হি গীতাশাস্ত্রার্থোঽস্মিন্নধ্যায়ে সমাসেনোক্তঃ। ন কেবলং গীতাশাস্ত্রার্থ এব কিন্তু সর্ব্বশ্চ বেদার্থ ইহ পরিসমাপ্তঃ। যস্তং বেদ স বেদবিৎ—বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্য ইতি চোক্তম্। ইদমুক্তং কথিতং ময়া হে অনঘ। এতচ্ছাস্ত্রং যথাদর্শিতার্থং বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যান্নান্যথা—কৃতকৃত্যশ্চ ভারত। কৃতং কৃত্যং কর্ত্তব্যং যেন স কৃতকৃত্যঃ। বিশিষ্টজন্মপ্রসূতেন ব্রাহ্মণেন যৎ কর্ত্তব্যং তৎ সর্ব্বং ভগবত্তত্ত্বে বিদিতে কৃতং ভবেদিত্যর্থঃ। ন চাঽন্যথা কর্ত্তব্যং পরিসমাপ্যতে কস্যচিদিত্যভিপ্রায়ঃ। সর্ব্বং কর্ম্মাঽখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যত ইতি চোক্তম্। এতদ্ধি জন্মসাফল্যং ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ। প্রাপ্যৈতৎ কৃতকৃত্যো হি দ্বিজো ভবতি নান্যথা॥ ইতি চ মানবং বচনম্ (ক)। যত এতৎ পরমার্থতত্ত্বং মত্তঃ শ্রুতবানসি ততঃ কৃতার্থস্ত্বং ভারতেতি ॥ ২০ ॥

ইতি শাঙ্করে শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অধ্যায়ার্থমুপসংহরতি—ইতীতি। ইত্যনেন সংক্ষেপ-প্রকারেণ গুহ্যতমমতিরহস্যং সম্পূর্ণং শাস্ত্রমেব ময়োক্তম্। ন তু পুনর্ব্বিংশতিশ্লোকমধ্যায়মাত্রং হে অনঘ ব্যসনশূন্য। অত এতন্মদুক্তং শাস্ত্রং বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ সম্যগ্‌জ্ঞানী স্যাৎ। কৃতকৃত্যশ্চ স্যাৎ। যোঽপি কোঽপি হে ভারত। ত্বং কৃতকৃত্যোঽসীতি কিং বক্তব্যমিতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥

সংসারিশাখিনং ছিত্ত্বা স্পষ্টং পঞ্চদশে বিভুঃ।
পুরুষোত্তমযোগাখ্যে পরং পদমুপাদিশৎ ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াং ভগবদ্গীতাটীকায়াং পুরুষোত্তমযোগো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

গীতার্থসন্দীপনী। গীতার ১৮ অধ্যায়ে যাহা কিছু বক্তব্য, ভগবান্ পঞ্চদশ

(ক) মনুঃ, ১২।৯৩।

অধ্যায়েই তত্তাবৎ সংক্ষেপতঃ ব্যাখ্যা করিলেন। যদি কেহ গুরুমুখে এতাবৎ শাস্ত্রীয় নিগূঢ় রহস্য যথাযথ বিদিত হইতে পারেন, তবে তিনি যে যাগযজ্ঞ তপোঽনুষ্ঠানপূর্ব্বক কৃতকার্য্য ও আত্মজ্ঞানযুক্ত হইয়া পরমপদ লাভ করিবেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। ভগবান্ অর্জ্জুনকে হে অনঘ—নিষ্পাপ, হে ভারত—ভরতবংশাবতংস, সম্বোধন করিয়া তাঁহার নিজ সাধু প্রকৃতি, উচ্চাধিকার ও পবিত্র কুলমর্য্যাদার প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন। সাধারণ ব্যক্তিই যখন ভক্তিপূর্ব্বক গীতার উপদেশ গ্রহণ করিয়া পরমপদের অধিকারী হয়, তখন হে অর্জ্জুন, তুমি পবিত্র কুলে জন্মিয়া ও পবিত্রপ্রকৃতি হইয়া যে আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ও কৃতকৃত্য হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? নিষ্পাপ না হইলে আত্মজ্ঞানোপদেশ পাইবার অধিকার হয় না। "তপোভিঃ ক্ষীণপাপানাং শান্তানাং বীতরাগিণাম্। মুমুক্ষূণামপেক্ষ্যোঽয়মাত্মবোধো বিধীয়তে॥" অর্থাৎ তপস্যা দ্বারা যাঁহারা নিষ্পাপ হইয়াছেন, অন্তঃকরণের বৃত্তিরাশি যাঁহাদের নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিয়াছে, বিষয়ানুরাগ যাঁহাদের বিদূরিত হইয়াছে, যাঁহারা মুমুক্ষু ও নিরপেক্ষ, তাঁহাদিগকেই আত্মজ্ঞান উপদেশ করিবার জন্য শাস্ত্র আদেশ করিয়াছেন। অন্যথা অনধিকারীকে আত্মজ্ঞানোপদেশদান নিষিদ্ধ। অর্জ্জুন নিষ্পাপ বলিয়া সম্পূর্ণ আত্মজ্ঞানের অধিকারী, এই জন্য ভগবান্ তাঁহাকে গুহ্য তত্ত্ব সমস্ত উপদেশ করিলেন॥ ২০॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামিমহোদয়-
প্রণীত "গীতার্থ-সন্দীপনী" নামক ভাষা তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায়
পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

——:o:——

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্ ॥ ১ ॥

অন্বয়বোধিনী। শ্রীভগবান্ উবাচ। অভয়ং (অভীকতা) সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ (চিত্তশুদ্ধি) জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ (জ্ঞান ও যোগে স্থিতি) দানং, দমঃ চ, যজ্ঞঃ চ, স্বাধ্যায়ঃ (জপ বা শাস্ত্রপাঠ, ব্রহ্মযজ্ঞ) তপঃ, আর্জ্জবম্ (সরলতা) ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ। ভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! অভয়, সত্ত্বসংশুদ্ধি, জ্ঞান ও যোগে স্থিতি, দান, দম ও যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপ ও আর্জ্জব এই সমস্ত দৈবী সম্পৎ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। দৈব্যাসুরী রাক্ষসী চেতি প্রাণিনাং প্রকৃতয়ো নবমেঽধ্যায়ে সূচিতাঃ। তাসাং বিস্তরেণ প্রদর্শনায়াঽভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিরিত্যাদিরধ্যায় আরভ্যতে। তত্র সংসারমোক্ষায় দৈবী প্রকৃতিঃ। নিবন্ধায়াসুরী রাক্ষসী চেতি। দৈব্যা আদানায় প্রদর্শনং ক্রিয়তে। ইতরয়োঃ পরিবর্জ্জনায়। শ্রীভগবানুবাচ—অভয়মিতি। অভয়মভীরুতা। সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ সংশুদ্ধিঃ সত্ত্বস্যাঽন্তঃকরণস্য সংব্যবহারেষু পরবঞ্চনমায়াঽনৃতাদিপরিবর্জ্জনম্। শুদ্ধভাবেন ব্যবহার ইত্যর্থঃ। জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ—জ্ঞানং শাস্ত্রত আচার্য্যতশ্চাত্মাদিপদার্থানামবগমঃ। অবগতানামিন্দ্রিয়াদ্যুপসংহারেণৈকাগ্রতয়া স্বাত্মসংবেদ্যতাপাদনং যোগঃ। তয়োর্জ্ঞানযোগয়োর্ব্যবস্থিতির্ব্যবস্থানং তন্নিষ্ঠতা। এষা প্রধানা দৈবী সাত্ত্বিকী সম্পৎ। যত্র চ যেষামধিকৃতানাং যা প্রকৃতিঃ সম্ভবতি সাত্ত্বিকী সোচ্যতে। দানং যথাশক্তি সংবিভাগোঽন্নাদীনাম্। দমশ্চ বাহ্যকরণানামুপশমঃ। অন্তঃকরণস্যোপশমং শান্তিং বক্ষ্যতি। যজ্ঞশ্চ শ্রৌতোঽগ্নিহোত্রাদিঃ। স্মার্ত্তশ্চ দেবযজ্ঞাদিঃ। স্বাধ্যায় ঋগ্বেদাদ্যধ্যয়নমদৃষ্টার্থম্। তপো বক্ষ্যমাণং শারীরাদি। আর্জ্জবমৃজুত্বং সর্ব্বদা॥ ১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।

আসুরীং সম্পদং ত্যক্ত্বা দৈবীমেবাশ্রিতা নরাঃ॥
মুচ্যন্ত ইতি নির্ণেতুং তদ্বিবেকোঽথ ষোড়শে॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্ত এতদ্বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারতেত্যুক্তং। তত্র ক এতত্তত্ত্বং বুধ্যতে? কো বা ন বুধ্যতে? ইত্যপেক্ষায়াং তত্ত্বজ্ঞানেঽধিকারিণোঽনধিকারিণশ্চ বিবেকার্থং ষোড়শাধ্যায়স্যারম্ভঃ। নিরূপিতে হি কার্য্যার্থেঽধিকারিজিজ্ঞাসা ভবতি। তদুক্তং ভট্টৈঃ—ভারো যো

অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥২॥

যেন বোঢ়ব্যঃ স প্রাগাতোলিতো যদা। তদা কস্তস্য বোঢ়েতি শক্যং কর্ত্তুং নিরূপণম্॥ ইতি। তত্রাঽধিকারিবিশেষণভূতাং দৈবীং সম্পদমাহ—অভয়মিতি ত্রিভিঃ। অভয়ং ভয়াভাবঃ। সত্বস্য চিত্তস্য সংশুদ্ধিঃ সুপ্রসন্নতা। জ্ঞানযোগ আত্মজ্ঞানোপায়ে ব্যবস্থিতিঃ পরিনিষ্ঠা। দানং স্বভোজ্যস্যাঽন্নাদের্যথোচিতং সংবিভাগঃ। দমো বাহ্যেন্দ্রিয়সংযমঃ। যজ্ঞো যথাঽধিকারং দর্শপূর্ণমাসাদিঃ। স্বাধ্যায়ো ব্রহ্মযজ্ঞাদিঃ। জপযজ্ঞো বা। তপ উত্তরাধ্যায়ে বক্ষ্যমাণং শারীরাদি। আর্জ্জবমবক্রতা॥ ১॥

গীতার্থসন্দীপনী। বাসনাই যে সংসার রূপ বৃক্ষের অবান্তর মূল, তাহা পূর্ব্বাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে। শুভ ও অশুভ ভোগবাসনা দ্বিবিধ। সাত্ত্বিকী বাসনা শুভ ও মুক্তি মার্গের হেতু, এবং রাজস ও তামস বাসনা অশুভ ও বন্ধনের হেতুস্বরূপ। সাত্ত্বিকী বাসনা দৈবী সম্পৎ, এবং রাজস ও তামস বাসনা রাক্ষসী বা আসুরী সম্পৎ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। অশুভ বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুভ বাসনা অবলম্বন করা যে আবশ্যক, তাহা এই অধ্যায়ে কথিত হইবে।

শাস্ত্রের যথাযথ অর্থ বিদিত হইয়া তদনুরূপ অনুষ্ঠানপরায়ণতার নাম "অভয়," অথবা মৃত্যু আদির শঙ্কার অভাবের নাম অভয়। অন্তঃকরণের সুনির্ম্মলতা অর্থাৎ মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, মায়াদি ত্যাগের নাম সত্ত্বসংশুদ্ধি। আত্মস্বরূপ নিশ্চয়ের নাম জ্ঞান। একাগ্রচিত্তে আত্মানুভূতির নাম যোগ। "আমা হইতে কোন প্রাণী যেন ভীত না হয়"—এই ভাবটি পরমহংস ধর্ম্মের উপলক্ষণ। এই অবস্থায় আত্মসাক্ষাৎকার, মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় হইয়া থাকে। ভগবদ্ভক্তি দ্বারা এই সত্ত্বসংশুদ্ধি লাভ হয়। ভগবদ্ভক্তিই দৈবী সম্পৎ লাভের মূল। অতঃপর গৃহস্থগণের দৈবী সম্পৎ কথিত হইয়াছে। নিজাধিকৃত সামগ্রীর স্বত্বত্যাগ পূর্ব্বক যোগ্যপাত্রে দান, বাহ্যেন্দ্রিয়সমূহের সংযম, শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান (দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ আদি), বেদাদি অধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্য বা বাচিক, কায়িক, মানসিক তপঃ (সপ্তদশ অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে) ও অকপটতা এইগুলি দৈবী সম্পৎ॥ ১॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। অহিংসা, সত্যম্, অক্রোধঃ, ত্যাগঃ, শান্তিঃ, অপৈশুনং (পরনিন্দাবর্জ্জন), ভূতেষু (জীবসকলের প্রতি) দয়া, অলোলুপ্ত্বং (লোভশূন্যতা), মার্দ্দবং (মৃদুতা), হ্রীঃ (কুকর্ম্মে লজ্জা), অচাপলম্ (চাঞ্চল্যশূন্যতা)॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ। অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, অপৈশুন্য, সর্ব্বভূতে দয়া, অলোলুপতা, মৃদুতা, লজ্জা ও অচাপল, এতাবৎ দৈবী সম্পৎ॥ ২॥

তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাঽতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভি জাতস্য ভারত ॥ ৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—অহিংসেতি। অহিংসাঽহিংসনং প্রাণিনাং পীড়া-বর্জ্জনম্। সত্যমপ্রিয়ানৃতবর্জ্জিতম্ যথাভূতার্থবচনম্। অক্রোধঃ পরৈরাক্রুষ্টস্যাঽভিহতস্য বা প্রাপ্তস্য ক্রোধস্যোপশমনম্। ত্যাগঃ সংন্যাসঃ—পূর্ব্বং দানস্যোক্তত্বাৎ। শান্তিরন্তঃকরণস্যোপশমঃ। অপৈশুনমপিশুনতা। পরস্মৈ পররন্ধ্রপ্রকটীকরণং পৈশুনম। তদভাবোঽপৈশুনম্। দয়া কৃপা ভূতেষু দুঃখিতেষু। অলোলুপ্ত্বমিন্দ্রিয়াণাং বিষয়সন্নিধাবিবিক্রিয়া। মার্দ্দবং মৃদুতাঽক্রৌর্য্যম। হ্রীর্লজ্জা। অচাপলমসতি প্রয়োজনে বাক্পাণিপাদাদীনামব্যাপারয়িতৃত্বম ॥ ২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—অহিংসেতি। অহিংসা পরপীড়াবর্জ্জনম্। সত্যং যথাদৃষ্টার্থভাষণম্। অক্রোধস্তাড়িতস্যাপি চিত্তে ক্ষোভাঽনুৎপত্তিঃ। ত্যাগ ঔদার্য্যম। শান্তিশ্চিত্তো রতিঃ। পৈশুনং পরোক্ষে পরদোষপ্রকাশনম্। তদ্বর্জ্জনমপৈশুনম। ভূতেষু দীনেষু দয়া। অলোলুপ্ত্বমলোলুপত্বং লোভাভাবঃ। অবর্ণলোপ আর্ষঃ। মার্দ্দবং মৃদুত্বমক্রূরতা। হ্রীরকার্য্যপ্রবৃত্তৌ লোকলজ্জা। অচাপলং ব্যর্থক্রিয়ারাহিত্যম্ ॥ ২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যে যে বৃত্তি দ্বারা জীব জীবন ধারণ করিয়া থাকে, তত্তাবদ্বৃত্তির হানি না করা, যথার্থ অর্থবোধক বচনোচ্চারণ রূপ সত্য [যে বচনপ্রয়োগে অনর্থোৎপত্তি না হয়], অনাদৃত বা তাড়িত হইয়াও ক্রুদ্ধ না হওয়া, শাস্ত্রবিধি পূর্ব্বক যোগ্য পাত্রে দান ব সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ বা সন্ন্যাস. অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহের উপশম অন্যের কাছে আর একজনের অসাক্ষাতে দোষকীর্ত্তন না করা, দীনের প্রতি করুণা, ভোগের বস্তু সম্মুখে আসিলেও ইন্দ্রিয়াদির বিকার না জন্মান, অক্রূর কোমল বাক্য প্রয়োগ, লজ্জা এবং নিষ্প্রয়োজন বাহেন্দ্রিয়াদির ব্যাপার না করা, এই গুলিও দৈবী সম্পৎ ॥ ২ ॥

-:o:-

অন্বয়বোধিনী। [হে] পাণ্ডব। তেজঃ, ক্ষমা, ধৃতিঃ, শৌচম্, অদ্রোহঃ (অবিরোধ) নাতিমানিতা (অভিমানশূন্যতা) [এই সকল শুভ গুণ]. দৈবীং সম্পদম্ (দৈবী সম্পৎকে) অভি (লক্ষ্য করিয়া) জাতস্য (জাত ব্যক্তির) ভবন্তি (হইয়া থাকে) ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে ভরত! সত্ত্বগুণময়ী বাসনা লইয়া যাঁহারা জন্ম পরিগ্রহ করেন, তাঁহারাই তেজ, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, অদ্রোহ ও অনভিমানত্ব এতাবৎ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—তেজ ইতি। তেজঃ প্রাগল্ভ্যম্। ন ত্বগ্গতা দীপ্তিঃ। ক্ষমা তাড়িতস্যাক্রুষ্টস্য বাঽন্তর্ব্বিক্রিয়াঽনুৎপত্তিঃ। উৎপন্নায়াং বিক্রিয়ায়াং প্রশমনমক্রোধ ইত্যবোচাম। ইত্থং ক্ষমায়া অক্রোধস্য চ বিশেষঃ। ধৃতির্দ্দেহেন্দ্রিয়েষ্বসাদং প্রাপ্তেষু তস্য প্রতিষেধকোঽন্তঃকরণবৃত্তিবিশেষঃ। যেনোত্তম্ভিতানি করণানি দেহশ্চ নাবসীদন্তি। শৌচং

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ * ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্ ॥ ৪ ॥

দ্বিবিধম্। মৃজ্জলাভ্যাং কৃতং বাহ্যম্। আভ্যন্তরং চ মনোবুদ্ধ্যোর্নৈর্ম্মল্যং মায়ারাগাদিকালুষ্যাভাবঃ। এবং দ্বিবিধং শৌচম্। অদ্রোহঃ পরজিঘাংসাঽভাবোঽহিংসনম্। নাতিমানিতা—অত্যর্থং মানোঽতিমানঃ। স যস্য বিদ্যতে সোঽতিমানী। তদ্ভাবোঽতিমানিতা। তদভাবো নাতিমানিতা। আত্মনঃ পূজ্যতাঽতিশয়ভাবনাভাব ইত্যর্থঃ। ভবন্ত্যভয়াদীন্যেতদন্তানি সম্পদমভি জাতস্য। কিংবিশিষ্টাং সম্পদম্? দৈবীম্। দেবানাং যা সম্পৎ তামভিলক্ষ্য জাতস্য দৈববিভূত্যর্হস্য ভাবিকল্যাণস্যেত্যর্থঃ। হে ভারত ॥ ৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—তেজ ইতি। তেজঃ প্রাগল্ভ্যম্। ক্ষমা পরিভবাদিষূৎপদ্যমানেষু ক্রোধপ্রতিবন্ধঃ। ধৃতির্দুঃখাদিভিরবসীদতশ্চিত্তস্য স্থিরীকরণম্। শৌচং বাহ্যাভ্যন্তরশুদ্ধিঃ। অদ্রোহো—জিঘাংসারাহিত্যম্। অতিমানিতা—আত্মনঃ পূজ্যত্বাঽভিমানঃ। তদভাবো নাঽতিমানিতা। এতান্যভয়াদীনি ষড়্বিংশতিপ্রকারাণি লক্ষণানি দৈবীং সম্পদমভি জাতস্য ভবন্তি। দেবযোগ্যাং সাত্ত্বিকীং সম্পদমভিলক্ষ্য তদাভিমুখ্যেন জাতস্য ভাবিকল্যাণস্য পুংসো ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। তেজঃ (যদ্দ্বারা কাহারও কাছে পরাভূত হইতে না হয়), ক্ষমা (তিরস্কৃত হইয়া সামর্থ্যসত্ত্বেও ক্রোধ না করা), ধৃতি (ব্যাকুল দেহেন্দ্রিয়াদিকে সুস্থির করিয়া রাখিবার শক্তি), শৌচ (অন্তঃকরণশুদ্ধি), অদ্রোহ (অবিরোধ), নাতিমানিতা (আমি অন্যের পূজ্য এরূপ অভিমান না রাখা) এইগুলিও দৈবী সম্পৎ। যাঁহারা শুভ সাত্ত্বিকী বাসনা লইয়া জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহারাই এই শ্লোকত্রয়োক্ত ষড়্বিংশতি গুণ লাভ করিয়া থাকেন। শ্রুতিও বলিয়াছেন—"পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন"। (ক) পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের পুণ্যময়ী বাসনা দ্বারা জীব উত্তরোত্তর জন্মে পুণ্যবান্ ও পাপ বাসনা দ্বারা পাপযুক্ত হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

—:০:—

অন্বয়বোধিনী। [হে] পার্থ! দম্ভঃ (ধর্ম্মধ্বজিত্ব), দর্পঃ, অভিমানঃ, ক্রোধঃ, পারুষ্যম্ (নিষ্ঠুরতা), অজ্ঞানং চ এব (ও অজ্ঞান) [এই সকল অসদ্গুণ], আসুরীং সম্পদম্ (আসুরী সম্পৎকে) অভি (লক্ষ্য করিয়া) জাতস্য (জাত ব্যক্তির) [হইয়া থাকে] ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে পার্থ! অশুভ বাসনা দ্বারা যাহারা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, সেই রজস্তমোগুণময় মনুষ্যগণ—দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, পারুষ্য ও অজ্ঞান আদি আসুরী সম্পৎ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

---

* দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চেতি শ্রীধরস্বামিধৃতঃ পাঠঃ।

(ক) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৪।৪।৫

দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভি জাতোঽসি পাণ্ডব ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথেদানীমাসুরী সম্পদুচ্যতে—দম্ভ ইতি। দম্ভো ধর্ম্মধ্বজিত্বম্। দর্পো বিদ্যাধনস্বজনাদিনিমিত্ত উৎসেকঃ। অভিমানঃ পূর্ব্বোক্তঃ। ক্রোধশ্চ। পারুষ্যমেব চ পরুষবচনম্। যথা কাণং চক্ষুষ্মানিতি বিরূপং রূপবান্ হীনাভিজনমুত্তমাভিজন ইত্যাদি। অজ্ঞানং চাঽবিবেকজ্ঞানং মিথ্যাপ্রত্যয়ঃ কর্ত্তব্যাঽকর্ত্তব্যাদিবিষয়ঃ। অভি জাতস্য পার্থ। কিমভি জাতস্যেতি? আহ—অসুরাণাং সম্পদাসুরী। তামভি জাতস্যেত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। আসুরীং সম্পদমাহ—দম্ভ ইতি। দম্ভো ধর্ম্মধ্বজিত্বম্। দর্পো ধনবিদ্যাদিনিমিত্তশ্চিত্তস্যোৎসেকঃ। অভিমানো ব্যাখ্যাত এব। ক্রোধঃ প্রসিদ্ধঃ। পারুষ্যং নিষ্ঠুরত্বম্। অজ্ঞানমবিবেকঃ। আসুরীমিত্যুপলক্ষণম্। অসুরাণাং রাক্ষসাণাং চ যা সম্পৎ তামভিলক্ষ্য জাতস্যৈতানি দম্ভাদীনি ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। আমি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আমি বিদ্যা, বুদ্ধি, ধনে, মানে ও রূপে সর্ব্বোত্তম, আমি সকলের পূজনীয়, এই রূপ যাঁহাদের সিদ্ধান্ত; পরের অনিষ্ট করিবার জন্য যে ব্যক্তি উত্তেজিত হয়, যে রুক্ষবচনবক্তা, এবং যে ব্যক্তি সদসদ্বিচারবুদ্ধিবিহীন, সে ব্যক্তি পূর্ব্বজন্মের রজস্তমোগুণময়ী অশুভা বাসনা দ্বারা জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে জানিবে ॥ ৪ ॥

—:০:—

অন্বয়বোধিনী। দৈবী সম্পৎ বিমোক্ষায় (মোক্ষের জন্য) আসুরী [সম্পৎ] নিবন্ধায় (বন্ধনের নিমিত্ত) মতা (অভিপ্রেত)। (হে) পাণ্ডব! মা শুচঃ (শোক করিও না), [যে হেতু তুমি] দৈবীং সম্পদম্ (দৈবীসম্পৎকে) অভি (লক্ষ্য করিয়া) জাতঃ অসি (জন্মিয়াছ) ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। দৈবী সম্পৎ মোক্ষের হেতু, ও আসুরী সম্পৎ বন্ধনের হেতু জানিবে। হে পাণ্ডব! তুমি দৈবী সম্পৎ সহ জন্মিয়াছ, তুমি শোক করিও না ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অনয়োঃ সম্পদোঃ কার্য্যমুচ্যতে—দৈবীতি। দৈবী সম্পদ্যা সা বিমোক্ষায় সংসারবন্ধনাৎ। নিবন্ধায়—নিয়তো বন্ধো নিবন্ধঃ। তদর্থমাসুরী সম্পন্মতাঽভিপ্রেতা। তথা রাক্ষসী চ। তত্রৈবমুক্তে সত্যর্জ্জুনস্যান্তর্গতং ভাবম্—কিমহমাসুরসম্পদ্যুক্তঃ কিংবা দৈবসম্পদ্যুক্ত ইত্যেবমালোচনারূপম্—আলক্ষ্যাহ ভগবান্—মা শুচঃ শোকং মা কার্ষীঃ। সম্পদং দৈবীমভি জাতোঽস্যভিলক্ষ্য জাতোঽসি। ভাবিকল্যাণস্ত্বমসীত্যর্থঃ। হে পাণ্ডব ॥ ৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এতয়োঃ সম্পদোঃ কার্য্যং দর্শয়ন্নাহ—দৈবীতি। দৈবী যা সম্পৎ তয়া যুক্তো ময়োপদিষ্টে তত্ত্বজ্ঞানেঽধিকারী। আসুর্য্যা সম্পদা যুক্তস্তু নিত্যং

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু॥ ৬॥

সংসারীত্যর্থঃ। এতচ্ছ্রুত্বা কিমহমত্রাধিকারী ন বেতি সন্দেহব্যাকুলচিত্তমর্জ্জুনমাশ্বাসয়তি—হে ভারত মা শুচঃ শোকং মা কার্ষীঃ। যতস্ত্বং দৈবীং সম্পদমভি জাতোঽসি॥ ৫॥

গীতার্থসন্দীপনী। শাস্ত্রবিহিত বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্মানুষ্ঠানশীল ব্যক্তিগণ সত্ত্বগুণদ্বারা দৈবী সম্পৎ লাভ করেন, তাঁহারা তদ্দ্বারা মুক্তিভাগী হয়েন। আর শাস্ত্রনিষিদ্ধ অবধোচিত কার্য্যানুষ্ঠানশীল ব্যক্তিগণ রাজসী ও তামসী প্রকৃতি দ্বারা আসুর ও রাক্ষস ভাব লাভ করিয়া থাকে। এই আসুরী সম্পৎ সংসার বন্ধনের মূল, অর্থাৎ বারংবার জন্ম মরণের হেতুভূত। এই জন্য বুদ্ধিমানগণ আসুরী সম্পৎ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। তাই ভগবান্ কহিলেন, হে পাণ্ডব! তুমি তো সাত্ত্বিকী শুভবাসনা সহ উত্তম কুলে জন্মিয়াছ, আর "গুরু ও আত্মীয়গণ বধ করা অকর্ত্তব্য" এই সাত্ত্বিকী বুদ্ধির বশীভূত হইয়াই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতেছ। আমি তোমাকে সকল কথাই তো প্রায় বুঝাইলাম। এক্ষণে আসুরসম্পৎশীল বিষয়ী লোকের ন্যায় যেন শোকাভিভূত হইও না।

"পাণ্ডব" এই সম্বোধন দ্বারা ভগবান্ ইহাই বুঝাইলেন, যে পাণ্ডুর সকল পুত্রই দৈবসম্পদ্‌যুক্ত, তাহাতে তুমি আবার আমার পরম প্রিয় ভক্ত। তবে তুমি যে নিশ্চয়ই দৈবসম্পদ্‌যুক্ত, তাহাতে আর কোন সন্দেহই নাই॥ ৫॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। [হে] পার্থ! অস্মিন্ লোকে (এই জগতে) দৈবঃ আসুরঃ চ (দৈব ও আসুর) দ্বৌ (দুই) ভূতসর্গৌ (ভূতসৃষ্টি) [আছে], দৈবঃ বিস্তরশঃ (সবিস্তরে) প্রোক্তঃ (কথিত হইয়াছে); আসুরং (আসুরী সৃষ্টি) মে (আমার নিকট) শৃণু (শ্রবণ কর)॥৬॥

বঙ্গানুবাদ। এই জগতে দৈব সর্গ ও আসুর সর্গ এই দুই প্রকার ভূতসর্গই সৃষ্ট হইয়াছে। হে পার্থ! দৈব সর্গের বিষয় তোমাকে ইতিপূর্ব্বে সবিস্তর বলিয়াছি। এক্ষণে আসুর সর্গের কথা বলিতেছি শ্রবণ কর॥ ৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্। দ্বাবিতি। দ্বৌ দ্বিসংখ্যাকৌ ভূতসর্গৌ ভূতানাং মনুষ্যাণাং সর্গৌ সৃষ্টী ভূতসর্গৌ সৃজ্যেতে ইতি সর্গৌ। ভূতান্যেব সৃজ্যমানানি দৈবাসুরসম্পদ্‌যুক্তানি দ্বৌ ভূতসর্গাবিত্যুচ্যেতে। দ্বয়া হ প্রাজাপত্যা দেবাশ্চাসুরাশ্চেতি শ্রুতেঃ (ক)। লোকেঽস্মিন্ সংসার ইত্যর্থঃ। সর্ব্বেষাং দ্বৈবিধ্যোপপত্তেঃ। কৌ তৌ ভূতসর্গাবিতি? উচ্যতে—প্রকৃতাবেব দৈব আসুর এব চ। উক্তয়োরেব পুনরনুবাদে প্রয়োজনমাহ—দৈবো ভূতসর্গোঽভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিরিত্যাদিনা বিস্তরশো বিস্তরপ্রকারৈঃ প্রোক্তঃ কথিতঃ। ন ত্বাসুরো বিস্তরশঃ। অতস্তৎপরিবর্জ্জনার্থমাসুরং পার্থ মে মম বচনাদুচ্যমানং বিস্তরশঃ শৃণু অবধারয়॥ ৬॥

(ক) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ১।৩।১।

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাঽপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। আসুরী সম্পৎ সর্ব্বাত্মনা বর্জ্জয়িতব্যেত্যেতদর্থমাসুরীং সম্পদং প্রপঞ্চয়িতুমাহ—দ্বাবিতি। দ্বৌ দ্বিপ্রকারৌ ভূতানাং সর্গৌ মে মদ্বচনাচ্ছৃণু। আসুররাক্ষসপ্রকৃত্যোরেকীকরণেন দ্বাবিত্যুক্তম্। অতো রাক্ষসীমাসুরীং চৈব প্রকৃতিং মো হনীং শ্রিতা ইত্যাদিনা নবমাধ্যায়োক্তপ্রকৃতিত্রৈবিধ্যেনাঽবিরোধঃ। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। জগতে মনুষ্য দ্বিবিধ। যাহারা স্বভাবজাত রাগদ্বেষ আদি অভিভূত করিয়া ধর্ম্মপরায়ণ হয়েন, তাহারা দেবতা। যাহারা স্বভাবসিদ্ধ রাগদ্বেষাদির বশীভূত হইয়া শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য করে, তাহারা অসুর। ভগবান্ ইতিপূর্ব্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের বিষয় বলিবার সময়ে, দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবদ্ভক্তের বিষয় ব্যাখ্যা করিবার সময়ে, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে জ্ঞানলক্ষণ বর্ণন করিবার সময়ে, চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে গুণাতীত পুরুষের লক্ষণ কীর্ত্তন করিবার সময়ে এবং যোড়শ অধ্যায়ে "অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ" আদি বচনে "দৈব ভূতসর্গ" বিস্তার পূর্ব্বক বলিয়াছেন। এক্ষণে "আসুর ভূতসর্গ" ব্যাখ্যা করিবেন। কেননা কুৎসিত বিষয়ের স্বরূপ না বলিলে তাহা ঘৃণাপূর্ব্বক ত্যাগ করিতে জীবের ইচ্ছা হইবে কেন? ॥ ৬ ॥

অন্বয়বোধিনী। আসুরাঃ (অসুরস্বভাব) জনাঃ (লোকেরা) প্রবৃত্তিং চ (প্রবৃত্তি) নিবৃত্তিং চ (ও নিবৃত্তি) ন বিদুঃ (জানে না), [এই নিমিত্ত] তেষু (তাহাদের মধ্যে) ন শৌচং (শৌচ নাই) ন আচারঃ (আচার নাই) ন চ অপি সত্যং বিদ্যতে (সত্যও বিদ্যমান নাই) ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন! যাহারা অসুরস্বভাব, তাহাদের ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান নাই। এজন্য সেই আসুর মনুষ্যগণের শৌচ নাই, আচার নাই এবং সত্যও নাই ॥৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্। আধ্যায়পরিসমাপ্তেরাসুরীসম্পৎ প্রাণিবিশেষণত্বেন প্রদর্শ্যতে। প্রত্যক্ষীকরণেন চ শক্যতেঽস্যাঃ পরিবর্জ্জনং কর্ত্তুমিতি—প্রবৃত্তিমিতি। প্রবৃত্তিং চ প্রবর্ত্তনম্। যস্মিন্ পুরুষার্থসাধনে কর্ত্তব্যে প্রবৃত্তিস্তাম্। নিবৃত্তিং চ তদ্বিপরীতাম্। যস্মাদনর্থহেতোর্নিবর্ত্তিতব্যং সা নিবৃত্তিঃ। তাং চ জনা আসুরা ন বিদুর্ন জানন্তি। ন কেবলং প্রবৃত্তিনিবৃত্তী এব ন বিদুঃ। ন শৌচং নাঽপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে। অশৌচা অনাচারা মায়াবিনোঽনৃতবাদিনো হ্যাসুরাঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। আসুরীং বিস্তরশো নিরূপয়তি—প্রবৃত্তিং চেত্যাদি-দ্বাদশভিঃ। ধর্ম্মে প্রবৃত্তিমধর্ম্মান্নিবৃত্তিং চাসুরস্বভাবা জনা ন জানন্তি। অতঃ শৌচমাচারঃ সত্যং চ তেষু নাস্ত্যেব ॥ ৭ ॥

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্ ॥ ৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। দম্ভ ও দর্পাদি আসুর ভাবযুক্ত মনুষ্যগণ প্রবৃত্তির বিষয়ীভূত ধর্ম্ম অবগত নহে। "প্রবৃত্তিং চ" পদের চকার দ্বারা ইহাই উপলক্ষিত হইয়াছে যে তাহারা ধর্ম্মপ্রতিপাদক বিধিবাক্যও অবগত নহে, এবং যাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে হয়, তাহারা সে অধর্ম্মও জানে না, ও অধর্ম্মপ্রতিপাদক নিষেধ বাক্যও অবগত নহে। যাহারা শাস্ত্রীয়ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানশূন্য, তাহাদের আবার (বাহ্য আভ্যন্তর) শৌচই বা কোথায়, সদাচারই বা কোথায়, ও প্রিয় হিত যাথার্থ্যসম্ভাষণই বা কোথায় ? ॥ ৭ ॥

—:০:—

অন্বয়বোধিনী। তে (তাহারা) জগৎ (জগৎকে) অসত্যম্ (মিথ্যা) অপ্রতিষ্ঠম্ (ধর্ম্মাধর্ম্মের ব্যবস্থাশূন্য) অনীশ্বরম্ (ব্যবস্থাপকবিহীন) অপরস্পরসম্ভূতং (স্ত্রীপুরুষ-সংযোগজাত) কিমন্যৎ (ইহার অন্য কারণ কিছুই নাই) কামহৈতুকম্ (কামজনিত) আহুঃ (বলিয়া থাকে) ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। ইহারা এই জগৎকে অসত্য, অপ্রতিষ্ঠ, অনীশ্বর, অপরস্পর-সম্ভূত ও কামহেতুক বলিয়া থাকে। তাহাদের মতে জগতের অন্য কোনও কারণ নাই ॥৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—অসত্যমিতি। অসত্যং—যথা বয়মনৃতপ্রায়াস্তথেদং জগৎ সর্ব্বমসত্যম্। অপ্রতিষ্ঠং চ—নাঽস্য ধর্ম্মাঽধর্ম্মৌ প্রতিষ্ঠা অতোঽপ্রতিষ্ঠং চেতি। ত আসুরা জনা জগদাহুরনীশ্বরম্। ন চ ধর্ম্মাঽধর্ম্মসব্যপেক্ষকোঽস্য শাসিতেশ্বরো বিদ্যত ইতি। অতোঽনী-শ্বরং জগদাহুঃ। কিঞ্চ—অপরস্পরসম্ভূতম্। কামপ্রযুক্তয়োঃ স্ত্রীপুরুষয়োরন্যোন্যসংযোগাজ্জগৎ সর্ব্বং সম্ভূতম্। কিমন্যৎ কামহৈতুকম্। কামহেতুকমেব কামহৈতুকম্। কিমন্যজ্জগতঃ কারণম্ ? ন কিঞ্চিদদৃষ্টং ধর্ম্মাঽধর্ম্মাদি কারণান্তরং বিদ্যতে জগতঃ। কাম এব প্রাণিনাং কারণমিতি। লোকায়তিক দৃষ্টিরিয়ম্ ॥ ৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। নমু বেদোক্তয়োর্ধর্ম্মাঽধর্ম্ময়োঃ প্রবৃত্তিং নিবৃত্তিং চ কথং ন বিদুঃ ? কুতো বা ধর্ম্মাঽধর্ম্ময়োরনঙ্গীকারে জগতঃ সুখদুঃখাদিব্যবস্থা স্যাৎ ? কথং বা শৌচাচারাদিবিষয়ামীশ্বরাজ্ঞামতিবর্ত্তেরন্ ? ঈশ্বরাঽনঙ্গীকারে চ কুতো জগদুৎপত্তিঃ স্যাৎ ? অত আহ—অসত্যমিতি। নাস্তি সত্যং বেদপুরাণাদি প্রমাণং যস্মিংস্তাদৃশং জগদাহুঃ। বেদাদীনাং প্রামাণ্যং ন মন্যন্ত ইত্যর্থঃ। তদুক্তং ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ডধূর্ত্তনিশাচরা ইত্যাদি (ক)। অত এব নাস্তি ধর্ম্মাঽধর্ম্মরূপা প্রতিষ্ঠা ব্যবস্থাহেতুর্যস্য তৎ। স্বাভাবিকং জগদ্বৈচিত্র্যমাহুরিত্যর্থঃ। অত এব নাস্তীশ্বরঃ কর্ত্তা ব্যবস্থাপকশ্চ যস্য তাদৃশং জগদাহুঃ। তর্হি কুতোঽস্য জগত উৎপত্তিং বদন্তীতি ? অত আহ—অপরস্পরসম্ভূতমিতি। অপরশ্চ পরশ্চেত্যপরস্পরম্। অপরস্পর-

(ক) সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে চার্ব্বাকদর্শনম্।

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ ॥ ৯ ॥

তোঽন্যোন্যতঃ স্ত্রীপুরুষয়োর্ম্মিথুনাৎ সম্ভূতং জগৎ। কিমন্যৎ? কারণমস্য নাস্ত্যন্যৎ কিঞ্চিৎ। কিন্তু কামহৈতুকমেব। স্ত্রীপুরুষয়োরুভয়োঃ কাম এব প্রবাহরূপেণ হেতুরস্যেত্যা-হুরিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। আসুরপ্রকৃতির মনুষ্যগণ বলে যে, জগতে বা জগতের মূলে কোন সত্য সত্বার অস্তিত্ব নাই। ধর্ম্মাধর্ম্ম রূপ প্রতিষ্ঠা যে এই জগদ্ব্যবস্থার হেতু, তাহা তাহারা স্বীকার করে না। তাহাদের মধ্যে শুভাশুভ কর্ম্মের নিয়ন্তা ও সুখদুঃখ ফল-বিধাতা রূপ ঈশ্বর নামে কোন পদার্থ এ জগতে নাই। এই জন্য তাহারা নির্ভীকচিত্তে স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়। ঈশ্বর হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা তাহারা স্বীকার করে না। তাহারা বলে বিষয়ভোগসুখাভিলাষী স্ত্রী পুরুষের সংযোগেই এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে—কামই জগতের উৎপত্তির হেতু। ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট বা ঈশ্বর রূপ অন্য কারণ এ জগতের মূল নহে ॥ ৮ ॥

—:০:—

অন্বয়বোধিনী। এতাং (এই) দৃষ্টিম্ (জ্ঞান) অবষ্টভ্য (আশ্রয় করিয়া) নষ্টাত্মানঃ (বিকৃতাত্মা) অল্পবুদ্ধয়ঃ (অল্পবুদ্ধিঃ) উগ্রকর্ম্মাণঃ (উগ্রকর্ম্মা ব্যক্তিগণ) অহিতাঃ (অহিতকারী) [হইয়া] জগতঃ (জগতের) ক্ষয়ায় (বিনাশার্থ) প্রভবন্তি (উদ্ভূত হয়) ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টিকে আশ্রয় করিয়া নষ্টাত্মা অল্পবুদ্ধি উগ্রকর্ম্মা ব্যক্তিগণ প্রাণিগণের বিনাশার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এতামিতি। এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্যাশ্রিত্য নষ্টাত্মানো নষ্টস্বভাবা বিভ্রষ্টপরলোকসাধনা অল্পবুদ্ধয়ঃ—বিষয়বিষয়ৈব বুদ্ধির্যেষাং তেঽল্পবুদ্ধয়ঃ—প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্রূরকর্ম্মাণো হিংসাত্মকাঃ। ক্ষয়ায় জগতঃ প্রভবন্তীতি সম্বন্ধঃ। জগতোঽহিতাঃ শত্রব ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ এতামিতি। এতাং লোকায়তিকানাং দৃষ্টিং দর্শনমাশ্রিত্য নষ্টাত্মানো মলীমসচিত্তাঃ সন্তোঽল্পবুদ্ধয়ো দৃষ্টার্থমাত্রমতয়ঃ। অত এবোগ্রং হিংস্রং কর্ম্ম যেষাং তে অহিতা বৈরিণো ভূত্বা জগতঃ ক্ষয়ায় প্রভবন্তি। উদ্ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। জীবগণ আসুরী প্রকৃতিকে আশ্রয় করিলে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদি—রজঃ ও তমোদোষে তাহাদের আত্মা আবৃত হয়। তাহারা স্বভাবতঃ অল্পবুদ্ধি-জীবী (অন্ন=মল, মাংস, রুধির মজ্জাদি নির্ম্মিত পদার্থযুক্ত দেহ। যাহাদের দেহে অহংবুদ্ধি,

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্গৃহীত্বাঽসদ্গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ॥ ১০॥
চিন্তামপরিমেয়াং চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ॥ ১১॥

তাহারাই অল্পবুদ্ধি) ও উগ্রকর্ম্মা (যাহারা দেহ মাত্র পোষণ করিবার জন্য শাস্ত্রনিষিদ্ধ কার্য্যেও প্রবৃত্ত হয়) তাহারা লোকের অহিতকারী ব্যাঘ্র সর্পাদিরূপে জন্মগ্রহণ করে॥ ৯॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। [তাহারা] দুষ্পূরং (দুষ্পূরণীয়) কামম্ (কামনাকে) আশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) দম্ভমানমদান্বিতাঃ (দম্ভ মান ও মদে মত্ত হইয়া) মোহাৎ (মোহবশতঃ) অসদ্গ্রাহান্ (অশুভসিদ্ধান্তসমূহ) গৃহীত্বা (গ্রহণপূর্ব্বক) অশুচিব্রতাঃ (অশুচিব্রতযুক্ত) [হইয়া] প্রবর্ত্তন্তে (কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়)॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ। তাহারা দুষ্পূরণীয় কামনাযুক্ত হৃদয়ে দম্ভ, মান ও মদে মত্ত, এবং অশুচিব্রত হইয়া অবিবেক বশতঃ অশুভ সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্ব্বক বেদবিরুদ্ধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়॥ ১০॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তে চ—কামমিতি। কামমিচ্ছাবিশেষমাশ্রিত্যাঽবষ্টভ্য। দুষ্পূরমশক্যপূরণম্। দম্ভমানমদান্বিতাঃ—দম্ভশ্চ মানশ্চ মদশ্চ দম্ভমানমদাঃ। তৈরন্বিতাঃ। মোহাদবিবেকতঃ। গৃহীত্বোপাদায়। অসদ্গ্রাহানশুভনিশ্চয়ান্। প্রবর্ত্তন্তে লোকে। অশুচিব্রতাঃ—অশুচীনি ব্রতানি যেষাং তেঽশুচিব্রতাঃ॥ ১০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অপি চ—কামমাশ্রিত্যেতি। দুষ্পূরং পূরয়িতুমশক্যং কামমাশ্রিত্য দম্ভাদিভির্যুক্তাঃ সন্তঃ ক্ষুদ্রদেবতারাধনাদৌ প্রবর্ত্তন্তে। কথং? অসদ্গ্রাহান্ গৃহীত্বা। অনেন মন্ত্রেণৈতাং দেবতামারাধ্য মহানিধীন্ সাধয়িষ্যাম ইত্যাদীন্ দুরাগ্রহান্ মোহমাত্রেণ স্বীকৃত্য প্রবর্ত্তন্তে। অশুচিব্রতাঃ—অশুচীনি মদ্যমাংসাদিবিষয়াণি ব্রতানি যেষাং তে॥ ১০॥

গীতার্থসন্দীপনী। শত কোটী বর্ষ ভোগ করিলেও যে বিষয়বাসনার পরিপূর্ত্তি হয় না সেই বাসনাবশংবদ জীবগণ দম্ভাদিযুক্ত হয়, ও "অমুক মন্ত্র জপ করিলে স্ত্রী বশীভূত হয়", "অমুক দেবতার পূজা করিলে অধিক ধন পাইব", ইত্যাকার দুরাশায় তাহাদের মন প্রধাবিত হয়। সেই জন্য উচ্ছিষ্টাদি ভোজন, শ্মশানাদিতে গমন, এবং মদ্য ও মাংসাদি সেবন রূপ অশুচি ব্রতে প্রবৃত্ত হয়। ইহারা বেদমার্গভ্রষ্ট হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার আরাধনা করে। পরিণামে তাহাদের অধোগ্যপূর্ণ নরকে গতি হইয়া থাকে॥ ১০॥

——:০:——

আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্‌ ॥ ১২ ॥

অন্বয়বোধিনী। প্রলয়ান্তাম্‌ (মরণ পর্য্যন্তই যাহার স্থিতি সেই) অপরিমেয়াং (অপরিমেয়) চিন্তাম্‌ (চিন্তাকে) উপাশ্রিতাঃ (আশ্রয় করিয়া) কামোপভোগপরমাঃ (বিষয়-ভোগই যাহাদের পরম পুরুষার্থ) এতাবৎ ইতি (এইরূপ) নিশ্চিতাঃ (যাহাদের নিশ্চয়) ॥১১॥

বঙ্গানুবাদ। মরণ পর্য্যন্তই স্থিতি, যাহারা এইরূপ চিন্তাপরায়ণ, শব্দাদি বিষয় ভোগই যাহাদের পুরুষার্থ, বিষয়জনিত সুখই সুখ—এইরূপ যাহাদের নিশ্চয় ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌। কিঞ্চ—চিন্তেতি। চিন্তামপরিমেয়াং চ—ন পরিমাতুং শক্যতে যস্যাশ্চিন্তায়া ইয়ত্তা সাঽপরিমেয়া। তামপরিমেয়াম্‌। প্রলয়ান্তাং মরণান্তাম্‌। উপাশ্রিতাঃ সদা চিন্তাপরা ইত্যর্থঃ। কামোপভোগপরমাঃ—কাম্যন্ত ইতি কামাঃ শব্দাদয়স্তদুপভোগপরমাঃ। অয়মেব পরমঃ পুরুষার্থো যঃ কামোপভোগ ইত্যেবং নিশ্চিতাত্মানঃ। এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—চিন্তামিতি। প্রলয়ো মরণমেবান্তো যস্যাস্তাম্‌। অপরিমেয়াং পরিমাতুমশক্যাং চিন্তামাশ্রিতাঃ। নিত্যং চিন্তাপরা ইত্যর্থঃ। কামোপভোগ এব পরমো যেষাং তে। এতাবদিতি—কামোপভোগ এব পরমঃ পুরুষার্থো নান্যদস্তীতি কৃত-নিশ্চয়াঃ। অর্থসঞ্চয়ানীহন্ত ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। তথা চ বার্হস্পত্যং সূত্রং—কাম এবৈকঃ পুরুষার্থ ইতি। চৈতন্যবিশিষ্টঃ কায়ঃ পুরুষ ইতি চ ॥ ১১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। আসুরপ্রকৃতিযুক্ত ব্যক্তিগণ পরলোক, স্বর্গ, নরক ও মোক্ষাদি কিছুই মানে না। যতদিন দেহ থাকিবে, ততদিন খাও, পর ও আনন্দ কর—স্রক্‌চন্দনবনিতাদি ভোগে জীবনের সার্থকতা কর—ইহাই তাহাদের পুরুষার্থ। দেহাতীত আত্মা নামে কোন পদার্থই নাই। তজ্জন্য তপঃক্লেশাদি সহন করা নিতান্ত মূঢ়তার কার্য্য এইরূপ তাহাদের সিদ্ধান্ত ॥ ১১ ॥

—— :০:——

অন্বয়বোধিনী। আশাপাশশতৈঃ (শত শত আশারজ্জুদ্বারা) বদ্ধাঃ (আবদ্ধ) কামক্রোধপরায়ণাঃ (কাম ও ক্রোধপরায়ণ ব্যক্তিরা) কামভোগার্থম্‌ (বিষয়ভোগের জন্য) অন্যায়েন (অন্যায়পূর্ব্বক) অর্থসঞ্চয়ান্‌ (বিষয়সংগ্রহ) ঈহন্তে (ইচ্ছা করেন) ১২ ॥

বঙ্গানুবাদ। আশাপাশে আবদ্ধ ও কামক্রোধাদিপরায়ণ হইয়া তাহারা বিষয়ভোগের জন্য অন্যায় বৃত্তি দ্বারা ধনাহরণের ইচ্ছা করে ॥ ১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌। আশাপাশশতৈরিতি। আশাপাশশতৈঃ—আশা এব পাশাস্তচ্ছ-তৈরাশাপাশশতৈর্বদ্ধা নিয়ন্ত্রিতাঃ সন্তঃ সর্ব্বত আকৃষ্যমাণাঃ। কামক্রোধপরায়ণাঃ—কামক্রোধৌ

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।*
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥ ১৩॥

পরমরনং পর আশ্রয়ো যেষাং তে কামক্রোধপরায়ণাঃ। ঈহন্তে চেষ্টন্তে কামভোগার্থং কামভোগ-প্রয়োজনায়। ন ধর্ম্মার্থম্। অন্যায়েনার্থসঞ্চয়ানর্থপ্রচয়ান্। অন্যায়েন পরস্বাপহরণাদিনে-ত্যর্থঃ॥ ১২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অত এব—আশেতি। আশা এব পাশাস্তৈর্ষাং শতৈর্বদ্ধা ইতস্তত আকৃষ্যমাণাঃ। কামক্রোধপরায়ণাঃ—কামক্রোধৌ পরময়নমাশ্রয়ো যেষাং তে। কামভোগার্থমন্যায়েন চৌর্য্যাদিনার্থানাং সঞ্চয়ান্ রাশীনীহন্ত ইচ্ছন্তি॥ ১২॥

গীতার্থসন্দীপনী। "ভবন ও উদ্যান নির্ম্মাণ করিব, স্ত্রী ও পুত্রাদি সুখী হইবে, লোকসমাজে সম্মান বাড়িবে" ইত্যাকার আশাপাশে শৃঙ্খলাবদ্ধ চৌরের ন্যায় আবদ্ধ হইয়াও "পরনারী বা বহু নারী ভোগ করিব, পরের অনিষ্ট করিব" ইত্যাকার চিন্তার বশীভূত হইয়া, এবং তদ্দ্বারাই পরমসুখোৎপত্তি হইবে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া, অত্যাচার ও চৌর্য্যাদি দ্বারা আসুর প্রকৃতিযুক্ত দুরাত্মাগণ ধন সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হয়।

"বরং দারিদ্র্যমন্যায়প্রভবাদ্বিভবাদপি।
ক্ষীণতা পীনতা দেহে পীনতা ন তু রোগজা॥

বরং দরিদ্র হইয়া থাকা ভাল, তথাচ অন্যায় উপায়ে বিভবশালী হওয়া ভাল নহে। কেননা সুস্থ ক্ষীণ শরীরও ভাল, তথাচ রোগে ফুলিয়া স্থূল হওয়া কিছু নয়। এই বিচার দ্বারা দেব-প্রকৃতির লোকগণ ধনার্থ অন্যায় প্রভাব প্রয়োগ করেন না॥ ১২॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। অদ্য ময়া (মৎকর্ত্তৃক) ইদং (ইহা) লব্ধম্ (লব্ধ হইয়াছে), ইদং (এই) মনোরথং (মনোরথ) প্রাপ্স্যে (আমি পাইব), ইদম্ (এই ধন) অস্তি (সঞ্চিত আছে), পুনঃ মে (আমার) ইদং (এই) ধনম্ অপি (ধনও) ভবিষ্যতি (হইবে)॥ ১৩॥

বঙ্গানুবাদ। অদ্য এই ধন লাভ করিলাম, আমার এই অভীষ্ট শীঘ্র সিদ্ধ হইবে। আমার গৃহে এত ধন পূর্ব্ব হইতেই সঞ্চিত আছে, ও এই ধন আগামী বর্ষে আরও অধিক বর্দ্ধিত হইবে॥ ১৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ঈদৃশঞ্চ তেষামভিপ্রায়ঃ—ইদমিতি। ইদং দ্রব্যমদ্যেদানীং ময়া লব্ধম্। ইদং চান্যৎ প্রাপ্স্যে মনোরথং মনস্তুষ্টিকরম্। ইদং চাস্তি। ইদমপি মে ভবিষ্যত্যাগামিনি সংবৎসরে পুনর্ধনম্। তেনাহং ধনী বিখ্যাতো ভবিষ্যামি॥ ১৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তেষাং মনোরথং কথয়ন্ নরকপ্রাপ্তিমাহ—ইদম-

* ইদং প্রাপ্স্যে মনোরথমিতি শ্রীধরস্বামিধৃতঃ পাঠঃ।

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী ॥ ১৪ ॥

ধ্যেতিচতুর্ভিঃ। প্রাপ্স্যে প্রাপ্স্যামি। মনোরথং মনসঃ প্রিয়ম্। স্পষ্টমন্যৎ। এতেষাং চ ত্রয়াণাং শ্লোকানামিত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ সন্তো নরকে পতন্তীতি চতুর্থেনান্বয়ঃ ॥ ১৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। আসুরপ্রকৃতির মানবগণ কেবল ধন তৃষ্ণাতেই দিনপাত করে। কত ধন পাইলাম, কত ধন পাইব, অন্ত ধন কিরূপে আসিবে—এই প্রকার বিষয় চিন্তা দ্বারা তাহারা নিজ নিজ নরকের পথ পরিষ্কার করিতে থাকে ॥ ১৩ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। অসৌ (ঐ) শত্রু ময়া (মৎ কর্তৃক) হতঃ (হত হইয়াছে), অপরান্ অপি চ (ও অন্য শত্রুগণকেও) হনিষ্যে (বিনাশ করিব), অহম্ (আমি) ঈশ্বরঃ (প্রভু) অহং ভোগী (ভোগের অধিকারী) অহং সিদ্ধঃ, বলবান্, সুখী ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। আমি এই শত্রুকে নাশ করিয়াছি, অন্য শত্রুদিগকেও বিনাশ করিব, আমিই ঈশ্বর, আমি ভোগী, আমি সিদ্ধ, আমি বলবান্ ও আমিই সুখী ॥ ১৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অসৌ ময়েতি। অসৌ দেবদত্তনামা ময়া হতো দুর্জয়ঃ শত্রুঃ। হনিষ্যে চাপরানন্যানপি। কিমেতে করিষ্যন্তি তপস্বিনঃ। সর্বথাঽপি নাস্তি মত্তুল্যঃ। কথম্? ঈশ্বরোঽহম্। অহং ভোগী। সর্বপ্রকারেণ চ সিদ্ধোঽহম্। সম্পন্নঃ পুত্রৈঃ পৌত্রৈর্নপ্তৃভিঃ। ন কেবলং মানুষোঽহম্। বলবান্ সুখী চাহমেব। অন্যে তু ভূমি-ভারায়াঽবতীর্ণাঃ ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—অসাবিতি। সিদ্ধঃ কৃতকৃত্যঃ। স্পষ্ট-মন্যৎ ॥ ১৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। এমন যে দুর্জয় শত্রু, তাহাকেও আমি নষ্ট করিয়াছি। আমার মত বীর কে আছে? আর অমুক যে শত্রু আছে, তাহাকেও বিনাশ করিব। "হনিষ্যে চ" পদের চকার দ্বারা ইহাই সূচিত হইয়াছে যে, কেবল তাহাকেই নষ্ট করিয়া ক্ষান্ত থাকিব তাহা নহে, তাহার ধন দারাদিও হরণ করিব। আমার সমকক্ষ কে আছে? যত মনুষ্য দেখিতেছি, ইহারা তো আমার সমক্ষে কীট পতঙ্গ বিশেষ—আমি ঈশ্বর। বিষয় ভোগের পূর্ণাধিকারী তো আমিই। আমি ভ্রাতা, পুত্র ও ভৃত্যাদি সম্পন্ন। আমি যাহা চাহি, তাহাই করিতে পারি। আমার তুল্য পরাক্রমী ও সুখী আর কে আছে!! আসুরপ্রকৃতি মানবগণের চিন্তাপ্রবাহ এইরূপ ॥ ১৪ ॥

—:০:—

আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥১৫॥
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়বোধিনী। [আমি] আঢ্যঃ (ধনাঢ্য) অভিজনবান্ (কুলীন) অস্মি (হই), ময়া সদৃশঃ (আমার তুল্য) অন্যঃ কঃ (অন্য কে) অস্তি (আছে)? যক্ষ্যে (যজ্ঞ করিব) দাস্যামি (দান করিব) [ইহাতে] মোদিষ্যে (আনন্দিত হইব), ইতি (এইরূপে) অজ্ঞানবিমোহিতাঃ (অজ্ঞানমোহিত হয়)॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। আমি ধনাঢ্য ও কুলীন। আমার তুল্য আর কেহ নাই। আমি যাগ করিব—দান করিব, ইহাতে আমার যথেষ্ট হর্ষ হইবে। আসুরপ্রকৃতির ব্যক্তিগণ এইরূপে অজ্ঞানমোহিত হয়॥ ১৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। আঢ্য ইতি। আঢ্যো ধনেন। অভিজনবান্ সপ্তপুরুষং শ্রোত্রিয়ত্বাদিসম্পন্নঃ। তেনাপি ন মম তুল্যোঽস্তি কশ্চিৎ। কোঽন্যোঽস্তি সদৃশস্তুল্যো ময়া? কিঞ্চ যক্ষ্যে যাগেনাপ্যন্যানভিভবিষ্যামি। দাস্যামি নটাদিভ্যঃ। মোদিষ্যে হর্ষাঽতিশয়ং প্রাপ্স্যামি। এবমজ্ঞানেন বিমোহিতা অজ্ঞানবিমোহিতা বিবিধমবিবেকভাবমাপন্নাঃ ॥১৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—আঢ্য ইতি। আঢ্যো ধনাদিসম্পন্নঃ। অভিজনবান্ কুলীনঃ। যক্ষ্যে যাগাদ্যনুষ্ঠানেনাঽপি দীক্ষিতান্তরেভ্যঃ সকাশান্মহতীং প্রতিষ্ঠাং প্রাপ্স্যামি। দাস্যামি স্তাবকেভ্যঃ। মোদিষ্যে হর্ষং প্রাপ্স্যামি। ইত্যেবমজ্ঞানেন বিমোহিতা মিথ্যাঽভিনিবেশং প্রাপিতাঃ॥ ১৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ধনে, মানে, কুলে, শীলে, আমার মত আর কে আছে? যাহা কেহ করিতে পারে নাই এরূপ ধূমধামের সহিত আমি যাগ করিব। কত লোক আমার বাটীতে আসিবে। নট, ভাট ও নর্ত্তকীগণ আসিয়া আমার স্তুতি করিবে। আমি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে ধন দান করিব, তাহারাও সন্তুষ্ট হইবে। লোকে আমার যশঃ কীর্ত্তন করিবে। আসুরভাবাপন্ন মানববর্গ এইরূপ চিন্তায় বিমোহিত থাকে॥ ১৫ ॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। অনেকচিত্তবিভ্রান্তাঃ (নানাবিধ দূষিত সংকল্পে বিভ্রান্ত) মোহজালসমাবৃতাঃ (মোহজালে আচ্ছাদিত) কামভোগেষু (বিষয়ভোগ সমূহে) প্রসক্তাঃ (অত্যন্ত আসক্ত) [পুরুষগণ] অশুচৌ (অশুচি) নরকে পতন্তি (পতিত হয়)। ১৬।

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন! নানাবিধ দূষিত সঙ্কল্প কলাপে বিভ্রান্ত,

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাঽবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ১৭ ॥

মোহজালে সমাবৃত ও বিষয় ভোগে অত্যন্ত আসক্ত আসুরপ্রকৃতির পুরুষগণ অশুচি নরক মধ্যে পতিত হয় ॥ ১৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অনেকেতি। অনেকচিত্তবিভ্রান্তা উক্তপ্রকারৈরনেকৈশ্চিত্তৈর্বিবিধং ভ্রান্তা অনেকচিত্তবিভ্রান্তাঃ। মোহজালসমাবৃতাঃ—মোহোঽবিবেকোঽজ্ঞানম্। তদেব জালমিবাবরণাত্মকত্বাৎ। তেন সমাবৃতাঃ। প্রসক্তাঃ কামভোগেষু। কাম্যন্ত ইতি কামা বিষয়াঃ। তেষামুপভোগেষু কামভোগেষু। তত্রৈব নিষণ্ণাঃ সন্তস্তেনোপচিতকল্মষাঃ পতন্তি নরকেঽশুচৌ বৈতরণ্যাদৌ ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবম্ভূতা যৎ প্রাপ্নুবন্তি তচ্ছৃণু—অনেকেতি। অনেকেষু মনোরথেষু প্রবৃত্তং চিত্তমনেকচিত্তম্। তেন বিভ্রান্তা বিক্ষিপ্তাঃ। তেনৈব মোহময়েন জালেন সমাবৃতাঃ। মৎস্যা ইব সূত্রময়েন জালেন যন্ত্রিতাঃ। এবং কামভোগেষু প্রসক্তা অভিনিবিষ্টাঃ সন্তোঽশুচৌ কশ্মলে নরকে পতন্তি ॥ ১৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। পূর্ব্বকথিতানুরূপ নানা অসৎ সঙ্কল্প দ্বারা অস্থিরচিত্ত ("অনেকচিত্ত"=একবস্তুতে যাহার চিত্ত স্থির হয় না) ও ভ্রম জালে বিজড়িত, হিতাহিত জ্ঞান শূন্য, আসুরবুদ্ধি ব্যক্তিগণ নিজ নিজ অনর্থকারী বিষয়ভোগে আসক্ত হইয়া নানা পাপাচরণ করতঃ বিষ্ঠা, মূত্র, শ্লেষ্মা, রুধির আদি অমেধ্য পূর্ণ বৈতরণী প্রভৃতি অপার নরকার্ণবে পতিত হইয়া নানা ক্লেশ ভোগ করিতে থাকে ॥ ১৬ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। আত্মসম্ভাবিতাঃ (আত্মশ্লাঘাবিশিষ্ট) স্তব্ধাঃ (অনম্র) ধনমানমদান্বিতাঃ (ধন, মান ও মদযুক্ত) তে (সেই আসুর ব্যক্তিগণ) দম্ভেন (দম্ভসহকারে) নামযজ্ঞৈঃ (নামমাত্র যজ্ঞসমূহের দ্বারা) অবিধিপূর্ব্বকং যজন্তে (যজ্ঞ করে)। ১৭।

বঙ্গানুবাদ। **আত্মসম্ভাবিত ও স্তব্ধ, ধন, মান ও মদযুক্ত আসুরব্যক্তিগণ অবিধিপূর্ব্বক নামমাত্র যজ্ঞ করিয়া দম্ভ প্রকাশ করিয়া থাকে ॥ ১৭ ॥**

শাঙ্করভাষ্যম্। আত্মসম্ভাবিতা ইতি। আত্মসম্ভাবিতাঃ সর্ব্বগুণবিশিষ্টতয়াত্মনৈবাত্মনি সম্ভাবিতা আত্মসম্ভাবিতাঃ। ন সাধুভিঃ। স্তব্ধা অপ্রণতাত্মানঃ। ধনমানমদান্বিতাঃ—ধননিমিত্তো মানো মদশ্চ। তাভ্যাং ধনমানমদাভ্যামন্বিতাঃ। যজন্তে নামযজ্ঞৈর্নামমাত্রৈর্যজ্ঞৈস্তে দম্ভেন ধর্ম্মধ্বজিতয়া। অবিধিপূর্ব্বকং বিহিতাঙ্গেতিকর্ত্তব্যতারহিতম্ ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যক্ষ্য ইতি চ যদ্বোক্তং মনোরথ উক্তঃ স কেবলং

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥ ১৮॥

দম্ভাহঙ্কারাদিপ্রধান এব ন তু সাত্ত্বিক ইত্যভিপ্রায়েণাহ—আত্মেতিদ্বাভ্যাম্। আত্মনৈব সম্ভাবিতাঃ পূজ্যতাং নীতাঃ। ন তু সাধুভিঃ কৈশ্চিৎ। অত এব স্তব্ধা অনম্রাঃ। ধনেন যো মানো মদশ্চ তাভ্যাং সমন্বিতাঃ সন্তস্তে। নামমাত্রেণ যে যজ্ঞাস্তে নামযজ্ঞাঃ। যদ্বা দীক্ষিতঃ সোমযাজীত্যেবমাদিনামমাত্রপ্রসিদ্ধয়ে যে যজ্ঞাস্তৈর্যজন্তে। কথম্? দম্ভেন। ন তু শ্রদ্ধয়া। অবিধিপূর্ব্বকং চ যথা ভবতি তথা॥ ১৭॥

গীতার্থসন্দীপনী। সম্মানিত ব্যক্তিগণ যাহাকে সম্মান করেন, তিনিই প্রকৃত সম্মানভাজন। কিন্তু আসুর ব্যক্তিগণ অন্য কর্ত্তৃক সম্মানিত না হইলেও আপনাকে আপনি সম্মানভাজন বলিয়া মনে করে। ধনাভিমানে, আত্মাভিমানে ও বৃথাহংভিমানে মত্ত হইয়া যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে। এ যজ্ঞে যজ্ঞকর্ত্তার শ্রদ্ধা নাই, বেদবিধি অনুসারে—দ্রব্য, দেবতা, মন্ত্র ও দক্ষিণাদির দিকে দৃষ্টি নাই; কর্ম্মনিষ্ঠা নাই। আছে কেবল লোক-দেখান ধূমধাম। সুতরাং এরূপ দাম্ভিক যজ্ঞানুষ্ঠাতার যজ্ঞফল লাভ হয় না। এরূপ যজ্ঞ নামমাত্র যজ্ঞ, বস্তুতঃ বিহিত যজ্ঞ নহে॥ ১৭॥

:০:-

অন্বয়বোধিনী। অহঙ্কারং, বলং, দর্পং, কামং, ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ (আশ্রয় করিয়া) [তাহারা] আত্মপরদেহেষু (নিজ ও অন্যের দেহস্থিত) মাং (আমার প্রতি) প্রদ্বিষন্তঃ (দ্বেষ করিয়া) অভ্যসূয়কাঃ (অসূয়াপরায়ণ) [হয়]॥ ১৮॥

বঙ্গানুবাদ। অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের বশীভূত এবং অসূয়াকারী আসুর পুরুষগণ নিজ ও অন্যের দেহস্থিত আত্মরূপী আমাকে দ্বেষ করিয়া থাকে॥ ১৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অহঙ্কারমিতি। অহঙ্কারম্—অহঙ্করণমহঙ্কারঃ। বিদ্যমানৈরবিদ্যমানৈশ্চ গুণৈরাত্মন্যধ্যারোপিতৈর্বিশিষ্টমাত্মানমহমিতি মন্যতে। সোঽহঙ্কারোঽবিদ্যাখ্যঃ কষ্টতমঃ সর্ব্বদোষাণাং মূলম্। সর্ব্বানর্থপ্রবৃত্তীনাং চ। তম্। তথা বলং পরাভিভব-নিমিত্তং কামরাগান্বিতম্। দর্পং—দর্পো নাম যস্যোদ্ভবে ধর্ম্মমতিক্রামতীতি। সোঽয়মন্তঃ-করণাশ্রয়ো দোষবিশেষঃ। কামং স্ত্র্যাদিবিষয়ম্। ক্রোধমনিষ্টবিষয়ম্। এতানন্যাংশ্চ মহতো দোষান্ সংশ্রিতাঃ। কিঞ্চ তে মামীশ্বরমাত্মপরদেহেষু স্বদেহে পরদেহেষু চ তদ্বুদ্ধি-কর্ম্মসাক্ষিভূতং মাং প্রদ্বিষন্তো—মচ্ছাসনাতিবর্ত্তিত্বং প্রদ্বেষঃ—তং কুর্ব্বন্তোঽভ্যসূয়কাঃ সন্মার্গস্থানাং গুণেষসহমানাঃ॥ ১৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অবিধিপূর্ব্বকত্বমেব প্রপঞ্চয়তি—অহঙ্কারমিতি। অহঙ্কারাদীন্ সংশ্রিতাঃ সন্ত আত্মপরদেহেষ্বাত্মদেহেষু পরদেহেষু চ চিদংশেন স্থিতং মাং

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষেব যোনিষু॥ ১৯॥

প্রদ্বিষন্তো দ্বেষন্তে। দম্ভবজ্ঞেষু শ্রদ্ধায়া অভাবাদাত্মনো বৃথৈব পীড়া ভবতি। তথা পশ্বাদী-নামপ্যবিধিনা হিংসায়াং চৈতন্যদ্রোহ এবাংহবশিষ্যত ইতি প্রদ্বিষন্ত ইত্যুক্তম্। অভ্যসূয়কাঃ সম্মার্গবর্ত্তিনাং গুণেষু দোষারোপকাঃ॥ ১৮॥

গীতার্থসন্দীপনী। আসুর পুরুষগণ আপনার কোন গুণ বা শরীরের যথো-চিত বল না থাকিলেও আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা গুণবান্ ও বলবান্ বলিয়া মনে করে। গুরু ও সজ্জনগণকে অবজ্ঞা পূর্ব্বক আপনাকে মহান্ বোধে বৃথা দর্প করে। কি রূপে কিছু লাভ হইবে, কি রূপে অন্যের অনিষ্ট করিব, এই রূপ চিন্তাতেই তাহাদের মনোবৃত্তির প্রবাহ। "ক্রোধং চ" পদের চকার দ্বারা মাৎসর্য্যাদি অন্যান্য দোষও উপলক্ষিত হইয়াছে। ইহাদের নরকেই গতি হইয়া থাকে। কেননা তাহারা দেহাত্মবুদ্ধির বশীভূত হইয়া সর্ব্বদেহাবস্থিত ও প্রিয় হইতেও পরম প্রিয় চৈতন্য স্বরূপ আত্মাতে প্রীতি করে না। আর সদাচার সাধু ও গুরুজনের প্রতি যাহার তুচ্ছ বুদ্ধি, সজ্জনে যাহার শ্রদ্ধা নাই, বেদবিহিতব্রতাচারী তত্ত্বাত্ম-গণের প্রতি যাহারা অসূয়া প্রকাশ করে, ও তাঁহাদের কুৎসা কীর্ত্তন করে, তাহাদের ভগ-বদ্ভক্তির উদয় হইবার সম্ভাবনা কোথায়? ভক্তিহীনের গতি নরক ভিন্ন আর কোথায় হইবে? "মামাত্মপরদেহেষু" আদি বচনের অর্থ এই যে জীবের নিজ দেহে বা পুত্রভার্য্যাদি বা পশ্বাদি অন্যদেহে চৈতন্য স্বরূপ আমাকে অথবা রাম কৃষ্ণাদি আমার নিজ লীলাবিগ্রহে ও ধ্রুব, প্রহ্লাদাদি ভক্তগণের দেহে আমার আবির্ভাবকে যাহারা বিদ্বেষ করে, তাহারা ভক্তিলাভ করিতে পারে না, সুতরাং নরকার্ণবে ভাসিয়া যায়॥ ১৮॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। অহং দ্বিষতঃ (দ্বেষপরবশ) ক্রূরান্ (ক্রূর) নরাধমান্ (নরাধম) অশুভান্ (অশুভকারিগণকে) সংসারেষু (সংসারে) আসুরীষু (আসুরী) যোনিষু এব (যোনিসমূহেই) অজস্রং (পুনঃ পুনঃ) ক্ষিপামি (নিক্ষেপ করিয়া থাকি)॥ ১৯॥

বঙ্গানুবাদ। এইরূপ দ্বেষ্টা, ক্রূর, নরাধম, নিত্য অশুভকর্ম্মানুষ্ঠান-শীল, আসুর পুরুষগণকে আমি নরক মার্গে নিপাতিত করি। তাহাদিগকে অতি ক্রূর ব্যাঘ্র সর্পাদি যোনিতে ভ্রমণ করাই॥ ১৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তানহমিতি। তানহং সর্ব্বান্ সম্মার্গপ্রতিপক্ষভূতান্ সাধু-দ্বেষিণো দ্বিষতশ্চ মাং ক্রূরান্ সংসারেষ্বেব নরকসংসরণমার্গেষু নরাধমানধর্ম্মদোষবত্ত্বাৎ ক্ষিপামি প্রক্ষিপামি। অজস্রং সন্ততমশুভানশুভকর্ম্মকারিণ আসুরীষ্বেব ক্রূরকর্ম্মপ্রায়াসু ব্যাঘ্রসিংহাদি-যোনিষু—ক্ষিপামীত্যনেন সম্বন্ধঃ॥ ১৯॥

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥ ২০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তেষাং চ কদাচিদপ্যাসুরস্বভাবপ্রচ্যুতির্ন ভবতীত্যাহ—তানিতি দ্বাভ্যাম্। তানহং মাং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু জন্মমৃত্যুমার্গেষু তত্রাপ্যাসুরীষ্বেবাতিক্রূরাসু ব্যাঘ্রসর্পাদিযোনিষজস্রমনবরতং ক্ষিপামি। তেষাং পাপকর্ম্মণাং তাদৃশং ফলং দদামীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবদ্বিদ্বেষ্টা, জীবহিংসাপরায়ণ, নরাধম, শাস্ত্রনিষিদ্ধ অশুভ কর্ম্মানুষ্ঠাননিরত আসুর ব্যক্তিগণকে ভগবান্ কদাপি কৃপা করেন না। তাহারা চতুরশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া নানা দুঃখ ভোগ করিতে থাকে। শ্রুতিও বলিয়াছেন—"অথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চাণ্ডালযোনিং বা" ইতি (ক)। শাস্ত্রনিষিদ্ধ পাপকর্ম্মকারিগণ শীঘ্রই নীচ যোনি প্রাপ্ত হয়। কখন কুক্কুরযোনি, কখন শূকরযোনি, কখন বা চণ্ডালযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জগতে যে কাহাকেও ধনী, কাহাকেও দরিদ্র, কাহাকেও ধর্ম্মাত্মা, কাহাকেও পাপাত্মা, কাহাকেও সুখী আবার কাহাকেও দুঃখী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ঈশ্বরের সৃষ্টিবৈষম্য নহে। জীবের নিজ নিজ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল মাত্র। যে যেমন বীজ বপন করে, তাহার বৃক্ষ সেইরূপ ফল প্রসব করিয়া থাকে। যাহার পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান, সাধু প্রবৃত্তি ও ভগবানে ভক্তি নাই, তাহার অধোগতি অবশ্যম্ভাবিনী ॥ ১৯ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। [হে] কৌন্তেয়! মূঢ়াঃ (মূঢ়ব্যক্তিরা) জন্মনি জন্মনি (জন্মে জন্মে) আসুরীং যোনিম্ (আসুরী যোনি) আপন্নাঃ (প্রাপ্ত হয়), [সুতরাং] মাম্ (আমাকে) অপ্রাপ্য এব (না পাইয়া) ততঃ (তদনন্তর) অধমাং গতিং (অধোগতি) যান্তি (লাভ করে) ॥২০॥

বঙ্গানুবাদ। হে কৌন্তেয়! যে ব্যক্তি একবার আসুর যোনি প্রাপ্ত হয়, সে অবিবেক জন্য আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া জন্ম জন্ম আরও অধোগতি লাভ করিয়া থাকে ॥২০॥

শাঙ্করভাষ্যম্। আসুরীমিতি। আসুরীং যোনিমাপন্নাঃ প্রতিপন্না মূঢ়া অবিবেকিনো জন্মনি জন্মনি প্রতিজন্ম তমোবহুলাস্বেব যোনিষু জায়মানা অধো গচ্ছন্তি। তে মূঢ়া মামীশ্বরমপ্রাপ্যানাসাদ্যৈব হে কৌন্তেয় ততস্তস্মাদপি যান্ত্যধমাং নিকৃষ্টতমাং গতিম্। মামপ্রাপ্যেতি ন মৎপ্রাপ্তৌ কাচিদপ্যাশঙ্কাস্তি। অতো মচ্ছিষ্টসাধুমার্গপ্রাপ্তিমপ্রাপ্যেত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

(ক) ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৫।১০।৭।

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ ২১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—আসুরীমিতি। তে চ মামপ্রাপ্যৈবেত্যেব-কারেণ মৎপ্রাপ্তিশঙ্কাঽপি কুতস্তেষাম্? মৎপ্রাপ্ত্যুপায়ং সন্মার্গমপ্রাপ্য ততোঽপ্যধমাং কৃমিকীটাদিগতিং যান্তীত্যুক্তম্। শেষং স্পষ্টম্॥ ২০॥

গীতার্থসন্দীপনী। বিবেক ও ভক্তি ভিন্ন ভগবানকে লাভ করা যায় না। তমোগুণী আসুর পুরুষের এ দুইটিরই অভাব। সুতরাং ঈদৃশী দূষিতপ্রকৃতি লইয়া একবার জন্মগ্রহণ করিলে তাহার উদ্ধার হওয়া দুর্ঘট। দুষ্ট ব্যক্তির সহজে সৎকার্য্যে প্রবৃত্তি হয় না। বেদবিহিত সৎকার্য্য না করিলে বিবেক বা চিত্তশুদ্ধি হইবেই বা কিরূপে? "মাং" পদে ভগবৎপ্রাপ্তির পথ উপলক্ষিত হইয়াছে। নীচকর্ম্মিগণ বেদমার্গ অবলম্বন করিতে না পারায় ক্রমশঃ নীচ যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই জন্য বুদ্ধিমান্‌গণ শীঘ্রই আসুরী সম্পৎ পরিত্যাগ করিয়া দৈবী সম্পৎ আশ্রয় করিবেন॥২০॥

অন্বয়বোধিনী। কামঃ, ক্রোধঃ, তথা লোভঃ,—ইদং (এই) ত্রিবিধং (তিন প্রকার) নরকস্য (নরকের) দ্বারম্, [অতএব] আত্মনঃ (নিজের) নাশনম্ (নাশক) এতৎ (এই) ত্রয়ং (তিনকে) ত্যজেৎ (ত্যাগ করিবে)॥ ২১॥

বঙ্গানুবাদ। জীবের অধোগতির কারণ স্বরূপ কাম, ক্রোধ ও লোভ। এই তিনটি নরকের দ্বার স্বরূপ। ইহারা অবশ্য পরিহার্য্য॥ ২১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সর্ব্বস্যা আসুর্য্যাঃ সম্পদঃ সংক্ষেপোঽয়মুচ্যতে। যস্মিংস্ত্রিবিধে সর্ব্ব আসুরসম্পদ্ভেদোঽনন্তোঽপ্যন্তর্ভবতি। যৎপরিহারেণ পরিহৃতশ্চ ভবতি। যন্মূলং সর্ব্বস্যাঽনর্থস্য। তদেতদুচ্যতে—ত্রিবিধমিতি। ত্রিবিধং ত্রিপ্রকারং নরকস্য প্রাপ্তাবিদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ। যদ্দ্বারং প্রবিশন্নেব নশ্যত্যাত্মা। কস্মৈচিৎ পুরুষার্থায় যোগ্যো ন ভবতীত্যেতৎ। অত উচ্যতে—দ্বারং নাশনমাত্মন ইতি। কিং তৎ? কামঃ ক্রোধস্তথা লোভঃ। তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ। যত এতদ্দ্বারং নাশনমাত্মনঃ। তস্মাৎ কামাদিত্রয়মেতত্ত্যজেৎ। ত্যাগস্তুতিরিয়ম্॥ ২১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। উক্তানামাসুরদোষাণাং মধ্যে সকলদোষমূলভূতং দোষত্রয়ং সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়মিত্যাহ—ত্রিবিধমিতি। কামঃ ক্রোধো লোভশ্চেতীদং ত্রিবিধং নরকস্য দ্বারম্। অতএবাত্মনো নাশনং নীচযোনিপ্রাপকম্। তস্মাদেতত্ত্রয়ং সর্ব্বাত্মনা ত্যজেৎ॥ ২১॥

গীতার্থসন্দীপনী। কাম, ক্রোধ ও লোভের প্রভাবে মানবগণ ধর্ম্ম কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। ইহারা মানবের মহান্ রিপু। কেননা ইহারা মানবকে স্বর্গাদি সুখে

এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২২ ॥
যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ। *
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥ ২৩ ॥

বঞ্চিত করে, ও অধস্তন নরকাদিতে নিক্ষেপ করে। এই জন্য সুধীগণ প্রযত্নপূর্ব্বক এই তিনটিকে পরিত্যাগ করিবেন। সৎসঙ্গ ও বিবেক দ্বারা আপনাকে এই তিন অনর্থকারী শত্রুর হস্ত হইতে না বাঁচাইতে পারিলে কাহারও কল্যাণ নাই ॥ ২১ ॥

অন্বয়বোধিনী [হে কৌন্তেয়। এতৈঃ (এই) ত্রিভিঃ (তিন) তমোদ্বারৈঃ (নরকের দ্বার হইতে) বিমুক্তঃ (মুক্ত) [হইয়া] নরঃ (মনুষ্য) আত্মনঃ (আপনার) শ্রেয়ঃ আচরতি (সাধন করেন), ততঃ (তদনন্তর) পরাং গতিং (পরম গতি) যাতি (লাভ করেন) ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে কৌন্তেয়! নরকের দ্বার স্বরূপ এই কাম, ক্রোধ ও লোভকে পরিত্যাগ করিলে মনুষ্য শ্রেয়ঃসাধনপূর্ব্বক পরম গতি লাভ করিয়া থাকে ॥ ২২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এতৈরিতি। এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈঃ—তমসো নরকস্য দুঃখমোহাত্মকস্য দ্বারাণি কামাদয়স্তৈঃ—এতৈস্ত্রিভির্বিমুক্তো নর আচরত্যনুতিষ্ঠতি। কিম্? আত্মনঃ শ্রেয়ঃ। যৎপ্রতিবদ্ধঃ পূর্ব্বং নাচচার তদপগমাদাচরতি। ততস্তদাচরণাদ্যাতি পরাং গতিং মোক্ষমপীতি ॥ ২২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ত্যাগে চ বিশিষ্টং ফলমাহ—এতৈরিতি। তমসো নরকস্য দ্বারভূতৈরেতৈস্ত্রিভিঃ কামাদিভির্বিমুক্তো নর আত্মনঃ শ্রেয়ঃসাধনং তপোযোগাদিকমাচরতি। ততশ্চ মোক্ষং প্রাপ্নোতি ॥ ২২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি কামাদি বিষম রিপুত্রয়কে পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহার নরকে গতি ও অধম যোনি প্রাপ্তি হয় না। অধিকন্তু তাঁহার অন্তঃকরণ উপদ্রবশূন্য ও চিত্ত বিশুদ্ধ হয়। তাহা হইলেই মনুষ্যের বেদবিহিত তপস্যায় ও আত্মজ্ঞানে প্রবৃত্তি হয়, এবং তৎসাধন দ্বারা মুক্তি লাভ হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। যঃ (যে ব্যক্তি) শাস্ত্রবিধিম্ (শাস্ত্রবিধিকে) উৎসৃজ্য (পরিত্যাগ পূর্ব্বক) কামকারতঃ (স্বেচ্ছাচারী হইয়া) বর্ত্ততে (কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়) সঃ (সেই

* বর্ত্ততে কামচারত ইতি শ্রীধরস্বামিধৃতঃ পাঠঃ।

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাঽকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহাঽর্হসি ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগো নাম যোড়শোঽধ্যায়ঃ।

ব্যক্তি) সিদ্ধিং (সিদ্ধি) ন অবাপ্নোতি (লাভ করে না), ন সুখং (না সুখ), ন পরাং গতিং (না পরম গতি) [প্রাপ্ত হয়] ॥ ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারী হইয়া কার্য্য করে, তাহার সিদ্ধিলাভ (অন্তঃকরণের শুদ্ধি), ইহলোকে সুখ, স্বর্গ ও মোক্ষরূপ উৎকৃষ্ট গতিও লাভ হয় না ॥ ২৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সর্ব্বস্যৈতস্যাসুরসম্পৎপরিবর্জ্জনস্য শ্রেয়আচরণস্য শাস্ত্রং কারণম্। শাস্ত্রপ্রমা[illegible]। নাঽন্যথা। অতঃ—যঃ শাস্ত্রেতি। যঃ শাস্ত্রবিধিং—শাস্ত্রং বেদঃ। তস্য বিধিং কর্ত্তব্যাঽকর্ত্তব্যজ্ঞানকারণং বিধিপ্রতিষেধাখ্যম্। উৎসৃজ্য ত্যক্ত্বা। বর্ত্ততে কামকারতঃ কামপ্রযুক্তঃ সন্। ন স সিদ্ধিং পুরুষার্থযোগ্যতামবাপ্নোতি। নাপ্যস্মিল্লোঁকে সুখম্। নাপি পরাং প্রকৃষ্টাং গতিং স্বর্গং মোক্ষং বা ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কামাদিত্যাগশ্চ স্বধর্ম্মাচরণং বিনা ন সম্ভবতীত্যাহ—স [illegible] শাস্ত্রবিধিং বেদবিহিতং ধর্ম্মমুৎসৃজ্য যঃ কামচারতো যথেচ্ছং বর্ত্ততে স সিদ্ধিং তত্ত্বজ্ঞানং ন প্রাপ্নোতি। ন চ পরাং গতিং মোক্ষং প্রাপ্নোতি ॥ ২৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। লোকে যাহা বুঝিতে পারে, অথবা যাহা বুঝিতে পারে না, তদ্বারা নরের সমস্ত গূঢ়ার্থ শিক্ষা দিবার জন্যই শাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে। বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও ইতিহাসাদি বিধি[illegible]ধবাক্য দ্বারা ও নানাবিধ উপদেশ দ্বারা, অধিকারী অনুসারে মনুষ্যের মঙ্গল বিধান করিতেছেন। যে ব্যক্তি শাস্ত্রবাক্যকে উপেক্ষা করিয়া বিষয়বিষবহ্নি-বিদগ্ধ নিজ দুর্ব্বল বুদ্ধি দ্বারা যথেচ্ছা কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে, তাহার চিত্তশুদ্ধি হয় না। তাহার ইহলৌকিক সুখ লাভ করাও ভার। কেননা শাস্ত্র ঐহিক ও পারলৌকিক উভয় সুখলাভের পন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন। আবার স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি অতিক্রম করিয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট হওয়ায় তাহার স্বর্গ বা মুক্তি লাভেরও কোন উপায় হয় না। দুর্জ্ঞেয় আত্মতত্ত্ব জানিতে হইলে শাস্ত্রের সাহায্য লওয়া নিতান্ত আবশ্যক। স্বকপোলকল্পনার বশীভূত হইয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট হওয়া অত্যন্ত অনর্থকর ॥ ২৩ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। তস্মাৎ (অতএব) কার্য্যাঽকার্য্যব্যবস্থিতৌ (কার্য্যও অকার্য্যের নিরূপণে) শাস্ত্রং তে (তোমার) প্রমাণম্ (প্রমাণস্বরূপ)। [অতএব] ইহ (অধিকার অনুসারে) শাস্ত্রবিধানোক্তং (শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা) জ্ঞাত্বা (বিদিত হইয়া) কর্ম্ম কর্ত্তুম্ (করিতে) অর্হসি (যোগ্য হও) ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। কার্য্যাকার্য্যের নিরূপণ করিতে হইলে শাস্ত্রই প্রমাণস্বরূপ। অতএব শাস্ত্রানুসারে নিজ অধিকারানুরূপ শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা বিদিত হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও ॥ ২৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তস্মাদিতি। তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং জ্ঞানসাধনং তে তব কার্য্যাঽকার্য্যব্যবস্থিতৌ কর্ত্তব্যাঽকর্ত্তব্যব্যবস্থায়াম্। অতো জ্ঞাত্বা বুদ্ধা শাস্ত্রবিধানোক্তম্। বিধির্বিধানম্। শাস্ত্রমেব বিধানং শাস্ত্রবিধানম্। কুর্য্যাৎ—ন কুর্য্যাৎ—ইত্যেবংলক্ষণম্। তেনোক্তং স্বকর্ম্ম যত্তৎ কর্ত্তুমিহার্হসি। ইহেতি কর্ম্মাধিকারভূমিপ্রদর্শনার্থমিতি ॥ ২৪ ॥

ইতি শাঙ্করে শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ফলিতমাহ—তস্মাদিতি। ইদং কার্য্যমিদমকার্য্যমিত্যস্যাং ব্যবস্থায়াং তে তব শাস্ত্রং শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদিকমেব প্রমাণম্। অতঃ শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম জ্ঞাত্বেহ কর্ম্মাধিকারে বর্ত্তমানো যথাঽধিকারং কর্ম্ম কর্ত্তুমর্হসি। তন্মূলত্বাৎ সত্ত্বশুদ্ধিসম্যগ্জ্ঞানমুক্তীনামিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

দেবদৈত্যেয়সম্পত্তিসংবিভাগেন ষোড়শে।
তত্ত্বজ্ঞানেঽধিকারস্তু সাত্ত্বিকস্যেতি দর্শিতম্ ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াং ভগবদ্গীতাটীকায়াং দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

গীতার্থসন্দীপনী। যখন শাস্ত্রই কার্য্যাকার্য্যের প্রমাণস্বরূপ, এবং যখন শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিলে অধোগতি হয়, তখন হে অর্জ্জুন। তোমার স্বেচ্ছানুসারে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গাপবর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইও না। শাস্ত্র তোমার বর্ণাশ্রমধর্ম্মানুরূপ যেরূপ যুদ্ধকার্য্যের ব্যবস্থা দিতেছেন, তাহার অমর্য্যাদা করিয়া আসুরসম্পদের অধিকারী হইও না। যাহা শাস্ত্রবিহিত, তাহা তোমার রুচিকর হউক বা না হউক, তাহারই অনুষ্ঠান কর, তাহাতেই তোমার পরম কল্যাণ হইবে ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামিমহোদয়
প্রণীত "গীতার্থ সন্দীপনী" নামক ভাষা তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার
ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

—:০:—

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ ॥১॥

অন্বয়বোধিনী। অর্জ্জুন উবাচ। [হে] কৃষ্ণ! যে (যাহারা) শাস্ত্রবিধিম্ উৎসৃজ্য (পরিত্যাগ পূর্ব্বক) শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধার সহিত) অন্বিতাঃ (যুক্ত হইয়া) যজন্তে (পূজনাদি করিয়া থাকে), তেষাং (তাহাদিগের) নিষ্ঠা কা (কিরূপ)? সত্ত্বং (সাত্ত্বিকী)? রজঃ (রাজসী)? আহো (অথবা) তমঃ (তামসী)? ১ ॥

বঙ্গানুবাদ। অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! যাহারা শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পূজনাদি করিয়া থাকে, তাহাদের সেই নিষ্ঠা কি সাত্ত্বিকী, রাজসী অথবা তামসী? ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং ত ইতি ভগবদ্বাক্যাল্লব্ধপ্রশ্নবীজোঽর্জ্জুন উবাচ—যে শাস্ত্রবিধিমিতি। যে কেচিদবিশেষিতাঃ শাস্ত্রবিধিং শাস্ত্রবিধানং শ্রুতিস্মৃতি-শাস্ত্রচোদনামুৎসৃজ্য পরিত্যজ্য যজন্তে দেবাদীন্ পূজয়ন্তি। শ্রদ্ধয়াঽন্বিতাঃ শ্রদ্ধয়াস্তিক্যবুদ্ধ্যাঽন্বিতাঃ সংযুক্তাঃ সন্তঃ। শ্রুতিলক্ষণং স্মৃতিলক্ষণং বা কঞ্চিচ্ছাস্ত্রবিধিমপশ্যন্তো বৃদ্ধব্যবহার-দর্শনাদেব শ্রদ্দধানতয়া যে দেবাদীন্ পূজয়ন্তি ত ইহ যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতা ইত্যেবং গৃহ্যন্তে। যে পুনঃ কঞ্চিচ্ছাস্ত্রবিধিমুপলভমানা এব তমুৎসৃজ্যাঽযথাবিধি দেবাদীন্ পূজয়ন্তি ত ইহ যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্ত ইতি ন পরিগৃহ্যন্তে। কস্মাৎ? শ্রদ্ধয়াঽন্বিতত্ব-বিশেষণাৎ। দেবাদিপূজাবিধিপরং কিঞ্চিচ্ছাস্ত্রং পশ্যন্ত এব তদুৎসৃজ্যাঽশ্রদ্দধানতয়া তদ্বিহিতায়াং দেবাদিপূজায়াং শ্রদ্ধয়াঽন্বিতাঃ প্রবর্ত্তন্ত ইতি ন শক্যং পরিকল্পয়িতুং যস্মাত্তস্মাৎ পূর্ব্বোক্তা এব যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়াঽন্বিতা ইত্যত্র গৃহ্যন্তে। তেষামেবম্ভূতানাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ? সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ? কিং সত্ত্বং নিষ্ঠাঽবস্থানম্? আহোস্বিদ্রজঃ? অথবা তম ইতি? এতদুক্তং ভবতি—যা তেষাং দেবাদিবিষয়া পূজা সা কিং সাত্ত্বিকী? আহোস্বিদ্রাজসী? উত তামসীতি? ॥ ১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।

উক্তাঽধিকারহেতূনাং শ্রদ্ধা মুখ্যা তু সাত্ত্বিকী।
ইতি সপ্তদশে গৌণশ্রদ্ধাভেদস্ত্রিধোচ্যতে।

শ্রীভগবানুবাচ।

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু॥ ২॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে—যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতীত্যনেন শাস্ত্রোক্তবিধিমুৎসৃজ্য কামচারেণ বর্ত্তমানস্য জ্ঞানেঽধিকারো নাস্তীত্যুক্তম্। তত্র শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য কামচারং বিনা শ্রদ্ধয়া বর্ত্তমানানাং কিমধিকারোঽস্তি নাস্তি বেতি বুভুৎসয়াঽর্জ্জুন উবাচ য ইতি। অত্র চ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্ত ইত্যনেন শাস্ত্রার্থং বুদ্ধা তমুল্লঙ্ঘ্য বর্ত্তমানা ন গৃহ্যন্তে। তেষাং শ্রদ্ধয়া যজনানুপপত্তেঃ। আস্তিক্যবুদ্ধির্হি শ্রদ্ধা। ন চাসৌ শাস্ত্রবিরুদ্ধেঽর্থে শাস্ত্রজ্ঞানবতাং সম্ভবতি। তানেবাধিকৃত্য ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধেতি। যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবা-নিত্যাদ্যুত্তরানুপপত্তেশ্চ। অতো নাত্র শাস্ত্রোল্লঙ্ঘিনো গৃহ্যন্তে। অপি তু ক্লেশবুদ্ধ্যালস্যাদ্বা শাস্ত্রার্থজ্ঞানে প্রযত্নমকৃত্বা কেবলমাচারপরম্পরাবশেন শ্রদ্ধয়া কুহ্চিদ্দেবতারাধনাদৌ প্রবর্ত্তমানা গৃহ্যন্তে। অতোঽয়মর্থঃ—যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য দুঃখবুদ্ধ্যালস্যাদ্বাঽনাদৃত্য কেবলমাচারপ্রামাণ্যেন শ্রদ্ধয়াঽন্বিতাঃ সন্তো যজন্তে তেষাং তু কা নিষ্ঠা? কা স্থিতিঃ? ক আশ্রয়ঃ? তামেব বিশেষেণ পৃচ্ছতি—কিং সত্ত্বম্? আহো কিং বা রজঃ? অথ বা তম ইতি? তেষাং তাদৃশী দেবপূজাদি-প্রবৃত্তিঃ কিং সত্ত্বসংশ্রিতা? রজঃসংশ্রিতা বা? তমঃসংশ্রিতা বেত্যর্থঃ। শ্রদ্ধায়াঃ সাত্ত্বিকত্বাৎ ক্লেশবুদ্ধ্যালস্যেন চ শাস্ত্রানাদরস্য রাজসতামসত্বাদ্‌দ্বেধা সন্দেহঃ। যদ সত্ত্বসংশ্রিতা তর্হি তেষামপি সাত্ত্বিকত্বাদযথোক্তাত্মজ্ঞানেঽধিকারঃ স্যাৎ। অন্যথা নেতি প্রশ্নতাৎপর্য্যার্থঃ॥ ১॥

গীতার্থসন্দীপনী। কর্ম্মানুষ্ঠাতৃগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। ১ম, যাহারা শাস্ত্রবিধি জানিয়াও তাহাতে অশ্রদ্ধা করতঃ নিজের ইচ্ছানুরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, ইহারা অসুরসম্প্রদায়। ২য়, যাঁহারা শাস্ত্রবিধি ও নিষেধ বিদিত হইয়া তদনুসারে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা দেবসম্প্রদায়। কিন্তু আর এক প্রকার সম্প্রদায় আছে, যাহারা শাস্ত্রবিধি জানিয়াও আলস্য বা ঔদাস্য পূর্ব্বক তদনুসারে না চলিয়া, শ্রদ্ধাসহ স্বেচ্ছানুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাদের মধ্যে শাস্ত্রকে উপেক্ষা জন্য আসুর ভাব ও শ্রদ্ধা জন্য দৈব ভাব এতদুভয়ই বিদ্যমান আছে। এই শ্রেণীর মনুষ্যগণ কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত? এই সংশয়াপনোদনার্থ অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, যাহারা শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা না করিয়া পিতৃপিতামহাদির আচরিত অথবা স্বেচ্ছাঽনুমোদিত কার্য্যের শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করে, তাহাদের নিষ্ঠা সত্ত্ব, রজঃ বা তমোগুণপ্রসূত?॥ ১॥

——:০:——

অন্বয়ঃ। শ্রীভগবান্ উবাচ। দেহিনাং (দেহাভিমানী ব্যক্তিগণের) সাত্ত্বিকী, (সত্ত্বগুণপ্রধান) রাজসী (রজোগুণপ্রধান) তামসী চ (ও তমোগুণপ্রধান)

সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ ॥ ৩॥

ইতি (এই) ত্রিবিধা এব (তিন প্রকার) শ্রদ্ধা ভবতি (আছে), সা (তাহা) স্বভাবজা (স্বভাবজাত)। তাং (তাহা) শৃণু (শ্রবণ কর) ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ। ভগবান্ কহিলেন, দেহাভিমানী ব্যক্তিগণের সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী প্রকৃতি ভেদে স্বভাবজাত শ্রদ্ধা তিন প্রকার। তদ্বিবরণ শ্রবণ কর ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সামান্যবিষয়োঽয়ং প্রশ্নো নাপ্রবিভজ্য প্রতিবচনমর্হতীতি—শ্রীভগবানুবাচ ত্রিবিধেতি। ত্রিবিধা ত্রিপ্রকারা ভবতি শ্রদ্ধা। যস্যাং নিষ্ঠায়াং ত্বং পৃচ্ছসি। দেহিনাং সা স্বভাবজা। জন্মান্তরকৃতো ধর্ম্মাদিসংস্কারো মরণকালেঽভিব্যক্তঃ স্বভাব উচ্যতে। ততো জাতা স্বভাবজা। সাত্ত্বিকী সত্ত্বনির্ব্বৃত্তা দেবপূজাদিবিষয়া। রাজসী রজোনির্ব্বৃত্তা যক্ষরক্ষঃপূজাদিবিষয়া। তামসী তমোনির্ব্বৃত্তা প্রেতপিশাচাদিপূজাবিষয়া। এবং ত্রিবিধা। তামুচ্যমানাং শ্রদ্ধাং শৃণ্ববধারয় ॥ ২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—ত্রিবিধেতি। অয়মর্থঃ—শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞানতঃ প্রবর্ত্তমানানাং পরমেশ্বরপূজাবিষয়া সাত্ত্বিক্যেকবিধৈব ভবতি শ্রদ্ধা। লোকাচারমাত্রেণ তু প্রবর্ত্তমানানাং দেহিনাং যা শ্রদ্ধা সা তু সাত্ত্বিকী রাজসী তামসী চেতি ত্রিবিধা ভবতি। তত্র হেতুঃ—স্বভাবজা। স্বভাবঃ পূর্ব্বকর্ম্মসংস্কারঃ। তস্মাজ্জাতা। স্বভাব মন্যথা কর্ত্তুং সমর্থং হি শাস্ত্রোত্থং বিবেকজ্ঞানম্। তত্তু তেষাং নাস্তি। অতঃ কেবলং পূর্ব্বস্বভাবেন ভবন্তী শ্রদ্ধা ত্রিবিধা ভবতি। তামিমাং ত্রিবিধাং শ্রদ্ধাং শৃণ্বিতি। তদুক্তং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দনেত্যাদিনা ॥ ২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। মনুষ্য পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত ক্রিয়ানুরূপই প্রকৃতি লাভ করিয়া থাকে। যিনি পূর্ব্বজন্মে সত্ত্ব, রজঃ বা তমঃ গুণানুসারে ক্রিয়া করিয়াছেন, তিনি বর্ত্তমানদেহে তদনুসারে সাত্ত্বিকী, রাজসী বা তামসী শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন। "রাজসী চৈব" এই পদে (চ+এব) দুইটি শব্দ দুইটি অর্থের সূচনা করিয়াছে। ইহজন্মে শাস্ত্র শ্রবণ ও মনন পূর্ব্বক যে শ্রদ্ধার উদয় হয়, তাহা সাত্ত্বিকী, চ শব্দ তাহাকেই লক্ষ্য করিয়াছে। আর শাস্ত্রের অপেক্ষা না করিয়া আপনা আপনিই মনুষ্যের অন্তঃকরণে যে সাধারণ শ্রদ্ধার উদয় হইয়া থাকে, তাহাই "এব" শব্দের প্রতিপাদ্য, এবং এই শ্রদ্ধাই সাত্ত্বিকী আদি ভেদে ত্রিবিধ। ভগবান্ এই শেষোক্ত শ্রদ্ধারই বিষয় কীর্ত্তন করিবেন ॥ ২ ॥

—:০:—

অন্বয়বোধিনী। [হে] ভারত! সর্ব্বস্য (সকলের) শ্রদ্ধা সত্ত্বানুরূপা (নিজ নিজ অন্তঃকরণবৃত্তির অনুরূপ) ভবতি (হইয়া থাকে)। অয়ং (এই) পুরুষঃ শ্রদ্ধাময়ঃ; যঃ (যিনি) যচ্ছ্রদ্ধঃ (যেরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত) সঃ এব (তাহাই) সঃ (তিনি) ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে ভারত! প্রাণিমাত্রেরই শ্রদ্ধা নিজ নিজ অন্তঃকরণ-বৃত্তিরই অনুরূপ হইয়া থাকে। পুরুষও শ্রদ্ধাময়, অতএব যে পুরুষ যেরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত, তিনি তাদৃশই হইয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সৈবং ত্রিবিধা ভবতি সত্ত্বানুরূপেতি। সত্ত্বানুরূপা বিশিষ্ট-সংস্কারোপেতান্তঃকরণানুরূপা সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত। যদ্যেবং ততঃ কিং স্যাদিতি? উচ্যতে—শ্রদ্ধাময়ঃ শ্রদ্ধাপ্রায়োঽয়ং পুরুষঃ সংসারী জীবঃ। কথম্? যো যচ্ছ্রদ্ধঃ—যা শ্রদ্ধা যস্য জীবস্য স যচ্ছ্রদ্ধঃ—স এব তচ্ছ্রদ্ধাঽনুরূপ এব স জীবঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ননু চ শ্রদ্ধা সাত্ত্বিক্যেব সত্ত্বকার্য্যত্বেন স্বয়ৈব শ্রীভাগবত উদ্ধবং প্রতি নির্দ্দিষ্টত্বাৎ। যথোক্তং—শমো দমস্তিতিক্ষেক্ষা তপঃ সত্যং দয়া স্মৃতিঃ। তুষ্টিস্ত্যাগোঽস্পৃহা শ্রদ্ধা হ্রীর্দয়াদিঃ স্বনির্বৃতিঃ ॥ (ক) ইত্যেতাঃ সত্ত্বস্য বৃত্তয় ইতি। অতঃ কথং তস্যাস্ত্রৈবিধ্যমুচ্যতে? সত্যম্। তথাঽপি রজস্তমোযুক্তপুরুষাশ্রয়ত্বেন রজস্তমোমিশ্রিতত্বেন সত্ত্বস্য ত্রৈবিধ্যাচ্ছ্রদ্ধায়া অপি ত্রৈবিধ্যং ঘটত ইত্যাহ—সত্ত্বানুরূপেতি। সত্ত্বানুরূপা সত্ত্বতারতম্যানুসারিণী সর্ব্বস্য বিবেকিনোঽবিবেকিনো বা লোকস্য শ্রদ্ধা ভবতি। তস্মাদয়ং পুরুষো লৌকিকঃ শ্রদ্ধাময়ঃ শ্রদ্ধাবিকারস্ত্রিবিধয়া শ্রদ্ধয়া বিক্রিয়ত ইত্যর্থঃ। তদেবাহ যো যচ্ছ্রদ্ধঃ—যাদৃশী শ্রদ্ধা যস্য—স এব সঃ। তাদৃশশ্রদ্ধাযুক্ত এব সঃ। যঃ পূর্ব্বং সত্ত্বোৎকর্ষেণ সাত্ত্বিকশ্রদ্ধয়া যুক্তঃ পুরুষঃ স পুনস্তাদৃশঃ স্বসংস্কারেণ সাত্ত্বিকশ্রদ্ধয়া যুক্ত এব ভবতি। যস্তু রজস উৎকর্ষেণ রাজসশ্রদ্ধয়া যুক্তঃ স পুনস্তাদৃশ এব ভবতি। যস্তু তমস উৎকর্ষেণ তামসশ্রদ্ধয়া যুক্তঃ স পুনস্তাদৃশ এব ভবতীতি। লোকাচারমাত্রেণ প্রবর্ত্তমানেষ্বেবং সাত্ত্বিকরাজসতামসশ্রদ্ধাব্যবস্থা। শাস্ত্রজনিতবিবেকজ্ঞানযুক্তানাং তু স্বভাববিজয়েন সাত্ত্বিকী—একৈব—শ্রদ্ধেতি প্রকরণার্থঃ ॥ ৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ত্রিগুণাত্মক অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূতে সত্ত্বগুণই প্রধান, এই জন্য পঞ্চভূতজাত অন্তঃকরণ প্রকাশস্বভাববশতঃ "সত্ত্ব" নামে অভিহিত হইয়াছে। সেই অন্তঃকরণ দেবাদিদেহে সত্ত্বগুণযুক্ত, যক্ষাদিদেহে রজোগুণাভিভূতসত্ত্বগুণযুক্ত, ভূতপ্রেতাদি-দেহে তমোগুণাভিভূতসত্ত্বগুণযুক্ত, মনুষ্যদেহে রজঃ ও তমোগুণাভিভূত সত্ত্বগুণযুক্ত হইয়া থাকে। অন্তঃকরণের বিচিত্রতার জন্য শ্রদ্ধার বৈচিত্র্য জন্মে। সত্ত্বগুণাধিক্যযুক্ত অন্তঃকরণে সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা, রজোগুণাধিক্যযুক্ত অন্তঃকরণে রাজসী শ্রদ্ধা ও তমোগুণাধিক্যযুক্ত অন্তঃকরণে তামসী শ্রদ্ধার উদয় হয়। পুরুষে কোন না কোনরূপ শ্রদ্ধা থাকিবেই থাকিবে। এইজন্য পুরুষ শ্রদ্ধাময়; যে পুরুষে যেরূপ শ্রদ্ধা বিদ্যমান থাকে, সত্ত্বাদিভেদে সেই পুরুষ সাত্ত্বিক, রাজস বা তামস বলিয়া কথিত হয় ॥ ৩ ॥

(ক) শ্রীভাগবতম্, ১১।২৫।২।

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥৪॥
অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥ ৫ ॥
কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাং চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়বোধিনী। সাত্ত্বিকাঃ (সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ) দেবান্ (দেবতাগণকে) যজন্তে (পূজা করেন), রাজসাঃ (রাজসিকগণ) যক্ষরক্ষাংসি (যক্ষরাক্ষসগণকে), অন্যে (অপর) তামসাঃ (তামসিক) জনাঃ (ব্যক্তিগণ) প্রেতান্ ভূতগণান্ চ (প্রেত ও ভূতগণকে) যজন্তে (পূজা করেন)। ৪।

বঙ্গানুবাদ। যাঁহারা দেবতার পূজা করেন তাঁহারা সাত্ত্বিক, যাঁহারা যক্ষ রাক্ষসের পূজা করেন তাঁহারা রাজস, ও যাহারা ভূত প্রেতাদির পূজা করে তাহাদিগকে তামস বলিয়া জানিবে ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ততশ্চ কার্য্যেণ লিঙ্গেন দেবাদিপূজয়া সত্ত্বাদিনিষ্ঠাঽনুমেয়েত্যাহ—যজন্ত ইতি। যজন্তে পূজয়ন্তি সাত্ত্বিকাঃ সত্ত্বনিষ্ঠা দেবান্। যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ। প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চ সপ্তমাতৃকাদীংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। সাত্ত্বিকাদিভেদমেব কার্য্যভেদেন প্রপঞ্চয়তি—যজন্ত ইতি। সাত্ত্বিকা জনাঃ সত্ত্বপ্রকৃতীন্ দেবানেব যজন্তে পূজয়ন্তি। রাজসাস্তু রজঃপ্রকৃতীন্ যক্ষান্ রাক্ষসাংশ্চ যজন্তে। এতেভ্যোঽন্যে বিলক্ষণাস্তামসা জনাস্তামসানেব প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চ যজন্তে। সত্ত্বাদিপ্রকৃতীনাং তত্তদ্দেবাদীনাং পূজারুচিভিস্তত্তৎপূজকানাং সাত্ত্বিকাদিত্বং জ্ঞাতব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। শাস্ত্রজনিত বিবেকজ্ঞানাদিযুক্ত যে ব্যক্তিগণ নিজ স্বভাবলব্ধ শ্রদ্ধার দ্বারা বসুরুদ্রাদি দেবগণকে পূজা করেন, তাঁহারা সাত্ত্বিক। যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞানবর্জ্জিত অথবা স্বভাবসিদ্ধ শ্রদ্ধার দ্বারা রজোগুণযুক্ত কুবেরাদি যক্ষকে ও নৈর্ঋতাদি রাক্ষসকে পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহারা রাজস। তমোগুণযুক্ত ভূতপ্রেতাদির পূজকগণ তামস বলিয়া কথিত হয়। স্বধর্মভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ মৃত্যুর পর বায়ুময় দেহ ধারণ করিয়া উল্কামুখ কটপূতনাদি নামক প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ (দম্ভ ও অহঙ্কার যুক্ত) কামরাগবলান্বিতাঃ (কামনা, আসক্তি ও বলবিশিষ্ট) যে (যে সকল) অচেতসঃ (অবিবেকী) জনাঃ

(ব্যক্তিগণ) শরীরস্থং (শরীরস্থিত) ভূতগ্রামম্ (ভূতসমূহকে) অন্তঃশরীরস্থং মাং চ (ও শরীরমধ্যস্থিত আত্মস্বরূপ আমাকে) কর্শয়ন্তঃ (ক্লিষ্ট করিয়া) অশাস্ত্রবিহিতং (অশাস্ত্রবিহিত) ঘোরং তপঃ তপ্যন্তে (তপস্যা করে) তান্ (তাহাদিগকে) আসুরনিশ্চয়ান্ (আসুরবুদ্ধিবিশিষ্ট) [বলিয়া] বিদ্ধি (জানিও)। ৫।৬॥

বঙ্গানুবাদ। যাহারা অশাস্ত্রবিহিত ঘোর তপস্যা করে, এবং দম্ভ, অহঙ্কার, কাম, রাগ ও বলযুক্ত, যাহারা বিবেকবর্জ্জিত, এবং যাহারা শরীরস্থ ভূতসমূহকে কৃশ করিয়া আত্মস্বরূপ আমাকেও কৃশ করে, তাহাদিগকে আসুরনিশ্চয় বলিয়া জানিও ॥ ৫।৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবং কার্য্যতো নির্ণীতাঃ সত্ত্বাদিনিষ্ঠাঃ শাস্ত্রবিধ্যুৎসর্গে। তত্র কশ্চিদেব সহস্রেষু দেবপূজাদিতৎপরঃ সত্ত্বনিষ্ঠো ভবতি। বাহুল্যেন তু রজোনিষ্ঠাস্তমো-নিষ্ঠাশ্চৈব প্রাণিনো ভবন্তি। কথম্? অশাস্ত্রেতি। অশাস্ত্রবিহিতম্—ন শাস্ত্রবিহিতমশাস্ত্র-বিহিতম্। ঘোরং পীড়াকরং প্রাণিনামাত্মনশ্চ। তপস্তপ্যন্তে নির্ব্বর্ত্তয়ন্তি যে জনাঃ। তে চ দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ। দম্ভশ্চাহঙ্কারশ্চ দম্ভাহঙ্কারৌ। তাভ্যাং সংযুক্তা দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ। কামরাগবলান্বিতাঃ—কামশ্চ রাগশ্চ কামরাগৌ। তৎকৃতং বলং কামরাগবলম্। তেনান্বিতাঃ। কামরাগবলৈর্ব্বান্বিতাঃ ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কর্শয়ন্ত ইতি। কর্শয়ন্তঃ কৃশীকুর্ব্বন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামং করণসমুদায়মচেতসোঽবিবেকিনঃ। মাং চৈব তৎকর্ম্মবুদ্ধিসাক্ষিভূতমন্তঃশরীরস্থং কর্শয়ন্তঃ। মদনুশাসনাঽকরণমেব মৎকর্শনম্। তান্বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্। আসুরো নিশ্চয়ো যেষাং ত আসুরনিশ্চয়াঃ। তান্ পরিহরণার্থং বিদ্ধীত্যুপদেশঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। রাজসতামসেষ্বপি পুনর্ব্বিশেষান্তরমাহ—অশাস্ত্রবিহিত-মিতিদ্বাভ্যাম্। শাস্ত্রবিধিমজানন্তোঽপি কেচিৎ প্রাচীনপুণ্যসংস্কারেণোত্তমাঃ সাত্ত্বিকা এব ভবন্তি। কেচিন্মধ্যমা রাজসা ভবন্তি। অধমাস্তু তামসা ভবন্তি। যে পুনরত্যন্তং মন্দ-ভাগ্যাস্তে গতানুগত্যা পাষণ্ডসঙ্গেন চ তদাচারানুবর্ত্তিনঃ সন্তোঽশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং ভূতভয়ঙ্করং তপস্তপ্যন্তে কুর্ব্বন্তি। তত্র হেতবঃ—দম্ভাহঙ্কারাভ্যাং সংযুক্তাঃ। তথা—কামোঽভিলাষঃ। রাগ আসক্তিঃ। বলমাগ্রহঃ। এতৈরন্বিতাঃ সন্তঃ। তানাসুরনিশ্চয়ান্ বিদ্ধীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—কর্শয়ন্ত ইতি। শরীরস্থং প্রারম্ভকত্বেন দেহে স্থিতং ভূতানাং পৃথিব্যাদীনাং গ্রামং সমূহং কর্শয়ন্তো বৃথৈবোপবাসাদিভি কৃশং কুর্ব্বন্তোঽচেত-সোঽবিবেকিনঃ। মাং চান্তর্য্যামিতয়াঽন্তঃশরীরস্থং দেহমধ্যে স্থিতং মদাজ্ঞালঙ্ঘনেনৈব কর্শয়ন্তঃ। এবং যে তপশ্চরন্তি তানাসুরনিশ্চয়ান্—আসুরোঽতিক্রূরো নিশ্চয়ো যেষাং তান্—বিদ্ধি ॥ ৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যে সকল কঠোর তপস্যার বিধি বেদ বা স্মৃতি আদিতে উল্লিখিত হয় নাই, অর্থাৎ সনাতনশাস্ত্রবিরোধী মতের অনুমোদিত বা স্বকপোলকল্পিত

আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু॥ ৭॥

ঘোর তপস্যা যাহারা আচরণ করে, ও অহম্মুখতাভিমান, কাম, রাগ ও বলাদিতে অভিভূতচিত্ত, যাহারা উপবাস বা অত্যল্প আহারাদি করিয়া পঞ্চভূতাত্মক দেহকে কৃশ করে ও সঙ্গে সঙ্গে ভোক্তৃস্বরূপ ও বুদ্ধির সাক্ষিস্বরূপ আমাকেও কৃশ করে অর্থাৎ আমার আজ্ঞাস্বরূপ বেদবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া আমাকে তুচ্ছ বোধ করে, সেই বিবেকবিহীন ব্যক্তিগণ ইহলোকে সর্ব্বসুখে বঞ্চিত ও পরলোকে অধোগতি প্রাপ্ত হয়। সেই সর্ব্বপুরুষার্থভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ আসুরনিশ্চয়। বেদের বিপরীতার্থভাবনাকারিগণই সেই "আসুরনিশ্চয়" পদে অভিহিত হইয়াছে, অর্থাৎ তাহাদের মনোবৃত্তি আসুরভাবাপন্ন॥ ৫।৬॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। সর্ব্বস্য (সমস্ত প্রাণীর) আহারঃ অপি তু (আহারও) ত্রিবিধঃ (তিন প্রকার) প্রিয়ঃ ভবতি (হয়), তথা (এবং) যজ্ঞঃ, তপঃ দানং চ (ও দান) [তিন প্রকার]। তেষাম্ (তাহাদিগের) ইমং (এই) ভেদং (বিভিন্নতা) শৃণু (শ্রবণ কর)॥ ৭॥

বঙ্গানুবাদ। সমস্ত প্রাণীর আহার তিন প্রকার, এবং যজ্ঞ, তপ এবং দানও তিন তিন প্রকার। আহারাদির প্রকার ভেদ আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর॥ ৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্। আহারাণাং চ রসস্নিগ্ধাদিবর্গত্রয়রূপেণ ভিন্নানাং যথাক্রমং সাত্ত্বিকরাজসতামসপুরুষপ্রিয়ত্বপ্রদর্শনমিহ ক্রিয়তে। রসস্নিগ্ধাদিষ্বাহারবিশেষেষ্বাত্মনঃ প্রীত্যতিরেকেণ লিঙ্গেন সাত্ত্বিকত্বং রাজসত্বং তামসত্বং চ বুদ্ধা রজস্তমোলিঙ্গানামাহারাণাং পরিবর্জ্জনার্থং সত্ত্বলিঙ্গানাং চোপাদানার্থম্। তথা যজ্ঞাদীনামপি সত্ত্বাদিগুণভেদেন ত্রিবিধত্বপ্রতিপাদনমিহ রাজসতামসান্ বুদ্ধা কথং নু নাম পরিত্যজেৎ সাত্ত্বিকানেবানুতিষ্ঠেদিত্যেবমর্থমাহ—আহারস্ত্বিতি। আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ভোক্তুঃ প্রাণিনস্ত্রিবিধো ভবতি প্রিয় ইষ্টঃ। তথা যজ্ঞঃ। তথা তপঃ। তথা দানম্। তেষামাহারাদীনাং ভেদমিমং বক্ষ্যমাণং শৃণু॥ ৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। আহারাদিভেদাদপি সাত্ত্বিকাদিভেদং দর্শয়িতুমাহ—আহারস্ত্বিত্যাদিত্রয়োদশভিঃ। সর্ব্বস্যাপি জনস্য য আহারোঽন্নাদিঃ স তু যথাযথং ত্রিবিধঃ প্রিয়ো ভবতি। তথা যজ্ঞতপোদানানি চ ত্রিবিধানি ভবন্তি। তেষাং বক্ষ্যমাণং ভেদমিমং শৃণু। এতচ্চ রাজসতামসাহারযজ্ঞাদিপরিত্যাগেন সাত্ত্বিকাহারযজ্ঞাদিসেবয়া সত্ত্ববৃদ্ধৌ যত্নঃ কর্ত্তব্য ইত্যেতদর্থং কথ্যতে॥ ৭॥

গীতার্থসন্দীপনী। চর্ব্ব্য, চোষ্য ও লেহ্যাদি আহার, অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ, কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি তপ, গো ও সুবর্ণাদি দান, এ সমস্তই সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভেদে যে তিন তিন প্রকার, তাহাই ভগবান্ ব্যাখ্যা করিবেন॥ ৭॥

——:০:——

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮ ॥
কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়বোধিনী। আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ (আয়ুঃ, সত্ত্ব, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতির বর্দ্ধনকারী), রস্যাঃ (সরস), স্নিগ্ধাঃ, স্থিরাঃ, হৃদ্যাঃ আহারাঃ (আহারসকল) সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ (সাত্ত্বিকগণের প্রিয়) ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। আয়ুঃ, সত্ত্ব, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতির বর্দ্ধনকারী, এবং সরস, স্নিগ্ধ, স্থির ও হৃদ্য আহার সাত্ত্বিকদিগের প্রিয় ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। আয়ুরিতি। আয়ুশ্চ সত্ত্বং চ বলং চারোগ্যং চ সুখং চ প্রীতিশ্চ। তাসাং বিবর্দ্ধনা আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ। তে চ রস্যা রসোপেতাঃ। স্নিগ্ধাঃ স্নেহবন্তঃ। স্থিরাশ্চিরকালস্থায়িনো দেহে। হৃদ্যা হৃদয়প্রিয়াঃ। আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ সাত্ত্বিকস্যেষ্টাঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তত্রাহারত্রৈবিধ্যমাহ—আয়ুরিতিত্রিভিঃ। আয়ু র্জীবিতং। সত্ত্বমুৎসাহঃ। বলং শক্তিঃ। আরোগ্যং রোগরাহিত্যম্। সুখং চিত্তপ্রসাদঃ। প্রীতিরভিরুচিঃ। আয়ুরাদীনাং বিবর্দ্ধনাঃ বিশেষেণ বৃদ্ধিকরাঃ। তে চ রস্যা রসবন্তঃ। স্নিগ্ধাঃ স্নেহযুক্তাঃ। স্থিরা দেহে সারাংশেন চিরকালাবস্থায়িনঃ। হৃদ্যা দৃষ্টিমাত্রাদেব হৃদয়ঙ্গমাঃ। এবম্ভূতা আহারা ভক্ষ্যভোজ্যাদয়ঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যে আহার দ্বারা পরমায়ুঃ দীর্ঘ হয়, যাহাতে শরীরের অবসাদ বিদূরিত হয়, যাহা দ্বারা দুর্ব্বল শরীরেও বল সঞ্চার হয়, যাহা সেবন করিলে শরীরের পীড়া না হয়, ও পীড়া থাকিলে তাহা আরোগ্য হয়, যাহা ভোজনে চিত্ত পরিতৃপ্ত হয়, যাহা ভোজন করিবার সময় রুচি অধিক হয়, যাহা স্বাদু, স্নিগ্ধ (অর্থাৎ ঘৃতাদি স্নেহযুক্ত), যাহার শক্তি শরীরে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ক্রিয়া করিতে থাকে, যে বস্তু দুর্গন্ধ অশুচিত্বাদিদোষবিনির্ম্মুক্ত হওয়ায় দর্শনমাত্রেই খাইতে ইচ্ছা হয় ও মন প্রফুল্ল হয়, সেই সকল আহার সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের প্রিয়। এতাবৎই সাত্ত্বিকগণের আহার্য্য ॥ ৮ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিনঃ (অতি কটু, অম্ল, লবণ, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, রূক্ষ, প্রদাহকারী) দুঃখশোকাময়প্রদাঃ (কষ্ট, শোক ও রোগজনক) আহারাঃ (আহারসকল) রাজসস্য (রাজস ব্যক্তিদিগের) ইষ্টাঃ (প্রিয়) ॥ ৯ ॥

যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতং চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চাঽমেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ। কটু, অম্ল, লবণ, অতি উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, রূক্ষ, উগ্র (বা বিদগ্ধ-পাকী) এবং দুঃখ, শোক ও রোগ জনক আহার রাজস ব্যক্তিগণের প্রিয় ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কট্বিতি। কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিন ইত্যত্রাঽতিশব্দঃ কট্বাদিষু সর্ব্বত্র যোজ্যঃ। অতিকটুরতিতীক্ষ্ণ ইত্যেবম্। কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিন আহারা রাজসস্যেষ্টাঃ। দুঃখশোকাময়প্রদাঃ—দুঃখং চ শোকং চাময়ং চ প্রযচ্ছন্তীতি দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তথা—কট্বিতি। অতিশব্দঃ কট্বাদিষু সপ্তস্বপি সম্বধ্যতে। তেনাতিকটুর্নিম্বাদিঃ। অত্যম্লোঽতিলবণোঽত্যুষ্ণশ্চ প্রসিদ্ধঃ। অতিতীক্ষ্ণো মরিচাদিঃ। অতিরূক্ষঃ কঙ্গুকোদ্রবাদিঃ। অতিবিদাহী সর্ষপাদিঃ। অতিকট্বাদয় আহারা রাজসস্যেষ্টাঃ প্রিয়াঃ। দুঃখং তাৎকালিকং হৃদয়সন্তাপাদি। শোকঃ পশ্চাদ্ভাবি দৌর্ম্মনস্যম্। আময়ো রোগঃ। এতান্ প্রদদতি প্রযচ্ছন্তীতি তথা ॥ ৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। "অতি উষ্ণ" পদে যে "অতি" শব্দ রহিয়াছে উহাকে কটু আদি সপ্ত শব্দের সহিতই অন্বয় করিতে হইবে, অর্থাৎ অতি কটু, অতি অম্ল ইত্যাদি। যাহা খাইবার সময় পীড়া বোধ হয়, যাহা খাইলে পরে মন অপ্রসন্ন হয়, এবং যে আহারে জ্বরাদি পীড়া হয়, তাহাই দুঃখ, শোক ও রোগের জনক। এইরূপ আহারই রাজস। সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ রাজস আহার অবশ্যই পরিত্যাগ করিবেন ॥ ৯ ॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। যাতযামং (বহু পূর্ব্বে পক্ব) গতরসং চ (ও নির্গতরস) পূতি (দুর্গন্ধ) পর্য্যুষিতম্ (পূর্ব্বদিনে পক্ব) উচ্ছিষ্টম্ অপি চ (ও উচ্ছিষ্ট) অমেধ্যং (অপবিত্র) যৎ (যে) ভোজনং (আহার) [তাহা] তামসপ্রিয়ম্ (তামস ব্যক্তিদিগের প্রিয়) ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে খাদ্য যাতযাম, যাহার রস শুকাইয়া গিয়াছে, যাহা দুর্গন্ধ, পর্য্যুষিত, উচ্ছিষ্ট ও অপবিত্র, সে আহার তামস ব্যক্তিগণের প্রিয় ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যাতযামমিতি। যাতযামং মন্দপক্বম্। নির্ব্বীর্য্যস্য গতরসশব্দেনোক্তত্বাৎ। গতরসং রসবিযুক্তম্। পূতি দুর্গন্ধম্। পর্য্যুষিতং চ পক্বং সদ্রাত্র্যন্তরিতং চ যৎ। উচ্ছিষ্টমপি চ ভুক্তাবশিষ্টমপি। অমেধ্যমযজ্ঞার্হম্। ভোজনমীদৃশং তামসপ্রিয়ম্ ॥১০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তথা—যাতযামমিতি। যাতো যামঃ প্রহরো যস্য পক্বস্যোদনাদেস্তদ্যাতযামম্। শৈত্যাবস্থাং প্রাপ্তমিত্যর্থঃ। গতরসং নিষ্পীড়িতসারম্। পূতি দুর্গন্ধম্। পর্য্যুষিতং দিনান্তরপক্বম্। উচ্ছিষ্টমন্যভুক্তাবশিষ্টম্। অমেধ্যমভক্ষ্যং কলঞ্জাদি। এবম্ভূতং ভোজনং ভোজ্যং তামসস্য প্রিয়ম্ ॥ ১০ ॥

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ॥ ১১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যে আহার অর্দ্ধপক্ব বা যাহা অতিপক্ব হইয়া বিরস হইয়াছে, অথবা অনেক ক্ষণ পাক হইয়া শীতল হইয়া গিয়াছে, সেই আহার "যাতযাম"। যাহার সারাংশ নিষ্কাশিত হইয়াছে (মথিতদুগ্ধাদি), যে আহারে দুর্গন্ধ জন্মিয়াছে, যাহা একরাত্রি পূর্ব্বে অগ্নিপক্ব হইয়াছে, যে আহার অন্যের ভুক্তাবশেষ, এবং মৎস্য, মাংস, মদ্য, ও অণ্ড প্রভৃতি অপবিত্র আহার তামস ব্যক্তিবর্গের প্রিয়। অর্থাৎ এতাবৎ আহারে তমোগুণের বৃদ্ধি হয়। সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের পক্ষে তামস আহার নিতান্ত নিষিদ্ধ। রাজস ও তামস আহার সাত্ত্বিক আহারের বিরোধী। যথা—অতিকটু-সরসের বিরোধী, রূক্ষ—স্নিগ্ধের বিরোধী, অতিতীক্ষ্ণ, অতি উগ্র—ধাতুর পোষণ বা স্থিরতার বিরোধী, অতি উষ্ণ—হৃদ্যের বিরোধী, আময়প্রদ—আয়ুঃ, সত্ত্ব ও বলের বিরোধী, দুঃখশোকপ্রদ—সুখ ও প্রীতির বিরোধী। রাজস আহারের ন্যায় তামস আহারও সাত্ত্বিক আহারের বিরোধী। গতরস, যাতযাম, পর্য্যুসিত—সরস, স্নিগ্ধ ও স্থিরের বিরোধী; আবার দুর্গন্ধ, উচ্ছিষ্ট ও অমেধ্য—হৃদ্যের বিরোধী। তামস আহার সাধারণতঃ আয়ুঃ, সত্ত্বাদির বিরোধী॥ ১০॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ (ফলাকাঙ্ক্ষাবিরহিত ব্যক্তিগণকর্তৃক) যষ্টব্যম্ এব (যজ্ঞ কর্ত্তব্যই) ইতি (এইরূপ) মনঃ সমাধায় (মনঃসমাধান করিয়া) বিধিদিষ্টঃ (যথাশাস্ত্রবিহিত) যঃ যজ্ঞঃ ইজ্যতে (অনুষ্ঠিত হয়) সঃ (তাহা) সাত্ত্বিকঃ (সাত্ত্বিক)॥ ১১॥

বঙ্গানুবাদ। ফলাভিসন্ধিবর্জ্জিত হইয়া অবশ্যকর্ত্তব্য বোধে যে শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়, তাহা সাত্ত্বিক॥ ১১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথেদানীং যজ্ঞস্ত্রিবিধ উচ্যতে—অফলেতি। অফলাকাঙ্ক্ষিভিরফলার্থিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টঃ শাস্ত্রচোদনাদিষ্টো যো যজ্ঞ ইজ্যতে নির্ব্বর্ত্ত্যতে। যষ্টব্যমেবেতি যজ্ঞস্বরূপনির্ব্বর্ত্তনমেব কার্য্যমিতি মনঃ সমাধায়। নাঽনেন পুরুষার্থো মম কর্ত্তব্য ইত্যেবং নিশ্চিত্য। স সাত্ত্বিকো যজ্ঞ উচ্যতে॥ ১১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যজ্ঞোঽপি ত্রিবিধঃ। তত্র সাত্ত্বিকং যজ্ঞমাহ—অফলাকাঙ্ক্ষিভিরিতি। ফলাকাঙ্ক্ষারহিতৈঃ পুরুষৈর্বিধিনা দিষ্ট আবশ্যকতয়া বিহিতো যো যজ্ঞ ইজ্যতেঽনুষ্ঠীয়তে স সাত্ত্বিকো যজ্ঞঃ। কথমিজ্যতে? যষ্টব্যমেবেতি। যজ্ঞানুষ্ঠানমেব কার্য্যম্। নাঽনেন ফলং সাধনীয়মিত্যেবং মনঃ সমাধায়ৈকাগ্রং কৃত্বেত্যর্থঃ॥ ১১॥

গীতার্থসন্দীপনী। এক্ষণে ত্রিবিধ যজ্ঞ কথিত হইতেছে। অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণমাস, চাতুর্মাস্য ও জ্যোতিষ্টোম আদি যজ্ঞ কাম্য ও নিত্য ভেদে দ্বিবিধ। "দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত" ইত্যাদি বিধানে যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা কাম্য।

অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ১২ ॥
বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥ ১৩ ॥

"যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি" ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত হইয়া যে এরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়, তাহা নিত্য। ফলকামনা ত্যাগ করিয়া কেবল চিত্তশুদ্ধির জন্ত অতিকর্ত্তব্য বোধে যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, সেই নিত্য যজ্ঞই সাত্ত্বিক ॥ ১১ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। ফলম্ (ফল) অভিসন্ধায় তু (কামনাপূর্ব্বক) দম্ভার্থম্ এব চ (ও নিজ মহত্ত্বপ্রকাশ জন্ত) যৎ (যে যজ্ঞ) ইজ্যতে (অনুষ্ঠিত হয়), [হে] ভরতশ্রেষ্ঠ! তং যজ্ঞং (সেই যজ্ঞকে) রাজসং (রাজস বলিয়া) বিদ্ধি (জানিও) ॥ ১২ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! স্বর্গাদি ফলকামনায় ও নিজমহত্ত্ব প্রকাশের জন্ত যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা রাজস ॥ ১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অভিসন্ধায়েতি। ফলমভিসন্ধায়োদ্দিশ্য। দম্ভার্থমপি চৈব। যদিজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ১২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। রাজসং যজ্ঞমাহ—অভিসন্ধায়েতি। ফলমভিসন্ধায়োদ্দিশ্য তু যদিজ্যতে যজ্ঞঃ ক্রিয়তে। দম্ভার্থং চ স্বমহত্ত্বখ্যাপনার্থং চ। তং যজ্ঞং রাজসং বিদ্ধি ॥ ১২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। দেহান্তে স্বর্গ পাইব ও ইহলোকে আমাকে সকলে ধর্ম্মাত্মা বলিবে, এই ভাবে যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়, অথবা কেবল স্বর্গার্থে বা কেবল যশোলিপ্সায় যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়, তাহা রাজস। সাত্ত্বিকগণ এরূপ যজ্ঞ করিবেন না ॥ ১২ ॥

:০:

অন্বয়বোধিনী। [বেদবিদ্‌গণ] বিধিহীনম্ (শাস্ত্রবিধিবর্জ্জিত) অসৃষ্টান্নং (অন্নদানবিহীন) মন্ত্রহীনম্ (মন্ত্রবর্জ্জিত) অদক্ষিণং (দক্ষিণাশূন্য) শ্রদ্ধাবিরহিতং (শ্রদ্ধাবিহীন) যজ্ঞং (যজ্ঞকে) তামসং (তামস) পরিচক্ষতে (বলিয়াছেন) ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে যজ্ঞ শাস্ত্রবিধিবর্জ্জিত, ও অন্নদানবিহীন, যে যজ্ঞে শাস্ত্রোক্ত মন্ত্র নাই, যথাবিহিত দক্ষিণা নাই, ও যাহা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয় না, তাহা তামস যজ্ঞ ॥ ১৩ ॥

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥ ১৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্। বিধিহীনমিতি। বিধিহীনং যথাচোদিতবিপরীতম্। অসৃষ্টান্নং—ব্রাহ্মণেভ্যো ন সৃষ্টং ন দত্তমন্নং যস্মিন্ যজ্ঞে সোঽসৃষ্টান্নঃ। তমসৃষ্টান্নম্। মন্ত্রহীনং—মন্ত্রতঃ স্বরতো বর্ণতশ্চ বিযুক্তং মন্ত্রহীনম্। অদক্ষিণমুক্তদক্ষিণারহিতম্। শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে তমোনির্বৃত্তং কথয়ন্তি॥ ১৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তামসং যজ্ঞমাহ—বিধিহীনমিতি। বিধিহীনং শাস্ত্রোক্তবিধিশূন্যম্। অসৃষ্টান্নং ব্রাহ্মণাদিভ্যো ন সৃষ্টং ন নিষ্পাদিতমন্নং যস্মিংস্তম্। মন্ত্রহীনম্। যথোক্তদক্ষিণারহিতম্। শ্রদ্ধাশূন্যং চ যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে কথয়ন্তি শিষ্টাঃ॥ ১৩॥

গীতার্থসন্দীপনী। যে যজ্ঞ শাস্ত্রবিহিত ব্যবস্থা অনুসারে অনুষ্ঠিত না হয়, যে যজ্ঞে ব্রাহ্মণাদিকে অন্নদান করা না হয়, যে যজ্ঞে উদাত্তানুদাত্ত আদি স্বরে মন্ত্র উচ্চারিত না হয়, যে যজ্ঞে যথারীতি দক্ষিণা দেওয়া না হয়, যে যজ্ঞ ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণাদির প্রতি বিদ্বেষ-বুদ্ধিতে ও অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয়, বেদবিদ্‌গণ তাহাকে তামস যজ্ঞ বলিয়াছেন। তামস যজ্ঞে ইহলোকে বা পরলোকে কোন শুভ ফলই লাভ হয় না॥ ১৩॥

—:০:—

অন্বয়বোধিনী। *দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং* (দেবতা, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞগণের পূজা) শৌচম্, আর্জ্জবং (সরলতা), ব্রহ্মচর্য্যম্, অহিংসা চ (ও অহিংসা) শারীরং তপঃ (শারীরিক তপস্যা বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হয়)॥ ১৪॥

বঙ্গানুবাদ। দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞগণের পূজা, শৌচ, আর্জ্জব, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা—এইগুলি শারীর তপঃ॥ ১৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথেদানীং তপস্ত্রিবিধমুচ্যতে—দেবেতি। দেবাশ্চ দ্বিজাশ্চ গুরবশ্চ প্রাজ্ঞাশ্চ দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞাঃ। তেষাং পূজনং দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনম্। শৌচম্। আর্জ্জবমৃজুত্বম্। ব্রহ্মচর্য্যম্। অহিংসা চ। শরীরনির্ব্বর্ত্ত্যং শারীরম্। শরীরপ্রধানৈঃ সর্ব্বৈরেব কার্য্যকরণৈঃ কর্ত্রাদিভিঃ সাধ্যং শারীরং তপ উচ্যতে। পঞ্চৈতে তস্য হেতব ইতি হি বক্ষ্যতি॥১৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তপসঃ সাত্ত্বিকাদিভেদং দর্শয়িতুং প্রথমং তাবচ্ছারীরাদিভেদেন তস্য ত্রৈবিধ্যমাহ—দেবেত্যাদিভিস্ত্রিভিঃ। তত্র শারীরমাহ—দেবেতি। প্রাজ্ঞা গুরুব্যতিরিক্তা অন্যেঽপি তত্ত্ববিদঃ। দেবব্রাহ্মণাদিপূজনং শৌচাদিকং চ শারীরং শরীরনির্ব্বর্ত্ত্যং তপ উচ্যতে॥ ১৪॥

গীতার্থসন্দীপনী। ত্রিবিধ যজ্ঞের কথা ব্যাখ্যা করিয়া ভগবান্ এক্ষণে শারীর, বাচিক ও মানস ভেদে ত্রিবিধ তপের বিষয় ব্যাখ্যা করিতেছেন। সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতং চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥ ১৫ ॥

ও বরুণ আদিকে প্রণামাদি ও যথাশাস্ত্র পূজা, সদাচারযুক্ত উত্তম ব্রাহ্মণের সৎকার, পিতা, মাতা, আচার্য্য ও বৃদ্ধাদি গুরুগণের পূজা, বেদার্থবেত্তা প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকে যথাবিধি সৎকার সহ (অর্থাৎ অভিবাদন, শুশ্রূষা, প্রদক্ষিণ, অন্নদান আদি দ্বারা) পূজা—দ্বিজ বলিলেই বেদজ্ঞ বুঝায় বটে, কিন্তু তাহাতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যাতিরিক্ত আর কাহাকেও বুঝায় না, এই জন্য (কোন কোন টীকাকারের মতে) ভগবান্ স্বতন্ত্র করিয়া "প্রাজ্ঞ" শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন, অর্থাৎ প্রজ্ঞাবান্ বা ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি, সুলভা সন্ন্যাসিনী, বিদুর, ধর্ম্মব্যাধ আদির ন্যায় স্ত্রী বা শূদ্র হইলেও, তাঁহার পূজা ও সৎকার করিতে হইবে—মৃজ্জলাদি দ্বারা শরীর-শুদ্ধি, আর্জ্জব অর্থাৎ শাস্ত্রসিদ্ধ কার্য্যানুষ্ঠানের উদ্যোগ ও আয়োজন, শাস্ত্রনিষিদ্ধ মৈথুনাদি পরিত্যাগ, শাস্ত্রনিষিদ্ধ প্রাণিপীড়ন পরিত্যাগ এবং ("অহিংসা চ"—এ স্থলে চকার দ্বারা অস্তেয় ও অপরিগ্রহ উপলক্ষিত হইয়াছে) চৌর্য্য ও বিরোধ না করা শারীর তপঃ বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥ ১৪

অন্বয়বোধিনী। অনুদ্বেগকরং, সত্যং, প্রিয়হিতং চ (প্রিয় ও হিতজনক) যৎ (যে) বাক্যং (বাক্য) স্বাধ্যায়াভ্যসনং চ এব (ও শাস্ত্রাভ্যাস) বাঙ্ময়ং তপঃ (বাচিক তপস্যা বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হয়) ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। কাহারও দুঃখদায়ক না হয় এরূপ সম্ভাষণ, সত্য, প্রিয় ও হিত বাক্য কথন এবং বেদাভ্যাস করা বাঙ্ময় তপস্যা ॥ ১৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অনুদ্বেগকরমিতি। অনুদ্বেগকরং প্রাণিনামদুঃখকরং বাক্যম্। সত্যং প্রিয়ং হিতং চ যৎ। প্রিয়হিতে দৃষ্টাদৃষ্টার্থে। অনুদ্বেগকরত্বাদিভির্ধর্ম্মৈর্বাক্যং বিশিষ্যতে। বিশেষণধর্ম্মসমুচ্চয়ার্থশ্চশব্দঃ। পরপ্রত্যয়নার্থং প্রযুক্তস্য বাক্যস্যাঽনুদ্বেগকরত্বং সত্যপ্রিয়হিতানামন্যতমেন দ্বাভ্যাং ত্রিভির্ব্বা বিহীনস্য ন বাঙ্ময়তপস্ত্বম্। তথা সত্যবাক্যস্যেতরেষামন্যতমেন দ্বাভ্যাং ত্রিভির্ব্বা বিহীনতায়াং ন বাঙ্ময়তপস্ত্বম্। তথা প্রিয়বাক্যস্যাঽপীতরেষামন্যতমেন দ্বাভ্যাং ত্রিভির্ব্বা বিহীনস্য ন বাঙ্ময়তপস্ত্বম্। তথা হিতবাক্যস্যাপীতরেষামন্যতমেন দ্বাভ্যাং ত্রিভির্ব্বা বিহীনস্য ন বাঙ্ময়তপস্ত্বম্। কিং পুনস্তৎ ? তপঃ। সত্যং বাক্যমনুদ্বেগকরং প্রিয়ং হিতং চ যৎ তৎ পরমং তপো বাঙ্ময়ম্। যথা শান্তো ভব বৎস। স্বাধ্যায়ং যোগং চাঽনুতিষ্ঠ। তথা তে শ্রেয়ো ভবিষ্যতি। স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব যথাবিধি বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। বাচিকং তপ আহ—অনুদ্বেগকরমিতি। উদ্বেগং ভয়ং ন করোতীত্যনুদ্বেগকরং বাক্যম্। সত্যম্। শ্রোতুঃ প্রিয়ম্। হিতং চ পরিণামে সুখকরম্। স্বাধ্যায়াভ্যসনং বেদাভ্যাসশ্চ বাঙ্ময়ং বাচা নির্ব্বর্ত্ত্যং তপঃ ॥ ১৫ ॥

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে ॥ ১৬ ॥
শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তত্ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ॥ ১৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যে বাক্য শুনিলে শ্রোতা মনোবেদনা না পায় এরূপ সদালাপ, সত্যকথন (যে বাক্য প্রমাণমূলক ও কোন প্রমাণ কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত না হয় এবং সত্যার্থের প্রতিপাদক), যে কথা শ্রোতার শ্রুতি ও বোধ সুখকর হয়, ও যাহা শুনিলে শ্রোতার কল্যাণ সাধিত হয়, এরূপ বাক্য কথন, এবং শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে বেদাধ্যয়ন, এই গুলি বাঙ্ময় তপস্যা ॥ ১৫ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। মনঃপ্রসাদঃ (চিত্তের প্রসন্নতা) সৌম্যত্বং (অক্রূরতা) মৌনং (মৌনভাব) আত্মবিনিগ্রহঃ (আত্মসংযম) ভাবসংশুদ্ধিঃ (চিত্তশুদ্ধি) ইতি এতৎ (এই সকল) মানসং তপঃ (মানস তপস্যা বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হয়) ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। চিত্তের প্রসন্নতা, সৌম্যতা, মৌনভাব, মনোনিগ্রহ, ও অন্তঃকরণশুদ্ধি, এই গুলি মানস তপঃ ॥ ১৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। মনঃপ্রসাদ ইতি। মনঃপ্রসাদো মনসঃ প্রশান্তিঃ। স্বচ্ছতাপাদনং মনসঃ প্রসাদঃ। সৌম্যত্বং যৎ সৌমনস্যমাহুঃ। মুখাদিপ্রসাদকার্য্যোন্নেয়াঽন্তঃকরণস্য বৃত্তিঃ। মৌনং বাক্‌সংযমোঽপি মনঃসংযমপূর্ব্বকো ভবতি—ইতি কার্য্যেণ কারণমুচ্যতে। মনঃসংযমো মৌনমিতি। আত্মবিনিগ্রহো মনোনিরোধঃ। সর্ব্বতঃ সামান্যরূপ আত্মবিনিগ্রহঃ। বাগ্বিষয়স্যৈব মনসঃ সংযমো মৌনমিতি বিশেষঃ। ভাবসংশুদ্ধিঃ—পরৈর্ব্যবহারকালেঽমায়াবিত্বং ভাবসংশুদ্ধিঃ। ইত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। মানসং তপ আহ—মনসঃ প্রসাদ ইতি। মনসঃ প্রসাদঃ স্বচ্ছতা। সৌম্যত্বমক্রূরতা। মৌনং মুনের্ভাবঃ। মননমিত্যর্থঃ। আত্মনো মনসো বিনিগ্রহো বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহারঃ। ভাবসংশুদ্ধির্ব্যবহারে মায়ারাহিত্যম্। ইত্যেতন্মানসং তপঃ ॥ ১৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। চিত্তে বিষয়চিন্তাজনিত ব্যাকুলতা না থাকা, সৌম্যভাব (সর্ব্বলোকহিতৈষণা ও শাস্ত্রনিষিদ্ধ বিষয়ের চিন্তা না করা), মৌনভাব (একাগ্রতা পূর্ব্বক আত্মচিন্তন), কামক্রোধাদির নিবৃত্তিপূর্ব্বক হৃদয়শুদ্ধি, ও ছল কাপট্যাদির পরিহার প্রভৃতি মানস তপঃ বলিয়া উক্ত হইল ॥ ১৬ ॥

—— :০: ——

অন্বয়বোধিনী। অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ (ফলাকাঙ্ক্ষারহিত) যুক্তৈঃ (একাগ্রচিত্ত) নরৈঃ (পুরুষগণকর্তৃক) পরয়া শ্রদ্ধয়া (পরমশ্রদ্ধা সহ) তপ্তং (অনুষ্ঠিত) তৎ (পূর্ব্বোক্ত)

সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্ ॥ ১৮ ॥

ত্রিবিধং (তিন প্রকার) তপঃ (তপস্তাকে) [শিষ্টগণ] সাত্ত্বিকং (সাত্ত্বিক) পরিচক্ষতে (বলেন) ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। ফলাভিসন্ধিশূন্য একাগ্রচিত্ত ব্যক্তি পরমশ্রদ্ধা সহ যে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ তপস্তার অনুষ্ঠান করেন, তাহা সাত্ত্বিক ॥ ১৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যথোক্তং কায়িকং বাচিকং মানসং চ তপস্তপ্তং নরৈঃ সত্ত্বাদিগুণভেদেন কথং ত্রিবিধং ভবতীতি? উচ্যতে—শ্রদ্ধয়াস্তিক্যবুদ্ধ্যা পরয়া প্রকৃষ্টয়া তপ্তমনুষ্ঠিতং তপস্তৎ প্রকৃতং ত্রিবিধং ত্রিপ্রকারং অধিষ্ঠানং নরৈরনুষ্ঠাতৃভিরফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ ফলাকাঙ্ক্ষারহিতৈর্যুক্তৈঃ সমাহিতৈঃ। যদীদৃশং তপস্তৎ সাত্ত্বিকং সত্ত্বনির্বৃত্তং পরিচক্ষতে কথয়ন্তি শিষ্টাঃ ॥১৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেবং শরীরবাঙ্মনোভির্নির্ব্বর্ত্ত্যং ত্রিবিধং তপো দর্শিতম্। তস্য ত্রিবিধস্যাপি তপসঃ সাত্ত্বিকাদিভেদেন ত্রৈবিধ্যমাহ—শ্রদ্ধয়েত্যাদিত্রিভিঃ। তৎ ত্রিবিধমপি তপঃ পরয়া শ্রেষ্ঠয়া শ্রদ্ধয়া ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্যৈর্যুক্তৈরেকাগ্রচিত্তৈর্নরৈস্তপ্তং সাত্ত্বিকং কথয়ন্তি ॥ ১৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। কায়িক বাচিকাদি ত্রিবিধ তপের বিবরণ বলিয়া এক্ষণে ভগবান্ সাত্ত্বিকাদি তিন প্রকার তপস্তার ব্যাখ্যা করিতেছেন। নিজ সুখলাভ বা দুঃখনাশের কোন প্রকার কামনা না করিয়া কেবল অতিকর্ত্তব্য বোধে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক যে কায়িক, বাচিক ও মানস তপস্তা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সাত্ত্বিক ॥ ১৭ ॥

—:০:—

অন্বয়বোধিনী। সৎকারমানপূজার্থং (সৎকার, মান ও পূজা লাভার্থ) দম্ভেন চ এব (এবং দম্ভপূর্ব্বক) যৎ তপঃ (যে তপস্তা) ক্রিয়তে (অনুষ্ঠিত হয়) ইহ (এই লোকে) চলম্ (চঞ্চল) অধ্রুবং (ক্ষণিক) তৎ তপঃ (সেই তপস্তা) রাজসং (রাজস বলিয়া) প্রোক্তম্ (কথিত হয়) ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে তপস্তা সৎকার, মান ও পূজার জন্য দম্ভপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয়, তাহা রাজস। রাজস তপস্তা ইহলোকেই ফল দান করে; ইহা চঞ্চল ও অধ্রুব ॥ ১৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সৎকারেতি। সৎকারঃ সাধুকারঃ—সাধুরয়ং তপস্বী ব্রাহ্মণঃ—ইত্যেবমর্থম্। মানো মাননং প্রত্যুত্থানাভিবাদনাদিঃ। তদর্থম্। পূজা পাদপ্রক্ষালনার্চ্চনাশয়িতৃত্বাদিঃ। তদর্থং চ তপঃ সৎকারমানপূজার্থম্। দম্ভেন চৈব যৎ ক্রিয়তে তপস্তদিহ প্রোক্তং কথিতং রাজসং চলং কাদাচিৎকফলত্বেনাধ্রুবম্ ॥ ১৮ ॥

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। রাজসমাহ—সৎকারেতি। সৎকারঃ—সাধুরয়মিতি তাপসোঽয়মিত্যাদিবাক্পূজা। মানঃ প্রত্যুত্থানাভিবাদনাদির্দৈহিকী পূজা। পূজাঽর্থলাভাদিঃ। এতদর্থং দম্ভেন চ যৎ তপঃ ক্রিয়তে। অত এব চলমনিয়তম্। অধ্রুবং চ ক্ষণিকম্। যদেবম্ভূতং তপস্তদিহ রাজসং প্রোক্তম্ ॥ ১৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। লোকে আমাকে বলিবে "ইনি বড় কঠোর ব্রত করেন, ইনি অন্ন ত্যাগ করিয়া কেবল ফল মূল আহার করেন, ইনি শ্রেষ্ঠ সাধক," "আমি কোথাও যাইবা মাত্র লোকে আমাকে তপস্বী জানিয়া অভ্যর্থনাদি করিবে, লোকে আমার পাদ-প্রক্ষালন ও অর্চনা করিবে ও অর্থাদি দান করিবে," ইত্যাদি মনে ভাবিয়া দম্ভপূর্ব্বক যে তপস্তার অনুষ্ঠান হয়, তাহা রাজস। এ তপস্তার পারলৌকিক ফল হয় না, কেবল ইহলোকে অল্পকালস্থায়ী কিঞ্চিৎ প্রতিষ্ঠা লাভ হয় মাত্র। আবার সর্ব্বত্রই যে প্রতিষ্ঠা লাভ হইবে তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই, এজন্ত ইহা চঞ্চল ও অধ্রুব ॥ ১৮ ॥

—:o:—

অন্বয়বোধিনী। মূঢ়গ্রাহেণ (অবিবেকপূর্ব্বক) আত্মনঃ (নিজের) পীড়য়া (পীড়া দিয়া) পরস্য বা (বা পরের) উৎসাদনার্থং (বিনাশার্থ) যৎ তপঃ (যে তপস্তা) ক্রিয়তে (অনুষ্ঠিত হয়) তৎ (তাহা) তামসং (তামস বলিয়া) উদাহৃতম্ (কথিত হয়) ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। দুরাগ্রহ পূর্ব্বক শরীরাদিকে পীড়া দিয়া, অথবা অন্য প্রাণীর বিনাশার্থ যে তপস্তার অনুষ্ঠান হয়, তাহা তামস ॥ ১৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। মূঢ়গ্রাহেণেতি। মূঢ়গ্রাহেণাঽবিবেকনিশ্চয়েনাত্মনঃ পীড়য়া ক্রিয়তে যত্তপঃ পরস্যোৎসাদনার্থং বিনাশার্থং বা তত্তামসং তপ উদাহৃতম্ ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তামসং তপ আহ—মূঢ়েতি। মূঢ়গ্রাহেণাঽবিবেক-কৃতেন দুরাগ্রহেণাত্মনঃ পীড়য়া যত্তপঃ ক্রিয়তে। পরস্যোৎসাদনার্থং বাঽন্যস্য বিনাশার্থমভিচার-রূপং তত্তামসমুদাহৃতং কথিতম্ ॥ ১৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। রাজা হইবার জন্য পঞ্চতপ আদি, লোককে জিতেন্দ্রিয়-তার পরিচয় দিবার জন্য লিঙ্গনালচ্ছেদন ইত্যাদি কৃচ্ছ্রসাধন, অথবা অন্য ব্যক্তির বিনাশার্থ যে মন্ত্র জপ বা সাধনাদি করা হয়, তাহা তামস তপঃ। বিবেকিগণ রাজস বা তামস তপের অনুষ্ঠান করিবেন না ॥ ১৯ ॥

—:o:—

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়বোধিনী। অনুপকারিণে (প্রত্যুপকারে অসমর্থ ব্যক্তিকে) দেশে (উপযুক্ত স্থানে) কালে চ (উপযুক্ত সময়ে) পাত্রে চ (ও উপযুক্ত পাত্রে) দাতব্যম্ (দেওয়া কর্ত্তব্য) ইতি (এইভাবে) যৎ দানং (যে দান) দীয়তে (দেওয়া হয়) তৎ দানং (সেই দান) সাত্ত্বিকং (সাত্ত্বিক বলিয়া) স্মৃতম্ (কথিত হয়) ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে দান কেবল কর্ত্তব্যানুরোধে, দেশ কাল ও পাত্রের উত্তমতা বিচার পূর্ব্বক, প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা না করিয়া করা হয়, তাহাই সাত্ত্বিক ॥ ২০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ইদানীং দানত্রৈবিধ্যমুচ্যতে—দাতব্যমিতি। দাতব্যমিত্যেবং মনঃ কৃত্বা যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে প্রত্যুপকারাঽসমর্থায়। সমর্থায়াঽপি নিরপেক্ষং দীয়তে। দেশে পুণ্যে কুরুক্ষেত্রাদৌ। কালে সংক্রান্ত্যাদৌ। পাত্রে চ ষড়ঙ্গবিদ্বেদপারগ ইত্যাদৌ। আচারনিষ্ঠায়েত্যর্থঃ। তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥ ২০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। পূর্ব্বং প্রতিজ্ঞাতমেব দানস্য ত্রৈবিধ্যমাহ—দাতব্যমিতি। দাতব্যমেবেত্যেবং নিশ্চয়েন যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে প্রত্যুপকারাঽসমর্থায়। দেশে কুরুক্ষেত্রাদৌ। কালে গ্রহণাদৌ। পাত্রে চেতি দেশকালসাহচর্য্যাৎ সপ্তমী প্রযুক্তা। পাত্রে পাত্রভূতায় তপঃশ্রুতাদিসম্পন্নায় ব্রাহ্মণায়েত্যর্থঃ। যদ্বা পাত্র ইতি তৃজন্তং। রক্ষকায়েত্যর্থঃ। চতুর্থ্যেবৈষা। স হি সর্ব্বস্মাদাপদগণাদ্দাতারং পাতীতি পাতা। তস্মৈ যদেবম্ভূতং দানং তৎ সাত্ত্বিকম্ ॥ ২০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। এক্ষণে সাত্ত্বিকাদি ত্রিবিধ দানের বিবরণ ব্যাখ্যাত হইতেছে। যে সময়ে যেরূপ ব্যক্তিকে যে পদার্থ দান করিবার জন্য শ্রুতি ও স্মৃতি আজ্ঞা করিয়াছেন, সেই শাস্ত্রাজ্ঞাবশংবদ ও ফলকামনাবর্জ্জিত হইয়া যে অন্ন, সুবর্ণাদি দান করা যায় ও প্রতিগ্রহীতার নিকট কোন উপকারের প্রত্যাশা না করিয়া যে দান করা যায়, তাহাই সাত্ত্বিক। সাধু, সন্ন্যাসী আদি যাঁহারা কেবল ভগবানের আরাধনা করেন, যাঁহারা দেশহিতসাধননিরত, যাঁহারা অকর্ম্মণ্য ও নিতান্ত দুঃখী, তাঁহারাই দানের যোগ্য পাত্র। অশিক্ষিত অসাধু ব্যক্তিকে কিছু মাত্র দান করিতে নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে—

"অব্রতাশ্চাঽনধীয়ানা যত্র ভৈক্ষ্যচরা দ্বিজাঃ।
তং গ্রামং দণ্ডয়েদ্রাজা চৌরভক্তপ্রদং যথেঃ ॥" (ক)

যাহারা ব্রহ্মচর্য্য ও বিদ্যাশিক্ষা না করে, তাহাদিগকে যে গ্রামের লোক ভোজন করায়

(ক) অত্রিসংহিতা, ২২।

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ * ॥ ২১ ॥
অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥

রাজা সেই গ্রামকে অর্থাৎ সেই গ্রামের লোকদিগের প্রতি চৌরোচিত দণ্ড বিধান করিবেন। অসাধু ও অনধীত ব্যক্তি সাধু ও বিদ্যাবানের প্রাপ্য অন্ন গ্রহণ করায় সে পরস্বাপহারী, আর দানকর্তা চৌর্য্যের প্রশ্রয়দাতা এই জন্ম উভয়েই দণ্ডার্হ। যথাশাস্ত্র দান না করিয়া অবিদ্যাজনিত স্নেহ, মমতা ও করুণার বশীভূত হইয়া দান করিলে দান অসিদ্ধ হয়। "বিদ্যাতপোভ্যামাত্মনো দাতুশ্চ পালনক্ষম এব প্রতিগৃহ্লীয়াৎ"—যে ব্যক্তি বিদ্যা ও তপস্যা দ্বারা আপনার ও দাতার রক্ষণে সমর্থ সেই ব্যক্তিই দাতার ধন গ্রহণ করিবার অধিকারী। বিদ্যা ও তপোবর্জ্জিত ব্যক্তি দানের অযোগ্য ॥ ২০ ॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। যৎ তু (যে দান) প্রত্যুপকারার্থং (প্রত্যুপকারের আশায়) ফলম্ উদ্দিশ্য বা (অথবা ফলের কামনায়) পুনঃ (ও) পরিক্লিষ্টং (চিত্তের ক্লেশসহ) দীয়তে (দেওয়া হয়) তৎ দানং (সেই দান) রাজসং (রাজস বলিয়া) স্মৃতম (কথিত হয়) ॥ ২১ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে দান প্রত্যুপকারের প্রত্যাশায় অথবা স্বর্গাদিফল-কামনায়, এবং যে দান ক্লেশসহকারে প্রদত্ত হয়, তাহা রাজসিক ॥ ২১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যদিতি। যত্তু দানং প্রত্যুপকারার্থং—কালে স্বয়ং মাং প্রত্যুপকরিষ্যতীত্যেবমর্থম্। ফলং বাহস্য দানস্য মে ভবিষ্যত্যদৃষ্টমিতি। তদুদ্দিশ্য পুনর্দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং খেদসংযুক্তং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ২১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। রাজসং দানমাহ—যদিতি। কালান্তরেঽয়ং মাং প্রত্যুপকরিষ্যতীত্যেবমর্থং ফলং বা স্বর্গাদিকমুদ্দিশ্য যৎ পুনর্দ্দানং দীয়তে পরিক্লিষ্টং চিত্তক্লেশ-যুক্তং যথা ভবত্যেবম্ভূতং তদ্দানং রাজসমুদাহৃতং কথিতম্ ॥ ২১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। এই ধন ব্রাহ্মণকে দান করিতেছি, এ ব্যক্তি কোন সময়ে আমার উপকার করিবে, অথবা এই জন্ম পুণ্যফলে আমি স্বর্গসুখ ভোগ করিব, এই রূপ ভাবিয়া যে দান করা হয়, কিংবা দান করিয়া যদি মনে হয়, যে কেনই বা বৃথা এত দান করিলাম? এইরূপ দানকে বেদবিদ্গণ রাজস দান বলিয়া ব্যাখ্যা করেন ॥ ২১ ॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। অদেশকালে (অনুপযুক্ত দেশে ও কালে) অপাত্রেভ্যঃ চ (ও অপাত্রে) অসৎকৃতম্ (সৎকার না করিয়া) অবজ্ঞাতং (অবজ্ঞাসহ) যৎ দানং (যে

* তদ্রাজসমুদাহৃতমিতি শ্রীধরস্বামিধৃতঃ পাঠঃ।

ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥ ২৩ ॥

দান) দীয়তে (দেওয়া হয়) তৎ (তাহা) তামসম্ (তামস বলিয়া) উদাহৃতম্ (কথিত হয়) ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে দান অনুপযুক্ত দেশে, অযোগ্য কালে, অপাত্রে প্রদত্ত হয়, ও যে দান সৎকাররহিত, এবং যে দান অবজ্ঞাপূর্ব্বক প্রদত্ত হয়, তাহা তামস দান ॥ ২২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অদেশকাল ইতি। অদেশকালে—অদেশেঽপুণ্যে দেশে ম্লেচ্ছাশুচ্যাদিসংকীর্ণে। অকালে পুণ্যহেতুত্বেনাঽপ্রখ্যাতে সংক্রান্ত্যাদিবিশেষরহিতে। অপাত্রেভ্যশ্চ মূর্খতস্করাদিভ্যঃ। দেশাদিসম্পত্তৌ চাঽসংকৃতং প্রিয়বচনপাদপ্রক্ষালনপূজাদিরহিতম্। অবজ্ঞাতং পাত্রপরিভবযুক্তং চ যৎ। তদ্দানং তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তামসং দানমাহ—অদেশেতি। অদেশেঽশুচিস্থানে। অকালেঽশৌচাদিসময়ে। অপাত্রেভ্যো বিটনটনর্ত্তকাদিভ্যঃ। যদ্দানং দীয়তে। দেশকালপাত্রসম্পত্তাবপ্যসৎকৃতং পাদপ্রক্ষালনাদিসৎকারশূন্যম্। অবজ্ঞাতং পাত্রতিরস্কারযুক্তম্। এবম্ভূতং দানং তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। স্বভাবদূষিত বা দুর্জ্জনসম্বন্ধ জন্য পাপযুক্ত অশুচিময় স্থানে, যে সময়ের নগ্নাদি শাস্ত্রে অপুণ্যকর বলিয়া উক্ত হইয়াছে সেই সময়ে, এবং বিদ্যা, তপস্যাদিবর্জ্জিত বেশ্যা, নর্ত্তকী, তোষামোদকারী প্রভৃতি অপাত্রে যে দান করা হয়, তাহা তামসিক। আর দেশ কাল পাত্র উপযুক্ত হইলেও যদি দাতা প্রতিগ্রহীতাকে মিষ্ট সম্ভাষণাদি দ্বারা সৎকার না করিয়া, অথবা ঘৃণা বা অনাদর করিয়া দান করে, সে দানও তামস দান বলিতে হইবে ॥ ২২ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। ওঁ তৎ সৎ ইতি (এই) ত্রিবিধঃ (তিনপ্রকার) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের) নির্দ্দেশঃ (নাম) স্মৃতঃ (শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে)। তেন (তদ্দ্বারা) ব্রাহ্মণাঃ চ (ব্রহ্মবিদ্‌গণ) বেদাঃ চ (বেদসকল) যজ্ঞাঃ চ (ও যজ্ঞসমূহ) পুরা (পূর্ব্বকালে) বিহিতাঃ (সৃষ্ট হইয়াছে) ॥ ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। "ওঁ তৎসৎ" ব্রহ্মের এই অবয়বত্রয়যুক্ত নাম স্মরণ করিয়া সৃষ্টির আদি কালে প্রজাপতি ব্রাহ্মণাদি কর্ত্তা, করণরূপ বেদ ও কর্ম্মরূপ যজ্ঞ উৎপাদন করিয়াছেন ॥ ২৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যজ্ঞদানতপঃপ্রভৃতীনাং সাদ্‌গুণ্যকরণায়াঽয়মুপদেশ উচ্যতে—

ওঁ তৎসদিতি। ওঁ তৎসদিত্যেব নির্দ্দেশঃ। নির্দ্দিশ্যতেঽনেনেতি নির্দ্দেশঃ। ত্রিবিধো নাম-নির্দ্দেশো ব্রহ্মণঃ স্মৃতশ্চিন্তিতো বেদান্তেষু ব্রহ্মবিদ্ভিঃ। ব্রাহ্মণাস্তেন নির্দ্দেশেণ ত্রিবিধেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতা নির্ম্মিতাঃ পুরা পূর্ব্বম্। ইতি নির্দ্দেশস্তত্যর্থমুচ্যতে। ২৩।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। নন্বেবং বিচার্য্যমাণে সর্ব্বমপি যজ্ঞতপোদানাদি রাজসতামসপ্রায়মেবেতি ব্যর্থো যজ্ঞাদিপ্রয়াস ইত্যাশঙ্ক্য তথাবিধস্যাপি সাত্ত্বিকত্বোপপাদন-প্রকারং দর্শয়িতুমাহ—ওমিতি। ওঁ তৎসদিতি ত্রিবিধো ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনো নির্দ্দেশো নামব্যপ-দেশঃ স্মৃতঃ শিষ্টৈঃ। তত্র তাবদোমিতি ব্রহ্ম (ক) ইত্যাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধেরোমিতি ব্রহ্মণো নাম। জগৎকারণত্বেনাতিপ্রসিদ্ধত্বাদবিচ্ছত্বাৎ পরোক্ষত্বাচ্চ তচ্ছব্দোঽপি ব্রহ্মণো নাম। পরমার্থসত্ত্ব-সাধুত্বপ্রশস্তত্বাদিভিঃ সচ্ছব্দোঽপি ব্রহ্মণো নাম। সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদিত্যাদিশ্রুতেঃ (খ)। অয়ং ত্রিবিধোঽপি নামনির্দ্দেশো বিগুণমপি সগুণীকর্ত্তুং সমর্থ ইত্যাশয়েন স্তৌতি। তেন ত্রিবিধেন ব্রহ্মণো নির্দ্দেশেন ব্রাহ্মণাশ্চ বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ পুরা সৃষ্ট্যাদৌ বিহিতা বিধাত্রা নির্ম্মিতাঃ। সগুণীকৃতা ইতি বা। যদ্বা যস্মাঽয়ং ত্রিবিধো নির্দ্দেশস্তেন পরমাত্মনা ব্রাহ্মণাদয়ঃ পবিত্রতমাঃ সৃষ্টাঃ। তস্মাত্তস্মাঽয়ং ত্রিবিধো নির্দ্দেশোঽতিপ্রশস্ত ইত্যর্থঃ। ২৩॥

গীতার্থসন্দীপনী। আহার, যজ্ঞ, তপ ও দানাদি বিশুদ্ধভাবে সম্পাদন করিতে যত্ন করিলেও অনুষ্ঠাতার প্রমাদাদি দোষে কোন না কোন ত্রুটী থাকিয়া যাইবারই সম্ভাবনা। এই জন্য ভগবান্ কার্য্যশুদ্ধির নিমিত্ত তৎপ্রায়শ্চিত্ত ব্যাখ্যা করিতেছেন। ওঁকার-রূপ পরব্রহ্মের নাম যেমন অ+উ+ম এই ত্রিবর্ণাত্মক, সেই রূপ প্রাচীন মহর্ষিগণ পর-ব্রহ্মের ওঁ+তৎ+সৎ এই অবয়বত্রয়যুক্ত নাম সকল কার্য্যের আদিতে স্মরণ করিতেন। কার্য্যের বৈগুণ্যদোষবিনাশার্থ পরব্রহ্মের এই বেদোক্ত নাম অবশ্যই উচ্চারণ করিবে। ধর্ম্মশাস্ত্রও বলিয়াছে—

"প্রমাদাৎ কুর্ব্বতঃ কর্ম্ম প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ।
স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতিঃ॥

যজ্ঞাদি কার্য্যকালে যদি মন্ত্র উচ্চারণাদির প্রমাদ বশতঃ যজ্ঞের কোন অঙ্গ ভঙ্গ হয়, তবে ভগবানের নাম স্মরণ করিলে তদ্দোষ খণ্ডিত হইবে। "ব্রাহ্মণাস্তেন"—এস্থলে ব্রাহ্মণ শব্দ দ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই দ্বিজাতি মাত্রই উপলক্ষিত হইয়াছে। দ্বিজাতিগণ যজ্ঞারম্ভ কালে কার্য্যের বৈগুণ্যদোষ পরিহারার্থ "ওঁ তৎ সৎ" এই মন্ত্র অবশ্যই উচ্চারণ করিবেন। এই নামের প্রভাবেই ব্রহ্মা ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ সৃজন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভগবানের নামে সমস্ত বিঘ্ন বৈগুণ্য কাটিয়া যায়। ২৩॥

-:০:-

(ক) তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ১।৮।১। (খ) ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৬।২।১।

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ২৪ ॥
তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়বোধিনী। তস্মাৎ (এই জন্য) ওঁ ইতি (ওঁ এই শব্দ) উদাহৃত্য (উচ্চারণ করিয়া) ব্রহ্মবাদিনাং (বেদবিদ্‌গণের) বিধানোক্তাঃ (শাস্ত্রোক্ত) যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ (যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদি কর্ম্ম) সততং (নিরন্তর) প্রবর্ত্তন্তে (অনুষ্ঠিত হয়)॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। এই জন্য ওঁকার উচ্চারণ করিয়া বেদবিদ্‌গণের শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞ, দান ও তপঃ আদি ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হইতে হয় ॥ ২৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তস্মাদিতি। তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্যোচ্চার্য্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়া যজ্ঞাদিস্বরূপাঃ ক্রিয়াঃ প্রবর্ত্তন্তে। বিধানোক্তাঃ শাস্ত্রচোদিতাঃ। সততং সর্ব্বদা। ব্রহ্মবাদিনাং ব্রহ্মবদনশীলানাম্ ॥ ২৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ইদানীং প্রত্যেকমোঙ্কারাদীনাং প্রাশস্ত্যং দর্শয়িষ্যন্নোঙ্কারস্য তদেবাহ—তস্মাদিতি। যস্মাদেবং ব্রহ্মণো নির্দ্দেশঃ প্রশস্তস্তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্যোচ্চার্য্য কৃতা বেদবাদিনাং যজ্ঞাদ্যাঃ শাস্ত্রোক্তাঃ ক্রিয়াঃ সততং সর্ব্বদা—অঙ্গবৈকল্যেঽপি—প্রকর্ষেণ বর্ত্তন্তে। সগুণা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ওঁ শব্দটি ভগবানের একটি বিশেষ নাম, এই জন্য বেদবিদ্‌গণ যখন যে কোন শাস্ত্রোক্ত কার্য্যেই প্রবৃত্ত হউন না কেন, ওঁ এই নাম উচ্চারণ করিয়া তবে কার্য্যারম্ভ করেন, কেননা ভগবানের নামের গুণে সমস্ত বৈগুণ্য বিদূরিত হয়। ওঁ এই এক শব্দেরই যখন এত প্রভাব, তখন "ওঁ তৎ সৎ" নামের যে আরও অধিক প্রভাব হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? ॥ ২৪ ॥

—:o:—

অন্বয়বোধিনী। তৎ ইতি (তৎ এই শব্দ) [উচ্চারণ করিয়া] ফলম্ অনভিসন্ধায় (ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া) মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ (মুমুক্ষুগণকর্ত্তৃক) বিবিধাঃ (নানাবিধ) যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ দানক্রিয়াঃ চ (ও বিবিধ দানক্রিয়া) ক্রিয়ন্তে (অনুষ্ঠিত হয়) ॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ "তৎ" শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক ফলাভিসন্ধিবর্জ্জিতচিত্তে নানাবিধ যজ্ঞ, তপঃ ও দানাদি কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তদিতি। তদিত্যনভিসন্ধায়—তদিতি ব্রহ্মাভিধানমুচ্চার্য্যাঽনভিসন্ধায় চ কর্ম্মণঃ ফলম্। যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ—যজ্ঞক্রিয়াস্তপঃক্রিয়াশ্চ যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ। দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্ষেত্রহিরণ্যপ্রদানাদিলক্ষণাঃ ক্রিয়ন্তে নির্ব্বর্ত্তন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভির্মোক্ষার্থিভির্মুমুক্ষুভিঃ ॥ ২৫ ॥

সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥২৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। দ্বিতীয়ং নাম প্রস্তৌতি—তদিতি। তদিত্যুদাহৃত্যেতি পূর্ব্বস্যাঽনুষঙ্গঃ। তদিত্যুদাহৃত্যোচ্চার্য্য শুদ্ধচিত্তৈর্ম্মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ পুরুষৈঃ ফলাঽভিসন্ধিমকৃত্বা যজ্ঞাদ্যাঃ ক্রিয়াঃ ক্রিয়ন্তে। অতশ্চিত্তশোধনদ্বারেণ ফলসঙ্কল্পত্যাজনেন মুমুক্ষুত্বসম্পাদকত্বাত্তচ্ছব্দনির্দ্দেশঃ প্রশস্ত ইত্যর্থঃ॥ ২৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। "তত্ত্বমসি" (ক) এই মহাবাক্যান্তর্গত "তৎ" শব্দ উচ্চারিত হইলে চিত্তের অশান্তি নিবারিত হয়, ফলাভিসন্ধানবুদ্ধি বিনষ্ট হয় এবং যজ্ঞদানাদি কার্য্য ভগবানের এই আশ্চর্য্য নামের গুণে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। অনুষ্ঠাতৃগণ কেবল নিজ অন্তঃকরণের শুদ্ধির জন্যই যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিবেন। 'তৎ" শব্দ পরম পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ। ২৫ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। [হে] পার্থ। সদ্ভাবে (আছে এইরূপ বুঝাইতে) সাধুভাবে চ (এবং সাধুভাব বুঝাইতে) সৎ ইতি এতৎ (এই শব্দ) প্রযুজ্যতে (প্রযুক্ত হয়)। তথা (এবং) প্রশস্তে কর্ম্মণি (মঙ্গলজনক কার্য্যে) সচ্ছব্দঃ যুজ্যতে (ব্যবহৃত হয়) ॥ ২৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে পার্থ! সদ্ভাব, সাধুভাব ও মঙ্গলজনক কার্য্য কালে শিষ্টগণ "সৎ" এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকেন ॥ ২৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ওঁতচ্ছব্দয়োর্ব্বিনিয়োগ উক্তঃ। অথেদানীং সচ্ছব্দস্য বিনিয়োগঃ কথ্যতে—সদ্ভাব ইতি। সদ্ভাবে অসতঃ সদ্ভাবে। যথাঽবিদ্যমানস্য পুত্রস্য জন্মনি। তথা সাধুভাবে—অসদ্বৃত্তস্যাসাধোঃ সদ্বৃত্ততা সাধুভাবঃ। তস্মিন্ সাধুভাবে চ। সদিত্যেতদভিধানং ব্রহ্মণঃ প্রযুজ্যতে। তত্রোচ্যতেঽভিধীয়তে। প্রশস্তে কর্ম্মণি বিবাহাদৌ চ তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ—যুজ্যতে প্রযুজ্যত ইত্যেতৎ ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। সচ্ছব্দস্য প্রাশস্ত্যমাহ—সদ্ভাব ইতিদ্বাভ্যাম্। সদ্ভাবেঽস্তিত্বে। দেবদত্তস্য পুত্রাদিকমস্তীত্যস্মিন্নর্থে। সাধুভাবে চ সাধুত্বে। দেবদত্তস্য পুত্রাদি শ্রেষ্ঠমিত্যস্মিন্নর্থে। সদিত্যেতৎ পদং প্রযুজ্যতে। প্রশস্তে মাঙ্গলিকে বিবাহাদিকর্ম্মণি চ সদিদং কর্ম্মেতি সচ্ছব্দো যুজ্যতে প্রযুজ্যতে। সংগচ্ছত ইতি বা ॥ ২৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" (খ) এই শ্রুতিতে "সৎ" শব্দটি ব্রহ্মের নাম বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। সদ্ভাব (অস্তিত্ব) অর্থাৎ অমুক বস্তু আছে কি নাই, এরূপ আশঙ্কার স্থলে, ও সাধুভাব (সাধুত্ব) অর্থাৎ অমুক বস্তু পবিত্র বা অশুদ্ধ,

(ক) ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৬।৮।৭ (খ) ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৬।২।১

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৭ ॥

ভাল কি মন্দ, এই রূপ সংশয় স্থলে মহাত্মগণ "সৎ" শব্দ উচ্চারণ করিয়া এতাবদ্বৈগুণ্য দোষ নিবারণ করেন, এবং নির্ব্বিঘ্নে কার্য্য নির্ব্বাহ নিমিত্ত বিবাহাদি মঙ্গল কার্য্যে শিষ্টগণ "সৎ" শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক সমস্ত প্রতিবন্ধকতার শান্তি করেন ॥ ২৬ ॥

—:০:—

অন্বয়বোধিনী। যজ্ঞে, তপসি (তপস্যার অনুষ্ঠানে), দানে চ (ও দানে), [যে] স্থিতিঃ (অবস্থান—নিষ্ঠা) [তাহা] সৎ (সৎ বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হয়)। তদর্থীয়ং (ঈশ্বরার্থে) কর্ম্ম চ এব (কর্ম্মও) সৎ ইতি এব (সৎ বলিয়া) অভিধীয়তে (কথিত হয়) ॥২৭॥

বঙ্গানুবাদ। মহাত্মগণ যজ্ঞ, তপঃ ও দান রূপ কার্য্যকালে এবং ভগবৎ-প্রীত্যর্থে কোন অনুষ্ঠান করিবার সময়ে "সৎ" শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকেন ॥২৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যজ্ঞে যজ্ঞকর্ম্মণি যা স্থিতিস্তপসি চ যা স্থিতির্দানে চ যা স্থিতিঃ সা চ সদিত্যুচ্যতে বিদ্বদ্ভিঃ। কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং যজ্ঞদানতপোঽর্থীয়ম্। অথবা যস্যাভিধানত্রয়ং প্রকৃতং তদর্থীয়ম্। ঈশ্বরার্থীয়মিত্যেতৎ। সদিত্যেবাভিধীয়তে। তদেতদ্যজ্ঞদানতপআদি কর্ম্মাঽসাত্ত্বিকং বিগুণমপি শ্রদ্ধাপূর্ব্বকং ব্রহ্মণোঽভিধানত্রয়প্রয়োগেণ সগুণং সাত্ত্বিকং সম্পাদিতং ভবতি ॥ ২৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—যজ্ঞ ইতি। যজ্ঞাদিষু চ যা স্থিতিস্তাৎ-পর্য্যেণাঽবস্থানং তদপি সদিত্যুচ্যতে। যস্য চেদং নামত্রয়ং স এব পরমাত্মার্থঃ ফলং যস্য তত্তদর্থং কর্ম্ম পুজোপহারগৃহাঙ্গনপরিমার্জ্জনোপলেপনরঙ্গমাঙ্গলিকাদিক্রিয়া তৎসিদ্ধয়ে যদন্যৎ কর্ম্ম ক্রিয়ত উদ্যানশালিক্ষেত্রধনার্জ্জনাদিবিষয়ং তৎ কর্ম্ম তদর্থীয়ম্। তচ্চাতিব্যবহিতমপি সদিত্যেবাভিধীয়তে। যস্মাদেবমতিপ্রশস্তমেতন্নামত্রয়ং তস্মাদেতৎ সর্ব্বকর্ম্মসাদ্গুণ্যার্থং কীর্ত্তয়েদিতি তাৎপর্য্যার্থঃ। অত্র চার্থবাদাঽনুপপত্ত্যা বিধিঃ কল্প্যতে। বিধেয়ং স্তূয়তে বস্তিত্যন্যায়াৎ। অপরে তু প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিরিত্যাদিবর্ত্তমানো-পদেশঃ সন্নিধো যজতীত্যাদিবদ্বিধিতয়া পরিণমনীয় ইত্যাহুঃ। তত্ সদ্ভাবে সাধুভাবে চেত্যাদিষু প্রাপ্তার্থত্বান্ন সংগচ্ছত ইতি পূর্ব্বোক্তক্রমেণ বিধিকল্পনৈব জ্যায়সী ॥ ২৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যজ্ঞ, তপঃ ও দানাদির ক্রিয়াপরায়ণতার স্থিতিরূপ নিষ্ঠাকালে, এবং তদর্থীয় কর্ম্মে অর্থাৎ যজ্ঞাদিসম্পাদনের অনুকূল কর্ম্মবিশেষে, বা ব্রহ্মজ্ঞানানু-কূল কর্ম্মবিশেষে, অথবা ভগবৎপ্রীতির নিমিত্ত কর্ম্মানুষ্ঠান কালে মহাত্মগণ "সৎ" শব্দ উচ্চারণ করিয়া সর্ব্ব প্রকার বৈগুণ্য নিবারণ করিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

—:০:—

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতং চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়বোধিনী। অশ্রদ্ধয়া (অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক) হুতং (হোম), দত্তং (দান), তপ্তং (অনুষ্ঠিত) তপঃ (তপস্যা), যৎ চ (ও অন্যান্য যাহা) কৃতম্ (অনুষ্ঠিত হয়), [সে সমস্ত] অসৎ ইতি (অসৎ বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হয়)। [হে] পার্থ! তৎ (তাহা) নো ইহ (না এই লোকে), ন চ প্রেত্য (না পরলোকে) [ফল দান করে] ॥ ২৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক যে যজ্ঞ, দান ও তপঃ বা অন্য কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তৎ সমস্ত অসৎ বলিয়া কথিত হয়। শ্রদ্ধাবিহীন কার্য্য ইহলোকে বা পরলোকে কোন ফলই দান করিতে পারে না ॥ ২৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তত্র চ সর্ব্বত্র শ্রদ্ধাপ্রধানতয়া সর্ব্বং সম্পাদ্যতে যস্মাৎ তস্মাৎ —অশ্রদ্ধয়েতি। অশ্রদ্ধয়া হুতং হবনং কৃতম্। দত্তং চ ব্রাহ্মণেভ্যোঽশ্রদ্ধয়া। তপস্তপ্তমনুষ্ঠিতমশ্রদ্ধয়া। তথাঽশ্রদ্ধয়ৈব কৃতং যৎ স্তুতিনমস্কারাদি তৎ সর্ব্বমসদিত্যুচ্যতে। মৎপ্রাপ্তিসাধনমার্গবাহ্যত্বাৎ। পার্থ। ন চ তদ্বহুলায়াসমপি প্রেত্য ফলায়। নোঽপীহার্থম্। সাধুভির্নিন্দিতত্বাদিতি ॥ ২৮ ॥

ইতি শাঙ্করে শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ইদানীং সর্ব্বকর্ম্মসু শ্রদ্ধয়ৈব প্রবৃত্ত্যর্থমশ্রদ্ধয়া কৃতং সর্ব্বং নিন্দতি—অশ্রদ্ধয়েতি। অশ্রদ্ধয়া হুতং হবনম্। দত্তং দানম্। তপস্তপ্তং নির্ব্বর্ত্তিতম্। যচ্চান্যদপি কৃতং কর্ম্ম। তৎ সর্ব্বমসদিত্যুচ্যতে। যতস্তৎ প্রেত্য লোকান্তরে ন ফলতি—বিগুণত্বাৎ। নো ইহ ন চাঽস্মিন্ লোকে ফলতি—অযশস্করত্বাৎ ॥ ২৮ ॥

রজস্তমোময়ীং ত্যক্ত্বা শ্রদ্ধাং সত্ত্বময়ীং শ্রিতঃ।
তত্ত্বজ্ঞানেঽধিকারী স্যাদিতি সপ্তদশে স্থিতম্ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াং ভগবদ্গীতাটীকায়াং শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

গীতার্থসন্দীপনী। যদি আলস্যাদিপ্রমাদযুক্ত ব্যক্তি "ওঁ তৎ সৎ" উচ্চারণ করিলে তাহার কার্য্যবৈগুণ্য সমস্তই কাটিয়া যায়, তবে আসুর ব্যক্তিগণ (সত্ত্বগুণাবলম্বী ও শ্রদ্ধাযুক্ত না হইলেও) "ওঁ তৎ সৎ" বলিয়া যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে হয় তো সিদ্ধমনোরথ হইতে পারিবে, অর্জ্জুনের এই প্রকার আশঙ্কা নিবারণার্থ ভগবান্ বলিতেছেন

হে অর্জ্জুন! অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি দান, বা ব্রাহ্মণাদিকে গোসুবর্ণাদি দান, কিংবা কায়িক বাচিকাদি তপস্যা, অথবা যে কোন কর্ম্ম অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক সাধিত হয়, তৎ সমস্তই অসাধু। পাষাণাদিতে যেমন বীজ অঙ্কুরিত হয় না, তদ্রূপ এই অশ্রদ্ধার কার্য্যেও "ওঁ তৎ সৎ" শুদ্ধিসাধক হয় না। শ্রদ্ধা ব্যতীত ধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট বা অপূর্ব্ব বা সংস্কার সঞ্চারিত হয় না, ও শিষ্টগণ শ্রদ্ধাবিহীন কার্য্যের প্রশংসা করেন না, সুতরাং অশ্রদ্ধা-পূর্ণ কার্য্য পরলোকে স্বর্গাদি ও ইহলোকে প্রতিষ্ঠাদি রূপ ফল দান করিতে পারে না। এই জন্য শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সাত্ত্বিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করাই প্রশস্ত। এই সাত্ত্বিক অনুষ্ঠান কালে যে কিছু বৈগুণ্যের আশঙ্কা থাকে, তাহা "ওঁ তৎ সৎ" এই মন্ত্রোচ্চারণ মাত্রেই বিদূরিত হইয়া যায়।

শাস্ত্রবিধিপরিত্যাগী আসুর ব্যক্তির ধর্ম্ম ও শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির দেবধর্ম্ম—এতদুভয়ধর্ম্মযুক্ত ব্যক্তি অসুর কি দেবতা, অর্জ্জুনের এই সংশয় নিবারণার্থ ভগবান্ বলিলেন, রাজস ও তামস শ্রদ্ধা সহ যাহারা রাজস ও তামস যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে, তাহারা অসুর, ইহারা শাস্ত্রবিহিত জ্ঞানসাধনের অনধিকারী। আর যাঁহারা সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সাত্ত্বিক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা দেব। তাঁহারা শাস্ত্রপ্রতিপাদিত জ্ঞানের সম্যগধিকারী। সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস শ্রদ্ধা ও আহারাদির প্রতিপাদন পূর্ব্বক ভগবান্ এই অধ্যায়ে এতাবৎ নিরূপণ করিয়া অর্জ্জুনের মনোমালিন্য দূর করিলেন ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামিমহোদয়-
প্রণীত "গীতার্থ-সন্দীপনী" নামক ভাষা তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার
সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ।

সংন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিষূদন ॥ ১ ॥

অন্বয়বোধিনী। অর্জ্জুন উবাচ। [হে] মহাবাহো। [হে] হৃষীকেশ। [হে] কেশিনিসূদন। সংন্যাসস্য (সন্ন্যাসের) ত্যাগস্য চ (ও ত্যাগের) তত্ত্বং (তত্ত্ব) পৃথক্ (পৃথক্‌রূপে) বেদিতুম্ (জানিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি) ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ। অর্জ্জুন কহিলেন, হে মহাবাহো। হে হৃষীকেশ। হে কেশিনিষূদন। সন্ন্যাস ও ত্যাগের পার্থক্য জানিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে। (তুমি কৃপা করিয়া ব্যাখ্যা কর) ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সর্ব্বস্যৈব গীতাশাস্ত্রস্যার্থোঽস্মিন্নধ্যায় উপসংহৃত্য সর্ব্বশ্চ বেদার্থো বক্তব্য ইত্যেবমর্থোঽয়মধ্যায় আরভ্যতে। সর্ব্বেষু হ্যতীতেষধ্যায়েষূক্তোঽর্থোঽস্মিন্নধ্যায়েঽবগম্যতে। অর্জ্জুনস্তু সংন্যাসত্যাগশব্দার্থয়োরেব বিশেষং বুভুৎসুরুবাচ—সংন্যাসস্যেতি। সংন্যাসস্য সংন্যাসশব্দার্থস্যেত্যেতৎ। হে মহাবাহো তত্ত্বং—তস্য ভাবস্তত্ত্বম্। যাথাত্ম্যমিত্যেতৎ। ইচ্ছামি বেদিতুং জ্ঞাতুম্। ত্যাগস্য চ ত্যাগশব্দার্থস্যেত্যেতৎ। হৃষীকেশ। পৃথগিতরেতরবিভাগতঃ। কেশিনিসূদন—কেশিনামা কশ্চিদসুরঃ। তং নিসূদিতবান্ ভগবান্ বাসুদেবঃ। তেন তন্নাম্না সম্বোধ্যতেঽর্জ্জুনেন ॥ ১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ন্যাসত্যাগবিভাগেন সর্ব্বগীতার্থসংগ্রহম্।
স্পষ্টমষ্টাদশে প্রাহ পরমার্থবিনির্ণয়ে ॥

অত্র চ—সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী। সংন্যাসযোগযুক্তাত্মেত্যাদিষু কর্ম্মসংন্যাস উপদিষ্টঃ। তথা—ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ। সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥ ইত্যাদিষু চ ফলমাত্রত্যাগেন কর্ম্মানুষ্ঠানমুপদিষ্টম্। ন চ পরস্পরং বিরুদ্ধং সর্ব্বজ্ঞঃ পরমকারুণিকো ভগবানুপদিশেৎ। অতঃ কর্ম্মসংন্যাসস্য তদনুষ্ঠানস্য চাবিরোধপ্রকারং বুভুৎসুরর্জ্জুন উবাচ—সংন্যাসস্যেতি। ভো হৃষীকেশ সর্ব্বেন্দ্রিয়নিয়ামক। হে কেশিনিসূদন কেশিনাম্নো মহতো হয়াকৃতের্দৈত্যস্য যুদ্ধে মুখং ব্যাদায় ভক্ষয়িতুমাগচ্ছতোঽত্যন্তং ব্যাত্তে মুখে বামবাহুং প্রবেশ্য তৎক্ষণমেব বিবৃদ্ধেন তেনৈব বাহুনা কর্কটিকাফলবত্তং বিদার্য্য নিসূদিতবান্। অত এব হে মহাবাহো ইতি সম্বোধনম্। সংন্যাসস্য ত্যাগস্য চ তত্ত্বং পৃথগ্বিবেকেন বেদিতুমিচ্ছামি ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সংন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥ ২॥

গীতার্থসন্দীপনী। সপ্তদশ অধ্যায়ে সাত্ত্বিকাদি ভেদে আহার ও যজ্ঞাদি বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে সন্ন্যাসের সাত্ত্বিকাদি ভেদ কথিত হইবে। শাস্ত্রে যাহা "বিদ্বৎসন্ন্যাস" বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে, তাহা গীতার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে "গুণাতীত" বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে; সুতরাং তাহাতে সাত্ত্বিকাদি গুণভেদ থাকিতে পারে না। আর আত্ম-সাক্ষাৎকারার্থ মুমুক্ষুগণ যে "বিবিদিষা সন্ন্যাস" গ্রহণ করেন, তাহাও (ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন) নির্গুণাত্মক—সুতরাং তাহাতেও গুণভেদ দৃষ্ট হয় না। বস্তুতঃ এতদ্বিবিধ সন্ন্যাস গুণাতীত। কিন্তু যাঁহার আত্মসাক্ষাৎকার ও মোক্ষেচ্ছা কিছুই হয় নাই, যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞও নহে ও যথার্থ তত্ত্বজিজ্ঞাসুও নহে, তাহার 'কর্ম্মসন্ন্যাস' সাত্ত্বিকাদি গুণ-ভেদযুক্ত। এই প্রকার সন্ন্যাসের বিশেষ বিশেষ বিবরণ শুনিবার জন্য অর্জ্জুন ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন।

কর্ম্মাধিকারী ব্যক্তি যে কর্ম্মের আংশিক অনুষ্ঠান ও আংশিক পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসের গৌণ বৃত্তি অবলম্বন করে, তাহার প্রকারভেদ কিরূপ? "সন্ন্যাস" ও "ত্যাগ" এই দুইটি ঘট ও পটের ন্যায় বিভিন্নজাতীয়, অথবা ঘট ও কলসের ন্যায় একই পদার্থের বিভিন্ন নাম মাত্র—অর্জ্জুনের ইহাই জিজ্ঞাস্য। অর্জ্জুন এই শ্লোকে ভগবানকে "মহাবাহো" ও "কেশিনিসূদন" শব্দে সম্বোধন করিয়া তাঁহার বাহ্য বিঘ্ন বিপত্তি বিনাশের সামর্থ্য, এবং "হৃষীকেশ" শব্দে সম্বোধন পূর্ব্বক তাঁহার ইন্দ্রিয়গ্রাম শাসনের যে সম্পূর্ণ সামর্থ্য আছে, তাহারই সূচনা করিয়াছেন॥ ১॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। কবয়ঃ (পণ্ডিতগণ) কাম্যানাং (কাম্য) কর্ম্মণাং (কর্ম্ম সমূহের) ন্যাসং (ত্যাগকে) সংন্যাসং (সন্ন্যাস বলিয়া) বিদুঃ (জানেন)। বিচক্ষণাঃ (সূক্ষ্ম-দর্শিগণ) সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং (সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের ফলত্যাগকে) ত্যাগং (ত্যাগ) প্রাহুঃ (বলেন)॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ। ভগবান্ কহিলেন, কাম্যকর্ম্মত্যাগকেই সূক্ষ্মদর্শিগণ "সন্ন্যাস" ও সমস্ত কর্ম্মের ফল ত্যাগকেই বিচক্ষণগণ "ত্যাগ" কহিয়া থাকেন॥২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তত্র তত্র নির্দ্দিষ্টৌ সংন্যাসত্যাগশব্দৌ ন নির্লুঠিতার্থৌ পূর্ব্বেষ্বধ্যায়েষু। অতোঽর্জ্জুনায় পৃষ্টবতে তন্নির্ণয়ায় শ্রীভগবানুবাচ—কাম্যানামিতি। কাম্যানামশ্বমেধা-দীনাং কর্ম্মণাং ন্যাসং পরিত্যাগং সংন্যাসং সংন্যাসশব্দার্থমনুষ্ঠেয়ত্বেন প্রাপ্তস্যাননুষ্ঠানং কবয়ঃ

পণ্ডিতাঃ কেচিদ্বিদুর্বিজানন্তি। নিত্যনৈমিত্তিকানামনুষ্ঠীয়মানানাং সর্ব্বকর্ম্মণামাত্মসম্বন্ধিতয়া প্রাপ্তস্য ফলস্য পরিত্যাগঃ সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগঃ। তং প্রাহুঃ কথয়ন্তি ত্যাগং ত্যাগশব্দার্থং বিচক্ষণাঃ পণ্ডিতাঃ। যদি কাম্যকর্ম্মপরিত্যাগঃ ফলপরিত্যাগো বাঽর্থো বক্তব্যঃ সর্ব্বথা পরিত্যাগমাত্রং সংন্যাসত্যাগশব্দয়োরেকোঽর্থঃ স্যাৎ। ন ঘটপটশব্দাবিব জাত্যন্তরভূতার্থৌ।

নন্থ নিত্যনৈমিত্তিকানাং কর্ম্মণাং ফলমেব নাস্তীত্যাহুঃ। কথমুচ্যতে তেষাং ফলত্যাগঃ? যথা বন্ধ্যায়াঃ পুত্রত্যাগঃ।

নৈষ দোষঃ। নিত্যানামপি কর্ম্মণাং ভগবতা ফলবত্ত্বস্যেষ্টত্বাৎ। বক্ষ্যতি হি ভগবান্—অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রং চেতি। ন তু সংন্যাসিনামিতি চ। সংন্যাসিনামেব হি কেবলং কর্ম্মফলাঽসম্বন্ধং দর্শয়ন্নসংন্যাসিনাং নিত্যকর্ম্মফলপ্রাপ্তিং—ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্যেতি—দর্শয়তি ॥ ২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—কাম্যানামিতি। কাম্যানাং—পুত্রকামো যজেত স্বর্গকামো যজেতেত্যেবমাদিকামোপবন্ধেন বিহিতানাং—কর্ম্মণাং ন্যাসং পরিত্যাগং সংন্যাসং কবয়ো বিদুঃ। সম্যক্ফলৈঃ সহ সর্ব্বকর্ম্মণামপি ন্যাসং সংন্যাসং পণ্ডিতা বিদুর্জানন্তীত্যর্থঃ। সর্ব্বেষাং কাম্যানাং নিত্যনৈমিত্তিকানাং চ কর্ম্মণাং ফলমাত্রত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণা নিপুণাঃ। ন তু স্বরূপতঃ কর্ম্মত্যাগম্।

নন্থ নিত্যনৈমিত্তিকানাং ফলাঽশ্রবণাদবিদ্যমানস্য ফলস্য কথং ত্যাগঃ স্যাৎ? ন হি বন্ধ্যায়াঃ পুত্রত্যাগঃ সম্ভবতি।

উচ্যতে—যদ্যপি স্বর্গকামঃ পশুকাম ইত্যাদিবদহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতীত্যাদিষু ফলবিশেষো ন শ্রূয়তে তথাপ্যপুরুষার্থে ব্যাপারে প্রেক্ষাবন্তং প্রবর্ত্তয়িতুমশক্নুবন্ বিধির্বিশ্বজিতা যজেতেত্যাদিম্বিব সামান্যতঃ কিমপি ফলমাক্ষিপত্যেব। ন চাঽতীব-গুরুমতশ্রদ্ধয়া স্বসিদ্ধিরেব বিধেঃ প্রয়োজনমিতি মন্তব্যম্। পুরুষপ্রবৃত্ত্যনুপপত্তের্দুষ্পরিহরত্বাৎ। শ্রূয়তে চ নিত্যাদিষপি ফলং—সর্ব্ব এতে পুণ্যলোকা ভবন্তীতি (ক)। কর্ম্মণা পিতৃলোক ইতি (খ)। ধর্ম্মেণ পাপমপনুদন্তি (গ) ইত্যেবমাদিষু। তস্মাদ্যুক্তমুক্তং—সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণা ইতি।

নন্থ ফলত্যাগেন পুনরপি নিষ্ফলেষু কর্ম্মসু প্রবৃত্তিরেব ন স্যাৎ।

তন্ন। সর্ব্বেষামপি কর্ম্মণাং সংযোগপৃথক্ত্বেন বিবিদিষার্থতয়া বিনিয়োগাৎ। তথা চ শ্রুতিঃ—তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেনেতি (ঘ)। ততশ্চ শ্রুতিপদোক্তং সর্ব্বং ফলং বন্ধকত্বেন ত্যক্ত্বা বিবিদিষার্থং সর্ব্বকর্ম্মাঽনুষ্ঠানং ঘটত এব। বিবিদিষা চ নিত্যাঽনিত্যবস্তুবিবেকেন নিবৃত্তদেহাদ্যভিমানতয়া বুদ্ধেঃ প্রত্যক্প্রবণতা। তাবৎপর্য্যন্তং চ সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থং জ্ঞানাঽবিরুদ্ধং যথোচিতমাবশ্যকং কর্ম্ম কুর্ব্বতস্তৎফলত্যাগ এব কর্ম্মত্যাগো নাম। ন স্বরূপেণ। তথা চ শ্রুতিঃ—কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ (ঙ)

(ক) ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ২।২৩।২। (খ) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ১।৫।১৬। (গ) মহানারায়ণোপনিষৎ, ২২।১।
(ঘ) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৪।৪।২২। (ঙ) ঈশোপনিষৎ, ২।

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥ ৩ ॥

ইতি। ততঃ পরং তু সর্ব্বকর্ম্মনিবৃত্তিঃ স্বত এব ভবতি। তদুক্তং নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধৌ—প্রত্যক্প্রবণতাং বুদ্ধেঃ কর্ম্মাণ্যুৎপাদ্য শুদ্ধিতঃ। কৃতার্থান্যস্তমায়ান্তি প্রাবৃড়ন্তে ঘনা ইব॥ (ক) ইতি। উক্তং চ ভগবতা—যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদিত্যাদি। বশিষ্ঠেন চোক্তং—ন কর্ম্মাণি ত্যজেদ্ যোগী কর্ম্মভিস্ত্যজ্যতে হ্যসৌ। কর্ম্মণো মূলভূতস্য সঙ্কল্পস্যৈব নাশতঃ॥ ইতি। জ্ঞাননিষ্ঠাবিক্ষেপকত্বমালক্ষ্য ত্যজেদ্বা। তদুক্তং শ্রীভাগবতে—তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥ (খ) জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বানপেক্ষকঃ। সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ॥ (গ) ইত্যাদি। অলমতিপ্রসঙ্গেন প্রকৃতমনুসরামঃ॥ ২॥

গীতার্থসন্দীপনী। "স্বর্গকামো যজেত," "পুত্রকামো যজেত" ইত্যাদি শ্রুতিবিধিবাক্যানুসারে যে কাম্যকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে জীব বন্ধনমুক্ত হইতে পারে না। কাম্য কর্ম্মমাত্রই মুক্তির প্রতিবন্ধক। কাম্যকর্ম্মের ফলকামনা পরিত্যাগ ও তৎসহ কাম্য কর্ম্মেরও পরিবর্জ্জন করার নাম সন্ন্যাস। এবং অগ্নিহোত্রাদি নিত্যকর্ম্মসমূহের ও কাম্যকর্ম্মসমূহের ফলকামনামাত্রবর্জ্জনের নাম "ত্যাগ"—ইহাই বিচারবান্ সূক্ষ্মদর্শিদিগের মত। সন্ন্যাসী কাম্যকর্ম্মের ফলাশা ও তত্তাবতের আদৌ অনুষ্ঠানই করিবেন না। ত্যাগী চিত্তশুদ্ধির জন্য নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারেন, কিন্তু কোনরূপ ফলকামনা করিবেন না। সন্ন্যাস ও ত্যাগ, ঘট ও পটের ন্যায় বিভিন্ন জাতীয় পদার্থ নহে; কিন্তু অন্তঃকরণশুদ্ধির জন্য স্বরূপতঃ কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াও ফলেচ্ছাপরিত্যাগরূপ একই অর্থ প্রতিপাদন করিতেছে॥ ২॥

—:o:—

অন্বয়বোধিনী। একে (কোন কোন) মনীষিণঃ (বুদ্ধিমান্‌গণ), কর্ম্ম দোষবৎ (দোষবিশিষ্ট) ইতি (এই হেতু) ত্যাজ্যং (ত্যাজ্য) প্রাহুঃ (বলেন)। অপরে চ (অপর কেহ কেহ) যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম (যজ্ঞ, দান ও তপঃ রূপ কর্ম্ম) ন ত্যাজ্যম্ (ত্যাজ্য নহে) ইতি (এইরূপ) [বলেন]॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ। কোন কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বলেন যে, দোষযুক্ত বলিয়া কর্ম্ম ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। আবার কেহ কেহ বলেন, যজ্ঞ, দান ও তপঃ রূপ কর্ম্ম কোন মতেই পরিত্যাগ করিতে নাই॥ ৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ত্যাজ্যমিতি। ত্যাজ্যং ত্যক্তব্যম্। দোষবৎ—দোষোঽস্যাস্তীতি

(ক) নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি, ১।৪৯। (খ) শ্রীভাগবতম্, ১১।২০।৯। (গ) শ্রীভাগবতম্, ১১।১৮।২৮।

দোষবৎ। কিং তৎ? কর্ম্ম। বন্ধহেতুত্বাৎ সর্ব্বমেব। অথবা দোষো যথা রাগাদিস্ত্যজ্যতে তথা ত্যাজ্যমিত্যেকে। কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ পণ্ডিতাঃ সাংখ্যাদিদৃষ্টিমাশ্রিতাঃ। অধিকৃতানাং কর্ম্মিণামপীতি। তত্রৈব যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাহপরে। কর্ম্মিণ এবাহধিকৃতাঃ। তানপেক্ষ্যৈতে বিকল্পাঃ। ন তু জ্ঞাননিষ্ঠান্ ব্যুত্থায়িনঃ সংন্যাসিনোহপেক্ষ্য। জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং নিষ্ঠা ময়া পুরা প্রোক্তেতি কর্ম্মাধিকারাদপোদ্ধৃতা যে ন তান্ প্রতি চিন্তা।

নন্থ কর্ম্মযোগেণ যোগিনামিত্যধিকৃতাঃ পূর্ব্বং বিভক্তনিষ্ঠা অপীহ সর্ব্বশাস্ত্রার্থোপসংহার-প্রকরণে যথা বিচার্য্যন্তে তথা সাংখ্যা অপি জ্ঞাননিষ্ঠা বিচার্য্যন্তামিতি।

ন। তেষাং মোহদুঃখনিমিত্তত্যাগাহনুপপত্তেঃ। ন কায়ক্লেশনিমিত্তানি দুঃখানি সাংখ্যা আত্মনি পশ্যন্তি। ইচ্ছাদীনাং ক্ষেত্রধর্ম্মত্বেনৈব দর্শিতত্বাৎ। অতস্তে ন কায়ক্লেশদুঃখভয়াৎ কর্ম্ম পরিত্যজন্তি। নাহপি তে কর্ম্মাণ্যাত্মনি পশ্যন্তি। যেন নিয়তং কর্ম মোহাৎ পরিত্যজেয়ুঃ। গুণানাং কর্ম্ম নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি হি তে সংন্যস্যন্তি। সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যে-ত্যাদিভির্হি তত্ত্ববিদঃ সংন্যাসপ্রকার উক্তঃ। তস্মাদ্ যেহন্যেহধিকৃতাঃ কর্ম্মণ্যনাত্মবিদো যেষাং চ মোহাৎ ত্যাগঃ সম্ভবতি। কায়ক্লেশভয়াচ্চ। ত এব তামসাস্ত্যাগিনো রাজসাশ্চেতি নিন্দ্যন্তে। কর্ম্মিণামনাত্মজ্ঞানাং কর্ম্মফলত্যাগস্তুত্যর্থম্। সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী মৌনী—সন্তুষ্টো যেন কেন-চিৎ—অনিকেতঃ স্থিরমতিরিতি গুণাহতীতলক্ষণে চ পরমার্থসংন্যাসিনো বিশেষিতত্বাৎ। বক্ষ্যতি চ—নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরেতি। তস্মাজ্জ্ঞাননিষ্ঠাঃ সংন্যাসিনো নেহ বিবক্ষিতাঃ। কর্ম্মফলত্যাগ এব সাত্ত্বিকত্বেন গুণেন তামসত্বাদ্যপেক্ষয়া সংন্যাস উচ্যতে। ন মুখ্যসর্ব্বকর্ম্ম সংন্যাসঃ।

সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসাহসম্ভবে চ স হি দেহভৃতেতি হেতুবচনান্মুখ্য এবেতি চেৎ?

ন। হেতুবচনস্য স্তুত্যর্থত্বাৎ। যথা ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরমিতি কর্ম্মফলত্যাগস্তুতিরেব যথোক্তা-হনেকপক্ষানুষ্ঠানাহশক্তিমন্তমর্জ্জুনমজ্ঞং প্রতি বিধানাৎ। তথেদমপি ন হি দেহভৃতা শক্যমিতি কর্ম্মফলত্যাগস্তুত্যর্থং বচনম্। ন সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্য—নৈব কুর্ব্বন্ন কারয়ন্নাস্ত ইত্যস্য পক্ষস্যাহপবাদঃ কেনচিদ্দর্শয়িতুং শক্যঃ। তস্মাৎ কর্ম্মণ্যধিকৃতান্ প্রত্যেবৈষ সংন্যাসত্যাগবিকল্পঃ। যে তু পরমার্থদর্শিনঃ সাংখ্যাস্তেষাং জ্ঞাননিষ্ঠায়ামেব সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাস-লক্ষণায়ামধিকারঃ। নাহন্যত্র। ইতি ন তে বিকল্পার্হাঃ। তচ্চোপপাদিতমস্মাভির্বেদাহবিনাশিন-মিত্যস্মিন্ প্রদেশে। তৃতীয়াদৌ চ॥ ৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অবিদুষঃ ফলত্যাগমাত্রমেব ত্যাগশব্দার্থঃ। ন কর্ম্মত্যাগ ইতি। এতদেব মতান্তরনিরাসেন দৃঢ়ীকর্ত্তুং মতভেদং দর্শয়তি—ত্যাজ্যমিতি। দোষবদ্ধিংসাদিদোষবত্ত্বেন কেবলং বন্ধকমিতি হেতোঃ সর্ব্বমপি কর্ম্ম ত্যাজ্যমিত্যেকে সাংখ্যাঃ প্রাহুর্ম্মনীষিণ ইতি। অয়মর্থঃ ভাবঃ—মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানীতি নিষেধঃ—পুরুষস্যাহনর্থ-হেতুর্হিংসা—ইত্যাহ। অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেতেত্যাদিপ্রাকরণিকো বিধিস্তু হিংসায়াঃ ক্রতূপকারকত্বমাহ। অতো ভিন্নবিষয়ত্বেন সামান্যবিশেষন্যায়াহগোচরত্বাদ্বাধ্যবাধকতা নাস্তি।

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪ ॥

দ্রব্যসাধ্যেষু চ সর্ব্বেষ্বপি কর্ম্মসু হিংসাদেঃ সম্ভবাৎ সর্ব্বমপি কর্ম্ম ত্যাজ্যমেবেতি। তদুক্তং—দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াঽতিশয়যুক্ত ইতি (ক)। অস্যার্থঃ—গুরুপাঠাদনু শ্রূয়ত ইত্যনুশ্রবো বেদঃ। তম্বোধিত উপায়ো জ্যোতিষ্টোমাদিরানুশ্রবিকঃ। তত্রাঽবিশুদ্ধির্হিংসা। তথা ক্ষয়ো বিনাশঃ। অগ্নিহোত্রজ্যোতিষ্টোমাদিজন্যেষু স্বর্গেষু তারতম্যং চ বর্ত্ততে। পরোৎকর্ষস্তু সর্ব্বান্ দুঃখাকরোতি।

অপরে তু মীমাংসকা যজ্ঞাদিকং কর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি প্রাহুঃ। অয়ং ভাবঃ—ক্রত্বর্থাঽপি সতীয়ং হিংসা পুরুষেণৈব কর্ত্তব্যা। সা চাঽন্যোদ্দেশেনাঽপি কৃতা পুরুষস্য প্রত্যবায়হেতুরেব। যথা হি বিধির্বিধেয়স্য তদুদ্দেশেনাঽনুষ্ঠানং বিধত্তে। তাদর্থ্যলক্ষণত্বাচ্ছেষত্বস্য। ন ত্বেবং নিষেধো নিষেধস্য তাদর্থ্যমপেক্ষতে প্রাপ্তিমাত্রাঽপেক্ষিতত্বাৎ। অন্যথাঽজ্ঞানপ্রমাদাদিকৃতে দোষাঽভাবপ্রসঙ্গাৎ। তদেবং সমানবিষয়ত্বেন সামান্যশাস্ত্রস্য বিশেষণ বাধান্নাস্তি দোষবত্ত্বম্। অতো নিত্যং যজ্ঞাদি কর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি। অনেন বিধিনিষেধয়োঃ সমানবলতা বার্য্যতে সামান্যবিশেষন্যায়ং সম্পাদয়িতুম্। ৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। কাম ক্রোধাদি যেমন মুক্তির বাধক, নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য কর্ম্মাদিকেও তদ্রূপ দোষাকর ও মুক্তির প্রতিবন্ধক সিদ্ধান্ত করিয়া কেহ কেহ কর্ম্ম সমূহকে বর্জ্জনীয় বলিয়াছেন। তাহাতে যাহাদের অন্তঃকরণের শুদ্ধি হয় নাই, (অর্থাৎ যাহারা কর্ম্মাধিকারী) তাহারাও কর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারে। আবার কেহ কেহ বলেন, চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত মুক্তি হয় না। অতএব চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত যজ্ঞ, দান ও তপঃ কখনও পরিত্যাগ করিবে না। অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্মানুষ্ঠান নিতান্ত আবশ্যক ॥ ৩ ॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। [হে] ভরতসত্তম! তত্র (সেই) ত্যাগে (ত্যাগবিষয়ে) মে (আমার) নিশ্চয়ং (সিদ্ধান্ত) শৃণু (শ্রবণ কর)। [হে] পুরুষব্যাঘ্র! ত্যাগঃ হি (ত্যাগ) ত্রিবিধঃ (তিন প্রকার) সংপ্রকীর্ত্তিতঃ (কথিত হইয়াছে) ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে ভরতসত্তম! কর্ম্মত্যাগ সম্বন্ধে আমার সিদ্ধান্ত তুমি শ্রবণ কর। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! ত্যাগ ত্রিবিধ কথিত হইয়াছে ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তত্রৈতেষু বিকল্পভেদেষু—নিশ্চয়মিতি। নিশ্চয়ং শৃণবধারয়। মে মম বচনাৎ। তত্র ত্যাগে ত্যাগসংন্যাসবিকল্পে যথাদর্শিতে। ভরতসত্তম ভরতানাং সাধুতম। ত্যাগো হি ত্যাগসংন্যাসশব্দবাচ্যো হি যোঽর্থঃ স এক এবেত্যভিপ্রেত্যাহ—ত্যাগো হীতি। পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধস্ত্রিপ্রকারস্তামসাদিপ্রকারৈঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ শাস্ত্রেষু সম্যক্ কথিতঃ। যস্মা-

(ক) সাংখ্যকারিকা, ২।

যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥ ৫ ॥

তামসাদিভেদেন ত্যাগসংন্যাসশব্দবাচ্যোঽর্থোঽধিকৃতস্য কর্ম্মিণোঽনাত্মজ্ঞস্য ত্রিবিধঃ সম্ভবতি। ন পরমার্থদর্শিন ইতি। অয়মর্থো দুর্জ্ঞানঃ। তস্মাদত্র তত্ত্বং নান্যো বক্তুং সমর্থঃ। তস্মান্নিশ্চয়ং পরমার্থশাস্ত্রার্থবিষয়মধ্যবসায়মৈশ্বরং মত্তঃ শৃণু ॥ ৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবং মতভেদমুপন্যস্য স্বমতং কথয়িতুমাহ—নিশ্চয়মিতি। তত্রৈবং বিপ্রতিপন্নে ত্যাগে নিশ্চয়ং মে বচনাচ্ছৃণু। ত্যাগস্য লোকপ্রসিদ্ধত্বাৎ কিমত্র শ্রোতব্যমিতি মাঽবমংস্থা ইত্যাহ—হে পুরুষব্যাঘ্র পুরুষশ্রেষ্ঠ ত্যাগোঽয়ং দুর্ব্বোধঃ। হি যস্মাদয়ং কর্ম্মত্যাগস্ত্রিবিধস্তামসাদিভেদেন ত্রিবিধঃ সম্যগ্বিবেকেন প্রকীর্ত্তিতঃ। ত্রৈবিধ্যং চ নিয়তস্য তু সংন্যাসঃ কর্ম্মণ ইত্যাদিনা বক্ষ্যতি ॥ ৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যাহাদের অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হয় নাই, সেই কর্ম্মাধিকারিগণ যে "কর্ম্মত্যাগ" করে, অর্জ্জুন তাহারই বিবরণ জানিতে চাহিলেন। ভগবান্ সেই ত্যাগতত্ত্ব অতীব দুর্ব্বিজ্ঞেয় বলিয়া, অর্জ্জুনকে সহজে বুঝাইবার জন্য সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভেদে ত্যাগকে তিন প্রকারে বিভক্ত করিতেছেন। ফলেচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা—প্রথম ত্যাগ, ফলকামনা সত্ত্বে যে কর্ম্মের ত্যাগ, তাহা দ্বিতীয় ত্যাগ, এবং ফলেচ্ছা ত্যাগ ও তৎসহ কর্ম্মানুষ্ঠান ত্যাগ, ইহা তৃতীয়বিধ ত্যাগ। প্রথম ত্যাগ—সাত্ত্বিক, ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় ত্যাগ রাজস ও তামস ভেদে দুই প্রকার, এজন্য উহা অকর্ত্তব্য। কর্ম্ম ক্লেশসাধ্য বলিয়া ত্যাগ করা রাজস ও ভ্রান্তিপূর্ব্বক কর্ম্ম ত্যাগ তামস বলিয়া কথিত হইয়াছে। গুণাতীত ত্যাগও "সাধনরূপত্যাগ" ও "ফলরূপত্যাগ" এই দ্বিবিধ। কর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধির পর আত্মজ্ঞানলাভ হইলে যে কর্ম্মত্যাগ হয়, তাহা "সাধনরূপত্যাগ"। শাস্ত্রে এবংবিধ ত্যাগ "বিবিদিষা সন্ন্যাস" নামে উক্ত হইয়াছে। আর জন্মজন্মান্ত স্বীয় সাধনসিদ্ধির প্রভাবে প্রথম হইতেই মনুষ্যের যে ফলকামনায় ও কর্ম্মানুষ্ঠানে অনাসক্তি জন্মে, তাহার নাম "ফলরূপত্যাগ", ইহারই নামান্তর "বিদ্বৎসন্ন্যাস"। "ত্যাগতত্ত্ব" অতি দুর্ব্বিজ্ঞেয়, কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ ভগবানের কৃপায় অর্জ্জুনের তাহা জানিবার সুবিধা হইল। ভগবান্ অর্জ্জুনকে "ভরতসত্তম" ও "পুরুষব্যাঘ্র" সম্বোধন করিয়া অর্জ্জুনের কৌলিক শ্রেষ্ঠতা ও ব্যক্তিগত মহিমা প্রতিপাদন করিয়াছেন। যে ব্যক্তি উচ্চবংশজাত ও স্বয়ং উচ্চভাবযুক্ত হয়েন, তিনি উচ্চ বিষয় ও নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিবার উপযুক্ত পাত্র ॥ ৪ ॥

—:০:—

অন্বয়বোধিনী। যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম (যজ্ঞ, দান ও তপস্যা রূপ কর্ম্ম) ন ত্যাজ্যম্ (ত্যাজ্য নহে); তৎ (তাহা) কার্য্যম্ এব (করাই কর্ত্তব্য); [যে হেতু] যজ্ঞঃ দানং তপঃ চ এব মনীষিণাং (বিবেকিগণের) পাবনানি (চিত্তশুদ্ধিকর) ॥ ৫ ॥

এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। যজ্ঞ, দান ও তপঃ রূপ কর্ম্ম কোন মতেই ত্যাগ করিতে নাই, কেননা ইহারা ফলাভিসন্ধিবর্জ্জিত ব্যক্তিগণকে পবিত্র করিয়া থাকে ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কঃ পুনরসৌ নিশ্চয় ইতি? অত আহ—যজ্ঞ ইতি। যজ্ঞো দানং তপ ইত্যেতত্ত্রিবিধং কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং ন ত্যক্তব্যম্। কার্য্যং করণীয়মেব তৎ। কস্মাৎ? যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি বিশুদ্ধিকারণানি মনীষিণাম্ ফলানভিসন্ধীনামিত্যেতৎ ॥৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। প্রথমং তাবন্নিশ্চয়মাহ—যজ্ঞেতিদ্বাভ্যাম্। মনীষিণাং বিবেকিনাং পাবনানি চিত্তশুদ্ধিকরাণি ॥ ৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ, বৈধ সময়ে সুপাত্রে বিধিপূর্ব্বক দান ও কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি তপোরূপ কর্ম্মত্রয় ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও বানপ্রস্থ কোন আশ্রমেরই পরিত্যাজ্য নহে। কেননা, এই সকল কর্ম্ম ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত ব্যক্তিরও জ্ঞানোৎপত্তির বাধকস্বরূপ পাপের ক্ষয় ও জ্ঞানের সাধকস্বরূপ সাধুবৃত্তির উত্তেজনা করিয়া দেয়। অতএব কর্ম্মাধিকারী পুরুষ নিষ্কাম হইলেও কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন না ॥ ৫ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। [হে] পার্থ! অপি তু (কিন্তু) এতানি (এই) কর্ম্মাণি (কর্ম্মসমূহ) সঙ্গং (আসক্তি) ফলানি চ (ও ফলকামনা) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) কর্ত্তব্যানি (করা কর্ত্তব্য)—ইতি (ইহা) মে (আমার) নিশ্চিতম্ (অবধারিত) উত্তমং (উত্তম) মতম্ (মত) ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন! পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞদানাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান কালে কর্তৃত্বাভিমান ও স্বর্গাদিফলকামনা ত্যাগ করাই আমার মতে শ্রেষ্ঠ ত্যাগ ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এতান্যপীতি। এতান্যপি তু কর্ম্মাণি যজ্ঞদানতপাংসি পাবনান্যুক্তানি। সঙ্গমাসক্তিং তেষু ত্যক্ত্বা ফলানি চ তেষাং পরিত্যজ্য কর্ত্তব্যানীত্যনুষ্ঠেয়ানীতি মে মম নিশ্চিতং মতমুত্তমম্।

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্রেতি প্রতিজ্ঞায় পাবনত্বং চ হেতুমুক্ত্বা—এতান্যপি কর্ম্মাণি কর্ত্তব্যানীত্যেতন্নিশ্চিতং মতমুত্তমমিতিপ্রতিজ্ঞাতার্থোপসংহার এব। নাপূর্ব্বার্থং বচনম্—এতান্যপীতি। প্রকৃতসন্নিকৃষ্টার্থত্বোপপত্তেঃ। সাসঙ্গস্য ফলার্থিনো বন্ধহেতব এতান্যপি কর্ম্মাণি মুমুক্ষোঃ কর্ত্তব্যানীত্যপিশব্দার্থঃ। ন ত্বন্যানি কর্ম্মাণ্যপেক্ষ্যৈতান্যপীত্যুচ্যতে।

অন্যে তু বর্ণয়ন্তি—নিত্যানাং কর্ম্মণাং ফলাভাবাৎ সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চেতি নোপপদ্যতে। অত এতান্যপীতি যানি কাম্যানি কর্ম্মাণি নিত্যেভ্যোঽন্যান্যেতান্যপি কর্ত্তব্যানি। কিমুত যজ্ঞদানতপাংসি নিত্যানীতি?

নিয়তস্য তু সংন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৭ ॥

তদসৎ। নিত্যানামপি কর্ম্মণামিহ ফলবন্ধোপপাদিতত্বাৎ—যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানীত্যাদিবচনেন। নিত্যান্যপি কর্ম্মাণি বন্ধহেতুত্বাশঙ্কয়া জিহাসোর্মুমুক্ষোঃ কুতঃ কাম্যেষু প্রসঙ্গঃ? দূরেণ হ্যবরং কর্ম্মেতি চ নিন্দিতত্বাৎ। যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্রেতি চ কাম্যকর্ম্মণাং বন্ধহেতুত্বস্য নিশ্চিতত্বাৎ। ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ—ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ—ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তীতি চ। দূরব্যবহিতত্বাচ্চ। ন কাম্যেষেতাস্তপীতি ব্যপদেশঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যেন প্রকারেণ কৃতান্যেতানি পাবনানি ভবন্তি তং প্রকারং দর্শয়ন্নাহ—এতানীতি। যানি যজ্ঞাদীনি কর্ম্মাণি ময়া পাবনানীত্যুক্তমেতান্যপ্যেব কর্ত্তব্যানি। কথম্? সঙ্গং কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং ত্যক্ত্বা কেবলমীশ্বরারাধনতয়া কর্ত্তব্যানীতি। ফলানি চ ত্যক্ত্বা কর্ত্তব্যানীতি চ মে মতং নিশ্চিতম্। অত এবোত্তমম্ ॥ ৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। কাম্য কর্ম্মেও অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া থাকে বটে; কিন্তু তাহাতে স্বর্গভোগাদি ফলদান জন্য আত্মজ্ঞানলাভের প্রতিবন্ধকতা হয়। যেমন দেহ বলিয়াই পশুদেহ ও দেবদেহ একরূপ নহে, যেমন ইন্দ্রের দেবদেহের ভোগ্য বস্তু শূকরদেহে ভোগ করা যায় না। কাম্য কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধিকারক হইলেও উহা ভোগোপযোগী মাত্র; জ্ঞানসাধনোপযোগী নহে। আমি যুবা, আমি ব্রাহ্মণ, আমি ব্রহ্মচারী, আমি এই যজ্ঞের অনুষ্ঠানকর্ত্তা ইত্যাদি রূপ অভিমানের নাম "সঙ্গ"। "সঙ্গ" ও "ফলকামনা" ত্যাগপূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধিকারক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে বলাই, ভগবানের অভিপ্রায় ।৬।

——:o:—

অন্বয়বোধিনী। নিয়তস্য কর্ম্মণঃ (নিত্য কর্ম্মের) সংন্যাসঃ তু (ত্যাগ) ন উপপদ্যতে (যুক্তিযুক্ত নহে)। মোহাৎ (মোহবশতঃ) তস্য (সেই নিত্য কর্ম্মের) পরিত্যাগঃ তামসঃ (তামসিক বলিয়া) পরিকীর্ত্তিতঃ (কথিত হয়) ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। কিন্তু নিত্য কর্ম্ম ত্যাগ করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। মোহবশতঃ নিত্য কর্ম্ম ত্যাগ করাকে তামস ত্যাগ কহে ॥৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তস্মাদজ্ঞস্যাধিকৃতস্য মুমুক্ষোঃ—নিয়তস্যেতি। নিয়তস্য তু নিত্যস্য সংন্যাসঃ পরিত্যাগঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে। অজ্ঞস্য পাবনত্বস্যেষ্টত্বাৎ। মোহাদজ্ঞানাত্তস্য নিয়তস্য পরিত্যাগঃ—নিয়তং চাবশ্যং কর্ত্তব্যং ত্যজ্যতে চেতি বিপ্রতিষিদ্ধম্। অতো মোহনিমিত্তঃ পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। মোহশ্চ তম ইতি ॥ ৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। প্রতিজ্ঞাতং ত্যাগস্য ত্রৈবিধ্যমিদানীং দর্শয়তি—নিয়তস্যেতি ত্রিভিঃ। কাম্যস্য কর্ম্মণো বন্ধকত্বাৎ সংন্যাসো যুক্তঃ। নিয়তস্য তু নিত্যস্য পুনঃ কর্ম্মণঃ সংন্যাসস্ত্যাগো নোপপদ্যতে। সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারা মোক্ষহেতুত্বাৎ। অতস্তস্য পরিত্যাগ

দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াত্ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥৮॥

উপাদেয়েঽপি ত্যাজ্যমিত্যেবংলক্ষণান্মোহাদেব ভবেৎ। স চ মোহস্য তামসত্বাত্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। কাম্য কর্ম্ম বন্ধনের হেতু, এজন্য আত্মজ্ঞানপিপাসু মুমুক্ষুগণ তাহা ত্যাগ করিবেন। কিন্তু নির্দ্দোষ নিত্য কর্ম্ম কোন ক্রমেই ত্যাজ্য নহে, বরং নিত্য কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে। নিত্য কর্ম্ম বেদবিহিত, পরমার্থ লাভের হেতু, ধর্ম্মসাধনের পরমানুকূল ও অবশ্য অনুষ্ঠেয়। না বুঝিয়া অথবা হঠকারিতা জন্য এতাবৎ ত্যাগ করার নাম তামস ত্যাগ। নিত্য যজ্ঞাদিতে পশুহিংসা প্রভৃতি দেখিয়া হয়তো মনে হইবে, যে উহা অপকর্ম্ম, সুতরাং কাম্য কর্ম্মের ন্যায় ত্যাজ্য। কিন্তু যজ্ঞকালে, অথবা আত্মরক্ষা বা ধর্ম্মযুদ্ধ কালে, প্রাণিহানি করা "হিংসা" বলিয়া কথিত হয় না। কাহারও প্রতি দ্বেষবুদ্ধিপরতন্ত্র হইয়া উচ্ছেদসাধনের নামই হিংসা। অতএব বেদবিহিত যজ্ঞানুষ্ঠানে 'হিংসা' জনিত পাপভাগী হইতে হয় না। কেননা 'ছেদনরূপ ক্রিয়া পাপ নহে, কিন্তু দ্বেষবুদ্ধিপূর্ব্বক দুষ্প্রবৃত্তি দ্বারা অনুষ্ঠিত ছেদন জন্য 'ফলই' হিংসা—পাপ বলিয়া কথিত হইয়াছে। নিত্য কর্ম্ম নিতান্ত নির্দ্দোষ ও পরমোপকারক ॥ ৭ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। কর্ম্ম (কর্ম্ম) দুঃখম্ ইতি এব যৎ (দুঃখকর বলিয়া) কায়ক্লেশভয়াৎ (কায়িক ক্লেশের ভয়ে) [যিনি] ত্যজেৎ (ত্যাগ করেন) সঃ (তিনি) [সেই] রাজসং ত্যাগং (রাজস ত্যাগ) কৃত্বা (করিয়া) ত্যাগফলম্ এব (প্রকৃত ত্যাগের ফল) ন লভেৎ (প্রাপ্ত হন না) ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। কর্ম্মানুষ্ঠান কৃচ্ছ্রসাধ্য ইহা মনে করিয়া কায়িক ক্লেশভয়ে যে নিত্য কর্ম্ম ত্যাগ করা হয়, তাহা রাজস ত্যাগ। রাজস ত্যাগ দ্বারা প্রকৃত ত্যাগের ফল লাভ হয় না ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—দুঃখমিতি। দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াচ্ছরীরদুঃখভয়াত্ত্যজেৎ—স কৃত্বা রাজসং রজোনির্ব্বৃত্তং ত্যাগম্—নৈব ত্যাগফলং জ্ঞানপূর্ব্বকস্য সর্ব্বকর্ম্মত্যাগস্য ফলং মোক্ষাখ্যং লভেৎ নৈব লভতে ॥ ৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। রাজসং ত্যাগমাহ—দুঃখমিতি। যঃ কর্ত্তা—আত্মবোধং বিনা—কেবলং দুঃখমিত্যেবং মত্বা শরীরায়াসভয়ান্নিত্যং কর্ম্ম ত্যজেদিতি যত্তাদৃশস্ত্যাগো রাজসঃ। দুঃখস্য রাজসত্বাৎ। অতস্তং রাজসং ত্যাগং কৃত্বা স রাজসঃ পুরুষস্ত্যাগস্য ফলং জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণং নৈব লভত ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥৯॥

গীতার্থসন্দীপনী। পূর্ব্বোক্ত মোহের অভাব হইলেও কর্ম্মাধিকারীর অন্তঃকরণশুদ্ধি না হওয়া প্রযুক্ত অগ্নিহোত্র ও সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্য কর্ম্ম শরীরের ক্লেশকর বলিয়া বোধ হয়। শারীরিক ক্লেশের ভয়ে বিহিতকর্ম্মত্যাগ নিতান্ত অপ্রশস্ত। ইহাতে কোনরূপ কল্যাণ সাধিত হয় না। বরং অযথোচিত ত্যাগ জন্য জ্ঞাননিষ্ঠা রূপ ফলে বঞ্চিত হইতে হয় ৷৮॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। [হে] অর্জ্জুন! সঙ্গং (আসক্তি) ফলং চ এব (ও ফলকামনা) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) কার্য্যম্ (কর্ত্তব্য) ইতি এব (এইরূপই ভাবিয়া) যৎ (যে) নিয়তং কর্ম্ম (নিত্য কর্ম্ম) ক্রিয়তে (অনুষ্ঠিত হয়), সঃ ত্যাগঃ (সেই ত্যাগ) সাত্ত্বিকঃ (সাত্ত্বিক বলিয়া) মতঃ (কথিত হয়) ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। কর্ত্তব্য বোধে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া কর্ম্মে আসক্তি ও কর্ম্মফলকামনা পরিত্যাগ করার নামই সাত্ত্বিক ত্যাগ ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কঃ পুনঃ সাত্ত্বিকস্ত্যাগ ইতি?— আহ—কার্য্যমিতি। কার্য্যং কর্ত্তব্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং নিত্যং ক্রিয়তে নির্ব্বর্ত্ত্যতে—হে অর্জ্জুন সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চৈব। নিত্যানাং কর্ম্মণাং ফলবত্ত্বে ভগবদ্বচনং প্রমাণমবোচাম। অথবা যদ্যপি ফলং ন শ্রূয়তে নিত্যস্য কর্ম্মণস্তথাপি নিত্যং কর্ম্ম কৃতমাত্মসংস্কারং প্রত্যবায়পরিহারং বা ফলং করোত্যাত্মন ইতি কল্পয়ত্যেবাজ্ঞঃ। তত্র তামপি কল্পনাং নিবারয়তি—ফলং ত্যক্ত্বেত্যনেন। অতঃ সাধূক্তং—সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চেতি। স ত্যাগো নিত্যকর্ম্মসু সঙ্গফলপরিত্যাগঃ সাত্ত্বিকঃ সত্ত্বনির্ব্বৃত্তো মতোঽভিমতঃ।

নমু কর্ম্মপরিত্যাগস্ত্রিবিধঃ সংন্যাস ইতি চ প্রকৃতম্। তত্র তামসো রাজসশ্চোক্তস্ত্যাগঃ। কথমিহ সঙ্গফলত্যাগস্তৃতীয়ত্বেনোচ্যতে? যথা ত্রয়ো ব্রাহ্মণা আগতাঃ। তত্র ষড়ঙ্গবিদৌ দ্বৌ। ক্ষত্রিয়স্তৃতীয় ইতি। তদ্বৎ।

নৈব দোষঃ। ত্যাগসামান্যেন স্তুত্যর্থত্বাৎ। অস্তি হি কর্ম্মসংন্যাসস্য ফলাভিসন্ধিত্যাগস্য চ ত্যাগত্বসামান্যম্। তত্র রাজসতামসত্বেন কর্ম্মত্যাগনিন্দয়া কর্ম্মফলাভিসন্ধিত্যাগঃ সাত্ত্বিকত্বেন স্তূয়তে—স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মত ইতি ॥৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। সাত্ত্বিকং ত্যাগমাহ—কার্য্যমিতি। কার্য্যমিত্যেবং বুদ্ধ্যা নিয়তমবশ্যকর্ত্তব্যতয়া বিহিতং কর্ম্ম সঙ্গং ফলং চ ত্যক্ত্বা ক্রিয়ত ইতি যৎ—তাদৃশস্ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥ ৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যে পর্য্যন্ত চিত্তশুদ্ধি না হয়, সে পর্য্যন্ত কর্ম্মাধিকারী

न द्वेष्ट্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে নাঽনুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবীচ্ছিন্নসংশয়॥১০॥

'অগ্নিহোত্রং জুহোতি' 'অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত' এইরূপ বেদবিধি পালন করা কর্ত্তব্য বোধে কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন। আমি কর্ম্ম করিতেছি এরূপ অভিমান, এবং আমার এইরূপ ফলসিদ্ধি হইবে এরূপ কামনা, সাত্ত্বিক ব্যক্তি মনে মনে পোষণ করিবেন না। 'স্বর্গকামো যজেত,' 'পুত্রকামো যজেত,' 'পশুকামো যজেত' ইত্যাদি বচনে কাম্যকর্ম্মের স্বরূপ ফলাভিসন্ধি লিখিত আছে। অগ্নিহোত্র, সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্যকর্ম্মে সেরূপ কোন অভিসন্ধি নাই। বরং উহা না করিলে ক্ষতি আছে। যথা শ্রুতি 'অকৃত্বা বৈদিকং নিত্যং প্রত্যবায়ী ভবেন্নরঃ'—বেদ-প্রতিপাদিত সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্যকর্ম্ম না করিলে কর্ম্মাধিকারী প্রত্যবায়ভাগী হয়েন। স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে—

"একাহং জপহীনস্তু সন্ধ্যাহীনো দিনত্রয়ম্।
দ্বাদশাহমনগ্নিশ্চ শূদ্র এব ন সংশয়ঃ॥"

যে দ্বিজ এক দিন ইষ্টমন্ত্র বা গায়ত্রী জপ না করেন, যিনি তিন দিন পর্য্যন্ত সন্ধ্যাবর্জ্জিত থাকেন, এবং যিনি দ্বাদশ দিন পর্য্যন্ত অগ্নিহোত্র না করেন, তাহাকে নিশ্চয় শূদ্র বলিয়া জানিবে॥

"তস্মান্ন লঙ্ঘয়েৎ সন্ধ্যাং সায়ং প্রাতঃ সমাহিতঃ।
উল্লঙ্ঘয়তি যো মোহাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥

অতএব সমাহিতচিত্তে প্রাতঃ'ও সায়ংকালে সন্ধ্যানিয়ম কখন লঙ্ঘন করিবে না। যে ব্যক্তি মোহবশতঃ এ নিয়ম উল্লঙ্ঘন করে, তাহার নিশ্চয় নরকে গতি হইয়া থাকে।

স্থানান্তরে ইহাও লিখিত আছে—

"সন্ধ্যামুপাসতে যে তু সততং শংসিতব্রতাঃ।
বিধূতপাপাস্তে যান্তি ব্রহ্মলোকমনাময়ম্॥ (ক)

যিনি সংযতচিত্তে নিয়মপূর্ব্বক সন্ধ্যোপাসনাদি করেন, তিনি পাপমুক্ত হইয়া আনন্দময় ব্রহ্ম লোক প্রাপ্ত হয়েন। সাত্ত্বিক কর্ম্মাধিকারিগণ নিত্যকর্ম্মের এই সকল উপাদেয় ফল থাকিতেও তাহা আকাঙ্ক্ষা করিবেন না। কেন না যাহা বিনা প্রার্থনায় পাওয়া যায়, বুদ্ধিমান্‌গণ তাহার আকাঙ্ক্ষা করিবেন কেন? আকাঙ্ক্ষা করিলে জীবকে সংসারপাশে আবদ্ধ হইতে হয়॥ ৯॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। সত্ত্বসমাবিষ্টঃ (সত্ত্বগুণবিশিষ্ট) ছিন্নসংশয়ঃ (সংশয়রহিত) মেধাবী (জ্ঞানী) ত্যাগী (ত্যাগশীল ব্যক্তি) অকুশলং (দুঃখকর) কর্ম্ম (কর্ম্মের প্রতি) ন দ্বেষ্টি (দ্বেষ করেন না) [এবং] কুশলে (শুভকর কর্ম্মে) ন অনুষজ্জতে (আসক্ত হন না)॥ ১০॥

(ক) একাদশীতত্ত্বে রঘুনন্দনধৃতং যমবচনম্।

বঙ্গানুবাদ। সাত্ত্বিকত্যাগযুক্ত পুরুষ সত্ত্বগুণবিশিষ্ট, তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ, মেধাবী ও সর্ব্বসংশয়বর্জ্জিত হয়েন। দুঃখকর কার্য্যে তাঁহার দ্বেষ ও প্রীতিকর কার্য্যে তাঁহার অনুরাগ থাকে না ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যস্ত্ববিকৃতঃ সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলাভিসন্ধিং চ নিত্যং কর্ম্ম করোতি তস্য ফলরাগাদিনাঽকলুষীক্রিয়মাণমন্তঃকরণং নিত্যৈশ্চ কর্ম্মভিঃ সংক্রিয়মাণং বিশুধ্যতি। তদ্বিশুদ্ধং প্রসন্নমাত্মালোচনক্ষমং ভবতি। তস্যৈব নিত্যকর্ম্মাঽনুষ্ঠানেন বিশুদ্ধাঽন্তঃকরণস্যাত্মজ্ঞানাভিমুখস্য ক্রমেণ যথা তন্নিষ্ঠা স্যাত্তদ্বক্তব্যমিত্যাহ—ন দ্বেষ্টীতি। ন দ্বেষ্ট্যকুশলমশোভনং কাম্যং কর্ম্ম শরীরারম্ভদ্বারেণ সংসারকারণম্। কিমনেনেত্যেবম্। কুশলে শোভনে নিত্যে কর্ম্মণি সত্ত্বশুদ্ধিজ্ঞানোৎপত্তিতন্নিষ্ঠাহেতুত্বেন মোক্ষকারণমিদমিত্যেবং নাঽনুষজ্জতে। তত্রাপি প্রয়োজনমপশ্যন্ননুষঙ্গং প্রীতিং ন করোতীত্যেতৎ। কঃ পুনরসৌ? ত্যাগী। পূর্ব্বোক্তেন সঙ্গফলপরিত্যাগেন তদ্বাংস্ত্যাগী। যঃ কর্ম্মণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা তৎফলং চ নিত্যকর্ম্মাঽনুষ্ঠায়ী স ত্যাগী। কদা পুনরসাবকুশলং কর্ম্ম ন দ্বেষ্টি? কুশলে চ নাঽনুষজ্জত ইতি? উচ্যতে—সত্ত্বসমাবিষ্টো যদা সত্ত্বেনাত্মানাত্মবিবেকবিজ্ঞানহেতুনা সমাবিষ্টঃ সংব্যাপ্তঃ। সংযুক্ত ইত্যেতৎ। অতএব চ মেধাবী মেধয়াত্মজ্ঞানলক্ষণয়া প্রজ্ঞয়া সংযুক্তঃ। মেধাবিত্বাদেবচ্ছিন্নসংশয়ঃ। ছিন্নসংশয়ঃ—ছিন্নোঽবিদ্যাকৃতঃ সংশয়ো যস্য। আত্মস্বরূপাঽবস্থানমেব পরং নিঃশ্রেয়সসাধনম্। নাঽন্যৎ কিঞ্চিদিত্যেবং নিশ্চয়েনচ্ছিন্নসংশয়ঃ। যোঽধিকৃতঃ পুরুষঃ পূর্ব্বোক্তেন প্রকারেণ কর্ম্মযোগানুষ্ঠানেন ক্রমেণ সংস্কৃতাত্মা সন্ জন্মাদিবিক্রিয়াঽরহিতত্বেন নিষ্ক্রিয়মাত্মানমাত্মত্বেন সম্বুদ্ধঃ। স সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্য নৈব কুর্ব্বন্ন কারয়ন্নাসীনো নৈষ্কর্ম্ম্যলক্ষণাং জ্ঞাননিষ্ঠামশ্নুত ইত্যেতৎ। পূর্ব্বোক্তস্য কর্ম্মযোগস্য প্রয়োজনমনেন শ্লোকেনোক্তম্ ॥ ১০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবংভূতসাত্ত্বিকত্যাগপরিনিষ্ঠিতস্য লক্ষণমাহ—ন দ্বেষ্টীত্যাদি। সত্ত্বসমাবিষ্টঃ সত্ত্বেন সংব্যাপ্তঃ সাত্ত্বিকত্যাগী। অকুশলং দুঃখাবহং শিশিরে প্রাতঃস্নানাদিকং কর্ম্ম ন দ্বেষ্টি। কুশলে চ সুখকরে কর্ম্মণি নিদাঘে মাধ্যাহ্নস্নানাদৌ নাঽনুষজ্জতে প্রীতিং ন করোতি। তত্র হেতুঃ—মেধাবী স্থিরবুদ্ধিঃ। যত্র পরপরিভবাদি মহদপি দুঃখং সহতে স্বর্গাদিসুখং চ ত্যজতি তত্র কিয়দেতত্তাৎকালিকং সুখং দুঃখং চেত্যেবমনুসন্ধানবানিত্যর্থঃ। অত এব ছিন্নঃ সংশয়ো মিথ্যাজ্ঞানং দৈহিকসুখদুঃখয়োরুপাদিৎসাপরিজিহীর্ষালক্ষণং যস্য সঃ ॥ ১০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত হইয়া সাত্ত্বিকত্যাগপরায়ণ হয়েন, সত্ত্বগুণ তাঁহাকে আশ্রয় করে। আত্মানাত্মবিবেকজ্ঞান তাঁহার হৃদয়ে বিকশিত হয়। বিবেক বৈরাগ্য শম দমাদি ষট্ সম্পত্তি, মুমুক্ষুতা, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও তত্ত্বমসি (ক) মহাবাক্যবিচারজনিত ব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকারজ্ঞানরূপ মেধা তাঁহাতে প্রকাশিত হয়, এবং

(ক) ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৬।৮।৭

ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥১১॥

অবিদ্যানিবৃত্তির জন্য তাঁহার সর্ব্বপ্রকার সংশয় নিরাকৃত হইয়া যায়। তিনি কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি অভিমানবর্জ্জিত হইয়া মুক্তিপদলাভে কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন। সাত্ত্বিক ত্যাগই মহাফলপ্রদ। অতএব প্রযত্নপূর্ব্বক এই রূপ ত্যাগ অভ্যাস করাই কর্ত্তব্য ॥১০॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। দেহভৃতা (দেহাভিমানী ব্যক্তি) অশেষতঃ (নিঃশেষরূপে) কর্ম্মাণি (কর্ম্মসমূহ) ত্যক্তুং (ত্যাগ করিতে) ন হি শক্যম্ (সমর্থ হয় না)। যঃ তু (যিনি) কর্ম্মফলত্যাগী সঃ তু (তিনি) ত্যাগী ইতি (ত্যাগী বলিয়া) অভিধীয়তে (কথিত হয়েন)। ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ। দেহাভিমানী পুরুষ একেবারে কখনই সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না। এই জন্য যিনি কর্ম্মফলত্যাগী তিনিই ত্যাগী বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন ॥১১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যঃ পুনরধিকৃতঃ সন্ দেহাত্মাভিমানিত্বেন দেহভৃদজ্ঞোঽবাধিতাত্মকর্তৃত্ববিজ্ঞানতয়াঽহং কর্ত্তেতি নিশ্চিতবুদ্ধিস্তস্যাঽশেষকর্ম্মপরিত্যাগস্যাঽশক্যত্বাৎ কর্ম্মফলত্যাগেন চোদিতকর্ম্মাঽনুষ্ঠান এবাঽধিকারঃ। ন তত্ত্যাগ ইতি। এতমর্থং দর্শয়িতুমাহ—ন হীতি। ন হি যস্মাদ্দেহভৃতা—দেহং বিভর্ত্তীতি দেহভৃৎ। দেহাত্মাভিমানবান্ দেহভৃদুচ্যতে। ন বিবেকী। স হি বেদাঽবিনাশিনমিত্যাদিনা কর্তৃত্বাঽধিকারান্নিবর্ত্তিতঃ। অতস্তেন দেহভৃতাঽজ্ঞেন ন শক্যং ত্যক্তুং সংন্যসিতুং কর্ম্মাণ্যশেষতো নিঃশেষেণ। তস্মাদযস্ত্বজ্ঞোঽধিকৃতো নিত্যানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ কর্ম্মফলত্যাগী কর্ম্মফলাঽভিসন্ধিমাত্রসংন্যাসী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে কর্ম্যপি সন্নিতি স্তুত্যভিপ্রায়েণ। তস্মাৎ পরমার্থদর্শিনৈবাঽদেহভৃতা দেহাত্মভাবরহিতেনাঽশেষকর্ম্মসংন্যাসঃ শক্যতে কর্ত্তুম্। ১১ ।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। নম্বেবংভূতাৎ কর্ম্মফলত্যাগাদ্বরং সর্ব্বকর্ম্মত্যাগঃ। তথা সতি কর্ম্মবিক্ষেপাঽভাবেন জ্ঞাননিষ্ঠাসুখং সংপদ্যতে তত্রাহ—ন হীতি। দেহভৃতা দেহাত্মাঽভিমানবতা নিঃশেষেণ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ত্যক্তুং ন হি শক্যম্। তদুক্তম্—ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃদিত্যাদিনা। তস্মাদযস্তু কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নপি কর্ম্মফলত্যাগী স এব মুখ্যস্ত্যাগীত্যভিধীয়তে। ১১ ।

গীতার্থসন্দীপনী। যত দিন পর্য্যন্ত আমি মনুষ্য, আমি ব্রাহ্মণ, আমি গৃহস্থ, ইত্যাকার অভিমান কর্ম্মাধিকারীর হৃদয় হইতে দূরীভূত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত রাগ-দ্বেষাদি মনুষ্যহৃদয়কে পরিত্যাগ করে না। এইজন্য দেহিগণ অজ্ঞানাবিষ্ট হইলেও কেবল ফল-কামনা ত্যাগ করিতে পারিলেই ত্যাগী বলিয়া কথিত হয়েন। অর্থাৎ কর্ম্মী বস্তুতঃ অত্যাগী

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রং চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সংন্যাসিনাং ক্বচিৎ॥১২

হইলেও ফলকামনাত্যাগ জন্ত ত্যাগীর ন্যায় প্রশংসাভাজন হইলেন। পরমার্থদর্শী তত্ত্ববেত্তা পুরুষকেই প্রকৃত ত্যাগী বলিতে হইবে॥১১॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। অত্যাগিনাং (অত্যাগিগণের) প্রেত্য (দেহপাতের পর) অনিষ্টম্ (অসুখকর) ইষ্টং (সুখকর) মিশ্রং চ (এবং সুখ ও দুঃখ মিশ্রিত) [এই] ত্রিবিধং (তিন প্রকার) কর্ম্মণঃ (কর্ম্মের) ফলং ভবতি (হইয়া থাকে)। তু (কিন্তু) সংন্যাসিনাং (সন্ন্যাসিদিগের) ন ক্বচিৎ (কখনই হয় না)॥ ১২॥

বঙ্গানুবাদ। অত্যাগিগণ মরণানন্তর অনিষ্ট, ইষ্ট এবং মিশ্র কর্ম্ম সকলের ফল ভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু সন্ন্যাসিগণ এতত্রিবিধ কর্ম্মের ফলভাগী হয়েন না॥ ১২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিং পুনস্তৎ প্রয়োজনং যৎ সর্ব্বকর্ম্মপরিত্যাগাৎ স্যাদিতি? উচ্যতে—অনিষ্টমিতি। অনিষ্টং নরকতির্য্যগাদিলক্ষণম্। ইষ্টং দেবাদিলক্ষণম্। মিশ্রমিষ্টানিষ্টসংযুক্তং মনুষ্যলক্ষণং চ। এবং ত্রিবিধং ত্রিপ্রকারং কর্ম্মণো ধর্ম্মাধর্ম্মলক্ষণস্য ফলং বাহ্যানেককারকব্যাপারনিষ্পন্নং সদবিদ্যাকৃতমিন্দ্রজালমায়োপমং মহামোহকরং প্রত্যগাত্মোপসর্পীব—ফল্গুতয়া লয়মদর্শনং গচ্ছতীতি ফলনির্ব্বচনং—তদেতদেবংলক্ষণং ফলং ভবত্যত্যাগিনামজ্ঞানাং কর্ম্মিণামপরমার্থসংন্যাসিনাং প্রেত্য শরীরপাতাদূর্দ্ধম্। ন তু সংন্যাসিনাং—পরমার্থসংন্যাসিনাং পরমহংসপরিব্রাজকানাং কেবলজ্ঞাননিষ্ঠানাং ক্বচিৎ। ন হি কেবলসম্যগ্দর্শননিষ্ঠাহবিদ্যাদিসংসারবীজং নোন্মূলয়ন্তি কদাচিদিত্যর্থঃ॥ ১২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবংভূতস্য কর্ম্মফলত্যাগস্য ফলমাহ—অনিষ্টমিতি। অনিষ্টং নারকিত্বম্। ইষ্টং দেবত্বম্। মিশ্রং মনুষ্যত্বম্। এবং ত্রিবিধং পাপস্য পুণ্যস্য চোভয়মিশ্রস্য চ কর্ম্মণো যৎ ফলং প্রসিদ্ধম্—তৎ সর্ব্বমত্যাগিনাং সকামানামেব প্রেত্য পরত্র ভবতি। তেষাং ত্রিবিধকর্ম্মসম্ভবাৎ। ন তু সংন্যাসিনাং ক্বচিদপি ভবতি। সংন্যাসিশব্দেনাত্র ফলত্যাগসাম্যাৎ প্রকৃতাঃ কর্ম্মফলত্যাগিনোহপি গৃহ্যন্তে। অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ। স সংন্যাসী চ যোগী চেত্যেবমাদৌ চ কর্ম্মফলত্যাগিষু সংন্যাসিশব্দপ্রয়োগদর্শনাৎ। তেষাং সাত্ত্বিকানাং পাপাসম্ভবাদীশ্বরার্পণেন চ পুণ্যফলস্য ত্যক্তত্বাৎ ত্রিবিধমপি কর্ম্মফলং ন ভবতীত্যর্থঃ॥ ১২॥

গীতার্থসন্দীপনী। দেহাভিমানী ব্যক্তিগণ স্বর্গাদিফলকামনাত্যাগী হইলেও, আত্মজ্ঞানাভাব প্রযুক্ত, "গৌণ সন্ন্যাসী" বা অত্যাগী বলিয়া কথিত হয়েন। এই অত্যাগী মনুষ্যের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইবার পূর্ব্বে মৃত্যু হইলে তাঁহাকে শরীরান্তর পরিগ্রহ করিতে

পঞ্চৈমানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ॥ ১৩ ॥

হয়। পাপকর্ম্মজন্য তির্য্যগাদি দেহ বা নরক, পুণ্যকর্ম্মজন্য দেবদেহ বা স্বর্গ এবং পাপপুণ্যমিশ্রিতকর্ম্মজন্য মানবদেহ বা মর্ত্তাধাম লাভ করিয়া দুঃখ সুখাদি ভোগ করিতে হয়। কিন্তু যে মুখ্যসন্ন্যাসিগণ দেহাত্মবুদ্ধি পরিহারপূর্ব্বক ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা—ব্রহ্মসাক্ষাৎকার জন্য কার্য্যসহিত অবিদ্যার নিবৃত্তি হওয়ায় 'বিদেহকৈবল্য' প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বিধিপূর্ব্বক কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যে পরমহংস পরিব্রাজকগণ ব্রহ্মাত্মভাব লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই মুখ্য সন্ন্যাসী। তাঁহাদের দেহান্ত হইলে, ইষ্ট, অনিষ্ট ও মিশ্র ফলের সম্পূর্ণ অভাবপ্রযুক্ত অদৃষ্ট বা সংস্কার জন্মিতে না পারায় কোন প্রকার ভোগায়তন শরীর তাঁহাদিগকে আশ্রয় করিতে পারে না। অজ্ঞানই জন্মজন্মান্তরের হেতু। অজ্ঞানের পূর্ণ নিবৃত্তি হইলে পুনর্দেহধারণের আশঙ্কা কোথায়? ভগবান্ বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রে লিখিয়াছেন—"তদধিগম উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ" (ক)—প্রত্যক্ অভিন্ন ব্রহ্মসাক্ষাৎকারপরায়ণ তত্ত্ববেত্তা পুরুষের পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মরাশি বিনষ্ট হইয়া যায়, এবং তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাবে ভবিষ্যৎ দেহের জন্য কর্ম্মফলরূপ সংস্কাররাশি সঞ্চিত হইতে পারে না। নিষিদ্ধ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে জীবের অনিষ্ট ফল ভোগ করিতে হয় না। ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে বৈধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গাদি ফলকামনা ত্যাগ করিলে ইষ্ট ফল ভোগার্থ দেহ ধারণ করিতে হয় না।

মোক্ষার্থী ন প্রবর্ত্তেত তত্র কাম্যনিষিদ্ধয়োঃ।
নিত্যনৈমিত্তিকে কুর্য্যাৎ প্রত্যবায়জিহাসয়া ॥"

মুমুক্ষু ব্যক্তি কাম্য বা নিষিদ্ধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেন না, কিন্তু যে নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়া না করিলে প্রত্যবায় হয়—প্রত্যবায়পরিহারার্থ সেই কার্য্যগুলি মাত্র অনুষ্ঠান করিবেন। দেহাভিমানী কর্ম্মিগণ সাধারণতঃ সকাম ও নিষ্কাম, এই দুই ভাগে বিভক্ত। সকাম কর্ম্মীর জন্মজন্মান্তর পরিগ্রহ অনিবার্য্য। নিষ্কাম কর্ম্মীর বা গৌণ সন্ন্যাসীর আত্মজ্ঞানোদয় না হওয়া পর্য্যন্ত পুনরাবর্ত্তনের আশঙ্কা থাকে। আর যাঁহারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া শাস্ত্রবিধি অনুসারে সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক 'বিবিদিষা সন্ন্যাস' গ্রহণ করিয়াছেন, সেই তত্ত্ববেত্তা পুরুষগণ অবিদ্যা মায়া সম্পর্ক রহিত হওয়ায় কৈবল্য পদ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১২ ॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। [হে] মহাবাহো! সাংখ্যে (তত্ত্বসিদ্ধান্তে) সর্ব্বকর্ম্মণাং (সকল কর্ম্মের) সিদ্ধয়ে (সিদ্ধির জন্য) প্রোক্তানি (কথিত) ইমানি (এই) পঞ্চ (পঞ্চবিধ) কারণানি (কারণ) মে (আমার নিকট) নিবোধ (অবগত হও) ॥ ১৩ ॥

(ক) ব্রহ্মসূত্রম্, ৪।১।১৩।

বঙ্গানুবাদ। হে মহাবাহো! সর্ব্বকর্ম্ম সিদ্ধির নিমিত্ত বেদান্তসিদ্ধান্ত অনুসারে যে পঞ্চবিধ কারণ নিরূপিত আছে, তাহা তুমি আমার বচনানুরূপ যথাক্রমে পরিজ্ঞাত হও ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অতঃ পরমার্থদর্শিন এবাঽশেষকর্ম্মসংন্যাসিত্বং সম্ভবতি। অবিদ্যাঽধ্যারোপিতত্বাদাত্মনি ক্রিয়াকারকফলানাম্। ন ত্বজ্ঞস্যাঽধিষ্ঠানাদীনি ক্রিয়াকর্ত্তৃকারকাণ্যাত্মত্বেন পশ্যতোঽশেষকর্ম্মসংন্যাসঃ সম্ভবতি। তদেতদুত্তরৈঃ শ্লোকৈর্দর্শয়তি—পঞ্চেতি। পঞ্চেমানি বক্ষ্যমাণানি হে মহাবাহো কারণানি নির্ব্বর্ত্তকানি। নিবোধ মে মম। ইত্যুত্তরত্র চেতঃসমাধানার্থং বস্তুবৈষম্যপ্রদর্শনার্থং চ। তানি চ কারণানি জ্ঞাতব্যতয়া স্তৌতি—সাংখ্যে। জ্ঞাতব্যাঃ পদার্থাঃ সংখ্যায়ন্তে যস্মিন্ শাস্ত্রে তৎ সাংখ্যং বেদান্তঃ। কৃতান্ত ইতি তস্যৈব বিশেষণম্। কৃতমিতি কর্ম্মোচ্যতে। তস্যান্তঃ পরিসমাপ্তির্যত্র স কৃতান্তঃ। কর্ম্মান্ত—ইত্যেতৎ। যাবানর্থ উদপানে—সর্ব্বং কর্ম্মাঽখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যত ইত্যাত্মজ্ঞানে সঞ্জাতে সর্ব্বকর্ম্মণাং নিবৃত্তিং দর্শয়তি। অতস্তস্মিন্নাত্মজ্ঞানার্থে সাংখ্যে কৃতান্তে বেদান্তে প্রোক্তানি কথিতানি সিদ্ধয়ে নিষ্পত্ত্যর্থং সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ননু কর্ম্ম কুর্ব্বতঃ কর্ম্মফলং কথং ন ভবেদিত্যাশঙ্ক্য সঙ্গত্যাগিনো নিরহঙ্কারস্য সতঃ কর্ম্মফলেন লেপো নাস্তীত্যুপপাদয়িতুমাহ—পঞ্চেতিপঞ্চভিঃ। সর্ব্বকর্ম্মণাং সিদ্ধয়ে নিষ্পত্তয় ইমানি বক্ষ্যমাণানি পঞ্চ কারণানি মে বচনান্নিবোধ জানীহি। আত্মনঃ কর্ত্তৃত্বাঽভিমাননিবৃত্ত্যর্থমবশ্যমেতানি জ্ঞাতব্যানীত্যেবম্। তেষাং স্তুত্যর্থমেবাহ—সাংখ্য ইতি। সম্যক্ খ্যায়তে জ্ঞায়তে পরমাত্মাঽনেনেতি সাংখ্যম্ তত্ত্বজ্ঞানম্। প্রকাশমান আত্মবোধঃ সাংখ্যম্। তস্মিন্। কৃতং কর্ম্ম তস্যান্তঃ সমাপ্তিরস্মিন্নিতি কৃতান্তঃ। তস্মিন্। বেদান্তসিদ্ধান্ত ইত্যর্থঃ। যদ্বা সংখ্যায়ন্তে গণ্যন্তে তত্ত্বান্যস্মিন্নিতি সাংখ্যম্। কৃতোঽন্তো নির্ণয়োঽস্মিন্নিতি কৃতান্তং সাংখ্যশাস্ত্রমেব। তস্মিন্ প্রোক্তানি। অতঃ সম্যগ্বিবোধেত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। লৌকিক বা বৈদিক আদি যত প্রকার কর্ম্ম আছে, তত্তাবৎ সুসিদ্ধির জন্য অধিষ্ঠানাদি পঞ্চ কারণ অর্জ্জুনকে সাবধান হইয়া শ্রবণ করাইবার জন্য ভগবান্ অর্জ্জুনকে সতর্ক করিতেছেন। কেন না এ বিষয় দুর্ব্বিজ্ঞেয় না হইলেও সর্ব্বজ্ঞ ভগবানের উপদেশ সমাহিতচিত্তে না শুনিলে বুঝিতে পারা যায় না। "মহাবাহো" সম্বোধনের দ্বারা ভগবান্ অর্জ্জুনের শ্রেষ্ঠত্ব ও সামর্থ্যশীলতার পরিচয় দিয়াছেন। পাছে অর্জ্জুন অধিষ্ঠানাদি কারণগুলিকে শ্রীকৃষ্ণের নিজ কল্পিত মনে করেন, এই জন্য ভগবান্ সে গুলিকে বেদান্তসিদ্ধ বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। যে বেদান্তশাস্ত্রে আত্মানাত্মজ্ঞানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, যে শাস্ত্রপ্রতিপাদিত ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রবণ ও মননাদি দ্বারা জীবের মিথ্যা জ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই শাস্ত্রে যে অধিষ্ঠানাদি কারণ নিরূপিত হইয়াছে, তাহা যে নিঃসংশয় ও ভ্রান্তিশূন্য তাহাতে] সন্দেহ নাই। বেদান্তশাস্ত্র অনাত্মমূলক কর্ম্মের পঞ্চ কারণ প্রতিপাদনার্থ প্রবৃত্ত হয়েন নাই।

অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণং চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥ ১৪ ॥

কেবল অসঙ্গ আত্মাতে কর্ম্মের অসম্বদ্ধতা প্রতিপাদনার্থ এই মায়াকল্পিত পঞ্চ কারণের উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র ॥ ১৩ ॥

-:o:-

অন্বয়বোধিনী। অধিষ্ঠানং (দেহ) তথা কর্ত্তা (অন্তঃকরণ) পৃথগ্বিধং করণং চ (পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয়) বিবিধাঃ (নানাবিধ) পৃথক্ চেষ্টাঃ চ, অত্র (এই কারণ সমূহের মধ্যে) পঞ্চমং (পঞ্চমস্থানীয়) দৈবম্ এব চ (দৈব—ধর্ম্মাধর্ম্ম সংস্কার) ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। অধিষ্ঠান, কর্ত্তা, নানাবিধ করণ, নানাবিধ চেষ্টা এবং এতৎকারণ সমূহের সহিত দৈব,—এই পাঁচটী কর্ম্মের কারণ স্বরূপ ॥ ১৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কানি তানীতি? উচ্যতে—অধিষ্ঠানমিতি। অধিষ্ঠানমিচ্ছাদ্বেষসুখদুঃখজ্ঞানাদীনামভিব্যক্তেরাশ্রয়োঽধিষ্ঠানং শরীরম্। তথা কর্ত্তা—উপাধিলক্ষণো ভোক্তা। করণং চ শ্রোত্রাদিকং শব্দাদ্যুপলব্ধয়ে পৃথগ্বিধং নানাপ্রকারং দ্বাদশসংখ্যম্। বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা বায়বীয়াঃ প্রাণাঽপানাদ্যাঃ। দৈবং চৈব দৈবমেব চাঽত্রৈতেষু চতুর্ষু পঞ্চমম্। পঞ্চানাং পূরণম্। আদিত্যাদি চক্ষুরাদ্যনুগ্রাহকম্ ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তান্যেবাহ—অধিষ্ঠানমিতি। অধিষ্ঠানং শরীরম্। কর্ত্তা চিদচিদ্গ্রন্থিরহঙ্কারঃ। পৃথগ্বিধমনেকপ্রকারম্। করণং চক্ষুঃশ্রোত্রাদি। বিবিধাঃ কার্য্যতঃ স্বরূপতশ্চ। পৃথগ্ভূতাশ্চেষ্টাঃ প্রাণাঽপানাদীনাং ব্যাপারাঃ। অত্রৈতেষ্বেব পঞ্চমং কারণং দৈবম্। চক্ষুরাদ্যনুগ্রাহকমাদিত্যাদি। সর্ব্বপ্রেরকোঽন্তর্য্যামী বা ॥ ১৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, চেতনাদি ধর্ম্মের অভিব্যক্তির আশ্রয় স্বরূপ পাঞ্চভৌতিক স্থূলশরীরের নাম "অধিষ্ঠান"। অন্তঃকরণ, বুদ্ধি, বিজ্ঞান আদি নামোপহিত ও আত্মার সহিত তাদাত্ম্যাধ্যাসযুক্ত অহঙ্কারের নাম "কর্ত্তা"। অপঞ্চীকৃত মহাভূতোৎপন্ন শব্দাদি বিষয়োপলব্ধির সাধনরূপ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সকলের নাম "করণ"। শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাক্ আদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মনঃ ও বুদ্ধি এই দ্বাদশ ভেদে "করণ" নানা প্রকার। চিত্ত ও অহঙ্কার "কর্ত্তা" স্বরূপে গৃহীত হইয়াছে। "চেতনার" আভাস সর্ব্বত্রই তুল্য। "করণং চ"—ইহার চকার পূর্ব্বোক্ত শরীরাদির অনুবৃত্তিবাচক (অর্থাৎ শরীরাদি যেমন অনাত্মা ও ভৌতিক, সেইরূপ করণও অনাত্মভূত, ভৌতিক ও কল্পিত)। পঞ্চভূতের কার্য্যরূপ এবং বায়বীয়স্বরূপে কথিত প্রাণাদি "চেষ্টা"ও নানা প্রকার (যথা প্রাণ, অপান, উদান, সমান ও ব্যান, অথবা নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়)। "বিবিধাশ্চ"—ইহার চকারও অনাত্মত্ব ও ভৌতিকত্বের অনুবৃত্তিবাচক। যে সকল দেবতার অনুগ্রহে পূর্ব্বোক্ত কারণসমূহ হইতে কার্য্যনিষ্পত্তি হইয়া থাকে, সেই দেবতাদিগের শক্তি,

শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ ॥১৫॥

(অর্থাৎ "দৈব") পঞ্চম কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। "দৈবং চ"—ইহার চকারও শরীরাদির ন্যায় দৈবও যে অনাত্মা, ভৌতিক ও মায়াকল্পিত তাহাই প্রতিপাদন করিতেছে। শরীররূপ অধিষ্ঠানের দেবতা পৃথিবী, কর্ত্তৃস্বরূপ অহঙ্কারের দেবতা রুদ্র, শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দেবতা যথাক্রমে দিক্, বাত, অর্ক, প্রচেতাঃ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দেবতা—যথাক্রমে বহ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র ও প্রজাপতি। মন ও বুদ্ধির দেবতা চন্দ্র ও বৃহস্পতি। প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান, এই চেষ্টারূপ পঞ্চ প্রাণের দেবতা যথাক্রমে সদ্যোজাত, বামদেব, অঘোর, তৎপুরুষ ও ঈশান। কোন কোন টীকাকার "দৈব" পদে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মকে গ্রহণ করিয়াছেন ॥ ১৪ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। নরঃ শরীরবাঙ্মনোভিঃ (শরীর, বাক্য ও মনের দ্বারা) যৎ (যে) ন্যায্যং বা (ন্যায়ানুযায়ি) বিপরীতং বা (অথবা অন্যায্য বা অধর্ম্মজনক) কর্ম্ম প্রারভতে (আরম্ভ করেন) এতে পঞ্চ (এই পঞ্চ পদার্থ) তস্য (সেই কর্ম্মের) হেতবঃ (কারণ) ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। মনুষ্য শরীর, বাক্য ও মনের দ্বারা ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম যে কোন রূপ ক্রিয়াই আরম্ভ করুক না কেন, পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ কারণ সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মেরই হেতুভূত ॥১৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্। শরীরেতি। শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম্ম ত্রিভিরেতৈঃ প্রারভতে নির্ব্বর্ত্তয়তি নরো ন্যায্যং বা ধর্ম্ম্যং শাস্ত্রীয়ম্। বিপরীতং বাঽধর্ম্ম্যমশাস্ত্রীয়ম্। যচ্চাপি নিমিষিতচেষ্টাদি জীবনহেতুঃ তদপি পূর্ব্বকৃতধর্ম্মাঽধর্ম্ময়োরেব কার্য্যমিতি ন্যায্যবিপরীতয়োরেব গ্রহণেন গৃহীতম্। পঞ্চৈতে যথোক্তাস্তস্য সর্ব্বস্যৈব কর্ম্মণো হেতবঃ কারণানি।

নন্বধিষ্ঠানাদীনি সর্ব্বকর্ম্মণাং কারণানি। কথমুচ্যতে শরীরবাঙ্মনোভিঃ কর্ম্ম প্রারভত ইতি? নৈষ দোষঃ। বিধিপ্রতিষেধলক্ষণং সর্ব্বং কর্ম্ম শরীরাদিত্রয়প্রধানম্। তদঙ্গতয়া দর্শন-শ্রবণাদি চ জীবনলক্ষণং ত্রিধৈব রাশীকৃতমুচ্যতে শরীরাদিভিরারভত ইতি। ফলকালেঽপি তৎপ্রধানৈর্ভুজ্যত ইতি পঞ্চানামেব হেতুত্বং ন বিরুধ্যতে ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এতেষামেব সর্ব্বকর্ম্মহেতুত্বমাহ—শরীরেতি। যথোক্তৈঃ পঞ্চভিঃ প্রারভ্যমাণং কর্ম্ম ত্রিধৈবান্তর্ভাব্য শরীরবাঙ্মনোভিরিত্যুক্তম্। শারীরং বাচিকং মানসং চ ত্রিবিধং কর্ম্মেতি প্রসিদ্ধেঃ। শরীরাদিভির্যদ্যৎ কর্ম্ম ধর্ম্ম্যমধর্ম্ম্যং বা করোতি নরস্তস্য কর্ম্মণ এতে পঞ্চ হেতবঃ ॥ ১৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। শাস্ত্রবিহিত অগ্নিহোত্রাদি ধর্ম্মই হউক, শাস্ত্রনিষিদ্ধ হিংসাদি অধর্ম্মই হউক, জীবনরক্ষার জন্য উচ্ছ্বাস, নিঃশ্বাস, নিমেষ, উন্মেষ, তৃষ্ণাদি

তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলং তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ ॥১৬॥

স্বাভাবিক কর্ম্মই হউক, মনুষ্য যাহারই কেন অনুষ্ঠান করুক না, তাহা সমস্তই এতৎপঞ্চ-কারণমূলক। এই শ্লোকের "শরীর" পদে "অধিষ্ঠান", "নর" পদে "কর্ত্তা", "বাঙ্মনঃ" পদে "করণ", এবং "প্রারভতে" পদে "চেষ্টা" গৃহীত হইয়াছে। আর "ন্যায্যং বা বিপরীতং বা" —ইহা দ্বারা ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ "দৈব" লক্ষিত হইয়াছে ॥ ১৫ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। তত্র এবং সতি (কর্ম্মের কারণ পঞ্চ এইরূপ নিরূপিত হইলে) যঃ তু (যে ব্যক্তি) আত্মানং (আত্মাকে) কেবলং কর্ত্তারং (কর্ত্তৃস্বরূপে) পশ্যতি (অবলোকন করে), অকৃতবুদ্ধিত্বাৎ (অসংস্কৃতবুদ্ধিহেতু) সঃ দুর্ম্মতিঃ (সেই দুষ্টবুদ্ধি) ন পশ্যতি (সম্যক্‌রূপে দর্শন করে না) ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। অধিষ্ঠানাদি পঞ্চ কারণ নিরূপিত হইল। যে মূঢ় ব্যক্তি অসঙ্গ ও উদাসীন আত্মাকে কর্ত্তৃস্বরূপে অবলোকন করে সেই দুর্ম্মতি কদাচ সম্যগ্দর্শী হয় না ॥ ১৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তত্রেতি। তত্রেতি প্রকৃতেন সম্বধ্যতে। এবং সতি—এবং যথোক্তৈঃ পঞ্চভির্হেতুভির্নির্ব্বর্ত্ত্যে সতি কর্ম্মণি। তত্রৈবং সতীতি দুর্ম্মতিত্বস্য হেতুত্বেন সম্বধ্যতে। তত্রৈতেষ্বাত্মানমনন্যত্বেনাহবিদ্যয়া পরিকল্পিতৈঃ ক্রিয়মাণস্য কর্ম্মণোঽহমেব কর্ত্তেতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলং শুদ্ধং তু যঃ পশ্যত্যবিদ্বান্—কস্মাৎ? বেদান্তাচার্য্যোপদেশন্যায়ৈর-কৃতবুদ্ধিত্বাদসংস্কৃতবুদ্ধিত্বাৎ। যোঽপি দেহাদিব্যতিরিক্তাত্মবাদ্যন্যমাত্মানমেব কেবলং কর্ত্তারং পশ্যত্যসাবপ্যকৃতবুদ্ধিরেব। অতোঽকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যত্যাত্মনস্তত্ত্বম্। কর্ম্মণো বেত্যর্থঃ। অতো দুর্ম্মতিঃ। কুৎসিতা বিপরীতা দুষ্টাঽজস্রং জননমরণপ্রতিপত্তিহেতুভূতা মতিরস্যেতি দুর্ম্মতিঃ। স পশ্যন্নপি ন পশ্যতি। যথা তৈমিরিকোঽনেকং চন্দ্রম্। যথা বাঽভ্রেষু ধাবৎসু চন্দ্রং ধাবন্তম্। যথা বা বাহন উপবিষ্টোঽন্যেষু ধাবৎস্বাত্মানং ধাবন্তম্ ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ততঃ কিম্? অত আহ—তত্রেতি। তত্র সর্ব্বস্মিন্ কর্ম্মণ্যেতে পঞ্চ হেতব ইতি। এবং সতি কেবলং নিরুপাধিমসঙ্গমাত্মানং তু যঃ কর্ত্তারং পশ্যতি শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাভ্যামসংস্কৃতবুদ্ধিত্বাদ্দুর্ম্মতিরসৌ সম্যঙ্ন পশ্যতি ॥ ১৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। অধিষ্ঠানাদি কার্য্যমাত্রেরই কারণস্বরূপ। আত্মা স্বপ্রকাশ, অসঙ্গ, নিষ্ক্রিয় ও অদ্বিতীয়। অবিদ্যাপ্রভাবে এই আত্মার প্রতিবিম্ব উক্ত পাঁচ কারণে পতিত হওয়ায় মূর্খগণ সেই প্রতিবিম্বকেই স্বরূপ জানিয়া আত্মাকে কার্য্যের কারণ বলিয়া অনুমান করে। অবিবেকিগণ আত্মার প্রকৃত তত্ত্ব বিদিত না হওয়াতেই এই রূপ ভ্রমে পতিত হইয়া থাকে। রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি হইলে যেমন ভ্রান্ত ব্যক্তি রজ্জুর স্বরূপ দর্শন

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাঽপি স ইমাঁল্লোঁকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৭ ॥

করিতে পায় না, সেইরূপ আত্মাকে কর্ত্তা বলিয়া বোধ হইলে জীবের প্রকৃত আত্মদর্শন হয় না। বিবেকবুদ্ধির বশীভূত হইয়া যিনি গুরু ও বেদ বাক্যের বশংবদ এবং শ্রবণ ও মননাদি সহ ব্রহ্মাত্মজ্ঞানপরায়ণ হয়েন, তাঁহারই কেবল অবিদ্যা মায়াজাল কাটিয়া যায়। তিনিই কেবল অধিষ্ঠানাদি কারণে আত্মার তাদাত্ম্যবুদ্ধি পরিহার করিয়া আত্মসাক্ষাৎকার পুরঃসর জন্ম মরণ অতিক্রম করিতে পারেন ॥ ১৬ ॥

অন্বয়বোধিনী। যস্য (যাঁহার) অহংকৃতঃ (আমি কর্ত্তা) ভাবঃ (এই ভাব) ন (নাই), যস্য (যাঁহার) বুদ্ধিঃ ন লিপ্যতে (বিষয়ে আসক্ত হয় না), সঃ (তিনি) ইমান্ (এই সমস্ত) লোকান্ (লোককে) হত্বা অপি (হনন করিয়াও) ন হন্তি (হনন করেন না), [বা তজ্জন্য] ন নিবধ্যতে (আবদ্ধ হন না) ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। "আমি কর্ত্তা" এরূপ অভিমান যিনি করেন না, যাঁহার বুদ্ধি কার্য্যে লিপ্ত হয় না, তিনি সমস্ত লোক হনন করিলেও কিছুই হনন করেন না, অথবা তজ্জন্য ফলভাগীও হয়েন না ॥ ১৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কঃ পুনঃ সুমতির্যঃ সম্যক্ পশ্যতীতি? উচ্যতে—যস্যেতি। যস্য শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশন্যায়সংস্কৃতাত্মনো ন ভবত্যহংকৃতঃ—অহং কর্ত্তেত্যেবংলক্ষণঃ—ভাবো ভাবনা প্রত্যয়ঃ। এত এব পঞ্চাঽধিষ্ঠানাদয়োঽবিদ্যয়াত্মনি কল্পিতাঃ সর্ব্বকর্ম্মণাং কর্ত্তারঃ। নাহম্। অহং তু তদ্ব্যাপারাণাং সাক্ষিভূতোঽপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রোঽক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ কেবলোঽবিক্রিয় ইত্যেবং পশ্যতীত্যেতৎ। বুদ্ধিরন্তঃকরণং যস্যাত্মন উপাধিভূতা ন লিপ্যতে নানুশয়িনী ভবতি—ইদমহমকার্ষং তেনাহং নরকং গমিষ্যামীত্যেবং যস্য বুদ্ধির্ন লিপ্যতে—স সুমতিঃ। স পশ্যতি। হত্বাঽপি স ইমাঁল্লোঁকান্—সর্ব্বানিমান্ প্রাণিন ইত্যর্থঃ—ন হন্তি হননক্রিয়াং ন করোতি। ন নিবধ্যতে—নাঽপি তৎকার্য্যেণাধর্ম্মফলেন সম্বধ্যতে।

নন্বু হত্বাঽপি ন হন্তীতি বিপ্রতিষিদ্ধমুচ্যতে। যদ্যপি স্তুতিঃ।

নৈষ দোষঃ। লৌকিকপারমার্থিকদৃষ্ট্যপেক্ষয়া তদুপপত্তেঃ। দেহাদ্যাত্মবুদ্ধ্যা হন্তাঽহমিতি লৌকিকীং দৃষ্টিমাশ্রিত্য হত্বাঽপীত্যাহ। যথাদর্শিতাং পারমার্থিকীং দৃষ্টিমাশ্রিত্য ন হন্তি ন নিবধ্যত ইত্যেতদুভয়মুপপদ্যত এব।

নন্বধিষ্ঠানাদিভিঃ সম্ভূয় করোত্যেবাত্মা। কর্ত্তারমাত্মানং কেবলং ত্বিতি কেবলশব্দপ্রয়োগাৎ।

নৈষ দোষঃ। আত্মনোঽবিক্রিয়স্বভাবত্বেঽধিষ্ঠানাদিভিঃ সংহতত্বানুপপত্তেঃ। বিক্রিয়াবতো হ্যন্যৈঃ সংহননং সম্ভবতি। সংহত্য বা কর্ত্তৃত্বং স্যাৎ। ন ত্ববিক্রিয়স্যাত্মনঃ কেনচিৎ সংহননমস্তীতি ন সম্ভূয় কর্ত্তৃত্বমুপপদ্যতে। অতঃ কেবলত্বমাত্মনঃ স্বাভাবিকমিতি কেবলশব্দো-

ঽনুবাদমাত্রম্। অবিক্রিয়ত্বং চাত্মনঃ শ্রুতিস্মৃতিন্যায়প্রসিদ্ধম্। অবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে—গুণৈরেব কর্ম্মাণি ক্রিয়ন্তে—শরীরস্থোঽপি ন করোতীত্যাদ্যসকৃদুপপাদিতং গীতাস্বেব তাবৎ। শ্রুতিষু চ ধ্যায়তীব লেলায়তীব (ক) ইত্যেবমাদ্যাসু। ন্যায়তশ্চ নিরবয়বমপরতন্ত্রমবিক্রিয়মাত্মতত্ত্বমিতি রাজমার্গঃ। বিক্রিয়াবত্ত্বাঽভ্যুপগমেঽপ্যাত্মনঃ স্বকীয়ৈব বিক্রিয়া স্যাত্ ভবিতুমর্হতি। নাঽধিষ্ঠানাদীনাং কর্ম্মাণ্যাত্মকর্তৃকাণি স্যুঃ। ন হি পরস্য কর্ম্ম পরেণাঽকৃতমাগন্তুমর্হতি। যত্ত্ববিদ্যয়া গমিতং ন তত্তস্য, যথা রজতত্বং ন শুক্তিকায়াঃ। যথা বা তলমলবত্ত্বং বালৈর্গমিতমবিদ্যয়া নাকাশস্য। তথাঽধিষ্ঠানাদিবিক্রিয়াঽপি তেষামেবেতি। নাত্মনঃ। তস্মাদ্যুক্তমুক্তং—অহংকৃতত্ববুদ্ধিলেপাঽভাবাদ্বিদ্বান্ হন্তি ন নিবধ্যত ইতি। নাঽয়ং হন্তি ন হন্যত ইতি প্রতিজ্ঞায় ন জায়ত ইত্যাদিহেতুবচনেনাঽবিক্রিয়ত্বমাত্মন উক্ত্বা বেদাঽবিনাশিনমিতি বিদুষঃ কর্ম্মাঽধিকারনিবৃত্তিং শাস্ত্রাদৌ সংক্ষেপত উক্ত্বা মধ্যে প্রসারিতাং চ তত্র তত্র প্রসঙ্গং কৃত্বেহোপসংহরতি শাস্ত্রার্থপিণ্ডীকরণায় বিদ্বান্ হন্তি ন নিবধ্যত ইতি। এবং চ সতি দেহভৃত্ত্বাঽভিমানানুপপত্তাববিদ্যাকৃতাঽশেষকর্ম্মসংন্যাসোপপত্তেঃ সংন্যাসিনামনিষ্টাদি ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলং ন ভবতীত্যুপপন্নম্। তদ্বিপর্য্যয়াচ্চেতরেষাং ভবতীত্যেতচ্চাঽপরিহার্য্যমিত্যেষ গীতাশাস্ত্রস্যাঽর্থ উপসংহৃতঃ। স এষ সর্ব্ববেদার্থসারো নিপুণমতিভিঃ পণ্ডিতৈর্বিচার্য্য প্রতিপত্তব্য ইতি তত্র তত্র প্রকরণবিভাগেন দর্শিতোঽস্মাভিঃ শাস্ত্রন্যায়াঽনুসারেণ॥ ১৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কস্তর্হি সুমতির্যস্য কর্ম্মলেপো নাস্তীত্যুক্তমিত্যপেক্ষায়ামাহ—যস্যেতি। অহমিতি কৃতোঽহং কর্ত্তেত্যেবম্ভূতো ভাবঃ। যদ্বা—অহঙ্কৃতোঽহঙ্কারস্য ভাবঃ স্বভাবঃ কর্তৃত্বাঽভিনিবেশো যস্য নাস্তি। শরীরাদীনামেব কর্ম্মকর্তৃত্বালোচনাদিত্যর্থঃ। অত এব যস্য বুদ্ধির্ন লিপ্যতে ইষ্টাঽনিষ্টবুদ্ধ্যা কর্ম্মসু ন সজ্জতে। স এবম্ভূতো দেহাদিব্যতিরিক্তাত্মদর্শী মানিমাঁল্লোকান্ সর্ব্বানপি প্রাণিনো লোকদৃষ্ট্যা হত্বাঽপি বিবিক্ততয়া স্বদৃষ্ট্যা ন হন্তি। ন চ তৎফলৈর্নিবধ্যতে বন্ধং ন প্রাপ্নোতি। কিং পুনঃ সত্ত্বশুদ্ধ্যায়া পরোক্ষজ্ঞানোৎপত্তিহেতুভিঃ কর্ম্মভিস্তস্য বন্ধশঙ্কেত্যর্থঃ। তদুক্তং—ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ। লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাঽম্ভসা॥ ইতি॥ ১৭॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি সাধনসম্পন্ন, যিনি ব্রহ্মসাক্ষাৎকারপরায়ণ, দেহাত্মবুদ্ধি না থাকায় যাঁহার অহঙ্কার আদৌ স্ফুরিত হয় না, অথবা যিনি পরমাত্মায় আত্মাকে বিলীন করিয়া "আমি" বাচক কোন স্বতন্ত্র পদার্থ দেখিতে পান না; কার্য্যকালে তাঁহার কর্তৃত্বাভিমান হইবার আদৌ সম্ভাবনা নাই। আত্মা সর্ব্বদাই শুদ্ধ, সর্ব্বসম্বন্ধশূন্য, কূটস্থ, দ্বৈতভাববর্জ্জিত ও জন্মমরণাদিরহিত, এইরূপ জানিলে মানব মুক্ত হইয়া যায়। তিনি সমস্ত কার্য্যকেই অধিষ্ঠানাদি পঞ্চ কারণের ফলস্বরূপ জানিয়া আপনাকে নির্লিপ্ত ও স্বতন্ত্রস্বরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন। আত্মজ্ঞ পুরুষের সম্মুখে পাপ ও পুণ্যের ফলস্বরূপ দুঃখ বা সুখরূপ কোন তরঙ্গই উত্থিত হয় না। আপনাকে ব্রহ্মস্বরূপ জানিলে

(ক) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৪।৩।৭॥

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা।
করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ ॥ ১৮ ॥

পাপপুণ্যজনিত ইষ্টানিষ্ট ফল ভোগ করিতে হয় না। যাঁহার কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব অভিমান নাই, তাঁহার অনিষ্ট, ইষ্ট বা মিশ্রফল ভোগের আশঙ্কাও নাই। তত্ত্ববেত্তা পুরুষ আপনাকে অকর্ত্তা জানিয়া যদি লোক সমূহকে বধও করেন, তথাপি বধজন্য তাঁহাকে বন্ধন দশা-গ্রস্ত হইতে হয় না, কেন না সে বধ বধই নহে, যে বধরূপ কার্য্যের মূলে "আমি মারিতেছি" এরূপ অভিমান নাই—সেই শূন্যগর্ভ বধরূপ কার্য্য অনিষ্টফলরূপ সংস্কার বা অদৃষ্ট প্রসব করিতে পারে না। লোকব্যবহারে শরীরের নিপাত হইলেও আত্মদর্শীর সম্মুখে আত্মার নিধন কখনই হয় না। আত্মা মরেন না, আত্মাকে কেহ মারিতে পারে না। "ন জায়তে ম্রিয়তে বা" (ক) ইত্যাদি শ্রুতিই তাহার প্রমাণ। অবিদ্যাকল্পিত সমস্ত জগৎ বিনষ্ট হইলেও আত্মার ধ্বংস হয় না। "আমি অকর্ত্তা, অভোক্তা" এইরূপ জ্ঞান হইলেই "পরমার্থ সন্ন্যাস" বলা যায়। ঈদৃশ পরমার্থসন্ন্যাস অজাতশত্রু গৃহস্থগণের মধ্যেও দৃষ্ট হয় ॥ ১৭ ॥

অন্বয়বোধিনী। জ্ঞানং, জ্ঞেয়ং, পরিজ্ঞাতা [এই] ত্রিবিধা (তিনপ্রকার) কর্ম্মচোদনা (কর্ম্মপ্রবৃত্তির হেতু), করণং, কর্ম্ম, কর্ত্তা, ইতি (এই) ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ (কর্ম্মের আশ্রয়) ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা এই তিনটী কর্ম্মের প্রবর্ত্তক। আর করণ, কর্ম্ম ও কর্ত্তা, এই তিনটী কর্ম্মের আশ্রয় ॥ ১৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথেদানীং কর্ম্মণাং প্রবর্ত্তকমুচ্যতে—জ্ঞানমিতি। জ্ঞানং—জ্ঞায়তেঽনেনেতি সর্ব্ববিষয়মবিশেষেণোচ্যতে। তথা জ্ঞেয়ং জ্ঞাতব্যম্। তদপি সামান্যেনৈব সর্ব্বমুচ্যতে। তথা পরিজ্ঞাতোপাধিলক্ষণোঽবিদ্যাকল্পিতো ভোক্তা। ইত্যেতত্ত্রয়মেষামবিশেষেণ সর্ব্বকর্ম্মণাং প্রবর্ত্তিকা ত্রিবিধা ত্রিপ্রকারা কর্ম্মচোদনা। জ্ঞানাদীনাং হি ত্রয়াণাং সন্নিপাতে হানোপাদানাদিপ্রয়োজনঃ সর্ব্বকর্ম্মারম্ভঃ স্যাৎ। ততঃ পঞ্চভিরধিষ্ঠানাদিভিরারব্ধং বাঙ্মনঃ কায়াশ্রয়ভেদেন ত্রিধা রাশীভূতং ত্রিষু করণাদিষু সংগৃহ্যত ইত্যেতদুচ্যতে। করণং ক্রিয়তেঽনেনেতি। বাহ্যং শ্রোত্রাদি। অন্তঃস্থং বুদ্ধ্যাদি। কর্ম্মেপ্সিততমং কর্ত্তুঃ ক্রিয়য়া ব্যাপ্যমানম্। কর্ত্তা করণানাং ব্যাপারয়িতোপাধিলক্ষণঃ। ইতি ত্রিবিধস্ত্রিপ্রকারঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ। সংগৃহ্যতেঽস্মিন্নিতি সংগ্রহঃ। কর্ম্মণঃ সংগ্রহঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ। কর্ম্মৈষু হি ত্রিষু সমবৈতি। তেনায়ং ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। হত্বাঽপি ন হন্তি ন নিবধ্যত—ইত্যেতদেবোপপাদয়িতুং কর্ম্মচোদনায়াঃ কর্ম্মাশ্রয়স্য চ কর্ম্মফলাদীনাং চ ত্রিগুণাত্মকত্বান্নির্গুণস্যাত্মনস্তৎ

(ক) কঠোপনিষৎ, ২।১৮।

জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি ॥ ১৯ ॥

সম্বন্ধো নাস্তীত্যভিপ্রায়েণ কর্ম্মচোদনাং কর্ম্মাশ্রয়ং চাহ—জ্ঞানমিতি। জ্ঞানমিষ্টসাধনমেতদিতি বোধঃ। জ্ঞেয়মিষ্টসাধনং কর্ম্ম। পরিজ্ঞাতা এবম্ভূতজ্ঞানাশ্রয়ঃ। এবং ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা। চোদ্যতে প্রবর্ত্ত্যতেঽনয়েতি চোদনা। জ্ঞানাদিত্রিতয়ং কর্ম্মপ্রবৃত্তিহেতুরিত্যর্থঃ। যদ্বা চোদনেতি বিধিরুচ্যতে। তদুক্তং ভট্টৈঃ—চোদনা চোপদেশশ্চ বিধিশ্চৈকার্থবাচিনঃ। ইতি। ততশ্চায়মর্থঃ—উক্তলক্ষণং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানাদিত্রয়মবলম্ব্য কর্ম্মবিধিঃ প্রবর্ত্তত ইতি। তদুক্তং—ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা ইতি। তথা চ করণং সাধকতমম্। কর্ম্ম চ কর্ত্তুরীপ্সিততমম্। কর্ত্তা ক্রিয়ানির্ব্বর্ত্তকঃ। কর্ম্ম সংগৃহ্যতেঽস্মিন্নিতি কর্ম্মসংগ্রহঃ। করণাদি ত্রিবিধং কারকম্। ক্রিয়াশ্রয় ইত্যর্থঃ। সম্প্রদানাদিকারকত্রয়ং তু পরম্পরয়া ক্রিয়াপ্রবর্ত্তকমেব কেবলম্। ন তু সাক্ষাৎ ক্রিয়ায়া আশ্রয়ঃ। অতঃ করণাদিত্রয়মেব ক্রিয়াশ্রয় ইত্যুক্তম্ ॥ ১৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদি প্রমাণ অবলম্বনে, যদ্দ্বারা বস্তুর যাথার্থ্য উপলব্ধি হয়, তাহার নাম জ্ঞান। জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার কর্ম্মভূত পদার্থই জ্ঞেয়, এবং জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার আশ্রয় ও অন্তঃকরণরূপ উপাধিপরিকল্পিত ভোক্তার নাম পরিজ্ঞাতা। এই তিনটীই সমস্ত কর্ম্মের আরম্ভ করিয়া থাকে। এই তিনটীর অভাবে কোন কার্য্য হইতে পারে না। এতন্মধ্যে একটীরও যদি অভাব হয়, তাহা হইলেও কোন কার্য্য হইতে পারে না। যাহার শক্তিসাহচর্য্যে ক্রিয়াসিদ্ধি হয়, তাহার নাম করণ। বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে করণ দ্বিবিধ। শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় বাহ্য করণ, এবং মনঃ ও বুদ্ধি আদি অন্তঃকরণ। যাহা অনুষ্ঠাতার বা কর্ত্তার ইষ্ট বা অনিষ্টকারক তাহার নাম কর্ম্ম। উৎপাদ্য, প্রাপ্য, সংস্কার্য্য ও বিকার্য্য ভেদে কর্ম্ম চতুর্ব্বিধ। যাহা পূর্ব্বে ছিল না, কিন্তু উৎপাদন করিতে হইবে, তাহা উৎপাদ্য। যাহা পূর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে, তাহা প্রাপ্য। যাহা অপকর্ষযুক্ত ও যাহাকে সংস্কৃত করিতে হইবে, তাহা সংস্কার্য্য। যাহার পূর্ব্বাবস্থা বিকৃত হইয়া গিয়াছে তাহাই বিকার্য্য। যিনি সকল কারকের প্রয়োজক, তিনিই কর্ত্তা। এখানে চিৎ ও অচিৎ উভয়কেই কর্ত্তা বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। "করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি"—ইহার ইতি শব্দ দ্বারা সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ গৃহীত হইয়াছে। শ্রেয়োবুদ্ধিপূর্ব্বক দানের নাম সম্প্রদান। সংযোগপূর্ব্বক বিভাগের অবধির নাম, অর্থাৎ যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহার নাম অপাদান। আধারের নাম অধিকরণ। এতাবৎ সমস্তই কর্ম্মের আশ্রয়স্বরূপ। কূটস্থ আত্মা কোন কর্ম্মেরই আশ্রয় নহেন ॥ ১৮ ॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। গুণসংখ্যানে (সাংখ্যশাস্ত্রে) জ্ঞানং, কর্ম্ম চ, কর্ত্তা চ গুণভেদতঃ (গুণভেদবশতঃ) ত্রিধা এব (তিন প্রকার) প্রোচ্যতে (কথিত হইয়াছে); তানি অপি (সেই সকলও) যথাবৎ শৃণু (শ্রবণ কর) ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। সাংখ্যশাস্ত্রে জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তা, সত্ত্বাদিগুণভেদে তিন প্রকার কথিত হইয়াছে। তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর॥ ১৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথেদানীং ক্রিয়াকারকফলানাং সর্ব্বেষাং গুণাত্মকত্বাৎ সত্ত্বরজস্তমোগুণভেদতস্ত্রিবিধো ভেদো বক্তব্য ইত্যারভ্যতে—জ্ঞানং কর্ম্ম চেতি। জ্ঞানং কর্ম্ম চ। কর্ম্ম ক্রিয়া। ন কারকং পারিভাষিকমীপ্সিততমং কর্ম্ম। কর্ত্তা চ নির্ব্বর্ত্তকঃ ক্রিয়াণাম্। ত্রিধৈবাবধারণং গুণব্যতিরিক্তজাত্যন্তরাভাবপ্রদর্শনার্থম্। গুণভেদতঃ সত্ত্বাদিভেদেনেত্যর্থঃ। প্রোচ্যতে কথ্যতে। গুণসংখ্যানে কাপিলে শাস্ত্রে। কাপিলমপি গুণসংখ্যানং শাস্ত্রম্। তদপি গুণভোক্তৃবিষয়ে প্রমাণমেব পরমার্থব্রহ্মৈকত্ববিষয়ে যদ্যপি বিরুধ্যতে। তে হি কাপিলা গুণগৌণব্যাপারনিরূপণেঽভিযুক্তা ইতি তচ্ছাস্ত্রমপি বক্ষ্যমাণার্থস্তুত্যর্থত্বেনোপাদীয়ত ইতি ন বিরোধঃ। যথাবদ্যথান্যায়ং যথাশাস্ত্রং শৃণু। তান্যপি জ্ঞানাদীনি তদ্ভেদজাতানি গুণভেদকৃতানি শৃণু। বক্ষ্যমাণেঽর্থে মনঃসমাধিং কুর্ব্বিত্যর্থঃ॥ ১৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ততঃ কিম্? অত আহ—জ্ঞানমিতি। গুণাঃ সম্যক্ কার্য্যভেদেন খ্যায়ন্তে প্রতিপাদ্যন্তেঽস্মিন্নিতি গুণসংখ্যানং সাংখ্যশাস্ত্রম্। তস্মিন্ জ্ঞানং চ কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ প্রত্যেকং সত্ত্বাদিগুণভেদেন ত্রিধৈবোচ্যতে। তান্যপি জ্ঞানাদীনি বক্ষ্যমাণানি যথাবচ্ছৃণু। ত্রিধৈবেত্যেবকারো গুণত্রয়োপাধিব্যতিরেকেণাত্মনঃ স্বতঃ কর্ম্মাদিপ্রতিষেধার্থঃ। চতুর্দ্দশেঽধ্যায়ে—তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাদিত্যাদিনা গুণানাং বন্ধকত্বপ্রকারো নিরূপিতঃ। সপ্তদশেঽধ্যায়ে—যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবানিত্যাদিনা গুণকৃতত্রিবিধস্বভাবনিরূপণেন রজস্তমঃস্বভাবং পরিত্যজ্য সাত্ত্বিকাহারাদিসেবয়া সাত্ত্বিকঃ স্বভাবঃ সম্পাদনীয় ইত্যুক্তম। ইহ তু ক্রিয়াকারক ফলাদীনামাত্মসম্বন্ধো নাস্তীতি দর্শয়িতুং সর্ব্বেষাং ত্রিগুণাত্মকত্বমুচ্যত ইতি বিশেষো জ্ঞাতব্যঃ॥ ১৯॥

গীতার্থসন্দীপনী। প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণমূলক জ্ঞানরূপ উপাধি দ্বারাই জ্ঞেয় বস্তুর উপলব্ধি হইয়া থাকে। জ্ঞেয় পদার্থ বস্তুতঃ জ্ঞানের অন্তর্ভাব মাত্র। "জ্ঞানং কর্ম্ম চ"—ইহার চকার দ্বারা কর্ম্ম ও করণকে এই ক্রিয়ার অন্তর্ভাব স্বরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। কেন না বস্তুর কারকত্ব ক্রিয়ারূপ উপাধি দ্বারা সম্পন্ন হয়। ক্রিয়া ব্যতীত কারকত্বের সম্ভাবনা কোথায়? আবার "কর্ত্তা চ"—ইহার চকার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত পরিজ্ঞাতাকে কর্ত্তার অন্তর্ভাব বলিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন। কুতার্কিকগণ কর্ত্তাকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করে। এই জন্ত এ কর্ত্তা যে গুণাতীত নহে, ভগবান্ তাহাই দেখাইবার জন্ত এই কর্ত্তা শব্দকে ত্রিগুণোপেত বলিয়া দেখাইতেছেন। যে শাস্ত্রে গুণসংখ্যাদির বিচার বিবৃত হইয়াছে, ভগবান্ সেই সাংখ্যশাস্ত্র অনুসারেই জ্ঞানকর্ম্মাদির ত্রিগুণাত্মকতা প্রদর্শন করিতেছেন। গুণাতীত পুরুষের জীবন্মুক্ত ভাব নিরূপণ করিবার জন্ত, চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে—

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥২০॥

"তত্র সত্বং নির্ম্মলত্বাৎ" ইত্যাদি বচন দ্বারা সত্বাদি গুণের বন্ধনকারকত্ব দেখাইয়াছেন। আবার সপ্তদশ অধ্যায়ে "যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্" ইত্যাদি বচনে সত্বাদিগুণকৃত ত্রিবিধ স্বভাব নিরূপণ করিয়া ইহাই দেখাইয়াছেন যে, আসুররূপ রাজস তামস স্বভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাত্ত্বিক আহারাদি সেবন করিলে দৈবরূপ সাত্ত্বিক স্বভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর এই অষ্টাদশ অধ্যায়ে—স্বভাবতঃ গুণাতীত অসঙ্গ আত্মার ক্রিয়া, কারক ও ফল, এ তিনটির সহিত কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই—ইহাই বুঝাইবার জন্ত ক্রিয়াকারকাদির ত্রিগুণাত্মকত্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন। বস্তুতঃ আত্মার সহিত ক্রিয়া ও কারকাদির কোন সম্বন্ধই নাই। সংক্ষেপে তিন অধ্যায়ের বিশিষ্টতা প্রদর্শিত হইল। ইহাতে পুনরুক্তি দোষ কেহ মনে করিবেন না ॥ ১৯ ॥

—:o:—

অন্বয়বোধিনী। যেন (যাহার দ্বারা) [মনুষ্য] বিভক্তেষু (ভিন্ন ভিন্ন) সর্ব্বভূতেষু (ভূতসমূহে) অবিভক্তম্ (অবিভক্ত ভাবে স্থিত) একম্ (এক) অব্যয়ং (অক্ষয়) ভাবম্ (স্বরূপ) ঈক্ষতে (উপলব্ধি করে) তৎ জ্ঞানং (সেই জ্ঞান) সাত্ত্বিকং (সাত্ত্বিক বলিয়া) বিদ্ধি (জানিও) ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে জ্ঞান দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ভূতসমূহে সর্ব্বত্র ব্যাপক এক অব্যয় সত্তারূপ ভাবের উপলব্ধি হয়, তাহাই সাত্ত্বিক জ্ঞান ॥ ২০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। জ্ঞানস্য তু তাবৎ ত্রিবিধমুচ্যতে—সর্ব্বভূতেষ্বিতি। সর্ব্বভূতেষু অব্যক্তাদিস্থাবরান্তেষু ভূতেষু যেন জ্ঞানেনৈকং ভাবং বস্তু ভাবশব্দো বস্তুবাচী—একমাত্মবস্ত্বিত্যর্থঃ। অব্যয়ং ন ব্যেতি স্বাত্মনা স্বধর্ম্মেণ বা। কূটস্থনিত্যমিত্যর্থঃ। ঈক্ষতে যেন জ্ঞানেন পশ্যতি। তং চ ভাবমবিভক্তং প্রতিদেহম্। বিভক্তেষু দেহভেদেষু ন বিভক্তং তদাত্মবস্তু। ব্যোমবন্নিরন্তরমিত্যর্থঃ। তজ্জ্ঞানমদ্বৈতাত্মদর্শনং সাত্ত্বিকং সম্যগ্দর্শনং বিদ্ধীতি ॥২০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তত্র জ্ঞানস্য সাত্ত্বিকাদিত্রৈবিধ্যমাহ—সর্ব্বভূতেষ্বিতি-ত্রিভিঃ। সর্ব্বেষু ভূতেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু বিভক্তেষু পরস্পরং ব্যাবৃত্তেষবিভক্তমনুস্যূতমেকমব্যয়ং নির্ব্বিকারং ভাবং পরমাত্মতত্ত্বং যেন জ্ঞানেনেক্ষত আলোচয়তি তজ্জ্ঞানং সাত্ত্বিকং বিদ্ধি ॥ ২০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। সূক্ষ্ম, স্থূল, সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপে ভূতসমূহ ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। যে জ্ঞান লাভ হইলে মানব স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ পরিহার পূর্ব্বক সর্ব্বত্র একমাত্র অদ্বিতীয় পরমাত্মসত্তা দর্শন করিতে পারে, যে জ্ঞানের দ্বারা সর্ব্বাধিষ্ঠানরূপ অবিভক্ত পরমাত্মাকে সর্ব্বত্র ব্যাপক দেখিতে পায়, সেই সর্ব্বপ্রপঞ্চো-

পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ২১ ॥
যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পং চ তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥

পাধিবিনির্ম্মুক্ত আত্মজ্ঞানই সাত্ত্বিক জ্ঞান বলিয়া জানিবে। সাত্ত্বিক জ্ঞানের উদয় হইলে দ্বৈত-বৃত্তির নিবৃত্তি হইয়া যায় ॥ ২০ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। পৃথক্ত্বেন (পৃথক্ পৃথক্ রূপে) যৎ জ্ঞানং (যে জ্ঞান) সর্ব্বেষু ভূতেষু (সর্ব্বভূতে) পৃথগ্বিধান্ (ভিন্ন ভিন্ন) নানাভাবান্ (নানাবিধ ভাব) বেত্তি (বিদিত হয়) তৎ জ্ঞানং (সেই জ্ঞানকে) রাজসং (রাজস বলিয়া) বিদ্ধি (জানিও) ॥২১॥

বঙ্গানুবাদ। পৃথক্ পৃথক্ দেহাদি ভূতসমূহে যে জ্ঞানের দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ পদার্থের অনুভব হয়, তাহারই নাম রাজস জ্ঞান ॥ ২১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যানি দ্বৈতদর্শনান্যসম্যগ্ভূতানি রাজসানি তামসানি চ তানি —ইতি ন সাক্ষাৎ সংসারোচ্ছিত্তয়ে ভবন্তি—পৃথক্ত্বেনেতি। পৃথক্ত্বেন তু ভেদেন প্রতি শরীরমন্যত্বেন যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ ভিন্নানাত্মনঃ পৃথগ্বিধান্ পৃথক্প্রকারান্ ভিন্নলক্ষণানিত্যর্থঃ। বেত্তি বিজানাতি যজ্জ্ঞানং সর্ব্বেষু ভূতেষু—জ্ঞানস্য কর্ত্তৃত্বাসম্ভবাদ্ যেন জ্ঞানেন বেত্তীত্যর্থঃ— তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসং রজোগুণনির্ব্বৃত্তম্ ॥ ২১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। রাজসং জ্ঞানমাহ—পৃথক্ত্বেনেতি। পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানমিত্যস্যৈব বিবরণম্। সর্ব্বেষু ভূতেষু নানাভাবান্ বস্তুত এবানেকান্ ক্ষেত্রজ্ঞান্ পৃথগ্বিধান্ সুখিদুঃখিত্বাদিরূপেণ বিলক্ষণান্ যেন জ্ঞানেন বেত্তি তজ্জ্ঞান রাজসং বিদ্ধি ॥২১॥

গীতার্থসন্দীপনী। প্রাণিগণের মধ্যে কাহাকেও সুখী, কাহাকেও দুঃখী, কাহাকেও পণ্ডিত, কাহাকেও মূর্খ দেখিয়া, যে জ্ঞানের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন দেহে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আত্মা বলিয়া অনুভব হয়, সর্ব্বত্র এক আত্মা হইলে সকলেই সুখী বা সকলেই দুঃখী হইত, যে জ্ঞানের দ্বারা এইরূপ বিচারসিদ্ধি হয়, সেই জ্ঞান রাজস। ভিন্ন ভিন্ন দেহে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা, ভিন্ন ভিন্ন আত্মার ভিন্ন ভিন্ন ঈশ্বর, আত্মার ভেদ অনুসারে জড়বর্গের ভেদ, ঈশ্বরের ভেদ অনুসারে জড়বর্গের ভেদ, এবং জড়বর্গের মধ্যে পরস্পর ভেদবুদ্ধি, রাজস জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। যৎ তু (যে জ্ঞান) একস্মিন্ কার্য্যে (এক বা আংশিক বিষয়ে) কৃৎস্নবৎ (সম্পূর্ণ বলিয়া) সক্তম্ (আবদ্ধ হয়) অহৈতুকম্ (অযৌক্তিক) অতত্ত্বার্থবৎ

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩ ॥

(অযথার্থ) অল্পং চ (ও তুচ্ছ) তৎ (সেই জ্ঞান) তামসম্ (তামস বলিয়া) উদাহৃতম্ (কথিত হয়) ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ। আর যে জ্ঞানের দ্বারা কোন একটী পদার্থবিশেষে সম্পূর্ণ আত্মার বিদ্যমানতার অনুভব হয়, সেই অযৌক্তিক ও অযথার্থ জ্ঞানই তামস জ্ঞান ॥ ২২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যত্ত্বিতি। যত্তু জ্ঞানং কৃৎস্নবৎ সমস্তবৎ সর্ব্ববিষয়মিবৈকস্মিন্ কার্য্যে দেহে বহির্ব্বা প্রতিমাদৌ সক্তমেতাবানেবাত্মেশ্বরো বা নাঽতঃ পরমস্তীতি যথা নগ্নক্ষপণকাদীনাং শরীরান্তর্ব্বর্ত্তী দেহপরিমাণো জীব ঈশ্বরো বা পাষাণদার্ব্বাদিমাত্রম্। ইত্যেবমেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকং হেতুবর্জ্জিতং নির্যুক্তিকং নিষ্প্রমাণকমতত্ত্বার্থবদযথাভূতার্থবৎ। যথাভূতোঽর্থস্তত্ত্বার্থঃ। সোঽস্য জ্ঞেয়ভূতোঽস্তীতি তত্ত্বার্থবৎ। ন তত্ত্বার্থবদতত্ত্বার্থবৎ। অহৈতুকত্বাদেবাল্পং চ। অল্পবিষয়ত্বাদল্পফলত্বাদ্বা। তত্তামসমুদাহৃতম্। তামসানাং হি প্রাণিনামবিবেকিনামীদৃশং জ্ঞানং দৃশ্যতে ॥ ২২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তামসং জ্ঞানমাহ—যদিতি। একস্মিন্ কার্য্যে দেহে প্রতিমাদৌ বা কৃৎস্নবৎ পরিপূর্ণবৎ সক্তম্—এতাবানেবাত্মেশ্বরো বা ইত্যভিনিবেশযুক্তম্। অহৈতুকং নিরুপপত্তিকম্। অতত্ত্বার্থবৎ পরমার্থাবলম্বনশূন্যম্। অতএবাল্পং তুচ্ছম্। অল্পবিষয়ত্বাৎ। অল্পফলত্বাচ্চ। যদেবম্ভূতং জ্ঞানং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। আত্মা অখণ্ড ও সর্ব্বব্যাপী। সেই পরিপূর্ণ আত্মাকে কোন একটী দেহবিশেষে বা কোন একটী মূর্ত্তিবিশেষে অথবা কোন একটি কার্য্যবিশেষে সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ বা সংস্থিত, অর্থাৎ সেই নিরূপিত দেহ, বিগ্রহ বা কার্য্য ব্যতীত আত্মা আর কোথাও নাই, এতাদৃশ বুদ্ধি তামস জ্ঞান হইতে উদ্ভূত। এই জ্ঞান আত্মার নিত্যত্ব ও বিভুত্বের বিরোধী ॥ ২২ ॥

—:০:—

অন্বয়বোধিনী। অফলপ্রেপ্সুনা (ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্যব্যক্তিকর্তৃক) নিয়তং (নিত্য) সঙ্গরহিতম্ (আসক্তিবিহীনভাবে) অরাগদ্বেষতঃ (রাগদ্বেষবর্জ্জিত হইয়া) কৃতং (অনুষ্ঠিত) যৎ কর্ম্ম (যে কর্ম্ম) তৎ (তাহা) সাত্ত্বিকম্ (সাত্ত্বিক কর্ম্ম বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হয়) ॥ ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। ফলকামনারহিত পুরুষ সঙ্গশূন্য ও রাগদ্বেষাদিবর্জ্জিত হইয়া যে নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহাই সাত্ত্বিক কর্ম্ম ॥ ২৩ ॥

যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্ ॥ ২৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথেদানীং কর্ম্মণস্ত্রৈবিধ্যমুচ্যতে—নিয়তমিতি। নিয়তং নিত্যম্। সঙ্গরহিতমাসক্তিবর্জ্জিতম্। অরাগদ্বেষতঃ কৃতং—রাগপ্রযুক্তেন দ্বেষপ্রযুক্তেন চ কৃতং রাগদ্বেষতঃ কৃতম্। তদ্বিপরীতং কৃতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্। অফলপ্রেপ্সুনা—ফলং প্রেপ্সতীতি ফলপ্রেপ্সুঃ ফলতৃষ্ণঃ। তদ্বিপরীতেনাফলপ্রেপ্সুনা কর্ত্রা কৃতং কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ইদানীং ত্রিবিধং কর্ম্মাহ—নিয়তমিতিত্রিভিঃ। নিয়তং নিত্যতয়া বিহিতম্। সঙ্গরহিতমভিনিবেশশূন্যম্। অরাগদ্বেষতঃ পুত্রাদিপ্রীত্যা বা শত্রুদ্বেষেণ বা যৎ কৃতং ন ভবতি। ফলং প্রাপ্তুমিচ্ছতীতি ফলপ্রেপ্সুঃ। তদ্বিলক্ষণেন নিষ্কামেণ কর্ত্রা যৎ কৃতং কর্ম্ম তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবান্ ত্রিবিধ জ্ঞানের নিরূপণ করিয়া এক্ষণে ত্রিবিধ কর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতেছেন। দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রাদি অঙ্গযুক্ত অগ্নিহোত্র ও সন্ধ্যোপাসনাদি কর্ম্ম, "আমি মহাযাজ্ঞিক, আমার সমান যোগ্য ব্যক্তি আর কেহ নাই" এই প্রকার অভিমান ও গর্ব্ব বর্জ্জন পূর্ব্বক যখন অনুষ্ঠিত হয়, যখন কর্ম্মকর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব বা রাগ দ্বেষাদি সম্পর্কশূন্য হইয়া সম্পাদিত হয়, অর্থাৎ এই কার্য্য করিলে আমার সম্মান বাড়িবে অথবা অমুক শত্রু পরাভূত হইবে, যে কার্য্য কালে এরূপ ভাবের উদয় না হয়, সেই কর্ম্ম সাত্ত্বিক ॥ ২৩ ॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। পুনঃ (আর) কামেপ্সুনা (সকাম) সাহঙ্কারেণ বা (অথবা অহঙ্কারী ব্যক্তি কর্ত্তৃক) বহুলায়াসং (অতিক্লেশপ্রদ) যৎ (যাহা) ক্রিয়তে (অনুষ্ঠিত হয়) তৎ (তাহা) রাজসম্ (রাজস বলিয়া) উদাহৃতম্ (কথিত হয়) ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। সকাম বা অহঙ্কারযুক্ত ব্যক্তি যে কৃচ্ছ্রসাধ্য কাম্য কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করেন, সেই কাম্য কর্ম্মসমূহ রাজস ॥ ২৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যদিতি। যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্মফলপ্রেপ্সুনেত্যর্থঃ। কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা—সাহঙ্কারেণেতি ন তত্ত্বজ্ঞানাপেক্ষয়া। কিং তর্হি? লৌকিকশ্রোত্রিয়নিরহঙ্কারাপেক্ষয়া। যো হি পরমার্থনিরহঙ্কার আত্মবিন্ন তস্য কামেপ্সবহুলায়াসকর্তৃত্বপ্রাপ্তিরস্তি। সাত্ত্বিকস্যাপি কর্ম্মণোঽনাত্মবিৎ সাহঙ্কারঃ কর্ত্তা। কিমুত রাজসতামসয়োঃ? লোকেঽনাত্মবিদপি শ্রোত্রিয়ো নিরহঙ্কার উচ্যতে—নিরহঙ্কারোঽয়ং ব্রাহ্মণ ইতি। তস্মাত্তদপেক্ষয়ৈব সাহঙ্কারেণেত্যুক্তম্। পুনঃশব্দঃ পাদপূরণার্থঃ। ক্রিয়তে বহুলায়াসং কর্ম্ম মহতায়াসেন নির্ব্বর্ত্ত্যতে। তৎ কর্ম্ম রাজসমুদাহৃতম্ ॥ ২৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। রাজসং কর্ম্মাহ—যদিতি। যত্তু কর্ম্ম কামেপ্সুনা

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে ॥ ২৫ ॥

ফলং প্রাপ্তুমিচ্ছতা সাহঙ্কারেণ বা মৎসমঃ কোঽন্যঃ শ্রোত্রিয়োঽস্তীত্যেবং নিরূঢ়াহঙ্কারযুক্তেন চ ক্রিয়তে। যচ্চ পুনর্ব্বহুলায়াসমতিক্লেশযুক্তম্। তৎ কর্ম্ম রাজসমুদাহৃতম্ ॥ ২৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। স্বর্গাদিফল লাভ যাঁহার হৃদয়ের লক্ষ্য, তিনিই কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। নিত্য কর্ম্ম না করিলে যেমন প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়, কাম্য কর্ম্ম না করিলে কামনার অসিদ্ধি ব্যতীত মনুষ্যকে সেরূপ কোন প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয় না। কারণ কাম্য কর্ম্মের নিত্যতা নাই। কামনা সিদ্ধ হইলে তাহা আর অনুষ্ঠান করিবার প্রয়োজন নাই। কাম্য কর্ম্ম সাধন করিবার সময় যদি তাহার কোন একটী অঙ্গের হানি হয়, তাহা হইলেই অনুষ্ঠাতা তজ্জনিত ফলে বঞ্চিত হইয়া থাকেন। সুতরাং সাঙ্গোপাঙ্গ সকাম কর্ম্ম অনুষ্ঠান কালে কর্ম্মীকে যথেষ্ট ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। রাজস কর্ম্মের মূল অভিমান ও কামনা ॥ ২৪ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। অনুবন্ধং (ভাবি অশুভ), ক্ষয়ং, হিংসাং, পৌরুষং চ (ও সামর্থ্য) অনপেক্ষ্য (বিচার না করিয়া) মোহাৎ (মোহবশতঃ) যৎ (যে) কর্ম্ম আরভ্যতে (আরম্ভ করা হয়) তৎ (তাহা) তামসম্ (তামস বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হয়) ॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। ভাবি অশুভ, ক্ষয়, হিংসা, পৌরুষ আদি বিচার না করিয়া অবিবেকবশতঃ যে কর্ম্মের আরম্ভ করা হয় তাহা তামস ॥ ২৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অনুবন্ধমিতি। অনুবন্ধঃ—পশ্চাদ্ভাবি যদ্বস্তু সোঽনুবন্ধ উচ্যতে। তং চানুবন্ধম্। ক্ষয়ং—যস্মিন্ কর্ম্মণি ক্রিয়মাণে শক্তিক্ষয়োঽর্থক্ষয়ো বা স্যাত্তং ক্ষয়ম্। হিংসাং প্রাণিপীড়াম্। অনপেক্ষ্য চ পৌরুষং পুরুষকারং—শক্নোমীদং কর্ম্ম সমাপয়িতুমিত্যেবমাত্মসামর্থ্যম্। ইত্যেতান্যনুবন্ধাদীন্যনপেক্ষ্য পৌরুষান্তানি মোহাদবিবেকত আরভ্যতে কর্ম্ম যৎ তৎ তামসং তমোনির্ব্বৃত্তমুচ্যতে ॥ ২৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তামসং কর্ম্মাহ—অনুবন্ধমিতি। অনুবধ্যত ইত্যনুবন্ধঃ পশ্চাদ্ভাবি শুভাঽশুভম্। ক্ষয়ং বিত্তব্যয়ম্। হিংসাং পরপীড়াম্। পৌরুষং চ স্বসামর্থ্যমনবেক্ষ্যাঽপর্য্যালোচ্য কেবলং মোহাদেব যৎ কর্ম্মারভ্যতে তত্তামসমুচ্যতে ॥ ২৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। এই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে ভবিষ্যতে কি কি হানি হইবে, ইহা সাধন কালে শরীরের কত ক্লেশ, ধন বা সেনাদির কত ক্ষয় হইবে, তাহা বিবেচনা না করিয়া কেবল কতকগুলি জীবহিংসা করতঃ নিজ সামর্থ্যের দিকে না তাকাইয়া দুর্য্যোধনের কুরুক্ষেত্র মহারণে প্রবৃত্ত হওয়ার ন্যায় যে কার্য্যের প্রারম্ভ করা হয়, তাহা তামস ॥ ২৫ ॥

——:০:——

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬ ॥
রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়বোধিনী। মুক্তসঙ্গঃ (ফলকামনাবর্জ্জিত) অনহংবাদী (অহঙ্কারশূন্য) ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ (ধৃতি ও উৎসাহ যুক্ত) সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ (সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে) নির্ব্বিকারঃ (হর্ষবিষাদশূন্য) কর্ত্তা সাত্ত্বিকঃ [বলিয়া] উচ্যতে (কথিত হয়েন)॥ ২৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। ফলকামনাবর্জ্জিত, অনহংবাদী, ধৃতি ও উৎসাহ যুক্ত এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্ব্বিকারচিত্ত—এইরূপ কর্ত্তাই সাত্ত্বিক ॥ ২৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ইদানীং কর্ত্তৃভেদ উচ্যতে—মুক্তসঙ্গ ইতি। মুক্তসঙ্গো মুক্তঃ পরিত্যক্তঃ সঙ্গো যেন স মুক্তসঙ্গঃ। অনহংবাদী নাহংহংবদনশীলঃ। ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ—ধৃতির্ধারণম্। উৎসাহ উদ্যমঃ। তাভ্যাং সমন্বিতঃ সংযুক্তো ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ। সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ—ক্রিয়মাণস্য কর্ম্মণঃ ফলসিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ। কেবলং শাস্ত্রপ্রমাণেন প্রযুক্তঃ। ন ফলরাগাদিনা যুক্তো যঃ স নির্ব্বিকার উচ্যতে। এবম্ভূতঃ কর্ত্তা যঃ স সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কর্ত্তারং ত্রিবিধমাহ—মুক্তসঙ্গ ইতিত্রিভিঃ। মুক্তসঙ্গস্ত্যক্তাভিনিবেশঃ। অনহংবাদী গর্ব্বোক্তিরহিতঃ। ধৃতির্ধৈর্য্যম্। উৎসাহ উদ্যমঃ। তাভ্যাং সমন্বিতঃ সংযুক্তঃ। আরব্ধস্য কর্ম্মণঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ নির্ব্বিকারো হর্ষবিষাদশূন্যঃ। এবম্ভূতঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ত্রিবিধ কর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া এক্ষণে ভগবান্ ত্রিবিধ কর্ত্তা নিরূপণ করিতেছেন। যিনি মুক্তসঙ্গ বা ফলত্যাগী, "আমি কর্ত্তা," "আমি ভোক্তা" বলিয়া যাঁহার অভিমান নাই, যিনি গুণবান্ হইয়াও গুণের অহঙ্কার করেন না, যিনি বিঘ্ন আদি গ্রস্ত হইয়াও তাহাতে উদ্বিগ্ন হয়েন না এবং "এই কর্ম্ম অবশ্যই সাধন করিব" এই রূপ যাঁহার নিশ্চয় বুদ্ধি, কার্য্য আরম্ভ করিয়া সুফলই হউক বা কুফলই হউক, তাহাতে যাঁহার মন হৃষ্ট বা ক্লিষ্ট হয় না, যিনি কেবল শাস্ত্র অনুসারে কর্ত্তব্যবোধে কর্ম্ম সাধন করিয়া যান, শাস্ত্রে সেই কর্ত্তাই সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ২৬ ॥

:০:-

অন্বয়বোধিনী। রাগী (বিষয়ানুরাগী) কর্ম্মফলপ্রেপ্সুঃ (কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী) লুব্ধঃ (লোভী) হিংসাত্মকঃ (হিংসাপরায়ণ) অশুচিঃ (শৌচহীন) হর্ষশোকান্বিতঃ (হর্ষ ও শোকযুক্ত) কর্ত্তা রাজসঃ (রাজস বলিয়া) পরিকীর্ত্তিতঃ (কথিত হয়েন)॥ ২৭ ॥

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে ব্যক্তি বিষয়ানুরাগী, কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী, লুব্ধচিত্ত, হিংসা-পরায়ণ, অশুচি, হর্ষ ও শোকযুক্ত, সেই কর্ত্তা রাজস বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ২৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। রাগীতি। রাগী রাগোঽস্যাস্তীতি রাগী। কর্ম্মফলপ্রেপ্সুঃ কর্ম্মফলার্থী। লুব্ধঃ পরদ্রব্যেষু সঞ্জাততৃষ্ণঃ। তীর্থাদৌ চ স্বদ্রব্যাঽপরিত্যাগী। হিংসাত্মকঃ পরপীড়াস্বভাবঃ। অশুচির্ব্বাহ্যাঽন্তঃশৌচবর্জ্জিতঃ। হর্ষশোকান্বিতঃ—ইষ্টপ্রাপ্তৌ হর্ষঃ। অনিষ্ট-প্রাপ্তাবিষ্টবিয়োগে চ শোকঃ। তাভ্যাং হর্ষশোকাভ্যামন্বিতঃ সংযুক্তঃ। তস্যৈব চ কর্ম্মণঃ সম্পত্তিবিপত্ত্যোর্হর্ষশোকৌ স্যাতাম্। তাভ্যাং সংযুক্তো যঃ কর্ত্তা স রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। রাজসং কর্ত্তারমাহ—রাগীতি। রাগী পুত্রাদিষু প্রীতিমান্। কর্ম্মফলপ্রেপ্সুঃ কর্ম্মফলকামী। লুব্ধঃ পরস্বাঽভিলাষী। হিংসাত্মকো মারকস্বভাবঃ। লাভাঽলাভয়োর্হর্ষশোকাভ্যামন্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। পুত্র পরিবারাদির স্নেহে ও নানা বিষয়ভোগে যাহার ইচ্ছা, পরধন হরণে যাহার প্রবৃত্তি, এবং ধন থাকিতেও যে ব্যয়কুণ্ঠ, নিজের লাভের জন্য যে অন্যের হানি করিতে প্রবৃত্ত হয়, যে ব্যক্তি শাস্ত্রোক্ত শৌচাচারবর্জ্জিত, এবং যে ব্যক্তি কার্য্য সিদ্ধ হইলে সন্তুষ্ট এবং অসিদ্ধ হইলে দুঃখিত হয়, সেই কর্ত্তা রাজস ॥ ২৭ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। অযুক্তঃ (অসাবধান) প্রাকৃতঃ (বিবেকশূন্য) স্তব্ধঃ (অনম্র) শঠঃ (বঞ্চক) নৈষ্কৃতিকঃ (পরাপমানকারী) অলসঃ বিষাদী (বিষাদযুক্ত) দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা (যাহার কার্য্যে দীর্ঘকাল ব্যয় হয় এইরূপ কর্ত্তা) তামসঃ উচ্যতে (উক্ত হয়) ॥ ২৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। আর যে ব্যক্তি অসাবধান, বিবেকশূন্য, উদ্ধত, শঠ, পরের অপমানকারী, অলস, বিষাদযুক্ত ও দীর্ঘসূত্রী, শাস্ত্রে সেই ব্যক্তি তামস কর্ত্তা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে ॥ ২৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অযুক্ত ইতি। অযুক্তোঽসমাহিতঃ। প্রাকৃতোঽত্যন্তা-সংস্কৃতবুদ্ধিঃ প্রকৃতিপরবশো বালিশঃ। স্তব্ধো দণ্ডবন্ন নমতি কস্মৈচিৎ। শঠো মায়াবী শক্তি-গূহনকারী। নৈষ্কৃতিকঃ পরবৃত্তিচ্ছেদনপরঃ। অলসোঽপ্রবৃত্তিশীলঃ কর্ত্তব্যেষ্বপি। সর্ব্বদাঽ-বসন্নস্বভাবঃ। দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তব্যানাং দীর্ঘপ্রসারণঃ সর্ব্বদা মন্দস্বভাবঃ। যদদ্য শ্বো বা কর্ত্তব্যং তন্মাসেনাপি ন করোতি। যশ্চৈবম্ভূতঃ স কর্ত্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তামসং কর্ত্তারমাহ—অযুক্ত ইতি। অযুক্তোঽনব-হিতঃ। প্রাকৃতো বিবেকশূন্যঃ। স্তব্ধোঽনম্রঃ। শঠঃ শক্তিগূহনকারী। নৈষ্কৃতিকঃ পরাঽ-

বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয় ॥ ২৯ ॥

বমানী। অলসোঽনুদ্যমশীলঃ। বিষাদী শোকশীলঃ। যদদ্য বা শ্বো বা কর্ত্তব্যং তন্মাসেনাঽপি ন সম্পাদয়তি যঃ স দীর্ঘসূত্রী। এবম্ভূতঃ কর্ত্তা তামস উচ্যতে। কর্তৃত্রৈবিধ্যেনৈব জ্ঞাতুরপি ত্রৈবিধ্যমুক্তং ভবতি। কর্ম্মত্রৈবিধ্যেন চ জ্ঞেয়স্যাঽপি ত্রৈবিধ্যমুক্তং জ্ঞাতব্যম্। বুদ্ধেস্ত্রৈবিধ্যেন করণস্যাঽপি ত্রৈবিধ্যমুক্তং ভবিষ্যতি॥ ২৮॥

গীতার্থসন্দীপনী। যে ব্যক্তি ঘোর বিষয়াসক্তি প্রযুক্ত কর্ত্তব্য কার্য্যে সতর্ক থাকিতে পারে না, যে ব্যক্তি শাস্ত্রসংস্কারবর্জ্জিত, যে ব্যক্তি গুরু বা দেবতাদির সম্মুখে নম্র ভাব ধারণ না করে, যে ব্যক্তি নিজ মনের ভাব গোপন করিয়া অন্যকে প্রবঞ্চনা করে, "ইহা আমার পরমোপকারী, ইহা পাইলে আমি পরমোপকৃত হইব" এইরূপ বলিয়া স্বার্থসাধনার্থ যে ব্যক্তি অন্যের জীবিকাবৃত্তি ছেদন করে, যে ব্যক্তি অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য করিতেও আলস্য করে, যাহার চিত্ত সর্ব্বদাই অসন্তুষ্ট বা অনুশোচনাযুক্ত, যে ব্যক্তি একটী সামান্য কার্য্য করিতেও শিথিলপ্রযত্ন অথবা নানা চিন্তা করিতে থাকে, এইরূপ ব্যক্তি তামস কর্ত্তা বলিয়া কথিত হয় ॥ ২৮ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। [হে] ধনঞ্জয়। বুদ্ধেঃ (বুদ্ধির) ধৃতেঃ চ (ও ধৃতির) গুণতঃ এব (গুণানুসারে) ত্রিবিধং (তিন প্রকার) পৃথক্ত্বেন (পৃথক্ পৃথক্) অশেষেণ (সমগ্ররূপে) প্রোচ্যমানং (যাহা বলা হইবে সেই) ভেদং (ভেদ) শৃণু (শ্রবণ কর) ॥ ২৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে ধনঞ্জয়! সত্ত্বাদিগুণভেদে বুদ্ধির ও ধৃতির তিন তিন প্রকার ভেদ আমি তোমাকে সমগ্র রূপে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর ॥ ২৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। বুদ্ধের্ভেদমিতি। বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব ভেদং গুণতঃ সত্ত্বাদিগুণতস্ত্রিবিধং শৃণ্বিতি সূত্রোপন্যাসঃ। প্রোচ্যমানং কথ্যমানমশেষেণ নিরবশেষতো যথাবৎ পৃথক্ত্বেন বিবেকতো ধনঞ্জয়। দিগ্বিজয়ে মানুষং দৈবং চ প্রভূতং ধনং জিতবান্ তেনাঽসৌ ধনঞ্জয়োঽর্জ্জুনঃ ॥ ২৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ইদানীং বুদ্ধের্ধৃতেশ্চ ত্রৈবিধ্যং প্রতিজানীতে—বুদ্ধের্ভেদমিতি। স্পষ্টোঽর্থঃ ॥ ২৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। "জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ" ইত্যাদির প্রকারভেদ বলা হইল। এক্ষণে "মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ" বচনে যে বুদ্ধি ও ধৃতির সূচনা করিয়াছেন, ভগবান্ এক্ষণে তাহারই প্রকারভেদ ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইতেছেন। যে বৃত্তির প্রভাবে বস্তুবিষয়াদির নিশ্চয় হয়, তাহার নাম বুদ্ধি। ধৃতি বুদ্ধিরই বৃত্তিবিশেষ। সত্ত্বাদিগুণভেদে

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ কার্য্যাঽকার্য্যে ভয়াঽভয়ে।
বন্ধং মোক্ষং চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥৩০॥

তাহার লক্ষণ কিরূপ হয়, তাহাই সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ অর্জ্জুনকে অবহিতচিত্তে শ্রবণ করিতে বলিতেছেন। কি গ্রাহ্য ও কি অগ্রাহ্য, ভগবান্ সমস্তই বিবৃতরূপে ব্যাখ্যান করিতেছেন। এখানে বুদ্ধি ও ধৃতি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির প্রতি লক্ষিত হইয়াছে। ২৯ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। [হে] পার্থ। প্রবৃত্তিং চ (প্রবৃত্তি) নিবৃত্তিং চ (ও নিবৃত্তি) কার্য্যাকার্য্যে (কার্য্য ও অকার্য্য) ভয়াভয়ে (ভয় ও অভয়) বন্ধং মোক্ষং চ (বন্ধন ও মুক্তি) যা (যে বুদ্ধি) বেত্তি (বিদিত হয়) সা (সেই) বুদ্ধিঃ সাত্ত্বিকী ॥৩০॥

বঙ্গানুবাদ। হে পার্থ! যে বুদ্ধির দ্বারা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, কার্য্য ও অকার্য্য, ভয় ও অভয়, বন্ধন ও মুক্তি পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাই সাত্ত্বিকী বুদ্ধি ॥ ৩০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। প্রবৃত্তিমিতি। প্রবৃত্তিং চ—প্রবৃত্তিঃ প্রবর্ত্তনং বন্ধহেতুঃ কর্ম্মমার্গঃ। নিবৃত্তিং চ—নিবৃত্তির্মোক্ষহেতুঃ সংন্যাসমার্গঃ। বন্ধমোক্ষসমানবাক্যত্বাৎ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তী কর্ম্মসংন্যাসমার্গাবিত্যবগম্যতে। কার্য্যাকার্য্যে বিহিতপ্রতিষিদ্ধে লৌকিকে বৈদিকে বা শাস্ত্রবুদ্ধেঃ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যে করণাঽকরণে ইত্যেতৎ। কস্য? দেশকালাদ্যপেক্ষয়া দৃষ্টাঽদৃষ্টার্থানাং কর্ম্মণাম্। ভয়াভয়ে—বিভেত্যস্মাদিতি ভয়ং চৌরব্যাঘ্রাদি। তদ্বিপরীতমভয়ম্। ভয়ং চাঽভয়ং চ ভয়াভয়ে। দৃষ্টাদৃষ্টয়োর্ভয়াভয়য়োঃ কারণে ইত্যর্থঃ। বন্ধং সহেতুকং মোক্ষং চ সহেতুকং যা বেত্তি বিজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী। তত্র জ্ঞানং বুদ্ধের্বৃত্তিঃ। বুদ্ধিস্তু বৃত্তিমতী। ধৃতিরপি বৃত্তিবিশেষ এব বুদ্ধেঃ ॥ ৩০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তত্র বুদ্ধেস্ত্রৈবিধ্যমাহ—প্রবৃত্তিমিতিত্রিভিঃ। প্রবৃত্তিং ধর্ম্মে। নিবৃত্তিমধর্ম্মে। যস্মিন্ দেশে কালে চ যৎ কার্য্যমকার্য্যং চ। ভয়াঽভয়ে কার্য্যাঽকার্য্য-নিমিত্তাবর্থানর্থৌ। কথং বন্ধঃ কথং বা মোক্ষ ইতি যা বুদ্ধিরন্তঃকরণং বেত্তি সা সাত্ত্বিকী। যয়া পুমান্ বেত্তীতি বক্তব্যে করণে কর্তৃত্বোপচারঃ কাষ্ঠানি পচন্তীতিবৎ। ৩০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। প্রবৃত্তিমার্গ কর্ম্মকাণ্ড, ও নিবৃত্তিমার্গই সন্ন্যাসধর্ম্ম। প্রবৃত্তিমার্গের কর্ম্মের নাম কার্য্য, এবং নিবৃত্তিমার্গে থাকিয়া যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা অকার্য্য। প্রবৃত্তিমার্গে স্থিতি জন্য গর্ভবাসাদি যে দুঃখ উৎপন্ন হয় তাহার নাম ভয়, এবং নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন জন্য তদ্দুঃখনিবৃত্তির নাম অভয়। প্রবৃত্তিমার্গে মিথ্যাজ্ঞানকৃত কর্তৃত্বাভি-মানাদির নাম বন্ধন, এবং নিবৃত্তিমার্গে তত্ত্বজ্ঞানকৃত অজ্ঞানতিরোভাবের নাম মোক্ষ। যে বুদ্ধির দ্বারা নিশ্চয়রূপে এই সকল বিষয় বিদিত হওয়া যায়, তাহাই সাত্ত্বিকী বুদ্ধি ॥ ৩০ ॥

যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মং চ কার্য্যং চাঽকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥৩১॥
অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥৩২॥

অন্বয়বোধিনী। [হে] পার্থ। যয়া (যে বুদ্ধির দ্বারা) [মনুষ্য] ধর্ম্মম্ অধর্ম্মং চ, কার্য্যম্ অকার্য্যম্ এব চ, অযথাবৎ (সন্দিগ্ধরূপে) প্রজানাতি (জানিতে পারে) সা (তাহা) রাজসী বুদ্ধিঃ ॥ ৩১ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে পার্থ! যে বুদ্ধির দ্বারা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, কার্য্য ও অকার্য্য অযথাবৎ অর্থাৎ সন্দিগ্ধরূপে জানিতে পারা যায়, সে বুদ্ধি রাজসী ॥ ৩১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যয়েতি। যয়া ধর্ম্মং শাস্ত্রচোদিতম্। অধর্ম্মং চ তৎপ্রতিষিদ্ধং কার্য্যং চাঽকার্য্যমেব চ পূর্ব্বোক্তে এব কার্য্যাকার্য্যে। অযথাবন্ন যথাবৎ সর্ব্বতো নির্ণয়েন ন প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। রাজসীং বুদ্ধিমাহ—যয়েতি। অযথাবৎ সন্দেহাস্পদত্বেনেত্যর্থঃ। স্পষ্টমন্যৎ ॥৩১॥

গীতার্থসন্দীপনী। শ্রুতি স্মৃতি শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের নাম ধর্ম্ম, এবং তন্নিষিদ্ধ কর্ম্মের নাম অধর্ম্ম। ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম উভয়েরই ফল অদৃষ্ট। কার্য্য ও অকার্য্য উভয়ের ফল দৃষ্ট। রাজসী বুদ্ধির দ্বারা অদৃষ্ট এবং দৃষ্ট কোন ফলই ভাল করিয়া বুঝা যায় না। এই বুদ্ধির অস্পষ্ট আলোকে যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে সংশয়ের নিবৃত্তি হয় না ॥ ৩১ ॥

:০:-

অন্বয়বোধিনী। [হে] পার্থ! যা (যে বুদ্ধি) অধর্ম্মং (অধর্ম্মকে) ধর্ম্মম্ ইতি (ধর্ম্ম বলিয়া) মন্যতে (মনে করে), [এবং] সর্ব্বার্থান্ (সকল বিষয়ই) বিপরীতান্ চ (বিপরীত) [বলিয়া মনে করে], তমসা আবৃতা (অজ্ঞান অন্ধকারে আবৃত) সা (সেই) বুদ্ধিঃ তামসী ॥ ৩২ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে পার্থ! যে বুদ্ধি অন্ধকারাবৃত হইয়া অধর্ম্মকে ধর্ম্ম এবং সকল প্রকার বিষয়কেই বিপরীতরূপে প্রতিপন্ন করে, সেই বুদ্ধি তামসী ॥৩২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অধর্ম্মমিতি। অধর্ম্মং প্রতিষিদ্ধম্। ধর্ম্মং বিহিতম্। ইতি যা মন্যতে জানাতি তমসাবৃতা সতী। সর্ব্বার্থান্ সর্ব্বানেব জ্ঞেয়পদার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বিপরীতানেব জানাতি। বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩২ ॥

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাঽব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥৩৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তামসীং বুদ্ধিমাহ—অধর্মমিতি। বিপরীতগ্রাহিণী বুদ্ধিস্তামসীত্যর্থঃ। বুদ্ধিরন্তঃকরণং পূর্বোক্তম্। জ্ঞানং তু তদ্বৃত্তিঃ। ধৃতিরপি তদ্বৃত্তিরেব। যথা—অন্তঃকরণস্য ধর্মিণো বুদ্ধিরপ্যধ্যবসায়লক্ষণা বৃত্তিরেব। ইচ্ছাদ্বেষাদীনাং তদ্বৃত্তীনাং বহুত্বেঽপি ধর্মাঽধর্মোভয়সাধনত্বেন প্রাধান্যাদেতাসাং ত্রৈবিধ্যমুক্তম্। উপলক্ষণং চৈতদন্যাসাম্॥ ৩২॥

গীতার্থসন্দীপনী। তমোরূপ মহান্ দোষ বিশেষদর্শনের সম্পূর্ণ বিরোধী। বুদ্ধি যখন এই দোষে অভিভূত হয়, তখন অধর্মকে ধর্ম বলিয়া প্রতীতি জন্মে (অর্থাৎ অদৃষ্ট ফল লাভের জন্য চিত্ত অগ্রসর হয় না)। যে সকল কার্য্য বস্তুতঃ সুখপ্রদ, তাহা দুঃখদায়ক বলিয়া, এবং যাহা দুঃখপ্রদ তাহা সুখদায়ক বলিয়া বোধ হয়। এই তামসী বুদ্ধির প্রভাবে লোকসকল তত্ত্বজ্ঞ ঋষি, মুনি ও যোগিদিগকে হেয় ও অসভ্য বলিয়া এবং বিষয়াসক্ত মহাস্বার্থপর শিশ্নোদরপর ব্যক্তিগণকে উচ্চশিক্ষিত ও সুসভ্য বলিয়া মনে করে। এই তামসী বুদ্ধির প্রভাবেই যাগ, যজ্ঞ, তীর্থাটন, দেবার্চ্চনাদিকে কুসংস্কার বলিয়া, এবং বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পরিহারপূর্ব্বক অশাস্ত্রীয় স্বেচ্ছাচারকে মার্জ্জিত সংস্কার বলিয়া উপলব্ধি হয়। এই তামসী বুদ্ধির প্রভাবেই সদ্ধর্ম্মমূলক সদাচার, সদাহার ও সদ্ব্যবহার পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্তি হয়, এবং অনার্য্য ও কদর্য্য আচার আহারাদি করাকে লোকে নিজ নিজ পুরুষার্থ মনে করিয়া থাকে। বলিতে কি, মনুষ্য তামসী বুদ্ধির প্রভাবেই নিজ পরমশ্রেয়ঃসাধনের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া আপনি আপনাকে বিনষ্ট করিতে থাকে॥ ৩২॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। [হে] পার্থ! যোগেন (একাগ্রতা বশতঃ) অব্যভিচারিণ্যা (ঐকান্তিক) যয়া ধৃত্যা (যে ধৃতির দ্বারা) মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ (মনঃ, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সমুদায়) ধারয়তে (এক পদার্থে ধারণ করা যায়) সা (সেই) ধৃতিঃ সাত্ত্বিকী (সত্ত্বগুণ-প্রধান)॥ ৩৩॥

বঙ্গানুবাদ। হে পার্থ! যে অব্যভিচারিণী ধৃতি যোগের দ্বারা মনঃ, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াশক্তিকে নিরোধ করে, তাহাই সাত্ত্বিকী ধৃতি॥ ৩৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ধৃত্যেতি। ধৃত্যা যয়াঽব্যভিচারিণ্যেতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ। ধারয়তে—কিম্? মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ। মনশ্চ প্রাণাশ্চেন্দ্রিয়াণি চ মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়াণি। তেষাং ক্রিয়াশ্চেষ্টাঃ। তা উচ্ছাস্ত্রমার্গপ্রবৃত্তের্ধারয়তে ধারয়তি। ধৃত্যা হি ধার্য্যমাণা উচ্ছাস্ত্রমার্গবিষয়া ন ভবন্তি। যোগেন সমাধিনা। অব্যভিচারিণ্যা নিত্যসমাধ্যনুগতয়েত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি—অব্যভিচারিণ্যা ধৃত্যা মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়া ধার্য্যমাণা যোগেন ধারয়তীতি। যৈবংলক্ষণা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥ ৩৩॥

যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জ্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥৩৪॥
যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্ম্মেধা ধৃতিঃ সা তামসী মতা ॥৩৫॥

স্বামিকৃতটীকা। ইদানীং ধৃতেস্ত্রৈবিধ্যমাহ—ধৃত্যেতিত্রিভিঃ। যোগেন চিত্তৈকাগ্র্যেণ হেতুনাঽব্যভিচারিণ্যা বিষয়ান্তরমধারয়ন্ত্যা যয়া ধৃত্যা মনসঃ প্রাণস্যেন্দ্রিয়াণাং চ ক্রিয়া ধারয়তে নিযচ্ছতি সা ধৃতিঃ সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যে ধৃতি—মনঃ, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়কে শাস্ত্রনিষিদ্ধ মার্গে বিচরণ করিতে দেয় না, অর্থাৎ বৈধ বিষয়েই তাহাদের কার্য্যচেষ্টা আবদ্ধ বা সমাহিত রাখে, সেই ধৃতিই সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়বোধিনী। [হে] পার্থ। যয়া ধৃত্যা তু (যে ধৃতির দ্বারা) [মনুষ্য] ধর্ম্মকামার্থান্ (ধর্ম্ম, কাম ও অর্থ) ধারয়তে (ধারণ করিয়া থাকে) [এবং] প্রসঙ্গেন (সেই সেই প্রসঙ্গে) ফলাকাঙ্ক্ষী [হয়] সা (সেই) ধৃতিঃ রাজসী ॥ ৩৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। কর্ত্তৃত্বাদিতে অভিনিবেশ পূর্ব্বক ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া যে ধৃতির দ্বারা মনুষ্য ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম ধারণ করিয়া থাকে, তাহা রাজসী ধৃতি ॥ ৩৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যয়েতি। যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান্—ধর্ম্মশ্চ কামশ্চাঽর্থশ্চ ধর্ম্মকামার্থাঃ। তান্ ধর্ম্মকামার্থান্। ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনসি নিত্যকর্ত্তব্যরূপানবধারয়তে হে অর্জ্জুন। প্রসঙ্গেন যস্য যস্য ধর্ম্মাদের্ধারণপ্রসঙ্গস্তেন তেন প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী চ ভবতি যঃ পুরুষঃ। তস্য ধৃতির্যা সা পার্থ রাজসী ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। রাজসীং ধৃতিমাহ—যয়া ত্বিতি। যয়া তু ধৃত্যা ধর্ম্মার্থকামান্ প্রাধান্যেন ধারয়তে ন বিমুঞ্চতি তৎপ্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী চ ভবতি সা রাজসী ধৃতিঃ ॥ ৩৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যে ধৃতি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মুক্তির অনুকূল, তাহাই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু রাজসী ধৃতি মনুষ্যকে মুক্তির জন্য ধর্ম্মাদিতে আরূঢ় না রাখিয়া স্বর্গাদি ফল লাভের জন্যই তত্তাবৎ সাধনের আনুকূল্য করে। যজ্ঞাদি কর্ম্মজনিত পুণ্যরূপ অপূর্ব্বের নাম ধর্ম্ম। বিষয়জনিত সুখের নাম কাম, এবং ধনাদি পদার্থের নাম অর্থ। রাজসবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তিগণ ফলাভিলাষী হইয়াই এই ত্রিবর্গ সাধনে প্রবৃত্ত হয় ॥ ৩৪ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। দুর্ম্মেধাঃ (দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তি) যয়া (যে ধৃতির দ্বারা) স্বপ্নং

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তং চ নিগচ্ছতি ॥ ৩৬ ॥

ভয়ং, শোকং, বিষাদং, মদং চ এব ন বিমুঞ্চতি (পরিত্যাগ করে না) সা (সেই) ধৃতিঃ তামসী (তমঃপ্রধানা) [বলিয়া] মতা (অভিহিত) ॥৩৫॥

বঙ্গানুবাদ। দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তি যে ধৃতির সাহায্যে স্বপ্ন, ভয়, শোক, বিষাদ ও মদ কদাচ পরিত্যাগ করে না, তাহার নাম তামসী ধৃতি ॥ ৩৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যয়েতি। যয়া স্বপ্নং নিদ্রাম্। ভয়ং ত্রাসম্। শোকং সন্তাপম্। বিষাদমবসাদং বিষণ্ণতাম্। মদং বিষয়সেবাম্। আত্মনো বহু মন্যমানো মত্ত ইব মদমেব চ মনসি নিত্যমেব কর্ত্তব্যরূপতয়া কুর্ব্বন্ন বিমুঞ্চতি—ধারয়ত্যেব দুর্মেধাঃ কুৎসিতমেধাঃ পুরুষো যস্তস্য ধৃতির্যা সা তামসী মতা ॥ ৩৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তামসীং ধৃতিমাহ—যয়েতি। দুষ্টাঽবিবেকবহুলা মেধা যস্য স দুর্মেধাঃ পুরুষো যয়া ধৃত্যা স্বপ্নাদীন্ন বিমুঞ্চতি পুনঃ পুনরাবর্ত্তয়তি—স্বপ্নোঽত্র নিদ্রা সা ধৃতিস্তামসী ॥ ৩৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। এখানে নিদ্রাই স্বপ্নরূপে কথিত হইয়াছে। যে ধৃতি এই রূপ স্বপ্ন, প্রতিকূলবস্তুর দর্শনজনিত ত্রাস, ইষ্টবস্তুর বিয়োগজনিত শোক, মনোবৈকল্যরূপ বিষাদ ও শাস্ত্রনিষিদ্ধ বিষয়সেবনতৎপরতারূপ মদবৃত্তিকে বিদূরিত করিতে দেয় না, অথবা যে ধৃতির প্রভাবে এই সমস্ত বৃত্তিই উত্তম বলিয়া নিশ্চয় হয়, তাহা তামসী ধৃতি ॥ ৩৫ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। [হে] ভরতর্ষভ। (ভরতশ্রেষ্ঠ) ইদানীং তু (এক্ষণে) ত্রিবিধং সুখং মে (আমার নিকট) শৃণু (শ্রবণ কর), যত্র (যে সুখে) [মনুষ্য] অভ্যাসাৎ (অভ্যাসবশতঃ) রমতে (প্রীতি লাভ করে) দুঃখান্তং চ (ও দুঃখের অবসান) নিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হয়) ॥ ৩৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে ভরতর্ষভ! অভ্যাসবশতঃ যে সুখে আসক্তি বৃদ্ধি পায় ও যে সুখ প্রাপ্ত হইলে দুঃখের অবসান হয়, আমি সেই সুখের ত্রিবিধ প্রকারভেদ কহিতেছি, তুমি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর ॥ ৩৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। গুণভেদেন ক্রিয়াণাং কারকাণাং চ ত্রিধা ভেদ উক্তঃ। অথেদানীং ফলস্য চ সুখস্য ত্রিবিধো ভেদ উচ্যতে—সুখমিতি। সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু—সমাধানং কুর্ব্বিত্যেতৎ—মম ভরতর্ষভ। অভ্যাসাৎ পরিচয়াদাবৃত্তে রমতে রতিং প্রতিপদ্যতে যত্র যস্মিন্ সুখাঽনুভবে। দুঃখান্তং চ দুঃখাঽবসানং দুঃখোপশমং চ নিগচ্ছতি নিশ্চয়েন প্রাপ্নোতি ॥ ৩৬ ॥

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥ ৩৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ইদানীং সুখস্য ত্রৈবিধ্যং প্রতিজানীতেঽর্দ্ধেন—সুখমিতি। স্পষ্টোঽর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ক্রিয়া ও কর্ত্তার প্রকারভেদ সমস্ত কথিত হইল। এক্ষণে সেই ক্রিয়া ও কর্ত্তৃজনিত সুখরূপ ফলের সত্ত্বাদি গুণভেদে তিন প্রকার ভেদ ভগবান্ ব্যাখ্যা করিতেছেন। কোন্ সুখ গ্রাহ্য এবং কোন্ সুখ পরিত্যাজ্য তাহাই বুঝিবার জন্য ভগবান্ অর্জ্জুনকে সাবধান করিলেন। "অভ্যাসাদ্রমতে যত্র" ইত্যাদি শ্লোকার্দ্ধে সাত্ত্বিক সুখের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। যম নিয়মাদি সাধনসম্পন্ন হইয়া অভ্যাসযোগে অধিকারী ব্যক্তি এই সমাধি সুখে রমণ—অর্থাৎ অনুভবপূর্ব্বক পরিতৃপ্তি লাভ—করিয়া থাকেন। বিষয় সুখের ন্যায় ইহাতে আশু তৃপ্তি হয় না। বিষয় সুখের অবসান হইলেই আবার দুঃখের উদয় হয়। কিন্তু এ সুখের শেষ ভাগে দুঃখোদয়ের আশঙ্কা নাই, কেবল অনন্ত সুখের ধারা বহিয়া গিয়াছে ॥ ৩৬ ॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। যত্তৎ (যাহা) অগ্রে বিষম্ ইব (বিষের ন্যায়) পরিণামে (শেষে) অমৃতোপমম্ (অমৃততুল্য) আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজং (যে সুখ আত্মবিষয়িণী বুদ্ধির প্রসন্নতা হইতে জন্মে) তৎ সুখং (সেই সুখ) সাত্ত্বিকং (সাত্ত্বিক) প্রোক্তম্ (কথিত হইয়াছে) ॥ ৩৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে সুখ প্রথমতঃ বিষের ন্যায় ও পরিণামে অমৃততুল্য বোধ হয়, এবং যে সুখ দ্বারা আত্মবিষয়িণী বুদ্ধির প্রসন্নতা জন্মে, যোগী পুরুষগণ তাহাকেই সাত্ত্বিক সুখ বলিয়াছেন ॥ ৩৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যদিতি। যত্তৎ সুখমগ্রে পূর্ব্বং প্রথমসংনিপাতে জ্ঞান-বৈরাগ্যধ্যানসমাধ্যারম্ভেঽত্যন্তায়াসপূর্ব্বকত্বাদ্বিষমিব দুঃখাত্মকং ভবতি। পরিণামে জ্ঞান-বৈরাগ্যাদিপরিপাকজং সুখমমৃতোপমম্। তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তং বিদ্বদ্ভিঃ। আত্মনো বুদ্ধিরাত্মবুদ্ধিঃ। আত্মবুদ্ধেঃ প্রসাদো নৈর্ম্মল্যং সলিলবৎ স্বচ্ছতা। ততো জাতমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্। আত্মবিষয়া বাত্মাবলম্বনা বা বুদ্ধিরাত্মবুদ্ধিঃ। তৎপ্রসাদপ্রকর্ষাদ্বা জাতমিত্যেতৎ। তস্মাৎ সাত্ত্বিকং তৎ ॥ ৩৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তত্র সাত্ত্বিকং সুখমাহ—অভ্যাসাদিতি সার্দ্ধেন। যত্র যস্মিন্ সুখেঽভ্যাসাদতিপরিচয়াদ্রমতে। ন তু বিষয়সুখ ইব সহসা রতিং প্রাপ্নোতি। যস্মিন্ রমমাণশ্চ দুঃখস্যান্তমবসানং নিতরাং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি। কীদৃশং তৎ? যত্তদিতি। যত্তৎ কিমপ্যগ্রে প্রথমং বিষমিব মনঃসংযমাধীনত্বাদ্দুঃখাবহমিব ভবতি। পরিণামে ত্বমৃত-

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥৩৮॥

সদৃশম্। আত্মবিষয়া বুদ্ধিরাত্মবুদ্ধিঃ। তস্যাঃ প্রসাদো রজস্তমোমলত্যাগেন স্বচ্ছতয়াঽবস্থানম্। ততো জাতং যৎ সুখং তৎ সাত্ত্বিকং প্রোক্তং যোগিভিঃ॥ ৩৭॥

গীতার্থসন্দীপনী। সাত্ত্বিক সুখ—জ্ঞান ও বৈরাগ্য, ধ্যান ও সমাধি আদি-দ্বারা সাধিত হয়। জ্ঞানাদি সাধন করিতে মনুষ্যের প্রথম বড় ক্লেশ বোধ হয়, কেন না উহা মনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিরুদ্ধ, কিন্তু এতাবৎ বিধি পূর্ব্বক সিদ্ধ হইলে পরিণামে পরমানন্দ-দায়ক বলিয়া বোধ হয়। নিদ্রা ও আলস্যাদিদোষবর্জ্জিত হইয়া স্বচ্ছন্দতাপূর্ব্বক সংস্থিতির নাম আত্মবুদ্ধিপ্রসাদ। সাত্ত্বিক সুখ এই আত্মজ্ঞানের নিতান্ত অনুগত। অনাত্মবুদ্ধির নিবৃত্তি হইয়া গেলে যে সমাধিসুখের উদয় হয়, তাহাই সাত্ত্বিক সুখ॥৩৭॥

—:o:—

অন্বয়বোধিনী। বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ (বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইতে) যত্তৎ (যে সুখ) অগ্রে (প্রথমে) অমৃতোপমং (অমৃতবৎ) [কিন্তু] পরিণামে বিষম্ ইব (বিষতুল্য) [বলিয়া মনে হয়] তৎ সুখং (সেই সুখ) রাজসং (রাজস) স্মৃতম্ (কথিত হয়)। ৩৮।

বঙ্গানুবাদ। বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগে যে সুখের উৎপত্তি হয়, এবং যে সুখ প্রথমে অমৃতবৎ ও পরিণামে বিষতুল্য বোধ হয়, তাহা রাজস সুখ॥৩৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্। বিষয়েতি। বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তৎ সুখং জায়তেঽগ্রে প্রথমক্ষণেঽমৃতোপমমমৃতসমম্। পরিণামে বিষমিব বলবীর্য্যরূপপ্রজ্ঞামেধাধনোৎসাহহানি-হেতুত্বাৎ। অধর্ম্মতজ্জনিতনরকাদিহেতুত্বাচ্চ। পরিনামে তদুপভোগবিপরিণামান্তে বিষমিব। তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্॥ ৩৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। রাজসং সুখমাহ—বিষয়েতি। বিষয়াণামিন্দ্রিয়াণাং চ সংযোগাদ্যত্তৎ প্রসিদ্ধং স্ত্রীসংসর্গাদিসুখমমৃতমুপমা যস্য তাদৃশং ভবত্যগ্রে প্রথমম্। পরিণামে তু বিষতুল্যম্। ইহাঽমুত্র চ দুঃখহেতুত্বাৎ। তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্॥ ৩৮॥

গীতার্থসন্দীপনী। শব্দাদি বিষয় ও শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ বশতঃ যে সুখের উৎপত্তি হয়, অর্থাৎ সুস্বর শ্রবণে, সুরূপ দর্শনে, সুমধুর রস আস্বাদনে, সুগন্ধ আঘ্রাণে, সুকোমল স্পর্শে বা স্ত্রীসঙ্গমাদিতে যে সুখের উৎপত্তি হয়, তাহা রাজস সুখ। এই সুখলাভে মন ইন্দ্রিয়াদি সংযত করিতে হয় না বলিয়া, প্রথমতঃ পরম সুখকর, এবং এই সুখের বিচ্ছেদকালে ভোক্তার ঐহিক ও পারলৌকিক বহু দুঃখ ভোগ করিতে হয় বলিয়া, পরিণামে উহা বিষবৎ বোধ হইয়া থাকে। ঈদৃশ বৈষয়িক সুখকে সাধুগণ রাজস বলিয়া ব্যাখ্যা করেন॥৩৮॥

—:o:—

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥৩৯॥
ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্ত্রিভির্গুণৈঃ ॥৪০॥

অন্বয়বোধিনী। যৎ সুখং (যে সুখ) অগ্রে (প্রথমে) অনুবন্ধে চ (ও পরিণামে) আত্মনঃ (বুদ্ধির) মোহনং (মোহকর) নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং (নিদ্রা, আলস্য ও অনবধানতা হইতে উৎপন্ন) তৎ (সেই সুখ) তামসম্ (তামস বলিয়া) উদাহৃতম্ (কথিত হয়)॥ ৩৯॥

বঙ্গানুবাদ। যে সুখ প্রারম্ভে ও পরিণামে বুদ্ধিকে মোহমুগ্ধ করে এবং নিদ্রা ও আলস্যাদি হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা তামস সুখ॥ ৩৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যদগ্রে চেতি। যদগ্রে চানুবন্ধে চাবসানোত্তরকালে সুখং মোহনং মোহকরমাত্মনঃ। নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং—নিদ্রা চালস্যং চ প্রমাদশ্চৈতেভ্যঃ সমুত্তিষ্ঠতীতি নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থম্। তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ৩৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তামসং সুখমাহ—যদিতি। অগ্রে চ প্রথমক্ষণেঽনুবন্ধে চ পশ্চাদপি যৎ সুখমাত্মনো মোহকরম্। তদেবাহ—নিদ্রা চালস্যং চ প্রমাদশ্চ কর্তব্যার্থাবধারণরাহিত্যেন মনোগ্রাহ্যমেতেভ্য উত্তিষ্ঠতি যৎ সুখং তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ৩৯॥

গীতার্থসন্দীপনী। যে সুখ আত্মজ্ঞান হইতে বা বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগ হইতে উৎপন্ন না হইয়া কেবল তন্দ্রা, আলস্য ও প্রমাদ হইতে উৎপন্ন হয়, সাধুগণের মতে তাহাই তামস সুখ। ৩৯॥

—:০:—

অন্বয়বোধিনী। পৃথিব্যাং (পৃথিবীতে) দিবি বা (অথবা স্বর্গে) দেবেষু বা পুনঃ (অথবা দেবতাদিগের মধ্যে) তৎ সত্ত্বং (এমন প্রাণী) ন অস্তি (নাই) যৎ (যাহা) এভিঃ (এই) প্রকৃতিজৈঃ (প্রকৃতিজাত) ত্রিভিঃ গুণৈঃ (তিনগুণ কর্তৃক) মুক্তং স্যাৎ (বিমুক্ত আছে)॥ ৪০॥

বঙ্গানুবাদ। পৃথিবীতে বা স্বর্গে অথবা দেবতাদিগের মধ্যে প্রকৃতিজাত এমন কোন পদার্থই নাই, যাহাতে এই তিনগুণ নাই॥ ৪০॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথেদানীং প্রকরণোপসংহারার্থঃ শ্লোক আরভ্যতে—নেতি। ন তদস্তি তন্নাস্তি পৃথিব্যাং বা মনুষ্যাদি সত্ত্বং প্রাণিজাতম্। অন্যদ্বাঽপ্রাণিজাতম্। দিবি দেবেষু বা পুনঃ সত্ত্বম্। প্রকৃতিজৈঃ প্রকৃতিতো জাতৈরেভিস্ত্রিভির্গুণৈঃ সত্ত্বাদিভির্মুক্তং পরিত্যক্তং যৎ স্যাদ্ভবেৎ। ন তদস্তীতি পূর্বেণ সম্বন্ধঃ॥ ৪০॥

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাং চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥ ৪১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অনুক্তমপি সংগৃহ্নন্ প্রকরণার্থমুপসংহরতি—ন তদিতি। এভিঃ প্রকৃতিসম্ভবৈঃ সত্ত্বাদিভিস্ত্রিভির্গুণৈর্মুক্তং হীনং সত্ত্বং প্রাণিজাতম্। অন্যদ্বা যৎ স্যাৎ তৎ। পৃথিব্যাং মনুষ্যলোকাদিষু দিবি দেবেষু চ ক্বাপি নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। প্রকৃতির বৈষম্য হইলেই গুণত্রয়ের স্ফুরণ হয়। প্রকৃতি শব্দে কেহ কেহ মায়া বা জন্মান্তরীয় ধর্ম্মাধর্ম্ম জনিত সংস্কার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। যিনি যে অর্থেই গ্রহণ করুন না কেন, পরমাত্মা ব্যতীত অন্যত্র কোন বস্তুই ত্রিগুণময় পাশরূপ বন্ধন এড়াইতে পারে না। তৃণ হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সকলই ত্রিগুণময় মায়ারূপ রজ্জুতে গ্রথিত রহিয়াছে ॥ ৪০ ॥

—:০:—

অন্বয়বোধিনী। [হে] পরন্তপ! ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের) শূদ্রাণাং চ (ও শূদ্রগণের) কর্ম্মাণি (কর্ম্মসমূহ) স্বভাবপ্রভবৈঃ (স্বভাবজাত) গুণৈঃ (গুণসমূহ দ্বারা) প্রবিভক্তানি (বিভক্ত হইয়াছে) ॥ ৪১ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে পরন্তপ! স্বভাবজ গুণানুসারেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্ রূপে ব্যবস্থিত হইয়াছে ॥ ৪১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সর্ব্বঃ সংসারঃ ক্রিয়াকারকফললক্ষণঃ সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মকোঽবিদ্যাপরিকল্পিতঃ সমূলোঽনর্থ উক্তো বৃক্ষরূপপরিকল্পনয়া চোর্দ্ধমূলমিত্যাদিনা। তং চাসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েনচ্ছিত্বা ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যমিতি চোক্তম্। তত্র চ সর্ব্বস্য ত্রিগুণাত্মকত্বাৎ সংসারকারণনিবৃত্ত্যনুপপত্তৌ প্রাপ্তায়াং যথা তন্নিবৃত্তিঃ স্যাত্তথা বক্তব্যম্। সর্ব্বশ্চ গীতাশাস্ত্রার্থ উপসংহর্ত্তব্যঃ। এতাবানেব চ সর্ব্বো বেদস্মৃত্যর্থঃ পুরুষার্থমিচ্ছদ্ভিরনুষ্ঠেয়ঃ। ইত্যেবমর্থং চ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশামিত্যাদিরারভ্যতে—ব্রাহ্মণেতি। ব্রাহ্মণাশ্চ ক্ষত্রিয়াশ্চ বিশশ্চ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশঃ। তেষাং ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাম্। শূদ্রাণাং চ। শূদ্রাণামসমাসকরণমেকজাতিত্বে সতি বেদাঽনধিকারাৎ। হে পরন্তপ কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানীতরেতরবিভাগেন ব্যবস্থাপিতানি। কেন? স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ। স্বভাব ঈশ্বরস্য প্রকৃতিস্ত্রিগুণাত্মিকা মায়া। সা প্রভবো যেষাং গুণানাং তে স্বভাবপ্রভবাঃ। তৈঃ শমাদীনি কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি ব্রাহ্মণাদীনাম্। অথবা ব্রাহ্মণস্বভাবস্য সত্ত্বগুণঃ প্রভবঃ কারণম্। তথা ক্ষত্রিয়স্বভাবস্য সত্ত্বোপসর্জ্জনং রজঃ প্রভবঃ। বৈশ্যস্বভাবস্য তমউপসর্জ্জনং রজঃ প্রভবঃ। শূদ্রস্বভাবস্য রজউপসর্জ্জনং তমঃ প্রভবঃ। প্রশান্ত্যৈশ্বর্য্যেহামূঢ়তাস্বভাবদর্শনাচ্চতুর্ণাম্। অথবা জন্মান্তরকৃতসংস্কারঃ প্রাণিনাং বর্ত্তমানজন্মনি স্বকার্য্যাভিমুখত্বেনাভিব্যক্তঃ স্বভাবঃ। স প্রভবো যেষাং গুণানাং তে স্বভাবপ্রভবা গুণাঃ। গুণপ্রাদুর্ভাবস্য নিষ্কারণত্বানুপপত্তেঃ স্বভাবঃ কারণমিতি কারণবিশেষো-

পাদানম্। এবং স্বভাবপ্রভবৈঃ প্রকৃতিপ্রভবৈঃ সত্ত্বরজস্তমোভির্গুণৈঃ স্বকার্য্যানুরূপেণ শমাদীনি কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি।

ননু শাস্ত্রপ্রবিভক্তানি শাস্ত্রেণ বিহিতানি ব্রাহ্মণাদীনাং শমাদীনি কর্ম্মাণি। কথমুচ্যতে সত্ত্বাদিগুণপ্রবিভক্তানীতি ?

নৈষ দোষঃ। শাস্ত্রেণাপি ব্রাহ্মণাদীনাং সত্ত্বাদিগুণবিশেষাপেক্ষয়ৈব শমাদীনি কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি। ন গুণানপেক্ষয়া। ইতি শাস্ত্রপ্রবিভক্তান্যপি কর্ম্মাণি গুণপ্রবিভক্তানীত্যুচ্যতে ॥৪১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ননু চ যদ্যেবং সর্ব্বমপি ক্রিয়াকারকফলাদিকং প্রাণিজাতং চ ত্রিগুণাত্মকমেব তর্হি কথমস্য মোক্ষ ইত্যপেক্ষায়াং স্বস্বাধিকারেণ বিহিতৈঃ কর্ম্মভিঃ পরমেশ্বরারাধনাত্তৎপ্রসাদলব্ধজ্ঞানেনেত্যেবং সর্ব্বগীতার্থসারং সংগৃহ্য প্রদর্শয়িতুং প্রকরণান্তরমারভতে—ব্রাহ্মণেত্যাদি যাবদধ্যায়সমাপ্তি। হে পরন্তপ হে শত্রুতাপন ব্রাহ্মণানাং ক্ষত্রিয়াণাং বিশাং চ শূদ্রাণাং চ কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি প্রকর্ষেণ বিভাগতো বিহিতানি। শূদ্রাণাং সমাসাৎ পৃথক্করণং দ্বিজত্বাভাবেন বৈলক্ষণ্যাৎ। বিভাগোপলক্ষণমাহ—স্বভাবঃ সাত্ত্বিকাদিঃ প্রভবতি প্রাদুর্ভবতি যেভ্যস্তৈর্গুণৈরুপলক্ষণভূতৈঃ। যদ্বা—স্বভাবঃ পূর্ব্বজন্মসংস্কারঃ। তস্মাৎ প্রাদুর্ভূতৈরিত্যর্থঃ। তত্র সত্ত্বপ্রধানা ব্রাহ্মণাঃ। সত্ত্বোপসর্জ্জনরজঃপ্রধানাঃ ক্ষত্রিয়াঃ। তমউপসর্জ্জনরজঃপ্রধানা বৈশ্যাঃ। রজউপসর্জ্জনতমঃপ্রধানাঃ শূদ্রাঃ ॥ ৪১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ত্রিগুণাত্মক ক্রিয়া, কর্ত্তা ও ফলরূপ সংসার মিথ্যাজ্ঞানকল্পিত অনর্থরূপ বলিয়া যে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে, ভগবান্ এইখানে তাহার উপসংহার করিতেছেন। আর পঞ্চদশ অধ্যায়ে অনর্থরূপ সংসারকে বৃক্ষরূপে কল্পনা করিয়া বিষয়বৈরাগ্যরূপ "অসঙ্গ" শস্ত্রদ্বারা তাহা ছেদন করিবার ইঙ্গিত করিয়াছেন। যদি সমস্ত সংসারই ত্রিগুণাত্মক হইল, তাহা হইলে সংসাররূপ বৃক্ষের কিরূপে উচ্ছেদ হইবে ? বিশেষতঃ অসঙ্গরূপ শস্ত্র পরম দুর্লভ। বেদোক্ত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিপালন করিলে পর ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া জীবকে এই অসঙ্গ রূপ শস্ত্রের অধিকারী করেন। বেদে এই পরম পুরুষার্থপ্রদ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অত্যাবশ্যকতা দেখাইয়া ভগবান্ গীতার উপসংহার করিবার জন্য এই উত্তর প্রকরণ আরম্ভ করিলেন।

অর্জ্জুন অন্তরের ও বাহিরের শত্রু সকলের সন্তাপদাতা বলিয়া ভগবান্ তাহাকে পরন্তপ বলিয়া সম্বোধন করিলেন। "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বিশ্," এই তিন শব্দের একত্র সমাস করিয়া তিন বর্ণের দ্বিজত্বে, বেদাধ্যয়নে ও অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মে অধিকার প্রদর্শন করিয়াছেন। "শূদ্রাণাং" পদে শূদ্রের পৃথগ্বর্ণত্ব, একজাতিত্ব ও দ্বিজসেবাদি ধর্ম্ম উপলক্ষিত হইয়াছে। এক ঈশ্বর সকলকে এক প্রকার সৃষ্টি না করিয়া, কেন ভিন্ন ভিন্ন রূপ করিলেন ? এবং কেনই বা তাহাদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মের বিধান করিলেন ? অর্জ্জুনের এই সংশয় অপনোদনার্থ ভগবান্ বলিলেন, "স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ"। উহাতে পরমেশ্বরের বা ব্রাহ্মণশূদ্রাদির কোন গুণ বা দোষ নাই। প্রকৃতির সত্ত্বাদিগুণস্বভাবপ্রযুক্তই ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ ও তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছে। সত্ত্বগুণাধিক্যপ্রযুক্ত ব্রাহ্মণ প্রশান্ত, সত্ত্বসংমিশ্রিতরজোগুণাধিক্য-

প্রযুক্ত ক্ষত্রিয় প্রভুত্বযুক্ত, তমঃসংযুক্তরজোগুণাধিক্যপ্রযুক্ত বৈশ্য কামনাশীল, এবং রজঃ-সংমিশ্রিততমোগুণাধিক্যপ্রযুক্ত শূদ্র মূঢ়স্বভাব হইয়া সৃষ্ট হইয়াছে। গুণরাশির ক্রিয়া স্বভাবের তরঙ্গমাত্র। জীবের অনাদিকালসিদ্ধ সংস্কার বশতঃই এইরূপ তরঙ্গ উত্থিত হইয়া থাকে। এতদ্বর্ণচতুষ্টয় শাস্ত্রবিহিত স্ব স্ব কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে পরম কল্যাণ লাভ করিতে পারে। মহর্ষি গৌতম বলিয়াছেন "দ্বিজাতীনামধ্যয়নমিজ্যা দানম্ ॥১॥ ব্রাহ্মণস্যাধিকাঃ প্রবচন-যাজনপ্রতিগ্রহাঃ ॥ ২ ॥ পূর্ব্বেষু নিয়মস্তু ॥ ৩ ॥ রাজ্ঞোঽধিকং রক্ষণং সর্ব্বভূতানাম্ ॥ ৭ ॥ ন্যায্য-দণ্ডত্বম্ ॥৮॥ বৈশ্যস্যাঽধিকং কৃষিবণিক্‌পাশুপাল্যকুসীদম্ ॥৪৯॥ শূদ্রশ্চতুর্থো বর্ণ একজাতিঃ ॥৫০॥ তস্যাঽপি সত্যমক্রোধঃ শৌচম্ ॥ ৫১ ॥ আচমনার্থে পাণিপাদপ্রক্ষালনমিত্যেকে ॥ ৫২ ॥ শ্রাদ্ধ-কর্ম্ম ॥ ৫৩ ॥ ভৃত্যভরণম্ ॥ ৫৪ ॥ স্বদারবৃত্তিঃ ॥ ৫৫ ॥ পরিচর্য্যোত্তরেষাম্ ॥৫৬॥ (১০ম অধ্যায়) ॥ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি। বেদাধ্যয়ন, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম ও দান এই তিনটী দ্বিজাতিগণের সাধারণ ধর্ম্ম। বেদের অধ্যাপনা, যাজন ও প্রতিগ্রহ এই তিনটী ব্রাহ্মণের জীবিকার্থ বিশেষ ধর্ম্ম। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জীবিকার্থ এ কয়েকটী কার্য্য করিবেন না। পূর্ব্বোক্ত অধ্যয়নাদি তিন ধর্ম্ম ও প্রাণিবর্গের রক্ষা এবং নীতিপূর্ব্বক দুষ্টদিগের দণ্ডবিধান করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। পূর্ব্বোক্ত অধ্যয়নাদি দ্বিজাতির সাধারণ ধর্ম্মত্রয়, কৃষি, বাণিজ্য, গবাদিপশুপালন, ধনবৃদ্ধির জন্য ধনপ্রয়োগ পূর্ব্বক কুসীদ গ্রহণ করা বৈশ্যের ধর্ম্ম। শূদ্র দ্বিজাতি না হইলেও সত্য, অক্রোধ, শৌচ, আচমনার্থ পাণিপাদপ্রক্ষালন, পিতৃপিতামহাদির শ্রাদ্ধ, ভৃত্যাদিগের ভরণ পোষণ, স্বদারবৃত্তি ও দ্বিজাতিগণের সেবা ইত্যাদি করিবে। ইহাই শূদ্রের ধর্ম্ম। সত্ত্বাদিগুণভেদে এইরূপ বর্ণভেদ ও বর্ণধর্ম্ম বেদে কথিত হইয়াছে।

যেমন মনুষ্যগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণে বিভক্ত, তদ্রূপ ব্রাহ্মণগণ আবার দশ শ্রেণীতে বিভক্ত ; যথা অত্রিসংহিতা—

"দেবো মুনির্দ্বিজো রাজা বৈশ্যঃ শূদ্রো নিষাদকঃ।
পশুর্ম্লেচ্ছোঽপি চাণ্ডালো বিপ্রা দশবিধাঃ স্মৃতাঃ ॥" অত্রি, ৩৬৪ ॥

স্ব স্ব গুণক্রিয়ানুসারে ব্রাহ্মণগণ দেব, মুনি, দ্বিজ, রাজা, বৈশ্য, শূদ্র, নিষাদ, পশু, ম্লেচ্ছ ও চাণ্ডাল, এই দশ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন।

সন্ধ্যাং স্নানং জপং হোমং দেবতানিত্যপূজনম্।
অতিথিং বৈশ্বদেবং চ দেবব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥ অত্রি, ৩৬৫ ॥

যে ব্রাহ্মণ শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারা শাস্ত্রের সারার্থ গ্রহণপূর্ব্বক যথাবিধি স্নান, সন্ধ্যা, উপাসনা ও প্রণবসহ গায়ত্র্যাদির অর্থভাবনা, হোম, দেবতাপূজন, অতিথিসৎকার ও বৈশ্বদেবকৃত্যাদি অহরহঃ অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাকে "দেবব্রাহ্মণ" বলা যায়।

শাকে পত্রে ফলে মূলে বনবাসে সদা রতঃ।
নিরতোঽহরহঃ শ্রাদ্ধে স বিপ্রো মুনিরুচ্যতে ॥ অত্রি, ৩৬৬ ॥

যে ব্রাহ্মণ প্রথমবচনোক্ত গুণসম্পন্ন হইয়া বিশেষতঃ শাক, পত্র, ফল, মূলাদি দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতঃ বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করেন এবং অহরহঃ শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাকে "মুনিব্রাহ্মণ" বলা যায়।

বেদান্তং পঠতে নিত্যং সর্ব্বসঙ্গং পরিত্যজেৎ।

সাংখ্যযোগবিচারস্থঃ স বিপ্রো দ্বিজ উচ্যতে॥ অত্রি, ৩৬৭॥

যিনি প্রথমোক্ত "দেবব্রাহ্মণের" লক্ষণযুক্ত হইয়া স্বর্গাদিরূপ কর্ম্মফলে আকাঙ্ক্ষাশূন্য অথচ মোক্ষকামনায় আত্মতত্ত্বানুসন্ধানপূর্ব্বক বেদান্তাধ্যয়ন ও সাংখ্যাদি যোগশাস্ত্র দ্বারা-তাহার বিচারণা করেন, তিনি "দ্বিজব্রাহ্মণ' নামে অভিহিত হয়েন।

অস্ত্রাহতাশ্চ ধন্বানঃ সংগ্রামে সর্ব্বসম্মুখে।

আরম্ভে নির্জ্জিতা যেন স বিপ্রঃ ক্ষত্র উচ্যতে॥ অত্রি, ৩৬৮॥

যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়োচিত অধ্যয়ন ও ধর্ম্মানুষ্ঠানপরায়ণ, অর্থাৎ যিনি রণক্ষেত্রে ধনুর্দ্ধারী হইয়া বিপক্ষকে আঘাত করেন ও ক্ষত্রিয়জনোচিত ভোগের অভিলাষী, তাঁহাকে "ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ" বলা যায়।

কৃষিকর্ম্মরতো যশ্চ গবাং চ প্রতিপালকঃ।

বাণিজ্যব্যবসায়শ্চ স বিপ্রো বৈশ্য উচ্যতে॥ অত্রি, ৩৬৯॥

যিনি বৈশ্যোচিত অধ্যয়ন ও কর্ম্মানুষ্ঠান করতঃ কৃষিকর্ম্মে রত থাকেন, এবং গোপালক ও বাণিজ্যব্যবসায়ী হয়েন, তাঁহাকে "বৈশ্যব্রাহ্মণ" বলা যায়।

লাক্ষালবণসংমিশ্রকুসুম্ভক্ষীরসর্পিষাম্।

বিক্রেতা মধুমাংসানাং স বিপ্রঃ শূদ্র উচ্যতে॥ অত্রি, ৩৭০॥

যে ব্রাহ্মণ লাক্ষালবণসংমিশ্র বস্তু, কুসুম্ভ, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু (সুরা) ও মাংসাদি বিক্রয় করে, তাহাকে "শূদ্রব্রাহ্মণ" কহা যায়।

চৌরশ্চ তস্করশ্চৈব সূচকো দংশকস্তথা।

মৎস্যমাংসে সদা লুব্ধো বিপ্রো নিষাদ উচ্যতে॥ অত্রি, ৩৭১॥

যে ব্রাহ্মণ চৌর (বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিক না হইয়া তাঁহাদিগের ন্যায় বাহ্য ভাব প্রকাশ করতঃ সাধারণকে প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক, বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিকের প্রাপ্য বা ভোগ্য বস্তু যে ব্যক্তি প্রতিগ্রহ বা ভোগ করে), তস্কর (পরস্বাপহারক, উৎকোচাদিগ্রহণতৎপর ও প্রবঞ্চক), সূচক (পিশুনতা, সাহস, দ্রোহ, ঈর্ষ্যা, অসূয়া ও পারুষ্যাদিযুক্ত), দংশক (পরাপকারী) এবং মৎস্য ও মাংসে লোলুপ, তাহাকে "নিষাদব্রাহ্মণ" বলে।

ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।

তেনৈব চ স পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥ অত্রি, ৩৭২॥

যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতত্ত্বানভিজ্ঞ অথচ ব্রহ্মসূত্র বা যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া "আমি ব্রাহ্মণ" এই বলিয়া গর্ব্বিত, তিনি ঐ পাপদ্বারা "পশুব্রাহ্মণ" বলিয়া কথিত হয়েন।

বাপীকূপতড়াগানামারামস্ত সরঃসু চ।
নিঃশঙ্কং রোধকশ্চৈব স বিপ্রো ম্লেচ্ছ উচ্যতে॥ অত্রি, ৩৭৩॥

যে ব্রাহ্মণ শাস্ত্রতত্ত্বার্থবিহীন এবং বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানপরাঙ্মুখ, অথচ পরকর্তৃক পরোপকারার্থ প্রস্তুত বাপী, কূপ, তড়াগ, আরাম, জলাশয়াদির নিঃশঙ্কচিত্তে অবরোধ করে, তাহাকে "ম্লেচ্ছব্রাহ্মণ" বলে।

ক্রিয়াহীনশ্চ মূর্খশ্চ সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ।
নির্দ্দয়ঃ সর্ব্বভূতেষু বিপ্রশ্চাণ্ডাল উচ্যতে॥ অত্রি, ৩৭৪॥

যে ব্রাহ্মণ বেদোক্তক্রিয়াবিহীন এবং সর্ব্বপ্রকার বৈদিক ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত, শাস্ত্রতত্ত্বানভিজ্ঞ, শিশ্নোদরপরায়ণ ও নিষ্ঠুর, তাহাকে "চাণ্ডালব্রাহ্মণ" কহা যায়।

প্রাচীনকালে আর্য্যাবর্ত্তে অনুলোম ও প্রতিলোম ভেদে দুই প্রকার বিবাহ প্রচলিত ছিল। তন্মধ্যে অনুলোম বিবাহ শাস্ত্রবিহিত ও প্রতিলোম বিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ। দ্বিজাতিগণের মধ্যে অনুলোম বিবাহ প্রশস্ত ছিল।

বিপ্রান্মূর্দ্ধাবসিক্তো হি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃ স্ত্রিয়াম্।
অম্বষ্ঠঃ শূদ্র্যাং নিষাদো জাতঃ পারশবোঽপি বা॥ যাজ্ঞবল্ক্য, ১।৯১॥

ব্রাহ্মণ হইতে শাস্ত্রবিধি অনুসারে বিবাহিতা ক্ষত্রিয়কন্যাতে মূর্দ্ধাবসিক্ত, বিবাহিতা বৈশ্যকন্যাতে অম্বষ্ঠ (বৈদ্য), বিবাহিতা শূদ্রকন্যাতে নিষাদ (পারশব) জন্মিয়াছে।

বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতা অম্বষ্ঠা মুনিসত্তম।
ব্রাহ্মণানাং চিকিৎসার্থং নির্দ্দিষ্টা মুনিপুঙ্গবৈঃ॥

ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্য কন্যাতে অম্বষ্ঠের জন্ম। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ইহাদিগকে মুনিগণ চিকিৎসার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

বেদাজ্জাতো হি বৈদ্যঃ স্যাদম্বষ্ঠো ব্রহ্মপুত্রকঃ।

অম্বষ্ঠেরা ব্রাহ্মণের পুত্র, বেদ অধ্যয়ন সংস্কারজাত বিশেষ জন্য ইহাদিগকে বৈদ্য কহে।

ব্রহ্মা মূর্দ্ধাবসিক্তশ্চ বৈদ্যঃ ক্ষত্রবিশাবপি।
অমী পঞ্চ দ্বিজা এষাং যথাপূর্ব্বং চ গৌরবম্॥

শব্দকল্পদ্রুমধৃত হারীতবচন।

ব্রাহ্মণ, মূর্দ্ধাবসিক্ত, বৈদ্য, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই পাঁচ জাতি দ্বিজশব্দবাচ্য। ইহাদের যথাপূর্ব্ব গৌরব জানিবে।

সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্ সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।
শূদ্রাণাং তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ॥ মনু, ১০।৪১॥

মেধাতিথি কুল্লুকভট্ট প্রভৃতি সকলেই ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে ব্রাহ্মণের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে, ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে, বৈশ্যের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে যাহারা জন্মে, তাঁহারা সজাতিজ পুত্র। অনন্তরজ অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত অনুলোমবিবাহক্রমে জাত—ব্রাহ্মণের

ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে (মূর্দ্ধাবসিক্ত), ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে (অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য), এই দুই পুত্র, এবং ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে (মাহিষ্য) এক পুত্র—এই ছয় পুত্র দ্বিজধর্ম্মী—উপনয়নাদি ধর্ম্মশীল।

বিপ্রো মূর্দ্ধাবসিক্তশ্চ বৈদ্যঃ ক্ষত্রিয় এব চ।
মাহিষ্যো বৈশ্য ইত্যেষাং যথাপূর্ব্বং তু গৌরবম্॥

প্রমাদভঞ্জনীধৃত বৃহদ্ধারীতবচন।

বৃহদ্ধারীতোক্ত বিপ্রাদি ছয় পুত্রই মনূক্ত সজাতিজ ও অনন্তরজ দ্বিজধর্ম্মী বা পিতৃধর্ম্মী সুতরাং উপনয়নশীল।

ত্রিষু বর্ণেষু জাতো হি ব্রাহ্মণাদ্ব্রাহ্মণো ভবেৎ॥

মহাভারত, অনুশাসনপর্ব্ব, ৪৭।৪৭॥

ব্রাহ্মণকর্তৃক যথাবিধি বিবাহিতা ব্রাহ্মণকন্যা, ক্ষত্রিয়কন্যা ও বৈশ্যকন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণ হইতে জাত পুত্র ব্রাহ্মণ হয়।

ভার্য্যাশ্চতস্রো বিপ্রস্য তিসৃষ্বাত্মাস্য জায়তে।
আনুপূর্ব্ব্যাত্ততো হীনা মাতৃজাতৌ প্রসূয়তে॥

মহাভারত, অনুশাসনপর্ব্ব, ৪৮।৪॥

"বিপ্রস্য চতস্রো ভার্য্যা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রকন্যাঃ। আনুপূর্ব্ব্যাদানুলোম্যাত্তত্রাদ্যাসু তিসৃষু ভার্য্যাস্বস্য বিপ্রস্যাত্মৈবাহপত্যরূপেণ ব্রাহ্মণো জায়তে॥ আত্মশব্দেন ব্রাহ্মণরূপত্বমপত্যানামুক্তম্। ততো হীনা শূদ্রা ভার্য্যা মাতৃজাতৌ প্রসূয়তে॥"

মনু, ১০।৫ শ্লোকের প্রমাদভঞ্জনী টীকা॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকন্যাদি চারি ভার্য্যার মধ্যে ব্রাহ্মণকন্যা, ক্ষত্রিয়কন্যা ও বৈশ্যকন্যা এই তিন পত্নীতে ব্রাহ্মণের আত্মা পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে, অর্থাৎ এই তিন পত্নীর গর্ভে উৎপন্ন পুত্রগণ ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে।

মনূক্ত বর্ণসঙ্করের লক্ষণ—

ব্যভিচারেণ বর্ণানামবেদ্যাবেদনেন চ।
স্বকর্ম্মণাং চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥ মনু, ১০।২৪॥

ব্যভিচারেণেত্যাদি। বর্ণানাং চতুর্ণাং ব্যভিচারেণানুলোম্যবিধিব্যতিক্রমাৎ প্রাতিলোম্যেন জায়ন্তে যে তে বর্ণসঙ্করাঃ স্যুঃ। ন হ্যন্যোন্যস্য ভার্য্যাস্বুপগমনে যে পুত্রা জায়ন্তে তে বর্ণসঙ্করাঃ। সবর্ণস্য পরস্য হি ভার্য্যায়াং পুত্রাঃ কুণ্ডগোলকপৌনর্ভবা ব্রাহ্মণাশ্চ ক্ষত্রিয়াশ্চ বৈশ্যাশ্চ শূদ্রাশ্চ ন বর্ণসঙ্করা উচ্যন্তে। নিযুক্তায়াং চোত্তমাজ্জাতাশ্চ ন বর্ণসঙ্করাঃ। ব্যভিচারাহভাবাৎ॥ এবং কানীনাশ্চ ন বর্ণসঙ্করা ব্যভিচারাহভাবাদেব বিজ্ঞেয়াঃ॥ পত্নীষ্বনুলোমাসু জাতাশ্চ পুত্রা মূর্দ্ধাবসিক্তাদয়ো ন বর্ণসঙ্করাঃ। ব্যভিচারাহভাবাৎ॥ অবেদ্যাবেদনেন চেতি মাতৃসপিণ্ডাঃ পিতৃসগোত্রা এব যাস্তা অবিবাহ্যা উক্তাঃ॥ * * *

স্বকর্ম্মণাং চ ত্যাগেনেতি—স্বজাত্যুক্তানাং মহাযজ্ঞাদীনাং কর্ম্মণাং ত্যাগেন ব্রাহ্মণাদয়ো যান্ পুত্রান্ স্বস্বভার্য্যাসু জনয়ন্তি তে চ বর্ণসঙ্করা জায়ন্তে ॥ প্রমাদভঞ্জনী টীকা ॥

বর্ণের ব্যভিচার—অধম বর্ণের পুরুষ উত্তম বর্ণের কন্যা বিবাহ করিলে অর্থাৎ শূদ্র, বৈশ্য-কন্যা, ক্ষত্রিয়কন্যা ও ব্রাহ্মণকন্যা, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়কন্যা ও ব্রাহ্মণকন্যা, এবং ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণকন্যা বিবাহ করিলে তাহাকে বর্ণের ব্যভিচার বলে। অবেদ্যাবেদন—মাতার সপিণ্ডা, পিতার সগোত্রা ও সমানপ্রবরা কন্যার বেদন বা বিবাহের নাম অবেদ্যাবেদন। স্বকর্ম্মত্যাগ—দ্বিজাতির উপনয়ন ও বেদাধ্যয়নাদি ত্যাগ। এই ত্রিবিধ কার্য্যের দ্বারা বর্ণসঙ্কর হইয়া থাকে। কেহ কেহ ধর্ম্মশাস্ত্রে অনভিজ্ঞতা বশতঃ মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্যকে বর্ণসঙ্কর বলিয়া থাকেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের অনুলোমক্রমে শাস্ত্রবিহিত বিবাহিত ক্ষত্রিয়কন্যা পত্নীতে উৎপন্ন পুত্র মূর্দ্ধাবসিক্ত, বিবাহিত বৈশ্যকন্যা পত্নীতে উৎপন্ন পুত্র অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য, এবং ক্ষত্রিয়ের বিবাহিত বৈশ্যকন্যা পত্নীতে উৎপন্ন পুত্র মাহিষ্য ধর্ম্মবিধিসঞ্জাত বৈধ সন্তান, সুতরাং বর্ণসঙ্কর নহে।

আনুলোম্যেন বর্ণানাং যজ্জন্ম স বিধিঃ স্মৃতঃ।
প্রাতিলোম্যেন যজ্জন্ম স জ্ঞেয়ো বর্ণসঙ্করঃ ॥ নারদসংহিতা ॥ ১২।১০২ ॥

বর্ণ সকলের আনুলোম্যে যে জন্ম তাহাই শাস্ত্রসম্মত, সুতরাং বৈধ। প্রাতিলোম্যে যে জন্ম তাহাই বর্ণসঙ্কর জানিবে।

অধীয়ীরংস্ত্রয়ো বর্ণাঃ স্বকর্ম্মস্থা দ্বিজাতয়ঃ।
প্রব্রূয়াদ্ব্রাহ্মণস্তেষাং নেতরাবিতি নিশ্চয়ঃ ॥ মনু, ১০।১ ॥

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বেদাদিশাস্ত্রাধ্যয়নপূর্ব্বক গৃহাশ্রমী দ্বিজগণ পঞ্চযজ্ঞাদি স্ব স্ব কর্ম্মানুষ্ঠান জন্য বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপন রূপ দ্বিবিধ ব্রহ্মযজ্ঞ করিবেন। অধ্যাপনারূপ ব্রহ্মযজ্ঞ কেবল ব্রাহ্মণই জীবিকার্থ করিবেন, তাহাতে ক্ষত্রিয়াদির অধিকার নাই। কিন্তু জীবিকার্থ না হইলে বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যাপন ও ব্যাখ্যানে অন্যান্য দ্বিজগণেরও সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

অব্রাহ্মণাদধ্যয়নমাপৎকালে বিধীয়তে।
অনুব্রজ্যা চ শুশ্রূষা যাবদধ্যয়নং গুরোঃ ॥ মনু, ২।২৪১ ॥

আপৎকাল উপস্থিত হইলে যোগ্য ব্রাহ্মণের অভাবে "অব্রাহ্মণের" নিকট অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের নিকট, যোগ্য ক্ষত্রিয়ের অভাবে যোগ্য বৈশ্যের নিকট, বেদাধ্যয়ন করিবে। পঠদ্দশায় এরূপ গুরুর অনুগমনাদি শুশ্রূষা করিবে। এস্থলের ব্যাখ্যায় কুল্লূকভট্ট বলিয়াছেন যে বিপ্রগণ অনুগমনাদি দ্বারা মন্ত্রদাতা ক্ষত্রিয়াদি গুরুর শুশ্রূষা করিবেন, তাঁহার পাদপ্রক্ষালন ও উচ্ছিষ্ট-ভোজনাদি মাত্র করিবেন না।

শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি।
অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি ॥ মনু, ২।২৩৮ ॥
স্ত্রিয়ো রত্নান্যথো বিদ্যা ধর্ম্মঃ শৌচং সুভাষিতম্।
বিবিধানি চ শিল্পানি সমাদেয়ানি সর্ব্বতঃ ॥ মনু, ২।২৪০ ॥

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রাহ্মং কর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪২ ॥

অবর জাতির নিকট, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ—ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের নিকট, এবং ক্ষত্রিয়—বৈশ্যের নিকট শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শুভা বিদ্যা অর্থাৎ বেদাদি বিদ্যা গ্রহণ করিবেন। অন্ত্যজ শূদ্র ও চণ্ডালাদির নিকটেও পরম ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলে তাহাও গ্রহণ করিবেন। নীচকুল (নীচজাতি নহে) হইতেও স্ত্রীরত্ন অর্থাৎ রূপগুণশীলাদিযুক্তা স্ত্রী গ্রহণ করিবে।

অতএব উত্তমা বিদ্যা, স্ত্রীরত্ন, ধর্ম্ম, শৌচ, সৎকথা, বিবিধ শিল্পকর্ম্মাদি সকলের নিকট হইতেই গ্রহণ করা যায়। এতদনুসারে পঞ্চালরাজ জৈবলি প্রবাহণের নিকট হইতে শ্বেতকেতুর পিতা উদ্দালক ঋষি পঞ্চাগ্নি বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। জনক রাজা যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট কয়েকবার বেদব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এবং শুকদেবকে ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ দিয়াছিলেন। পাণ্ডব-পিতামহ ভীষ্মের নিকট ঋষিগণ জ্ঞানোপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন। সঞ্জয় শ্রীকৃষ্ণোক্ত গীতা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট বলিয়াছিলেন। সূত নৈমিষারণ্যে ঋষিপ্রমুখ মহাত্মা শ্রোতৃবর্গের নিকটে পুরাণ প্রচার করিয়াছিলেন। কাকবকভস্মকারী ব্রাহ্মণ ধর্ম্মব্যাধের নিকট ধর্ম্মশিক্ষা করিয়াছিলেন ॥৪১॥

—:০:—

অন্বয়বোধিনী। শমঃ, দমঃ, তপঃ, শৌচং, ক্ষান্তিঃ (ক্ষমা) আর্জ্জবং (সরলতা) জ্ঞানং, বিজ্ঞানম্ (বিশেষ জ্ঞান) আস্তিক্যম্ এব চ (ও আস্তিকতা) স্বভাবজং (স্বভাবজাত) ব্রাহ্মং কর্ম্ম (ব্রাহ্মণের কর্ম্ম) ॥ ৪২ ॥

বঙ্গানুবাদ। শম, দম, তপঃ, শৌচ, ক্ষান্তি, আর্জ্জব, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য—এই নয়টী ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম্ম (ধর্ম্ম) ॥ ৪২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কানি পুনস্তানি কর্ম্মাণীতি? উচ্যতে—শম ইতি। শমো দমশ্চ যথাব্যাখ্যাতার্থৌ। তপো যথোক্তং শারীরাদি। শৌচং ব্যাখ্যাতম্। ক্ষান্তিঃ ক্ষমা। আর্জ্জবমৃজুতৈব চ। জ্ঞানম্। বিজ্ঞানম্। আস্তিক্যমাস্তিকভাবঃ শ্রদ্দধানতাগমার্থেষু। ব্রাহ্মং কর্ম্ম ব্রাহ্মণজাতেঃ কর্ম্ম স্বভাবজম্। যদুক্তং স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ প্রবিভক্তানীতি তদেবোক্তং স্বভাবজমিতি ॥ ৪২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তত্র ব্রাহ্মণস্য স্বাভাবিকানি কর্ম্মাণ্যাহ—শম ইতি। শমশ্চিত্তোপরমঃ। দমো বাহ্যেন্দ্রিয়োপরমঃ। তপঃ পূর্ব্বোক্তং শারীরাদি। শৌচং বাহ্যাভ্যন্তরম্। ক্ষান্তিঃ ক্ষমা। আর্জ্জবমবক্রতা। জ্ঞানং শাস্ত্রীয়ম্। বিজ্ঞানমনুভবঃ। আস্তিক্যমস্তি পরলোক ইতি নিশ্চয়ঃ। এতচ্ছমাদি ব্রাহ্মণস্য স্বভাবাজ্জাতং কর্ম্ম ॥ ৪২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। শম—অন্তঃকরণবৃত্তির নিগ্রহ। দম—শ্রোত্রাদি বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ। তপঃ—সপ্তদশ অধ্যায়ে কথিত কায়িক, বাচিক ও মানসিক তপস্যা। শৌচ—বিবেকাদির দ্বারা অন্তঃকরণের এবং মৃজ্জলাদির দ্বারা বাহিরের শুদ্ধিকরণ। ক্ষমা—অনাবৃত

শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥৪৩॥

বা তিরস্কৃত হইয়াও যে বৃত্তির দ্বারা মনুষ্য ক্রোধাদিকে নিরোধ করিতে পারে। আর্জ্জব—কৌটিল্যহীনতা। জ্ঞান—ষড়ঙ্গ সহিত বেদাধ্যয়ন ও বেদার্থ উপলব্ধি করিবার নিমিত্ত অন্তঃকরণের বৃত্তিবিশেষ। বিজ্ঞান—কর্ম্মকাণ্ডীয় যজ্ঞাদির সাধনকৌশল এবং জ্ঞানকাণ্ডীয় ব্রহ্ম ও আত্মার একতা অনুভব করিবার শক্তি। আস্তিক্য—সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা। যদি চ সাত্ত্বিকাবস্থায় এই নববিধ ধর্ম্ম চারি বর্ণেরই অনুষ্ঠেয়, তথাপি এগুলি ব্রাহ্মণের বিশেষধর্ম্ম। কেন না এগুলি না থাকিলে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব বা সত্ত্বশুদ্ধি ক্ষীণ হইয়া পড়ে। মিত্র ও শত্রু উভয়কেই সমান ভাবে রক্ষা করা, অন্যের নিন্দা না করা, মাংস ও মদিরাদি সেবন পরিত্যাগ এবং সজ্জনসমাগম রূপ শৌচ, মহাত্মাদিগের উপদেশ অনুসারে কার্য্য সম্পাদন, অভ্যাগত ব্রাহ্মণাদিকে অন্নদান, সুখ ও দুঃখে সমভাব আদি উপাদেয় ধর্ম্মগুলি সাধারণতঃ সকলের পক্ষেই কল্যাণকর। এগুলি ব্রাহ্মণের স্বভাবজ এবং ক্ষত্রিয়বৈশ্যাদির নৈমিত্তিক ধর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। ৪২ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। শৌর্য্যং, তেজঃ, ধৃতিঃ, দাক্ষ্যং (দক্ষতা) যুদ্ধে চ অপি (ও যুদ্ধে) অপলায়নং (অপরাঙ্মুখতা), দানম্ ঈশ্বরভাবঃ চ (ও প্রভুত্ব) স্বভাবজং (স্বাভাবিক) ক্ষাত্রং কর্ম্ম (ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম) ॥ ৪৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। শৌর্য্য, তেজঃ, ধৃতি, দাক্ষ্য, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা, দান ও প্রভুত্ব এই কয়েকটী ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজ কর্ম্ম (ধর্ম্ম) ॥ ৪৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। শৌর্য্যমিতি। শৌর্য্যং শূরস্য ভাবঃ। তেজঃ প্রাগল্ভ্যম্। ধৃতির্ধারণম্। সর্ব্বাবস্থাস্বনবসাদো ভবতি যয়া ধৃত্যোত্তম্ভিতস্য। দাক্ষ্যং দক্ষস্য ভাবঃ—সহসা প্রত্যুৎপন্নেষু কার্য্যেষ্বব্যামোহেন প্রবৃত্তিঃ। যুদ্ধে চাপ্যপলায়নমপরাঙ্মুখীভাবঃ শত্রুভ্যঃ। দানং দেয়েষু মুক্তহস্ততা। ঈশ্বরভাব ঈশ্বরস্য ভাবঃ প্রভুশক্তিপ্রকটীকরণমীশিতব্যান্ প্রতি। ক্ষাত্রং কর্ম্ম ক্ষত্রিয়জাতের্বিহিতং কর্ম্ম ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ক্ষত্রিয়স্য স্বাভাবিকানি কর্ম্মাণ্যাহ—শৌর্য্যমিতি। শৌর্য্যং পরাক্রমঃ। তেজঃ প্রাগল্ভ্যম্। ধৃতির্ধৈর্য্যম্। দাক্ষ্যং কৌশলম্। যুদ্ধে চাপ্যপলায়নমপরাঙ্মুখতা। দানমৌদার্য্যম্। ঈশ্বরভাবো নিয়মনশক্তিঃ। এতৎ ক্ষত্রিয়স্য স্বাভাবিকং কর্ম্ম ॥ ৪৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। বলবান্ ব্যক্তিকেও প্রহার করিবার প্রবৃত্তি রূপ পরাক্রম শৌর্য্য, শত্রু কর্ত্তৃক পরাভূত না হইবার শক্তি তেজ, বিপদে পড়িলেও চিত্তের অবিচলিতাবস্থারূপ ধৃতি, শীঘ্র শীঘ্র কার্য্যকৌশলনিরূপণশক্তি দক্ষতা, শত্রুশস্ত্রে বারংবার আহত হইয়াও যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতারূপ শক্তি অপলায়ন, অসঙ্কোচে সুবর্ণ, গো, গৃহ, অন্ন, ভূমি আদিতে মমত্ববুদ্ধি

কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যং কর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাঽপি স্বভাবজম্ ॥৪৪॥
স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥ ৪৫ ॥

পবিহারপূর্ব্বক ব্রহ্মণাদি সৎপাত্রে সমর্পণরূপ কার্য্য দান, প্রজাপালনার্থ ভৃত্যাদির উপর প্রভুত্ব-প্রয়োগরূপ ক্ষমতা অথবা শাস্ত্রনিষিদ্ধ মার্গে প্রবৃত্ত দুরাত্মাদিগের দমন জন্ম প্রভুত্বপ্রকাশ ঈশ্বরভাব। এই সমস্ত ক্ষত্রিয়দিগের স্বাভাবিক ধর্ম্ম ॥ ৪৩ ॥

—:০:—

অন্বয়বোধিনী। কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং (কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য) স্বভাবজং বৈশ্যং কর্ম্ম (বৈশ্যের কর্ম্ম)। শূদ্রস্য অপি (ও শূদ্রের) পরিচর্য্যাত্মকং (সেবারূপ) কর্ম্ম স্বভাবজম্ (স্বভাবজাত) ॥ ৪৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য বৈশ্যের, এবং দ্বিজাতিদিগের শুশ্রূষা শূদ্রের স্বভাবজ কর্ম্ম (ধর্ম্ম) ॥ ৪৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কৃষীতি। কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং—কৃষিশ্চ গৌরক্ষ্যং চ বাণিজ্যং চ কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যম্। কৃষির্ভূমের্বিলেখনম্। গা রক্ষতীতি গোরক্ষঃ। তস্য ভাবো গৌরক্ষ্যম্। পাশুপাল্যমিত্যর্থঃ। বাণিজ্যং বণিক্কর্ম্ম ক্রয়বিক্রয়াদিলক্ষণম্। বৈশ্যং কর্ম্ম বৈশ্যজাতেঃ কর্ম্ম স্বভাবজম্। পরিচর্য্যাত্মকং শুশ্রূষাস্বভাবং কর্ম্ম শূদ্রস্যাঽপি স্বভাবজম্ ॥৪৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। বৈশ্যশূদ্রয়োঃ কর্ম্মাণ্যাহ—কৃষীতি। কৃষিঃ কর্ষণম্। গা রক্ষতীতি গোরক্ষঃ। তস্য ভাবো গৌরক্ষ্যম্। পাশুপাল্যমিত্যর্থঃ। বাণিজ্যং ক্রয়বিক্রয়াদি। এতদ্বৈশ্যস্য স্বভাবজং কর্ম্ম। ত্রৈবর্ণিকপরিচর্য্যাত্মকং শূদ্রস্যাপি স্বভাবজং কর্ম্ম ॥৪৪॥

গীতার্থসন্দীপনী। ধান্য ও যবাদির উৎপাদনার্থ ভূমিকর্ষণ, গোকুলবৃদ্ধিকরণ ও তাহাদিগের রক্ষণ, অন্নাদি বিবিধ পদার্থ ক্রয় বিক্রয় ব্যাপার ও কুসীদ আদি গ্রহণরূপ বাণিজ্য বৈশ্যদিগের স্বভাবজ কর্ম্ম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সেবা করাই শূদ্রের স্বভাবজ কর্ম্ম ॥৪৪॥

—:০:—

অন্বয়বোধিনী। স্বে স্বে (নিজ নিজ) কর্ম্মণি (কর্ম্মসমূহে) অভিরতঃ (তৎপর) নরঃ (মনুষ্য) সংসিদ্ধিং (সিদ্ধি) লভতে (লাভ করিয়া থাকে)। স্বকর্ম্মনিরতঃ (স্ব স্ব কর্ম্মে নিষ্ঠাযুক্ত ব্যক্তি) যথা (যেরূপে) সিদ্ধিং বিন্দতি (লাভ করে) তৎ (তাহা) শৃণু (শ্রবণকর) ॥ ৪৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। মনুষ্য নিজ নিজ কর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ হইলে সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। স্ব স্ব কর্ম্মে নিষ্ঠাযুক্ত থাকিলে কিরূপে সিদ্ধি লাভ হয়, তাহা শ্রবণ কর ॥ ৪৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এতেষাং জাতিবিহিতানাং কর্ম্মণাং সম্যগনুষ্ঠিতানাং স্বর্গপ্রাপ্তিঃ ফলং স্বভাবতঃ। বর্ণা আশ্রমাশ্চ স্বকর্ম্মনিষ্ঠাঃ প্রেত্য কর্ম্মফলমনুভূয় ততঃ শেষেণ বিশিষ্টদেশজাতিকুলধর্ম্মায়ুঃশ্রুতবৃত্তসুখমেধসো জন্ম প্রতিপদ্যন্ত ইত্যাদিস্মৃতিভ্যঃ। পুরাণে চ বর্ণানামাশ্রমিণাং চ লোকফলভেদবিশেষস্মরণাৎ কারণান্তরাদিদং বক্ষ্যমাণং ফলং—স্বে স্ব ইতি। স্বে স্বে যথোক্তলক্ষণভেদে কর্ম্মণ্যভিরতস্তৎপরঃ সংসিদ্ধিং স্বকর্ম্মাঽনুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে সতি কার্য্যেন্দ্রিয়াণাং জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতালক্ষণাং সংসিদ্ধিং লভতে প্রাপ্নোতি নরোঽধিকৃতঃ পুরুষঃ। কিং স্বকর্ম্মানুষ্ঠানাদেব সাক্ষাৎ সংসিদ্ধিঃ? ন। কথং তর্হি? স্বকর্ম্মনিরতঃ সংসিদ্ধিং যথা যেন প্রকারেণ বিন্দতি তচ্ছৃণু॥ ৪৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবম্ভূতস্য ব্রাহ্মণাদিকর্ম্মণো জ্ঞানহেতুত্বমাহ—স্বে স্ব ইতি। স্বস্বাঽধিকারবিহিতে কর্ম্মণ্যভিরতঃ পরিনিষ্ঠিতো নরঃ সংসিদ্ধিং জ্ঞানযোগ্যতাং লভতে। কর্ম্মণাং জ্ঞানপ্রাপ্তিপ্রকারমাহ—স্বকর্ম্মেতিসার্দ্ধেন। স্বকর্ম্মপরিনিষ্ঠিতো যথা যেন প্রকারেণ তত্ত্বজ্ঞানং লভতে তং প্রকারং শৃণু॥ ৪৫॥

গীতার্থসন্দীপনী। দেহাভিমানী পুরুষের পক্ষে বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডীয় বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অবশ্য অনুষ্ঠেয়। বর্ণাশ্রমবিহিত কার্য্যানুষ্ঠানে তৎপর হইয়া সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবিষয়িণী বিদ্যার অনুশীলন করিবে। কর্ম্ম বন্ধনের কারণ—অর্জ্জুনের এই সংশয় দূর করিবার জন্য কিরূপে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে জীবকে বন্ধনদশাগ্রস্ত হইতে হয় না, এবং এই কর্ম্মের দ্বারা কিরূপেই বা মুক্তিপদ লাভ হইয়া থাকে, ভগবান্ তাহাই অর্জ্জুনকে অবহিতচিত্তে শ্রবণ করিতে বলিতেছেন।

বর্ণধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, গৌণ ধর্ম্ম ও নৈমিত্তিক ধর্ম্ম ভেদে বেদোক্ত ধর্ম্ম পঞ্চবিধ। ব্রাহ্মণাদি বর্ণের উপনয়নাদি রূপ যে বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম, তাহা বর্ণধর্ম্ম। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্যাদিতে অবশ্য পালনীয় যে বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম, তাহাই আশ্রমধর্ম্ম। এবং মৌঞ্জী, মেখলাদিবন্ধন রূপ যে ধর্ম্ম, বর্ণ ও আশ্রম উভয়কেই আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম। রাজ্যাভিষেকযুক্ত হইয়া প্রজাপালনধর্ম্মরূপ গুণাদিকে আশ্রয় করিয়া যে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা গৌণ ধর্ম্ম। পাপনিবৃত্তির জন্য প্রায়শ্চিত্তরূপ যে ধর্ম্ম কোন বিশেষ কারণমাত্রকে আশ্রয় করিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তাহা নৈমিত্তিক ধর্ম্ম। মহর্ষি হারীত আশ্রম ধর্ম্ম, বিশেষধর্ম্ম, সমানধর্ম্ম ও কৃৎস্নধর্ম্ম এইরূপ চারিভাগে ধর্ম্মকে বিভক্ত করিয়াছেন। বর্ণোচিত ধর্ম্ম, আশ্রমোচিত ধর্ম্ম, বর্ণ ও আশ্রম উভয় উপযোগী ধর্ম্ম (অহিংসা, অপ্রমাদ, শ্রাদ্ধকর্ম্ম, অভ্যাগতসেবা, সত্য, অক্রোধ, স্বস্ত্রীসঙ্গতি, শৌচ, অনসূয়া, আত্মজ্ঞান, তিতিক্ষা ইত্যাদি) এবং আত্মজ্ঞান উৎপত্তির প্রতিবন্ধকরূপ প্রত্যবায় পরিহারার্থ নিষ্কাম কর্ম্ম—হারীতের চতুর্ব্বিধ ধর্ম্মের লক্ষ্যস্থল। শ্রুতি ও স্মৃতিবিহিত বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে সকলেরই পরম কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে। তদ্বিরুদ্ধ কার্য্য করিলে নরকাদিতে গতি হয়। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইলে মনুষ্যের চিত্তশুদ্ধি, তদনন্তর

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ৪৬ ॥
শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ৪৭ ॥

জ্ঞানাধিকার ও পরিশেষে মোক্ষপদ লাভ হইয়া থাকে। ভগবান্ এক্ষণে এতদ্বিষয়েরই সূচনা করিতেছেন ॥ ৪৫ ॥

—:o:—

অন্বয়বোধিনী। যতঃ (যাঁহা হইতে) ভূতানাং (প্রাণিগণের) প্রবৃত্তিঃ (চেষ্টা) [হয়], যেন (যৎকর্ত্তৃক) ইদং (এই) সর্ব্বং (সমস্ত বিশ্ব) ততং (ব্যাপ্ত), মানবঃ স্বকর্ম্মণা (নিজ কর্ম্ম দ্বারা) তম্ (সেই ঈশ্বরকে) অভ্যর্চ্চ্য (অর্চ্চনা করিয়া) সিদ্ধিং বিন্দতি (লাভ করিয়া থাকে) ॥ ৪৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন! যে ঈশ্বর আকাশাদি ভূতসমূহকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যে ঈশ্বর সচরাচর বিশ্বের সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন, মানব নিজ কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যত ইতি। যতো যস্মাৎ প্রবৃত্তিরুৎপত্তিঃ। চেষ্টা বা। যস্মাদন্তর্যামিন ঈশ্বরাদ্ভূতানাং প্রাণিনাং স্যাৎ। যেনেশ্বরেণ সর্ব্বমিদং জগৎ ততং ব্যাপ্তম্। স্বকর্ম্মণা পূর্ব্বোক্তেন প্রতিবর্ণং তমীশ্বরমভ্যর্চ্চ্য পূজয়িত্বারাধ্য কেবলং জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতালক্ষণাং সিদ্ধিং বিন্দতি মানবো মনুষ্যঃ। ৪৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তমেবাহ—যত ইতি। যতোঽন্তর্যামিণঃ পরমেশ্বরাদ্ ভূতানাং প্রাণিনাং প্রবৃত্তিশ্চেষ্টা ভবতি। যেন চ কারণাত্মনা সর্ব্বমিদং বিশ্বং ততং ব্যাপ্তম্। তমীশ্বরং স্বকর্ম্মণাঽভ্যর্চ্চ্য পূজয়িত্বা সিদ্ধিং লভতে মনুষ্যঃ ॥ ৪৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। মায়োপাধিক চৈতন্য আনন্দঘন, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর, জগৎ হইতে অভিন্ন বলিয়া জগতের উপাদান কারণ হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। স্বপ্নদর্শনের ন্যায় এই সৃষ্টি মায়াময়ী। অন্তর্য্যামী ঈশ্বর সৎরূপ ও স্ফুরণরূপে ইহার সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। জগতের উপাদান ও নিমিত্ত উভয় কারণই অন্তর্য্যামী পরমেশ্বর। যে ব্যক্তি নিজবর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মের দ্বারা সেই সর্ব্বাধিষ্ঠান রূপ পুরুষকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন, সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞাননিষ্ঠার অধিকার রূপ অন্তঃকরণশুদ্ধি বা সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৪৬ ॥

—:o:—

অন্বয়বোধিনী। বিগুণঃ (অসম্যক্ রূপে অনুষ্ঠিত) স্বধর্ম্মঃ (কুলজধর্ম্ম) স্বনুষ্ঠিতাৎ (সম্যক্ রূপে অনুষ্ঠিত) পরধর্ম্মাৎ (পরধর্ম্ম অপেক্ষা) শ্রেয়ান্ (শ্রেষ্ঠ), স্বভাব-

সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥ ৪৮ ॥

নিয়তং (স্বভাবজ) কর্ম্ম কুর্ব্বন্ (করিলে) [মনুষ্য] কিল্বিষং (পাপ) ন আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয় না)। ৪৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। সম্যগ্‌রূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা স্বধর্ম্ম অঙ্গহীন হইয়া অনুষ্ঠিত হইলেও শ্রেষ্ঠ, কেন না স্বভাবজ কর্ম্ম সাধন করিলে মনুষ্যকে পাপভাগী হইতে হয় না ॥ ৪৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যত এবমতঃ—শ্রেয়ানিতি। শ্রেয়ান্ প্রশস্যতরঃ। স্বো ধর্ম্মঃ স্বধর্ম্মঃ। বিগুণোঽপীত্যপিশব্দো দ্রষ্টব্যঃ। পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ। স্বভাবনিয়তং স্বভাবেন নিয়তম্। যদুক্তং স্বভাবজমিতি তদেবোক্তং স্বভাবনিয়তমিতি। যথা বিষজাতস্যেব কৃমের্বিষং ন দোষকরং তথা স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ নাপ্নোতি কিল্বিষং পাপম্ ॥ ৪৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। স্বকর্ম্মণেতি বিশেষণস্য ফলমাহ—শ্রেয়ানিতি। বিগুণোঽপি স্বধর্ম্মঃ সম্যগনুষ্ঠিতাদপি পরধর্ম্মাচ্ছ্রেয়াঞ্ছ্রেষ্ঠঃ। ন চ বন্ধুবধাদিযুক্তাদ্‌যুদ্ধাদেঃ স্বধর্ম্মাদ্ভিক্ষাটনাদিপরধর্ম্মঃ শ্রেষ্ঠ ইতি মন্তব্যম্। যতঃ স্বভাবেন পূর্ব্বোক্তেন নিয়তং নিয়মেনোক্তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ কিল্বিষং নাপ্নোতি ॥ ৪৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। মন্ত্র, দেবতা ও দ্রব্যাদি সম্পূর্ণাঙ্গসহ ভিক্ষাটনাদি ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে যে ফল লাভ হয়, তাহা অপেক্ষা তুমি (ক্ষত্রিয়) যুদ্ধাদি স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে উপাদেয় ফল প্রাপ্ত হইতে পারিবে। যুদ্ধাদি ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের (আমার) স্বধর্ম্ম হইলেও বন্ধুবধাদি জন্য তাহাতে পাপভাগী হইতে হইবে, অর্জ্জুনের এই শঙ্কা দূর করিবার জন্য ভগবান্ বলিতেছেন—ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজ যুদ্ধাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে বন্ধু-বধাদি জন্য পাপভাগী হইতে হয় না। ভগবান্ এ সকল কথা পূর্ব্বেও সবিস্তর ব্যাখ্যা করিয়া আসিয়াছেন। অর্জ্জুনের সংশয় দূরীকরণার্থ এক্ষণে তাহা আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতেছেন ॥ ৪৭ ॥

—:o—

অন্বয়বোধিনী। [হে] কৌন্তেয়! সদোষম্ অপি (দোষযুক্ত হইলেও) সহজং (স্বভাবজাত) কর্ম্ম ন ত্যজেৎ (ত্যাগ করিতে নাই); হি (কেন না) সর্ব্বারম্ভাঃ (সকল কর্ম্মই) ধূমেন (ধূমের দ্বারা) অগ্নিঃ ইব (অগ্নির ন্যায়) দোষেণ (দোষ দ্বারা) আবৃতাঃ (আবৃত) ॥ ৪৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে কৌন্তেয়! স্বভাবজ কর্ম্ম দোষযুক্ত হইলেও তাহা পরিত্যাগ করিতে নাই। ধূমাবৃত অগ্নির ন্যায় সকল কর্ম্মই সামান্যতঃ দোষাবৃত থাকে ॥ ৪৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বাণো বিষজাত ইব কৃমিঃ কিল্বিষং নাপ্নোতীত্যুক্তম্। পরধর্ম্মশ্চ ভয়াবহ ইতি। অনাত্মজ্ঞশ্চ ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপ্যকর্ম্মকৃত্তিষ্ঠতীতি। অতঃ—সহজমিতি। সহজং সহ জন্মনৈবোৎপন্নম। কিং তৎ? কর্ম্ম। কৌন্তেয় সদোষমপি ত্রিগুণাত্মকত্বান্ন ত্যজেৎ। সর্ব্বারম্ভাঃ—আরভ্যন্ত ইত্যারম্ভাঃ। সর্ব্বকর্ম্মাণীত্যেৎ প্রকরণাৎ। যে কেচিদারম্ভাঃ স্বধর্ম্মাঃ পরধর্ম্মাশ্চ তে সর্ব্বে সদোষাঃ। হি যস্মাৎ—ত্রিগুণাত্মকত্বমত্র হেতুঃ—ত্রিগুণাত্মকত্বাদ্দোষেণ ধূমেন সহজেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ। সহজস্য কর্ম্মণঃ স্বধর্ম্মাখ্যস্য পরিত্যাগেন পরধর্ম্মানুষ্ঠানেঽপি দোষান্নৈব মুচ্যতে। ভয়াবহশ্চ পরধর্ম্মঃ। ন চ শক্যতেঽশেষতস্ত্যক্তুমজ্ঞেন কর্ম্ম যতস্তস্মান্ন ত্যজেদিত্যর্থঃ।

কিমশেষতস্ত্যক্তুমশক্যং কর্ম্ম—ইতি ন ত্যজেৎ? কিং বা সহজস্য কর্ম্মণস্ত্যাগে দোষো ভবতীতি? কিঞ্চাতো যদি তাবদশেষতস্ত্যক্তুমশক্যমিতি ন ত্যাজ্যং সহজং কর্ম্ম—এবং তর্হ্যশেষতস্ত্যাগে গুণ এব স্যাদিতি সিদ্ধং ভবতি।

সত্যমেবম্। অশেষতস্ত্যাগ এব নোপপদ্যত ইতি চেৎ কিং নিত্যপ্রচলিতাত্মকঃ পুরুষঃ? যথা সাংখ্যানাং গুণাঃ। কিংবা ক্রিয়ৈব কারকম্? যথা বৌদ্ধানাং পঞ্চ স্কন্ধাঃ ক্ষণপ্রধ্বংসিনঃ। উভয়থাঽপি কর্ম্মণেঽশেষতস্ত্যাগো ন ভবতি। অথ তৃতীয়োঽপি পক্ষঃ—যদা করোতি তদা সক্রিয়ং বস্তু। যদা ন করোতি তদা নিষ্ক্রিয়ং বস্তু তদেব। তত্রৈবং সতি শক্যং কর্ম্মাশেষতস্ত্যক্তুম। অয়ং ত্বস্মিংস্তৃতীয়ে পক্ষে বিশেষঃ—ন নিত্যপ্রচলিতং বস্তু। নাঽপি ক্রিয়ৈব কারকম্। কিং তর্হি? ব্যবস্থিতে দ্রব্যেঽবিদ্যমানা ক্রিয়োৎপদ্যতে। বিদ্যমানা চ বিনশ্যতি।

শুদ্ধং দ্রব্যং শক্তিমদবতিষ্ঠত ইত্যেবমাহুঃ কাণাদাঃ। তদেব চ কারকমিত্যস্মিন্ পক্ষে কো দোষ ইতি?

অয়মেব তু দোষঃ—যতস্ত্বভাগবতং মতমিদম।

কথং জ্ঞায়তে?

যত আহ ভগবান্—নাঽসতো বিদ্যতে ভাব ইত্যাদি। কাণাদানাং হ্যসতো ভাবঃ সতশ্চাঽভাব ইতীদং মতমভাগবতম্।

অভাগবতত্বেঽপি ন্যায়বচ্চেৎ কো দোষ ইতি চেৎ?

উচ্যতে—দোষবত্ত্বিদং সর্ব্বপ্রমাণবিরোধাৎ।

কথম্?

যদি তাবদ্দ্ব্যণুকাদি দ্রব্যং প্রাগুৎপত্তেরত্যন্তমেবাসদুৎপন্নং চ স্থিতং কঞ্চিৎকালং পুনরত্যন্তমেবাসত্ত্বমাপদ্যতে। তথা চ সত্যসদেব সজ্জায়তে। অভাবো ভাবো ভবতি। ভাবশ্চাঽভাব ইতি। তত্রাঽভাবো জায়মানঃ প্রাগুৎপত্তেঃ শশবিষাণকল্পঃ সমবায্যসমবায়িনিমিত্তাখ্যং কারণমপেক্ষ্য জায়ত ইতি। ন চৈবমভাব উৎপদ্যতে কারণং চাপেক্ষত ইতি শক্যং বক্তুম্। অসত্যাং শশবিষাণাদীনামদর্শনাৎ। ভাবাত্মকাশ্চেদ্ঘটাদয় উৎপদ্যমানাঃ কিঞ্চিদভিব্যক্তিমাত্রকারণমপেক্ষ্যোৎপদ্যন্ত ইতি শক্যং প্রতিপত্তুম্।

কিঞ্চ—অসতশ্চ সদ্ভাবে সতশ্চাঽসদ্ভাবে ন কচিৎ প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারেষু বিশ্বাসঃ কস্যচিৎ স্যাৎ। সৎ সদেবাঽসদসদেবেতি নিশ্চয়ানুপপত্তেঃ। কিঞ্চ—উৎপদ্যত ইতি দ্ব্যণুকাদের্দ্রব্যস্য স্বকারণসত্তাসম্বন্ধমাহুঃ। প্রাগুৎপত্তেশ্চাঽসৎ পশ্চাৎ স্বকারণব্যাপারমপেক্ষ্য স্বকারণৈঃ পরমাণুভিঃ সত্তয়া চ সমবায়লক্ষণেন সম্বন্ধেন সম্বধ্যতে। সম্বদ্ধং সৎ কারণসমবেতং সদ্ভবতি। তত্র বক্তব্যং—কথমসতঃ সৎ কারণং ভবেৎ? সম্বন্ধো বা কেনচিৎ? ন হি বন্ধ্যাপুত্রস্য সতা সম্বন্ধো বা কারণং বা কেনচিৎ প্রমাণতঃ কল্পয়িতুং শক্যম্।

নমু নৈব বৈশেষিকৈরভাবস্য সম্বন্ধঃ কল্প্যতে। দ্ব্যণুকাদীনাং হি দ্রব্যাণাং স্বকারণেন সমবায়লক্ষণঃ সম্বন্ধঃ সত্তামেবোচ্যত ইতি।

ন। সম্বন্ধাৎ প্রাক্ সত্তাঽনভ্যুপগমাৎ। ন হি বৈশেষিকৈঃ কুলালদণ্ডচক্রাদিব্যাপারাৎ প্রাগ্ঘটাদীনামস্তিত্বমিষ্যতে। ন চ মৃদ এব ঘটাদ্যাকারপ্রাপ্তিমিচ্ছন্তি। ততশ্চাঽসত এব সম্বন্ধঃ পারিশেষ্যাদিষ্টো ভবতি।

নম্বসতোঽপি সমবায়লক্ষণঃ সম্বন্ধো ন বিরুদ্ধঃ।

ন। বন্ধ্যাপুত্রাদীনামদর্শনাৎ। ঘটাদেরেব প্রাগভাবস্য স্বকারণসম্বন্ধো ভবতি। ন বন্ধ্যাপুত্রাদেরভাবস্য তুল্যত্বেঽপীতি বিশেষোঽভাবস্য বক্তব্যঃ। একস্যাভাবঃ। দ্বয়োরভাবঃ। সর্ব্বস্যাভাবঃ। প্রাগভাবঃ। প্রধ্বংসাভাবঃ। ইতরেতরাভাবঃ। অত্যন্তাভাব ইতি লক্ষণতো ন কেনচিদ্বিশেষো দর্শয়িতুং শক্যঃ। অসতি চ বিশেষে ঘটস্য প্রাগভাব এব কুলালাদিভির্ঘটভাবমাপদ্যতে সম্বধ্যতে চ ভাবেন কপালাখ্যেন স্বকারণেন সর্ব্বব্যবহারযোগ্যশ্চ ভবতি। ন তু ঘটস্যৈব প্রধ্বংসাভাবোঽভাবত্বে সত্যপীতি প্রধ্বংসাদ্যভাবানাং ন কচিদ্ব্যবহারযোগ্যত্বম্। প্রাগভাবস্যৈব দ্ব্যণুকাদিদ্রব্যাখ্যস্যোৎপত্ত্যাদিব্যবহারার্হত্বমিত্যেতদসমঞ্জসম্। অভাবত্বাবিশেষাদত্যন্তপ্রধ্বংসাভাবয়োরিব।

নমু নৈবাস্মাভিঃ প্রাগভাবস্য ভাবাপত্তিরুচ্যতে। কিং তর্হি ভাবস্যৈব হি ভাবাপত্তিঃ? যথা ঘটস্য ঘটাপত্তিঃ। পটস্য পটাপত্তিঃ। এতদপ্যভাবস্য ভাবাপত্তিবদেব প্রমাণবিরুদ্ধম্। সাংখ্যস্যাপি যঃ পরিণামপক্ষঃ সোঽপ্যপূর্ব্বধর্ম্মোৎপত্তিবিনাশাঙ্গীকরণাদ্বৈশেষিকপক্ষান্ন বিশিষ্যতে। অভিব্যক্তিতিরোভাবাঙ্গীকরণেঽপ্যভিব্যক্তিতিরোভাবয়োর্ব্বিদ্যমানত্বাবিদ্যমানত্বনিরূপণে পূর্ব্ববদেব প্রমাণবিরোধঃ।

এতেন কারণস্যৈব সংস্থানমুৎপত্ত্যাদীত্যেতদপি প্রত্যুক্তম্। পারিশেষ্যাৎ সদেকমেব বস্তু অবিদ্যয়োৎপত্তিবিনাশাদিধর্ম্মৈরনেকধা নটবদ্বিকল্প্যত ইতীদং ভাগবতং মতমুক্তম্—নাঽসতো বিদ্যতে ভাব ইত্যস্মিন্ শ্লোকে। সৎপ্রত্যয়স্যাঽব্যভিচারাৎ। ব্যভিচারাচ্চেতরেষামিতি।

কথং তর্হ্যাত্মনোঽবিক্রিয়ত্বেঽশেষতঃ কর্ম্মণস্ত্যাগো নোপপদ্যত ইতি?

যদি বস্তুভূতা গুণা যদি বাঽবিদ্যাকল্পিতাস্তদ্ধর্ম্মঃ কর্ম্ম। তদাত্মন্যবিদ্যয়াঽধ্যারোপিতমেবেত্যবিদ্বান্ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপ্যশেষতস্ত্যক্তুং শক্নোতীত্যুক্তম্। বিদ্বাংস্তু পুনর্বিদ্যয়াঽবিদ্যায়াং নিবৃত্তায়াং শক্নোত্যেবাঽশেষতঃ কর্ম্ম পরিত্যক্তুম্। অবিদ্যাঽধ্যারোপিতস্য শেষানুপ-

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সংন্যাসেনাঽধিগচ্ছতি ॥ ৪৯ ॥

পত্তেঃ। ন হি তৈমিরিকদৃষ্ট্যাংধ্যারোপিতস্য দ্বিচন্দ্রাদেস্তিমিরাপগমে শেষোঽবতিষ্ঠতে। এবং চ সতীদং বচনমুপপন্নং—সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসেত্যাদি। স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ। স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ। ইতি চ ॥ ৪৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যদি পুনঃ সাংখ্যদৃষ্ট্যা স্বধর্ম্মে হিংসালক্ষণং দোষং মত্বা পরধর্ম্মং শ্রেষ্ঠং মন্যসে তর্হি সদোষত্বং পরধর্ম্মেঽপি তুল্যমিত্যাশয়েনাহ—সহজমিতি। সহজং স্বভাববিহিতং কর্ম্ম সদোষমপি ন ত্যজেৎ। হি যস্মাৎ সর্ব্বেঽপ্যারম্ভা দৃষ্টাঽদৃষ্টার্থানি সর্ব্বাণ্যপি কর্ম্মাণি দোষেণ কেনচিদাবৃতা ব্যাপ্তা এব। যথা সহজেন ধূমেনাগ্নিরাবৃতস্তদ্বৎ। অতো যথাঽগ্নের্ধূমরূপং দোষমপাকৃত্য প্রতাপ এব তমঃশীতাদিনিবৃত্তয়ে সেব্যতে তথা কর্ম্মণোঽপি দোষাংশং বিহায় গুণাংশ এব সত্ত্বশুদ্ধয়ে সেব্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। আত্মজ্ঞানশূন্য অজ্ঞানী পুরুষ কোন না কোন কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। যতক্ষণ কার্য্যকারিণী চেষ্টা অন্তঃকরণে বিদ্যমান থাকিবে, ততক্ষণ শাস্ত্রবিহিত বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজ অভিরুচি অনুসারে পরধর্ম্ম উৎকৃষ্ট বলিয়া তাহা কখনও অবলম্বন করিবে না, কেন না স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠানে কোন দোষ স্পর্শ করিলেও তাহাতে ক্ষতি হইবে না। এমন কার্য্যই নাই, যাহাতে গুণ দোষ আদৌ স্পর্শ করে না। যেমন নিজ বনিতা কুরূপা হইলে পরনারীকে সুন্দরী দেখিলেও নিজকল্যাণেচ্ছু ব্যক্তি তাহাতে গমন করেন না, সেইরূপ নিজ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম দোষযুক্ত হইলেও পরধর্ম্মকে উপাদেয় বোধে কখনই গ্রহণ করিবে না। যেমন বিষ হইতে উৎপন্ন কীট বিষকে পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তি ত্রিগুণাত্মক সামান্য দোষ থাকিলেও স্বভাবজ ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিবে না। অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তি সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগে সমর্থ হয় না। আর যে শুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তি সমস্ত কর্ম্মই পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে হেয় ও উপাদেয় কর্ম্মের বিচারই বা কোথায়? তুমি যখন ব্রাহ্মণের ভিক্ষাটনাদি ধর্ম্মের আশ্রয় লইতে চাহিতেছ, তখন তোমাকে সর্ব্বকর্ম্মপরিত্যাগীও বলিতে পারি না। যদি কর্ম্মই করিতে হইল, তবে স্বভাবজ কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান কর ॥ ৪৮ ॥

—:০:—

অন্বয়বোধিনী। সর্ব্বত্র অসক্তবুদ্ধিঃ (আসক্তিশূন্যবুদ্ধি) জিতাত্মা (নিরহঙ্কার) বিগতস্পৃহঃ (স্পৃহাশূন্য ব্যক্তি) সংন্যাসেন (সন্ন্যাসের দ্বারা) পরমাং (পরম) নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিম্ (আত্মজ্ঞান) অধিগচ্ছতি (লাভ করেন) ॥ ৪৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। সর্ব্বত্র অনাসক্তবুদ্ধি, জিতাত্মা, স্পৃহাশূন্য ব্যক্তি সন্ন্যাস দ্বারা পরম নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৪৯ ॥

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥ ৫০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যা কর্ম্মজা সিদ্ধিরুক্তা জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতালক্ষণা তস্যাঃ ফলভূতা নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিজ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণা বক্তব্যেতি শ্লোক আরভ্যতে—অসক্তবুদ্ধিরিতি। অসক্তবুদ্ধিঃ—অসক্তা সঙ্গরহিতা বুদ্ধিরন্তঃকরণং যস্য সোঽসক্তবুদ্ধিঃ। সর্ব্বত্র পুত্রদারাদিষ্বাসক্তিনিমিত্তেষু। জিতাত্মা—জিতো বশীকৃত আত্মাঽন্তঃকরণং যস্য স জিতাত্মা। বিগতস্পৃহঃ—বিগতা স্পৃহা তৃষ্ণা দেহজীবিতভোগেষু যস্মাৎ স বিগতস্পৃহঃ। য এবম্ভূত আত্মজ্ঞঃ স নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং—নির্গতানি কর্ম্মাণি যস্মান্নিষ্ক্রিয়ব্রহ্মাত্মসম্বোধাৎ স নিষ্কর্ম্মা। তস্য ভাবো নৈষ্কর্ম্ম্যম্। নৈষ্কর্ম্ম্যং চ তৎ সিদ্ধিশ্চ সা নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিঃ। নৈষ্কর্ম্ম্যস্য বা সিদ্ধিঃ। নিষ্ক্রিয়াত্মস্বরূপাবস্থানলক্ষণস্য সিদ্ধি-নিষ্পত্তিঃ। তাং নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিম্। পরমাং প্রকৃষ্টাং কর্ম্মজসিদ্ধিবিলক্ষণাম্। সদ্যোমুক্তাবস্থানরূপাং সংন্যাসেন সম্যগ্দর্শনেন তৎপূর্ব্বকেণ বা সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসেনাধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি। তথা চোক্তং—সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্য—নৈব কুর্ব্বন্ন কারয়ন্নাস্ত ইতি ॥ ৪৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। নন্বু কর্ম্মণি ক্রিয়মাণে কথং দোষাংশপ্রহাণেন গুণাংশ এব সম্পদ্যত ইত্যপেক্ষায়ামাহ—অসক্তবুদ্ধিরিতি। অসক্তা সঙ্গশূন্যা বুদ্ধির্যস্য। জিতাত্মা নিরহঙ্কারঃ। বিগতস্পৃহঃ—বিগতা স্পৃহা ফলবিষয়েচ্ছা যস্মাৎ সঃ। এবম্ভূতেন—সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ—ইত্যেবং পূর্ব্বোক্তেন কর্ম্মাসক্তিতৎফলয়োস্ত্যাগ-লক্ষণেন সংন্যাসেন নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং সর্ব্বকর্ম্মনিবৃত্তিলক্ষণাং সত্ত্বশুদ্ধিমধিগচ্ছতি। যদ্যপি সঙ্গফলয়োস্ত্যাগেন কর্ম্মানুষ্ঠানমপি নৈষ্কর্ম্ম্যমেব। কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশাভাবাৎ। তদুক্তং—নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিদিত্যাদিশ্লোকচতুষ্টয়েন। তথাপ্যনেনোক্ত-লক্ষণেন সংন্যাসেন পরমাং নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশীত্যেবং-লক্ষণাং পারমহংস্যাপরপর্য্যায়ামাপ্নোতি ॥ ৪৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যাঁহার স্ত্রী, পুত্র, গৃহ ও ধন আদিতে আদৌ আসক্তি নাই, এবং অনাসক্তিপ্রযুক্ত সমস্ত বিষয়ভোগ হইতে যাঁহার চিত্তবৃত্তি বিনিবৃত্ত হইয়া আসিয়াছে, এবং যিনি জীবনের হেতুভূত অন্নপানাদি কার্য্যের জন্যও নিশ্চেষ্ট, অর্থাৎ দৃশ্য বিষয় সমূহে দোষদর্শন পূর্ব্বক বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া একমাত্র মুক্তিপদে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, ও নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়া যাঁহার চিত্তবৃত্তি বিশুদ্ধ হইয়াছে, তিনিই শিখাসূত্র-পরিত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া পরম নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি (নিষ্কর্ম্ম=ব্রহ্ম, নৈষ্কর্ম্ম্য=আত্মজ্ঞান) লাভ করিয়া থাকেন। বিষয়াসক্ত ব্যক্তির ইহাতে অধিকার নাই ॥ ৪৯ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। [হে] কৌন্তেয়। সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ (সিদ্ধ ব্যক্তি) যথা (যেরূপে) ব্রহ্ম আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়েন), যা (যাহা) জ্ঞানস্য (জ্ঞানের) পরা নিষ্ঠা

(পরিসমাপ্তি), তথা (তাহা) সমাসেন এব (সংক্ষেপে) মে (আমার নিকট) নিবোধ (শ্রবণ কর)। ৫০॥

বঙ্গানুবাদ। হে কৌন্তেয়! এইরূপ সিদ্ধ ব্যক্তি যেরূপে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করেন, তাহা এবং তাহার পরা জ্ঞাননিষ্ঠার বিষয় আমি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৫০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। পূর্ব্বোক্তেন স্বকর্ম্মানুষ্ঠানেনেশ্বরাভ্যর্চ্চনরূপেণ জনিতাং প্রাগুক্তলক্ষণাং সিদ্ধিং প্রাপ্তস্যোৎপন্নাত্মবিবেকজ্ঞানস্য কেবলাত্মজ্ঞাননিষ্ঠারূপা নৈষ্কর্ম্ম্যলক্ষণা সিদ্ধির্যেন ক্রমেণ ভবতি তদ্বক্তব্যমিত্যাহ—সিদ্ধিমিতি। সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ স্বকর্ম্মণেশ্বরং সমভ্যর্চ্চ্য তৎপ্রসাদজাং কায়েন্দ্রিয়াণাং জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতালক্ষণাং সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ। সিদ্ধিং প্রাপ্ত ইতি তদনুবাদ উত্তরার্থঃ। কিং তদুত্তরম্? যদর্থোঽনুবাদ ইতি? উচ্যতে—যথা যেন প্রকারেণ জ্ঞাননিষ্ঠাঽনুসারেণ ব্রহ্ম পরমাত্মানমাপ্নোতি তথা তং প্রকারং জ্ঞাননিষ্ঠাপ্রাপ্তিক্রমং মে মম বচনান্নিবোধ ত্বম্। নিশ্চয়েনাঽবধারয়েত্যেতৎ। কিং বিস্তরেণ? নেত্যাহ—সমাসেনৈব সংক্ষেপেণৈব হে কৌন্তেয় যথা ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি তথা নিবোধেতি। অনেন যা প্রতিজ্ঞাতা ব্রহ্মপ্রাপ্তিস্তামিদন্তয়া দর্শয়িতুমাহ—নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরেতি। নিষ্ঠা পর্য্যবসানম্। পরিসমাপ্তিরিত্যেতৎ। কস্য? ব্রহ্মজ্ঞানস্য যা পরা পরিসমাপ্তিঃ। কীদৃশী সা? যাদৃশমাত্মজ্ঞানম্। কীদৃক্ তৎ? যাদৃশ আত্মা। কীদৃশোঽসৌ? যাদৃশো ভগবতোক্তঃ। উপনিষদ্বাক্যৈশ্চ। ন্যায়তশ্চ।

ননু বিষয়াকারং জ্ঞানম্। ন বিষয়ো নাপ্যাকারবানাত্মেষ্যতে ক্বচিৎ।

নন্বাদিত্যবর্ণং (ক) ভারূপঃ (খ) স্বয়ংজ্যোতিঃ (গ) ইত্যাকারবত্ত্বমাত্মনঃ শ্রূয়তে।

ন। তমোরূপত্বপ্রতিষেধার্থত্বাত্তেষাং বাক্যানাম্। দ্রব্যগুণাদ্যাকারপ্রতিষেধে আত্মনস্তমোরূপত্বে প্রাপ্তে তৎপ্রতিষেধার্থান্যাদিত্যবর্ণম্ (ঘ) ইত্যাদিবাক্যানি। অরূপমিতি চ বিশেষতো রূপপ্রতিষেধাৎ। অবিষয়ত্বাচ্চ। ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্। (ঙ) অশব্দমস্পর্শম্ (চ) ইত্যাদেঃ। তস্মাদাত্মাকারং জ্ঞানমিত্যনুপপন্নম্।

কথং তর্হ্যাত্মনো জ্ঞানম্। সর্ব্বং হি যদ্বিষয়ং জ্ঞানং তত্তদাকারং ভবতি। নিরাকারশ্চাত্মেত্যুক্তম্। জ্ঞানাত্মনোশ্চোভয়োর্নিরাকারত্বে কথং তদ্ভাবনানিষ্ঠেতি?

ন। অত্যন্তনির্ম্মলত্বস্বচ্ছত্বসূক্ষ্মত্বোপপত্তেরাত্মনঃ। বুদ্ধেশ্চাত্মসমনৈর্ম্মল্যাদ্যুপপত্তেরাত্মচৈতন্যাকারাভাসত্বোপপত্তিঃ। বুদ্ধ্যাভাসং মনঃ। তদাভাসানীন্দ্রিয়াণি। ইন্দ্রিয়াভাসশ্চ দেহঃ। অতো লৌকিকৈর্দ্দেহমাত্র এবাত্মদৃষ্টিঃ ক্রিয়তে। দেহচৈতন্যবাদিনশ্চ লোকায়তিকাঃ—চৈতন্যবিশিষ্টঃ কায়ঃ পুরুষঃ—ইত্যাহুঃ। তথাঽন্যে ইন্দ্রিয়চৈতন্যবাদিনঃ। অন্যে মনশ্চৈতন্যবাদিনঃ।

(ক) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৩।৮। (খ) ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৩।১৪।২।
(গ) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৪।৩।৯, ৪।৩।১৪। (ঘ) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৩।৮।
(ঙ) কঠোপনিষৎ, ৬।৯, শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৪।২০। (চ) কঠোপনিষৎ, ৩।১৫, মুক্তিকোপনিষৎ, ৩।৭২।

অন্যে বুদ্ধিচৈতন্যবাদিনঃ। অতোঽপ্যন্তরমব্যক্তমব্যাকৃতাখ্যমবিদ্যাবস্থমাত্মত্বেন প্রতিপন্নাঃ কেচিৎ প্রকৃতিচৈতন্যবাদিনঃ। সর্ব্বত্র হি বুদ্ধ্যাদিদেহান্ত আত্মচৈতন্যাভাসতাত্মভ্রান্তিকারণম্। ইত্যতশ্চাত্মবিষয়ং জ্ঞানং ন বিধাতব্যম। কিং তর্হি? নামরূপাদ্যনাত্মাধ্যারোপণনিবৃত্তিরেব কার্য্যা। নাত্মচৈতন্যবিজ্ঞানং কার্য্যম্। অবিদ্যাঽধ্যারোপিতসর্ব্বপদার্থাকারৈরেব বিশিষ্টতয়া গৃহ্যমাণত্বাৎ। অত এব হি বিজ্ঞানবাদিনো বৌদ্ধাঃ—বিজ্ঞানব্যতিরেকেণ বস্ত্বেব নাস্তীতি প্রতিপন্নাঃ প্রমাণান্তরনিরপেক্ষতাং চ স্বসংবিদিতত্বাভ্যুপগমেন। তস্মাদবিদ্যাঽধ্যারোপণনিরাকরণমাত্রং ব্রহ্মণি কর্ত্তব্যম্। ন তু ব্রহ্মবিজ্ঞানে যত্নঃ। অত্যন্তপ্রসিদ্ধত্বাৎ। অবিদ্যাকল্পিতনামরূপবিশেষাকারাঽপহৃতবুদ্ধিত্বাদত্যন্তপ্রসিদ্ধং সুবিজ্ঞেয়মাসন্নতরমাত্মভূতমপ্যপ্রসিদ্ধং দুর্ব্বিজ্ঞেয়মতিদূরমন্যদিব চ প্রতিভাত্যবিবেকিনাম্। বাহ্যাকারনিবৃত্তবুদ্ধীনাং তু লব্ধগুর্ব্বাত্মপ্রসাদানাং নাতঃ পরং সুখং সুপ্রসিদ্ধং সুবিজ্ঞেয়ং স্বাসন্নমস্তি তথাচোক্তং—প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যমিত্যাদি।

কেচিত্তু পণ্ডিতম্মন্যাঃ—নিরাকারত্বাদাত্মবস্তু নোপৈতি বুদ্ধিঃ। অতো দুঃসাধ্যা সম্যগ্‌জ্ঞাননিষ্ঠা—ইত্যাহুঃ।

সত্যমেবং গুরুসম্প্রদায়রহিতানামশ্রুতবেদান্তানামত্যন্তবহির্ব্বিষয়াসক্তবুদ্ধীনাং সম্যক্‌প্রমাণেষ্বকৃতশ্রমাণাম্। তদ্বিপরীতানাং তু লৌকিকগ্রাহ্যগ্রাহকদ্বৈতবস্তুনি সদ্বুদ্ধির্নিতরাং দুঃসম্পাদ্যা। আত্মচৈতন্যব্যতিরেকেণ বস্ত্বন্তরস্যাঽনুপলব্ধেঃ। যথা চৈতদেবমেব নান্যথেত্যবোচাম। উক্তং চ ভগবতা—যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ। ইতি। তস্মাদ্বাহ্যাকারভেদবুদ্ধিনিবৃত্তিরেবাত্মস্বরূপাবলম্বনে কারণম্। ন হ্যাত্মা নাম কস্যচিৎ কদাচিদপ্রসিদ্ধঃ প্রাপ্যো হেয় উপাদেয়ো বা। অপ্রসিদ্ধে হি তস্মিন্নাত্মনি স্বার্থাঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ ব্যর্থাঃ প্রসজ্যেরন্। ন চ দেহাদ্যচেতনার্থত্বং শক্যং কল্পয়িতুম্। ন চ সুখার্থং সুখম্। দুঃখার্থং বা দুঃখম্। আত্মাবগত্যবসানার্থত্বাচ্চ সর্ব্বব্যবহারস্য। তস্মাদ্যথা স্বদেহস্য পরিচ্ছেদায় ন প্রমাণান্তরাপেক্ষা ততোঽপ্যাত্মনোঽন্তরতমত্বাত্তদবগতিং প্রতি ন প্রমাণান্তরাপেক্ষা। ইত্যাত্মজ্ঞাননিষ্ঠা বিবেকিনাং সুপ্রসিদ্ধেতি সিদ্ধম্।

যেষামপি নিরাকারং জ্ঞানপ্রত্যক্ষং তেষামপি জ্ঞানবশেনৈব জ্ঞেয়াবগতিরিতি জ্ঞানমত্যন্তং প্রসিদ্ধং সুখাদিবদেবেত্যভ্যুপগন্তব্যম্।

জিজ্ঞাসানুপপত্তেশ্চ। অপ্রসিদ্ধং চেজ্‌জ্ঞানং জ্ঞেয়বজ্জিজ্ঞাস্যেত। যথা জ্ঞেয়ং ঘটাদিলক্ষণং জ্ঞানেন জ্ঞাতা ব্যাপ্তুমিচ্ছতি তথা জ্ঞানমপি জ্ঞানান্তরেণ জ্ঞাতা ব্যাপ্তুমিচ্ছেৎ। ন চৈতদস্তি। অতোঽত্যন্তপ্রসিদ্ধং জ্ঞানম্। জ্ঞাতাঽপ্যত এব প্রসিদ্ধ ইতি। তস্মাজ্‌জ্ঞানে যত্নো ন কর্ত্তব্যঃ। কিন্ত্বনাত্মন্যাত্মবুদ্ধিনিবৃত্তাবেব। তস্মাজ্‌জ্ঞাননিষ্ঠা সুসম্পাদ্যা ॥ ৫০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবম্ভূতস্য পরমহংসস্য জ্ঞাননিষ্ঠায়া ব্রহ্মভাবপ্রকারমাহ—সিদ্ধিং প্রাপ্ত ইতিষড্‌ভিঃ। নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং প্রাপ্তঃ সন্ যথা যেন প্রকারেণ ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি তথা তং প্রকারং সংক্ষেপেণৈব মে বচনান্নিবোধ। প্রতিষ্ঠিতা যা ব্রহ্মপ্রাপ্তিস্তামিমাং তথা দর্শয়িতুমাহ—নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরেতি। নিষ্ঠা পর্য্যবসানং পরিসমাপ্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥ ৫১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। মানব বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের দ্বারা ভগবদারাধনা করিয়া তাঁহার কৃপায় যে সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ ও অন্তঃকরণশুদ্ধিরূপ সিদ্ধি লাভ করিয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন, তাহা আমার বাক্য দ্বারা তুমি নিশ্চয় অবধারণ কর। আমার অধিক বলিবার ও তোমারও অধিক শুনিবার বা বুঝিবার এখন অবকাশ নাই। গুরুবেদান্তবাক্যে বিশ্বাস এবং শ্রবণ ও মনন রূপ বিচার দ্বারাই আত্মজ্ঞানের উদয় হয়। এই জ্ঞানের পরিসমাপ্তিরূপ নিষ্ঠাই পরা নিষ্ঠা। এই পরা নিষ্ঠার পরে আর সাধন নাই। অতএব হে অর্জ্জুন! এই শেষ গূঢ় রহস্য নিশ্চয়বুদ্ধিতে শ্রবণ কর ॥ ৫০ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। বিশুদ্ধয়া (বিশুদ্ধ) বুদ্ধ্যা যুক্তঃ (বুদ্ধিযুক্ত হইয়া) ধৃত্যা (ধৈর্য্য দ্বারা) আত্মানং (অহঙ্কারকে) নিয়ম্য চ (সংযত করিয়া) শব্দাদীন্ (শব্দাদি) বিষয়ান্ (বিষয়সমূহকে) ত্যক্ত্বা চ (ত্যাগ করতঃ) রাগদ্বেষৌ চ (ও রাগ দ্বেষকে) ব্যুদস্য (পরিত্যাগপূর্ব্বক) ॥ ৫১ ॥

বঙ্গানুবাদ। বিশুদ্ধবুদ্ধিযুক্ত হইয়া ও ধৈর্য্য দ্বারা বুদ্ধিকে সংযত এবং শব্দাদিবিষয় ও রাগ দ্বেষকে পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্য ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৫১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সেয়ং জ্ঞানস্য পরা নিষ্ঠোচ্যতে কথং কার্য্যেতি—বুদ্ধ্যেতি। বুদ্ধ্যাঽধ্যবসায়াত্মিকয়া বিশুদ্ধয়া মায়ারহিতয়া যুক্তঃ সম্পন্নঃ। ধৃত্যা ধৈর্য্যেণাত্মানং কার্য্যকরণসঙ্ঘাতং নিয়ম্য চ নিয়মনং কৃত্বা বশীকৃত্য। শব্দাদীন্—শব্দ আদির্যেষাং তে শব্দাদয়ঃ। তান্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা। সামর্থ্যাচ্ছরীরস্থিতিমাত্রহেতুভূতান্ কেবলান্ মুক্ত্বা—ততোঽধিকান্ সুখার্থাংস্ত্যক্ত্বেত্যর্থঃ। শরীরস্থিত্যর্থত্বেন প্রাপ্তেষু চ রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ পরিত্যজ্য চ ॥ ৫১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেবাহ—বুদ্ধ্যেতি। উক্তেন প্রকারেণ বিশুদ্ধয়া পূর্ব্বোক্তয়া সাত্ত্বিকয়া বুদ্ধ্যা যুক্তো ধৃত্যা সাত্ত্বিক্যাত্মানং তামেব বুদ্ধিং নিয়ম্য নিশ্চলাং কৃত্বা শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা তদ্বিষয়ৌ রাগদ্বেষৌ চ ব্যুদস্য। বিশুদ্ধয়া যুক্ত ইত্যাদীনাং ব্রহ্মভূয়ায় কল্পত ইতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ ॥ ৫১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। "অহং ব্রহ্মাস্মি" (ক) এইরূপ সিদ্ধান্তকারিবুদ্ধিযুক্ত হইয়া শরীর ইন্দ্রিয়াদিকে সংযত (অর্থাৎ শাস্ত্রনিষিদ্ধ মার্গ হইতে প্রত্যাহৃত) করিয়া,—অর্থাৎ রূপ,

---

(ক) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ১।৪।১০।

বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫২ ॥

রস ও গন্ধাদি হইতে—চিত্তকে যিনি আকর্ষণ করিতে পারেন, ও বিষয়সমূহে অনুরাগ বা দ্বেষ প্রকাশ করেন না, সেই মহাত্মা ব্যক্তি ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হয়েন ॥ ৫১ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। বিবিক্তসেবী (নির্জ্জনস্থাননিবাসী) লঘ্বাশী (পরিমিতাহারী) যতবাক্কায়মানসঃ (বাক্য, শরীর ও মনঃ সংযত করিয়া) নিত্যং ধ্যানযোগপরঃ (সর্ব্বদা চিন্তনশীল) বৈরাগ্যং চ সমুপাশ্রিতঃ (বৈরাগ্য আশ্রয়পূর্ব্বক) ॥ ৫২ ॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি নির্জ্জনস্থাননিবাসী, পরিমিতাহারী, যিনি বাক্য, মন ও শরীরকে সংযত করিয়াছেন, যিনি নিত্য ধ্যানযোগপরায়ণ এবং বৈরাগ্যবান্, তিনিই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের উপযুক্ত ॥ ৫২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ততঃ—বিবিক্তসেবীতি। বিবিক্তসেবী—অরণ্যনদীপুলিনগিরিগুহাদীন্ বিবিক্তান্ দেশান্ সেবিতুং শীলমস্যেতি বিবিক্তসেবী। লঘ্বাশী লঘ্বশনশীলঃ। বিবিক্তসেবালঘ্বশনয়োর্নিদ্রাদিদোষনিবর্ত্তকত্বেন চিত্তপ্রসাদহেতুত্বাদ্গ্রহণম্। যতবাক্কায়মানসঃ—বাক্ চ কায়শ্চ মানসং চ যতানি সংযতানি যস্য জ্ঞাননিষ্ঠস্য স জ্ঞাননিষ্ঠো যতির্যতবাক্কায়মানসঃ স্যাৎ। এবমুপরতসর্ব্বকরণঃ সন্ ধ্যানযোগপরঃ। ধ্যানমাত্মস্বরূপচিন্তনম্। যোগ আত্মবিষয় এবৈকাগ্রীকরণম্। তৌ ধ্যানযোগৌ পরত্বেন কর্ত্তব্যৌ যস্য স ধ্যানযোগপরঃ। নিত্যং—নিত্যগ্রহণং মন্ত্রজপাদ্যন্যকর্ত্তব্যাভাবপ্রদর্শনার্থম্। বৈরাগ্যং বিরাগভাবঃ। দৃষ্টাদৃষ্টেষু বিষয়েষু বৈতৃষ্ণ্যম্। সমুপাশ্রিতো নিত্যমেবেত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—বিবিক্তেতি। বিবিক্তসেবী শুচিদেশাবস্থায়ী। লঘ্বাশী মিতভোজী। এতৈরুপায়ৈর্যতবাক্কায়মানসঃ সংযতবাগ্দেহচিত্তো ভূত্বা নিত্যং সর্ব্বদা ধ্যানেন যো যোগো ব্রহ্মসংস্পর্শস্তৎপরঃ সন্ ধ্যানাদ্যবিচ্ছেদার্থং পুনঃ পুনর্দৃঢ়ং বৈরাগ্যং সম্যগুপাশ্রিতো ভূত্বা ॥ ৫২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি জনসঙ্গ পরিহারপূর্ব্বক নিভৃত গিরিগুহায় বা বনমধ্যে নিবাস করেন, যিনি দেহভরণোপযোগী মাত্র পরিমিত ও পবিত্র আহার গ্রহণ করেন, অর্থাৎ নিদ্রালস্যকারক গুরুতর ভোজন করেন না, যিনি যম, নিয়ম ও আসনাদি সিদ্ধির দ্বারা বাক্য, মন ও শরীরকে সংযত করিয়াছেন, যিনি সদাই ধ্যানযোগসম্পন্ন, অর্থাৎ যাঁহার চিত্ত আত্মচিন্তন দ্বারা সদৈব তদাকারাকারিত হইয়া থাকে, বিষয়ভোগ বাসনায় যাঁহার চিত্তবৃত্তি বহির্ম্মুখে ধাবিত হয় না, তিনিই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে সমর্থ ॥ ৫২ ॥

:০:-

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ৫৩॥

অন্বয়বোধিনী। অহঙ্কারং, বলং, দর্পং, কামং, ক্রোধং, পরিগ্রহং (বাহ্য ভোগ সাধনরূপ প্রতিগ্রহ) বিমুচ্য (ত্যাগ করিয়া) নির্ম্মমঃ (মমতাবিহীন) শান্তঃ (বিক্ষেপ-শূন্য) [মনুষ্য] ব্রহ্মভূয়ায় (ব্রহ্মসাক্ষাৎকারার্থ) কল্পতে (যোগ্য হয়)॥ ৫৩॥

বঙ্গানুবাদ। অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নির্ম্মম ও বিক্ষেপশূন্য হইয়া মনুষ্য ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের উপযুক্ত হয়॥ ৫৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—অহঙ্কারমিতি। অহঙ্কারম্—অহঙ্করণমহঙ্কারো দেহে-ন্দ্রিয়াদিষু। তম্। বলং সামর্থ্যং কামরাগাদিযুক্তং নেতরচ্ছরীরাদিসামর্থ্যম্। স্বাভাবিকত্বেন ত্যাগস্যাশক্যত্বাৎ। দর্পং—দর্পো নাম হর্ষান্তরভাবী ধর্ম্মাতিক্রমহেতুঃ। হৃষ্টো দৃপ্যতি। দৃপ্তো ধর্ম্মমতিক্রামতীতি স্মরণাৎ। তং চ। কামমিচ্ছাম্। ক্রোধং দ্বেষং চ। পরিগ্রহম্—ইন্দ্রিয়মনো-গতদোষপরিত্যাগে শরীরধারণপ্রসঙ্গেন ধর্ম্মানুষ্ঠাননিমিত্তেন বা বাহ্যঃ পরিগ্রহঃ প্রাপ্তঃ। তং চ বিমুচ্য পরিত্যজ্য পরমহংসপরিব্রাজকো ভূত্বা। দেহজীবনমাত্রেঽপি নির্গতমমভাবো নির্ম্মমঃ। অত এব শান্ত উপরতঃ। যঃ সংহৃতায়াসো যতির্জ্ঞাননিষ্ঠঃ। ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মভবনায় কল্পতে সমর্থো ভবতি॥ ৫৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—অহঙ্কারমিতি। ততশ্চ বিবক্তোঽহমিত্যাদ্যহ-ঙ্কারম্। বলং দুরাগ্রহম্। দর্পং যোগবলাদুন্মার্গপ্রবৃত্তিলক্ষণম্। প্রারব্ধবশাৎ প্রাপ্যমাণেষ্বপি বিষয়েষু কামম্। ক্রোধং পরিগ্রহং চ বিমুচ্য বিশেষেণ ত্যক্ত্বা। বলাদাপন্নেষু নির্ম্মমঃ সন্। শান্তঃ পরমামুপশান্তিং প্রাপ্তঃ। ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মাহমিতি নৈশ্চল্যেনাবস্থানায়। কল্পতে যোগ্যো ভবতি॥ ৫৩॥

গীতার্থসন্দীপনী। আমি কুলীন, আমি মহাপুরুষের শিষ্য, আমি বড় ত্যাগী ও আমার সমকক্ষ কেহই নাই ইত্যাদিরূপ অহঙ্কার যাঁহার নাই, শাস্ত্রবিরুদ্ধ অসৎ আগ্রহ-রূপ বল যিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন, কার্য্য সাধন করিয়া যিনি দর্প করেন না, অথবা হর্ষজনিত মদমত্ততা যাঁহার নাই, যাঁহার পারলৌকিক বিষয়ভোগে কামনা নাই, যিনি কাহারও প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া ক্রুদ্ধ হয়েন না, স্পৃহাশূন্য হইয়াও যিনি শরীর মাত্র রক্ষা করিবার নিমিত্ত বাহ্য ভোগ সাধনরূপ কোন প্রতিগ্রহ করেন না, এবং যিনি শাস্ত্রবিধি অনুসারে শিখাসূত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসী হইয়া নির্ম্মম হইয়াছেন, যাঁহার অহং মমেতি বুদ্ধি দ্বারা হর্ষ ও বিষাদাদিতে চিত্তের আদৌ বিক্ষেপ হয় না, সেই জ্ঞানসাধনশীল ব্যক্তিই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের উপযুক্ত॥ ৫৩॥

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। ব্রহ্মভূতঃ (ব্রহ্মে অবস্থিত) প্রসন্নাত্মা (প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি) ন শোচতি (শোক করেন না), ন কাঙ্ক্ষতি (আকাঙ্ক্ষা করেন না), সর্ব্বেষু ভূতেষু (সর্ব্বভূতে) সমঃ (সমদর্শী হইয়া) পরাং (পরমা) মদ্ভক্তিং (পরমাত্মভক্তি) লভতে (লাভ করিয়া থাকেন) ॥ ৫৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি ব্রহ্মে অবস্থিত ও প্রসন্নচিত্ত, যিনি শোকে উদ্বিগ্ন হয়েন না ও কোন প্রকার আকাঙ্ক্ষা করেন না, এবং যিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শী, তিনিই আমার পরা ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৫৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অনেন ক্রমেণ—ব্রহ্মভূত ইতি। ব্রহ্মভূতা ব্রহ্মপ্রাপ্তঃ। প্রসন্নাত্মা লব্ধাধ্যাত্মপ্রসাদঃ। ন শোচতি। কিঞ্চিদর্থবৈকল্যমাত্মনো বৈগুণ্যং চোদ্দিশ্য ন শোচতি ন সন্তপ্যতে। ন কাঙ্ক্ষতি। ন হ্যপ্রাপ্তবিষয়াকাঙ্ক্ষা ব্রহ্মবিদ উপপদ্যতে। অতো ব্রহ্মভূতস্যায়ং স্বভাবোঽনূদ্যতে—ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতীতি। ন হৃষ্যতীতি বা পাঠঃ। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু—আত্মৌপম্যেন সর্ব্বেষু ভূতেষু সুখং দুঃখং বা সমমেব পশ্যতীত্যর্থঃ। নাত্মসমদর্শনমিহ তস্য বক্ষ্যমাণত্বাৎ—ভক্ত্যা মামভিজানাতীতি। এবম্ভূতো জ্ঞাননিষ্ঠো মদ্ভক্তিং ময়ি পরমেশ্বরে ভক্তিং ভজনং পরামুত্তমাং জ্ঞানলক্ষণাং চতুর্থীং লভতে। চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মামিত্যুক্তম্ ॥ ৫৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ব্রহ্মাঽহম্ (ক) ইত্যেবং নৈশ্চল্যেনাঽবস্থানস্য ফলমাহ—ব্রহ্মেতি। ব্রহ্মভূতো ব্রহ্মণ্যবস্থিতঃ। প্রসন্নচিত্তঃ। নষ্টং ন শোচতি। ন চাঽপ্রাপ্তং কাঙ্ক্ষতি। দেহাদ্যভিমানাঽভাবাৎ। অত এব সর্ব্বেষ্বপি ভূতেষু সমঃ সন্ রাগদ্বেষাদিকৃতবিক্ষেপাঽভাবাৎ সর্ব্বভূতেষু মদ্ভাবনালক্ষণাং পরাং মদ্ভক্তিং লভতে ॥ ৫৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি বেদান্ত শাস্ত্র শ্রবণ মননাদি দ্বারা "অহং ব্রহ্মাঽস্মি"(খ) এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, যিনি শম ও দমাদি সাধনপূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধির প্রভাবে প্রসন্নাত্মা হইয়াছেন, যাঁহার দেহাভিমান না থাকায় কোন প্রকার শোকের উদয় হয় না, যিনি ভোগার্থ কোন পদার্থেরই আকাঙ্ক্ষা রাখেন না, যাহার নিগ্রহ, অনুগ্রহ, প্রিয়, অপ্রিয়, স্বকীয় ও পরকীয় সকলই সমান, অর্থাৎ তৃণ হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত আত্মদৃষ্টিবশতঃ যাঁহার সকলই সমান বোধ হয়, এইরূপ জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসী ভগবানের পরা ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। যে ভক্তি দ্বারা সাধারণতঃ মনুষ্য ভগবদারাধনায় প্রবৃত্ত হয়, তাহার নাম শ্রদ্ধা বা গৌণী ভক্তি। কিন্তু পরা ভক্তি কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান রূপ সাধন সকলের পরিণামফলস্বরূপ। জ্ঞানের পরিপাকাবস্থার নামই পরা ভক্তি। বৈধ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে নিষ্ঠা, নিষ্ঠা হইতে শ্রদ্ধা বা গৌণী ভক্তি, গৌণী ভক্তি দ্বারা ভগবদুপাসনা, ভগবদুপাসনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি

(ক) মহানারায়ণোপনিষৎ, ৫।১০। (খ) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ১।৪।১০।

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাঽস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ৫৫ ॥

দ্বারা জ্ঞান, জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি ও ভগবৎসাক্ষাৎকার, ভগবৎসাক্ষাৎকার হইলে সাধকের প্রতি তাঁহার কৃপাদৃষ্টি হয়, এবং এই কৃপাদৃষ্টি হইতেই পরাভক্তির উদয় হইয়া থাকে ॥ ৫৪ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। [আমি] যাবান্ (যেরূপ) যঃ চ (ও যাহা) অস্মি (হই) [ব্রহ্মভূত ব্যক্তি] মাং (আমাকে—ভগবান্‌কে) ভক্ত্যা (ভক্তি দ্বারা) তত্ত্বতঃ (স্বরূপতঃ) অভিজানাতি (বিদিত হয়েন), ততঃ (অনন্তর) মাং (আমাকে) তত্ত্বতঃ জ্ঞাত্বা (জানিয়া) তদনন্তরং বিশতে (প্রবেশ করেন) ॥ ৫৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। তৎপরে সাধক এই ভক্তির প্রভাবেই প্রকৃত প্রস্তাবে আমার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ বিদিত হইয়া পরিণামে আমাতেই প্রবেশ করেন ॥ ৫৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ততো জ্ঞানলক্ষণয়া—ভক্ত্যা মামভিজানাতীতি। যাবানহমুপাধিকৃতবিস্তরভেদো যশ্চাঽহং বিধ্বস্তসর্ব্বোপাধিভেদ উত্তমঃ পুরুষ আকাশকল্পঃ। তং মামদ্বৈতং চৈতন্যমাত্রৈকরসমজমজরমমরমভয়মনিধনং তত্ত্বতোঽভিজানাতি। ততো মামেবং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরং মামেব। নাহত্র জ্ঞানানন্তরপ্রবেশক্রিয়ে ভিন্নে বিবক্ষিতে—জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরমিতি। কিং তর্হি? ফলান্তরাভাবজ্ঞানমাত্রমেব। ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধীত্যুক্তত্বাৎ।

নন্বু বিরুদ্ধমিদমুক্তম্। জ্ঞানস্য যা পরা নিষ্ঠা তয়া মামভিজানাতীতি। কথং বিরুদ্ধমিতি চেৎ? উচ্যতে—যদৈব যস্মিন্ বিষয়ে জ্ঞানমুৎপদ্যতে জ্ঞাতুস্তদৈব তং বিষয়মভিজানাতি জ্ঞাতেতি ন জ্ঞাননিষ্ঠাং জ্ঞানাবৃত্তিলক্ষণামপেক্ষত ইতি। অতশ্চ জ্ঞানেন নাভিজানাতি। জ্ঞানাবৃত্ত্যা তু জ্ঞাননিষ্ঠয়াঽভিজানাতীতি।

নৈষ দোষঃ। জ্ঞানস্য স্বাত্মোৎপত্তিপরিপাকহেতুযুক্তস্য প্রতিপক্ষবিহীনস্য যদাত্মানুভব-নিশ্চয়াবসানত্বং তস্য নিষ্ঠাশব্দাভিলাপাচ্ছাস্ত্রাচার্য্যোপদেশেন জ্ঞানোৎপত্তিপরিপাকহেতুং সহকারিকারণং বুদ্ধিবিশুদ্ধ্যাদ্যমানিত্বাদিগুণং চাঽপেক্ষ্য জনিতস্য ক্ষেত্রজ্ঞপরমাত্মৈকজ্ঞানস্য কর্ত্রাদিকারকভেদবুদ্ধিনিবন্ধনসর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসসহিতস্য স্বাত্মানুভবনিশ্চয়রূপেণ যদবস্থানং সা পরা জ্ঞাননিষ্ঠেত্যুচ্যতে। সেয়ং জ্ঞাননিষ্ঠার্ত্তাদিভক্তিত্রয়াপেক্ষয়া পরা চতুর্থী ভক্তিরিত্যুক্তা। তয়া পরয়া ভক্ত্যা ভগবন্তং তত্ত্বতোঽভিজানাতি। যদনন্তরমেবেশ্বরক্ষেত্রজ্ঞভেদবুদ্ধিরশেষতো নিবর্ত্ততে। অতো জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণয়া ভক্ত্যা মামভিজানাতীতি বচনং ন বিরুধ্যতে। অত্র চ সর্ব্বং নিবৃত্তিবিধায়ি শাস্ত্রং বেদান্তেতিহাসপুরাণস্মৃতিলক্ষণং প্রসিদ্ধমর্থবদ্ভবতি। বিদিত্বা·· ব্যুত্থায়াঽথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি (ক)। তস্মান্ন্যাসমেষাং তপসামতিরিক্তমাহুঃ (খ)। ন্যাস

(ক) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৩।৫।১ ; ৪।৪।২২। (খ) মহানারায়ণোপনিষৎ, ২৩।১।

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥ ৫৬ ॥

এবা ত্যারেচয়ৎ (ক) ইতি। সংন্যাসঃ কর্ম্মণাং ন্যাসঃ। বেদানিমং চ লোকমমুং চ পরিত্যজ্য। ত্যজ ধর্ম্মমধর্ম্মং চেত্যাদি। ইহ চ দর্শিতানি বাক্যানি। ন চ তেষাং বাক্যানামানর্থক্যং যুক্তম্। ন চাঽর্থবাদত্বম। স্বপ্রকরণস্থত্বাৎ। প্রত্যগাত্মাঽবিক্রিয়স্বরূপনিষ্ঠত্বাচ্চ মোক্ষস্য। ন হি পূর্ব্বসমুদ্রং জিগমিষোঃ প্রাতিলোম্যেন প্রত্যক্‌সমুদ্রং জিগমিষুণা সমানমার্গত্বং সম্ভবতি। প্রত্যগাত্মবিষয়প্রত্যয়সন্তানকরণাঽভিনিবেশশ্চ জ্ঞাননিষ্ঠা। সা চ প্রত্যক্‌সমুদ্রগমনবৎ কর্ম্মণা সহভাবিত্বেন বিরুধ্যতে। পর্ব্বতসর্ষপয়োরিবান্তরবান্ বিরোধঃ প্রমাণবিদাং নিশ্চিতঃ। তস্মাৎ সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসেনৈব জ্ঞাননিষ্ঠা কার্য্যেতি সিদ্ধম্ ॥ ৫৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ভক্ত্যেতি। তয়া চ পরয়া ভক্ত্যা তত্ত্বতো মামভিজানাতি। কথম্ভূতম্? যাবান্ সর্ব্বব্যাপী যশ্চাহস্মি সচ্চিদানন্দঘনস্তথাভূতম্। ততশ্চ মামেবং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা তদনন্তরং তস্য জ্ঞানস্যাপ্যুপরমে সতি মাং বিশতে। পরমানন্দরূপো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। পরা ভক্তি ব্যতীত ভগবানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সত্তা যথাযথ অনুভব করিতে পারা যায় না। শাস্ত্র, বিচার ও বিতর্ক প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার দর্শনানন্দ অনুভব করা যায় না। শাস্ত্র যে তাঁহাকে পরিপূর্ণ, সত্য, জ্ঞান, আনন্দঘন, সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত, এক, অখণ্ড, অদ্বিতীয়, অজর, অমর, অভয়, অশোক, গুণাতীত, ইন্দ্রিয়াতীত ও ভাবাতীত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, পরা ভক্তি ব্যতীত ঈদৃশ স্বরূপের উপলব্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। পরমাত্মার স্বরূপ উপলব্ধি হইলেই পরমহংস—সন্ন্যাসীর আত্মসত্তা সেই নির্গুণ পরব্রহ্মে বিলীন হইয়া যায়। জ্ঞানের পরনিষ্ঠাসম্পন্ন অবস্থায় সাধকের প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগায়তনস্বরূপ দেহও যে বিনষ্ট হইয়া যাইবে তাহা নহে, তিনি জীবন্মুক্ত অবস্থাতেই পরমানন্দ অনুভব করিতে থাকিবেন ॥ ৫৫ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। সদা সর্ব্বকর্ম্মাণি (সমস্ত কর্ম্ম) কুর্ব্বাণঃ অপি (করিয়াও) মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ (আমাকে আশ্রয় করিয়া) মৎপ্রসাদাৎ (আমার প্রসাদে) শাশ্বতম্ (নিত্য) অব্যয়ং পদম (অক্ষয় স্থান) অবাপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়েন) ॥ ৫৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও যিনি আমার শরণাগত হয়েন, তিনি আমার প্রসাদে শাশ্বত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৫৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। স্বকর্ম্মণা ভগবতোঽভ্যর্চ্চনভক্তিযোগস্য সিদ্ধিপ্রাপ্তিঃ ফলং জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতা। যন্নিমিত্তা জ্ঞাননিষ্ঠা মোক্ষফলাবসানা। স ভগবদ্ভক্তিযোগোঽধুনা স্তূয়তে

(ক) মহানারায়ণোপনিষৎ, ২১।২।

চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭ ॥

শাস্ত্রার্থোপসংহারপ্রকরণে শাস্ত্রার্থনিশ্চয়দার্ঢ্যায় –সর্ব্বকর্ম্মাণীতি। সর্ব্বকর্ম্মাণি প্রতিষিদ্ধান্যপি। সদা কুর্ব্বাণোঽনুতিষ্ঠন্। মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ –অহং বাসুদেব ঈশ্বরো ব্যপাশ্রয়ো যস্য স মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ মদর্পিতসর্ব্বাত্মভাব ইত্যর্থঃ। সোঽপি মৎপ্রসাদান্মমেশ্বরস্য প্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং নিত্যং বৈষ্ণবং পদমব্যয়ম্ ॥ ৫৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। স্বকর্ম্মভিঃ পরমেশ্বরারাধনাদুক্তং মোক্ষপ্রকারমুপসংহরতি—সর্ব্বকর্ম্মাণীতি। সর্ব্বকর্ম্মাণি সর্ব্বাণি নিত্যানি নৈমিত্তিকানি কাম্যানি চ কর্ম্মাণি পূর্ব্বোক্তক্রমেণ মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ সন্ সর্ব্বদা কুর্ব্বাণঃ। মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ—অহমেব ব্যপাশ্রয় আশ্রয়ণীয়ঃ। ন তু স্বর্গাদি ফলং যস্য সঃ। মৎপ্রসাদাচ্ছাশ্বতমনাদি। অব্যয়ং নিত্যম্। সর্ব্বোৎকৃষ্টং পদং প্রাপ্নোতি ॥ ৫৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। অন্তঃকরণশুদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে নাই, এবং শুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তি সমস্ত কর্ম্মের সন্ন্যাস করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিবেন, ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। কর্ম্মসন্ন্যাস ব্যতীত ব্রহ্মপদ লাভ হয় না, অর্জ্জুনের এই অপসিদ্ধান্ত বা ভ্রম ভঞ্জন করিবার জন্য ভগবান্ বলিতেছেন – নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে জীবের চিত্তশুদ্ধি হয়, চিত্তশুদ্ধি হইলে ভগবানে আত্মসমর্পণ করিবার বুদ্ধি বলবতী হয়। ভগবচ্ছরণাগত ব্যক্তি ব্রাহ্মণই হউন বা অন্য কোন বর্ণই হউন, তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করুন বা সন্ন্যাসের অনধিকারীই হউন, ভগবৎকৃপায় তিনি পরম পদ লাভ করিয়া থাকেন। সন্ন্যাসিগণের সন্ন্যাসধর্ম্মের কোন অঙ্গহানি হইলে সেই নিত্য, সনাতন ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদ লাভে সংশয়ও থাকিতে পারে, কিন্তু যে শরণাগত ব্যক্তি তাঁহার অনুগ্রহলাভে কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে ভগবানের নিত্য ধাম লাভ করা কিছুমাত্র কঠিন নহে। তাঁহার শরণাগত হইলে বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান ও সামর্থ্যাদির কিছুমাত্র প্রয়োজন করে না। সমস্ত সাধনের ফলস্বরূপ তাঁহার কৃপা লাভ করিয়া সাধক নিজ জন্ম সফল করেন। "কি অভাব তার, যে বা একবার, তোমার শরণ লয় হে" ॥ ৫৬ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। চেতসা (অন্তঃকরণ দ্বারা) সর্ব্বকর্ম্মাণি (সমস্ত কর্ম্ম) ময়ি (আমাতে) সংন্যস্য (সমর্পণপূর্ব্বক) মৎপরঃ (মৎপরায়ণ হইয়া) বুদ্ধিযোগম্ (জ্ঞানযোগ) উপাশ্রিত্য (আশ্রয়পূর্ব্বক) সততং (সর্ব্বদা) মচ্চিত্তঃ ভব (হও) ॥ ৫৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন! তুমি বুদ্ধি দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম আমাতে সমর্পণপূর্ব্বক মৎপরায়ণ হও, এবং বুদ্ধিযোগ আশ্রয় করিয়া আমাতেই চিত্ত সমর্পণ কর ॥ ৫৭ ॥

মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি।
অথ চেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥ ৫৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যস্মাদেবং তস্মাৎ—চেতসেতি। চেতসা বিবেকবুদ্ধ্যা। সর্ব্বকর্ম্মাণি দৃষ্টাদৃষ্টার্থানি। ময়ীশ্বরে সংন্যস্য—যৎ করোষি যদশ্নাসীত্যুক্তন্যায়েন। মৎপরঃ—অহং বাসুদেবঃ পরো যস্য তব স ত্বং মৎপরঃ সন্ ময্যর্পিতসর্ব্বাত্মভাবঃ। বুদ্ধিযোগং—ময়ি সমাহিতবুদ্ধিত্বং বুদ্ধিযোগঃ। তং বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য। আশ্রয়োঽনন্যশরণত্বম্। মচ্চিত্তো ময্যেব চিত্তং যস্য তব স মচ্চিত্তঃ। সততং সর্ব্বদা ভব ॥ ৫৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যস্মাদেবং তস্মাৎ—চেতসেতি। সর্ব্বকর্ম্মাণি চেতসা ময়ি সংন্যস্য সমর্প্য। মৎপরঃ-অহমেব পরঃ প্রাপ্যঃ পুরুষার্থো যস্য সঃ। ব্যবসায়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যা যোগমুপাশ্রিত্য। সততং কর্ম্মানুষ্ঠানকালেঽপি। ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিরিতি-ন্যায়েন ময্যেব চিত্তং যস্য তথাভূতো ভব ॥ ৫৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। লৌকিক বা বৈদিক যাহা কিছু কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবে, বিবেকযুক্ত বুদ্ধি বিচার দ্বারা তৎসমস্তই পরমেশ্বরে সমর্পণ করিবে, এবং জগতের সমস্ত আশা ভরসা পরিত্যাগ করিয়া, কর্ম্মফলের সিদ্ধি বা অসিদ্ধির দিকে মনোনিবেশ না করিয়া, মোক্ষানুকূল বুদ্ধিযোগ অবলম্বনপূর্ব্বক চিত্তকে সর্ব্বদাই ভগবৎপ্রেমে আপ্লুত করিয়া রাখিবে। হে ভগবন্। হে প্রভো। হে শরণাগতরক্ষক। তুমি ভিন্ন আমার আর কেহ রক্ষাকর্ত্তা নাই, আমি তোমারই হইলাম। মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া ভগবানে মন সমর্পণ কর ॥ ৫৭ ॥

---:o:---

অন্বয়বোধিনী। [তুমি] মচ্চিত্তঃ (মদ্গতচিত্ত হইয়া) মৎপ্রসাদাৎ (আমার অনুগ্রহে) সর্ব্বদুর্গাণি (সমস্ত দুঃখ) তরিষ্যসি (উত্তীর্ণ হইবে)। অথ চেৎ (আর যদি) অহঙ্কারাৎ (অহঙ্কারবশতঃ) [আমার বাক্য] ন শ্রোষ্যসি (শ্রবণ না কর) [তাহা হইলে] বিনঙ্ক্ষ্যসি (বিনষ্ট হইবে) ॥ ৫৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন! মদ্গতচিত্ত হইলে আমার অনুগ্রহে দুস্তর সংসার দুঃখাদি হইতে উত্তীর্ণ হইবে। আর যদি অহঙ্কারপূর্ব্বক আমার বাক্য শ্রবণ না কর, তাহা হইলে তুমি বিনষ্ট হইবে ॥ ৫৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। মচ্চিত্ত ইতি। মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি সর্ব্বাণি দুস্তরাণি সংসারহেতুজাতানি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি ক্রমিষ্যসি। অথ চেদ্যদি ত্বং মদুক্তমহঙ্কারাৎ—পণ্ডিতোঽহমিতি—ন শ্রোষ্যসি ন গ্রহীষ্যসি ততস্ত্বং বিনঙ্ক্ষ্যসি বিনাশং গমিষ্যসি ॥ ৫৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ততো যদ্ভবিষ্যতি তচ্ছৃণু—মচ্চিত্ত ইতি। মচ্চিত্তঃ সন্-মৎপ্রসাদাৎ সর্ব্বাণ্যপি দুর্গাণি দুস্তরাণি সাংসারিকদুঃখানি তরিষ্যসি। বিপক্ষে দোষমাহ—

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি ॥ ৫৯ ॥

অথ চেদযদি পুনস্ত্বমহঙ্কারাজ্জ্ঞাতৃত্বাভিমানান্মদুক্তমেতন্ন শ্রোষ্যসি তর্হি বিনঙ্ক্ষ্যসি পুরুষার্থাদ্‌-ভ্রষ্টো ভবিষ্যসি ॥ ৫৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। কামক্রোধাদি ও বিষয়ব্যাপারাদি দ্বারা সংসার নানা দুঃখে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। যিনি নিজ পৌরুষ দেখাইতে গিয়া বলপূর্ব্বক রিপু ও ইন্দ্রিয়াদি দমন করিতে যান, তিনি প্রায়ই সিদ্ধমনোরথ হইতে পারেন না। কিন্তু যিনি কোন প্রযত্ন না করিয়াও কেবল ভগবানের শরণাগত হয়েন, প্রবল বায়ুবেগে মেঘমালা যেমন খণ্ডবিখণ্ড হইয়া উড়িয়া যায়, তাঁহার কামক্রোধাদি দুঃখরাশিও সেইরূপ ভগবৎকৃপালেশমাত্রেই আপনা আপনিই বিদূরিত হইয়া যায়। আর হে অর্জ্জুন। যদি তুমি নিজ পাণ্ডিত্যাভি-মানের বশীভূত হইয়া আমার বাক্য (ভগবদ্বাণী) অবহেলা কর, তাহা হইলে তুমি নিশ্চয়ই স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হইবে। ৫৮ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। অহঙ্কারম্ (অহঙ্কারকে) আশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) ন যোৎস্যে (যুদ্ধ করিব না) ইতি (এইরূপ) যৎ মন্যসে (যে মনে করিতেছ) তে (তোমার) এষঃ (এই) ব্যবসায়ঃ (নিশ্চয়) মিথ্যা (মিথ্যাই), [কেন না] প্রকৃতিঃ ত্বাং (তোমাকে) [যুদ্ধে] নিযোক্ষ্যতি (প্রবর্ত্তিত করিবে)। ৫৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। যদি অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া "আমি কদাচ যুদ্ধ করিব না" এইরূপ নিশ্চয় করিয়া থাক, তাহাও নিষ্ফল হইবে। কেন না প্রকৃতি তোমাকে যুদ্ধে অবশ্য প্রবর্ত্তিত করিবেই করিবে ॥ ৫৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ইদং চ ত্বয়া ন মন্তব্যং—স্বতন্ত্রোঽহং কিমর্থং পরোক্তং করি-ষ্যামীতি—যদিতি। যচ্চৈতত্ত্বমহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি ন যুদ্ধং করিষ্যামীতি মন্যসে চিন্তয়সি নিশ্চয়ং করোষি। মিথ্যৈষ ব্যবসায়ো নিশ্চয়স্তে তব। যস্মাৎ প্রকৃতিঃ ক্ষাত্রস্বভাবত্বাং নিযোক্ষ্যতি। ৫৯।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কামং বিনঙ্ক্ষ্যামি ন তু বন্ধুভির্যুদ্ধং করিষ্যামীতি চেৎ? তত্রাহ—যদহঙ্কারমিতি। মদুক্তমনাদৃত্য কেবলমহঙ্কারমবলম্ব্য যুদ্ধং ন করিষ্যামীতি যন্মন্যসে ত্বমধ্যবস্যসি। এষ তে ব্যবসায়ো মিথ্যৈব। অস্বতন্ত্রত্বাত্তব। তদেবাহ—প্রকৃতিস্ত্বাং রজোগুণরূপেণ পরিণতা সতী নিযোক্ষ্যতি যুদ্ধে প্রবর্ত্তয়িষ্যত্যেব। ৫৯॥

গীতার্থসন্দীপনী। 'আমি ধর্ম্মাত্মা, যুদ্ধরূপ ক্রূর কর্ম্ম করিব না" বৃথাভি-মানবশতঃ যদি তুমি এইরূপ স্থির করিয়া থাক, তবে তাহা ব্যর্থ হইবে; কেন না যে রজোগুণ হইতে ক্ষত্রিয় জাতির উৎপত্তি, সেই রাজসী প্রকৃতি নিশ্চয়ই তোমাকে যুদ্ধার্থ নিযুক্ত

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥৬০॥
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ৬১ ॥

করিবে। তোমার অভিমান বা অহঙ্কার সেই প্রকৃতির গতি কিছুতেই রোধ করিতে পারিবে না ॥ ৫৯ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। [হে] কৌন্তেয়। মোহাৎ (মোহবশতঃ) যৎ কর্ত্তুং (যে যুদ্ধ করিতে) ন ইচ্ছসি (ইচ্ছা করিতেছ না) স্বভাবজেন (স্বভাবজাত) স্বেন (স্বীয়) কর্ম্মণা (কর্ম্মদ্বারা) নিবদ্ধঃ (বশীভূত হইয়া) অবশঃ (অস্বাধীনভাবে) তৎ অপি (তাহাও) করিষ্যসি (করিবে) ॥ ৬০ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন! মোহপ্রযুক্ত তুমি যে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছ না, পরিণামে স্বভাবজাত ক্ষত্রিয়-প্রকৃতির বশীভূত হইয়া তাহা তোমাকে করিতেই হইবে ॥ ৬০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যস্মাচ্চ—স্বভাবজেনেতি। স্বভাবজেন শৌর্য্যাদিনা যথোক্তেন কৌন্তেয় নিবদ্ধো নিশ্চয়েন বদ্ধঃ স্বেনাত্মীয়েন কর্ম্মণা কর্ত্তুং নেচ্ছসি যৎ কর্ম্ম মোহাদবিবেকতঃ। করিষ্যস্যবশোঽপি পরবশ এব তৎ কর্ম্ম ॥ ৬০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—স্বভাবজেনেতি। স্বভাবঃ ক্ষত্রিয়ত্বহেতুঃ পূর্ব্বকর্ম্মসংস্কারঃ। তস্মাজ্জাতেন স্বীয়েন কর্ম্মণা শৌর্য্যাদিনা পূর্ব্বোক্তেন নিবদ্ধো যন্ত্রিতস্ত্বং মোহাদযৎ কর্ম্ম যুদ্ধলক্ষণং কর্ত্তুং নেচ্ছস্যবশঃ সংস্তৎ কর্ম্ম করিষ্যস্যেব ॥ ৬০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। অর্জ্জুন আপনাকে যে সুশিক্ষিত, ধর্ম্মজ্ঞ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ বোধ করিতেছেন, তাহা মোহপ্রভাববশতঃ। যেমন রঙ্গের উপর রসায়ন করিলে তাহা রৌপ্যবৎ বোধ হয়, কিন্তু ধাতুগত তাহা যে বঙ্গ সেই রঙ্গই থাকিয়া যায়, এবং অগ্নিপরীক্ষা কালে রঙ্গেরই পরিচয় পাওয়া যায়, সেইরূপ অর্জ্জুনের ক্ষত্রিয়-প্রকৃতিতে শিক্ষাভিমানরূপ রসায়নস্পর্শে ব্রাহ্মণোচিত ভাব প্রকাশিত হইতেছে সত্য, কিন্তু যুদ্ধরূপ পরীক্ষাস্থলে অর্জ্জুনের প্রকৃতিগত শৌর্য্য বীর্য্য আপনা আপনি প্রকাশিত হইয়া আসিবে। কেন না প্রাকৃতিকী শক্তির মর্য্যাদা কেহই উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না। "স্বভাব" শব্দে ভগবান্ ক্ষত্রিয়-প্রকৃতি ও ঈশ্বরের ইচ্ছা উভয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন। অর্জ্জুনের মনের ভাব যাহাই হউক না কেন, তিনি ক্ষত্রিয়-প্রকৃতির ও ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে কখনই সমর্থ হইবেন না ॥ ৬০ ॥

-:০:-

অন্বয়বোধিনী। [হে] অর্জ্জুন। ঈশ্বরঃ মায়য়া (মায়াদ্বারা) সর্ব্বভূতানি (প্রাণিসমূহকে) যন্ত্রারূঢ়ানি ইব (যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার ন্যায়) ভ্রাময়ন্ (ভ্রমণ করাইয়া) সর্ব্বভূতানাং (সর্ব্ব জীবের) হৃদ্দেশে (হৃদয়ে) তিষ্ঠতি (অধিষ্ঠান করিতেছেন)॥ ৬১॥

বঙ্গানুবাদ। ভগবান প্রাণিসমূহের হৃদয়ে বাস করিয়া যন্ত্রারূঢ় কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় তাহাদিগকে ভ্রমণ করাইতেছেন॥ ৬১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যস্মাৎ—ঈশ্বর ইতি। ঈশ্বর ঈশনশীলো নারায়ণং সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বপ্রাণিনাং হৃদ্দেশে হৃদয়দেশেঽর্জ্জুন শুক্লান্তরাত্মস্বভাব বিশুদ্ধান্তঃকরণ—অহশ্চ কৃষ্ণমহরর্জ্জুনং চেতি দর্শনাৎ—তিষ্ঠতি স্থিতিং লভতে। স কথং তিষ্ঠতীতি? আহ—ভ্রাময়ন্ ভ্রমণং কারয়ন্। সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি যন্ত্রাণ্যারূঢ়ান্যধিষ্ঠিতানীবেতীবশব্দোঽত্র দ্রষ্টব্যঃ। যথা দারুকৃতপুরুষাদীনি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া চদ্মনা ভ্রাময়ংস্তিষ্ঠতীতি সম্বন্ধঃ॥ ৬১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেবং শ্লোকদ্বয়েন সাংখ্যাদিমতেন প্রকৃতিপারতন্ত্র্যং স্বভাবপারতন্ত্র্যং চোক্তম্। ইদানীং স্বমতমাহ—ঈশ্বর ইতিদ্বাভ্যাম্। সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে হৃদয়মধ্যে ঈশ্বরোঽন্তর্যামী তিষ্ঠতি। কিং কুর্ব্বন্? সর্ব্বাণি ভূতানি মায়য়া নিজশক্ত্যা ভ্রাময়ংস্তত্তৎকর্ম্মসু প্রবর্ত্তয়ন্। যথা দারুযন্ত্রমারূঢ়ানি কৃত্রিমাণি ভূতানি সূত্রধারো লোকে ভ্রাময়তি তদ্বদিত্যর্থঃ। যদ্বা—যন্ত্রাণি শরীরাণি। আরূঢ়ানি ভূতানি। দেহাভিমানিনো জীবান্ ভ্রাময়ন্নিত্যর্থঃ। তথা চ শ্বেতাশ্বতরাণাং মন্ত্রঃ—একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ (ক) ইতি। অন্তর্যামিব্রাহ্মণং চ—য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মানমন্তরো যময়তি যমাত্মা ন বেদ যস্যাত্মা শরীরমেব ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ (খ)। ইত্যাদি॥ ৬১॥

গীতার্থসন্দীপনী। মায়াবচ্ছিন্ন মনুষ্য মায়াপ্রভাবে আপনাকে স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া মনে করে, এবং ইহাও মনে করে যে তাহার বুঝি স্বতন্ত্র ভাবে কার্য্য করিবার স্বতন্ত্র শক্তি আছে। মায়াপ্রভাবে মনুষ্য এই ভ্রমে অন্ধীভূত। বস্তুতঃ ভগবানই জগতের অধিষ্ঠান স্বরূপ, তিনিই জগতের নায়ক। তাঁহারই মায়ায় তাঁহারই অভিপ্রায় অনুসারে জগৎ চালিত হইতেছে। নদীর স্রোতে নৌকা ভাসিয়া গেলে বা বায়ুর বেগে মেঘ উড়িয়া গেলে, লোকে বলে নৌকা চলিতেছে, মেঘ চলিতেছে ইত্যাদি। সেইরূপ ভগবানের অলক্ষিত শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া অবোধ মনুষ্যগণ মনে করিয়া থাকে, আমরা স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতেছি। তুমি আপনাকে যতই কেন স্বাধীন মনে কর না, ঐশী শক্তির অধীন হইয়া তোমাকে চিরদিনই থাকিতে হইবে। যাঁহার ইচ্ছা ঐশশক্তিপ্রবাহের অনুকূল, তিনিই ধন্য ও তিনিই সাধু। যেমন সূত্রধার—কাষ্ঠনির্ম্মিত অশ্ব, হস্তী ও ব্যাঘ্র আদিকে যন্ত্রারূঢ় করিয়া ঘুরাইয়া দিলে তাহারা ঘুরিতে থাকে, এবং সূত্র সংযত করিলে তাহাদের গতি রুদ্ধ হয়, সেইরূপ ভগবানের

(ক) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৬.১১। (খ) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৩.৭.৩।

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥ ৬২ ॥
ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৬৩ ॥

মায়াযন্ত্রের প্রভাবে জীবসমূহ নানা ভাবে নানা দিকে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির বশীভূত হইয়া ভবলীলা ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে। অতএব হে অর্জ্জুন। তুমি বিশুদ্ধচিত্তে এই গুহ্য রহস্য বিদিত হইয়া নিজোচিত কার্য্যে অগ্রসর হও ॥ ৬১ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। [হে] ভারত। সর্ব্বভাবেন (সর্ব্বতোভাবে) তম্ এব (তাঁহারই) শরণং গচ্ছ (শরণাগত হও)। তৎপ্রসাদাৎ (তাঁহার কৃপায়) পরাং শান্তিং (পরম শান্তি) শাশ্বতং স্থানং চ (ও নিত্য ধাম) প্রাপ্স্যসি (প্রাপ্ত হইবে)। ৬২ ।

বঙ্গানুবাদ। হে ভারত। তুমি সর্ব্বতোভাবে সেই ভগবানেরই শরণাগত হও; তাঁহার অনুগ্রহে তুমি পূর্ণ শান্তি ও শাশ্বত ধাম প্রাপ্ত হইবে ॥ ৬২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তমিতি। তমেবেশ্বরং শরণমাশ্রয়ং সংসারার্ত্তিহরণার্থং গচ্ছাশ্রয়। সর্ব্বভাবেন সর্ব্বাত্মনা হে ভারত। ততস্তৎপ্রসাদাদীশ্বরানুগ্রহাৎ পরাং প্রকৃষ্টাং শান্তিমুপরতিং স্থানং চ মম বিষ্ণোঃ পরমং পদমবাপ্স্যসি শাশ্বতং নিত্যম্ ॥ ৬২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তমিতি। যস্মাদেবং সর্ব্বে জীবাঃ পরমেশ্বরপরতন্ত্রাস্তস্মাদহঙ্কারং পরিত্যজ্য সর্ব্বভাবেন সর্ব্বাত্মনা তমীশ্বরমেব শরণং গচ্ছ। ততস্তস্যৈব প্রসাদাৎ পরামুত্তমাং শান্তিং স্থানং চ পারমেশ্বরং শাশ্বতং নিত্যং প্রাপ্স্যসি ॥ ৬২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভাগবতী শক্তি প্রকৃতিরূপিণী হইয়া প্রাণিসমূহকে শুভ ও অশুভ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাকে। যিনি সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি সেই প্রবৃত্তিনিবৃত্তির কারণভূত ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, কেন না আশ্রিত ব্যক্তিকে তিনি কৃপাপূর্ব্বক মায়ামুক্ত করিয়া দেন। ভগবচ্চরণাশ্রিত ব্যক্তির নিকট হইতে কার্য্য সহিত অবিদ্যা চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করেন। মনোনিবৃত্তিরূপ পরমা শান্তি ভগবদ্ভক্তের চিরানুগত হইয়া থাকে, এবং নিত্যানন্দময় পরমধামে তাঁহার চিরস্থিতি হয় ॥ ৬২ ॥

:০:

অন্বয়বোধিনী। ইতি (এই) গুহ্যাৎ (গুহ্য হইতে) গুহ্যতরং (অতি গুহ্য) জ্ঞানং (আত্মজ্ঞান) তে (তোমার নিকট) ময়া (মৎকর্ত্তৃক) আখ্যাতম্ (ব্যাখ্যাত হইল); অশেষেণ (নিঃশেষরূপে) এতৎ (ইহা) বিমৃশ্য (বিচার করিয়া) যথা (যেরূপ) ইচ্ছসি (ইচ্ছা হয়) তথা (সেইরূপ) কুরু (কর) ॥ ৬৩ ॥

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥ ৬৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন! আমি তোমার নিকট গুহ্যাতিগুহ্য আত্মজ্ঞান ব্যাখ্যা করিলাম। আমার কথিত এই গীতার আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত বিচার করিয়া তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই কর ॥ ৬৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ইতীতি। ইত্যেতত্তে তুভ্যং জ্ঞানমাখ্যাতং কথিতম্—গুহ্যাৎ গোপ্যাদ্‌গুহ্যতরমতিশয়েন গুহ্যং রহস্যমিত্যর্থঃ। ময়া সর্ব্বজ্ঞেনেশ্বরেণ। বিমৃশ্য বিমর্শনমালোচনং কৃত্বা। এতদ্যথোক্তং শাস্ত্রমশেষেণ সমস্তং যথোক্তং চার্থজাতম্। যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৬৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। সর্ব্বগীতার্থমুপসংহরন্নাহ—ইতীতি। ইত্যনেন প্রকারেণ তে তুভ্যং সর্ব্বজ্ঞেন পরমকারুণিকেন ময়া জ্ঞানমাখ্যাতমুপদিষ্টম্। কথংভূতম্? গুহ্যাদ্গোপ্যাদ্রহস্যমন্ত্রযোগাদিজ্ঞানাদপি গুহ্যতরম্। এতন্ময়োপদিষ্টং গীতাশাস্ত্রমশেষতো বিমৃশ্য পর্য্যালোচ্য পশ্চাদ্‌যথেচ্ছসি তথা কুরু। এতস্মিন্ পর্য্যালোচিতে সতি তব মোহো নিবর্ত্তিষ্যত ইতি ভাবঃ ॥ ৬৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। অর্জ্জুন ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় ও শরণাগত ভক্ত, এই জন্য ভগবান্ কোন স্থানে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া, কোথাও বা বিনা জিজ্ঞাসায় কৃপাপূর্ব্বক মোক্ষসাধনরূপ অনেক জ্ঞানগর্ভ গুহ্য রহস্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আত্মজ্ঞান যে কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগের ফলস্বরূপ—ইহা ভগবান্ বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন। মন্ত্র, তন্ত্র, মণি ও রসায়নাদি গুহ্য পদার্থ হইতেও আত্মজ্ঞান অত্যন্ত গুহ্য। কেন না এগুলির দ্বারা অনিত্য সাংসারিক সুখ মাত্র প্রাপ্তি হয়, কিন্তু আত্মজ্ঞানের দ্বারা জীবের ব্রহ্মানন্দরূপ নিত্য সুখ লাভ হইয়া থাকে। তাই ভগবান্ বলিতেছেন,—এই গীতাশাস্ত্রের প্রারম্ভ হইতে পর্য্যবসান পর্য্যন্ত তুমি ভাল করিয়া বিচার কর। মুমুক্ষু ব্যক্তির অন্তঃকরণ অশুদ্ধ থাকিলে পাপ কর্ম্ম আদি নাশের নিমিত্ত স্বর্গফল কামনাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবদর্পণবুদ্ধিতে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়। এইরূপ নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে সাধক আত্মজ্ঞানের নিমিত্ত ব্রহ্মবেত্তা গুরুর সমীপে বেদান্তবাক্য বিচারার্থ শাস্ত্রপ্রতিপাদিত বিধানানুসারে শিখাসূত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। সন্ন্যাসী ভগবানের শরণাগত হইয়া বিবিক্তদেশসেবা আদি জ্ঞানসাধন অভ্যাস পূর্ব্বক শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করিলে মুক্তিপদ পাইয়া থাকেন। আর যাঁহারা সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসের অভিলাষ করেন না, তাঁহারা অন্তঃকরণ শুদ্ধির পরেও শাস্ত্রীয় আজ্ঞা পালনার্থ এবং লোকসংগ্রহার্থ নিষ্কাম বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন; এবং ভগবানের শরণাগত হইয়া সম্পূর্ণ মুক্তিভাগী হইবেন ॥ ৬৩ ॥

——:০:——

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥ ৬৫ ॥

অন্বয়বোধিনী। সর্ব্বগুহ্যতমং (সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম) মে (আমার) পরমং বচঃ (শ্রেষ্ঠ বাক্য) ভূয়ঃ (পুনর্ব্বার) শৃণু (শ্রবণ কর), [তুমি] মে (আমার) দৃঢ়ম্ (অত্যন্ত) ইষ্টঃ (প্রিয়) অসি (হও), ততঃ (সেই হেতু) তে (তোমাকে) হিতং (কল্যাণকর বাক্য) বক্ষ্যামি (বলিব) ॥ ৬৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন! তুমি আমার অতিশয় প্রিয়, এইজন্য তোমার হিতার্থ আমি পুনর্ব্বার সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম কথা তোমাকে বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর ॥ ৬৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ভূয়োঽপি ময়োচ্যমানং শৃণু—সর্ব্বগুহ্যতমমিতি। সর্ব্বগুহ্যতমং সর্ব্বগুহ্যেভ্যোঽত্যন্তগুহ্যতমং রহস্যম্। উক্তমপ্যসকৃদ্ভূয়ঃ পুনঃ শৃণু। মে মম পরমং প্রকৃষ্টং বচো বাক্যম্। ন ভয়াৎ নাপ্যর্থকারণাদ্বা বক্ষ্যামি। কিং তর্হি? ইষ্টঃ প্রিয়োঽসি মে মম। দৃঢ়মব্যভিচারেণেতি কৃত্বা। ততস্তেন কারণেন বক্ষ্যামি কথয়িষ্যামি। তে তব হিতং পরং জ্ঞানপ্রাপ্তিসাধনম্। তদ্ধি সর্ব্বহিতানাং হিততমম্ ॥ ৬৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অতিগম্ভীরং গীতাশাস্ত্রমশেষতঃ পর্য্যালোচয়িতুমশক্নুবতঃ কৃপয়া স্বয়মেব তস্য সারং সংগৃহ্য কথয়তি—সর্ব্বগুহ্যতমমিতি ত্রিভিঃ। সর্ব্বেভ্যোঽপি গুহ্যেভ্যো গুহ্যতমং মে বচস্তত্র তত্রোক্তমপি ভূয়ঃ পুনরপি বক্ষ্যমাণং শৃণু। পুনঃ পুনঃ কথনে হেতুমাহ—দৃঢ়মত্যন্তং মম ত্বমিষ্টঃ প্রিয়োঽসীতি মত্বা। তত এব হেতোস্তে হিতং বক্ষ্যামি। যদ্বা—মম ত্বমিষ্টোঽসি। ময়া বক্ষ্যমাণং দৃঢ়ং সর্ব্বপ্রমাণোপেতমিতি নিশ্চিত্য ততস্তে বক্ষ্যামীত্যর্থঃ। দৃঢ়মতিরিতি কচিৎ পাঠঃ ॥ ৬৪ ।

গীতার্থসন্দীপনী। ইতিপূর্ব্বে ভগবান্ সন্ন্যাস পর্য্যন্ত নিষ্কাম কর্ম্মযোগের গুহ্যতত্ত্ব বলিয়াছেন, তৎপরে নিষ্কাম কর্ম্মের ফলস্বরূপ গুহ্যতর জ্ঞানতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এক্ষণে গুহ্যাতিগুহ্যতমতত্ত্বব্যাখ্যার দ্বারা অর্জ্জুনকে প্রবুদ্ধ করিতেছেন। অর্জ্জুন তাঁহার প্রিয় শরণাগত ভক্ত। এই জন্য অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা না করিলেও ভক্তবৎসল ভগবান্ আপনিই অর্জ্জুনের হিতার্থ গুহ্যতম পরামর্শ দানে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৬৪ ॥

—:o:—

অন্বয়বোধিনী। [ত্বং] (তুমি) মন্মনাঃ (মদ্গতচিত্ত) মদ্ভক্তঃ মদ্‌যাজী (আমার জন্য যজ্ঞানুষ্ঠানশীল) ভব (হও), মাং (আত্মস্বরূপ আমাকে) নমস্কুরু (নমস্কার কর); [তাহা হইলে] মাম্ এব (আমাকেই) এষ্যসি (প্রাপ্ত হইবে), অহং (আমি) তে (তোমার নিকট) প্রতিজানে (প্রতিজ্ঞা করিতেছি) [কেন না তুমি] মে (আমার) প্রিয়ঃ অসি (হও) ॥ ৬৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন! তুমি মদ্গতচিত্ত ও মদ্ভক্ত হও। আমার জন্য যজ্ঞানুষ্ঠান কর ও আমাকে নমস্কার কর। তাহা হইলে তুমি আমাকে প্রাপ্ত হইবে। ইহা আমি তোমার নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি। কেন না, তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় ॥ ৬৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিং তৎ? আহ—মন্মনা ইতি। মন্মনা ভব মচ্চিত্তো ভব। মদ্ভক্তো ভব মদ্ভজনো ভব। মদ্‌যাজী মদ্‌যজনশীলো ভব। মাং নমস্কুরু নমস্কারমপি মমৈব কুরু। তত্রৈবং বর্ত্তমানো বাসুদেব এব সর্ব্বসমর্পিতসাধ্যসাধনপ্রয়োজনো মামেবৈষ্যাগমিষ্যসি। সত্যং তে তব প্রতিজানে। সত্যাং প্রতিজ্ঞাং করোম্যেতস্মিন্ বস্তুনীত্যর্থঃ। যতঃ প্রিয়োঽসি মে। এবং ভগবতঃ সত্যপ্রতিজ্ঞত্বং বুদ্ধা ভগবদ্ভক্তেরবশ্যম্ভাবিমোক্ষফলমবধার্য্য ভগবচ্ছরণৈকপরায়ণো ভবেদিতি বাক্যার্থঃ ॥ ৬৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেবাহ—মন্মনা ইতি। মন্মনা ভব। মচ্চিত্তো ভব। মদ্ভক্তো মদ্ভজনশীলো ভব। মদ্‌যাজী মদ্‌যজনশীলো ভব। মামেব নমস্কুরু। এবং বর্ত্তমানস্ত্বং মৎপ্রসাদলব্ধজ্ঞানেন মামেবৈষ্যসি প্রাপ্স্যসি। অত্র চ সংশয়ং মা কার্ষীঃ। ত্বং হি মে প্রিয়োঽসি। অতঃ সত্যং যথা ভবত্যেবং তুভ্যমহং প্রতিজানে প্রতিজ্ঞাং করোমি ॥৬৫॥

গীতার্থসন্দীপনী। ব্রহ্মপদ লাভের জন্য ভগবানে চিত্ত সমর্পণ করিতে হয়, ভগবান্ প্রথমে এই কথা বলিলে পাছে অর্জ্জুন মনে করেন যে, কংস শিশুপালাদি তো দ্বেষপূর্ব্বক ভগবান্‌কে চিন্তা করিয়াছিল, অতএব আমিও সেইরূপ চিন্তা করি। এইজন্য ভগবান্ বলিলেন যে, ভক্তিযুক্ত চিত্তে আমার ভজনা কর। এই ভক্তিই বা কিরূপে হইবে? অর্জ্জুনের এই শঙ্কা পরিহারার্থ ভগবান্ বলিলেন, তুমি সর্ব্বদা আমার পূজাপরায়ণ হও। পূজার সামগ্রীর অভাব হইলে যদি পূজা পূর্ণ না হয়, অর্জ্জুনের এই শঙ্কা নিবারণার্থ ভগবান্ বলিলেন, তুমি আমাকে নমস্কার অর্থাৎ অতি নম্রতাপূর্ব্বক শরীর, মন ও বাক্যের দ্বারা আমার আরাধনা কর। "মদ্‌যাজী" ও "নমঃ" পদদ্বয়ে ভগবানের অর্চ্চনা ও বন্দনা উপলক্ষিত হইয়াছে। ভগবানের কথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন, ভগবানের নাম রূপ স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন ও বন্দন, এবং দাস্য, সখ্য ও আত্মসমর্পণ, ভক্তির এই নয় প্রকার লক্ষণ। এই ভক্তিযোগ সহকারে যিনি ভগবানের আরাধনা করেন, ভগবানের প্রতিজ্ঞানুসারে সেই ভক্ত অবশ্যই ব্রহ্মপদ লাভ করিবেন। "মন্মনাঃ" এই পদের দ্বারা ভগবান্ ব্রহ্মে চিত্তবিলয়রূপ গীতার তৃতীয় ষট্‌ক বা জ্ঞানকাণ্ডীয় জীব ব্রহ্মের অভেদ ভাব, "মদ্ভক্ত" এই পদের দ্বারা ভগবান্ গীতার দ্বিতীয় ষট্‌ক বা জ্ঞাননিষ্ঠা লাভোপযোগী উপাসনা কাণ্ড বা ভক্তিযোগ, এবং "মদ্‌যাজী" এই পদের দ্বারা ভগবান্ নিষ্কাম বর্ণাশ্রমধর্ম্মের আবশ্যকতা অর্থাৎ গীতার প্রথম ষট্‌ক বা কর্ম্মযোগ সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলেন। ধনাদির অভাবে পূজার কোন প্রকার অঙ্গহানি হইলেও তাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার করিলে সমস্ত ত্রুটীই পরিপূর্ণ হইয়া যায়। যেমন দর্পণাদি

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৬৬ ॥

উপাধি নিবৃত্ত হইলে প্রতিবিম্ব বিম্বভাব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আমার কথিতানুরূপ আরাধনা করিলে তুমি নিশ্চয়ই আমার অভেদ স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে ॥ ৬৫ ॥

——:০——

অন্বয়বোধিনী। সর্ব্বধর্ম্মান্ (সকলপ্রকার ধর্ম্মের অনুষ্ঠান) পরিত্যজ্য (পরিত্যাগপূর্ব্বক) একং (কেবলমাত্র) মাং (সর্ব্বাত্মরূপ আমাকে) শরণং (আশ্রয়) ব্রজ (প্রাপ্ত হও), অহং ত্বা (তোমাকে) সর্ব্বপাপেভ্যঃ (সকল পাপ হইতে) মোক্ষয়িষ্যামি (বিমুক্ত করিব), মা শুচঃ (শোক করিও না) ॥ ৬৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। তুমি সমুদয় ধর্ম্মের অনুষ্ঠান পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবলমাত্র আমারই শরণাগত হও। আমি তোমাকে সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত করিব। তুমি শোক করিও না ॥ ৬৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কর্ম্মযোগনিষ্ঠায়াঃ পরমরহস্যমীশ্বরশরণতামুপসংহৃত্যাথেদানীং কর্ম্মযোগনিষ্ঠাফলং সম্যগ্দর্শনং সর্ব্ববেদান্তবিহিতং বক্তব্যমিত্যাহ—সর্ব্বধর্ম্মানিতি। সর্ব্বধর্ম্মান্—সর্ব্বে চ তে ধর্ম্মাশ্চ সর্ব্বধর্ম্মাঃ। তান্। ধর্ম্মশব্দেনাত্রাধর্ম্মোঽপি গৃহ্যতে। নৈষ্কর্ম্ম্যস্য বিবক্ষিতত্বাৎ। নাবিরতো দুশ্চরিতাৎ (ক) ইতি। ত্যজ ধর্ম্মমধর্ম্মং চ—ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ। সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য সংন্যস্য সর্ব্বকর্ম্মাণীত্যেতৎ। মামেকং সর্ব্বাত্মানং সমং সর্ব্বভূতস্থমীশ্বরমচ্যুতং গর্ভজন্মজরামরণবিবর্জ্জিতম্। অহমেবেত্যেবমেকং শরণং ব্রজ। ন মত্তোঽন্যদস্তীত্যবধারয়েত্যর্থঃ। অহং ত্বা ত্বামেবংনিশ্চিতবুদ্ধিং সর্ব্বপাপেভ্যঃ সর্ব্বধর্ম্মাধর্ম্মবন্ধনরূপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি স্বাত্মভাবপ্রকাশীকরণেন। উক্তং চ—নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতেতি। অতো মা শুচঃ শোকং মা কার্ষীরিত্যর্থঃ ॥ ৬৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ততোঽপি গুহ্যতমমাহ—সর্ব্বেতি। মদ্ভক্ত্যৈব সর্ব্বং ভবিষ্যতীতি দৃঢ়বিশ্বাসেন বিধিকৈঙ্কর্য্যং ত্যক্ত্বা মদেকশরণো ভব। এবং বর্ত্তমানঃ কর্ম্মত্যাগনিমিত্তং পাপং স্যাদিতি মা শুচঃ শোকং মা কার্ষীঃ। যতস্ত্বাং মদেকশরণং সর্ব্বপাপেভ্যোঽহং মোক্ষয়িষ্যামি ॥ ৬৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রভৃতি যত প্রকার ধর্ম্ম আছে, সকল ধর্ম্মেরই অধিষ্ঠানভূমি একমাত্র ভগবান্। তাই ভগবান্ বলিতেছেন, সকল ধর্ম্মের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সেবা না করিয়া একমাত্র আমাকেই সর্ব্ব ধর্ম্মের স্বরূপ বলিয়া বিদিত হও, এবং আমাকেই পরমতত্ত্ব জানিয়া অনাত্মবিষয় চিন্তামাত্রকেই চিত্ত হইতে দূর করিয়া দাও, এবং অনবচ্ছিন্ন

(ক) কঠোপনিষৎ, ২।২৪।

তৈলধারার ন্যায় তীব্র প্রেমের আবেশে আমাকেই নিরন্তর চিন্তা কর। "সর্ব্বধর্ম্মান্" পদে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম অর্থাৎ সৎ ও অসৎ, সাধারণ ও অসাধারণ (দেহ, ইন্দ্রিয়, মন আদির) সর্ব্ব প্রকার ধর্ম্মই উপলক্ষিত হইয়াছে। সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ শুনিয়া কেহ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস বলিয়া মনে করিবেন না। কেন না ভগবান্ তাহা হইলে শরণগ্রহণরূপ কর্ম্মের ব্যবস্থা করিতেন না। ভগবচ্চরণে শরণাগত হওয়াই সমস্ত শাস্ত্রের গুহ্য রহস্য, এবং সমস্ত সাধনের চরম ফল। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়া অর্জ্জুনের সন্ন্যাসধর্ম্মে যে আস্থা বাড়িয়াছিল, ভগবান্ এই শ্লোকে সেই সন্ন্যাসধর্ম্মও পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন, এবং তাঁহার শরণাগতি ভিন্ন কোন ধর্ম্ম কর্ম্মই যে শ্রেষ্ঠ নহে, তাহাই বুঝাইলেন। সন্দিগ্ধচিত্ত অর্জ্জুন বন্ধুবান্ধববধজন্য পাপের আশঙ্কা করিতেছিলেন, তাই ভগবান্ বলিলেন যে, তুমি তজ্জন্য চিন্তা করিও না, তোমার বিনা প্রায়শ্চিত্তেই আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত করিব। শ্রুতি বলিয়াছেন, "ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি" (ক)—ধর্ম্মের দ্বারা পাপ বিনষ্ট হয়। ভগবান্ স্বয়ং সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ, তিনি পাপ বিনষ্ট করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? "ঈশ্বরের আমি," "ঈশ্বর আমার" ও "ঈশ্বরই আমি," এই ত্রিবিধ শরণাগতি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। প্রথম, যথা—

"সত্যপি ভেদাঽপগমে নাথ তবাঽহং ন মামকীনস্ত্বম্।
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ কচন ন সমুদ্রস্তারঙ্গঃ॥"

হে অখিলনাথ! যদিও সমুদ্রে ও তরঙ্গে কিছু মাত্র ভেদ নাই সত্য, তথাপি লোকে সমুদ্রেরই তরঙ্গ বলে, কেহ তরঙ্গের সমুদ্র বলে না। সেইরূপ হে নাথ! তোমাতে ও আমাতে কোন ভেদ না থাকিলেও "আমি তোমারই", কিন্তু "তুমি আমার" একথা বলিতে পারি না।

দ্বিতীয় শরণাগতি, যথা—

"হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতম্।
হৃদয়াদ্যদি নির্য্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে॥"

গোপিকাগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের হস্তধারণ করিলে পর যখন তিনি একদিন হাত ছাড়াইয়া পলায়ন করেন, সেই সময় গোপিকাগণ ভগবান্‌কে বলিয়াছিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি যে আমাদিগের হাত ছাড়াইয়া বলপূর্ব্বক পলায়ন করিলে, ইহাতে তোমার পৌরুষ কি? আমাদের হৃদয় ছাড়িয়া যদি পলাইতে পার, তবে তোমার পৌরুষ বুঝিতে পারি। এখানে ভক্ত "ভগবান্ আমার" এই ভাবের পরিচয় দিয়াছেন।

তৃতীয় শরণাগতি, যথা—

"সকলমিদমহং চ বাসুদেবঃ পরমপুমান্ পরমেশ্বরঃ স একঃ।
ইতি মতিরচলা ভবত্যনন্তে হৃদয়গতে ব্রজ তান্ বিহায় দূরাৎ॥"

"স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ এবং আমি বাসুদেবস্বরূপ সেই পরমপুরুষ অদ্বিতীয়", এইরূপ স্থির নিশ্চয় ভাব যাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা বিদ্যমান, হে দূত! ঈদৃশ ব্রহ্মদৃষ্টিসম্পন্ন

(ক) মহানারায়ণোপনিষৎ, ২২।১।

ইদং তে নাঽতপস্কায় নাঽভক্তায় কদাচন।
ন চাঽশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥৬৭॥

ব্যক্তির নিকটে তুমি কদাচ গমন করিও না। ঈদৃশ তত্ত্ববেত্তা ব্যক্তিকে তুমি দূর হইতে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইও। (দূতের প্রতি যমের উক্তি)।

ভগবান্ প্রথমে কর্ম্মনিষ্ঠা, জ্ঞাননিষ্ঠা ও ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠা, পরস্পর সাধ্য সাধন ভাবে বিস্তারপূর্ব্বক বলিয়া আসিয়াছেন। এক্ষণে সেই সকল কথা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিয়া অষ্টাদশ অধ্যায়ে গীতার উপসংহার করিতেছেন। "স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ" এই বচনে কর্ম্মনিষ্ঠার উপসংহার করিয়াছেন। "ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্" এই বচনে কর্ম্মসন্ন্যাসপূর্ব্বক শ্রবণ মননাদি সাধনের পরিপাক সহিত জ্ঞাননিষ্ঠার উপসংহার করিয়াছেন, এবং "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" এই বচনে ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠার উপসংহার করিলেন ॥ ৬৬ ॥

——:০:——

অন্বয়বোধিনী। ইদং (ইহা) তে (তোমার) অতপস্কায় (তপস্যাবিহীন ব্যক্তির নিকট) ন বাচ্যং (বলা উচিত হয়), ন অভক্তায় (ভক্তিহীনকে নহে) ন চ অশুশ্রূষবে (শ্রবণেচ্ছাবিহীন ব্যক্তিকেও নহে), যঃ (যে) মাং (পরমেশ্বরস্বরূপ আমাকে) অভ্যসূয়তি (অসূয়া করে) [তাহাকেও] ন চ (নহে) ॥ ৬৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন! তোমার হিতার্থ যে গীতাশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিলাম, ইহা তপস্যাবিহীন, ভক্তিবর্জ্জিত, শুশ্রূষারহিত এবং আমার প্রতি অসূয়াকারী ব্যক্তিকে কদাচ উপদেশ করিতে নাই ॥ ৬৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অস্মিন্ হি গীতাশাস্ত্রে পরং নিঃশ্রেয়সসাধনং নিশ্চিতং কিং জ্ঞানম্? কিং কর্ম্ম বা? আহোস্বিদুভয়মিতি? কুতঃ সংশয়ঃ? যজ্জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে—ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরমিত্যাদীনি বাক্যানি কেবলাজ্জ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তিং দর্শয়ন্তি। কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে—কুরু কর্ম্মৈবেত্যেবমাদীনি কর্ম্মণামবশ্যকর্ত্তব্যতাং দর্শয়ন্তি। এবং জ্ঞানকর্ম্মণোঃ কর্ত্তব্যতোপদেশাৎ সমুচ্চিতয়োরপি নিঃশ্রেয়সহেতুত্বং স্যাৎ—ইতি ভবেৎ সংশয়ঃ।

কিং পুনরত্র মীমাংসাফলম্?

নন্বেতদেব—এষামন্যতমস্য পরমনিঃশ্রেয়সসাধনত্বাঽবধারণম্। অতো বিস্তীর্ণতরং মীমাংস্যমেতৎ।

আত্মজ্ঞানস্য তু কেবলস্য নিঃশ্রেয়সহেতুত্বম্। ভেদপ্রত্যয়নিবর্ত্তকত্বেন কৈবল্যফলাবসানত্বাৎ। ক্রিয়াকারকফলভেদবুদ্ধিরবিদ্যয়াত্মনি নিত্যপ্রবৃত্তা—মম কর্ম্মাঽহং কর্ত্তাঽমুষ্মৈ ফলায়েদং কর্ম্ম করিষ্যামীতীয়মবিদ্যাঽনাদিকালপ্রবৃত্তা। অস্যা অবিদ্যায়া নিবর্ত্তকম্—অয়মহমস্মি (ক)

(ক) ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৮।১১।১।

কেবলোঽকর্তাঽক্রিয়োঽফলো ন মত্তোঽন্যোঽস্তি কশ্চিদিত্যেবংরূপমাত্মবিষয়ং জ্ঞানমুৎপদ্যমানম্। কর্মপ্রবৃত্তিহেতুভূতায়া ভেদবুদ্ধের্নিবর্তকত্বাৎ। তুশব্দঃ পক্ষদ্বয়ব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। ন কেবলেভ্যঃ কর্মভ্যঃ—ন চ জ্ঞানকর্মভ্যাং সমুচ্চিতাভ্যাং নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তিরিতি পক্ষদ্বয়ং নিবর্তয়তি। অকার্যত্বাচ্চ নিঃশ্রেয়সস্য কর্মসাধনত্বানুপপত্তিঃ। ন হি নিত্যং বস্তু কর্মণা জ্ঞানেন বা ক্রিয়তে।

কেবলজ্ঞানমপ্যনর্থকং তর্হি?

ন। অবিদ্যানিবর্তকত্বে সতি দৃষ্টকৈবল্যফলাবসানত্বাৎ। অবিদ্যাতমোনিবর্তকস্য জ্ঞানস্য দৃষ্টং কৈবল্যফলাবসানত্বম্। রজ্জ্বাদিবিষয়ে সর্পাদ্যজ্ঞানতমোনিবর্তকপ্রদীপপ্রকাশফলবৎ। বিনিবৃত্তসর্পাদিবিকল্পরজ্জুকৈবল্যাবসানং হি প্রকাশফলম্। তথা জ্ঞানম্। দৃষ্টার্থানাং চ ছিদিক্রিয়াঽগ্নিমন্থনাদীনাং ব্যাপৃতকর্ত্রাদিকারকাণাং দ্বৈধীভাবাগ্নিদর্শনাদিফলাদন্যফলে কর্মান্তরে বা ব্যাপারানুপপত্তির্যথা তথা জ্ঞাননিষ্ঠাক্রিয়ায়াং সুদৃষ্টার্থায়াং ব্যাপৃতস্য জ্ঞাত্রাদিকারকস্যাত্মকৈবল্যফলাদন্যফলে কর্মান্তরে বা প্রবৃত্তিরনুপপন্নেতি ন জ্ঞাননিষ্ঠা কর্মসহিতোপপদ্যতে।

ভুজিক্রিয়াঽগ্নিহোত্রাদিক্রিয়াবৎ স্যাদিতি চেৎ?

ন। কৈবল্যফলে জ্ঞানে ক্রিয়াফলার্থিত্বানুপপত্তেঃ। কৈবল্যফলে হি জ্ঞানে প্রাপ্তে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে ফলে কূপতড়াগাদিক্রিয়াফলার্থিত্বাভাববৎ ফলান্তরে তৎসাধনভূতায়াং বা ক্রিয়ায়ামর্থিত্বানুপপত্তিঃ। ন হি রাজ্যপ্রাপ্তিফলে কর্মণি ব্যাপৃতস্য ক্ষেত্রমাত্রপ্রাপ্তিফলে ব্যাপারোপপত্তিঃ। তদ্বিষয়ং চার্থিত্বম্। তস্মান্ন কর্মণোঽস্তি নিঃশ্রেয়সসাধনত্বম্। ন চ জ্ঞানকর্মণোঃ সমুচ্চিতয়োঃ। নাপি জ্ঞানস্য কৈবল্যফলস্য কর্মসাহায্যাপেক্ষা। অবিদ্যানিবর্তকত্বেন বিরোধাৎ। ন হি তমস্তমসো নিবর্তকম্। অতঃ কেবলমেব জ্ঞানং নিঃশ্রেয়সসাধনমিতি।

ন। নিত্যাকরণে প্রত্যবায়প্রাপ্তেঃ। কৈবল্যস্য চ নিত্যত্বাৎ। যত্তাবৎ কেবলজ্ঞানাৎ কৈবল্যপ্রাপ্তিরিত্যেতৎ—তদসৎ। যতো নিত্যানাং কর্মণাং শ্রুত্যুক্তানামকরণে প্রত্যবায়ো নরকাদিপ্রাপ্তিলক্ষণঃ স্যাৎ।

নন্বেবং তর্হি কর্মভ্যো মোক্ষো নাস্তি—ইত্যনির্মোক্ষপ্রসঙ্গ এব। নৈষ দোষঃ। নিত্যত্বান্মোক্ষস্য। নিত্যানাং কর্মণামনুষ্ঠানাৎ প্রত্যবায়স্যাপ্রাপ্তিঃ। প্রতিষিদ্ধস্য চাকরণাদনিষ্টশরীরানুপপত্তিঃ। কাম্যানাং চ বর্জনাদিষ্টশরীরানুপপত্তিঃ। বর্তমানশরীরারম্ভকস্য চ কর্মণঃ ফলোপভোগক্ষয়ে পতিতেঽস্মিঞ্ছরীরে দেহান্তরোৎপত্তৌ চ কারণাভাবাদাত্মনো রাগাদীনাং চাকরণাৎ স্বরূপাবস্থানমেব কৈবল্যম্—ইত্যযত্নসিদ্ধং কৈবল্যমিতি।

অতিক্রান্তানেকজন্মান্তরকৃতস্য স্বর্গনরকাদিপ্রাপ্তিফলস্যানারব্ধকার্যস্যোপভোগানুপপত্তেঃ ক্ষয়াভাব ইতি চেৎ?

ন। নিত্যকর্মানুষ্ঠানায়াসদুঃখোপভোগস্য তৎফলোপভোগত্বোপপত্তেঃ। প্রায়শ্চিত্তবদ্বা পূর্বোপাত্তদুরিতক্ষয়ার্থত্বান্নিত্যকর্মণাম্। আরব্ধানাং চ কর্মণামুপভোগেনৈব ক্ষীণত্বাদপূর্বাণাং চ কর্মণামনারম্ভেঽযত্নসিদ্ধং কৈবল্যমিতি।

ন। তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় (ক) ইতি বিদ্যায়া অন্যঃ পন্থা মোক্ষায় ন বিদ্যত ইতি শ্রুতেশ্চর্ম্মবৎ (খ) আকাশবেষ্টনাসম্ভববদবিদুষো মোক্ষাসম্ভবশ্রুতেঃ—জ্ঞানাৎ কৈবল্যমাপ্নোতি ইতি চ পুরাণস্মৃতেরনারব্ধফলানাং পুণ্যানাং কর্ম্মণাং ক্ষয়ানুপপত্তেশ্চ। যথা পূর্ব্বোপাত্তানাং দুরিতানামনারব্ধফলানাং সম্ভবস্তথা পুণ্যানামপ্যনারব্ধফলানাং স্যাৎ সম্ভবঃ। তেষাং চ দেহান্তরমকৃত্বা ক্ষয়ানুপপত্তৌ মোক্ষানুপপত্তিঃ। ধর্ম্মাধর্ম্মহেতূনাং চ রাগ-দ্বেষমোহানামন্যত্রাত্মজ্ঞানাদুচ্ছেদানুপপত্তের্ধর্ম্মাধর্ম্মোচ্ছেদানুপপত্তিঃ। নিত্যানাং চ কর্ম্মণাং পুণ্যলোকফলশ্রুতের্ব্বর্ণা আশ্রমাশ্চ স্বকর্ম্মনিষ্ঠাঃ—ইত্যাদিস্মৃতেশ্চ কর্ম্মক্ষয়ানুপপত্তিঃ।

যে ত্বাহুঃ—নিত্যানি কর্ম্মাণি দুঃখরূপত্বাৎ পূর্ব্বকৃতদুরিতকর্ম্মণাং ফলমেব। ন তু তেষাং স্বরূপব্যতিরেকেণান্যৎ ফলমস্তি। অশ্রুতত্বাৎ। জীবনাদিনিমিত্তে চ বিধানাদিতি।

ন। অপ্রবৃত্তানাং কর্ম্মণাং ফলদানাসম্ভবাৎ। দুঃখফলবিশেষানুপপত্তিশ্চ স্যাৎ। যদুক্তং—পূর্ব্বজন্মকৃতদুরিতানাং কর্ম্মণাং ফলং নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানায়াসদুঃখং ভুজ্যত ইতি—তদসৎ। ন হি মরণকালে ফলদানায়ানঙ্কুরীভূতস্য কর্ম্মণঃ ফলমন্যকর্ম্মারব্ধে জন্মন্যুপভুজ্যত ইত্যুপপত্তিঃ। অন্যথা স্বর্গফলোপভোগায়াগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মারব্ধে জন্মনি নরকফলোপভোগানুপপত্তির্ন স্যাৎ। তস্য দুরিতদুঃখবিশেষফলত্বানুপপত্তেশ্চ। অনেকেষু হি দুরিতেষু সম্ভবৎসু ভিন্নদুঃখসাধনফলেষু নিত্য-কর্ম্মানুষ্ঠানায়াসদুঃখমাত্রফলেষু কল্প্যমানেষু দ্বন্দ্বরোগাদিবাধানিমিত্তং ন হি দুঃখং শক্যতে কল্পয়িতুং। নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানায়াসদুঃখমেব পূর্ব্বোপাত্তদুরিতফলং ন শিরসা পাষাণবহনাদিদুঃখ-মিতি। অপ্রকৃতং চেদমুচ্যতে—নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানায়াসদুঃখং পূর্ব্বকৃতদুরিতকর্ম্মফলমিতি।

কথম্?

অপ্রসূতফলস্য হি পূর্ব্বকৃতদুরিতস্য ক্ষয়ো নোপপদ্যত ইতি প্রকৃতম্। তত্রাপ্রসূতফলস্য কর্ম্মণঃ ফলং নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানায়াসদুঃখমাহ ভবান্। ন প্রসূতফলস্যেতি। অথ সর্ব্বমেব পূর্ব্বকৃতং দুরিতং প্রসূতফলমেবেতি মন্যতে ভবান্—ততো নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানায়াসদুঃখমেব ফলমিতি বিশেষণমযুক্তম্। নিত্যকর্ম্মবিধানর্থক্যপ্রসঙ্গশ্চ। উপভোগেনৈব প্রসূতফলস্য দুরিতকর্ম্মণঃ ক্ষয়োপপত্তেঃ। কিঞ্চ শ্রুতস্য নিত্যস্য দুঃখং চেৎ ফলং নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানায়াসাদেব তদ্দৃশ্যতে। ব্যায়ামাদিবৎ। তদন্যস্যেতি কল্পনানুপপত্তিঃ। জীবনাদিনিমিত্তে চ বিধানান্নিত্যানাং কর্ম্মণাং প্রায়শ্চিত্তবৎ পূর্ব্বকৃতদুরিতফলত্বানুপপত্তিঃ॥ যস্মিন্ পাপকর্ম্মনিমিত্তে যদ্বিহিতং প্রায়শ্চিত্তং ন তু তস্য পাপস্য তৎ ফলম্। অথ তস্যৈব পাপস্য নিমিত্তস্য প্রায়শ্চিত্তদুঃখং ফলং জীবনাদিনিমিত্তমপি নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানায়াসদুঃখং জীবনাদিনিমিত্তস্যৈব তৎ ফলং প্রসজ্যেত। নিত্যপ্রায়শ্চিত্তয়োর্নৈমিত্তিকত্বাঽবিশেষাৎ।

কিঞ্চান্যৎ—নিত্যস্য কাম্যস্য চাগ্নিহোত্রাদেরনুষ্ঠানায়াসদুঃখস্য তুল্যত্বান্নিত্যানুষ্ঠানায়াস-দুঃখমেব পূর্ব্বকৃতদুরিতস্য ফলম্। ন তু কাম্যানুষ্ঠানায়াসদুঃখমিতি বিশেষো নাস্তীতি তদপি পূর্ব্বকৃতদুরিতফলং প্রসজ্যেত। তথা চ সতি নিত্যানাং ফলাশ্রবণাত্তদ্বিধানান্যথাঽনুপপত্তেশ্চ

(ক) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৩।৮, ৬।১৫। (খ) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৬।২০।

নিত্যানুষ্ঠানায়াসদুঃখং পূর্ব্বকৃতদুরিতফলমিত্যর্থাপত্তিকল্পনা চানুপপন্না। এবংবিধানান্যথানুপপত্তেরনুষ্ঠানায়াসদুঃখব্যতিরিক্তফলত্বানুমানাচ্চ নিত্যানাম্। বিরোধাচ্চ। বিরুদ্ধং চেদমুচ্যতে—নিত্যব শ্মণ্যনুষ্ঠীয়মানেঽন্যস্য কর্ম্মণঃ ফলং ভুজ্যত ইত্যভ্যুপগম্যমানে স এবোপভোগো নিত্যস্য কর্ম্মণঃ ফলমিতি নিত্যস্য কর্ম্মণঃ ফলাভাব ইতি বিরুদ্ধমুচ্যতে। কিঞ্চ কাম্যাগ্নিহোত্রাদাবনুষ্ঠীয়মানে নিত্যমপ্যগ্নিহোত্রাদি তন্ত্রেণৈবানুষ্ঠিতং ভবতীতি তদায়াসদুঃখেনৈব কাম্যাগ্নিহোত্রাদিফলমুপক্ষীণং স্যাৎ। তত্তন্ত্রত্বাৎ।

অথ কাম্যাগ্নিহোত্রাদিফলমন্যদেব স্বর্গাদি তদনুষ্ঠানায়াসদুঃখমপি ভিন্নং প্রসজ্যেত। ন চ তদস্তি। দৃষ্টবিরোধাৎ। ন হি কাম্যানুষ্ঠানায়াসদুঃখাৎ কেবলনিত্যানুষ্ঠানায়াসদুঃখং ভিদ্যতে। কিঞ্চান্যদবিহিতমপ্রতিষিদ্ধং চ কর্ম্ম তৎকালফলম্। ন তু শাস্ত্রচোদিতং প্রতিষিদ্ধং বা তৎকালফলম্। ভবেদ্যদি তদা স্বর্গাদিষপ্যদৃষ্টফলশাসনে চোদ্যমো ন স্যাৎ। অগ্নিহোত্রাদীনামেব কর্ম্মস্বরূপাঽবিশেষেঽনুষ্ঠানায়াসদুঃখমাত্রেণোপক্ষয়ো নিত্যানাম্। কাম্যানাং চ স্বর্গাদিমহাফলত্বমঙ্গেতিকর্ত্তব্যতাদ্যাধিক্যে হসতি ফলকামিত্বমাত্রেণেতি ন শক্যং কল্পয়িতুম্।

তস্মান্ন নিত্যানাং কর্ম্মণামদৃষ্টফলাভাবঃ কদাচিদপ্যুপপদ্যতে। অতশ্চাবিদ্যাপূর্ব্বকস্য কর্ম্মণো বিদ্যৈব শুভস্যাশুভস্য বা ক্ষয়কারণমশেষতঃ। ন নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানম্। অবিদ্যাকামবীজং হি সর্ব্বমেব কর্ম্ম। তথা চোপপাদিতম্। অবিদ্বদ্বিষয়ং কর্ম্ম বিদ্বদ্বিষয়া চ সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসপূর্ব্বিকা জ্ঞাননিষ্ঠা। উভৌ তৌ ন বিজানীতঃ—বেদাবিনাশিনং নিত্যং—জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্—অজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং—তত্ত্ববিত্তু—গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে—সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে—নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ—অর্থাদজ্ঞঃ করোমীতি। আরুরুক্ষোঃ কর্ম্ম কারণম্। আরূঢ়স্য যোগস্থস্য শম এব কারণম্। উদারাস্ত্রয়োঽপ্যজ্ঞাঃ। জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্—অজ্ঞাঃ কর্ম্মিণো গতাগতং কামকামা লভন্তে—অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং—নিত্যযুক্তা যথোক্তমাত্মানমাকাশকল্পমকল্মষমুপাসতে। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে। অর্থান্ন কর্ম্মিণোঽজ্ঞা উপযান্তি। ভগবৎকর্ম্মকারিণো যে যুক্ততমা অপি কর্ম্মিণোঽজ্ঞাস্ত উত্তরোত্তরহীনফলত্যাগাবসানসাধনাঃ। অনির্দ্দেশ্যাক্ষরোপাসকাস্ত্বদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানামিত্যাদ্যাধ্যায়পরিসমাপ্ত্যুক্তসাধনাঃ ক্ষেত্রাধ্যায়াদ্যধ্যায়ত্রয়োক্তজ্ঞানসাধনাশ্চ। অধিষ্ঠানাদিপঞ্চহেতুকসর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসিনামাত্মৈকত্বাকর্ত্তৃত্বজ্ঞানবতাং পরস্যাং জ্ঞাননিষ্ঠায়াং বর্ত্তমানানাং ভগবত্তত্ত্ববিদামনিষ্টাদিকর্ম্মফলত্রয়ং পরমহংসপরিব্রাজকানামেব লব্ধভগবৎস্বরূপাত্মৈকত্বশরণানাং ন ভবতি। ভবত্যেবান্যেষামজ্ঞানাং কর্ম্মিণামসংন্যাসিনাম্—ইত্যেষ গীতাশাস্ত্রোক্তস্য কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যার্থস্য বিভাগঃ।

অবিদ্যাপূর্ব্বকত্বং সর্ব্বস্য কর্ম্মণোঽসিদ্ধমিতি চেৎ ?

ন। ব্রহ্মহত্যাদিবৎ। যদ্যপি শাস্ত্রাবগতং নিত্যং কর্ম্ম তথাপ্যবিদ্যাবত এব ভবতি।

যথা প্রতিষেধশাস্ত্রাবগতমপি ব্রহ্মহত্যাদিলক্ষণং কর্ম্মানর্থকারণমবিদ্যাকামাদিদোষবতো ভবতি—অন্যথা প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ—তথা নিত্যনৈমিত্তিককাম্যান্যপীতি।

দেহব্যতিরিক্তাত্মজ্ঞাতে প্রবৃত্তির্নিত্যাদিকর্ম্মস্বনুপপন্নেতি চেৎ।

ন। চলনাত্মকস্য কর্ম্মণোঽনাত্মকর্তৃকস্যাহং করোমীতিপ্রবৃত্তিদর্শনাৎ।

দেহাদিসংঘাতেঽহংপ্রত্যয়ো গৌণঃ। ন মিথ্যেতি চেৎ?

ন। তৎকার্য্যেষ্বপি গৌণত্বোপপত্তেঃ। আত্মীয়ে দেহাদিসংঘাতেঽহংপ্রত্যয়ো গৌণঃ। যথাত্মীয়ে পুত্রে—আত্মা বৈ পুত্রনামাঽসি (ক) ইতি। লোকে চাপি—মম প্রাণ এবায়ং গৌরিতি। তদ্বৎ। নৈবায়ং মিথ্যাপ্রত্যয়ঃ। মিথ্যাপ্রত্যয়স্তু স্থাণুপুরুষয়োরগৃহ্যমাণবিশেষয়োঃ। ন গৌণপ্রত্যয়স্তু মুখ্যকার্য্যার্থত্বমধিকরণস্তুত্যর্থত্বালুপ্তোপমাশব্দেন। যথা সিংহো দেবদত্তোঽগ্নির্মাণবক ইতি সিংহ ইবাঽগ্নিরিব ক্রৌর্য্যপৈঙ্গল্যাদিসামান্যবত্ত্বাদ্দেবদত্তমাণববাধিকরণস্তুত্যর্থমেব। ন তু সিংহকার্য্যমগ্নিকার্য্যং বা গৌণশব্দপ্রত্যয়নিমিত্তং কিঞ্চিৎ সাধ্যতে। মিথ্যাপ্রত্যয়কার্য্যং ত্বনর্থমনুভবতি। গৌণপ্রত্যয়বিষয়ং চ জানাতি নৈষ সিংহো দেবদত্তঃ স্যাৎ। নায়মগ্নির্মাণবক ইতি। তথা গৌণেন দেহাদিসংঘাতেনাত্মনা কৃতং কর্ম্ম ন মুখ্যেনাহংপ্রত্যয়বিষয়েণাত্মনা কৃতং স্যাৎ। ন হি গৌণসিংহাগ্নিভ্যাং কৃতং কর্ম্ম মুখ্যসিংহাগ্নিভ্যাং কৃতং স্যাৎ। ন চ ক্রৌর্য্যেণ পৈঙ্গল্যেন বা মুখ্যসিংহাগ্ন্যোঃ কার্য্যং কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে। স্তুত্যর্থেনোপক্ষীণত্বাৎ। স্তূয়মানৌ চ জানীতো নাহং সিংহো নাহমগ্নিরিতি। ন সিংহস্য কর্ম্ম মমাগ্নেশ্চেতি। তথা ন সংঘাতস্য কর্ম্ম মম মুখ্যস্যাত্মন ইতিপ্রত্যয়ো যুক্ততরঃ স্যাৎ। ন পুনরহং কর্ত্তা মম কর্ম্মেতি।

যচ্চাহুঃ—আত্মীয়ৈঃ স্মৃতীচ্ছাপ্রযত্নৈঃ কর্ম্মহেতুভিরাত্মা করোতীতি।

ন। তেষাং মিথ্যাপ্রত্যয়পূর্ব্বকত্বাৎ। মিথ্যাপ্রত্যয়নিমিত্তেষ্টানিষ্টানুভূতক্রিয়াফলজনিতসংস্কারপূর্ব্বকং হি স্মৃতীচ্ছাপ্রযত্নাদয়ঃ। যথাঽস্মিন্ জন্মনি দেহাদিসংঘাতাভিমানরাগদ্বেষাদিকৃতৌ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ তৎফলানুভবশ্চ তথাঽতীতেঽতীততরেঽপি জন্মনীত্যনাদিরবিদ্যাকৃতঃ সংসারোঽতীতোঽনাগতশ্চানুমেয়ঃ। ততশ্চ সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসসহিতজ্ঞাননিষ্ঠায়ামাত্যন্তিকঃ সংসারোপরম ইতি সিদ্ধম্।

অবিদ্যাত্মকত্বাচ্চ দেহাভিমানস্য তন্নিবৃত্তৌ দেহানুপপত্তেঃ সংসারানুপপত্তিঃ। দেহাদিসংঘাত আত্মাভিমানোঽবিদ্যাত্মকঃ। ন হি লোকে গবাদিভ্যোঽন্যোঽহং মত্তশ্চান্যে গবাদয় ইতি জানংস্তেম্বহমিতিপ্রত্যয়ং মন্যতে কশ্চিৎ। অজানংস্তু স্থাণৌ পুরুষবিজ্ঞানবদবিবেকতো দেহাদিসংঘাতে কুর্য্যাদহমিতিপ্রত্যয়ং নাবিবেকতো জানন্। যস্তু—আত্মা বৈ পুত্রনামাঽসি (খ) ইতি পুত্রেঽহংপ্রত্যয়ঃ স তু জন্যজনকসম্বন্ধনিমিত্তো গৌণঃ। গৌণেন চাত্মনা ভোজনাদিবৎ পরমার্থকার্য্যং ন শক্যতে কর্ত্তুং গৌণসিংহাগ্নিভ্যাং মুখ্যসিংহাগ্নিকার্য্যবৎ।

অদৃষ্টবিষয়চোদনাপ্রামাণ্যাদাত্মকর্ত্তব্যং গৌণৈর্দেহেন্দ্রিয়াত্মভিঃ ক্রিয়ত ইতি চেৎ?

ন। অবিদ্যাকৃতাত্মকত্বাৎ তেষাম্। ন গৌণা আত্মানো দেহেন্দ্রিয়াদয়ঃ।

কথং তর্হি মিথ্যাপ্রত্যয়েনৈবাসজ্জস্যাত্মনঃ সজ্জত্যাত্মত্বমাপাদ্যতে? তদ্ভাবে ভাবাৎ।

(ক) কৌষীতক্যুপনিষৎ, ২।১১। (খ) কৌষীতক্যুপনিষৎ, ২।১১।

তদভাবে চাহভাবাৎ। অবিবেকিনাং হজ্ঞানকালে বালানাং দৃশ্যতে দীর্ঘোঽহং গৌরোঽহমিতি দেহাদিসংঘাতেঽহংপ্রত্যয়ঃ। ন তু বিবেকিনামন্যোঽহং দেহাদিসংঘাতাদিতি জানবতাং তৎকালে দেহাদিসংঘাতেঽহংপ্রত্যয়ো ভবতি। তস্মান্মিথ্যাপ্রত্যয়াভাবেঽভাবাৎ তৎকৃত এব ন গৌণঃ। পৃথগ্‌গৃহ্যমাণবিশেষসামান্যয়োর্হি সিংহদেবদত্তয়োরগ্নিমাণবকয়োর্বা গৌণঃ প্রত্যয়ঃ শব্দপ্রয়োগো বা স্যাৎ। নাগৃহ্যমাণসামান্যবিশেষয়োঃ।

যত্তূক্তং শ্রুতিপ্রামাণ্যাদিতি—তন্ন। তৎপ্রামাণ্যস্যাদৃষ্টবিষয়ত্বাৎ। প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণানুপলব্ধে হি বিষয়েঽগ্নিহোত্রাদিসাধ্যসাধনসম্বন্ধে শ্রুতেঃ প্রামাণ্যম্। ন প্রত্যক্ষাদিবিষয়ে। অদৃষ্টদর্শনার্থবিষয়ত্বাৎ প্রামাণ্যস্য। তস্মান্ন দৃষ্টমিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তস্যাহংপ্রত্যয়স্য দেহাদিসংঘাতে গৌণত্বং কল্পয়িতুং শক্যম্। ন হি শ্রুতিশতমপি শীতোঽগ্নিরপ্রকাশো বেতি ব্রুবৎ প্রামাণ্যমুপৈতি।

যদি ব্রূয়াৎ—শীতোঽগ্নিরপ্রকাশো বেতি—তথাঽপ্যর্থান্তরং শ্রুতের্বিবক্ষিতং কল্প্যম্। প্রামাণ্যান্যথাঽনুপপত্তেঃ। ন তু প্রমাণান্তরবিরুদ্ধং স্ববচনবিরুদ্ধং বা।

কর্ম্মণো মিথ্যাপ্রত্যয়বৎকর্তৃকত্বাৎ কর্তুরভাবে শ্রুতেরপ্রামাণ্যমিতি চেৎ?

ন। ব্রহ্মবিদ্যায়ামর্থবত্ত্বোপপত্তেঃ।

কর্ম্মবিধিশ্রুতিবদ্‌ব্রহ্মবিদ্যাবিধিশ্রুতেরপ্রামাণ্যপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ?

ন। বাধকপ্রত্যয়ানুপপত্তেঃ। যথা ব্রহ্মবিদ্যাবিধিশ্রুত্যাত্মন্যবগতে দেহাদিসংঘাতেঽহংপ্রত্যয়ো বাধ্যতে—তথাত্মন্যেবাত্মাবগতির্ন কদাচিৎ কেনচিৎ কথঞ্চিদপি বাধিতুং শক্যা। ফলাব্যতিরেকাদবগতেঃ। যথাঽগ্নিরুষ্ণঃ প্রকাশশ্চেতি। ন চ কর্ম্মবিধিশ্রুতেরপ্রামাণ্যম্। পূর্ব্বপূর্ব্বপ্রবৃত্তিনিরোধেনোত্তরোত্তরাপূর্ব্বপ্রবৃত্তিজননস্য প্রত্যগাত্মাভিমুখ্যপ্রবৃত্ত্যুৎপাদনার্থত্বাৎ। মিথ্যাত্বেঽপ্যুপায়স্যোপেয়সত্যতয়া সত্যত্বমেব স্যাৎ। যথাঽর্থবাদানাং বিধিশেষাণাম্। লোকেঽপি বালোন্মত্তাদীনাং পয়আদৌ পায়য়িতব্যে চূড়াবর্দ্ধনাদিবচনম্। প্রকারান্তরস্থানাং চ সাক্ষাদেব প্রামাণ্যসিদ্ধিঃ। প্রাগাত্মজ্ঞানাদ্দেহাভিমাননিমিত্তপ্রত্যক্ষাদিপ্রামাণ্যবৎ।

যত্তু মন্যসে—স্বয়মব্যাপ্রিয়মাণোঽপ্যাত্মা সন্নিধিমাত্রেণ করোতি তদেব চ মুখ্যং কর্তৃত্বমাত্মনঃ। যথা রাজা যুধ্যমানেষু যোধেষু যুধ্যত ইতি প্রসিদ্ধং স্বয়মযুধ্যমানোঽপি সন্নিধানাদেব। জিতঃ পরাজিতশ্চেতি। তথা সেনাপতির্বাচৈব করোতি। ক্রিয়াফলসম্বন্ধশ্চ রাজ্ঞঃ সেনাপতেশ্চ দৃষ্টঃ। যথা চর্ত্বিক্‌কর্ম্ম যজমানস্য তথা দেহাদীনাং কর্ম্মাত্মকৃতং স্যাৎ। তৎফলস্যাত্মগামিত্বাৎ। যথা বা ভ্রামকস্য লোহভ্রাময়িতৃত্বাদব্যাপৃতস্যৈব মুখ্যমেব কর্তৃত্বং তথা চাত্মন ইতি।

তদসৎ। অকুর্ব্বতঃ কারকত্বপ্রসঙ্গাৎ।

কারকমনেকপ্রকারমিতি চেৎ?

ন। রাজপ্রভৃতীনাং মুখ্যস্যাপি কর্তৃত্বস্য দর্শনাৎ। রাজা তাবৎ স্বব্যাপারেণাপি যুধ্যতে। যোধানাং যোধয়িতৃত্বেন ধনদানেন চ মুখ্যমেব কর্তৃত্বম্। তথা জয়পরাজয়ফলোপভোগে। তথা যজমানস্যাপি প্রধানত্যাগেন দক্ষিণাদানেন চ মুখ্যমেব কর্তৃত্বম। তস্মাদব্যাপৃতস্য কর্তৃত্বোপচারো যঃ স গৌণ ইত্যবগম্যতে। যদি মুখ্যং কর্তৃত্বং স্বব্যাপারলক্ষণং নোপলভ্যতে রাজ-

যজমানপ্রভৃতীনাং তদা সন্নিধিমাত্রেণাপি কর্তৃত্বং মুখ্যং পরিকল্প্যেত। যথা ভ্রামকস্য লোহভ্রামণেন। ন তথা রাজযজমানাদীনাং স্বব্যাপারো নোপলভ্যতে। তস্মাৎ সন্নিধিমাত্রেণাপি কর্তৃত্বং গৌণমেব। তথা চ সতি তৎফলসম্বন্ধেঽপি গৌণ এব স্যাৎ। ন গৌণেন মুখ্যং কার্য্যং নির্ব্বর্ত্ত্যতে।

তস্মাদসদেবৈতদগীয়তে—দেহাদীনাং ব্যাপারেণাঽব্যাপৃত আত্মা কর্ত্তা ভোক্তা চ স্যাদিতি। ভ্রান্তিনিমিত্তং তু সর্ব্বমুপপদ্যতে। যথা স্বপ্নে। মায়ায়াং চৈবম্। ন চ দেহাদ্যাত্মপ্রত্যয়ভ্রান্তিসন্তানবিচ্ছেদেষু সুষুপ্তিসমাধ্যাদিষু কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদ্যনর্থ উপলভ্যতে। তস্মাদ্‌ভ্রান্তিপ্রত্যয়নিমিত্ত এবায়ং সংসারভ্রমঃ। ন তু পরমার্থ ইতি সম্যগ্দর্শনাদত্যন্তমেবোপরম ইতি সিদ্ধম।

সর্ব্বং গীতাশাস্ত্রার্থমুপসংহৃত্যাস্মিন্নধ্যায়ে বিশেষতশ্চান্ত ইহ শাস্ত্রার্থদার্ঢ্যায় সংক্ষেপত উপসংহারং কৃত্বাঽথেদানীং শাস্ত্রসম্প্রদায়বিধিমাহ—ইদমিতি। ইদং শাস্ত্রং তে তব হিতায় ময়োক্তং সংসারবিচ্ছিত্তয়ে। অতপস্কায় তপোরহিতায়। ন বাচ্যমিতি ব্যবহিতেন সম্বধ্যতে। তপস্বিনেঽপ্যভক্তায় গুরুদেবভক্তিরহিতায় কদাচন কস্যাঞ্চিদপ্যবস্থায়াং ন বাচ্যম্। ভক্তস্তপস্ব্যপি সন্নশুশ্রূষুর্যো ভবতি তস্মা অপি ন বাচ্যম্। ন চ যো মাং বাসুদেবং প্রাকৃতং মনুষ্যং মত্বাঽভ্যসূয়ত্যাত্মপ্রশংসাদিদোষাধ্যারোপণেন মমেশ্বরত্বমজানন্ন সহতে। অসাবপ্যযোগ্যঃ। তস্মা অপি ন বাচ্যম্। ভগবত্যনসূয়াযুক্তায় তপস্বিনে ভক্তায় শুশ্রূষবে বাচ্যং শাস্ত্রমিতি সামর্থ্যাদ্গম্যতে। তত্র মেধাবিনে তপস্বিনে বেত্যনয়োর্ব্বিকল্পদর্শনাচ্ছুশ্রূষাভক্তিযুক্তায় তপস্বিনে তদ্যুক্তায় মেধাবিনে বা বাচ্যম। শুশ্রূষাভক্তিবিযুক্তায় ন তপস্বিনে নাপি মেধাবিনে বাচ্যম্। ভগবত্যসূয়াযুক্তায় সমস্তগুণবতেঽপি ন বাচ্যম্। গুরুশুশ্রূষাভক্তিমতে চ বাচ্যম্। ইত্যেষ শাস্ত্রসম্প্রদায়বিধিঃ ॥ ৬৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবং গীতার্থতত্ত্বমুপদিশ্য তৎসম্প্রদায়প্রবর্ত্তনে নিয়মমাহ—ইদমিতি। ইদং গীতার্থতত্ত্বং তে ত্বয়াঽতপস্কায় স্বধর্ম্মানুষ্ঠানরহিতায় ন বাচ্যম্। ন চাভক্তায় গুরাবীশ্বরে চ ভক্তিশূন্যায় কদাচিদপি বাচ্যম্। ন চাশুশ্রূষবে পরিচর্য্যামকুর্ব্বতে শ্রোতুমনিচ্ছতে বা বাচ্যম্। মাং পরমেশ্বরং যোঽভ্যসূয়তি মনুষ্যদৃষ্ট্যা দোষারোপেণ নিন্দতি তস্মৈ চ ন বাচ্যম ॥ ৬৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। পরমাত্মস্বরূপ সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর অর্জ্জুনের জন্মমরণরূপ ব্যাধির শান্তির জন্য যে পরমোপাদেয় গুহ্যরহস্যপূর্ণ গীতা ব্যাখ্যা করিলেন, ভগবান্ তাহা অনধিকারীকে উপদেশ করিতে নিষেধ করিলেন। বস্তুতঃ যাঁহারা ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযমপূর্ব্বক তপস্যা করিয়াছেন, তাঁহারাই গীতাশ্রবণে অধিকারী। কেবল জিতেন্দ্রিয় হইলেই হইবে না, অধিকারীকে আবার ব্রহ্মজ্ঞানোপদেষ্টা গুরু ও ঈশ্বরে ভক্তিযুক্ত হওয়া চাই। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার গুরুশুশ্রূষা ও শাস্ত্রবাক্যে নিষ্ঠা থাকা চাই। বিশেষতঃ তাঁহার যেন কোন প্রকারেই ভগবান্ বাসুদেবে কিছুমাত্র দ্বেষবুদ্ধি না থাকে। তপস্যা ব্যতীত গীতার উপদেশ ধারণ করিবার শক্তি জন্মে না। ভক্তি ব্যতীত গীতোপদেশ গ্রহণ শ্রবণ ও মননে প্রবৃত্তি হয় না, গুরুশুশ্রূষা ব্যতীত

য ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥ ৬৮ ॥

গীতার প্রকৃত মর্ম্মার্থ উপলব্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই এবং ঈশ্বরে অসূয়াত্যাগ না করিলে গীতার সারতত্ত্ব ব্রহ্মানন্দ উপলব্ধি হয় না। অনধিকারীকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করা শ্রুতিনিষিদ্ধ। যথা—

"বিদ্যা হ বৈ ব্রাহ্মণমাজগাম গোপায় মা শেবধিষ্টেঽহমস্মি।
অসূয়কায়াঽনৃজবেঽযতায় মা মা ব্রূয়াবীর্যবতী তথা স্যাম্॥" (ক)
"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" (খ)

অনধিকারী পুরুষের নিকট নানা দুঃখ পাইবার আশঙ্কায় বেদবিদ্যা এক সময়ে বিদ্যোপদেষ্টা ব্রাহ্মণগণের নিকট গিয়া বলিয়াছিলেন যে, হে ব্রাহ্মণগণ। তোমরা আমাকে গুপ্ত রাখিও, তাহা হইলে তোমাদিগকে ভোগ ও মুক্তি উভয়ই দান করিব। আর যদি লোকের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া লোকের নিকট আমাকে গুপ্ত রাখিতে নাই পার, তাহা হইলে যাহারা গুণের স্থানে দোষারোপরূপ অসূয়াযুক্ত, আর্জ্জবরহিত, মনঃ ও ইন্দ্রিয়গণকে নিগ্রহ করিতে অসমর্থ এবং গুরুসেবা ও গুরুভক্তিবর্জ্জিত তাহাদিগকে কদাপি উপদেশ করিও না। ধন বা সম্মানের লোভে যদি অপাত্রে আমার উপদেশ কর, তবে আমি বন্ধ্যা নারীর ন্যায় কোন ফল দান করিব না। বস্তুতঃ অনধিকারে শাস্ত্রপাঠ করিলে পণ্ডশ্রম হয় মাত্র। অথবা মলিন বুদ্ধিতে শাস্ত্রার্থ বিপরীত বা অযথা ভাবে গৃহীত হওয়ায় পাঠককে দুঃখভাগী এবং শাস্ত্রের প্রকৃত রসলাভে বঞ্চিত হইতে হয় ॥ ৬৭ ॥

অন্বয়বোধিনী। যঃ (যে ব্যক্তি) ইমং (এই) পরমং গুহ্যং (পরমগুহ্য শাস্ত্র) মদ্ভক্তেষু (আমার ভক্তগণের মধ্যে) অভিধাস্যতি (ব্যাখ্যা করিবেন) সঃ (তিনি) ময়ি (আমাতে) পরাং ভক্তিং (পরা ভক্তি) কৃত্বা (করিয়া) অসংসয়ঃ (নিঃসংশয় হইয়া) মাম্ এব (আমাকেই) এষ্যতি (প্রাপ্ত হইবেন) ॥ ৬৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে ব্যক্তি আমাতে পরম ভক্তিযুক্ত হইয়া আমার ভক্তগণের নিকট এই পরম গুহ্যশাস্ত্র ব্যাখ্যান করিবেন, তিনি আমাকে অবশ্যই প্রাপ্ত হইবেন। তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৬৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সম্প্রদায়স্য কর্ত্তুঃ ফলমিদানীমাহ—য ইতি। য ইমং যথোক্তং পরমং নিঃশ্রেয়সার্থং কেশবার্জ্জুনয়োঃ সংবাদরূপং গ্রন্থং গুহ্যং গুপ্তং গোপ্যতমং মদ্ভক্তেষু ময়ি ভক্তিমৎস্বভিধাস্যতি বক্ষ্যতি গ্রন্থতোঽর্থতশ্চ স্থাপয়িষ্যতীত্যর্থঃ। যথা ত্বয়ি ময়া।

(ক) মুক্তিকোপনিষৎ, ১।৫১। (খ) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৬।২৩।

न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः।
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ॥ ৬৯ ॥

ভক্তেঃ পুনর্গ্রহণাত্তদ্ভক্তিমাত্রেণ কেবলেন শাস্ত্রসম্প্রদানে পাত্রং ভবতীতি গম্যতে। কথমভিধাস্যতীতি? উচ্যতে—ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা। ভগবতঃ পরমগুরোরচ্যুতস্য শুশ্রূষা ময়া ক্রিয়ত ইত্যেবং কৃত্বেত্যর্থঃ। তস্যেদং ফলং মামেবৈষ্যতি মুচ্যত এব। অত্র সংশয়ো ন কর্তব্যঃ ॥ ৬৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এতৈর্দোষৈর্বিরহিতেভ্যো মদ্ভক্তেভ্যো গীতাশাস্ত্রোপদেষ্টুঃ ফলমাহ—য ইমমিতি। মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি মদ্ভক্তেভ্যো যো বক্ষ্যতি স ময়ি পরাং ভক্তিং করোতি। ততো নিঃসংশয়ঃ সন্ মামেব প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৬৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। গীতাশাস্ত্রে সমস্ত শাস্ত্রেরই কথা মুখ্য বা গৌণ ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এই জন্য ইহা পরম গুহ্য। ভক্তিমান্ ব্যতীত কাহারও গীতা বুঝিবার বা বুঝাইবার সামর্থ্য নাই। ভক্তি জন্মিলেই ব্রহ্মপদ লাভ হয়। এই জন্যই ভগবান্ বলিলেন যে, ভক্ত হইয়া গীতাশাস্ত্র ভক্তকেই শুনাইবে। ব্যাখ্যাতাকে বিশেষ ভক্তিযুক্ত হওয়া চাই, শ্রোতাকেও ভক্তিযুক্ত হইতে হইবে। ভক্তিযুক্ত ব্যক্তি অবশ্যই ভক্তের নিকট এই গুহ্যতত্ত্বময়ী গীতা ব্যাখ্যা করিবেন। কেন না তাঁহার পক্ষে গীতা ব্যাখ্যা ব্রহ্মানন্দোপভোগের প্রশস্তক্ষেত্রস্বরূপ।

কেহ কেহ "য ইমং পরমং গুহ্যং" শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যদি ভগবদ্ভক্তিবিহীন পুরুষও নিজ সম্মান ও পূজার জন্য আমার ভক্তগণের নিকট এই পরম গুহ্য রহস্যপূর্ণ গীতা ব্যাখ্যা করে, তবে সে ব্যক্তিও সেই পুণ্যপ্রভাবে আমার উপসনারূপ পরম ভক্তি লাভ করিয়া পরিশেষে আমাকে প্রাপ্ত হইবে। ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ॥ ৬৮ ॥

---- :o:-

অন্বয়বোধিনী। মনুষ্যেষু (মনুষ্যগণ মধ্যে) তস্মাৎ (গীতাব্যাখ্যাতা অপেক্ষা) কশ্চিৎ (কেহ) মে (আমার) প্রিয়কৃত্তমঃ (অতিপ্রিয়কারী) চ ন (আর নাই)। তস্মাৎ (তাঁহা হইতে) অন্যঃ (অন্য কেহ) মে আমার) প্রিয়তরঃ চ (প্রিয়তর ও) ভুবি (পৃথিবীতে) ন ভবিতা (হইবে না) ॥ ৬৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। **মনুষ্যলোক মধ্যে গীতাশাস্ত্র-ব্যাখ্যাতার ন্যায় আমার অতি প্রিয় আর কেহই নাই এবং আর কেহ হইবেও না ॥ ৬৯ ॥**

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ নেতি। ন চ তস্মাচ্ছাস্ত্রসম্প্রদায়কৃতো মনুষ্যেষু মনুষ্যাণাং মধ্যে কশ্চিন্মে মম প্রিয়কৃত্তমোঽতিশয়েন প্রিয়কৃৎ। ততোঽন্যঃ প্রিয়কৃত্তমো নাস্ত্যেবেত্যর্থো বর্তমানেষু। ন চ ভবিতা ভবিষ্যত্যপি কালে। তস্মাদ্দ্বিতীয়োঽন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি লোকেঽস্মিন্ ন ভবিতা ॥ ৬৯ ॥

. **শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।** কিঞ্চ—ন চেতি। তস্মান্মদ্ভক্তেভ্যো গীতাশাস্ত্র-

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতি॥ ৭০॥

ব্যাখ্যাতুঃ সকাশাদন্যো মনুষ্যেষু মধ্যে কশ্চিদপি মম প্রিয়কৃত্তমোঽত্যন্তং পরিতোষকর্ত্তা নাস্তি। ন চ কালান্তরে ভবিতা ভবিষ্যতি। মমাহপি তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরোহধুনা ভুবি তাবন্নাস্তি। ন চ ভবিষ্যতীত্যর্থঃ॥৬৯॥

গীতার্থসন্দীপনী। যে বিদ্যাবান্ ভক্ত পুরুষ মনুষ্যলোকে ভগবানের গুহ্যতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিবার জন্য গীতার প্রকৃতার্থ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, তাঁহার ন্যায় ভগবানের প্রিয়পাত্র আর কেহই নাই, এবং পূর্ব্বে কেহ হয়ও নাই, পরে কেহ হইবেও না এবং তাহারও এই পৃথিবী মধ্যে ভগবান্ ব্যতীত আর কোন প্রিয় বস্তু নাই॥ ৬৯॥

—:০:—

অন্বয়বোধিনী। যঃ চ (আর যিনি) আবয়োঃ (আমাদের উভয়ের) ইমং (এই) ধর্ম্ম্যং (ধর্ম্মযুক্ত) সংবাদম্ (বৃত্তান্ত) অধ্যেষ্যতে (অধ্যয়ন করিবেন) তেন (তৎকর্ত্তৃক) অহং (পরমাত্মরূপ আমি) জ্ঞানযজ্ঞেন (জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা) ইষ্টঃ (পূজিত) স্যাম্ (হইব), ইতি (ইহা) মে (আমার) মতিঃ (নিশ্চয়)॥ ৭০॥

বঙ্গানুবাদ। যে ব্যক্তি আমাদিগের ধর্ম্মার্থসংবাদরূপ এই গীতাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেন, সে ব্যক্তির জ্ঞানযজ্ঞদ্বারা আমাকেই নিশ্চয় পূজা করা হইবে জানিবে॥ ৭০॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যোঽপি—অধ্যেষ্যত ইতি। অধ্যেষ্যতে চ পঠিষ্যতি য ইমং ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতং সংবাদরূপং গ্রন্থমাবয়োস্তেনেদং কৃতং স্যাৎ। জ্ঞানযজ্ঞেন—বিধিজপোপাংশুমানসানাং যজ্ঞানাং জ্ঞানযজ্ঞো মানসত্বাদ্বিশিষ্টতম ইতি। অতস্তেন জ্ঞানযজ্ঞেন গীতাশাস্ত্রস্যাধ্যয়নং স্তূয়তে। ফলবিধিরেব বা। দেবতাদিবিষয়জ্ঞানযজ্ঞফলতুল্যমস্য ফলং ভবতীতি। তেনাহধ্যয়নেনাহহমিষ্টঃ পূজিতঃ স্যাং ভবেয়মিতি মে মম মতির্নিশ্চয়ঃ॥ ৭০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। পঠিতঃ ফলমাহ—অধ্যেষ্যত ইতি। আবয়োঃ কৃষ্ণার্জ্জুনয়োরিমং ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতং সংবাদং যোঽধ্যেষ্যতে জপরূপেণ পঠিষ্যতি তেন পুংসা সর্ব্বযজ্ঞেভ্যঃ শ্রেষ্ঠেন জ্ঞানযজ্ঞেনাহহমিষ্টঃ স্যাং ভবেয়মিতি মে মতিঃ। যদ্যপ্যসৌ গীতার্থমবুধ্যমান এব কেবলং জপতি তথাহপি মম তচ্ছৃণ্বতো মামেবাহসৌ প্রকাশয়তীতি বুদ্ধির্ভবতি। যথা লোকে যদৃচ্ছয়াহপি যদা কশ্চিৎ কস্যচিন্নাম গৃহ্ণাতি তদাহসৌ মামেবায়মাহ্বয়তীতি মত্বা তৎপার্শ্বমাগচ্ছতি তথাহহমপি তস্য সন্নিহিতো ভবেয়ম্। অতো যথাহজামিলক্ষত্রবন্ধুপ্রমুখানাং কথঞ্চিন্নামোচ্চারণমাত্রেণ প্রসন্নোঽস্মি তথৈব তস্যাহপি প্রসন্নো ভবেয়মিতি ভাবঃ॥ ৭০॥

গীতার্থসন্দীপনী। গীতাব্যাখ্যার ফল কীর্ত্তন করিয়া ভগবান্ এক্ষণে গীতাপাঠের ফল কহিতেছেন। অর্জ্জুন ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সংবাদরূপ গীতা পাঠ করা মহা-

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভাল্লোঁকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণাম্ ॥ ৭১ ॥

জ্ঞানযজ্ঞস্বরূপ। চতুর্থ অধ্যায়ে দ্রব্যযজ্ঞাদি সকল যজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞের মহিমা অধিক রূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। গীতার পাঠক সেই জ্ঞানযজ্ঞের ফলভাগী হইয়া থাকেন। কেন না, কেহ যদৃচ্ছাক্রমে অন্য কাহারও নামোচ্চারণ পূর্ব্বক ডাকিলে সেই ব্যক্তি সেই ডাক শুনিতে পাইলেই যেমন তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয়, সেইরূপ অর্থ বুঝিয়াই হউক, বা না বুঝিয়াই হউক, কেহ গীতা পাঠ করিবা মাত্রই ভগবান্ তাহার নিকটবর্ত্তী হয়েন, এবং নিজোচিত কৃপাগুণে তাঁহাকে চিত্তশুদ্ধিরূপ আশীর্ব্বাদ দান করেন। সুতরাং জ্ঞানযজ্ঞের মহাফলস্বরূপ ব্রহ্মপদলাভ তাহার অনায়াসসাধ্য হইয়া পড়ে ॥ ৭০ ॥

—:o:—

অন্বয়বোধিনী। শ্রদ্ধাবান্ (শ্রদ্ধাযুক্ত) অনসূয়ঃ চ (ও অসূয়াশূন্য) যঃ (যে) নরঃ (ব্যক্তি) শৃণুয়াৎ অপি (কেবল মাত্র শ্রবণ করেন) সঃ অপি (তিনি ও) মুক্তঃ (পাপবিমুক্ত হইয়া) পুণ্যকর্ম্মণাং (পুণ্যাত্মাগণের) শুভান্ লোকান্ (শুভ লোক) প্রাপ্নুয়াৎ (লাভ করিয়া থাকেন) ॥ ৭১ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়াশূন্য হইয়া এই গীতাশাস্ত্র কেবল শ্রবণ মাত্র করেন, তিনিও সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া পুণ্যাত্মাগণের ভোগ্য শুভলোক লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৭১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথ শ্রোতুরিদং ফলং -শ্রদ্ধাবানিতি। শ্রদ্ধাবাঞ্ছ্রদ্দধানঃ অনসূয়শ্চাঽসূয়াবর্জ্জিতঃ সন্নিমং গ্রন্থং শৃণুয়াদপি যো নরঃ। অপিশব্দাৎ কিমুতার্থজ্ঞানবান্। সোঽপি পাপান্মুক্তঃ শুভান্ প্রশস্তাল্লোঁকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণামগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মবতাম্ ॥ ৭১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অন্যস্তু জপতো যোঽন্যঃ কশ্চিচ্ছৃণোতি তস্যাঽপি ফলমাহ—শ্রদ্ধাবানিতি। যো নরঃ শ্রদ্ধাযুক্তঃ কেবলং শৃণুয়াদপি। শ্রদ্ধাবানপি যঃ কশ্চিৎ কিমর্থময়মুচ্চৈর্জপতি—অবদ্ধং বা জপতীতি দোষদৃষ্টিং করোতি তদ্ব্যাবৃত্ত্যর্থমাহ—অনসূয়শ্চ। অসূয়ারহিতো যঃ শৃণুয়াৎ সোঽপি সর্ব্বৈঃ পাপৈর্ম্মুক্তঃ সন্নশ্বমেধাদিপুণ্যকৃতাং লোকানাপ্নুয়াৎ ॥ ৭১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। গীতার ব্যাখ্যা ও পাঠের ফল ব্যাখ্যা করিয়া ভগবান্ এক্ষণে গীতা শ্রবণের ফল কহিতেছেন। যখন কোন ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে গীতা পাঠ করিতে থাকেন, সেই সময় যদি কোন ব্যক্তি অসূয়া পরিহারপূর্ব্বক আস্তিক্যবুদ্ধিতে গীতাপাঠকের ও পাঠের দোষ গুণ বিচার না করিয়া শ্রদ্ধাযুক্তচিত্তে উহা শ্রবণ করেন, তাহা হইলে তিনি নিষ্পাপ হয়েন, এবং অশ্বমেধাদি যজ্ঞকারী পুণ্যাত্মাগণ যে দিব্যলোক প্রাপ্ত হয়েন, তিনিও সেই লোক লাভ করেন। "শৃণুয়াদপি" "সোঽপি" ইত্যাদি বচনের অপিশব্দদ্বারা ইহাই

কচ্চিদেতচ্ছ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসংমোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥ ৭২ ॥

উপলক্ষিত হইয়াছে যে শ্রোতা গীতার অর্থ না বুঝিতে পারিলেও কেবল গীতোক্ত শব্দ মাত্র শ্রবণেই উত্তম লোক প্রাপ্ত হইবেন এবং অর্থবোধপূর্ব্বক গীতা শ্রবণ করিলে যে উত্তম লোকে গতি হইবেই হইবে, তাহা বলা বাহুল্য।

"বাসুদেবকথাপ্রশ্নঃ পুরুষাংস্ত্রীন্ পুনাতি হি।
বক্তারং প্রচ্ছকং শ্রোতৃংস্তৎপাদসলিলং যথা॥

বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা গঙ্গা যেমন সকলকেই পবিত্র করেন, বাসুদেবের প্রসঙ্গও সেইরূপ প্রশ্নকর্ত্তা, বক্তা ও শ্রোতা এই তিন জনকেই পবিত্র করিয়া থাকে॥ ৭১॥

:০:-

অন্বয়বোধিনী। [হে] পার্থ! ত্বয়া (ত্বৎকর্ত্তৃক) একাগ্রেণ চেতসা (একাগ্রচিত্তে) এতৎ (ইহা) শ্রুতং (শ্রুত হইল) কচ্চিৎ (কি)? [হে) ধনঞ্জয়। তে (তোমার) অজ্ঞানসংমোহঃ (অজ্ঞানকৃত মোহজাল) কচ্চিৎ (কি) প্রনষ্টঃ (বিনষ্ট হইল)? ॥ ৭২ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে পার্থ! এই গীতাশাস্ত্র তুমি একাগ্রচিত্তে শুনিলে কি? হে ধনঞ্জয়! তোমার অজ্ঞানকৃত মোহজাল কি বিনষ্ট হইল? ॥ ৭২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। শিষ্যস্তশাস্ত্রার্থগ্রহণাগ্রহণবিবেকবুভুৎসয়া পৃচ্ছতি। তদগ্রহণে জ্ঞাতে পুনর্গ্রাহয়িষাম্যুপায়ান্তরেণেতি প্রষ্টুরভিপ্রায়ঃ। যত্নান্তরং চাস্থায় শিষ্যঃ কৃতার্থঃ কর্ত্তব্য ইত্যাচার্য্যধর্ম্মঃ প্রদর্শিতো ভবতি। কচ্চিদিতি। কচ্চিৎ কিমেতন্ময়োক্তং শ্রুতং শ্রবণেনাবধারিতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা চিত্তেন? কিং বা প্রমাদিতম? কচ্চিদজ্ঞানসংমোহোঽজ্ঞাননিমিত্তঃ সংমোহো বিচিত্তভাবোঽবিবেকতা স্বাভাবিকঃ কিং প্রনষ্টঃ। যদর্থোঽয়ং শাস্ত্রশ্রবণায়াসস্তব মম চোপদেষ্টৃত্বায়াসঃ প্রবৃত্তঃ—তে তব ধনঞ্জয়। ৭২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। সম্যগ্বোধাঽনুৎপত্তৌ পুনরুপদেক্ষ্যামীত্যাশয়েনাহ—কচ্চিদিতি। কচ্চিদিতি প্রশ্নার্থে। অজ্ঞানসংমোহস্তত্বাঽজ্ঞানকৃতো বিপর্য্যয়ঃ। স্পষ্টমন্যৎ॥ ৭২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবান্ দেখিলেন, তিনি অর্জ্জুনের সংশয়পাশ ছেদন করিবার জন্ম যতক্ষণ গুহ্যরহস্যময়ী গীতা ব্যাখ্যা করিলেন, অর্জ্জুন তাহার আদ্যোপান্ত সমস্তই ভগবানের শরণাগত ও একাগ্রচিত্ত হইয়া করযোড়ে শ্রবণ করিলেন। এই গীতারূপ মার্ত্তণ্ডতেজে অজ্ঞানরূপ অন্ধকার চিরদিনের জন্ম বিদূরিত হইয়া যায়। অর্জ্জুনেরও অজ্ঞানজনিত ভ্রান্তি রাশির সম্পূর্ণ শান্তি হইয়া গিয়াছে। ইহা জানিয়াও অর্জ্জুনের মুখে অর্জ্জুনের কৃতকৃত্যতা শুনিবার জন্ম, এবং গীতাশ্রবণে কিরূপ ফল হইয়া থাকে, তাহাই জগৎকে

অর্জ্জুন উবাচ।

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াঽচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ৭৩ ॥

প্রত্যক্ষতঃ বুঝাইবার জন্য সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, গীতা শ্রবণে তোমার অজ্ঞান মোহ দূর হইল কি না ? ॥ ৭২ ॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। অর্জ্জুন উবাচ। [হে] অচ্যুত। ত্বৎপ্রসাদাৎ (তোমার কৃপায়) [আমার] মোহঃ নষ্টঃ (নষ্ট হইয়াছে), ময়া (মৎকর্ত্তৃক) স্মৃতিঃ লব্ধা (লব্ধ হইল), [তোমার উপদেশে] স্থিতঃ অস্মি (স্থির হইয়াছি) গতসন্দেহঃ (নিঃসংশয় হইয়াছি), তব (তোমার) বচনং (উপদেশ) করিষ্যে (পালন করিব) ॥ ৭৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। অর্জ্জুন কহিলেন, হে অচ্যুত। তোমার কৃপায় আমার সমস্ত মোহ বিনষ্ট হইল, আমি আত্মজ্ঞানরূপ স্মৃতি লাভ করিলাম, আমার সমস্ত সংশয় তিরোহিত হইয়াছে। এক্ষণে তোমারই উপদেশানুরূপ কার্য্য করিব ॥ ৭৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অর্জ্জুন উবাচ নষ্ট ইতি। নষ্টো মোহোঽজ্ঞানজঃ সমস্তসংসারানর্থহেতুঃ সাগর ইব দুস্তরঃ। স্মৃতিশ্চাত্মতত্ত্ববিষয়া লব্ধা—যস্যা লাভাৎ সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ—ত্বৎপ্রসাদাত্তব প্রসাদান্ময়া ত্বৎপ্রসাদমাশ্রিতেনাঽচ্যুত। অনেন মোহনাশপ্রশ্নপ্রতিবচনেন সর্ব্বশাস্ত্রার্থজ্ঞানফলমেতাবদেবেতি নিশ্চিতং দর্শিতং ভবতীতি। যতো জ্ঞানাৎ সংমোহনাশ আত্মস্মৃতিলাভশ্চেতি। তথা চ শ্রুতৌ—অনাত্মবিচ্ছোচামি (ক)—ইত্যুপন্যস্যাত্মজ্ঞানেন সর্ব্বগ্রন্থিবিপ্রমোক্ষ উক্তঃ। ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ (খ)—তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ (গ)—ইতি চ মন্ত্রবর্ণঃ। অথেদানীং ত্বচ্ছাসনে স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহো মুক্তসংশয়ঃ করিষ্যে বচনং তব। অহং ত্বৎপ্রসাদাৎ কৃতার্থঃ। ন মে কর্ত্তব্যমস্তীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৭৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কৃতার্থঃ সন্নর্জ্জুন উবাচ নষ্ট ইতি। আত্মবিষয়ো মোহো নষ্টঃ। যতোঽহমহমস্মীতি (ঘ) স্বরূপানুসন্ধানরূপা স্মৃতিস্ত্বৎপ্রসাদান্ময়া লব্ধা। অতঃ স্থিতোঽস্মি যুদ্ধায়োত্থিতোঽস্মি। গতো ধর্ম্মবিষয়ঃ সন্দেহো যস্য সোঽহং তবাজ্ঞাং করিষ্য ইতি ॥ ৭৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবানের মুখে আত্মতত্ত্বোপদেশ শ্রবণ করিয়া গুণবিকারজনিত যে মোহ উৎপন্ন হইয়াছিল, অর্থাৎ রাজসী প্রকৃতিতে ধর্ম্মক্ষেত্রের প্রভাব জনিত সত্ত্বগুণের আবেশে নিজ বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রতিকূল যে মোহময় বিকার উৎপন্ন হইয়াছিল, "অহং ব্রহ্মাস্মি" (ঙ) ঈদৃশ আত্মজ্ঞানরূপ স্মৃতি হওয়ায় তাহা বিদূরিত হইল। যুদ্ধের কর্ত্তব্যতা অর্জ্জুন

(ক) ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৭।১।৩। (খ) মুণ্ডকোপনিষৎ, ২।২।৮। (গ) ঈশাবাস্যোপনিষৎ, ৭।
(ঘ) ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৮।১১।১। (ঙ) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ১।৪।১০।

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্ ॥ ৭৪ ॥

নিঃসন্দিগ্ধরূপে বুঝিতে পারিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, জীবনসত্ত্বে ভগবদাজ্ঞা লঙ্ঘন করিবেন না। "গতসন্দেহ" পদ দ্বারা ইহাই সূচিত হইয়াছে যে, অর্জ্জুনের দেহাদি অনাত্মবস্তুতে আর আত্মবুদ্ধিরূপ সংশয় রহিল না। এক্ষণে অর্জ্জুন বুঝিলেন যে, বন্ধুবধাদি যুদ্ধের অনিবার্য্য ঘটনাগুলি তাঁহার স্বধর্ম্ম প্রতিপালনের আর প্রতিকূল থাকিতে পারিল না। কেন না তিনি দেখিলেন যে, বন্ধুবধাদি তাঁহার লক্ষ্য নহে, তাঁহার লক্ষ্য নিজের প্রতিজ্ঞানুরূপ ক্ষাত্রধর্ম্ম প্রতিপালন। এই স্বধর্ম্ম প্রতিপালন জন্য তিনি কোন প্রকারেই দোষগ্রস্ত হইবেন না ॥ ৭৩ ॥

—:০:—

অন্বয়বোধিনী। সঞ্জয় উবাচ। অহম্ (আমি) ইতি (এইরূপে) মহাত্মনঃ (মহাত্মা) বাসুদেবস্য (বাসুদেবের) পার্থস্য চ (ও অর্জ্জুনের) ইমং (এই) রোমহর্ষণং (রোমহর্ষণকর) অদ্ভুতং (আশ্চর্য্যকর) সংবাদম্ (কথোপকথন) অশ্রৌষম্ (শ্রবণ করিয়াছি) ॥ ৭৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। সঞ্জয় কহিলেন, (হে মহারাজ) মহানুভব বাসুদেব ও অর্জ্জুনের এই অদ্ভুত রোমহর্ষণকর সংবাদ আমি পূর্ব্বকথিতানুরূপ শ্রবণ করিলাম ॥ ৭৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। পরিসমাপ্তঃ শাস্ত্রার্থঃ। অথেদানীং কথাসম্বন্ধপ্রদর্শনার্থং সঞ্জয় উবাচ—ইতীতি। ইত্যেবমহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ সংবাদমিমং যথোক্তমশ্রৌষং শ্রুতবানস্মি। অদ্ভুতমত্যন্তবিস্ময়করম্। রোমহর্ষণং রোমাঞ্চকরম্ ॥ ৭৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেবং ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদং কথয়িত্বা প্রস্তুতাং কথামনুসন্দধানঃ সঞ্জয় উবাচ—ইতীতি। রোমহর্ষণং রোমাঞ্চকরং সংবাদমশ্রৌষং শ্রুতবানহম্। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৭৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের কথা বলিতে বলিতে এই কৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদ ব্যাখ্যা করিলেন, এবং তৎপরে অন্যান্য ঘটনা বলিলেন। তাহারই উদ্যোগ কালে ধৃতরাষ্ট্রকে গীতার সমাপ্তিবৃত্তান্ত শুনাইলেন। কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে অতীব গূঢ় বিচিত্র কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে, এই জন্য ইহা অদ্ভুত। ইহা শুনিলে চিত্ত নিতান্ত বিস্ময়যুক্ত হয়, এই জন্যই ইহা রোমহর্ষণকর ॥ ৭৪ ॥

—:০:—

ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরম্ *।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্ ॥৭৫॥
রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্।
কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ ॥ ৭৬ ॥

অন্বয়বোধিনী। অহং ব্যাসপ্রসাদাৎ (বেদব্যাসের প্রসাদে) ইমং (এই) পরং গুহ্যং (পরম গুহ্য) যোগং (যোগতত্ত্ব) সাক্ষাৎ কথয়তঃ (উপদেশক) স্বয়ং যোগেশ্বরাৎ (যোগেশ্বর) কৃষ্ণাৎ (শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে) শ্রুতবান্ (শুনিয়াছি) ॥ ৭৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে মহারাজ! বেদব্যাসের প্রসাদে যোগেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিজ মুখ হইতেই আমি এই পরম গুহ্য যোগতত্ত্ব শ্রবণ করিয়াছি ॥ ৭৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তৎ চেমং—ব্যাসপ্রসাদাদিতি। ব্যাসপ্রসাদাত্ততো দিব্যচক্ষুর্লাভাচ্ছ্রুতবানিমং সংবাদং গুহ্যমহং পরং যোগম্। যোগার্থত্বাদ্গ্রন্থোঽপি যোগঃ। তং সংবাদমিমং যোগমেব বা যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্। ন পরম্পরাতঃ ॥ ৭৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। আত্মনস্তত্ত্ব শ্রবণে সম্ভাবনামাহ—ব্যাসপ্রসাদাদিতি। ভগবতা ব্যাসেন দিব্যং চক্ষুঃশ্রোত্রাদি মহ্যং দত্তম্। ততো ব্যাসস্য প্রসাদাদেতদহংশ্রুতবানস্মি। কিং তদিত্যপেক্ষায়ামাহ—পরং যোগম্। পরত্বমাবিষ্করোতি—যোগেশ্বরাচ্ছ্রীকৃষ্ণাৎ স্বয়মেব সাক্ষাৎ কথয়তঃ শ্রুতবানিতি ॥ ৭৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। দূরবর্ত্তী যুদ্ধক্ষেত্রে কৃষ্ণার্জ্জুনের পরস্পর কি কথাবার্ত্তা হইল, তাহা সঞ্জয় কিরূপে শুনিতে পাইলেন, ধৃতরাষ্ট্রের এই সংশয় নিরসনার্থ সঞ্জয় কহিলেন যে আমি বেদব্যাসের অনুগ্রহে দিব্য চক্ষুঃকর্ণাদি পাইয়াছি। সেই গুণে ভগবান্ যোগেশ্বরের কথাও অনায়াসে শ্রবণ করিতে পারিয়াছি। সর্ব্বশাস্ত্রের সারার্থরূপ গীতাশ্রবণে সঞ্জয় আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন ॥ ৭৫ ॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। [হে] রাজন্। কেশবার্জ্জুনয়োঃ (কেশব ও অর্জ্জুনের) ইমং (এই) পুণ্যং (পুণ্যজনক) অদ্ভুতং সংবাদং সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য (বারংবার স্মরণ করিয়া) মুহুঃ মুহুঃ (প্রতিক্ষণে) হৃষ্যামি (হৃষ্ট হইতেছি) ॥ ৭৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনের পুণ্যরূপ এই অদ্ভুত সংবাদ আমি যতই স্মরণ করিতেছি, আমার ততই অধিক আহ্লাদ হইতেছে ॥ ৭৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। রাজন্নিতি। হে রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতং কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং শ্রবণাদপি পাপহরং শ্রুত্বা হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ প্রতিক্ষণম্ ॥৭৬॥

* এতস্মাৎ গুহ্যমহং পরমিতি শ্রীধরস্বামিধৃতঃ পাঠঃ।

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৭॥
যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম ॥ ৭৮ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যাযাং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে মোক্ষযোগো নামাঽষ্টাদশোঽধ্যাযঃ।

॥ সমাপ্তেয়ং শ্রীভগবদ্গীতা ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—রাজন্নিতি। হৃষ্যামি রোমাঞ্চিতো ভবামি। হর্ষং প্রাপ্নোমীতি বা। স্পষ্টমন্যৎ। ৭৬॥

গীতার্থসন্দীপনী। এই গীতাশাস্ত্র একে পরমোপাদেয় উপদেশে পরিপূর্ণ, তাহাতে আবার উহা যে কোন ব্যক্তির মুখে শ্রবণ করিলেই সমস্ত পাপ ক্ষয় হইয়া যায়। উহা স্মরণ করিয়া ("আমার না জানি কত জন্ম জন্মান্তরের পুণ্য ও তপস্যা ছিল, যাহার প্রভাবে এই যোগতত্ত্ব স্বয়ং যোগেশ্বরেরই মুখে শ্রবণ করিলাম" এই রূপ স্মরণ করিয়া) সঞ্জয়ের হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হইযাছে। ৭৬॥

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। [হে] রাজন্! হরেঃ (হরির) তৎ (সেই) অত্যদ্ভুতং রূপং (অতি অদ্ভুত রূপ) সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য চ (পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া) মে (আমার) মহান্ (অতিশয়) বিস্ময়ঃ চ [হইতেছে], [আমি] পুনঃ পুনঃ হৃষ্যামি (আহ্লাদিত হইতেছি)॥৭৭।

বঙ্গানুবাদ। হে মহারাজ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেই অদ্ভুত বিশ্বরূপ যতবার স্মরণ হইতেছে, ততবারই আমার পুনঃ পুনঃ হর্ষাবেগ উঠিতেছে ॥ ৭৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তদিতি। তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরের্ব্বিশ্বরূপং বিস্ময়ো মে মহান্ হে রাজন্। হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ। ৭৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—তচ্চেতি। তদিতি বিশ্বরূপং নির্দ্দিশতি। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৭৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। গীতা কেবল শ্রবণ করিয়াই যে সঞ্জয় আনন্দিত হইয়াছেন তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে ভগবান্ যে পরম যোগ বিশ্বরূপ নামক নিজ সগুণ রূপ অর্জ্জুনকে দেখাইয়াছিলেন, সেই আশ্চর্য্য রূপ স্মরণ করিয়া সঞ্জয়ের হৃদয়ে আর আনন্দ ধরিতেছে না ॥৭৭।

——:o:——

অন্বয়বোধিনী। যত্র (যে পক্ষে) যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ যত্র (যে পক্ষে) ধনুর্দ্ধরঃ পার্থঃ, তত্র (সে স্থানে) শ্রীঃ (রাজশ্রী) বিজয়ঃ ভূতিঃ (অভ্যুদয়) ধ্রুবা নীতিঃ (অব্যভিচারী ন্যায়) [বর্ত্তমান] ইতি (ইহা) মে (আমার) মতিঃ (নিশ্চয়)॥ ৭৮॥

বঙ্গানুবাদ। হে মহারাজ! যে পক্ষে স্বয়ং যোগেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও যে পক্ষে গাণ্ডীবধনুর্দ্ধারী অর্জ্জুন রহিয়াছেন, রাজশ্রী, বিজয়, ভূতি ও নীতি সেই পক্ষকেই আশ্রয় করিবে, ইহা নিশ্চয় জানিবেন॥ ৭৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিং বহুনা—যত্রেতি। যত্র যস্মিন্ পক্ষে যোগেশ্বরঃ সর্ব্বযোগানামীশ্বরঃ—তৎপ্রভবত্বাৎ সর্ব্বযোগবীজস্য—কৃষ্ণঃ। যত্র পার্থো যস্মিন্ পক্ষে ধনুর্দ্ধরো গাণ্ডীবধন্বা। তত্র শ্রীঃ। তস্মিন্ পাণ্ডবানাং পক্ষে বিজয়ঃ। তত্রৈব ভূতিঃ। শ্রিয়ো বিশেষবিস্তারো ভূতিঃ। ধ্রুবাঽব্যভিচারিণী নীতির্নয়ঃ। ইত্যেবং মতির্মমেতি॥ ৭৮॥

ইতি শাঙ্করে শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যেঽষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

ইতি পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যশ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যশ্রীমদাচার্য্য-
শঙ্করভগবতঃ কৃতিঃ শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যম্।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অতস্ত্বং পুত্রাণাং রাজ্যাদিশঙ্কাং পরিত্যজেত্যাশয়েনাহ—যত্রেতি। যত্র যেষাং পক্ষে যোগানামীশ্বরঃ শ্রীকৃষ্ণো বর্ত্ততে। যত্র চ পার্থো গাণ্ডীবধনুর্দ্ধরঃ। তত্রৈব শ্রী রাজ্যলক্ষ্মীঃ। তত্রৈব চ বিজয়ঃ। তত্রৈব চ ভূতিরুত্তরোত্তরাভিবৃদ্ধিশ্চ। নীতির্নয়োঽপি তত্রৈব। ধ্রুবা নিশ্চিতেতি সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে। ইতি মম মতির্নিশ্চয়ঃ। অত ইদানীমপি ত্বং সপুত্রস্ত্বং শ্রীকৃষ্ণং শরণমুপেত্য পাণ্ডবান্ প্রসাদ্য সর্ব্বস্বং তেভ্যো নিবেদ্য পুত্রপ্রাণরক্ষাং কুর্ব্বিতি ভাবঃ।

ভগবদ্ভক্তিযুক্তস্য তৎপ্রসাদাত্মবোধতঃ।
সুখং বন্ধবিমুক্তিঃ স্যাদিতি গীতার্থসংগ্রহঃ॥ ৭৮॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াং ভগবদ্গীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং
পরমার্থনির্ণয়ো নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

তথা হি—পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া। ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন। ইত্যাদৌ ভগবদ্ভক্তের্মোক্ষং প্রতি সাধকতমত্বশ্রবণাত্তদেকান্তভক্তিরেব তৎপ্রসাদোত্থজ্ঞানাবান্তরব্যাপারমাত্রযুক্তা মোক্ষহেতুরিতি স্ফুটং প্রতীয়তে। জ্ঞানস্য চ ভক্ত্যবান্তরব্যাপারত্বমেব যুক্তম্। তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে। ইত্যাদিবচনাৎ।

ন চ জ্ঞানমেব ভক্তিরিতি যুক্তম্। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥ ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ॥' ইত্যাদৌ ভেদেন নির্দ্দেশাৎ। ন চৈবং সতি তমেব

বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় (ক) ইতিশ্রুতিবিরোধঃ শঙ্কনীয়ঃ। ভক্ত্যবান্তরব্যাপারত্বাজ্জ্ঞানস্য। ন হি কাষ্ঠৈঃ পচতীত্যুক্তে জ্বালানামসাধনত্বমুক্তং ভবতি।

কিঞ্চ যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥ (খ) দেহান্তে দেবঃ পরং ব্রহ্ম তারকং ব্যাচষ্টে। (গ) যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ। (ঘ) ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিপুরাণবচনান্যেবং সতি সমঞ্জসানি ভবন্তি। তস্মাদ্ভগবদ্ভক্তিরেব মোক্ষহেতুরিতি সিদ্ধম্।

তেনৈব দত্তয়া মত্যা তদ্গীতাবিবৃতিঃ কৃতা।
স এব পরমানন্দস্তয়া প্রীণাতু মাধবঃ॥
পরমানন্দশ্রীপাদরজঃশ্রীধারিণাঽধুনা।
শ্রীধরস্বামিযতিনা কৃতা গীতাসুবোধিনী।
স্বপ্রাগল্ভ্যবলাদ্বিলোড্য ভগবদ্গীতাং তদন্তর্গতং
তত্ত্বং প্রেপ্সুরুপৈতি কিং গুরুকৃপাপীযূষদৃষ্টিং বিনা।
অম্ভ স্বাঞ্জলিনা নিরস্য জলধেরাদিৎসুরন্তর্মণী
নাবর্ত্তেষু ন কিং নিমজ্জতি জনঃ সৎকর্ণধারং বিনা॥
ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিযতিকৃতা ভগবদ্গীতাসুবোধিনী সমাপ্তা।

গীতার্থসন্দীপনী। হে মহারাজ! যে যুধিষ্ঠিরের পক্ষে সর্ব্বসিদ্ধিদাতা ও দুঃখভঞ্জনকর্ত্তা "নারায়ণ" নামক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করিতেছেন, যে পক্ষে গাণ্ডীবধন্বা বীরকেশরী "নর" নামক অর্জ্জুন রহিয়াছেন, আমি নিশ্চয় বলিতেছি রাজলক্ষ্মী, বিজয়, অভ্যুদয় এবং ন্যায় সেই পক্ষকেই আশ্রয় করিবেন। অতএব তুমি দুর্য্যোধনাদি দুরাত্মা পুত্রদিগের জয়াশায় জলাঞ্জলি দিয়া ভগবদনুগৃহীত হইয়া পাণ্ডবদিগের সহিত সম্মিলিত হও।

"কাণ্ডত্রয়াত্মকং শাস্ত্রং গীতাখ্যং যেন নির্ম্মিতম্।
আদিমধ্যান্তষট্কেষু তস্মৈ ভগবতে নমঃ॥"

কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান এতত্ত্রিকাণ্ডাত্মক গীতাশাস্ত্র যিনি রচনা করিয়াছেন, আদি, মধ্য ও শেষ ষট্‌কে সেই ভগবান্‌কে আমি নমস্কার করিতেছি॥ ৭৮॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামিমহোদয় প্রণীত গীতার্থসন্দীপনী নামক ভাষা তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

গীতার্থসন্দীপনী সমাপ্ত।

॥ তৃতীয় ষট্‌ক ॥

সমাপ্ত

(ক) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৩৮, ৬।১৫। (খ) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৬।২৩।
(গ) নৃসিংহপূর্ব্বতাপন্যুপনিষৎ, ১।৭। (ঘ) কঠোপনিষৎ, ২।২২; মুণ্ডকোপনিষৎ, ৩।২।৩।

গীতামাহাত্ম্যম্

গীতামাহাত্ম্যম্।

ওঁ

॥ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ॥

শৌনক উবাচ। গীতায়াশ্চৈব মাহাত্ম্যং যথাবৎ সূত মে বদ। পুরা নারায়ণক্ষেত্রে ব্যাসেন মুনিনোদিতম্ ॥ ১ ॥

সূত উবাচ। ভদ্রং ভগবতা পৃষ্টং যদ্ধি গুপ্ততমং পরম্। শক্যতে কেন তদ্বক্তুং গীতামাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥ ২ ॥ কৃষ্ণো জানাতি বৈ সম্যক্ কিঞ্চিৎ কুন্তীসুতঃ ফলম্। ব্যাসো বা ব্যাসপুত্রো বা যাজ্ঞবল্ক্যোঽথ মৈথিলঃ। ৩ ॥ অন্যে শ্রবণতঃ শ্রুত্বা লেশং সংকীর্ত্তয়ন্তি চ। তস্মাৎ কিঞ্চিদ্বদাম্যত্র ব্যাসস্যাস্যান্ময়া শ্রুতম্ ॥ ৪ ॥ সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ। পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতাঽমৃতং মহৎ ॥ ৫ ॥ সারথ্যমর্জ্জুনস্যাদৌ কুর্ব্বন্ গীতাঽমৃতং দদৌ। লোকত্রয়োপকারায় তস্মৈ কৃষ্ণাত্মনে নমঃ ॥ ৬ ॥ সংসারসাগরং ঘোরং তর্ত্তুমিচ্ছতি যো নরঃ। গীতানাবং সমাসাদ্য পারং যাতি সুখেন সঃ ॥ ৭ ॥ গীতাজ্ঞানং শ্রুতং নৈব সদৈবাভ্যাসযোগতঃ। মোক্ষমিচ্ছতি মূঢ়াত্মা যাতি বালকহাস্যতাম্ ॥ ৮ ॥ যে শৃণ্বন্তি পঠন্ত্যেব গীতাশাস্ত্রমহর্নিশম্। ন তে বৈ মানুষা জ্ঞেয়া

গীতামাহাত্ম্যের বঙ্গানুবাদ।

শৌনক কহিলেন—হে সূত! নৈমিষারণ্যে মহামুনি ব্যাসদেবকথিত গীতামাহাত্ম্য আমার নিকট যথাযথ বর্ণনা কর। ১।

সূত কহিলেন—হে ভগবন্! আপনি উত্তম জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ইহা পরম গুহ্যতম এই গীতামাহাত্ম্য সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করিতে কে সমর্থ? ।২। কৃষ্ণই ইহা সম্যক্‌রূপে জানেন, কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন, বেদব্যাস, তাঁহার পুত্র শুকদেব, যাজ্ঞবল্ক্য ও মিথিলাধিপ জনক কিঞ্চিৎ অর্থাৎ ফলমাত্র অবগত আছেন। ৩। অন্যান্য মহাত্মাগণ ইহা শ্রবণমাত্র করিয়া কিছু কিছু কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। আমিও মহর্ষি বেদব্যাসের মুখ হইতে যেরূপ যৎকিঞ্চিৎ শ্রবণ করিয়াছি, তাহাই ব্যাখ্যা করিতেছি। ৪।

সমস্ত উপনিষদ্-রাশি গাভীস্বরূপ, গোপালনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পার্থরূপ বৎসের ক্ষুন্নিবারণপূর্ব্বক নির্ম্মলবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের জন্য দুগ্ধরূপ এই গীতাঽমৃত দোহন করিয়াছেন। ৫। লোকত্রয়ের উপকারার্থ যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সারথ্য স্বীকারপূর্ব্বক এই গীতাঽমৃত দান করিয়াছেন, সেই পরমাত্মস্বরূপকে নমস্কার করি। ৬।

যে ব্যক্তি এই ঘোর সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন, গীতারূপ নৌকা আশ্রয় করিলে তিনি পরম সুখে পার হইয়া যাইবেন। ৭। সর্ব্বদা অভ্যাসযোগপূর্ব্বক গীতার জ্ঞানবার্ত্তা

দেবরূপা ন সংশয়ঃ ॥ ৯ ॥ গীতাজ্ঞানেন সম্বোধং কৃষ্ণঃ প্রাহার্জ্জুনায় বৈ। ভক্তিতত্ত্বং পরং তত্র সগুণং চাথ নির্গুণম্ ॥ ১০ ॥ সোপানাষ্টাদশৈরেবং ভুক্তিমুক্তিসমুচ্ছ্রিতৈঃ। ক্রমশশ্চিত্তশুদ্ধিঃ স্যাৎ প্রেমভক্ত্যাদিকর্ম্মসু ॥ ১১ ॥ সাধু গীতাম্ভসি স্নানং সংসারমলনাশনম্। শ্রদ্ধাহীনস্য তৎ কার্য্যং হস্তিস্নানং বৃথৈব তৎ ॥ ১২ ॥ গীতায়াশ্চ ন জানাতি পঠনং নৈব পাঠনম্। স এব মানুষে লোকে মোঘকর্ম্মকরো ভবেৎ ॥ ১৩ ॥ যস্মাদ্গীতাং ন জানাতি নাধমস্তৎপরো জনঃ। ধিক্ তস্য মানুষং দেহং বিজ্ঞানং কুলশীলতাম্ ॥ ১৪ ॥ গীতার্থং ন বিজানাতি নাধমস্তৎপরো জনঃ। ধিক্ শরীরং শুভং শীলং বিভবং তদ্গৃহাশ্রমম্ ॥ ১৫ ॥ গীতাশাস্ত্রং ন জানাতি নাধমস্তৎপরো জনঃ। ধিক্ প্রারব্ধং প্রতিষ্ঠাং চ পূজাং মানং মহত্তমম্ ॥ ১৬ ॥ গীতাশাস্ত্রে মতির্নাস্তি সর্ব্বং তন্নিষ্ফলং জগুঃ। ধিক্ তস্য জ্ঞানদাতারং ব্রতং নিষ্ঠাং তপো যশঃ ॥ ১৭ ॥ গীতার্থপঠনং নাস্তি নাধমস্তৎপরো জনঃ। গীতাগীতং ন যজ্জ্ঞানং তদ্বিদ্ধ্যাসুরসম্মতম্ ॥ ১৮ ॥ তন্মোঘং ধর্ম্মরহিতং বেদবেদান্তগর্হিতম্। তস্মাদ্ধর্ম্মময়ী গীতা সর্ব্বজ্ঞানপ্রযোজিকা। সর্ব্বশাস্ত্রসারভূতা বিশুদ্ধা সা বিশিষ্যতে ॥ ১৯ ॥

শ্রবণ না করিয়া যে মূঢ়াত্মা মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা করে, সে বালকেরও উপহাসাস্পদ হইয়া থাকে। ৮। যাঁহারা দিবানিশি গীতাশাস্ত্র শ্রবণ বা অধ্যয়ন করেন, তাঁহারা মনুষ্য নহেন, তাঁহারা নিঃসংশয় দেবতা। ৯। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে গীতাজ্ঞান উপদেশ করিয়াছেন, তাহাতে সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের ভক্তিতত্ত্ব এবং জ্ঞানতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ১০। গীতাশাস্ত্রের ভুক্তি-মুক্তিপ্রধান অষ্টাদশ অধ্যায়রূপ অষ্টাদশসোপানের দ্বারা প্রেম ও ভক্তি আদি কর্ম্ম বিষয়ে ক্রমে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হয়। ১১। গীতারূপ জলাশয়ে সম্যক্ স্নান করিতে করিতে সংসাররূপ মালিন্য বিধৌত হইয়া যায়, কিন্তু শ্রদ্ধাবিহীন ব্যক্তির স্নান হস্তীর স্নানের ন্যায়, অর্থাৎ হস্তী যেমন স্নান করিয়া শুণ্ডের দ্বারা পথের ধূলি লইয়া আবার অঙ্গে নিক্ষেপ করে, সেইরূপ শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি গীতাসরোবরে স্নান করিয়াও পুনর্ব্বার মলিন হইয়া পড়ে। ১২। যে ব্যক্তি গীতা পড়িতে ও পড়াইতে না জানে, মনুষ্যলোকে তাহার সমস্ত কর্ম্মই পণ্ড হইয়া থাকে, যেহেতু গীতানভিজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় জগতে নরাধম আর কেহ নাই। তাহার মনুষ্য দেহধারণকে ধিক্, তাহার জ্ঞানেও ধিক্ এবং কুলশীলেও ধিক্।১৩।১৪। যে ব্যক্তি গীতার অর্থ না জানে, তদপেক্ষা নরাধম আর কেহই নাই। তাহার শরীরকে ধিক্, তাহার কল্যাণ ও শীলতাকে ধিক্, তাহার গৃহাশ্রম ও ধনাদিকেও ধিক্। ১৫। যে ব্যক্তি গীতাশাস্ত্র অবগত নহে, তাহার অপেক্ষা নরাধম আর কেহই নাই। তাহার প্রত্যেক প্রারব্ধকে ধিক্, তাহার প্রতিষ্ঠাকে ধিক্, তাহার মান, সম্ভ্রম এবং মহত্ত্বকেও ধিক্। ১৬। গীতাশাস্ত্রে যাহার মতি নাই, সংসারে তাহার সমস্তই নিষ্ফল। তাহার জ্ঞানদাতাকে ধিক্, তাহার ব্রত ও নিষ্ঠাকে ধিক্, তাহার তপস্যা ও যশকেও ধিক্। ১৭। যে গীতা অধ্যয়ন না করে তদপেক্ষা নরাধম আর কেহই নাই। যে জ্ঞানের মূলে গীতার জ্ঞান না থাকে, তাহা আসুর জ্ঞান। তাহা নিষ্ফল,

যোঽধীতে বিষ্ণুপর্ব্বাহে গীতাং শ্রীহরিবাসরে। স্বপঞ্জাগ্রংশ্চলংস্তিষ্ঠঞ্ছত্রুভির্ন স হীয়তে ॥ ২০॥ শালগ্রামশিলায়াং বা দেবাগারে শিবালয়ে। তীর্থে নদ্যাং পঠন্ গীতাং সৌভাগ্যং লভতে ধ্রুবম্ ॥ ২১॥ দেবকীনন্দনঃ কৃষ্ণো গীতাপাঠেন তুষ্যতি। যথা ন বেদৈর্দানেন যজ্ঞতীর্থব্রতাদিভিঃ ॥ ২২॥ গীতাঽধীতা চ যেনাঽপি ভক্তিভাবেন চেতসা। বেদশাস্ত্রপুরাণানি তেনাঽধীতানি সর্ব্বশঃ ॥ ২৩॥ যোগস্থানে সিদ্ধপীঠে শিলাঽগ্রে সৎসভাসু চ। যজ্ঞে চ বিষ্ণুভক্তাঽগ্রে পঠন্ সিদ্ধিং পরাং লভেৎ ॥ ২৪॥ গীতাপাঠং চ শ্রবণং যঃ করোতি দিনে দিনে। ক্রতবো বাজিমেধাদ্যাঃ কৃতাস্তেন সদক্ষিণাঃ ॥ ২৫॥ যঃ শৃণোতি চ গীতাঽর্থং কীর্ত্তয়ত্যেব যঃ পরম্। শ্রাবয়েচ্চ পরার্থং বৈ স প্রয়াতি পরং পদম্ ॥ ২৬॥ গীতায়াঃ পুস্তকং শুদ্ধং যোঽর্পয়ত্যেব সাদরাৎ। বিধিনা ভক্তিভাবেন তস্য ভার্য্যা প্রিয়া ভবেৎ ॥ ২৭॥ যশঃ সৌভাগ্যমারোগ্যং লভতে নাঽত্র সংশয়ঃ। দয়িতানাং প্রিয়ো ভূত্বা পরমং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮॥ অভিচারোদ্ভবং দুঃখং বরশাপাগতং চ যৎ। নোপসর্পতি তত্রৈব যত্র গীতাঽর্চ্চনং গৃহে ॥ ২৯॥ তাপত্রয়োদ্ভবা পীড়া নৈব ব্যাধির্ভবেৎ ক্বচিৎ। ন শাপো নৈব পাপং চ দুর্গতির্নরকং ন চ ॥৩০॥ বিস্ফো-

ধর্ম্মরহিত ও বেদবেদান্তবিরুদ্ধ। সেই জন্যই ধর্ম্মময়ী গীতা সর্ব্বজ্ঞানপ্রদায়িকা, গীতা সর্ব্ব শাস্ত্রের সারভূত, গীতা বিশুদ্ধ ও গীতার ন্যায় আর কিছুই নাই। ১৮।১৯।

বিষ্ণুপর্ব্বাহ ও একাদশীতে যিনি গীতা পাঠ করেন, তিনি স্বপ্নাবস্থায় থাকুন অথবা জাগ্রৎ অবস্থায় থাকুন, তিনি কোথাও গমন করুন বা কোথাও স্থির হইয়া বসিয়া থাকুন, অর্থাৎ কোথাও কোন অবস্থাতেই, তিনি শত্রু হইতে ভীত হইবেন না। ২০। যিনি শালগ্রামশিলার নিকট, দেবালয়ে বা শিবালয়ে, তীর্থস্থানে বা নদীতটে গীতাপাঠ করেন, তিনি নিশ্চয়ই সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকেন। ২১। ভগবান্ দেবকীনন্দন কৃষ্ণ গীতা পাঠে যেরূপ পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন, বেদপাঠে বা দানে, অথবা যজ্ঞ, তীর্থ ও ব্রতাদি দ্বারা তাদৃশ সন্তুষ্ট হয়েন না। ২২। বেদ পুরাণ আদি সর্ব্বশাস্ত্র পাঠ করিলে যে ফল হইয়া থাকে, ভক্তিপূর্ব্বক এক মাত্র গীতাপাঠ করিলেই তাহা সিদ্ধ হয়। ২৩। যোগস্থানে বা সিদ্ধপীঠে কিংবা শালগ্রামশিলার সম্মুখে অথবা সজ্জনসমাজে কিংবা যুদ্ধক্ষেত্রে কিংবা ভগবদ্ভক্তের নিকট যিনি গীতা পাঠ করেন, তিনি পরম সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন।২৪। যিনি প্রত্যহ গীতা পাঠ বা শ্রবণ করিয়া থাকেন, তাঁহার দক্ষিণাসহ অশ্বমেধাদি যজ্ঞ করা হইয়াছে বলিতে হইবে। ২৫। যিনি গীতাঽর্থ শ্রবণ করেন অথবা কীর্ত্তন করেন কিংবা অন্যকে শ্রবণ করাইয়া থাকেন, তিনি পরম পদ লাভ করেন।২৬। যিনি ভক্তিভাবযুক্ত হইয়া বিধিপূর্ব্বক সাদরে বিশুদ্ধ গীতা পুস্তক দান করেন, তাহার ভার্য্যা প্রিয়া হইয়া থাকেন। তিনি যশঃ, সৌভাগ্য ও আরোগ্য আদি লাভ করিয়া ভার্য্যাদিগের প্রিয় হইয়া নিঃসংশয় পরম সুখ প্রাপ্ত হয়েন। ২৭।২৮। যে গৃহে গীতার অর্চ্চনা হয়, তথায় হিংসা বা ভয়ানক অভিশাপ জনিত কোন দুঃখই উপস্থিত হয় না। সেখানে ত্রিতাপ-জনিত পীড়া, ব্যাধি, অভিশাপ বা পাপ, দুর্গতি বা নরক, অথবা (তথায়) দেহে বিস্ফোটকাদি

টকাদয়ো দেহে ন বাধন্তে কদাচন। লভেৎ কৃষ্ণপদে দাস্যং ভক্তিং চাহব্যভিচারিণীম্॥ ৩১॥ জায়তে সততং সখ্যং সর্ব্বজীবগণৈঃ সহ। প্রারব্ধং ভুঞ্জতো বাপি গীতাহভ্যাসরতস্য চ। স মুক্তঃ স সুখী লোকে কর্ম্মণা নোপলিপ্যতে॥ ৩২॥ মহাপাপাহতিপাপানি গীতাহধ্যায়ী করোতি চেৎ। ন কিঞ্চিৎ স্পৃশ্যতে তস্য নলিনীদলমম্ভসা॥ ৩৩॥ অনাচারোদ্ভবং পাপমবাচ্যাদিকৃতং চ যৎ। অভক্ষ্যভক্ষজং দোষমস্পর্শস্পর্শজং তথা॥ ৩৪॥ জ্ঞানাহজ্ঞানকৃতং নিত্যমিন্দ্রিয়ৈর্জনিতং চ যৎ। তৎ সর্ব্বং নাশমায়াতি গীতাপাঠেন তৎক্ষণাৎ॥ ৩৫॥ সর্ব্বত্র প্রতিভোক্তা চ প্রতিগৃহ্য চ সর্ব্বশঃ। গীতাপাঠং প্রকুর্ব্বাণো ন লিপ্যেত কদাচন॥ ৩৬॥ রত্নপূর্ণাং মহীং সর্ব্বাং প্রতিগৃহ্যাহবিধানতঃ। গীতাপাঠেন চৈকেন শুদ্ধস্ফটিকবৎ সদা॥ ৩৭॥ যস্যান্তঃকরণং নিত্যং গীতায়াং রমতে সদা। স সাগ্নিকঃ সদা জাপী ক্রিয়াবান্ স চ পণ্ডিতঃ॥ ৩৮॥ দর্শনীয়ঃ স ধনবান্ স যোগী জ্ঞানবানপি। স এব যাজ্ঞিকো যাজী সর্ব্ববেদার্থদর্শকঃ॥ ৩৯॥ গীতায়াঃ পুস্তকং যত্র নিত্যপাঠশ্চ বর্ত্ততে। তত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি প্রয়াগাদীনি ভূতলে॥ ৪০॥ নিবসন্তি সদা দেহে দেহশেষেহপি সর্ব্বদা। সর্ব্বে দেবাশ্চ ঋষয়ো যোগিনো দেহরক্ষকাঃ॥ ৪১॥ গোপালো বালকৃষ্ণোহপি নারদধ্রুবপার্ষদৈঃ সহায়ো জায়তে শীঘ্রং যত্র গীতা প্রবর্ত্ততে॥ ৪২॥ যত্র গীতাবিচারশ্চ পঠনং পাঠনং তথা। মোদতে তত্র ভগবান্ কৃষ্ণো রাধিকয়া সহ॥ ৪৩॥

কোন প্রকার বাধা উৎপন্ন হয় না, এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণচরণের দাসত্ব ও অব্যভিচারিণী ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। ২৯।৩০।৩১। গীতাহভ্যাসরত ব্যক্তি সকল জীবের সহিত মিত্রতা লাভ করেন। প্রারব্ধ কর্ম্মভোগের অধীন থাকিলেও তিনি মুক্তি ও সুখ লাভ করিয়া থাকেন, কোন কর্ম্ম তাঁহাকে বন্ধন করিতে পারে না। মহাপাপ ও অতিপাপ করিলেও, নলিনীদলগত জলের ন্যায় সেই পাপ তাঁহাকে স্পর্শ বা আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে না। অনাচারসম্ভূত ও অবাচ্য বচনজনিত পাপসকল, অভক্ষ্যভক্ষণজনিত ও অস্পৃশ্যস্পর্শজনিত দোষসকল, জ্ঞানকৃত ও অজ্ঞানকৃত বা ইন্দ্রিয়জনিত যে কোন দোষই হউক না কেন, তত্তাবৎ গীতাপাঠ মাত্রই বিনষ্ট হইয়া যায়। সকলের অন্ন ভোজন ও সর্ব্বত্র প্রতিগ্রহ করিলে যে কিছু পাপ হয়, গীতাপাঠকারীকে তাহা স্পর্শ করিতে পারে না। ৩২—৩৬। যদি অবিহিতবিধানে প্রদত্ত রত্নপূর্ণা বসুন্ধরা প্রতিগ্রহ করিয়া কেহ পাপে মলিন হয়, একমাত্র গীতা পাঠ করিলে সে ব্যক্তি শুদ্ধ স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ হইয়া যায়। ৩৭। যাঁহার অন্তঃকরণ প্রতিনিয়ত গীতাতে অনুরক্ত থাকে, তিনিই সাগ্নিক, তিনিই জাপক, তিনিই ক্রিয়াবান্, তিনিই পণ্ডিত, তিনিই দর্শনীয়, তিনিই ধনবান্, তিনিই যোগী, তিনিই জ্ঞানবান্, তিনিই যাজ্ঞিক, তিনিই যাজক, তিনিই সর্ব্ববেদার্থদর্শী। ৩৮।৩৯। যেখানে গীতা নিত্যই পঠিত হইয়া থাকে, ভূতলের প্রয়াগাদি সমস্ত তীর্থই তথায় বিদ্যমান থাকেন। ৪০। গীতাতে যাঁহার প্রবৃত্তি হয়, তাঁহার জীবিত কালে এবং মরণান্তে সমস্ত দেবতা, ঋষি ও যোগিগণ তাঁহার দেহরক্ষক হয়েন। ৪১। বালগোপাল কৃষ্ণ, নারদ, ধ্রুব ও পার্ষদাদি

শ্রীভগবানুবাচ। গীতা মে হৃদয়ং পার্থ গীতা মে সারমুত্তমম্। গীতা মে জ্ঞানমত্যুগ্রং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম্॥ ৪৪॥ গীতা মে চোত্তমং স্থানং গীতা মে পরমং পদম্। গীতা মে পরমং গুহ্যং গীতা মে পরমো গুরুঃ॥ ৪৫॥ গীতাশ্রয়েঽহং তিষ্ঠামি গীতা মে পরমং গৃহম্। গীতাজ্ঞানং সমাশ্রিত্য ত্রিলোকীং পালয়াম্যহম্॥ ৪৬॥ গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ। অর্দ্ধমাত্রা পরা নিত্যমনির্ব্বাচ্যপদাত্মিকা॥ ৪৭॥ গীতানামানি বক্ষ্যামি গুহ্যানি শৃণু পাণ্ডব। কীর্ত্তনাৎ সর্ব্বপাপানি বিলয়ং যান্তি তৎক্ষণাৎ॥ ৪৮॥ গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্যা পতিব্রতা। ব্রহ্মাবলির্ব্রহ্মবিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তিগেহিনী॥ ৪৯॥ অর্দ্ধমাত্রা চিদানন্দা ভবঘ্নী ভ্রান্তিনাশিনী। বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী॥ ৫০॥ ইত্যেতানি জপন্নিত্যং নরো নিশ্চলমানসঃ। জ্ঞানসিদ্ধিং লভেন্নিত্যং তথান্তে পরমং পদম্॥ ৫১॥ পাঠেঽসমর্থঃ সম্পূর্ণে তদর্দ্ধং পাঠমাচরেৎ। তদা গোদানজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৫২॥ ত্রিভাগং পঠমানস্তু সোমযাগফলং লভেৎ। ষড়ংশং জপমানস্তু গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ॥ ৫৩॥ তথাধ্যায়দ্বয়ং নিত্যং পঠমানো নিরন্তরং। ইন্দ্রলোকমবাপ্নোতি কল্পমেকং বসেদ্ধ্রুবম্॥ ৫৪॥ একমধ্যায়কং নিত্যং পঠতে ভক্তিসংযুতঃ। রুদ্রলোকমবাপ্নোতি গণো ভূত্বা বসেচ্চিরম্॥ ৫৫॥

সহিত তাঁহার সহায় হইয়া থাকেন। ৪২। যে স্থানে গীতাশাস্ত্রের বিচার, অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা হইয়া থাকে, শ্রীরাধিকাসহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই স্থানে আনন্দের সহিত বিরাজ করেন। ৪৩।

ভগবান্ কহিয়াছেন—হে পার্থ। গীতা আমার হৃদয়স্বরূপ, গীতা আমার সার সর্ব্বস্ব, গীতা আমার অত্যুগ্র ও অব্যয় জ্ঞানস্বরূপ। গীতাই আমার পরম স্থান এবং পরম পদ, গীতা আমার পরম গুহ্য, গীতা আমার পরম গুরু। গীতার আশ্রয়েই আমি অবস্থিত, গীতা আমার পরম নিকেতন, গীতার জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়াই আমি ত্রিলোক প্রতিপালন করি। ৪৪—৪৬। গীতা আমার ব্রহ্মরূপা পরমা বিদ্যা—তাহাতে সংশয় নাই। অর্দ্ধমাত্রারূপিণী গীতা নিত্যা, পরাৎপরা ও অনির্ব্বচনীয়পদস্বরূপিণী। ৪৭। হে পাণ্ডব! গীতার গুহ্য নাম সকল আমি বলিতেছি শ্রবণ কর। এই নাম সকল কীর্ত্তন করিলে পাপরাশি তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। ৪৮। গঙ্গা, গীতা, সাবিত্রী, সীতা, সত্যা, পতিব্রতা, ব্রহ্মাবলি, ব্রহ্মবিদ্যা, ত্রিসন্ধ্যা, মুক্তিগেহিনী, অর্দ্ধমাত্রা, চিদানন্দা, ভবঘ্নী, ভ্রান্তিনাশিনী, বেদত্রয়ী, পরানন্দা, তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী। ৪৯।৫০। এই নাম সকল যে ব্যক্তি নিশ্চলচিত্তে নিত্য জপ করেন, তিনি জ্ঞান ও সিদ্ধি লাভ করিয়া পরিণামে পরম পদ প্রাপ্ত হয়েন। ৫১। যিনি সম্পূর্ণ গীতা পাঠে অসমর্থ হইয়া গীতার্দ্ধ পাঠ করেন, তিনি নিঃসংশয় গোদানের ফল লাভ করেন। ৫২। এক তৃতীয়াংশ পাঠ করিলে সোমযাগের, এবং ষড়ংশ পাঠ করিলে গঙ্গাস্নানের ফল লাভ করিয়া থাকেন। ৫৩। যিনি প্রত্যহ দুই অধ্যায় পাঠ করেন, তিনি এককল্পকাল নিশ্চল হইয়া ইন্দ্রলোকে বাস করেন। ৫৪। যিনি ভক্তিযুক্ত হইয়া এক অধ্যায়ও পাঠ করেন, তিনি গণমধ্যে পরিগণিত হইয়া চিরকাল রুদ্র

অধ্যায়ার্দ্ধং চ পাদং বা নিত্যং যঃ পঠতে জনঃ। প্রাপ্নোতি রবিলোকং স মন্বন্তরসমাঃ শতম্॥ ৫৬॥ গীতায়াঃ শ্লোকদশকং সপ্তপঞ্চচতুষ্টয়ম্। ত্রিদ্ব্যেকমেকমর্দ্ধং বা শ্লোকানাং যঃ পঠেন্নরঃ। চন্দ্রলোকমবাপ্নোতি বর্ষাণামযুতং তথা॥ ৫৭॥ গীতার্থমেকপাদং চ শ্লোকমধ্যায়মেব চ। স্মরংস্ত্যক্ত্বা জনো দেহং প্রয়াতি পরমং পদম॥ ৫৮॥ গীতার্থমপি পাঠং বা শৃণুয়াদন্তকালতঃ। মহাপাতকযুক্তোঽপি মুক্তিভাগী ভবেজ্জনঃ॥ ৫৯॥ গীতাপুস্তকসংযুক্তঃ প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা প্রয়াতি যঃ। স বৈকুণ্ঠমবাপ্নোতি বিষ্ণুনা সহ মোদতে॥ ৬০॥ গীতাধ্যায়সমাযুক্তো মৃতো মানুষতাং ব্রজেৎ। গীতাভ্যাসং পুনঃ কৃত্বা লভতে মুক্তিমুত্তমাম্। গীতেত্যুচ্চারসংযুক্তো ম্রিয়মাণো গতিং লভেৎ॥ ৬১॥ যদ্যৎ কর্ম্ম চ সর্ব্বত্র গীতাপাঠপ্রকীর্ত্তিমৎ। তত্তৎ কর্ম্ম চ নির্দ্দোষং ভূত্বা পূর্ণত্বমাপ্নুয়াৎ॥ ৬২॥ পিতৄনুদ্দিশ্য যঃ শ্রাদ্ধে গীতাপাঠং করোতি হি। সন্তুষ্টাঃ পিতরস্তস্য নিরয়াদ্যান্তি স্বর্গতিম্॥ ৬৩। গীতাপাঠেন সন্তুষ্টাঃ পিতরঃ শ্রাদ্ধতর্পিতাঃ। পিতৃলোকং প্রয়ান্ত্যেব পুত্রাশীর্ব্বা তৎপরাঃ॥ ৬৪॥ গীতাপুস্তকদানং চ ধেনুপুচ্ছসমন্বিতম্। কৃত্বা চ তদ্দিনে সম্যক্ কৃতার্থো জায়তে জনঃ। ৬৫॥ পুস্তকং হেমসংযুক্তং গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ। দত্ত্বা বিপ্রায় বিদুষে জায়তে ন পুনর্ভবঃ॥ ৬৬॥ শতপুস্তকদানং চ গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ। স যাতি ব্রহ্মসদনং পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্॥ ৬৭॥

লোকে বাস করেন। ৫৫। যিনি অধ্যায়ার্দ্ধ বা এক পাদ মাত্র নিত্য পাঠ করেন, তিনি শত মন্বন্তর সূর্য্যলোকে বাস করেন। ৫৬। যিনি গীতার দশটী, সাতটী, পাঁচটী, চারিটী, তিনটী, দুইটী, একটী বা অর্দ্ধ শ্লোকও পাঠ করেন, তিনি অযুত বর্ষ পর্য্যন্ত চন্দ্রলোকে বাস করিয়া থাকেন। ৫৭। যিনি গীতার এক অধ্যায়ের, এক শ্লোকের বা এক পাদমাত্রের অর্থ স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন, তিনি পরম পদ লাভ করেন। ৫৮। যিনি মরণকালে গীতার অর্থ শ্রবণ করেন, বা পাঠ করেন, তিনি মহাপাতকযুক্ত হইলেও মুক্তিভাগী হইয়া থাকেন। ৫৯। যিনি গীতাপুস্তকসংযুক্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, তিনি বৈকুণ্ঠবাসী হইয়া বিষ্ণুর সহিত আনন্দ ভোগ করিয়া থাকেন। ৬০। কাহারও মৃত্যুকালে যদি গীতার এক অধ্যায়ও তাঁহার নিকটে থাকে, তাহা হইলে তিনি নীচযোনি প্রাপ্ত না হইয়া পুনর্ব্বার মনুষ্যযোনি লাভ করেন এবং সেই দেহে গীতা অভ্যাসপূর্ব্বক মুক্তিপদ লাভ করিয়া থাকেন। মরণকালে যিনি "গীতা" এই শব্দ মাত্র উচ্চারণ করেন, তাঁহারও সদ্গতি হয়। ৬১। মনুষ্য যখন কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সেই সময়ে গীতা পাঠ করিলেই সেই সকল কর্ম্ম নির্দ্দোষ হইয়া সম্পূর্ণ ফলদানে সমর্থ হয়। ৬২। শ্রাদ্ধকালে পিতৃগণের উদ্দেশে গীতা পঠিত হইলে তাঁহারা নরকস্থ থাকিলেও আনন্দ লাভ করিয়া স্বর্গে গমন করেন। ৬৩। গীতাপাঠ দ্বারা শ্রাদ্ধতর্পণপরিতৃপ্ত পিতৃগণ পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে পিতৃলোকে গমন করেন। ৬৪। যিনি ধেনুপুচ্ছসহিত গীতাপুস্তক দান করেন, তিনি সম্যক্ রূপে কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন। ৬৫। যিনি সুবর্ণ সংযুক্ত করিয়া গীতাপুস্তক বিদ্যাবান্ বিপ্রকে দান করেন, তাঁহার পুনর্জ্জন্ম হয় না। ৬৬। যিনি একশত

গীতাদানপ্রভাবেন সপ্তকল্পমিতাঃ সমাঃ। বিষ্ণুলোকমবাপ্যান্তে বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥ ৬৮ ॥ সম্যক্ শ্রুত্বা চ গীতার্থং পুস্তকং যঃ প্রদাপয়েৎ। তস্মৈ প্রীতঃ শ্রীভগবান্ দদাতি মানসেপ্সিতম্ ॥ ৬৯ ॥ দেহং মানুষমাশ্রিত্য চাতুর্বর্ণ্যেষু ভারত। ন শৃণোতি ন পঠতি গীতামমৃতরূপিণীম্। হস্তাত্ত্যক্ত্বাঽমৃতং প্রাপ্তং স নরো বিষমশ্নুতে ॥ ৭০ ॥ জনঃ সংসারদুঃখার্ত্তো গীতাজ্ঞানং সমালভেৎ। পীত্বা গীতাঽমৃতং লোকে লব্ধ্বা ভক্তিং সুখী ভবেৎ ॥ ৭১ ॥ গীতা-মাশ্রিত্য বহবো ভূভুজো জনকাদয়ঃ। নির্ধূতকল্মষা লোকে গতাস্তে পরমং পদম্ ॥ ৭২ ॥ গীতাসু ন বিশেষোঽস্তি জনেষূচ্চারকেষু চ। জ্ঞানেষ্বেব সমগ্রেষু সমা ব্রহ্মস্বরূপিণী ॥ ৭৩ ॥ যোঽভিমানেন গর্ব্বেণ গীতানিন্দাং করোতি চ। স যাতি নরকং ঘোরং যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥ ৭৪ ॥ অহঙ্কারেণ মূঢাত্মা গীতার্থং নৈব মন্যতে। কুম্ভীপাকেষু পচ্যেত যাবৎ কল্পক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ৭৫ ॥ গীতার্থং বাচ্যমানং যো ন শৃণোতি সমীপতঃ। স শূকরভবাং যোনিমনেকামধি-গচ্ছতি ॥ ৭৬ ॥ চৌর্য্যং কৃত্বা চ গীতায়াঃ পুস্তকং যঃ সমানয়েৎ। ন তস্য সফলং কিঞ্চিৎ পঠনং চ বৃথা ভবেৎ ॥ ৭৭ ॥ যঃ শ্রুত্বা নৈব গীতার্থং মোদতে পরমার্থতঃ। নৈব তস্য ফলং লোকে প্রমত্তস্য যথা শ্রমঃ ॥ ৭৮ ॥ গীতাং শ্রুত্বা হিরণ্যং চ ভোজ্যং পট্টাম্বরং তথা। নিবেদয়েৎ প্রদানার্থং প্রীতয়ে পরমাত্মনঃ ॥ ৭৯ ॥ বাচকং পূজয়েদ্ভক্ত্যা দ্রব্যবস্ত্রাদ্যুপস্করৈঃ। অনেকৈর্ব্বহুধা প্রীত্যা তুষ্যতাং ভগবান্ হরিঃ ॥ ৮০ ॥

গীতাপুস্তক দান করেন, তিনি ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন, তাঁহার পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা নাই। ৬৭। গীতাদানের পুণ্যপ্রভাবে সপ্তকল্পকাল পর্য্যন্ত দাতা বিষ্ণুলোকে বিষ্ণুর সহিত আনন্দ ভোগ করিয়া থাকেন। ৬৮। গীতার্থ সম্যক্ শ্রবণ করিয়া যিনি গীতা দান করাইয়া থাকেন, তাঁহার প্রতি ভগবান্ প্রীত হইয়া বাঞ্ছিতার্থ দান করেন। ৬৯। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রকুলে পুরুষ বা স্ত্রী দেহ প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি এই অমৃতরূপিণী গীতা শ্রবণ বা অধ্যয়ন না করে, সে হস্তস্থ অমৃত ত্যাগ করিয়া গরল ভক্ষণ করে। ৭০। সংসারদুঃখার্ত্ত ব্যক্তি গীতার জ্ঞান লাভ করিলে এবং গীতাঽমৃত পান (পাঠ) করিলে ভক্তিলাভে সুখী হইয়া থাকেন। ৭১। জনকাদি বহু রাজগণ গীতাকে আশ্রয় করিয়া নিষ্পাপ হইয়া পরম পদ লাভ করিয়াছেন। ৭২। গীতার শ্লোক উচ্চারণই করুন বা তজ্জনিত জ্ঞানই লাভ করুন, গীতা সকলের নিকটেই ব্রহ্মস্বরূপিণী। ৭৩। অভিমান বা অহঙ্কার পূর্ব্বক যে গীতার নিন্দা করে, সে চিরকাল ঘোর নরকে বাস করিয়া থাকে। ৭৪। যে মূঢাত্মা অহঙ্কারপূর্ব্বক গীতার্থের অবমাননা করে, সে কল্পক্ষয়কাল পর্য্যন্ত কুম্ভীপাক নরকে পচিতে থাকে। ৭৫। নিকটে গীতা ব্যাখ্যা হইতেছে দেখিয়াও যে ব্যক্তি শ্রবণ না করে, সে ব্যক্তি বহুজন্ম শূকরযোনি প্রাপ্ত হয়। ৭৬। যে ব্যক্তি গীতাপুস্তক চুরি করিয়া আনে, তাহার গীতাপাঠ ব্যর্থ ও বিফল হয়। ৭৭। যে ব্যক্তি গীতার্থ শ্রবণ না করিয়া পরমার্থলাভে যত্নবান্ হয়, উন্মত্তের পরিশ্রমের ন্যায় তাহার তাহাতে কোন ফলই লাভ হয় না। ৭৮। গীতা শ্রবণ করিয়া যিনি দানার্থ সুবর্ণ, ভোজ্য-

সূত উবাচ মাহাত্ম্যমেতদ্গীতায়াঃ কৃষ্ণপ্রোক্তং পুরাতনম্। গীতান্তে পঠতে যস্তু যথোক্তফলভাগ্‌ভবেৎ ॥ ৮১ ॥ গীতায়াঃ পঠনং কৃত্বা মাহাত্ম্যং নৈব যঃ পঠেৎ। বৃথা পাঠফলং তস্য শ্রম এব উদাহৃতঃ ॥ ৮২ ॥ এতন্মাহাত্ম্যসংযুক্তং গীতাপাঠং করোতি যঃ। শ্রদ্ধয়া যঃ শৃণোত্যেব পরমাং গতিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৮৩ ॥ শ্রুত্বা গীতামর্থযুক্তাং মাহাত্ম্যং যঃ শৃণোতি চ। তস্য পুণ্যফলং লোকে ভবেৎ সর্ব্বসুখাবহম্ ॥ ৮৪ ॥

ইতি শ্রীবৈষ্ণবীয়তন্ত্রসারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতামাহাত্ম্যং সমাপ্তম্ ॥

॥ শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু ॥

সামগ্রী ও পট্টাম্বর ভগবৎপ্রীত্যর্থ নিবেদন করেন, এবং ব্যাখ্যাতাকে ভক্তিপূর্ব্বক করিয়া নানা প্রকার সামগ্রী ও বস্ত্রাদি পুরস্কার দেন, তিনি ভগবান্ হরিকে সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন। ৭৯।৮০।

সূত কহিলেন—যিনি এই শ্রীকৃষ্ণোক্ত গীতার মাহাত্ম্য গীতার পাঠান্তে পাঠ করিয়া থাকেন, তিনি যথোক্ত ফলভাগী হয়েন। ৮১। গীতা পাঠ করিয়া যিনি গীতার মাহাত্ম্য পাঠ না করেন, তাঁহার গীতাপাঠের ফল হয় না, তাঁহার শ্রমমাত্রই সার হয়। ৮২। এই মাহাত্ম্য সহিত যিনি গীতা পাঠ করেন, অথবা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করেন, তিনি পরমগতি লাভ করিয়া থাকেন। ৮৩। যিনি অর্থসহিত গীতা ও মাহাত্ম্য শ্রবণ করেন, তাঁহার সর্ব্বসুখাবহ পুণ্য লাভ হইয়া থাকে ॥ ৮৪ ॥

ইতি শ্রীবৈষ্ণবীয়তন্ত্রসারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতামাহাত্ম্য সমাপ্ত।

ওঁ হরিঃ ওঁ।

-:০:-

প্রথম পরিশিষ্ট।

ভগবদ্গীতার শ্লোকসমূহের সূচীপত্র।

শ্লোকসূচী

আ ।

প

ব।

ভ।

ম।

য।

হ।

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট।

ভগবদ্গীতার শব্দাদির সূচীপত্র

শব্দাদির সূচী।

আ

ও

ঔ

ত ।

দ ।

ফ

যোগাশ্রমের গ্রন্থাবলী।

(পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামি প্রণীত গ্রন্থসমূহের আয় কাশী যোগাশ্রমে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী৺অন্নপূর্ণা-যোগেশ্বরী মাতার সেবার্থ অর্পিত হইয়াছে।)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

(চতুর্থ সংস্করণ)

পরিব্রাজক শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী মহোদয় কর্তৃক ব্যাখ্যাত গীতার এই চতুর্থ সংস্করণও কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ বৈদ্যরত্ন শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সেন বিদ্যাভূষণ এম, এ, মহাশয়-কর্তৃক অতীব আগ্রহের সহিত সম্পাদিত হইয়াছে। এবারে গীতার মূল, শাঙ্করভাষ্য, শ্রীধর-স্বামিকৃতটীকা ও পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামিজীর **গীতার্থসন্দীপনী** নাম্নী বিশদ বাঙ্গালা ব্যাখ্যা আরও বিশুদ্ধ ভাবে মুদ্রিত হইয়াছে। অধিকন্তু ভাষ্য টীকাদিতে উদ্ধৃত শ্রুতি প্রমাণগুলিরও সুখবোধ নিমিত্ত উপনিষৎ প্রভৃতির নাম ও অধ্যায়, এবং শ্লোকাদির সংখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে। এইজন্য ইহা যে বঙ্গীয় অধ্যাপকমণ্ডলীর ও সংস্কৃত বিদ্যার্থিগণেরও বিশেষ আদরণীয় হইবে তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। বঙ্গানুবাদও বড় বড় অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে।

বঙ্গভাষায় "গীতার্থসন্দীপনীর" ন্যায় সুললিত ও সারগর্ভ ব্যাখ্যা আর কোন গীতাতেই নাই। এমন উপাদেয় ও মর্ম্মার্থপূর্ণ শাস্ত্রতাৎপর্য্য-সম্বলিত সাধনানুকূল ব্যাখ্যা একমাত্র পরিব্রাজকের গীতাতেই দেখিতে পাইবেন। পরিব্রাজকের গীতার্থ-সন্দীপনীর ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্যাখ্যা বঙ্গদেশে আর নাই, পূর্ব্বাপর এরূপ একটী প্রবাদই প্রচলিত রহিয়াছে। গীতার্থ-সন্দীপনী পাঠে পুণ্যাত্মা পাঠকবর্গের হৃদয়ে যে গীতার কত গুহ্যাতিগুহ্য তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা বঙ্গভাষাবিৎ পাঠক মাত্রেই জানেন। সুতরাং নূতন করিয়া ইহার পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। স্বর্গীয় বঙ্কিম বাবু গীতার্থ-সন্দীপনী পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"ইহার ভাব ও রচনা চিরদিন বাঙ্গালা ভাষার অপূর্ব্ব রত্নরূপে বিরাজিত থাকিবে।"

এই গীতার সুবিস্তৃত সূচীপত্রে অকারাদি ক্রমে সমস্ত শ্লোক ও শব্দের সূচী এরূপভাবে প্রদত্ত হইয়াছে যে, যে কোন শ্লোক ও শব্দের অর্থই অনায়াসে অবগত হইতে পারিবেন। তদ্ব্যতীত প্রত্যেক অধ্যায়ের বিশ্লেষণপূর্ব্বক যে বিশদ "বিষয়-সূচী" প্রণীত হইয়াছে, তাহাতে একবার দৃষ্টিমাত্রেই গীতোক্ত উপদেশের সার সমাবেশ দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হইবে। গীতা সম্বন্ধীয় যে কোন দুরূহ প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে এই বিষয়-সূচীর প্রতি দৃষ্টি করিলেই তাহার সদুত্তর পাইবেন। আবার বঙ্গীয় পাঠকগণের বিশেষ সুবিধার জন্য বাঙ্গালা প্রতিশব্দ সহ যে অন্বয় দেওয়া হইয়াছে, তাহা পাঠমাত্র (সংস্কৃত না জানিলেও) সকলেই গীতার মূল শ্লোকের অন্তর্গত প্রত্যেক শব্দের অর্থ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

গীতার পাঠক্রম, গীতামাহাত্ম্যের মূল ও বাঙ্গালা ব্যাখ্যা, এবং পরিব্রাজক মহোদয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও হাফটোন চিত্রও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এইরূপে পুস্তকের কলেবর

আট শত পৃষ্ঠার অধিক হইয়া পড়িলেও মূল্য পূর্ব্ববৎ উত্তম কাপড়ে বাঁধা ৪৲ চারি টাকা মাত্র। ডাকখরচ পৃথক ‍।৹ আনা লাগিবে।

—:০:—

পরিব্রাজকের বক্তৃতা।

যিনি উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় ধর্ম্ম সমাজের দুর্ব্বল হৃদয়কে সবল করিবার জন্য সনাতন ধর্ম্মের প্রচার প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন, যাঁহার অমৃতময়ী ধর্ম্মব্যাখ্যায় সহস্র সহস্র পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত, কত অপথ কুপথ গামীও সুপথে আনীত, যাঁহার জলন্ত ও জীবন্ত উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতায় এক সময়ে সুদূর পঞ্জাব হইতে আসামপর্য্যন্ত সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত টলমলায়মান হইয়াছিল বঙ্গের সেই প্রতিভাসম্পন্ন অদ্বিতীয় ধর্ম্মবক্তা শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামিজীর অমূল্য বাণী চির-স্থায়িনী করিবার জন্য এই পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। পরিব্রাজকের বক্তৃতা বাঙ্গালা সাহিত্যের সৌন্দর্য্য। তাঁহার অপূর্ব্ব ভাবসমাবেশ, অভিনব যুক্তি ও সুমধুর ভাষায় সকলেই মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া যাইতেন। সার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয় পরিব্রাজকের বক্তৃতা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ ওজস্বিনী বক্তৃতা হয়, তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না।" এই বক্তৃতার জীর্ণ কঙ্কালমাত্র দেখিয়া **বঙ্গবাসী**ও এক দিন বলিয়াছিলেন—"শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের সেই মোহনকান্তি-মুখনিঃসৃত অমৃতময়ী মধুধারা যিনি শ্রবণাঞ্জলিপুটে পান করিয়াছেন, তিনি ইহার মর্ম্ম আপনি বুঝিয়া লইবেন।" (বঙ্গবাসী, ৩১এ মে, ১৮৯১) মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র, ডাকব্যয় ⁄৹ আনা।

শ্রীকৃষ্ণপুষ্পাঞ্জলি।

বঙ্গে আর্য্যধর্ম্মপ্রচারের উদ্বোধন কালে পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী মহোদয় ধর্ম্ম ও সমাজ বিষয়ক গভীর গবেষণাপূর্ণ যে সমস্ত উত্তমোত্তম প্রবন্ধ লিখিতেন,—যাহার সুন্দর সুমার্জ্জিত ভাব ও ভাষা সাহিত্যজগতে অতুলনীয়,—তাহাই পুস্তকাকারে সংগৃহীত হইয়াছে। স্বদেশভক্তি ও স্বদেশানুরাগ ইহার ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট রহিয়াছে। কিরূপে মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হয়, কিরূপ ধর্ম্মের সেবাদ্বারা শান্তিতে দেশোন্নতি করিতে হয়, তাহা এই পুস্তকে বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। মানব গ্রহ, জাতীয় প্রকৃতি, নীতি-শিক্ষা, ধর্ম্মসাধনের প্রয়োজন, দুর্গোৎসব, রাস-লীলা, জীবের নিদ্রাভঙ্গ ইত্যাদি চারি শত পৃষ্ঠায় পূর্ণ প্রবন্ধমালা একবার পাঠ করিলেই উহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। মূল্য ৸৹ আনা, ডাকব্যয় ⁄৹ এক আনা।

☞ বক্তৃতা ও পুষ্পাঞ্জলি একত্র লইলে ১৷৵৹ মূল্যেই পাওয়া যায়। পুস্তক দুইখানি বিশুদ্ধ ভাব ও ভাষার আদর্শস্বরূপ, এবং ইন্টারমিডিয়েট ও বি, এ, পরীক্ষার্থিগণের বাঙ্গালা ভাষায় দক্ষতা লাভের জন্য বিশেষ উপযোগী।

ভক্তি ও ভক্ত।

(নূতন পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে)

পরিব্রাজকের সঙ্গীত।

(পঞ্চম সংস্করণ দ্বিগুণ আকারে পরিবর্দ্ধিত)

সাধন মার্গের সার কথাগুলি জানিতে চাহেন, তাঁহারা একবার পরিব্রা... ...সঙ্গীত পাঠ করুন। এবার সঙ্গীতের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণের অধিক হইলেও মূল্য ।৶০ আনা মাত্রই নির্দ্ধারিত হইল। ভিঃ পিঃ ডাকে ৷৷০ আট আনা।

পঞ্চামৃত—পরিব্রাজক মহোদয়ের এই পুস্তকে উপাসনা সম্বন্ধীয় সমস্ত গভীর তত্ত্বই আলোচিত হইয়াছে। ইহা একবার পাঠ করিলে পঞ্চোপাসক সম্প্রদায়ের ভাবিরোধ মিটিয়া যাইবে, শাক্ত বৈষ্ণবের বিদ্বেষ ভাব বিদূরিত হইবে। ইহাতে বলিদান, রাসলীলা ও পঞ্চ মকারের শাস্ত্রীয় প্রকৃত তাৎপর্য্য অতি সুস্পষ্ট প্রতিপাদিত হইয়াছে। মূল্য ৶০ আনা, ডাকব্যয় ৴১০।

রামগীতা—পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামিকর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত। রামগীতার এরূপ সুন্দর ও সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা আর নাই। রামগীতা সংক্ষেপে বেদার্থের সারসংগ্রহ স্বরূপ। সহজে জ্ঞান ও ভক্তিতত্ত্ব বুঝিতে হইলে পরিব্রাজক ব্যাখ্যাত রামগীতা পাঠ করা একান্ত আবশ্যক। মূল্য ৶০ তিন আনা, ডাকব্যয় ৴১০।

ষট্‌চক্র—আত্মবোধের জন্য ষট্‌চক্রের জ্ঞান থাকা বিশেষ প্রয়োজন। এই পুস্তকে পরিব্রাজক মহোদয় লিখিত ষট্‌চক্রের সুবিস্তৃত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাঠ করিলে সাধনসম্বন্ধীয় অনেক সন্দেহই দূর হইয়া যাইবে, এবং সকলেই ষট্‌চক্রের সাধনতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবেন। মূল্য ৷৷০ আট আনা মাত্র।

প্রবোধকৌমুদী—সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া সাধনমার্গে প্রবেশপূর্ব্বক পরিব্রাজক মহোদয় সর্ব্বপ্রথমে এই পুস্তকখানিই প্রণয়ন করেন। ইহার পত্রে পত্রে জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তিভাব শোভা পাইতেছে। একবার পাঠ করিলেই যৌবনের মোহ বিদূরিত হইয়া যায়। মূল্য ৶০ দুই আনা।

নীতিরত্নমালা—স্বধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় শিক্ষাপ্রদ অতি উপাদেয় পুস্তক। স্কুল ও কলেজের ছাত্রগণের চরিত্র গঠন জন্যই পরিব্রাজক মহোদয় এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বঙ্গের সর্ব্বত্র তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সুনীতিসঞ্চারিণী সভার শুভফল এক্ষণে কাহারও অবিদিত নাই। ইহাতে তাঁহার প্রদত্ত বালক ও যুবকগণের উপযোগী নীতি ও ধর্ম্মবিষয়ক সার উপদেশ সকল সংগৃহীত হইয়াছে। বয়োজ্যেষ্ঠগণও এই পুস্তকপাঠে বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিবেন। পুস্তকের প্রতি পংক্তিতে ভারতীয় ধর্ম্মভাব বিকাশ পাইতেছে। আশা করি এই গদ্যপদ্যময় নীতিরত্নমালা প্রত্যেক আর্য্যসন্তানের হৃদয়ে শোভা পাইবে। মূল্য ৶০ আনা।

শ্রীকৃষ্ণরত্নাবলী—সুবিস্তৃত বাঙ্গালা ব্যাখ্যাসহ পরিব্রাজক মহোদয় কর্ত্তৃক হিন্দী ভাষায় (বাঙ্গালা অক্ষরে) রচিত কবিতামালা। জ্ঞান ও ভক্তিসম্বন্ধীয় অত্যুচ্চ ভাবসমূহ ও যোগের গূঢ় রহস্য সুললিত ছন্দে ও মনোহর ভাষায় সুশোভিত। মহাত্মা কবীর, তুলসীদাস আদি হিন্দী কবিগুরুগণের উপদেশের ন্যায় ইহা সজ্জন মাত্রেরই কণ্ঠে শোভা পাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

যোগ ও যোগী—পরিব্রাজক প্রণীত এই পুস্তকখানি যোগশিক্ষার সোপান স্বরূপ। ইহা প্রথমে পাঠ করিলে যোগ শাস্ত্রীয় গ্রন্থের আলোচনায় বিশেষ সহায়তা হইবে। ইহাতে

অথচ সরলভাবে যোগ সাধন প্রণালী ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পরিব্রাজক মহোদয় ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"যাহাতে সাধকগণ মায়াতে না ভুলিয়া কায়াতে আকৃষ্ট হয়েন, তাহাতে তাহারই আভাস দেওয়া হইল।" মূল্য ৵৹ দুই আনা।

শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র—পরিব্রাজক মহোদয় প্রণীত নিজ জন্মভূমির দেবলীলা বিষয়ক অপূর্ব্ব ইতিহাস। পড়িতে পড়িতে ভক্তিভাবে হৃদয় বিগলিত হইবে, প্রেমাশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। ইহার কিয়দংশ মাত্র ভক্তি ও ভক্তের পরিশিষ্টে উদ্ধৃত হইয়াছে। মূল্য ডাক ব্যয় সহ /১০ মাত্র।

☞ পরিব্রাজক মহোদয় কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত ও প্রণীত নিম্নলিখিত চারিখানি পুস্তক একত্রে দুই আনায় পাওয়া যায়। (ডাক মাশুল লাগিবে না।) (১) মণিরত্নমালা—সংস্কৃত মূল ও বিশদ বাঙ্গালা ব্যাখ্যা, (২) শ্রাদ্ধতত্ত্ব—বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ শ্রাদ্ধের আবশ্যকতা প্রতিপাদন, (৩) বিজ্ঞাপনী—বিজ্ঞাপনের ভাষায় জ্ঞান ও ভক্তিতত্ত্বের গূঢ় উপদেশ, (৪) আগমনী—পরিব্রাজক রচিত সমস্ত আগমনী সঙ্গীত একত্র মুদ্রিত।

অন্যান্য গ্রন্থাবলী।

স্তবমালা—নানা শাস্ত্র হইতে সিদ্ধ সাধকগণ কৃত অত্যুত্তম স্তোত্র, কবচ প্রভৃতি সংগৃহীত হইয়াছে। সকল দেব দেবীর স্তবই এই পুস্তকে পাইবেন। ২০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। মূল্য চারি আনা মাত্র।

বিশ্বনাথ আরতি ও অন্নপূর্ণা স্তুতি—মূল্য ১০। স্তবমালা লইলে একখানি উপহার স্বরূপ পাইবেন।

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী—নিত্য পাঠের জন্য বড় বড় বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত, কাপড়ে বাঁধা—মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

পকেট গীতা—নিত্য পাঠের জন্য গীতামাহাত্ম্য সহিত মূল গীতা বড় অক্ষরে মুদ্রিত—মূল্য ৵৹ আনা।

বিচার প্রকাশ।

এই পুস্তকে শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর গুরুদেব সিদ্ধ পরমহংস বাবা দয়ালদাসজীর জীবনী ও উপদেশবাণী সংগৃহীত হইয়াছে। বঙ্গের সুসন্তান শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা মহাশয় স্বামী দয়ালদাসজীকে দর্শন করিয়া সঞ্জীবনী সংবাদপত্রে ও স্ব-প্রণীত "কুম্ভমেলা" নামক পুস্তকে তাঁহার সম্বন্ধে যে সমস্ত বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তত্তাবৎ সমস্তই এই পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছে, ইহা পাঠে আদর্শ সাধুজীবন ও বেদান্ত শাস্ত্রের সার মর্ম্ম এবং সন্ন্যাস ও সাধন বিষয়ক সমস্ত কথাই জানিতে পারিবেন। একাধারে বিবিধ দার্শনিক মীমাংসা, গীতার সূত্রস্বরূপ দ্বিতীয়াধ্যায়ের গূঢ়ার্থ, এবং মুক্তি লাভের উপায় ও অনুষ্ঠান অতি পরিস্ফুটভাবে বিবৃত হইয়াছে। সাধুসন্ন্যাসিগণের মধ্যে নিত্যব্যবহৃত বেদান্ত-শাস্ত্রীয় সরল সিদ্ধান্তপূর্ণ এরূপ পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় এই প্রথম প্রকাশিত হইল। সাধুমুখ-নিঃসৃত এই জীবন্ত উপদেশবাণী পাঠ করিলে প্রকৃতই সাধুসঙ্গের ফললাভ হইবে। ২০০ শত

পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, মূল্য ॥০ মাত্র, ভিঃ পিঃ ডাকে ৷৶০ পড়িবে। হিতবাদী—"আমরা শ্রীমৎ দয়ালদাস স্বামী মহোদয়কে গুরুবৎ পূজা করিতাম। এ পুস্তক জিজ্ঞাসু মাত্রেরই পাঠ্য হওয়া উচিত।" "যাঁহারা নব্য বেদান্তের মত জানিতে চাহেন,তাঁহারা এই গ্রন্থ পড়িয়া উপকৃত হইবেন।" প্রবাসী—"আমরা আশা করি, বিবিধ তত্ত্বজ্ঞানময় ধর্ম্মোপদেশপূর্ণ এই পুস্তকখানি বঙ্গ সাহিত্যানুরাগী ধর্ম্মতত্ত্বসেবী হিন্দুপাঠকগণের সুখপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ হইবে।"—হিন্দুপত্রিকা।

উদ্বোধন বলেন :—বাবা দয়াল দাসজীর জীবনী পাঠক মাত্রেরই উপাদেয় হইবে। দয়ালদাস বাবাজী তত্ত্বসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার রচিত বেদান্ত ব্যাখ্যা যে উৎকৃষ্ট হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? অন্নের মধ্যে অদ্বৈততত্ত্বের ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই প্রশংসার যোগ্য হইয়াছে, অদ্বৈততত্ত্বের পরিপাক না হইলে এমনভাবে অন্নের মধ্যে গুছাইয়া বলা সম্ভবপর নহে। সন্ন্যাসমীমাংসা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে।"

জ্ঞানদীপিকা—এই বৃহৎ গ্রন্থখানি জ্ঞান ও ভক্তিসাধনানুকূল প্রবন্ধাবলিতে পূর্ণ। পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামিজী লিখিয়াছেন—"প্রবন্ধগুলিতে সাধনলব্ধ স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানবিকাশের নির্ম্মল জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ লহরীমালা ক্রীড়া করিতেছে।" ডিমাই ৮ পেজী ৩৫০ পৃষ্ঠায় পূর্ণ, এই সুবৃহৎ গ্রন্থ এক্ষণে কিছু দিনের জন্য ।৶০ ছয় আনা মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। কেবল ডাকব্যয়ই ৵০ দুই আনা পড়িবে। ডাকব্যয় সহ মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

গৌড়পাদীয় আগম—শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের পরম গুরু ও শুকদেবশিষ্য শ্রীশ্রীগৌড়পাদাচার্য্য কৃত। ইহাই অদ্বৈতমতের মূল গ্রন্থ। ইহাকেই আদর্শ করিয়া শঙ্করাচার্য্য শারীরকভাষ্য রচনাপূর্ব্বক জগতে বিখ্যাত হইয়াছেন। বেদান্ত শাস্ত্রের সম্যক্ জ্ঞানের জন্য এই গ্রন্থরত্নের আলোচনা একান্ত আবশ্যক। ইহা ভক্ত ও জ্ঞানী উভয়েরই সমান আদরের সামগ্রী। সংস্কৃত মূল ও বিস্তৃত বাঙ্গালা ব্যাখ্যা সহ মূল্য ০ চারি আনা মাত্র।

দিনচর্য্যা—(২য় সংস্করণ—সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত) শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল প্রণীত। হিন্দুর আচার, ব্যবহার, আহার, বিহার, ব্যায়াম, ব্রহ্মচর্য্য, ভক্তি ও যোগ সাধন, সঙ্গীত ও স্তোত্র আদি লইয়া সার্দ্ধ শতাধিক পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ছাত্রগণের চরিত্র গঠনে পুস্তকখানি বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন—"দিনচর্য্যা আদ্যোপান্ত পড়িয়া অনেক জ্ঞানলাভ করিলাম। লেখা সরল, গুরুতর গুহ্য বিষয়সকল সরলভাবে বিবৃত; এরূপ গ্রন্থ সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী প্রত্যেকেরই পুস্তকাগারে থাকা উচিত। মূল্য ।/০ পাঁচ আনা।

আশ্রম চতুষ্টয়—দিনচর্য্যা প্রণেতা ও স্বনামখ্যাত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের বোলপুর ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল কর্তৃক সঙ্কলিত। ইহাতে ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্যাদি আশ্রমের উদ্দেশ্য ও আবশ্যকতা অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। মহর্ষি মনুপ্রমুখ মহাপুরুষগণের আদেশসকল বর্ত্তমানকালে কিরূপে প্রতিপালিত হইতে পারে, তাহারও যথেষ্ট ইঙ্গিত ইহাতে আছে। পুস্তকখানি বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ সকলেরই সুখপাঠ্য, এবং সময়োপযোগী হইয়াছে। মূল্য ॥০ আনা, ভিঃ পিঃ ডাকে ॥৵০।

অভ্যাস যোগ—শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নাথ সান্যাল প্রণীত মূল্য ॥০ আট আনা। ইহাতে মহর্ষি বশিষ্ঠের উপদেশ, গীতার নিগূঢ় তত্ত্ব, সনাতন ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত শক্তি, কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি,

দৈব ও পুরুষকার প্রভৃতি জটিল বিষয়গুলি অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান কালেও অনেক মহাপুরুষ যাঁহারা চেষ্টা, যত্ন ও অভ্যাসবলে জ্ঞান ভক্তির উন্নত শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন, এবং কতিপয় মহাত্মা যাঁহারা এখনও জীবিত, তাঁহাদের জীবনের সংক্ষিপ্ত ২।৩ টী সারবান্ কথা ইহাতে সন্নিবেশিত হওয়ায় গ্রন্থখানি আরও সরল ও সুন্দর হইয়াছে।

সেই সর্ব্বজন প্রশংসিত সুরচিত ও সুললিত

শান্তি-পথ।

ও

ধ্যান-যোগ।

(পরিবর্দ্ধিতাকারে পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে)

দুর্লভ মনুষ্যজন্ম পাইয়া ভগবদ্ভক্তি লাভের জন্ম কিরূপে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হইতে হয়, আত্মবিশুদ্ধি লাভ করিতে হইলে শোকমোহের সীমা অতিক্রম করিয়া শাশ্বতী শান্তি পাইবার জন্ম কিরূপ পুরুষার্থের প্রয়োজন, ব্রহ্মবীর্য্য সহকারে সংসারের আবিল স্রোতের মধ্য দিয়াও শুদ্ধসত্ত্বময় পথে চলিবার উপায় কি, তদ্বিষয়ক উপদেশ সমূহ অতি সরল ও মনোহর ভাষায় "শান্তিপথের" পত্রে পত্রে শোভা পাইতেছে। জীবনের কর্ত্তব্য নির্ণয় পূর্ব্বক নিষ্কাম কর্ম্মের সাধনায় যাঁহার অনুরাগ, সুখ দুঃখের অধিকার হইতে—জন্ম মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণের নিমিত্ত যিনি ব্যাকুল হৃদয়, তিনি শান্তিপথে জীবনযাত্রার সকল সমাচারই পাইবেন। বিশেষতঃ শান্তিপথে বিচরণ কালে সুখপূর্ব্বক বিশ্রাম জন্ম এই সংস্করণে "ধ্যানযোগও" বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। উপনিষৎ ও যোগদর্শনাদিতে ধ্যান, ধারণা, সমাধি ও তদনুকূল সাধনাঙ্গ সমূহের যে সমস্ত সুগভীর উপদেশরাশি নিহিত আছে, তাহাই অতি সরলভাবে সকলের অনুষ্ঠানের অনুকূল করিয়া লিখিত ও "ধ্যানযোগ" নামে অভিহিত হইল। সংসারের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়াও কিরূপে নিজ অবস্থানুসারে ধর্ম্মসাধন করিতে পারা যায়, শান্তিপথের পাঠকগণ পুস্তকখানি একবার পাঠ করিলেই তাহা সম্যক্রূপে বুঝিতে পারিবেন, এবং ধ্যান-যোগাধ্যায় তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই শান্তি-পথে অগ্রসর হইতে উৎসাহিত করিবে, ইহাও সাহস করিয়া বলিতে পারা যায়। ভক্তি, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ সাধনতত্ত্বের একত্র সমাবেশ দেখিয়া সকলেই সুখী হইবেন ইহা আশা করি। ইহাতে আর্য্যধর্ম্মের—সনাতন হিন্দুধর্ম্মের লক্ষ্য ও সাধনা সরলভাবে বিবৃত হইয়াছে।

হিতবাদী বলেন —"শান্তি-পথের লেখা সুন্দর, ভাবাভিব্যঞ্জনায় পারিপাট্য আছে, বিষয় নির্ব্বাচনও সুন্দর হইয়াছে।"

প্রবাসী বলেন :—"গ্রন্থের বিষয় অতি সুন্দর, গ্রন্থও সুলিখিত। পাঠকগণ ইহা পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন।"

Indian Empire লিখিয়াছেন :—"The book very ably deals with some of the high Hindu tenets which should be read with interest and profit by every one."

Leader (Allahabad) এই পুস্তক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—"It deals with intricate questions of Hindu philosophy, its aim and final goal. The

fundamentals of the difficult subject of Hindu philosophy can be easily grasped from this book, which we recommend to all interested in it."

Indu (Bombay) :—"Can be read with profit."

Modern Review (Calcutta) :—"It is worth reading."

পুস্তকের আকার পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হওয়ায় ও উত্তম কাগজে মুদ্রণ জন্য মূল্য ৸৹ আনা মাত্র নির্দ্ধারিত হইল।

হিন্দীশিক্ষা সোপান—(বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হিন্দী শিক্ষার সরল ও সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ। ইহা পাঠ করিলে এক মাসের মধ্যেই বিশুদ্ধ হিন্দী শিক্ষা করিতে পারিবেন। ৵১০ আড়াই আনার টিকিট পাঠাইলে ব্যাকরণের সহিত হিন্দীভাষায় লিখিত একখানি "নলচরিত"ও উপহার দেওয়া হইবে।

প্রবাসী লিখিয়াছেন :—"ইহাতে বাঙ্গালীর হিন্দীশিক্ষার সাহায্য হইতে পারে। ভাষার ধাত বুঝিয়া বেশ প্রণালী সঙ্গত উপায়ে হিন্দীর ব্যাকরণ ও প্রকৃতি মোটামুটী বুঝানো হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ কৃষ্ণানন্দ স্বামীর হিন্দী রচনাও উদ্ধৃত হইয়াছে।"

অপূর্ব্ব ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

ইহাতে ভারত ভ্রমণের সহিত সামাজিক, রাষ্ট্রীক ও ধর্ম্মজীবনের বিবিধ তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। সিদ্ধযোগী ধীরবীর্য্য কৃত হিমালয়স্থিত ঋদ্ধিমন্দিরের বিস্ময়কর বিবরণ পাঠে অনেকে চমৎকৃত ও পুলকিত হইবেন। ইহাতে যোগতত্ত্ব ও সাধনক্রম এবং জ্ঞান ও ভক্তির প্রকৃত লক্ষ্য ও সমন্বয় সরলভাবে বিবৃত হইয়াছে।

"ঢাকা প্রকাশ" বলেন—"'অপূর্ব্ব ভ্রমণ বৃত্তান্ত" বস্তুতঃই অপূর্ব্ব জিনিষ। একবার পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে, পাঠক উহা শেষ না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠের সহিত গভীর তত্ত্ব সকল অলক্ষিত ভাবে হৃদয়পটে অঙ্কিত হইয়া যায়। ঋদ্ধিমন্দিরের বর্ণনা পাঠকালে আমরা এতই মুগ্ধ হইয়াছিলাম, যে সময় সময় আমাদের শরীর রোমাঞ্চিত হইয়াছিল।"

মূল্য ।৶৹ মাত্র। (শ্রীমৎ পরিব্রাজক স্বামিজী ব্যাখ্যাত গীতার গ্রাহকগণের জন্য মূল্য ।৹ মাত্র)।

ফটো ও অয়েল পেণ্টিং।

পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামিজীর গুরু মহারাজ শ্রীমৎ দয়ালদাস স্বামিজী মহোদয়ের ফটো (ক্যাবিনেট সাইজ)—১৲। পরিব্রাজক শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামিজীর ক্যাবিনেট সাইজের ফটো—মূল্য ১৲। শ্রীমৎ স্বামিজীর ক্যাবিনেট সাইজ তৈলচিত্র (oil painting)—৫৲।

পরিব্রাজক শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামিজীর সুন্দর হাফটোন চিত্র ও বৃহৎ লিথো প্রত্যেকখানি ডাকব্যয় সহ /১০ আনা।

☞ আট আনার কম মূল্যের পুস্তকাদি ভিঃ পিঃ ডাকে প্রেরণে বহু অসুবিধা হয়। অতএব অল্প মূল্যের পুস্তক লইতে হইলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক ডাক টিকিট পাঠাইবেন। এতদ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব মূল্যনিরূপণতালিকা সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইল।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা—

ম্যানেজার—**কাশী-যোগাশ্রম,** বেনারস সিটি।